অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত

ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা-নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

অনূদিত

প্রথম খণ্ড

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৯

উৎসর্গ-পত্র।

যাহাকে পৌত্ররূপে পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম, যে রূপে,
গুণে, সর্ব্বাংশে আমার কুলপ্রদীপ হইবে বলিয়া আশা করিয়া
ছিলাম, যাহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে 'ভানু' ও নিষ্কলঙ্ক
চরিত্রে 'বিমলচন্দ্র' উভয় নামই সার্থক হইয়াছিল,
যে আমার পাপসংসর্গ সহিতে না পারিয়া অকালে
দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছে, এবং যাহার
বিয়োগের পরে শোকমন্থর সময় অপনোদন
করিবার জন্য আমি জাতকের অনুবাদে
প্রবৃত্ত হইয়াছি, আজ তাহার
স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্তি-সাধনার্থ
এই গ্রন্থ উৎসর্গ
করিলাম।

ভূমিকা

১৮৫৮ সালের মে মাসে যশোহর জেলার এক অখ্যাত কোণে খরস্থতি গ্রামে ঈশানচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করে। খরস্থতি একেবারেই পাড়াগাঁ, কারণ ঈশানচন্দ্রের জীবদ্দশায় সেখানে কোন ডাকঘর পর্যন্ত হয় নাই। ঈশানচন্দ্র নিজে তাঁহার জীবনীর যে খুব মোটামুটি বর্ষপঞ্জী রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে তাঁহার অন্তত পাঁচ ছয় ঊর্ধ্বতন পুরুষ এই গ্রামেই বসবাস করেন। ঈশানচন্দ্রের পিতার নাম ছিল চন্দ্রকিশোর ঘোষ, মাতা শ্রীকণ্ঠ মজুমদারের কন্যা কালীতারা। ইঁহাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে, কনিষ্ঠা কন্যার জন্ম হয় পিতার মৃত্যুর মাস দুই পরে। পুত্রদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র জ্যেষ্ঠ। তাঁহার নয় বছর আট মাস বয়সে একই দিনে পিতা চন্দ্রকিশোর ও প্রথমা ভগিনীর মৃত্যু হয় এবং তাহার কয়েকমাস পরেই তিনি খুল্লতাতকেও হারান। চার বছর পরে কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাহার এক বছর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। ঈশানচন্দ্রের জীবন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে দুইটি প্রবল প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে—একটি নিদারুণ দারিদ্র্য আর একটি স্বয়ং যমরাজ। বুদ্ধি, মেধা, সততা ও একনিষ্ঠতার দ্বারা তিনি দারিদ্র্যকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ জীবনের আঙিনায় মৃত্যুর আনাগোনা কমে নাই, এমন কি তাঁহার নিজের অন্তর্ধানের পরও সর্বব্যাপী অভিশাপের মত অকালমৃত্যু এই পরিবারকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। ঈশানচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ অসীম নৈতিক বল, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অনমনীয় সততা ও লক্ষ্যের প্রতি অবিচলিত অভিনিবেশ। সেই-জন্য কঠোর দারিদ্র্য বা প্রতিকূল পরিবেশ তাঁহার বুদ্ধি, অভিনিবেশ ও নিষ্ঠাকে প্রতিহত করিতে পারে নাই এবং মৃত্যুর মধ্য হইতে তিনি মৃতসঞ্জীবনী শক্তি আহরণ করিয়া নূতন পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন।

ঈশানচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কাছে শুনিয়াছি চন্দ্রকিশোর ঘোষ সামান্য বেতনে কোন গ্রাম্য জোতদার ও ব্যবসায়ীর গোমস্তা বা কেরানীর কাজ করিতেন বা 'খাতা লিখিতেন'। তাঁহার অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না; ১৮৬৮ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর স্ত্রী কালীতারা দুই পুত্র ও এক কন্যা লইয়া কঠিন দারিদ্র্যের কবলে পড়েন। ১৮৭১ সালে তিন বৎসরের কন্যা এবং পর বৎসর দশ বৎসরের কনিষ্ঠ পুত্রকে হারান। এই সময় কালীতারার সংসার অতিশয় কষ্টে চলিত। পাঁচ বৎসর বয়সে ঈশান-চন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয় এবং তিনি এক গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি হন। অনশন-অর্ধানশনে থাকিয়া বাড়ি হইতে বেশ খানিকটা দূরে হাঁটিয়া এই বিদ্যালয়ে যাইতে হইত। তিনি অতিশয় মিতাচারী, সংযতচরিত্র ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। যাঁহারা তাহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে তাঁহার কোন ব্যসন থাকিতে পারে এই কথা যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু তাঁহার একটি অপরিত্যাজ্য নেশা ছিল—প্রায় বিরামহীন ধূমপান। শেষবয়সে তাঁহার ফুসফুসের ব্যাধি হয় এবং কলিকাতার প্রধান ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার ধূমপান নিষিদ্ধ করিয়া দেন। কিন্তু এই সংযমী পুরুষ তাঁহার আবাল্য সঙ্গী হুঁকা-গড়গড়া পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন। এই অনুরাগের একটা করুণমধুর ও ঈষৎ কৌতুকপূর্ণ ইতিহাস আছে। অধ্যাপক ঘোষের কাছে শুনিয়াছি বালক ঈশানচন্দ্র যখন কোনদিন অনাহারে থাকিয়া বা আধপেটা খাইয়া পাঠশালার পথে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন তখন পথিমধ্যে এক মুদীর দোকানে তিনি একটু

বিশ্রাম করিতেন এবং মুদী তাঁহাকে এক ছিলিম তামাক খাইতে দিত। পরে ঈশানচন্দ্র যখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েন তখন সেই মুদীকে তিনি ভরণপোষণের জন্য কিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দান করেন।

পিতার মৃত্যুর পর অভাব-অনটনের জন্য পড়াশোনার নানা অসুবিধা হয়, এই সময় বছরখানেক ঈশানচন্দ্র ফরিদপুরেও অবস্থান করেন কিন্তু পড়াশোনার কোন সুব্যবস্থা করিতে পারেন না। ১৮৭১ সালে তিনি M. V বা উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন, কিন্তু কোন বৃত্তি পান না। বলা যাইতে পারে যে, ছাত্রজীবনে প্রথম পরীক্ষায় তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক এই সময় তাঁহার অর্থকষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয় এবং তিনি নিজ গ্রাম হইতে আট নয় মাইল দূরে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বঙ্গেশ্বরদী গ্রামের (ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর) স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েন। এখানে তাঁহার বন্ধুলাভও হয় এই কথা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। এই বন্ধু বোধ হয় রামচরণ বসু, যাঁহাদের বাড়িতে তিনি আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এক বৎসর পর ১৮৭২ সালে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কৃতিত্বের ভিত্তিস্বরূপ।

জঙ্গলাকীর্ণ পাড়াগাঁয়ের বালক ঈশানচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়াস ও সাফল্যের পরিমাপ করিতে হইলে তখনকার শিক্ষাব্যবস্থার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার দরকার। আমাদের দেশে পূর্বে বহু পাঠশালা ছিল যেখানে বাংলার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইত। ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর ক্রমে ইংরেজী ভাষা সরকারী কাজের বাহন হইয়া দাঁড়ায়, মিশনারী সাহেবরা ইংরেজী শিক্ষার সাহায্যে ধর্মপ্রচার করিতে চাহেন এবং ইংরেজী শিক্ষাকে ভারতবাসীও উন্নতির সোপান হিসাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহে। এই কারণে প্রাচীন পাঠশালাগুলি জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইতে থাকে অথচ ইংরেজ সরকার অর্থব্যয়ের ভয়ে এবং পাছে দেশীয় সংস্কারে আঘাত দেওয়া হয় সেই জন্য ইংরেজী বিদ্যার প্রচারে খুব বেশী আগ্রহ দেখান না। সরকার জেলায় জেলায় একটি করিয়া স্কুল স্থাপন করিয়া, দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালাগুলিকে কিছু সাহায্য দিয়া বা পরিদর্শকের মারফতে সামান্য দেখাশোনার বন্দোবস্ত করিয়া নিজেদের কর্তব্য সমাপ্ত করেন। মিশনারীদের চেষ্টাও কলিকাতায় ও কোন কোন নির্ধারিত জায়গায় সীমিত ছিল। দেশী লোকের যতটা সাধ ছিল ততটা সাধ্য ছিল না। এই সমস্ত কারণে এবং শিক্ষার প্রচার যাহাতে ব্যাহত না হয় সেইজন্য অনেকদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের অনুমোদনের জন্য কোন নিয়ম রচনা করে নাই। এই অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায়ই গ্রামেগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হয় এবং শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হইতে মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ হয়। দেশীয় পাঠশালা হইতে পাঁচ ক্লাস বিশিষ্ট বাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলের উদ্ভব হয় এবং কিছুকাল পরে তাহার সঙ্গে আর এক ক্লাস যোগ করিয়া একশ্রেণীর স্কুলের সৃষ্টি হয় যাহাকে মাইনর স্কুল বলা হইত। ইহার প্রথম শ্রেণী দশ ক্লাস বিশিষ্ট হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী বা ক্লাস সিক্সের সমান বলিয়া ধরা হইত। এই সব স্কুলের বিশেষ করিয়া গ্রাম্য স্কুলের প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে, চরম লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ইংরেজীর পাঠ্যক্রমের মান উন্নত ছিল এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্যও ইংরেজীকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হইত। অথচ ইংরেজী পড়াইবার বিশেষ কোন আয়োজন ছিল না। গ্রামীণ ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ইংরেজী একটা বাড়তি বিষয় হিসাবে পড়ানো হইত বলিয়া মনে হয়, উচ্চাভিলাষী ছাত্রকে স্বকীয় মেধা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যেই ইংরেজী আয়ত্ত করিতে হইত। পাড়াগাঁয়ের নিঃস্ব বালক ঈশানচন্দ্রের পক্ষে ইহা

খুব বেশি কবিযা প্রযোজ্য। তিনি ভাল বাংলা শিখিয়া ছাত্রবৃত্তি পবীক্ষায বৃত্তি লাভ কবিযা ভবিষ্যৎ শিক্ষাব পথ সুগম কবিয়া লইলেন। তাহার অপেক্ষাও বড কৃতিত্বেব কথা এই যে প্রধানত নিজেব চেষ্টায গ্রামে বসিয়া ইংবেজী জ্ঞানেব ভিত এতটা পাকা কবিলেন যে পববর্তীকালে তিনি এণ্ট্রান্স হইতে এম্-এ পর্যন্ত সমস্ত পবীক্ষায কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েন এবং কর্মজীবনেও ইংবেজী ভাষা ও সাহিত্যেব প্রগাঢ জ্ঞানেব জন্য প্রসিদ্ধি লাভ কবেন।

ঈশানচন্দ্রের সময়ের তো কথাই নাই, বিংশ শতাব্দীব প্রথম দশকেও স্কুলে পড়া ছেলে এবং দশ-বাব বছবেব মেযেব বিবাহেব প্রচলন ছিল। বঙ্গেশ্বরদী গ্রামেব গঙ্গাধব নাগ মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন এবং তিনি সাধাবণত ফবিদপুব শহরে বাস কবিতেন। তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায বৃত্তিপ্রাপ্ত সদ্বংশজাত ঈশানচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা কবিযা তাঁহাকে স্বগৃহে বাখিযা ১৮৭৩ সালে ফবিদপুব স্কুলেব চতুর্থ শ্রেণীতে—বর্তমান হিসাবে ক্লাস সেভেনে—ভর্তি কবিযা দেন। ঈশানচন্দ্রেব পক্ষেও ইহাকে সৌভাগ্যেব প্রথম সোপান মনে কবিতে হইবে। কাবণ বঙ্গেশ্বরদীব উচ্চ প্রাইমাবি বা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে তো পঞ্চম শ্রেণীব অধিক পডাইবাব ব্যবস্থা ছিল না এবং অন্যত্র শহবে আহাব ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত কবা তাঁহাব পক্ষে সম্ভব হইত না। গঙ্গাধর নাগ ও তদীয় স্ত্রী শিবসুন্দবীব তিন সন্তান—শশিমুখী, ক্ষীবোদাসুন্দরী এবং পুত্র অমৃতলাল। ভাবী শ্বশুবেব বাড়িতে বছরখানেক থাকাব পব ১৮৭৪ সালে তৃতীয় শ্রেণীব ছাত্র ঈশানচন্দ্র শশিমুখীকে বিবাহ করেন (৮ই ফাল্গুন ১২৮০)।

ইহাব পব ঈশানচন্দ্র পাঠ্যজীবন ও কর্মজীবন অব্যাহত গতিতে অগ্রসব হইতে থাকে। তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন পাইবার সময তিনি ক্রমশ কৃতিত্বেব পরিচয দিতে থাকেন এবং ১৮৭৬ সালে সবকাবী বৃত্তিসহ এণ্ট্রান্স পাস কবেন। পূর্বেই বলা হইযাছে তখন উচ্চশিক্ষা কেবল আবম্ভ হইযাছে; বিশ্ববিদ্যালযের বয়স ঈশানচন্দ্রেব বযস অপেক্ষা মাত্র এক বৎসব বেশি। যাহাকে আমরা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা বলিযা জানি সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তখন অনুমোদিত কলেজ ছিল মাত্র বারটি এবং তাহাবও অর্ধেক খাস কলিকাতায়। সুতবাং উচ্চতব শিক্ষাব জন্য ঈশানচন্দ্রকে কলিকাতায়ই আসিতে হয়। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনে ভর্তি হযেন এবং ১৮৭৮ সালে এফ-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালযে—তখন বেঙ্গুন হইতে লাহোর পর্যন্ত ইহাব পবিধি—চতুর্থ স্থান অধিকার কবিযা বৃত্তিসহ এফ্-এ পাস কবেন। পরে এই পবীক্ষাব নাম বাখা হয ইণ্টারমিডিযেট আর্টস্ ও ইণ্টারমিডিযেট সাযেন্স। এখন ইহা স্কুল ও কলেজের মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থান কবিতেছে। তখনও মেট্রোপলিটান (অধুনা বিদ্যাসাগব) কলেজে বি-এ ক্লাস খোলা হয নাই বলিয়া ঈশানচন্দ্র জেনারেল এসেম্বলী ইন্‌স্টিটিউশনে (বর্তমান নাম স্কটিশচার্চ কলেজ) ভর্তি হয়েন। এই সময় বিশেষজ্ঞতা অপেক্ষা বহুমুখী জ্ঞানেব উপর বেশী জোব দেওযা হইত। এক বা একাধিক বিষযের অনার্স পবীক্ষা তখনও প্রবর্তিত হয় নাই; বি-এ পবীক্ষায় দুই ভাগ ছিল 'এ' কোর্স আর 'বি' কোর্স। ইংরেজী ও অঙ্ক উভয় বিভাগে অবশ্য পাঠ্য ছিল। ইহা ছাড়া 'এ' কোর্সে পড়িতে হইত—একটি ক্লাসিক্যাল ভাষা, দর্শন, ইতিহাস, উচ্চমানের অঙ্ক, ইহাদের মধ্য হইতে যে কোন দুইটি বিষয়। 'বি' কোর্স ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক। এণ্ট্রান্স ও এফ্-এ'র মত এখানেও উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীতে ভাগ কবা হইত। ১৮৮০-৮১ ঈশানচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে

বৃত্তিসহ বি-এ পাস করেন। শুনিয়াছি 'এ' কোর্সের ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হযেন। 'এ' কোর্সের ছাত্র হইলেও তিনি গণিতেও পারদর্শী ছিলেন। তখনকার দিনের গণিতের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে লিখিয়াছিলেন যে, ঈশানচন্দ্র গণিতে এম্ এ পরীক্ষা দিলেও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। যাহা হউক, ঈশানচন্দ্র ইংরেজীতে এম্-এ পরীক্ষা দেন এবং ১৮৮১-৮২ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উচ্চ স্থান লাভ করেন। শুনিযাছি কি একটা পরীক্ষা বিভ্রাটের জন্য তিনি প্রথম শ্রেণীতে পাস করিতে পারিলেন না।

১৮৮২ সালের জানুযারী মাসে এম্-এ পরীক্ষার ফল বাহির হয় এবং ঐ বৎসরের জানুযারী হইতে জুলাই পর্যন্ত তিনি সামান্য চাকুরি করিযাছিলেন। জেনারেল এসেম্বলী কলেজের অধ্যাপকদের কযেকজন সহযোগী নিযুক্ত হইতেন যাঁহাদের কাজ ছিল রচনা শুদ্ধ করা এবং এই কাজের জন্য ইহাদিগকে স্বল্প পারিশ্রমিক দেওযা হইত। ইহার সঙ্গে ঈশানচন্দ্র গৃহশিক্ষকের কাজ করিযাও কিছু অর্থ উপার্জন করিতেন। ঐ বৎসর জুলাই মাসে তিনি যশোহর জেলার নড়াল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হযেন এবং প্রায় দুই বৎসর সেই কাজ করেন। অর্থের দিক দিযা তিনি তখন কিছুটা নিশ্চিন্ত হইলেন। নড়ালে চাকুরি করার সমযই ১৮৮৩ সালে ৩রা মার্চ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—পরবর্তীকালে ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতিমান্ অধ্যাপক—প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয। ১৮৮৪ সালে জুলাই মাসে তিনি নড়াল স্কুলের কাজ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিযা আসেন। তাঁহার পরিচালনায় ঐ স্কুলের প্রভূত উন্নতি হয় একথা স্কুলের কর্তৃপক্ষ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজিযেট স্কুলে অস্থাযী পদে মাস দুই কাজ করেন ও "অমৃতবাজার পত্রিকা" ও "ইংলিশম্যান" কাগজে লিখিযা কিছু অর্থোপার্জন করেন এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সরকারী চাকুরিতে পাকাপাকি-ভাবে নিযুক্ত হযেন।

তাঁহার সার্ভিস বুক বা সরকারী চাকুরিপঞ্জীতে দেখিতেপাই ১৮৮৫ সালে ১০ই মার্চ তিনি ১০০ টাকা বেতনে প্রথমে অস্থাযীভাবে এবং ১লা জুন হইতে স্থায়ীভাবে সরকারী চাকুরির পঞ্চম শ্রেণীতে ডেপুটি স্কুল ইন্‌স্পেক্টর রূপে নিযুক্ত হযেন। এই বৎসরেই তাঁহার মাতৃবিযোগ হয়। সরকারী চাকুরিতে একটানা ৩১ বৎসর কাজ করিয়া তিনি হেযার স্কুলের হেডমাস্টার রূপে ১৯১৬ সালে ১৬ই জানুযারী অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বেতন ছিল পাঁচশত টাকা। ঈশানচন্দ্র নিজে তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার যে তালিকা লিখিযা রাখিযা গিযাছেন তাহাতে দেখা যায যে শৈশব ও বাল্যে তিনি বহুবার কঠিন পীড়ায আক্রান্ত হইযাছেন, কিন্তু দীর্ঘ ৩১ বৎসরের চাকুরি জীবনে তিনি কখনও অসুখের জন্য ছুটি নেন নাই; একবার অসুস্থতার উল্লেখ করিযাছেন বটে, তখনও কিন্তু ডেপুটি ইন্‌সপেক্টরের পরিশ্রম ও ভ্রমণ সাপক্ষে কাজ করিযা গিযাছেন। কাজেই সেই অসুস্থতা গুরুতর হইতে পারে না। বৃদ্ধ বযসেও তিনি বেশ কর্মঠ ছিলেন, অসুস্থ হইযা শয্যাগত আছেন এমনটা দেখি নাই। তিনি বলিষ্ঠ—শালপ্রাংশু মহাভুজ—লোক ছিলেন না অথচ বুড়ো বযস পর্যন্ত সর্বদা কর্মতৎপর থাকিতেন। মনে হয বাল্যে ও কৈশোরে তাহার স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ দারিদ্র্য এবং পরবর্তীকালে যে কখনও অসুস্থ হযেন নাই ইহার প্রধান কারণ মিতাচার ও নিযমনিষ্ঠতা। বাস্তবিকপক্ষে ধূমপান ছাড়া তাঁহার অন্য কোন নেশা ছিল না, বার্নার্ডশ'য়ের মত তিনিও বলিতে পারিতেন যে, এক কর্ম ছাড়িযা আর এক কর্ম গ্রহণই ছিল তাঁহার একমাত্র রিক্রিযেশন বা অবসর-বিনোদন। অশনে, বসনে

বাক্যব্যয়ে, অর্থব্যয়ে সর্বত্রই তিনি পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের ইহাই প্রধান গুণ এবং ইহাই তাঁহার অনন্যসাধারণ সাফল্যের চাবিকাঠি।

কেবল স্কুল শিক্ষা নয় সরকারী শিক্ষা দপ্তরের প্রায় সকল বিভাগের সঙ্গেই ঈশানচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি বহুদিন স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর ও সহকারী ইন্‌সপেক্টর ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি গ্রামের ও শহরের নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভ করেন। বেশ কিছুদিন ছোটনাগপুর বিভাগে নিযুক্ত থাকায় হিন্দী পঠন-পাঠন পরীক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। ১৮৯৫-৯৬ সালের শিক্ষাবিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে ছোটনাগপুরে দুর্গম অঞ্চলে তাঁহার অক্লান্ত ভ্রমণ, হিন্দী ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি এবং সেইজন্য ঐ সকল অঞ্চলে সকল স্তরে পরীক্ষা নেওয়ার সুব্যবস্থায় তাঁহার কৃতিত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা লিপিবদ্ধ হয়। শিক্ষা দপ্তরের বিবরণী বা প্রতিবেদন লিখিবার জন্য প্রায়ই তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইত। ইহাতে তিনি শিক্ষাবিভাগের নানা দিক সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি ও সংযত সাবলীল রচনারীতির সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন। বেশ কিছুকাল হুগলী ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ থাকায় তিনি যোগ্য শিক্ষক তৈরি করার কাজেও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রশাসনিক দিক্ হইতে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতার জন্য তিনি কিছুদিনের জন্য অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বা সরকারী ডি. পি আই পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। বোধ হয় তিনিই প্রথম বাঙালী এই পদ পাইয়াছিলেন। আজকাল এই জাতীয় দাবি খুব তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য স্মরণ করিলে এই সকল আপাত সামান্য পদোন্নতির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, পরাধীনতার অন্যতম অভিশাপ এই যে দেশীয় লোকেরা কর্মদক্ষতার বা প্রতিভার সম্যক্ পুরস্কার পায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথাই বলা যাইতে পারে। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর সন্তান, বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু চাকুরি জীবনে তিনি বঙ্গীয় সরকারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির উপরে উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর হইতে ঈশানচন্দ্র যে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর হইতে পারিয়াছিলেন ইহাকে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

শিক্ষাজগতের সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের নিবিড় সংযোগের ফলশ্রুতি ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা। ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক আজকাল এমন ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হইয়াছে যে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই সুধীজন নাক সিঁটকাইবেন। কিন্তু একসময় এইরূপ ছিল না। তখন নূতন শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্যই এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হইত এবং যদিও এই শ্রেণীর গ্রন্থ অনেক লেখককে বিত্তশালী করিয়াছে তবু শিক্ষাদানই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং পুস্তকের গুণগত উৎকর্ষই ইহাদের সাফল্যের প্রধান কারণ। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অগ্রণী। তাঁহার বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কথামালা, সংস্কৃত উপক্রমণিকা ব্যাকরণ কৌমুদী প্রভৃতি এদেশে শিক্ষাবিস্তারের পথ সুগম করিয়াছে। এই পথেই অগ্রসর হইয়া ঈশানচন্দ্রের সহাধ্যায়ী কালীপদ বসু বীজগণিত, যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী পাটীগণিত রচনা করিয়াছিলেন; শরৎকুমার লাহিড়ীর Lahiri's Select Poems, ঈশানচন্দ্রের নূতন শিশুপাঠ, হিতোপদেশ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংল্যাণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মহাপুরুষচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ এই ধারাকেই প্রশস্ত ও প্রসারিত করিয়াছে।

তিনি নিজে নানা বিষয়ে ইংরেজী ও বাংলায় তেরখানা স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বা সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং অন্য গ্রন্থকারের সহযোগিতায় আরও ছয়খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ বসু ('আদর্শ শিশুপাঠ') ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ('বিজ্ঞান-পাঠ')।

ঈশানচন্দ্রের শিক্ষাবিভাগে কর্মজীবনের চরম ও পরম পরিণতি ১৯০৩ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত হেয়ার স্কুলে হেডমাস্টার রূপে অধিষ্ঠান। এই দাবির তাৎপর্য বুঝাইতে হইলেও একটু ভূমিকার প্রয়োজন। আধুনিককালে—বোধহয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে—সরকারী চাকুরির নূতন বিন্যাসের ফলে সকল হাইস্কুলকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এখন এক স্কুল হইতে আর এক স্কুলের হেডমাস্টারিতে বদ্‌লি স্থানান্তর মাত্র বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু ইহার পূর্বে সকল স্কুলের সমান মর্যাদা ছিল না এবং সবচেয়ে কৌলীন্য ছিল হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের। ইহাদের ঐতিহ্যও গৌরবময় —মহাগতি ডেভিড হেয়ার যে স্কুল সোসাইটি স্থাপন করেন তাহারই পরিণতি একালের হেয়ারস্কুল এবং হিন্দুস্কুল তো ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বটবৃক্ষ' হিন্দু কলেজেরই নিম্নাংশ। ইহাদের পরিচালনার ভারও ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের উপর। সুতরাং এই দুইটি স্কুলে পঠন-পাঠনের মান উন্নত রাখার জন্য শিক্ষা-বিভাগের যোগ্যতম ব্যক্তিকেই ইহাদের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করা হইত এবং তাঁহাদের বেতনও অন্যান্য প্রধান শিক্ষকের বেতন অপেক্ষা বেশি ছিল। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি স্কুলেরও খানিকটা আভিজাত্য ছিল, কিন্তু হেয়ার ও হিন্দু স্কুল ছিল সকলের উপরে।

শুধু হেয়ার ও হিন্দু কেন তখন অনেক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে ইংরেজ সরকারের নীতি এবং তখনকার দিনের প্রধান প্রধান উদ্যোক্তাদের বিদ্যোৎসাহিতারও সম্পর্ক ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরেজ সরকারের রাজ্যশাসনে প্রধানত নিজেদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বলিয়া তাঁহারা এই বিরাট দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী ছিলেন না এবং হেয়ারসাহেবের মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন আদর্শবাদী উদ্যোক্তাদের পক্ষে তাহা সম্ভবও ছিল না। কাজেই ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারে এই নীতি গৃহীত হইল যে, কর্তৃপক্ষ শুধু উচ্চস্তরে শিক্ষাদান করিবেন; তারপর এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ই শিক্ষা প্রসারিত করিবেন। রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা বলিলেন যে, তাহার উপরে যে জল ঢালিবেন তাহাই চোঁয়াইয়া নিচে ছড়াইয়া পড়িবে। সেই কারণে প্রথমে শুধু জিলায় একটি করিয়া হাই স্কুল স্থাপিত হইল, কলিকাতায় ও আশেপাশে এবং হুগলী বা ঢাকার মত বড় শহরে মিশনারী বা অপর উৎসাহীর চেষ্টায় বা ধনী ব্যক্তিদের বদান্যতায় উত্তরপাড়া, কোন্নগর, সিরাজগঞ্জ, কান্দীর মত জায়গায় দুই চারিটি স্কুল গড়িয়া উঠিল। কিন্তু তখন দেশের লোকের ইংরেজী বিদ্যা আহরণের সাধ্য না থাকিলেও প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। এই কারণেই যাঁহারা প্রথম ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বরেণ্য তাঁহাদের উপরেই এই সকল স্কুলের ভার আপনা হইতেই ন্যস্ত হইল। ইঁহারা যেন মরুভূমিতে ওয়েসিস বা সমুদ্রে আলোকস্তম্ভ। এই ট্রাডিশান বহুদিন এদেশে সজীব ছিল। সেই কারণে এই দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু মনীষী প্রধান শিক্ষকের পদে থাকিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বহুকাল স্কুলে

শিক্ষকতা করিয়া উচ্চতর পদে নিযুক্ত হয়েন। সেই আমলে বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাঙালী খ্যাতি ও পদমর্যাদা লাভ করেন, যেমন সংসারচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তাঁহারাও স্কুলের শিক্ষক হিসাবেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন করেন। আমাদের এই 'বুনো' রামনাথের দেশে তখন আর্থিক সমৃদ্ধির অভাব শিক্ষকের মর্যাদার পক্ষে হানিকর হয় নাই। এখন অবশ্য অর্থতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক জগতে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হওয়ার ফলে প্রধান শিক্ষকদের সেই মর্যাদা নাই, সেই জাতীয় শিক্ষকও এখন বিরল। রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পে এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গী অপরূপ অভিব্যক্তি পাইয়াছে। 'হৈমন্তীর বাবা হিমালয়ের অন্তর্বর্তী দেশীয় রাজ্যে চাকুরি করিতেন, হৈমন্তীর শ্বশুর ভাবিয়াছিলেন তিনি সেখানকার প্রধানমন্ত্রী গোছের কিছু হইবেন। পরে খবর লইয়া জানিলেন বৈবাহিক সেখানকার 'শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ' অর্থাৎ ইস্কুলের হেডমাস্টার—সংসারে ভদ্রপদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা।' কিন্তু এই মন্তব্য শুধু অমার্জিত অর্থলোভীর বর্বর রুচির সাক্ষ্য দান করে। এই হেডমাস্টারের সত্যতর পরিচয় কবি নিজেই হৈমন্তীর স্বামীর সাহায্যে আমাদের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন, 'আমার শ্বশুরের নাম গৌরীশংকর। যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। আর, তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।' সৌভাগ্যক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশের সমতল ভূমিতে অনেক প্রধান শিক্ষক ছিলেন যাঁহাদের সম্পর্কে কবির এই বর্ণনা প্রযুক্ত হইতে পারিত।

(২)

উনবিংশ শতাব্দী কেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই জাতীয় বরেণ্য প্রধান শিক্ষক একেবারে বিরল ছিল না। ইঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন হিন্দু স্কুলের রসময় মিত্র ও হেয়ার স্কুলের ঈশানচন্দ্র ঘোষ। ইঁহারা সমবয়সী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ইঁহাদের মধ্যে মাত্র এক বৎসরের ব্যবধান ছিল। ইঁহারা যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল একসঙ্গেই দুইজনের শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের সুখ্যাতি করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্রের কৃতিত্বের বিশ্লেষণ ও অবদানের কথাই বর্তমান নিবন্ধের বক্তব্য বিষয়। ঈশানচন্দ্র যখন হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন অধিকাংশ সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামধন্য জেম্স্ সাহেব যাঁহার পাণ্ডিত্য, প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রশাসনিক দক্ষতা সুবিদিত। ঈশানচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও বিচারবুদ্ধির উপর তাঁহার এত আস্থা ছিল যে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিয়োগের সময়েও তিনি কখনও কখনও ঈশানচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। উভয়ের অবসর গ্রহণের পরও জেম্স্ মাঝে মাঝে বিলাত হইতে ঈশানচন্দ্রকে চিঠি লিখিতেন। একবার লিখিয়াছেন, 'You have had illustrious predecessors in the past, but you have the satisfaction of reflecting that the school was never more flourishing than in the years under your control.'

ঈশানচন্দ্রের অনন্যসাধারণ সাফল্যের পিছনে ছিল তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ধীর, স্থির, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন তাহাই নহে, জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞানতপস্যা অব্যাহত ছিল। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত,

বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস—স্কুলপাঠ্য সকল বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার যুক্তিবিন্যাস ক্ষমতা এবং রচনার পরিচ্ছন্নতা প্রসাদগুণের জন্যই সরকার তাঁহাকে বারংবার প্রতিবেদন লিখিতে নিযুক্ত করিতেন। এই কারণেই তাঁহার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার দ্বারা ছাত্রগণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইত, তাঁহার একাধিক ছাত্র তাঁহার ক্লাসে শেক্সপীয়র ও পোপের কবিতা পাঠের স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিজে বহু দুরূহ বিষয়ের মধ্যে অবগাহন করিলেও বালক ও কিশোরদের উপযোগী সাহিত্যের বিষয়ে সর্বদা আগ্রহী ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁহাকে হেরডটাস, থুকিদিদিস স্যুয়েটোনিউস প্রভৃতি লেখকদের রচনা অভিনিবেশ সহকারে পড়িতে দেখা যাইত। ব্ল্যাকি এণ্ড সন্‌স ছোটদের জন্য ইউরোপীয় ক্লাসিকদের যে সংক্ষিপ্ত সরল সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি বাংলায় তদনুরূপ গ্রন্থমালা রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং নিজে ইলিয়াড ও বিক্রমোর্বশী সম্পর্কে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সংকল্প ও প্রচেষ্টা তাঁহার অনুসন্ধিৎসার গভীরতা, জ্ঞানের ব্যাপকতা এবং কিশোরদের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টির সাক্ষ্য দেয়। তাঁহার এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই, কিন্তু ইহার একটি বিস্ময়কর ফলশ্রুতি তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কর্তৃক (কলিন্স-লিখিত) ইলিয়াদ সম্পাদনা। প্রাচীন ইউরোপীয় সাহিত্যের যে কোন অনুরাগীর মনে ইহা যুগপৎ আনন্দ ও ঈর্ষার সঞ্চার করিবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশানচন্দ্রের চরিত্রের অন্য প্রধান লক্ষণ তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আমরা তাঁহাকে জীবনের শেষ দশ-বার বছর দেখিয়াছি—তখন তিনি বয়োবৃদ্ধ, বহু জনাকীর্ণ পরিবারের প্রধান, প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী, সর্বদা কর্মব্যস্ত। কিন্তু যে গৃহের তিনি সর্বময় কর্তা, সেইখানে তিনি সর্বাপেক্ষা স্বল্পবাক্, এমন কি তিনি বাড়ি আছেন কিনা তাহাই অনেক সময় বোঝা যাইত না। অথচ প্রত্যেক ব্যাপার তাঁহার অঙ্গুলিহেলনে চলিতেছে, কেহই তাঁহার কাছে যাইতেছে না কিন্তু সবাই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। অনেক অতিথি অভ্যাগত ও আগন্তুককে আসা যাওয়া করিতে দেখিয়াছি, সকলেই তাঁহার সঙ্গে সসম্ভ্রমে কথা বলিতেছেন, তিনি খুব সহজে ধীরে ধীরে দুই একটি বাক্যে তাঁহাদের প্রয়োজন মিটাইতেছেন, মনে হইত যে সবাই অতি নিকটস্থ অথচ একটা অলক্ষ্য ব্যবধান আছে যাহা কেহই অতিক্রম করিতে সাহস পাইতেছে না।

তাঁহার মত পরিশীলিত, পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল মননশক্তি সচরাচর দেখা যায় না। বৃদ্ধ বয়সেও দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার প্রতিদিনের প্রত্যেক কাজের জন্য নিয়মিত, নির্দিষ্ট সময় আছে। বাজারের হিসাব লিখিয়া, সংসারের ব্যবস্থা করিয়া ইতিহাস পাঠে মনোনিবেশ করিতেছেন, ঠিক সময় হইলে স্নান-আহারাদি করিয়া তিনি শেয়ার বাজারে চলিয়া গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া নির্দিষ্ট সময়ে এ. বি. টি এ-র কাজ করিতেছেন বা অন্য কোন নির্দিষ্ট কাজে হাত দিতেছেন, আবার তাহা সমাপন করিয়া নিরিবিলিতে জাতকের অনুবাদে মনোনিবেশ করিতেছেন। এই লোক কোন স্কুলের হেডমাস্টার হইলে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হইলে, সেখানকার কাজে আপনা হইতেই সুশৃঙ্খলা আসিবে। চঞ্চলমতি ছাত্ররা যথাসময়ে যে যার ক্লাসে থাকিবে, শিক্ষকরা যে যার কাজ করিয়া যাইবেন; পাঠ্যক্রম ঠিক মত অনুসৃত হইবে এবং প্রধানের উপস্থিতিতেই সমস্ত হৈচৈ গোলমাল থামিয়া যাইবে।

স্কুলের ডিসিপ্লিন বলিতে আমরা পূর্বে মনে করিতাম কড়া শাসনের দ্বারা ছাত্রদিগকে শায়েস্তা রাখা। পাঠশালার গুরুর বেত ছিল শিক্ষাদানের প্রধান সহায়ক। আজকাল

অবশ্য সেই দিন চলিয়া গিয়াছে। শাস্তির দ্বারা শাসন হয়, কিন্তু শিশুমনের বিকাশ সাধিত হয় না এই নীতি এখন স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য কেহ কেহ বলিবেন যে এই স্বীকৃতিই উপযুক্ত শিক্ষাদানের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা আসিয়াছে। সেই বিতর্কিত প্রশ্নে প্রবেশ না করিয়া ঈশানচন্দ্রের স্কুল পরিচালনার একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার ছাত্ররা বলেন কৃশকায় মৃতভাষী এই গম্ভীর প্রকৃতির লোকটি পাণ্ডিত্য, শিক্ষানৈপুণ্য, ন্যায়নিষ্ঠা ও সৌজন্যের দ্বারা যে সম্ভ্রম জাগ্রত করিতেন তাহার ফলেই ছাত্ররাও নিয়মানুবর্তী হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর জনৈক ছাত্র লিখিয়াছিলেন, প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক লক্ নাকি কোথায় বলিয়াছেন যে, যেমন নড়বড়ে কাগজের উপর অক্ষর বসান যায় না সেইরূপ (ভয়ে) কম্পমান মনের উপর শিক্ষার দাগ বসে না। এই নীতি শিরোধার্য করিয়া তিনি স্কুল পরিচালনা করিতেন এবং সেই কার্যে প্রার্থিত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

ঈশানচন্দ্র চাকুরি জীবনের প্রারম্ভে বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তারপর নিজে সরকারী কর্মে নিযুক্ত থাকিলেও পরিদর্শক হিসাবে তিনি প্রশাসনিক কর্মব্যপদেশে বঙ্গদেশে ক্রমবর্ধমান বেসরকারী স্কুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন এবং এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জীবনের নানা সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। কেবলমাত্র ছাত্রবেতনের উপর নির্ভরশীল বিদ্যালয়ের আর্থিক অনটন, পরিচালকমণ্ডলীর অস্থিরতা ও অক্ষমতা এবং সরকারের ঔদাসীন্য—এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শিক্ষকদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া তিনি অবসর গ্রহণের পর শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে নানাভাবে সংযুক্ত হন। শিক্ষকরা নিজেরাও এই প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁহার মত প্রবীণ খ্যাতিমান প্রভাবশালী শিক্ষকের নেতৃত্ব সাদরে গ্রহণ করেন। এইভাবে ১৯২১ সালে অখিল বঙ্গ শিক্ষক সংস্থা—এ বি টি. এ —স্থাপিত হইলে তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পদে বৃত হয়েন এবং ঐ বৎসরই তাঁহার সম্পাদনায় এই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র টিচার্স জার্নাল আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমে এই সংস্থার আয়তন ও প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার জন্ম হইতে প্রথম তের বৎসর—অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত—তিনিই ইহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণধার ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার উপর বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের এত গভীর আস্থা ছিল যে ১৯২৩ সালে তাঁহারা তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্গীয় লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য হইতে পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস্-চ্যান্সেলর প্রখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার সভ্যপদ প্রার্থী হইয়া তাঁহাকে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করেন এবং তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করেন। তিনি এইভাবে সরিয়া যাওয়ায় ডাক্তার সরকার বিশেষ প্রীতিলাভ করেন এবং ইঁহারা স্থায়ী বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়েন।

(৩)

প্রবাদ আছে বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী এবং ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, একই গৃহে লক্ষ্মী ও সরস্বতী একসঙ্গে বিরাজ করেন না। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রচুর ধনেরও মালিক হয়েন। আবার বিরল হইলেও এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায় যে, সরস্বতীর আরাধনার পথেই লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ হইয়াছে

এবং বাণিজ্য ও বিদ্যাচর্চার মধ্যে বিরোধ ঘুচিয়া গিয়াছে। ঈশানচন্দ্র এই অসাধারণ পুরুষদের অন্যতম। তিনি প্রচুর অর্থ অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাচর্চাই তাঁহার ভিত্তি এবং এই অর্থোপার্জনের মধ্যেও তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা ও পরিমিতিবোধ দীপ্যমান। তিনি যাহা বেতন পাইতেন তাহাতে সেইদিনে মোটামুটি সচ্ছলভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত, কিন্তু তাহার দ্বারা সমৃদ্ধিলাভ সম্ভব হইত না। জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করার ফলে তাঁহার কিছু অর্থাগম হয়। সেই অর্থ তিনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করিয়া ক্রমে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েন। তিনি নিজের জীবনের যে ঘটনাপঞ্জী লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ৩৫-৩৬ বয়সে (১৮৯৩-৯৪ সালে) তিনি অর্থলাভের নূতন পথ আবিষ্কার করেন। ইহাই শেয়ার মার্কেটে তাঁহার অনুপ্রবেশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ইংরেজরা এই দেশে যৌথ কারবার বা সীমিত দায়িত্বভিত্তিক জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর মারফতে ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন এবং নিজেরা বহু বড় বড় কোম্পানী স্থাপন করেন যাহার শেয়ার কিনিয়া বাহিরের লোকও অংশীদার হইতে পারিত। ইহা হইতেই শেয়ার মার্কেট বা লায়ন্স রেঞ্জের উৎপত্তি। এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়ের অগ্রগতি ও স্বাধীন ব্যবসায়ের উপর ক্রমবর্ধমান সরকারী নিয়ন্ত্রণের জন্য শেয়ার বাজারের জৌলুস খানিকটা কমিয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু একসময় কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের শেয়ার মার্কেট—লায়ন্স রেঞ্জ ও দালাল স্ট্রীট—খুব জমজমাট ছিল। এই শেয়ার মার্কেট এক বিচিত্র প্রতিষ্ঠান। ইহা বাজার, কিন্তু এখানে পণ্য নাই ; এই বাজারে—ধরুন কলিকাতার লায়ন্স রেঞ্জে—কোম্পানীর অংশ বা শেয়ারের কেনাবেচা হইতেছে, কিন্তু যে সব কোম্পানীর মালিকানার অংশের বেচাকেনা হইতেছে তাহারা কলিকাতার ত্রিসীমানার মধ্যেও অবস্থিত নহে এবং যাঁহারা মালিকানার ক্রয়-বিক্রয় করিতেছেন তাঁহারা কারবারে নিযুক্ত হওয়া দূরে থাকুক ইহাদের সঙ্গে তাঁহাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও হইতেছে না। কাজেই এই ব্যবসায় অনেকটা কৃত্রিম, অনেকটা অলীক। অথচ প্রতিদিন মুখের কথায় লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হইতেছে, ধনী গরিব হইতেছে আবার গরিব বড়লোক হইতেছে। এই রকম স্থানে প্রকৃত ব্যবসায়ী ও সাধু অর্থ-বিনিয়োগকারীর সঙ্গে আসল ও নকল দালাল, জুয়াড়ী, বাটপাড়ের সমাবেশ হইবেই। যাঁহারা ব্যবসায়ের বাজারে প্রভুত্ব করিতে চান তাঁহারা কোন কোম্পানীর বেশি শেয়ার কিনিয়া ফেলিতেছেন , আবার শুধু সেই কোম্পানীর শেয়ারের বাজারের দাম বাড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কোন দালাল তাঁহার শেয়ারের জন্য আগাম অর্ডার দিতেছেন। ইহার অপর দিকও আছে। যাঁহার নগদ টাকার দরকার তিনি গচ্ছিত শেয়ার বিক্রি করিবার জন্য ছাড়িতেছেন আবার কোন দালাল কোন কোম্পানীর শেয়ার দাম কমাইবার উদ্দেশ্যেই বেচিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন। এই বাজারে অসাধু ভাগ্যান্বেষী ও বাটপাড় দালালরা অজ্ঞ অর্থলোভীকে কি ভাবে প্রবঞ্চনা করে তাহার কৌতুকোজ্জ্বল চিত্র পরশুরাম আঁকিয়াছেন শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী ও সার্থকনামা গণ্ডেরীরাম বাটপেড়িয়ার চরিত্রে।

এই শেয়ার মার্কেটে ঈশানচন্দ্রকে দেখা যাইবে ইহা কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। প্রথমত, স্কুল মাস্টারদের নিকট হইতে কেহ ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রত্যাশা করে না। তারপর বাড়ি বসিয়া কেহ বাড়তি কিছু টাকা কোনো নামজাদা কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া কিছু লাভ-লোকসান করেন তাহা যদি সম্ভব না হয়, যিনি আজীবন শিক্ষকতা করিয়াছেন, বই লিখিয়াছেন, সরকারী রিপোর্ট লিখিয়াছেন বা স্কুল পরিদর্শন করিয়াছেন তিনি উত্তরকালে শেয়ার বাজারের কেনাবেচার হৈ-হুল্লোড়ের দালালি

ফাটকাবাজিব মধ্যে সঞ্চবণ কবিবেন ইহা একেবাবেই অসম্ভব বলিযা মনে হইবে। কিন্তু অবসব গ্রহণ কবিবাব পব বৃদ্ধবযসে তিনি এই জগতেব সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিযাছিলেন, প্রতিদিন দুপুববেলা এখানে যাইতেন এবং এইখানে প্রচুব অর্থও উপায় কবিয়াছিলেন।

ঈশানচন্দ্র কলিকাতায় জমি কিনিযাছিলেন ১৮৯৩ সালে কিন্তু প্রথমে বাড়ি কবেন দেওঘবে ১৯০১ সালে। কলিকাতায প্রথম বাড়ি কবেন ১৯০৮ সালে। পবে, বিশেষ কবিয়া অবসব-গ্রহণান্তে, তিনি কলিকাতায একাধিক বাড়িব মালিক হযেন এবং ব্যাংকে, কোম্পানীব কাগজে, শেযাবে প্রভূত অর্থ গচ্ছিত বাখেন। শুধু তাই নয়। তাঁহাব জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বনামধন্য অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নিজেই বলিতেন যে, তিপ্পান্ন বছব বয়স পর্যন্ত, অর্থাৎ পিতাব জীবদ্দশায, তিনি 'পি. সি ঘোষ' সহি কবা ছাডা আব কোন সংসাবী কাজ কবেন নাই। পিতা ঈশানচন্দ্র পুত্রেব উপার্জিত অর্থেব এমন সুপ্রয়োগ কবিযাছিলেন যে তিনিও বেশ ধনী হইযাছিলেন। কাশীতে ও কলিকাতায তাঁহাব বিবাট সৌধ নির্মিত হইযাছিল। তাঁহাব লাইব্রেবীব মূল্য লক্ষাধিক টাকা হইবে, তিনি জীবিতকালে বিশ্ববিদ্যালযে ও অন্যত্র (ভাবত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতিতে) মোটা টাকা দান কবিযাছিলেন এবং তাঁহাব মৃত্যুব পব তাঁহাব বিধবা পত্নী তাঁহাব সম্পত্তি নানা হাসপাতাল এবং আত্মীয ও আশ্রিতদেব মধ্যে বিলাইযা দিযাছেন। প্রফুল্লচন্দ্রেব সম্পত্তিও অনেকটা তাঁহাব পিতার ব্যবসায বুদ্ধিব দ্বাবাই অর্জিত।

শেযাব মার্কেটেও ঈশানচন্দ্র তাঁহাব চাবিত্রিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অটুট বাখিযাছিলেন। ইহাব প্রধান কারণ তিনি এই বাজাবে অন্য পাঁচ জনেব মত হঠাৎ বডলোক হওযার উদ্দেশ্যে দালালি কবেন নাই বা লটাবি খেলাব মনোভাব লইযা প্রবেশ কবেন নাই। তিনি বহুদিন ধবিযা নানা ব্যবসাযেব গতিবিধি লক্ষ্য কবিযাছেন, বড বড কাববাবেব হিসাব পবীক্ষা কবিয়া দেখিযাছেন, লাভ-লোকসানেব কাবণ যাচাই কবিযাছেন এবং তাহা দেখিয়া ধীব স্থিব পদক্ষেপে এই পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এই কারণে তাঁহাব অর্থ প্রায সব সমযেই নিশ্চিত লাভজনক ব্যবসাযে নিয়োজিত হইত। সেই আমলে কলিকাতাব বাণিজ্য বেশিব ভাগ বিদেশীযদের হাতে ছিল, কতকগুলি বড বড সাহেবী কোম্পানী ইংবেজ বাজত্বের স্তম্ভ স্বরূপ বলিযা মনে হইত। এই সব কোম্পানীব প্রধানবা ঈশানচন্দ্রেব জ্ঞান ও ভূযোদর্শনেব সুযোগ গ্রহণ কবিয়া তাঁহাকে ডিবেক্টব বা পবিচালকমণ্ডলীব সভ্য কবিযা লইযাছিলেন। আযকব বিভাগেব কর্মচাবীব কাছে শুনিয়াছি যে তাঁহাব জীবনেব শেষ দশ বৎসব তাঁহাব ব্যক্তিগত বিবাট আযেব মোটা অংশই আসিত সেই আমলেব অভিজাত ব্যবসায প্রতিষ্ঠানেব ডিবেক্টবেব 'ফি' হইতে। পূর্বেই বলিযাছি তিনি দালালি কবিতেন না বা দালালেব মাধ্যমে কাজ কবিতে হইলেও স্বীয বুদ্ধিবিবেচনাব দ্বাবা চালিত হইতেন। কিন্তু ইহাও দেখিযাছি যে, শেয়াব বাজাবেব অনেক নামী দালাল তাঁহাব বাড়িতে আনাগোনা কবিতেন তাঁহাব পবামর্শ ও উপদেশ লইবাব জন্য।

আমাব সঙ্গে শেযাব জগতেব কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু ঘটনাচক্রে শেযাব বাজাব বা স্টক-এক্সচেঞ্জে ঈশানচন্দ্রেব একাকিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিপত্তি যাচাই কবিবাব সুযোগ আমি নিজেই পাইযাছিলাম। সেটা ১৯২৬ সাল, আমি তখন এম্-এ ক্লাসেব ছাত্র। আমার বিহাবপ্রবাসী জনৈক অন্তবঙ্গ বন্ধুব পিতাব কিছু সবকাবী ঋণপত্র বিক্রয় কবিবাব প্রয়োজন হয়। যতদূব মনে হয তিনটি সবকাবী ঋণপত্র—মূল্য পনের হাজাব টাকাব মত। তিনি এই ব্যাপাবে আমার সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। আমি

সবকারী ঋণপত্রও কোন দিন দেখি নাই, এতটাকার সংস্পর্শেও কোনদিন আসি নাই। আমাদের তখন রেওয়াজ ছিল সব কিছুতেই স্যার অর্থাৎ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে জিজ্ঞাসা করা। তিনি আমার বন্ধু পিতাকে নামে চিনিতেন। আমাকে তাঁহার নিজের পিতৃদেবের কাছে লইয়া গিয়া আমার প্রয়োজন নিবেদন করিলেন। স্থির হইল আমি পরদিন দুপুরে বিক্রেয় ঋণপত্র লইয়া ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার গাড়িতে স্টক এক্সচেঞ্জে যাইব। আমাকে তিন দিন তিনখানি কাগজ বিক্রয় করিতে যাইতে হইয়াছিল। তিনদিনই একই রকমের অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, শুধু দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে প্রথমদিনের বিস্ময়ানুভূতি কাটিয়া গিয়াছিল। ঈশানচন্দ্রের জুড়িগাড়ি যখন রাইটার্স বিল্ডিং অতিক্রম করিয়া কেবল স্টক এক্সচেঞ্জে ঢুকিতেছে তখন রাস্তায়, বাড়ির খোলা-ছাদ বা দোতলার বারান্দা হইতে দুর্বোধ্য চেঁচামেচি শুনিয়া, হৈ-হুল্লোড় বা ছুটাছুটি দেখিয়া আমার ভয় হইল যে এখানে কোথাও আগুন লাগিয়াছে বা একটা দাঙ্গা বাধিয়াছে এবং কোথাও দেখিলাম কেহ কেহ শুধু আঙুল নাড়িতেছে। তবে কি একাধিক পাগলাগারদের অধিবাসীরা ছাড়া পাইয়া এখানে আসিয়া জুটিয়াছে? পরে শুনিয়াছি ইহাই শেয়ার বাজারে দর হাঁকাহাঁকি ও কেনাবেচা। কিন্তু আমাদের গাড়ি যেই থামিল আর ঈশানচন্দ্র নামিলেন, অমনি আমাদের সামনের শব্দসমুদ্র ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হইল, জনতার ভিড় মাঝখানে পথ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, আমরা একটা বড় বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানেও নিচের তলায় এবং সিঁড়িতে সেই ভিড় ও সেই চীৎকার এবং ঈশানচন্দ্রকে দেখিয়া সেই ক্ষণিক স্তব্ধতা। সিঁড়ির লোক একপাশে সরিয়া যাওয়ায় আমরা সহজেই উপরে উঠিলাম, ঈশানচন্দ্র আমাকে দরজায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিজে একটা প্রশস্ত অফিসঘরে ঢুকিলেন। আমি দূর হইতে লক্ষ্য করিলাম তিনি যে টেবিলে যাঁহার কাছে যাইতেছেন সবাই অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। তিনি কোথাও বসিলেন না এবং যখন যাঁহার সঙ্গে কথা বলিলেন সেই ব্যক্তিও আসন গ্রহণ করিলেন না। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আমাকে লইয়া অন্য একটা বাড়িতে একটা অফিসে লইয়া গেলেন, যতদূর মনে আছে তাহার নাম প্রসাদদাস বড়াল এণ্ড সন্স। সেইখানে আমার কাগজখানা বাহির করিলাম। তাঁহারা হাতের কাজ রাখিয়া হিসাব করিয়া চেক লিখিয়া আমাকে দিয়া দিলেন। ঈশানচন্দ্র আমাকে বিদায় দিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, জ্ঞানের গভীরতায় ও চরিত্রবলে তিনি এখানেও অনন্য, নিঃসঙ্গ, একাকী এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয়।

(৪)

ঈশানচন্দ্র ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যয়ের মধ্যেও সংযম, পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি ও পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সাংসারিক জীবনযাত্রার সচ্ছলতার পরিচয় ছিল, বিলাসিতার লেশমাত্র ছিল না, সর্বোপরি তিনি অপব্যয় পরিহার করিতেন, স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু কোথাও বাহুল্য ছিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র সকল দিক দিয়াই তাঁহার গৌরবের বস্তু ছিলেন, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখিয়াছেন :—

"ভাগ্যবান্—তোমার পুণ্যের পরিচয়
গুণীপুত্র, কাছে যার তব পরাজয়।"

শেষ পঁচিশ বছর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। ইঁহাদের একমাত্র সন্তান আট বছর বয়সেই মারা যায়, কাজেই সংসারে ইঁহাদের জন্য ব্যয় ছিল সবচেয়ে

কম, কিন্তু সংসারযাত্রার মাসিক ব্যয় দুই-তৃতীয়াংশ তিনি নিজে বহন করিতেন এবং এক-তৃতীয়াংশ প্রফুল্লচন্দ্রের আয় হইতে লইতেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রফুল্লচন্দ্রকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তিনিই যেন সমস্তটা বহন করেন।

ঈশানচন্দ্র নিজে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দারিদ্র্যের ভীষণতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য উপার্জিত সম্পত্তি হইতে পুত্র ও পৌত্রদের যাহাতে সঙ্গতি থাকে তাহার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ প্রফুল্লচন্দ্রের যথেষ্ট অর্থ ছিল; সুতরাং তাঁহাকে শুধু সদ্ব্যয়ের উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। মধ্যমপুত্র অনুকূলচন্দ্র তাঁহার জীবিতাবস্থায় মারা যান, নাবালক দুই পুত্র ও তাহাদের অপেক্ষাও কনিষ্ঠ এক কন্যা রাখিয়া যান। কনিষ্ঠ পুত্র প্রতুলচন্দ্রের একটি মাত্র পুত্র ছিল। পরলোকগত পুত্র অনুকূলচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়াই তিনি ইহাদিগকে দেয় সম্পত্তির তিন ভাগ করিলেন—অনুকূলচন্দ্রের দুই পুত্র—হেমচন্দ্র ও নারায়ণচন্দ্র—এবং প্রতুলচন্দ্রের পুত্র জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্র তখন নাবালক ছিল বলিয়া বোধ হয় তৃতীয় অংশটা প্রতুলচন্দ্রের নামেই লিখিয়া দেন এবং অনুকূলচন্দ্রের কন্যার বিবাহের জন্য পৃথকভাবে টাকার ব্যবস্থা করেন। ইহাদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি তাঁহার বাকি প্রচুর সম্পত্তি প্রধানত জনহিতকর উদ্দেশ্যে একটি ট্রাস্ট করিয়া যান। ইহাতে তিন পুত্রবধূ ও পৌত্রীদের হাতখরচার এবং আশ্রিত আত্মীয়দের ভরণপোষণের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা থাকে। ইহারা সব মিলিয়া সংখ্যায় অনেক হইলেও কাহারও জন্য মোটা টাকার বরাদ্দ করা হয় নাই। তিনি অনেক অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই পল্লী অঞ্চলের জন্য যেখানে বাল্যে ও কৈশোরে তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, যেখানে তিনি দেখিয়াছেন জঙ্গলাকীর্ণ বসতিতে মানুষ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে, পানীয় জলের অভাবে, কলেরা মহামারীতে, অচিকিৎসায় মারা যাইতেছে, যেখানে আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ সত্ত্বেও মেধাবী বালক বিদ্যার আলোক হইতে বঞ্চিত হইতেছে। পল্লীসংস্কারের কথা বলেন অনেকেই, কিন্তু কাজ হয় খুব কম। জন্মস্থান খরস্থতি গ্রাম যশোহর জেলার একপ্রান্তে, তাহার আট নয় মাইল দূরে ফরিদপুর জেলার বঙ্গেশ্বরদী গ্রাম যেখানে তিনি প্রথম স্কুলে ভর্তি হয়েন। এই বঙ্গেশ্বরদীই তাঁহার শ্বশুরের বাসস্থান। এই জনপদ এক সময়ে সীতারাম রায়ের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন ইহার প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু ঈশানচন্দ্রের বাল্যকালে বঙ্গেশ্বরদী অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন হইলেও খরস্থতি ও তাহার আশেপাশের অঞ্চল জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ম্যালেরিয়া-ভারাক্রান্ত, পল্লীতে পরিণত হইয়াছিল। এখানে রাস্তাঘাট চলাফেরার পক্ষে অনুপযুক্ত, বছরের অধিকাংশ সময় জলকষ্ট, চিকিৎসাব্যবস্থার একান্ত অভাব এবং দরিদ্রের বিদ্যাশিক্ষার মনোরথ উত্থায় এব হৃদি লীয়ন্তে। ঈশানচন্দ্র প্রথমে জঙ্গল কাটাইয়া, রাস্তা বানাইয়া এই অঞ্চলকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, দুইটি বড় দীঘি ও টিউবওয়েল কাটাইয়া জলকষ্টের উপশম করেন, মাতার নামে কালীতারা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন, পিতার নামে চন্দ্রকিশোর উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাথমিক বিদ্যাচর্চার সুব্যবস্থা করেন এবং পূজার্চনার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁহার উইলে তিনি যে ট্রাস্ট গঠন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মোটা টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছিল দাতব্য চিকিৎসালয়কে ছয়শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করিতে এবং খরস্থতি হইতে বঙ্গেশ্বরদী—এই সমগ্র অঞ্চলে নলকূপ খনন করিয়া পানীয় ও সেচের জলের ব্যবস্থা করিতে। ইহা ছাড়া চন্দ্রকিশোর বিদ্যালয়কে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করিবার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন এবং সংস্কৃত পাঠের জন্য চতুষ্পাঠী নির্মাণের ও কবিরাজী

চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। তদুপরি খরসুতি হইতে নিকটবর্তী রেল স্টেশন ঘোষপুর পর্যন্ত ভাল রাস্তা তৈরি করার জন্য যশোহর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইহা ছাড়া খরসুতি গ্রামের দরিদ্রদের চিকিৎসার সাহায্যার্থে গরিব ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ার উদ্দেশ্যে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেন; দেওঘরের কুষ্ঠাশ্রমের সাহায্যের জন্যও অর্থ দান করেন। নিজের সম্পত্তি হইতে এত বিস্তারিত কর্মসূচী রূপায়িত করা সম্ভব হইবে না; এইজন্য তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র প্রফুল্লচন্দ্রকে এই কার্যের জন্য ৪৫,০০০ টাকা ব্যয় করিতে নির্দেশ দেন। বাল্যকালে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পাগলা কুকুরে কামড় দেয়, তখন উত্তর ভারতবর্ষে এই আক্রমণের চিকিৎসার একমাত্র ব্যবস্থা ছিল সিমলার কাছে কসৌলীতে পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউটে। আক্রান্ত পুত্রকে চিকিৎসার্থ ওখানে লইয়া যাইয়া ঈশানচন্দ্র বহিরাগত রোগী ও তাহাদের সঙ্গীদের বাসস্থানের অসুবিধা দেখিয়া প্রধানত সুদূর বঙ্গদেশ হইতে আগত রোগীদের থাকার জন্য স্ত্রী শশিমুখীর নামে একটি বাংলো তৈরি করিয়া দেন। তাঁহার কন্যা ভুবনেশ্বরীর যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হওয়ার পর তিনি কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে একটি শয্যার ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থপ্রদান করেন।

১৯৩৫ সালের ২৮শে অক্টোবর ৭৭ বৎসর বয়সে ঈশানচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উইলের প্রবেট নেওয়া হয় এবং যে প্রচুর ট্রাস্ট সম্পত্তি তিনি রাখিয়া যান এবং তাহার আয় হইতে খরসুতি-বঙ্গেশ্বরদীতে যে বিস্তীর্ণ কর্মসূচীর নির্দেশ দিয়া যান তাহা নির্বাহ করার জন্য অছি পরিষদ গঠিত হয় এবং একজন কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। যতদূর জানি পল্লীগ্রামে কাজও আরম্ভ করা হয়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রধান কর্মকর্তা তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র প্রফুল্লচন্দ্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে অকর্মণ্য হইয়া পড়েন এবং ১৯৪৮ সালে মৃত্যুর পূর্বে তিনি আর সুস্থ হইতে পারেন নাই। এদিকে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের উদ্ভব হয় এবং যশোহর ও ফরিদপুর উভয় জেলাই তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। সুতরাং ঈশানচন্দ্রের আরম্ভ কাজ আর সম্পূর্ণ হয় নাই, যাহা সমাপ্ত হইয়াছিল তাহা আজ কি অবস্থায় আছে তাহাও বলিতে পারি না। প্রফুল্লচন্দ্রের সম্পত্তি হইতে অনেক টাকা কলিকাতায় একাধিক হাসপাতালে দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ শুনিয়াছি। ইহাই বোধহয় সেই পরিকল্পনার একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিণতি।

ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পর বহু শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নানা পত্রপত্রিকায় ছোট বড় প্রবন্ধে তাঁহার জীবনী লিখিত হয় ও তাঁহার পাণ্ডিত্য, কর্মকুশলতা ও দানশীলতার প্রশস্তি রচিত হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তখন অসুস্থ অবস্থায় ভিয়েনাতে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের কোন যোগাযোগ ছিল না, তিনি কটক হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কাছে পড়িয়া থাকিবেন। তিনি এই সময় অধ্যাপক ঘোষকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার উদ্ধৃতি দিয়া এই প্রসঙ্গের অবসান করিব,

C/o, American Express Company
Vienna
19 12 35

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

সংবাদপত্র মারফত আপনার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের খবর জানিয়া বিশেষ ব্যথিত হইলাম। তিনি বিদ্বান্, চরিত্রবান্ ও সকল দিক্ দিয়া যোগ্য পুরুষ ছিলেন, তদ্ব্যতীত

তাঁহার সমাজহিতৈষিতা সকলের গৌরবের বিষয় ছিল। তাই তাঁহাকে হারাইয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আমি ধন্য মনে করিতেছি।

আপনারা আমার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করুন।

ইতি
বিনীত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

(৫)

ঈশানচন্দ্র ও শশিমুখীর আটটি সন্তান—চারপুত্র ও চারকন্যা—জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র এবং প্রথমা, তৃতীয় ও চতুর্থা কন্যা শৈশবেই ইহলোক ত্যাগ করে। কাজেই এই দম্পতির পারিবারিক জীবন তিন পুত্র ও এক কন্যা ভুবনেশ্বরীকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল সংসারের মেয়ে শশিমুখী হাসিমুখে স্বামিগৃহের দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী কালে সৌভাগ্যে অনুৎসেকিনী ছিলেন। শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিবার সময় কণ্বমুনি আদর্শ গৃহিণীর যে ছবি আঁকিয়াছেন মিতভাষী ঈশানচন্দ্র সহধর্মিণীর বর্ণনা দিতে যাইয়া তাহা স্মরণ করিয়াছেন। সেবাপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রী ১৯১০ সালে স্বামী ও চার সন্তানকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন।

কৃতী জ্যেষ্ঠপুত্র প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃভক্তির কথা আমি অন্যত্র লিখিয়াছি।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ॥

ইহা ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র। প্রতি কথায়, প্রতি কর্মে প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃভক্তি উদ্বেল হইত কিন্তু ঈশানচন্দ্রের স্নেহ প্রকাশ পাইত কচ্চিৎ বিদ্যুৎচমকের মত, তবে তাহা বিদ্যুতের আলোকের মতই দীপ্যমান। প্রফুল্লচন্দ্র ১৯০৩ সালে এম্-এ পাস করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ ছুটি নেওয়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অল্প কিছুদিনের জন্য অধ্যাপনার চাকুরি পান। প্রথম যেদিন তিনি পড়াইতে যান, ছেলে ঠিক মত কাজ করিতে পারিল কিনা এই চিন্তায় ঈশানচন্দ্র সেই দিন নিজে আর কাজে মন দিতে পারেন নাই, উৎকণ্ঠিত চিত্তে হেয়ার স্কুলের বারান্দায় পায়চারি করিয়া সময় কাটাইয়াছিলেন। উত্তরকালে যিনি অধ্যাপনা নৈপুণ্যের জন্য অপরাজেয় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য পিতার এই উদ্বেগের কথা শুনিয়া আমরা যুগপৎ আনন্দ ও কৌতুক অনুভব করিয়াছি। আর এক দিনের কথা বলিব। ঈশানচন্দ্রের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সহাধ্যায়ীর (অলীক) মৃত্যুসংবাদের কথা ঐ বাড়িতে পহুঁছায়। শুনিয়া প্রফুল্লচন্দ্র বলিলেন যে ইহা সত্য না হওয়াই সম্ভব, কারণ সেইদিনই পিতৃবন্ধুর পুত্রের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল এবং পুত্রের মধ্যে তিনি শোক-বিহ্বলতার কোন চিহ্ন দেখিতে পান নাই। ঈশানচন্দ্র শুধু বলিলেন, 'তুমি নিজেকে দিয়া সব ছেলেকে বিচার করিও না।'

দ্বিতীয় পুত্র অনুকূলচন্দ্র বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি পুস্তক প্রকাশক ছিলেন। যতদূর জানি তিনিই মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনার প্রথম প্রকাশক। অনুকূলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯১ সালে এবং মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে ১৯৩১ সালে মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। কনিষ্ঠ পুত্র প্রতুলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৯০০

সালে। তিনি কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজে ইংবেজীব অধ্যাপক ছিলেন ; এখন বালিগঞ্জে অবসব জীবন যাপন কবিতেছেন। প্রতুলচন্দ্রের দুই বৎসব পবে যে পুত্রেব জন্ম হয় সে দুই মাস বয়সেই মাবা যায় এবং কন্যাদেব মধ্যেও তিন কন্যা শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দ্বিতীয়া কন্যা ভুবনেশ্ববীকে ঈশানচন্দ্র সৎপাত্রস্থ কবিযাছিলেন। কৃতবিদ্য জামাতা অবিনাশচন্দ্র বসু সবকাবেব অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনাবেলেব অফিসে পদস্থ কর্মচাবী ছিলেন। অবিনাশ বসু দীর্ঘাযু হইলেও ভুবনেশ্ববী ১৯১৫ সালে মাত্র সাতাশ বৎসব বযসে দুই পুত্র ও চার কন্যা বাখিযা স্বর্গত হয়েন। জামাতা, পুত্রবধূবা, নাতিনাতনীবা সকলেই ঈশানচন্দ্রেব প্রতি অনুবক্ত ছিলেন এবং তিনিও সকলকেই স্নেহ কবিতেন। ইহা ছাড়া তিনি অপেক্ষাকৃত দূব আত্মীয় ও বন্ধুদেব প্রতিও যথাযোগ্য কর্তব্য করিয়া গিযাছেন। ইহাদেব মধ্যে শুধু একটি লোকেব সম্পর্কে বিশদ বিবরণ না দিলে এই আলেখ্য অসম্পূর্ণ হইবে।

ঈশানচন্দ্র জানিতেন যে তাঁহাব পিতা খবস্থতির অদূরবর্তী গোয়ালবাড়ি গ্রামে কুণ্ডুবাবুদেব অধীনে চাকুবি করিতেন। নিজে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াব পব তিনি খোঁজ লইযা দেখিলেন তাঁহাব পিতাব 'অন্নদাতাদের' কে কোথায় কি অবস্থায় আছেন। শুনিতে পাইলেন যে তাঁহাদেব অবস্থা পড়িযা গিয়াছে, বংশেব প্রায় সবাই চলিযা গিয়াছেন, পুরুষদের মধ্যে শুধু বেবতীমোহন নামে একজন বালক গোযালবাড়িতে বসবাস কবিতেছে। পিতৃঋণ স্মবণ কবিযা ঈশানচন্দ্র বেবতীমোহনকে নিজগৃহে লইয়া আসেন এবং নিজেব সন্তানদের মতই তাঁহাকে প্রতিপালন কবেন। বেবতীমোহন প্রফুল্লচন্দ্রেব অপেক্ষা সামান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন ; পরিণত বয়সেও ইহাদিগকে দুই সহোদবেব মত মনে হইত। ঈশানচন্দ্র রেবতীমোহনকে পরে গোয়ালবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত কবিয়া দেন। ইহাদেব তখনও ভূসম্পত্তিব যে অবশেষ ছিল তাহাতেই ইহাদেব গ্রাসাচ্ছাদন হইত। বিবাহের অল্প কিছুকাল পবেই রেবতীবাবুর স্ত্রীবিয়োগ হয়, যতদূব জানি ঈশানচন্দ্রেব আনুকূল্যেই তাঁহার একমাত্র সন্তান কন্যার বিবাহ হয। ঈশানচন্দ্রের শেষ বযসে যখন অসুখ কবিল এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন বার্ধক্যে এই ক্ষয়রোগই তাঁহাব শেষ বোগ, তখন তিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে বেবতীকে আনাইতে নির্দেশ দেন বেবতীমোহন ও জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ ঈশানচন্দ্রেব সমস্ত সেবার ভার নেয় এবং ইহাবা যে পবিচর্যা কবিযাছিলেন তাহাই বিপত্নীক বৃদ্ধেব শেষ দিনগুলিকে স্যার নীলবতনেব চিকিৎসা অপেক্ষাও অধিকতব সহনীয় করিয়া তোলে। স্যার নীলরতন ক্ষয়বোগে ধূমপানে আপত্তি করেন, কিন্তু ঈশানচন্দ্র তাঁহাব আবাল্য সুহৃদ্ হুঁকা-গড়গড়াকে পরিত্যাগ করেন নাই। বেবতীবাবুর প্রযোজন খুব সামান্যই ছিল, ঈশানচন্দ্র উইলে তাঁহার জন্য সামান্য মাসিক বৃত্তিব ব্যবস্থা করিযা যান। তাঁহার মৃত্যুব পর বেবতীমোহন এই বাড়িতেই থাকিযা যান। তাঁহাব প্রয়োজনও ছিল, কারণ তিন চার বছবেব মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র অসুস্থ হইযা অকর্মণ্য হইযা পডেন এবং প্রফুল্লচন্দ্রেব সুদীর্ঘ অসুস্থতায় তিনিই ঐ গৃহেব প্রধান বক্ষক ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রেব মৃত্যুব পবও তিনি আর দেশে ফিবিযা যান নাই ; ঈশানচন্দ্রেব প্রেমচাঁদ বডাল স্ট্রীটেব বাড়িতেই তাঁহারও জীবনাবসান হয়।

ঈশানচন্দ্র বাল্যে পিতৃহাবা হয়েন এবং তাঁহাব ভ্রাতাভগিনীবাও শৈশবেই মৃত্যু মুখে পতিত হয। যে বিধবা জননী দাবিদ্র্যেব সঙ্গে যুদ্ধ কবিযা পুত্রকে মানুষ কবিয়াছিলেন পুত্রের ভাগ্যোদয়ের পূর্বেই তিনিও স্বর্গত হযেন। তিনি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার ছয বৎসব পূর্বেই (১৯১০) জীবনসঙ্গিনী শশিমুখী ইহলোক হইতে অবসব গ্রহণ কবেন। তাহাব তিন বৎসর পব (১৯১৩) জ্যেষ্ঠপুত্রের একমাত্র সন্তান পৌত্র বিমলচন্দ্র

পিতামহের মনে নিদারুণ আঘাত দিয়া আট বৎসর বয়সে টাইফয়েড রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহার দুই বৎসর পর (১৯১৫) তিনি কন্যা ভুবনেশ্বরীকে হারান, তাঁহার মধ্যম পুত্র অনুকূলচন্দ্র মারা যান ১৯৩১ সালে। অকালমৃত্যু এই পরিবারের অনতিক্রম্য অভিশাপ। ঈশানচন্দ্রের তিরোধানের পরে যমের অপ্রত্যাশিত পদধ্বনি অহরহ এই পরিবারে শোনা গিয়াছে। অনুকূলচন্দ্রের কন্যা বাসন্তী বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র নারায়ণচন্দ্র বালক পুত্র ও বালিকা কন্যা রাখিয়া অল্প বয়সে পরলোক গমন করে (১৯৫৮) জ্যেষ্ঠপুত্র পুত্র শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষের একমাত্র সন্তান অশোক বালিকা বধূ ও পিতামাতাকে রাখিয়া ক্যানসার রোগে অনধিক চব্বিশ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে, নারায়ণচন্দ্রের পুত্র দীপক কলেজে পাঠ্যাবস্থায় মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। ঈশানচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র প্রতুলচন্দ্রের স্ত্রী নারায়ণচন্দ্রের মৃত্যুর একমাস পরেই ক্যানসার রোগে ভুগিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। রাখিয়া যান স্বামী, পাঁচ কন্যা এবং এক পুত্র জগদীশচন্দ্রকে। ইহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা সাবিত্রী স্বামী ও পুত্র রাখিয়া অল্প বয়সেই মারা যান। এই জীবনী রচনায় অন্যতম উদ্যোক্তা জগদীশচন্দ্র গত ৩০শে চৈত্র (১৩৮৩) রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় হার্টফেল করিয়া স্ত্রী, বালক পুত্র, বালিকা কন্যা এবং বৃদ্ধ পিতাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। জামাতা অবিনাশচন্দ্রের যথেষ্ট সচ্ছলতা ছিল। তবু ঈশানচন্দ্র পরলোকগতা কন্যার কনিষ্ঠ পুত্র মাতৃহারা সুকুমারের বিবাহের জন্য হাজার পাঁচেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সুকুমার অল্প বয়সে অবিবাহিত থাকিয়াই চিরবিদায় গ্রহণ করে।

(৬)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহিমা কীর্তন করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, গিরিশৃঙ্গের দেবদারু দ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া প্রাণঘাতক হিমানী বৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তি দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস-শাখা পল্লবসম্পন্ন সরলমহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে—তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্ব প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা যেন অনায়াসেই এমন সবল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন শক্তিসম্পদশালী করিয়া তুলিয়াছেন।

মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্গে অন্য কোন লোকের তুলনা করিলে শুধু যে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের প্রতি অবিচার করা হয় তাহাই নহে, যিনি উপমেয় তাঁহাকেও অসুবিধায় ফেলা হয়। এই ব্যবধান স্মরণ রাখিয়া বলিতে পারি যে, ঈশানচন্দ্রও স্বীয় আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তি দ্বারাই জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যার সাগর ছিলেন না, কিন্তু ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দী, ইতিহাস, ভূগোল এমন কি গণিত ও বিজ্ঞানেও পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা এইরূপ দাবি করা বাতুলতা হইবে, কিন্তু 'কথামালা' 'বোধোদয়' প্রভৃতির ন্যায় বহু সহজ সরল গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের সহজ সারসংকলন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সর্বত্যাগী বিদ্যাসাগরের দানের তুলনায় ঈশানচন্দ্রের মহৎ দান সাগরের কাছে গোষ্পদের তুল্য। কিন্তু তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনিও গিরিশৃঙ্গজাত দেবদারু দ্রুমের মত সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও মস্তক সমুন্নত রাখিয়াছেন।

প্রাণঘাতক বিবোধিতাব মধ্যেও তাঁহার এই অপবাজেয় শক্তিব জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁহাব মহত্তম কীর্তি জাতক অনুবাদ গ্রন্থমালায়। ঈশানচন্দ্রের জীবনেব সবচেযে বড দুর্ভাগ্য মবণ যাহা প্রতিপদে তাঁহাব সমস্ত প্রচেষ্টাকে বিপর্যস্ত কবিতে চাহিযাছে, তাঁহাব সৌভাগ্যকে ব্যঙ্গ কবিযাছে। কিন্তু তিনি পত্নীবিয়োগ, পুত্রশোক ও কন্যাব শোক গভীবভাবে অনুভব কবিলেও বিচলিত বা বিহ্বল হযেন নাই। শুধু একটি শোক তাঁহাকে একেবাবে অভিভূত কবিয়াছিল। ১৯১৩ সালে তাঁহাব নিজেব বয়স যখন পঞ্চান্ন বছব তখন তাঁহাব প্রিয় পৌত্র প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষেব একমাত্র সন্তান বিমলচন্দ্র (ভানু) আট বছর বযসে টাইফযেড বোগে আক্রান্ত হইযা প্রাণত্যাগ কবে। শুনিযাছি এই শোকে তিনি কাতব হইযা শিশুব মত কাঁদিতেন ; এমন কি তিনি যাহাতে বিচলিত হইযা না পডেন সেই ভযে তিনি বাডি থাকিলে বিমলচন্দ্রেব মাতা স্বীয় কষ্ট সম্ববণ কবিযা থাকিতেন। এই নিদাকণ শোক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই ঈশানচন্দ্র জাতকমালা অনুবাদেব দুরূহ কাজে আত্মনিযোগ কবেন এবং এই বিরাট কর্মেব মধ্য দিযাই তিনি অশান্ত হৃদযকে সংযত কবিযা স্বাভাবিক মানসিক স্থৈর্য ফিবিয়া পান। বহু কাহিনীবিশিষ্ট জাতকেব অনুবাদ কবিতে এবং ছয় খণ্ডে তাহা প্রকাশ কবিতে তাঁহাব ষোল বৎসব লাগিযাছিল। তিনি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইলেও এই কাজেব জন্য তাঁহাকে কত গভীবভাবে পালি ভাষা অধ্যযন করিতে ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে গবেষণা কবিতে হইযাছিল তাহা অনুবাদ, ভূমিকা এবং পাদটীকা দেখিলেই অনুমিত হইবে। তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যে অর্থব্যয কবিয়াছিলেন ইহাব বিক্রয হইতে তাহাব একচতুর্থাংশও ফিবিয়া পান নাই। সুতরাং যে বিপুল ক্ষতি তিনি বিনা দ্বিধায স্বীকাব কবিযাছিলেন ইহাও পবোক্ষভাবে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে দান বলিযা গ্রহণ কবিতে হইবে। শুনিযাছি জাতকমালাব ইংবেজী অনুবাদকার্য সম্পন্ন কবিতে ছযজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হইযাছিলেন এবং একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পেব সমগ্র দাযিত্ব লইযাছি। ভাবিতে বিস্ময লাগে যে, অনুবাদ হইতে প্রুফ সংশোধন পর্যন্ত এই শ্রমসাধ্য ও ব্যযসাপেক্ষ কর্মেব সকল ভাব ঈশানচন্দ্র একা গ্রহণ কবিযাছিলেন।

শোকে মুহ্যমান হওযা যে কোন লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমযেব সঙ্গে সঙ্গে শোকেব তীব্রতা কমিযা আসে। তাহা ছাডা শোকেব দাগ মন হইতে একেবাবে মুছিযা না গেলেও প্রায সকল প্রিয় বিযোগ বেদনাহত মানুষ অন্য কর্মে মন দিযা, অন্য সম্পর্কেব আকর্ষণেব মধ্য দিযা অথবা সংসাব হইতে মনকে সবাইয়া লইয়া শোকেব অপনোদন কবে। ইহাই সংসাবধর্ম। কিন্তু ঈশানচন্দ্র যে উপাযে জীবনেব গভীবতম শোককে পবাস্ত কবিযা তাহাব অবিস্মরণীয় স্মাবক রচনা কবিযাছেন তাহা—তুলনাহীন। ববীন্দ্রনাথেব ভাষাউদ্ধাব কবিয়াবলা যায,গিবিশৃঙ্গে অঙ্কুবিত দেবদারুদ্রুমেব ন্যায এই কাযস্থসন্তান আভ্যন্তবীণ কঠিন শক্তিব দ্বারা শুধু দাবিদ্র্যকে জয় করেন নাই পবন্তু আপন অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধি দ্বাবা মৃত্যুশোককে অবিস্মবণীয় রূপ দান করিযাছেন।

জাতক কাহিনীগুলিব বৈশিষ্ট্য অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ভূমিকায বিশদভাবে বুঝাইয়া দিযাছেন। তিনি যে ব্যাখ্যা দিযাছেন তাহাব মধ্যে শুধু যে তাঁহাব সংস্কৃত ও পালি ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইযাছে তাহা নহে, বিভিন্ন দেশেব প্রাচীন ও মধ্যযুগীয সাহিত্যেব সঙ্গে গভীব পবিচযও সূচিত হইযাছে। এইখানে শুধু দুইটি লক্ষণেব উল্লেখ কবিব যাহাব সঙ্গে ধর্মোপদেশেব বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। জাতক গ্রন্থেব অন্যতম মাহাত্ম্য ইহাব প্রাচীনত্ব। ভগবান্ বুদ্ধ প্রায় আডাই হাজাব বৎসব

পূর্বে অবতীর্ণ হইয়া গল্পচ্ছলে ধর্মোপদেশ দিতেন এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরে তাঁহার শিষ্যরা এই প্রথায় বোধিসত্ত্বের অর্থাৎ বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনীর মাধ্যমে তৎ প্রবর্তিত ধর্ম প্রচার করে। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রাচীন কাহিনী নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং ভারতবর্ষীয় ও অন্য দেশীয় সাহিত্যে ইহা নানান রূপ পরিগ্রহ করে। সাহিত্যের বীজ কি ভাবে অঙ্কুরিত হইয়া পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া পরিণতি লাভ করে জাতকের গল্পগুলি পড়িলে, তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দুই একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই অগ্রগতির স্বরূপ বোঝানো যাইতে পারে। নিজের শরীরের মাংস দান করিয়া পরের উপকারের গল্প বলা হইয়াছে নিগ্রোধমৃগ জাতকে। মনে হয় ইহাই এই জাতীয় গল্পের আদিরূপ। পরে মহাভারতে শিবি রাজার উপাখ্যানে ইহা আরও বর্ণাঢ্য আকার ধারণ করে। কালক্রমে এই কাহিনী পাশ্চাত্য দেশে Gesta Romanarum প্রভৃতি গ্রন্থে নব কলেবর গ্রহণ করে এবং সর্বশেষে শেক্সপীয়র এই রূপকথা অবলম্বন করিয়া অ্যাণ্টোনিও ও শাইলকের কাহিনী ও চরিত্র রচনা করেন। আর একটি দৃষ্টান্তে সাহিত্যে একই কাহিনীর ক্রমপরিণতির স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায়। কটাহারি (কাষ্ঠহারি) জাতকে রাজা ব্রহ্মদত্ত উদ্যানবিহারে যাইয়া এক রমণীকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন এবং সহ-বাসের ফলে সেই রমণী গর্ভিণী হয়। রাজা তাহাকে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যান এবং পরে পুত্র (বোধিসত্ত্ব) সহ সেই স্ত্রী উপস্থিত হইলে তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ইহা অসম্ভব নয় যে মহাভারতকার জাতক হইতে এই অস্বীকৃতির কাহিনী লইয়া বিশ্বামিত্র মেনকার দুহিতা শকুন্তলা ও রাজা দুষ্মন্তের বিবাহ এবং পুরুবংশীয় সার্বভৌম রাজা ভরতের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কিন্তু অঙ্গুরীয়-অভিজ্ঞানের উল্লেখ নাই। সুতরাং মহাভারতের কাহিনী হইতে গৃহীত নাও হইতে পারে। অনেক পরে কালিদাস বৌদ্ধ 'অভিজ্ঞান-কাহিনী' ও মহাভারতের শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত গ্রহণ করিয়া জাতকের অভিজ্ঞানকে কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া দুর্বাসার অভিশাপ, মহর্ষি মরীচির আশ্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলন প্রভৃতি সংযোজন করিয়া এমন একটি কাব্য রচনা করিলেন যাহার মধ্যে একই সঙ্গে তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল এবং স্বর্গ ও মর্তের রস আস্বাদন করা যাইতে পারে।

মহাভারতের কোন্ অংশ কখন রচিত হইয়াছে বলা যায় না। সুতরাং শিবির কাহিনী হইতে জাতক প্রাচীন নাও হইতে পারে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যখন ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, যখন জাতকের কাহিনী মুখে প্রচলিত ছিল। তখনকার কাহিনী হইতে কালিদাস অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞানের উপাখ্যান গ্রহণ করিয়া তাহাকে পল্লবিত করিয়াছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। আর একটি প্রভাবের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। সেই গর্বে পাশ্চাত্য জগতের বিদগ্ধ সমাজ প্রাচ্যদেশে উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পরিচয় পাইলে তাহার উৎস পশ্চিমে অনুসন্ধান করিতে প্রলুব্ধ হয়েন। সুলেখক কিংলেক (A W Kinglake) Eothen-গ্রন্থে প্রাচ্যদেশে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া অনুমান করিয়াছেন যে আরব্য-উপন্যাস (Arabian Nights)-এর মত শ্রেষ্ঠ গল্পসমষ্টি প্রাচ্যদেশীয় কোন গ্রন্থকারের মৌলিক সৃষ্টি হইতে পারে না, নিশ্চয়ই ইহা পশ্চিমী কোন সূত্র হইতে আহৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু লোসক জাতক পড়িলে দেখা যায় যে, সিন্দবাদ নাবিকের সমুদ্র যাত্রার সঙ্গে মিত্রবিন্দকের

অভিধানের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং আরব্য উপন্যাসের উৎস খুঁজিবার জন্য অনির্দেশ্য ইউরোপীয় কিংবদন্তী ও সাহিত্য অনুসন্ধান করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। ঈশপের গল্প এবং বাইবেলে বর্ণিত যীশুর জীবনের কোন কোন কাহিনীর সঙ্গেও জাতকের কোন কোন গল্পের সাদৃশ্য আছে। এই সব সাদৃশ্য আলোচনা করিলে জাতকের প্রভাবের ব্যাপকতা অনুমিত হইবে এবং সাহিত্য সৃষ্টির ক্রমবিকাশের বৈচিত্র্যও প্রমাণিত হইবে।

নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ঈশানচন্দ্র প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া সন্তান-সন্ততির জন্য সঙ্গতির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার স্বল্পায়ু সন্তান-সন্ততিরা অনেকেই তাহা ভোগ করিতে পারে নাই। স্বীয় পল্লীর উন্নয়নের জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন এবং প্রচুরতর অর্থের সংস্থান করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার স্বদেশ বিদেশ হইয়া যায়, তিনি জীবিতাবস্থায় যে সকল সংস্কার করিয়া গিয়াছিলেন তাহার কোন চিহ্ন আছে কিনা সন্দেহ এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যে প্রকল্পের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আট বৎসর বয়স্ক প্রিয় পৌত্রকে হারাইয়া শোকাপনোদনের জন্য তিনি যে বিরাট এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ্ হইয়া থাকিবে।

বিমলচন্দ্রের পিতা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র কোন বংশধর রাখিয়া যান নাই, তিনি কোনও বিরাট গ্রন্থও রচনা করেন নাই, পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি জাতকের অনুকরণে অনুবাদমালা রচনার জন্য যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া আছে তাঁহার অসামান্য লাইব্রেরী তদীয় স্ত্রী তরুলতা বিদ্যাভিলাষীদের ব্যবহারের জন্য দান করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি অব্যবস্থার জন্য সেই অমূল্য, বহু ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য, গ্রন্থমালা জীর্ণ এবং ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্রেরা তাঁহার স্মৃতিকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে যে মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সমাজবিরোধীদের হাঙ্গামায় তিনি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পুত্র বিমলচন্দ্র শয়ন-গৃহের দেওয়ালে পেন্সিল দিয়া দুইটি শিশুসুলভ বাক্য লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী তরুলতা স্থপতির সাহায্যে সেই স্থানেই সেই বাক্য দুটিকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইহাদের সান্নিধ্যের জন্যই আমরণ সেই ঘরে বাস করিয়াছিলেন। অর্ধশতাব্দী পর তাঁহাদের দুইজনেরই মৃত্যু হইলে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের সেই বাড়িই বিক্রি হইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সেই স্মৃতিও মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের অধ্যাপনার স্মৃতি এইভাবে মুছিবার নহে। ত্রিবিশ বৎসর অধিক কাল তাঁহার ছাত্রগণ—ইহারা সবাই ইংরেজী সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ নহেন—যে আনন্দ ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া রহে নাই, আলাপে আলোচনায় তাঁহারা ছড়াইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা অধ্যাপনা বা গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা গুরু-প্রজ্বলিত আলোকবর্তিকা পরবর্তী কালে হস্তান্তরিত করিয়াছেন। কালক্রমে সেই আলোকবর্তিকার আকার বদলাইতেছে, সেই শিক্ষাও যে অপরিবর্তিত থাকিবে তাহা নহে। সুতরাং কালিদাস যে রাজা রঘু ও যুবরাজ অজ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, 'ন বিভিদে প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ' সেইরূপ সাদৃশ্য না থাকিলে, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, অধ্যাপক ঘোষের শিষ্য-প্রশিষ্যের ধারার মধ্য দিয়া অদৃশ্য, অনির্দেশ্যভাবে তাঁহার রসোপলব্ধির অথবা মাধুরী চিরস্থায়ী হইবে এবং এইভাবে তাঁহার বংশের ধারা অব্যাহত থাকিবে।

২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ — শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

উপক্রমণিকা।

জাতকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। অধ্যাপক ফৌস্‌বোল-সম্পাদিত "জাতকার্থবর্ণনা" নামক পালি গ্রন্থের জাতক-সংখ্যা ৫৪৭; তন্মধ্যে প্রথম ১৫০টী এই খণ্ডের অন্তর্নিবিষ্ট। জাতকার্থবর্ণনা কেবল জাতকসংগ্রহ নহে, ইহাতে নিদানকথাকারে অতীতবুদ্ধগণের, বিশেষতঃ গৌতমবুদ্ধের, জীবনবৃত্তান্ত, প্রত্যেক জাতকের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত এবং গাথাসমূহের সবিস্তর ব্যাখ্যা আছে। গত দুই বৎসর নব্যভারত, সাহিত্য, সাহিত্য-সংহিতা, জগজ্জ্যোতিঃ, হিতবাদী, বসুমতী প্রভৃতি কতিপয় মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে এই অনুবাদের কোন কোন আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তন্মাত্র পাঠ করিয়া জাতকরূপ সুবিশাল গ্রন্থের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব এ সম্বন্ধে অগ্রে দুই একটী স্থূল স্থূল কথা বলা আবশ্যক।

জাতক।

বৌদ্ধদিগের মতে জাতকগুলি ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের অতীতজন্মবৃত্তান্ত। তাঁহারা বলেন, শুদ্ধ এক জন্মের কর্ম্মফলে কেহই গৌতম প্রভৃতির ন্যায় অপার-বিভূতিসম্পন্ন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইতে পারেন না, তিনি বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কুর-বেশে কোটিকল্পকাল নানা যোনিতে জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক দানশীলাদি পারমিতার অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করেন এবং পরিশেষে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হন। অভিসম্বুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার 'পূর্ব্বনিবাস-জ্ঞান' জন্মে, অর্থাৎ তিনি স্বকীয় ও পরকীয় অতীতজন্ম-বৃত্তান্তসমূহ নখদর্পণে দেখিতে পান। * গৌতমবুদ্ধেরও এই অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার সময় ভবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন অতীত কথাসমূহ শুনাইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বাণসমুদ্রের অভিমুখে লইয়া যাইতেন। তিনি মহাধম্মপাল-জাতক বলিয়া নিজের পিতাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, চন্দ্রকিন্নরজাতক বলিয়া, যশোধারার পাতিব্রত্যধর্ম্ম যে পূর্ব্বজন্মসংস্কারজ তাহা বুঝাইয়াছিলেন এবং স্পন্দন, দদ্দভ, লটুকিক, বৃক্ষধর্ম্ম ও সম্মোদমান এই পঞ্চ জাতক শুনাইয়া শাক্য ও কোলিয়দিগের বিরোধ নিবারণ করিয়াছিলেন। † প্রত্যেক জাতকই এইরূপ কোন না কোন বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছিল এবং উত্তরকালে গৌতমের শিষ্যগণ অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় এই সকল আখ্যায়িকাও লোকহিতার্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গৌতমপ্রোক্ত জাতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের নবাঙ্গের এক অঙ্গ এবং সুত্তপিটকান্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের শাখা। ধম্মপদ, থেরগাথা, থেরী-গাথা, বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থও খুদ্দকনিকায়েরই ভিন্ন ভিন্ন অংশ।

পালিভাষা।

জাতকার্থবর্ণনা পালি ভাষায় রচিত। পালি সংস্কৃতের সোদরা বা পুত্রী, ইহার উৎপত্তি-স্থান মগধে বা কলিঙ্গে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের বিচার্য্য।

---

* পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান কেবল অভিসম্বুদ্ধ-লক্ষণ নহে, যাহারা অর্হত্ত্ব লাভ করেন তাঁহাদেরও এই ক্ষমতা জন্মে।

† মহাধর্ম্মপালজাতক (৪৪৭), চন্দ্রকিন্নরজাতক (৪৮৫) ও স্পন্দনজাতক (৪৭৫) এই পুস্তকের ৪র্থ খণ্ডে, এবং দদ্দভজাতক (৩২২) ও লটুকিকজাতক (৩৫৭) ৩য় খণ্ডে থাকিবে। সম্মোদমানজাতক (৩৩ এবং বৃক্ষধর্ম্মজাতক (৭৪) প্রথম খণ্ডের অন্তর্নিবিষ্ট।

শব্দগত, উচ্চারণগত, এমন কি ব্যাকরণগত সাদৃশ্য দেখিলে মনে হয়, ইহা উৎকল, বঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় প্রাচ্যভাষার জননীও হইতে পারে। অধ্যাপক অটো ফ্রাঙ্ক বলেন যে এক সময়ে ভারতবর্ষে ও লঙ্কাদ্বীপে পালিই আর্য্যদিগের সাধারণ ভাষা ছিল। সে যাহা হউক, প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির পূর্ব্বে ইহাতে যে কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না, কিন্তু গৌতমবুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের প্রযত্নে শেষে ইহা নানারত্নের প্রসূতি হইয়াছিল। উত্তরে কপিলবস্তু ও শ্রাবস্তী হইতে দক্ষিণে রাজগৃহ ও বুদ্ধগয়া, পশ্চিমে সাঙ্কাশ্যা হইতে পূর্ব্বে অঙ্গ ও বৈশালী, এই সুবিশাল অঞ্চল গৌতমবুদ্ধের প্রধান লীলাক্ষেত্র। আপামরসাধারণকে মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করাই যখন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি প্রচলিত ভাষাতেই ধর্ম্মদেশন করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ যত্নসহকারে তাঁহার বাক্যগুলি যথাসাধ্য অবিকৃত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব পালি যে উল্লিখিত সমস্ত অঞ্চলেই জনসাধারণের ভাষা ছিল এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। উত্তরকালে বৈষ্ণবদিগের প্রযত্নে হিন্দী ও বাঙ্গালা-ভাষার যে সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে, বৌদ্ধদিগের চেষ্টায় পালির তদপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তিপিটক, বিসুদ্ধিমাগ্‌গ, দীপবংস, মহাবংস, মলিন্দপঞ্হ প্রভৃতি পালি গ্রন্থ সাহিত্যভাণ্ডারে মহার্হ রত্ন।

জাতকার্থ-বর্ণনা।

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধেরা বলেন যে খ্রীষ্টের ২৪১ বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্যসম্রাট্ ধর্ম্মাশোকের পুত্র স্থবির মহেন্দ্র * যখন ধর্ম্মপ্রচারার্থ সিংহলে গমন করেন, তখন তিনি পালি ভাষায় লিখিত সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র ও তাহাদের অর্থকথা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং সিংহলী ভাষায় অর্থকথাগুলির অনুবাদ করিয়াছিলেন। শেষে, কি কারণে বলা যায় না, অর্থকথাসমূহের পালি মূল বিনষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাগধব্রাহ্মণ-কুলজাত সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধঘোষ সিংহলে গিয়া পালিভাষায় উহাদিগের পুনরনুবাদ করেন। বিস্ময়ের কথা এই যে শেষে সৈংহল অনুবাদও বিনষ্ট হইয়াছিল এবং সিংহলবাসীরা বুদ্ধঘোষের পালি অনুবাদকেই মূলস্থানীয় করিয়া পুনর্ব্বার উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, জাতকার্থবর্ণনাও বুদ্ধঘোষের লেখনীপ্রসূত। কিন্তু ইহা বোধ হয় সত্য নহে। বুদ্ধঘোষ ভারতবর্ষে রেবতের নিকট এবং সিংহলে সঙ্ঘপালির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু জাতকার্থবর্ণনার প্রারম্ভে গ্রন্থকার ইঁহাদের কোন উল্লেখ না করিয়া আপনাকে অর্থদর্শী, বুদ্ধমিত্র ও বুদ্ধদেব নামক অপর তিনজন পণ্ডিতের নিকট ঋণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধঘোষ-কর্ত্তৃক অনূদিত না হইলেও জাতকার্থবর্ণনা তাঁহারই সময়ে বা তাঁহার অব্যবহিত পরে পুনর্ব্বার পালিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

জাতকের অংশত্রয়।

প্রত্যেক জাতকের তিনটী অংশ। প্রথম অংশের নাম প্রত্যুৎপন্নবস্তু বা বর্ত্তমান কথা। গৌতমবুদ্ধ কি উপলক্ষ্যে বা কোন্ প্রসঙ্গে আখ্যায়িকাটী বলিয়াছিলেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়া এই অংশের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অংশটী প্রকৃত জাতক, অর্থাৎ মূল আখ্যায়িকা, ইহার নাম অতীতবস্তু, কারণ ইহা গৌতমবুদ্ধের

* উদীচ্য বৌদ্ধগ্রন্থে মহেন্দ্র অশোকের ভ্রাতা বলিয়া বর্ণিত।

অতীতজন্ম-বৃত্তান্ত। পরিশেষে সমবধান অর্থাৎ অতীতবস্তু-বর্ণিত পাত্রদিগের সহিত বর্ত্তমানবস্তু-বর্ণিত ব্যক্তিদিগের অভেদ প্রদর্শন।

জাতকে জন্মান্তর-বাদ

উল্লিখিত অংশবিভাগ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে বর্ত্তমানবস্তুটী মূল জাতকের অঙ্গ নহে, ব্যাখ্যামাত্র। সমবধানগুলি বৌদ্ধদিগের জন্মান্তরবাদের সমর্থক। যাঁহারা আত্মা মানেন না তাহারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন ইহা কিছু বিচিত্র নয় কি? * বৌদ্ধমতে জীবগণ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি, † মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্কন্ধগুলির ধ্বংস হয়; কিন্তু জীবের কর্ম্ম তন্মুহূর্ত্তে নূতন স্কন্ধ উৎপাদিত করিয়া লোকান্তরে নবজীবন লাভ করে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি এরূপ হয়, তবে কর্ম্মকেই আত্মা বল না কেন? বৌদ্ধেরা উত্তর দিবেন, নামে কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু আত্মবাদীরা আত্মা নামে যে নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন, কর্ম্ম তাহা নহে; স্কন্ধ অপেক্ষা কর্ম্মের স্থায়িত্ব অধিক বটে, কিন্তু কর্ম্মও নশ্বর—বহু 'সংসার' ভ্রমণের পর, বহু সাধনা ও ধ্যান ধারণার পর কর্ম্মের লয় হয়, তখন আর পুনর্জন্ম ঘটে না, ইহারই নাম নির্ব্বাণ। ‡ জগতে আকাশ ও নির্ব্বাণ কেবল এই পদার্থ দুইটী নিত্য, অন্য সমস্ত অনিত্য।

জাতকের সংখ্যা

মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখ্যা কত তাহা নির্দেশ করা কঠিন। উদীচ্য বৌদ্ধদিগের জাতকমালা নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। ইহাতে ৩৪টী মাত্র জাতক দেখা যায়। § কেহ কেহ বলেন, এই ৩৪টীই আদিজাতক এবং এই সমস্ত জানিতেন বলিয়া গৌতমবুদ্ধ "চতুস্ত্রিংশজ্জাতকজ্ঞ" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন, কারণ চৌত্রিশটী জাতক জানা অসাধারণত্বের পরিচায়ক নহে, বিশেষতঃ উদীচ্য বৌদ্ধদিগেরই মহাবস্তু নামক অপর একখানি গ্রন্থে প্রায় ৮০টী জাতকের উল্লেখ দেখা যায়। অধ্যাপক হজ্‌সনও বলেন তিব্বতদেশে নাকি ৫৬৫টী জাতকবিশিষ্ট একখানি বৃহৎ জাতকমালা আছে। অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে বুদ্ধের "চতুস্ত্রিংশজ্জাতকজ্ঞ" নাম আর্য্যশূর-রচিত জাতকমালার পরবর্ত্তী সময়ে কল্পিত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধ শাস্ত্র উদীচ্য বৌদ্ধশাস্ত্র অপেক্ষা বহুপ্রাচীন। ইহাতে

---

* যাঁহারা আত্মা মানেন তাঁহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—শাশ্বতবাদী ও উচ্ছেদবাদী। শাশ্বতবাদীদিগের মতে আত্মা অবিনশ্বর; উচ্ছেদবাদীরা বলেন, দেহের সঙ্গেই উহার বিনাশ ঘটে। বৌদ্ধমতে এ জন্মেই বল, জন্মান্তরেই বল আত্মা নামে কোন পদার্থ নাই।

† প্রাণিভেদে স্কন্ধের তারতম্য ঘটে। যাঁহারা অরূপব্রহ্মলোকবাসী, তাঁহাদের রূপস্কন্ধ নাই।

‡ কেহ কেহ বলেন নির্ব্বাণ দ্বিবিধ—উপাধিশেষ এবং নিরুপাধিশেষ। উপাধিশেষ নির্ব্বাণ ইহলোকেই লভ্য—ইহা বৈদান্তিকদিগের জীবন্মুক্তি। নিরুপাধিশেষ নির্ব্বাণের নামান্তর পরিনির্ব্বাণ। ইহা লাভ করিলে পুনর্জন্ম ভোগ করিতে হয় না।

§ এই জাতকগুলির নাম:—ব্যাঘ্রী, শিবি, কুল্মাষপিণ্ডী, শ্রেষ্ঠী, অবিসহ্য শ্রেষ্ঠী, শশ, অগস্ত্য, মৈত্রীবল, বিশ্বন্তর, যজ্ঞ, শক্র, ব্রাহ্মণ, উন্মাদয়ন্তী (উন্মদয়ন্তী), সুপারগ, মৎস্য, বর্ত্তকাপোতক, কুম্ভ, অপুত্র, বিস, শ্রেষ্ঠী (২য়), চুল্ল বোধি, হংস, মহাবোধি মহাকপি, শরভ, রুরু, মহাকপি (২য়), ক্ষান্তি, ব্রহ্ম, হস্তী, সুতসোম, অয়োগৃহ, মহিষ, শতপত্র। ইহাদের মধ্যে ব্যাঘ্রী, মৈত্রীবল, অপুত্র ও হস্তী এই চারিটী ব্যতীত অন্যগুলি জাতকার্থবর্ণনায় দেখা যায়, তবে আখ্যায়িকাগুলির নাম উভয়ত্র এক নহে, যেমন জাতকমালার শ্রেষ্ঠিজাতক পালিতে খদিরাঙ্গারজাতক (৪০); জাতকমালার যজ্ঞজাতক পালিতে দুর্মেধাজাতক (৫০)।

জাতকের সংখ্যা ৫৫০ বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু ইহাও বোধ হয় স্থূলনির্দ্দেশ মাত্র। পালিগ্রন্থকারেরা বহুসংখ্যাদ্যোতনার্থ এক একটা স্থূলসংখ্যা-নির্দ্দেশের বড়ই পক্ষপাতী। যিনি ধনী তিনি অশীতি কোটি সুবর্ণের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত, যিনি আচার্য্য তিনি পঞ্চশত-শিষ্যপরিবৃত, যিনি সার্থবাহ তিনি পঞ্চশত শকট লইয়া বাণিজ্য করিতে যান। সম্ভবতঃ এই অভ্যাসবশতঃই তাঁহারা জাতকের সংখ্যা ৫৫০ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জাতকার্থবর্ণনার ৫৪৭ জাতকেই দেখা যায় সূক্ষ্মভাবে গণনা করিলে এ সংখ্যা প্রকৃত নহে। উদাহরণস্বরূপ এখানে বর্ত্তমান খণ্ডের কুলায়কজাতক (৩১) প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এই একটী মাত্র জাতকে বোধিসত্ত্ব দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখা আছে এবং চারিটী ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা কষ্টকল্পনাসূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে একই জাতক ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে, কোথাও ভিন্ন ভিন্ন নামে, কোথাও বা একই নামে পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রথমখণ্ডের মুণিকজাতক (৩০) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের শালূকজাতক (২৮৬), প্রথমখণ্ডের মৎস্যজাতক (৩৪) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের মৎস্যজাতক (২১৬), প্রথমখণ্ডের আরামদূষকজাতক (৪৬) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের আরামদূষজাতক (২৬৮), প্রথমখণ্ডের বানরেন্দ্র-জাতক (৫৭) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের কুম্ভীরজাতক (২২৪) প্রভৃতি কতকগুলি কথা উপাখ্যানাংশে এক, কেবল গাথার সংখ্যানুসারে বিভিন্ন। আবার প্রথমখণ্ডের সর্ব্বসংহারক-প্রশ্ন (১১০), গর্দ্দভ-প্রশ্ন (১১১) ও অমরাদেবী-প্রশ্ন (১১২) এবং দ্বিতীয়খণ্ডের কৃকণ্ঠকজাতক (১৭০), শ্রীকালকর্ণীজাতক (১৯২) ও মহাপ্রণাদজাতক (২৬৪) কেবল সংখ্যাপূরণের জন্য তালিকাভুক্ত হইয়াছে, ইহাদের উপাখ্যানাংশ জানিতে হইলে প্রথম পাঁচটীর জন্য মহাউন্মার্গজাতক (৫৪৬) এবং ষষ্ঠটীর জন্য সুরুচিজাতক (৪৮৯) পাঠ করিতে হইবে। একই খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন জাতকের পুনরুক্তিও নিতান্ত বিরল নহে। প্রথমখণ্ডে ভোজাজানেয়জাতক (২৩) এবং আজন্যজাতক (২৪) একই আখ্যায়িকা, শুদ্ধ ভিন্নাকারে বর্ণিত। সেইরূপ প্রথম মিত্রবিন্দকজাতকে (৮২) এবং দ্বিতীয় মিত্রবিন্দকজাতকে (১০৪), পরসহস্রজাতকে (৯৯) এবং পরশতজাতকে (১০১), ধ্যানশোধনজাতকে (১৩৪) ও চন্দ্রাভাজাতকে (১৩৫) পার্থক্য অতি সামান্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রকৃত 'জাতকের' সংখ্যা, অর্থাৎ যে সকল কথায় বোধিসত্ত্ব এক একবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত সেই গুলি গণনা করিলে, জাতকার্থবর্ণনার জাতকসংখ্যা ৫৪৭ অপেক্ষা কম হইবে। কিন্তু জাতকার্থবর্ণনার জাতকগুলিই সমগ্র জাতক নহে। জাতকার্থবর্ণনার নিদানকথাতে মহাগোবিন্দজাতকের নাম দেখা যায়, অথচ পরবর্ত্তী ৫৪৭টী জাতকের মধ্যে উহা স্থান পায় নাই। সুত্তপিটক প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্যাম, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও কয়েকটী স্বতন্ত্র জাতক আছে। ফলতঃ জাতক নামে অভিহিত আখ্যানগুলির কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। যিনি যখন সুবিধা পাইয়াছেন, তিনি তখন প্রচলিত কোন আখ্যানকে বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া এবং বোধিসত্ত্বকে তাহার নায়কের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতক নামে চালাইয়া গিয়াছেন। এই সকল আখ্যানের সঙ্কলন দ্বারা পণ্ডিতেরা নানা সময়ে নানা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিব্বৎদেশীয় বৃহজ্জাতকমালা এবং সিংহলের

জাতকার্থবর্ণনা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। জাতকার্থবর্ণনাব সংগ্রাহক বোধ হয় ৫৫০টী জাতকই লিপিবদ্ধ কবিবেন বলিয়া সঙ্কল্প কবিয়াছিলেন, কাবণ প্রথম খণ্ডে প্রথম পঞ্চাশটী* জাতকেব শেষে তিনি "পঠমো পঞ্ঞাসো" এবং দ্বিতীয় পঞ্চাশটীব শেষে "মজ্ঝিম পঞ্ঞাসকো নিট্ঠিতো" এইরূপ উপসংহাব কবিয়াছেন। জাতকেব সংখ্যা ৫৫০ হইবে এরূপ বিশ্বাস না থাকিলে তাহাদিগকে পঞ্চাশটী কবিয়া শ্রেণীবদ্ধ কবিবাব চেষ্টা সম্ভবপব হইত না।

যদি "জাতকেব" সংখ্যা গণনা না কবিয়া আখ্যান, উপাখ্যান প্রভৃতিব সংখ্যা গণনা কবা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে জাতকার্থবর্ণনাব প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তুসমূহে ন্যূনাধিক তিন সহস্র প্রাচীন কথা স্থান পাইয়াছে। এক মহাউন্মার্গজাতকেই শতাধিক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় জাতকার্থবর্ণনা কি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পৃথিবীব নানাদেশীয় প্রচলিত কথাকোষেব মধ্যে ইহা যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কেবল তাহা নহে, পবে প্রদর্শিত হইবে যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনও বটে।

জাতকার্থবর্ণনাব জাতকগুলি গাথাব সংখ্যানুসাবে ২২টী অধ্যায়ে বিভক্ত। যে সকল জাতকে একটীমাত্র গাথা আছে সে গুলি "এক নিপাত" (এক নিপাঠ, অর্থাৎ এক শ্লোকেব প্রবন্ধ) নামে অভিহিত। এইরূপ দুক নিপাত, তিক নিপাত ইত্যাদি। প্রথম তেবটী নিপাতে ৪৮৩টী জাতক শেষ হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ১৩টী জাতক "পকিণ্ণক (প্রকীর্ণক) নিপাত"ভুক্ত, কাবণ ইহাদেব গাথাব সংখ্যাব কোন বান্ধাবান্ধি নাই, কোনটীতে ১৫টা, কোনটীতে ৪৮টা পর্য্যন্ত গাথা দেখা যায়। ইহাব পব সাতটী নিপাতেব নাম যথাক্রমে বীসতি, তিংস, চত্তালীস, পঞ্ঞাস, সট্ঠি, সত্ততি ও অসীতি। যে গুলিতে ২০ হইতে ২৯ পর্য্যন্ত গাথা আছে সেগুলি বীসতিপর্য্যায় ভুক্ত। এইরূপ তিংস ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে ৫৩৮ হইতে ৫৪৭ পর্য্যন্ত দশটী জাতক মহানিপাতেব অন্তর্ভূত। ইহাদেব প্রত্যেকেবই গাথাব সংখ্যা শতাধিক।

জাতকার্থবর্ণনার অধ্যায়-বিভাগ —নিপাত।

এরূপ বাহ্যলক্ষণ দ্বাবা অধ্যায় নির্দ্দেশ কবা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কাবণ ইহাতে আখ্যানগুলিব বিষয়গত কোন ভাব ব্যক্ত হয় নাই, একই উপদেশাত্মক ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থকাব গাথাব সংখ্যানির্দ্দেশে নিজেও যে ভ্রমে পতিত হন নাই তাহা নহে। "দশ নিপাতে" দেখা যায় কৃষ্ণ-জাতকেব গাথাব সংখ্যা দশ না হইয়া তেব হইয়াছে। এইরূপ আবও কোন কোন জাতকে নিয়মেব ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তথাপি পালি গ্রন্থকাবেবা গাথাব সংখ্যা দ্বাবা অধ্যায় নির্ণয় কবিবাবই পক্ষপাতী ছিলেন, কাবণ গাথাগুলিই প্রায় সর্ব্বত্র প্রবন্ধেব বীজ বা প্রাণস্বরূপ।

আবাব এক হইতে নবনিপাত পর্য্যন্ত দশ দশটী জাতক লইয়া এক একটী "বগ্গ" (বর্গ) গঠিত হইয়াছে। এক নিপাতে এইরূপ ১৫টী বর্গ আছে। ইহাদেব কোন কোনটী স্ব স্ব শ্রেণীব প্রথম জাতকেব নামে অভিহিত, যেমন অপণ্ণক বগ্গ (১-১০), আবাব কোন কোনটী বিষয়গত সাদৃশ্য লইয়া কল্পিত, যেমন সীলবগ্গ (১১-২০), ইত্থি বগ্গ (স্ত্রীবর্গ, ৬১-৭০), কিন্তু ইহাতেও যে ভ্রম প্রমাদ না আছে এরূপ বলা যায় না। স্ত্রীবর্গেই দেখা যায় কুদ্দালজাতকের

বর্গ।

সহিত ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী জাতকেব কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। পাঠকদিগেব অবগতিব জন্য বর্গগুলি সূচীপত্রে পৃথগ্‌ভাবে প্রদর্শিত হইল।

জাতকের নাম। একই জাতক সর্ব্বত্র এক নামে অভিহিত নহে। জাতকার্থবর্ণনায় দেখা যায় গ্রন্থকাব প্রথম খণ্ডেব তৈলপাত্রজাতককে স্থানান্তবে তক্ষশিলাজাতক বলিয়া নির্দ্দেশ কবিয়াছেন। সেইরূপ যাহা প্রথম খণ্ডে বানবেন্দ্রজাতক, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে কুম্ভীবজাতক আখ্যা পাইয়াছ। জাতকার্থবর্ণনাব কচ্ছপজাতক ধম্মপদে বহুভাণিজাতক বলিয়া অভিহিত। বেকট স্তূপেও একটী চিত্র বিডাল-জাতক ও কুক্কুটজাতক উভয় নামেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ নামভেদেব কাবণ সহজেই বুঝা যায়। কোন কথাব নামকবণ-সময়ে কেহ উহাব উপদেশটীব দিকে লক্ষ্য কবেন এবং 'সাধুতাব পুবস্কাব' এইরূপ কোন নাম দেন, কেহ বা কথাটীব পাত্রদিগেব দিকে লক্ষ্য কবেন এবং উহাকে 'কাঠুবিয়া ও জলদেবতা' এই নামে অভিহিত কবেন। অন্য এক জন হয়ত উহাকে 'অসাধু কাঠুবিয়াও' বলিতে পাবেন। বিবোচনজাতকটী নামকারকেব ইচ্ছামত 'সিংহজাতক' বা 'শৃগালজাতক' বা 'দুরাকাঙ্ক্ষাব পবিণাম' আখ্যাও পাইতে পাবে। জাতকার্থবর্ণনায় দেখা যায় কোন কোন জাতক শুদ্ধ গাথাব আদি শব্দ দ্বাবা অভিহিত। উদাহবণ স্বরূপ প্রথম খণ্ডেব সত্যংকিল্‌ জাতক প্রদর্শন কবা যাইতে পাবে।

গাথা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গাথাগুলিই জাতকেব বীজ বা প্রাণস্বরূপ। ইহাদেব ভাষা অতি প্রাচীন,—এত প্রাচীন যে অংশবিশেষে দুর্ব্বোধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে অনুমান হয় যে প্রাচীন সময়ে, আখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ হইবাব পূর্ব্বে, তাহাদেব সাবাংশ সচবাচব গাথাকাবেই লোকেব মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, গাথা শুনিয়া লোকে হয় সমস্ত আখ্যানটী, নয় তাহাব উপদেশ বুঝিয়া লইত। এখনও দেখা যায়, "যো ধ্রুবাণি পবিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে, ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি," "এক বুদ্ধিবহং ভদ্রে ক্রীডামি বিমলে জলে" প্রভৃতি শ্লোকেব বা শ্লোকাংশেব, এবং "পুনর্মূষিকো ভব," "বিডাল-তপস্বী," "বকোঽহং পবমধার্ম্মিকঃ," "অন্ধ ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" ইত্যাদি বাক্যেব বা বাক্যাংশেব সাহায্যে কত প্রাচীন কথা সাহিত্যে ও কথাবার্ত্তায় প্রচ্ছন্নভাবে প্রচলিত বহিয়াছে।

কোন কোন জাতকেব গাথায় এবং তৎসংলগ্ন গদ্যাংশে ভাষাব ও ভাবেব কোন প্রভেদ নাই, গদ্যাংশ যেন গাথাবই পুনরুক্তি মাত্র। ইহাতেও বোধ হয় গাথাব প্রণয়ন আখ্যায়িকাগুলি লিপিবদ্ধ হইবাব পূর্ব্ববর্ত্তী। আখ্যায়িকাকাব গাথাগুলি সন্নিবেশিত কবিবাব সময় অনবধানতাবশতঃ পুনরুক্তি-দোষ পবিহাব কবিতে পাবেন নাই।

অনেকে জিজ্ঞাসা কবিতে পাবেন, জাতকার্থবর্ণনা যখন সৈংহল অনুবাদেব অনুবাদ, তখন প্রাচীন পালি গাথাগুলি অবিকৃত বহিল কিরূপে? ইহাব কাবণ বোধ হয় এই যে ভিক্ষুসমাজে পালি গাথাগুলি পুরুষপবম্পবায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। অপিচ, সমস্ত গাথাই যে জাতকেব নিজস্ব তাহাও নহে, ধম্মপদ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও ইহাদেব অনেক গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল গাথা জাতকেব নিজস্ব, সে গুলিতে প্রায়শঃ আখ্যানটীব ধ্বনি

আছে। বন্ন পথজাতকের গাথাতে সমস্ত আখ্যানটীই সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত রহিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে উপদেশাংশ সংযোজিত হইয়াছে। আরও অনেক জাতকে এইরূপ দেখা যাইবে। উত্তরকালে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থেও কতকগুলি শ্লোক শুদ্ধ আখ্যানের জন্যই রচিত হইয়াছে, যেমন— "কঙ্কণস্য তু লোভেন মগ্নঃ পঙ্কে সুদুস্তরে বৃদ্ধ ব্যাঘ্রেণ সম্প্রাপ্তঃ পথিকঃ সংমৃতো যথা", "মার্জারস্য হি দোষেণ হতো গৃধ্রো জরদগবঃ",ইত্যাদি,। আবার কতকগুলি শ্লোক মহাভারত, শান্তিশতক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও গৃহীত হইয়াছে।

ভাষা ও ভাবেও সমস্ত গাথা এক নহে, কোথাও ভাষা নির্দোষ, ভাব কবিত্ব-পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী, কোথাও ভাষা জটিল এবং ভাবের দৈন্যে নিকৃষ্ট গদ্য অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত না হইলে এরূপ পার্থক্য ঘটিতে পারে না।

জাতকের অধিকাংশ গাথার বক্তা বোধিসত্ত্ব কিংবা অতীতবস্তু-বর্ণিত অন্য কোন প্রাণী, কিন্তু কোথাও কোথাও বুদ্ধপ্রোক্ত গাথাও দেখা যায়। প্রবাদ আছে যে বুদ্ধ আখ্যানটী বলিতে বলিতে, কিংবা উহার উপসংহার-কালে অভিসম্বুদ্ধ হইয়া ঐ সকল গাথা বলিয়াছিলেন। ইহারা "অভিসম্বুদ্ধ গাথা" নামে অভিহিত।

জাতকের প্রাচীনত্ব।

জাতকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের মত বলা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত জাতকই যে গৌতমবুদ্ধকর্ত্তৃক রচিত, প্রাচীন সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে ইহা স্বীকার করা যায় না। আখ্যানগুলির রচনার পার্থক্য, পুনরুক্তি-দোষ এবং গাথাসমূহের ভাষাগত ও কবিত্বগত বিভেদ হইতে দেখা যায়, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারাই রচিত হইয়াছিল। কোন কোন আখ্যায়িকায় বৌদ্ধভাব নিতান্ত কৃত্রিম বলিয়াও প্রতীয়মান হয়, তাহাতে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষ-দেবতাদিরূপে ঘটনাটী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র; নিজে কোন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না।

কথার উৎপত্তি।

কথাচ্ছলে সদুপদেশ দিবার পদ্ধতি স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মৃগয়াজীবী ও অরণ্যবাসী প্রাচীন মানব সর্প-শৃগাল-কাক-পেচক-উষ্ট্র-গর্দ্দভাদির প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন, তিনি রসজ্ঞ হইলে ইহাদের চরিত্র অবলম্বন পূর্ব্বক কথা রচনা করিতেন, ঐ সকল কথাদ্বারা কখনও সভা-সমিতিতে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতেন, কখনও মানব হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিতেন, কখনও শিশুদিগকে বা শিশুকল্প প্রতিবেশীদিগকে সাধুতা, প্রভুপরায়ণতা, পিতৃভক্তি প্রভৃতি সহজ ধর্ম্মগুলি শিক্ষা দিতেন।

ক্রমে সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলিরও উন্নতি হইল, পশুপক্ষীর পর ভূত, প্রেত, মনুষ্য প্রভৃতি কল্পিত ও প্রকৃত প্রাণী এবং জিহ্বা, উদর, মৃন্ময়-পাত্র, কাংস্য পাত্র প্রভৃতি নির্জীব পদার্থও কুশীলবরূপে দেখা দিল, সাধুতা, সত্য-বাদিতা, ত্যাগ, দান, একতার গুণ, অসমীক্ষ্যকারিতার দোষ প্রভৃতি অনেক জটিল ধর্ম্ম তাহাদের উপদেশের বিষয়ীভূত হইল। যে কথা অল্পে অধিকভাব

ব্যক্ত করিত, হাসাইয়া কান্দাইত বা কান্দাইয়া হাসাইত, তাহাই অধিক চিত্ত-গ্রাহিণী হইত। তাহাতে যুক্তাযুক্ত-বিচারণা ছিল না; কোন্ অংশ স্বাভাবিক, কোন্ অংশ অস্বাভাবিক লোকে সে দিকে লক্ষ্য করিত না। ব্যাঘ্র কখনও কঙ্কণ পরিধান করে কি না, ব্যাঘ্রে চান্দ্রায়ণব্রত করিতেছে একথা কখনও মানুষে বিশ্বাস করিতে পারে কি না, লোকের মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইত না; মোটের উপর কথাটা রসযুক্ত হইলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করিত। রচকদিগেরও ক্রমে সাহস বাড়িয়া যাইত, তাঁহারা ব্যাঘ্রদ্বারা মহাভারতের বচন আবৃত্তি করাইতেন, বিড়ালকে তপস্বী সাজাইয়া তাহার মুখে আতিথ্যধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন।

এইরূপে কত কথার উৎপত্তি ও বিলয় হইত, তাহা কে বলিতে পারে? যে গুলি সরস ও সারগর্ভ লোকে তাহা সযত্নে স্মরণ রাখিত; যেগুলি অসার ও নীরস তাহা উৎপত্তির পরেই বিলুপ্ত হইত। সম্ভবতঃ সকল দেশেই প্রাগৈতিহাসিক সময়ে এইরূপে বহুকথার উৎপত্তি হইয়াছিল; কিন্তু সকল দেশে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় নাই। কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার প্রথম চেষ্টা দেখা যায় কেবল ভারতবর্ষে এবং গ্রীস্ দেশে। এখনও যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে; এখনও এদেশেই কত মজ্‌লিশি গল্প বা খোস্ গল্প কেবল লোকের মুখে মুখে চলিতেছে।

নানাবিষয়ে কথার প্রয়োগ

শুদ্ধ ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধে কেন, তর্কশাস্ত্রে এবং রাজনীতিতেও আখ্যায়িকার মনোমোহিনী শক্তি অপরিজ্ঞাত ছিল না। অন্ধ-গোলাঙ্গুল-ন্যায়, লাক্ষাবন্ধন-ন্যায়, অৰ্দ্ধজরতী-ন্যায়, অন্ধ-হস্তিন্যায় প্রভৃতি দৃষ্টান্তে তর্কশাস্ত্রে কথার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। একপর্ণজাতক (১৪৯), রাজাববাদজাতক (১৫১), বৰ্দ্ধকিশূকরজাতক (২৮৩) প্রভৃতি রাজনীতিমূলক, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের ত কথাই নাই, কারণ এই গ্রন্থদ্বয় রাজকুমারদিগেরই শিক্ষাবিধানার্থ রচিত হইয়াছিল। প্রতীচ্য খণ্ডেও দেখা যায়, গ্রীসে ও রোমে কথার প্রভাবে সময়ে সময়ে রাজনীতিঘটিত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইত। ঈষপ শৃগাল, শল্লকি ও জলোকার কথা বলিয়া রাজদ্রোহাভিযুক্ত এক ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; মেনিনিয়াস এগ্রিপা উদরের সহিত অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবাদ ও তাহার পরিণাম শুনাইয়া প্রাচীন রোমের কুলীনসম্প্রদায়দ্বেষী জনসাধারণকে বশে আনিয়াছিলেন।

প্রাচীন সাহিত্যে কথার প্রয়োগ।

কথাসমূহ সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেই সাহিত্যে তাহাদের প্রয়োগ আরব্ধ হইয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে বেদচতুষ্টয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাদেরও কোন কোন অংশে কথা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুরবা ও উর্ব্বশীর আখ্যায়িকা অনেকেরই সুবিদিত। অনেকে মনে করেন ঋগ্বেদে (১০।২৮।৪) ক্ষুদ্রকায় মৃগকর্ত্তৃক মদোন্মত্ত সিংহের প্রাণনাশসংক্রান্ত কথার ধ্বনি আছে। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার আভাস ছান্দোগ্য উপনিষদে দৃষ্ট হয়। * রসাল ও স্বর্ণলতিকার কথা মহাভারতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এ সমস্ত

* ঠিক এই ভাবে না হউক, এই আকারে গঠিত একটা গল্প প্রাচীন মিশরে ও পারস্য দেশে প্রচলিত ছিল। মিশরের গল্পটী বোধ হয় খৃষ্টের বার তের শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত।

গ্রন্থই গৌতমবুদ্ধের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যখন গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও গ্রাম্য কথাগুলি সাহিত্যের মধ্যে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছিল এবং তাহাদের চিত্তাকর্ষিণী শক্তি লক্ষ্য করিয়াই গৌতমবুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণ সেগুলিকে ধর্ম্মদেশনের সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। উত্তরকালে যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি লোকশিক্ষকেরাও প্রচলিত গ্রাম্য কথাবলম্বনে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধেরা যে সকল প্রচলিত কথা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে যে বৌদ্ধবেশে সজ্জিত করিবেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যে পশু বা মনুষ্য বা দেবতা দান-ত্যাগ-শৌর্য্য-বীর্য্যাদি কোন বিশিষ্টগুণে অলঙ্কৃত বলিয়া আখ্যানের নায়কস্থানীয়, সে বোধিসত্ত্বের পদ লাভ করিত এবং তাহার শত্রু, মিত্র ও সহচরগণ বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী ও পারিপার্শ্বিকরূপে কল্পিত হইত।*

জাতকের ব্রহ্মদত্ত।

অধিকাংশ জাতকের প্রারম্ভেই "অতীতে বারাণসিযাম্ ব্রহ্মদত্তে রাজ্জং কারেন্তে" এইরূপ ভণিতা আছে।† আবার নৈশোপাখ্যানমালাতেও অনেক গল্পে "খলিফা হারুণ উর্ রসিদের রাজত্বকালে" এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। হারুণ উর্ রসীদ ইতিহাস-বর্ণিত ব্যক্তি, অস্মদ্দেশীয় বিক্রমাদিত্যের ন্যায় নানা বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া আদর্শমহীপালরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, অতএব কথার মনোহারিত্ব-সম্পাদনের জন্য লোকে যে তাহার সহিত এবংবিধ লোকরঞ্জক ভূপালের নাম সংযোজিত করিবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু জাতকের ব্রহ্মদত্ত কে?

বৌদ্ধমতে গৌতমের পূর্ব্বে বহুকল্পে বহু বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৌতমের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধের নাম কাশ্যপ। কাশ্যপসম্বন্ধে বৌদ্ধ সাহিত্যে এই বর্ণনা দেখা যায়:—তাঁহার জন্মস্থান বারাণসী এবং পিতার নাম ব্রহ্মদত্ত। তাঁহার দেহ দ্বাবিংশতিহস্ত-পরিমিত এবং আয়ুষ্কাল বিংশতিসহস্র বৎসর, ইত্যাদি। এই ব্রহ্মদত্ত এবং জাতকের ব্রহ্মদত্ত কি এক?

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বেত্রিয়াস্ নামক এক ব্যক্তি রোমসম্রাট্

---

* কতটী জাতক কোথায় কথিত হইয়াছিল এবং অতীত বস্তুতে বোধিসত্ত্ব কতবার কি বেশে দেখা দিয়াছেন, কেহ কেহ গণনাদ্বারা তাহা এইরূপ স্থির করিয়াছেন:—

কথনস্থানানুসারে:—জেতবন-বিহারে ৪১০টী জাতক, বেণুবনে ৪৯টী, শ্রাবস্তীতে ৬টী, রাজগৃহে ৫টী, কৌশাম্বীতে ৫টী, কপিলবস্তুতে ৪টী, বৈশালীতে ৪টী, আলবীতে ৩টী, কুণ্ডলদহে ৩টী, কুশিনগরে ২টী, মগধে ২টী, লট্ঠিবনে ১টী, দক্ষিণগিরিতে ১টী, মৃগদাবে ১টী, মিথিলাতে ১টী এবং গঙ্গাতীরে ১টী। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯৮টী জাতক কথিত হইয়াছিল এইরূপ দেখা যায়।

বোধিসত্ত্ব ৮৫টী জাতকে রাজা, ৮৩টীতে ঋষি ৪৩টীতে বৃক্ষদেবতা, ২৬টীতে আচার্য্য, ২৪টীতে অমাত্য, ২৪টীতে ব্রাহ্মণ, ২৪টীতে রাজপুত্র, ২৩টীতে ভূম্যধিকারী, ২২টীতে পণ্ডিত, ২০টীতে শক্র, ১৮টীতে বানর, ১৩টীতে শ্রেষ্ঠী, ১২টীতে আঢ্যলোক, ১১টীতে মৃগ, ১০টীতে সিংহ, ৮টীতে রাজহংস, ৬টীতে বর্ত্তক, ৬টীতে হস্তী, ৫টীতে কুক্কুট, ৫টীতে দাস, ৫টীতে গৃধ্র, ৪টীতে অশ্ব, ৪টীতে গো, ৪টীতে ব্রহ্মা, ৪টীতে ময়ূর, ৪টীতে সর্প, ৩টীতে কুম্ভকার, ৩টীতে নীচজাতীয় লোক, ৩টীতে গোধা, ২টীতে মৎস্য, ২টীতে গজচালক, ২টীতে মূষিক, ২টীতে শৃগাল, ২টীতে কাক, ২টীতে কাষ্ঠকুট্টক, ২টীতে চোর, ২টীতে শূকর, এবং এক একটীতে কুক্কুর, বিষবৈদ্য, ধূর্ত্ত, বর্দ্ধকী, কর্ম্মকার ইত্যাদি রূপে বর্ণিত। এই গণনায় ৫৩০টী জাতক পাওয়া যায়।

একই জাতক কোথাও কোথাও সংখ্যাপূরণের জন্য ২।৩ বার ধরা হইয়াছে বলিয়া উভয়ত্রই নির্দ্ধারিত সংখ্যা ৫৪৭ অপেক্ষা কম হইয়াছে।

† ৫৪৭ জাতকের মধ্যে ৩৭২টীর ঘটনা বারাণসী রাজ্যে হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত।

আলেকজাণ্ডার সেভেরাসের পুত্রের শিক্ষাদানার্থ গ্রীকভাষায় প্রায় তিন শত কথা লিপিবদ্ধ করেন। ইনি নিজের গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে লীবিয়া দেশের প্রাচীন কথাকারের নাম কৈবিসেস্।* বেব্রিয়াসের বহু পূর্ব্বে এরিষ্টটলও লীবিয়াদেশজ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কথার কোন কোনটী জাতক—কেবল দেশকালভেদে সামান্যভাবে পরিবর্তিত। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সহিত মিশরের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সিংহল হইতে বৌদ্ধদূতেরাও আলেকজান্দ্রিয়া নগরে গিয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক জাতককথা প্রচার করিয়াছিলেন। গ্রীকেরা যখন ঐ সকল কথা গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা উহাদিগকে লীবিয়াদেশজ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কৈবিসেস্ কে? কেহ কেহ অনুমান করেন যে য়িহুদিদিগের প্রাচীন সাহিত্যে কুবসিস্ নামক যে কথাকারের উল্লেখ দেখা যায় তিনি এবং বেব্রিয়াসের কৈবিসেস্ একই ব্যক্তি এবং ভাষাভেদে উচ্চারণ-প্রভেদ বিবেচনা করিলে কৈবিসেস এবং কাশ্যপ এই নামদ্বয় অভিন্ন। অতএব কোন কোন জাতক এত প্রাচীন যে তাহারা গৌতমের লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কাশ্যপবুদ্ধ-কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল এবং এই বিশ্বাস ভিন্ন দেশীয় সাহিত্যেও স্থান পাইয়াছিল। এই কারণেই উল্লিখিত অনুমাতাদিগের মতে কাশ্যপের পিতা ব্রহ্মদত্তের নামকীর্ত্তনপূর্ব্বক জাতকারম্ভ-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ অনুমানপরম্পরা কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়। বারাণসী বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান তীর্থ—গৌতমের ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের স্থান। কাজেই আখ্যায়িকা গুলির সহিত বারাণসীর সম্বন্ধস্থাপন বৌদ্ধগ্রন্থকারের পক্ষে বিচিত্র নহে। অপিচ, কাশ্যপবুদ্ধের পিতা ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিলেন না, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আমাদের বোধ হয় "বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত" একটী কল্পিত নাম মাত্র। সকল দেশেই একটা না একটা মামুলি ভাবে কথা আরম্ভ করিবার রীতি আছে। পাশ্চাত্য কথাকারেরা 'একদা' (once upon a time) দ্বারা যে কাজ করেন, জাতককার 'বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বসময়ে' দ্বারাও তাহাই সিদ্ধ করিয়াছেন।

জাতকসমূহের সংগ্রহ কাল।

জাতকাখ্য সমস্ত কথার প্রথম রচক না হইলেও বৌদ্ধেরাই যে এদেশে তাহাদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্কলনে অগ্রণী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইতঃপূর্ব্বে বিনয়পিটক ও সুত্তপিটকের† জাতকগুলির কথা বলা হইয়াছে। চরিয়াপিটকে ৩৫টী জাতক দেখা যায়, ইহাদের দুই একটী ব্যতীত অন্য সমস্তই জাতকার্থ বর্ণনার অন্তর্ভূত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা বলেন, গৌতমের দেহত্যাগ ঘটিলে সপ্তপর্ণীগুহায় যে সঙ্গীতি সমবেত হয়, পিটকত্রয় তাহাতেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করিতে চান না, কিন্তু তাঁহারাও স্বীকার করেন যে মহাপরিনির্ব্বাণের এক শত বৎসর পরে (অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩৭০ অব্দে) বৈশালীতে যে সঙ্গীতি হইয়াছিল, তাহাতেই পিটকগুলির অধিকাংশ বর্ত্তমানাকার ধারণ করিয়াছিল। অতএব শেষোক্তমতের অনুসরণ করিলেও

* Kybises

† দীঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায় ও সংযুত্তনিকায় সুত্তপিটকেরই শাখা। এই সকল গ্রন্থেও কোন কোন জাতক দেখা যায়।

দেখা যায় জাতকসমূহের সঙ্কলনকার্য্য খ্রীষ্টের অন্ততঃ ৩৭০ বৎসর পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে বৃহৎকথা, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগরাদি সে দিনের গ্রন্থ মাত্র।

জাতকাখ্য আখ্যায়িকা-গুলির উৎপত্তির কাল-বিচার।

অপিচ, অনেকগুলি জাতকের উপাখ্যানভাগ গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং কিংবা তাঁহার শিষ্যগণ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অপণ্ণকজাতক, ন্যগ্রোধমৃগজাতক, খদিরাঙ্গারজাতক, লোশকজাতক, নক্ষত্রজাতক, মহাশীল-বজ্জাতক, শীলবন্নাগজাতক, তৈলপাত্রজাতক প্রভৃতি আখ্যায়িকায় বৌদ্ধভাব এতই পরিস্ফুটিত যে তাহাদিগকে বৌদ্ধেতর ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত মনে করা যায় না। তবে জাতকার্থবর্ণনার অধিকাংশ কথার কোন্ কোন্‌টী বৌদ্ধ সময়ে, কোন্ কোন্‌টী গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে রচিত ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইহাদের কোন কোন কথা মহাভারতে দেখা যায়, দশরথ জাতকটী ত একখানি ছোটখাট রামায়ণ। কিন্তু এসম্বন্ধে কে কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ, ইহা বিচার করিতে গেলে সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদের সম্ভাবনা। অনেকে বলিবেন, মহাভারতপ্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব বুঝিতে হইবে যে বৌদ্ধেরাই এই সকল গ্রন্থ হইতে কথা অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে নূতন বেশে সাজাইয়াছেন এবং নিজস্ব বলিয়া চালাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদীরা উত্তর দিবেন, "কে বলিল রামায়ণ ও মহাভারত গৌতমের পূর্ব্বেই তাহাদের বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল? মহাভারতে যে কত সময়ে কত আখ্যায়িকা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? অতএব ইহাই বা বলিব না কেন যে তদন্তর্গত জাতকসাদৃশ্যযুক্ত আখ্যায়িকাগুলিও প্রক্ষিপ্ত? যে সকল আখ্যায়িকা হিন্দু ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রের সাধারণ সম্পত্তি, সেগুলি সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলেও বৌদ্ধ-আখ্যায়িকা-গুলির পূর্ব্ববর্ত্তিতা প্রতিভাত হয়। সে সমস্ত বৌদ্ধের হস্তে অমার্জ্জিত, অসংস্কৃত ও কাব্যোৎকর্ষবর্জ্জিত; পক্ষান্তরে রামায়ণ-মহাভারতেই বল, বা পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশেই বল, বর্ণনাচাতুর্য্যে, ভাবমাধুর্য্যে ও চরিত্রবিশ্লেষণে উৎকৃষ্টতর। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে না কি যে জাতকসংগ্রহকালে বা তাহারও পূর্ব্বে এই সকল আখ্যানের অঙ্কুরোদগম হইয়াছিল; শেষে বাল্মীকিব্যাসাদির প্রতিভাবলে মনোহর পুষ্প-পল্লবের বিকাশ হইয়াছে? মানবসমাজে সর্ব্বত্রই যখন ক্রমোন্নতি দেখা যায়, তখন সাহিত্যেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণগুল্ম জন্মিয়া ও পচিয়া ভূমির সসারতা সম্পাদন করিলে তাহাতে শেষে শালতালাদি মহাবৃক্ষের উদ্ভব হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র কবি, ক্ষুদ্র কথাকার প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিলয়ের পরে তাহাদের সঞ্চয়সমবায়ের প্রভাবে মহাকবিদিগের আবির্ভাব ও পুষ্টিসাধন ঘটে। কেবল ভারতবর্ষে কেন, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশের সাহিত্যেও প্রাচীন কথার এইরূপ সংস্করণ ও পরিমার্জ্জন দেখিতে পাওয়া যায়। যে নিয়মে রাম-পণ্ডিতের ও কাষ্ঠহারিণীর কথা রামায়ণে ও শকুন্তলাবৃত্তান্তে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেই নিয়মেই লিয়ারের ও ম্যাক্‌বেথের কথা সেক্‌স্‌পিয়ার প্রণীত তত্তন্নামধেয় নাটকে কাব্যোৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপিচ, বৌদ্ধজাতকগুলির রচনাকালে রামায়ণ ও মহাভারত যদি বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জনসমাজে সুবিদিত থাকিত, তাহা হইলে বৌদ্ধ উপাখ্যানকারেরা বোধ হয় মূল ঘটনার কোন বিকৃতি ঘটাইতে সাহসী হইতেন না। সর্ব্বজনগ্রাহ্য কোন আখ্যানের অপকর্ষ ঘটাইলে

শ্রোতাব ও পাঠকেব মনে বিবক্তিবই উদ্রেক হয়; তাহাতে ধর্ম্মপ্রচাবেব সুবিধা ঘটে না। যদি বলা যায় বৌদ্ধেবা বামায়ণ ও মহাভাবত জানিতেন না, তাহাও অসম্ভব, কাবণ তাঁহাদেব মধ্যে অনেকেই মহামহোপাধ্যায় ছিলেন, তাঁহাদেব আদিগুক গৌতমও প্রব্রজ্যাগ্রহণেব পূর্ব্বে ও পবে বহুশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বামায়ণেব ও মহাভাবতেব ন্যায় গ্রন্থ তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত থাকিলে তাঁহাবা যে সেগুলি অধ্যয়ন করিতেন না, ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্য।"*

বৌদ্ধদেশে জাতকের প্রভাব।

জাতক যে বৌদ্ধদিগেব ধর্ম্মশাস্ত্র ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে অনেক জাতক তত্তৎস্থানীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। যেমন পুবাণ-শ্রবণে নিবক্ষব লোকে হিন্দুধর্ম্মেব তত্ত্ব শিক্ষা কবিতে পাবে, সেইরূপ জাতক-শ্রবণে বৌদ্ধদেশেও জনসাধাবণে বৌদ্ধধর্ম্মেব তত্ত্ব শিক্ষা কবিয়া থাকে। সিংহলপ্রভৃতি দেশে দিনান্তে বিশ্রাম কবিবাব সময় জাতক-শ্রবণ একরূপ নিত্যকার্য্য। এদেশেব শিশুবা সন্ধ্যাব পব যেমন উপকথা শুনে, সিংহলেব শিশুবাও সেইরূপ জাতক-কথা শুনিয়া থাকে। শিশুবা শুনে, বৃদ্ধেবাও শুনেন। বকজাতক বা ভীমসেনজাতক বা কটাহকজাতক শুনিলে শিশুব মুখে হাস্য দেখা দেয়, :বিশ্বন্তবজাতক বা শিবিজাতক শুনিলে বৃদ্ধেব চক্ষু প্রেমাশ্রুপ্লাবিত হয়।

যখন বৌদ্ধপ্রভাব ছিল তখন ভাবতবর্ষে আপামরসাধাবণ সকলেই জাতক-কথা জানিত। বেরুটে যে বৌদ্ধস্তূপ আছে, তাহাতে অনেকগুলি জাতকেব চিত্র শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাদেব কোন কোন চিত্রেব পার্শ্বে তত্তৎ জাতকেব নাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে-যে উক্ত স্তূপেব নির্ম্মাণকালে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে, ঐ সকল জাতক

---

* আশ্বলায়ন সূত্রে মহাভারতের উল্লেখ দেখা যায়। উহা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত, অতএব গৌতমবুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক। অধ্যাপক ম্যাকডনেল্ বলেন যে মহাভারতের মূল ঘটনা অর্থাৎ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ বৃত্তান্ত এই সময়ে বা ইহার কিছু পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; তবে শিবি রাজাব উপাখ্যান প্রভৃতি কোন কোন গল্প এতদূর বৌদ্ধভাবাপন্ন যে মনে হয় সেগুলি উত্তরকালে জাতকাদি গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়া ঐ মহাকাব্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

রামায়ণ সম্ভবতঃ মূল মহাভাবতের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। ইহার এক অংশে বুদ্ধদেবের নাম দেখা যায বটে; কিন্তু উহা পবে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে দশরথজাতকেব সহিত বামায়ণের আখ্যানের পার্থক্য ঘটিবার কারণ কি? "দস বস্স-সহস্সানি সট্ঠি বস্স-সতানি চ কম্বুগীবো মহাবাহু রামো রজ্জং অকারযি" দশবথজাতকেব এই গাথাটীব প্রথমার্দ্ধ সংস্কৃতাকারে বাল্মীকির কাব্যে অবিকৃতভাবে দেখিতে পাওয়া যায় (বামায়ণ, বালকাণ্ড, প্রথম সর্গ, ৯৮ শ্লোক—দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ রামরাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি।) কাজেই সন্দেহ জন্মে যে, জাতককারই সমস্ত আখ্যানটী বামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিকৃতি ঘটাইয়া আখ্যানটীর অপকর্ষ সম্পাদন করা জাতককারের উদ্দেশ্যবিরুদ্ধ এ যুক্তিও নিতান্ত দুর্ব্বল নহে। তবে কি বলিতে হইবে যে জাতকরচনার সময়েও বামায়ণের শ্লোকগুলি নানাস্থানে নানাভাবে চারণাদিব মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল; অতঃপর তাহাদের সঙ্কলন সম্পাদিত হয়?

ঘটজাতকটী একখানা ছোট খাট ভাগবত। ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণচরিত্র যে ভাবে বর্ণিত আছে, ঘটজাতকে তাহার সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতসম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক, ভাগবত যে জাতকের বহুপরবর্ত্তী গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে জাতককারদিগের সময়েও যে কৃষ্ণের বাল্যলীলা লোকসমাজে সুবিদিত ছিল ইহা হইতে তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল জাতকরচনাকালে কেন, মহাকবি ভাসের সময়েও কৃষ্ণলীলা অপরিজ্ঞাত ছিল না। ঘটজাতকের বঙ্গানুবাদ ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্যসংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছে।

লোকসমাজে সুবিদিত ছিল। হর্ষচরিতে বাণভট্ট বিন্ধ্যাটবীস্থিত দিবাকর মিত্রের আশ্রমবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তত্রত্য পেচকগুলি পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণহেতু বোধিসত্ত্বজাতকসমূহ জপ করিতে শিখিয়াছিল। শেষে ভারতবর্ষে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ঘটে তখন জাতকগুলির বৌদ্ধভাবও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়; অনেক জাতক নূতন আকারে হিন্দুদিগের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়, অনেকগুলি বা এদেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে জাতকের প্রভাব।

বৃহৎকথা।

রামায়ণ ও মহাভারতে যে জাতক-কথা পরিদৃষ্ট হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্রুরাজ হালের রাজত্বকালে গুণাঢ্য নামক এক ব্যক্তি "বৃহৎকথা" নাম দিয়া পৈশাচী ভাষায় এক বৃহৎ কথাকোষ রচনা করিয়াছিলেন। অন্ধ্রুরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কি হিন্দু ছিলেন ইহা লইয়া মতভেদ আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে তাঁহাদের শাতকর্ণি গোত্রে জন্ম ব্রাহ্মণত্বের প্রতিপাদক। তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না নিশ্চিত বলা যায় না, তবে তাঁহাদের অনেকেই যে হিন্দুবৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের হিতার্থে বহু দান করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ কতিপয় অনুশাসনপত্র পাওয়া গিয়াছে। গুণাঢ্যের গ্রন্থ কিরূপ ছিল তাহাও জানা অসম্ভব, কারণ উহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। বাণের হর্ষচরিতে, দণ্ডীর কাব্যাদর্শে, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে বৃহৎকথার নাম দেখা যায়; তাহার পর ইহা যে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এমন বোধ হয় না। হর্ষচরিতে বৃহৎকথার 'কৃতগৌরীপ্রসাধনা' এই বিশেষণদ্বারা রচকের হিন্দুভাবই লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সোমদেব যখন বৃহৎকথা অবলম্বন করিয়াই কথাসরিৎসাগর রচনা করিয়াছিলেন এবং সোমদেবের গ্রন্থে যখন অনেক জাতকের আখ্যান দেখা যায়, তখন বৃহৎকথাতেও যে জাতকের প্রভাব ছিল ইহা নিঃশংসয়ে বলা যাইতে পারে।

পঞ্চতন্ত্র।

বৃহৎকথার পর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চতন্ত্র প্রণীত হয়। ইহার কোন কোন কথা বৌদ্ধ-জাতক হইতে এবং অনেকগুলি সম্ভবতঃ বৃহৎকথা হইতে ও জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত। পণ্ডিতবর বেন্‌ফি দেখাইয়াছেন যে প্রাচীনকালে এই গ্রন্থ দ্বাদশ কিংবা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল, তখন ইহার নামও বোধ হয় স্বতন্ত্র ছিল, শেষে কি কারণে বলা যায় না, পাঁচটী অংশ পৃথক্ হইয়া পঞ্চতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।* বেন্‌ফির মতে পঞ্চতন্ত্র বৌদ্ধগ্রন্থ, কারণ ইহাতে অনেক জাতকের আখ্যান আছে; জাতকের ন্যায় ইহার আখ্যানগুলিও গদ্যপদ্য-মিশ্রিত; এমন কি কোথাও কোথাও পালি গাথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে অনূদিত। অধিকন্তু কোন কোন আখ্যানের বৌদ্ধভাব সুস্পষ্ট, কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি পরিহাস-কটাক্ষও লক্ষিত হয়। অধ্যাপক ম্যাকডনেল কিন্তু বলেন যে পঞ্চতন্ত্রের গ্রন্থকার হিন্দু ছিলেন।

* কেহ কেহ বলেন আদিম অবস্থায় এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ "করটক ও দমনক" নামে অভিহিত হইত এবং পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশের লোকে এই নামই গ্রহণ করিয়াছিলেন। করটক ও দমনক পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত দুইটী শৃগালের নাম।

আমাদেরও সেই বিশ্বাস, কারণ গ্রন্থারম্ভে লেখক আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লোকচরিত্রের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন তাহা সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে। দোষী হইলে হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই তাঁহার নিকট তুল্য নিন্দার পাত্র। আরও একটী কথা এই যে যদি তিনি বৌদ্ধ হইতেন তাহা হইলে কখনও জাতকমূলক কথাগুলি হইতে বোধিসত্ত্বকে বিলুপ্ত করিতে পারিতেন না।

তথাপি তিনি যে বৌদ্ধ জাতকের নিকট ঋণী তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাঁহার রচনাকৌশল অতিসুন্দর। তাঁহার হাতে পড়িয়া বকজাতক, বানরেন্দ্রজাতক, কূটবাণিজজাতক, মিতচিন্তিজাতক, সঞ্জয়জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধকথা শতগুণে সরস ও চিত্তরঞ্জক হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি পৃথগ্‌ভাবে কথিত নহে; এক একটী তন্ত্রে এক একটী কথাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আশে পাশে অন্য বহু কথা সংযোজিত হইযাছে। উত্তরকালে অস্মদ্দেশে বেতালপঞ্চবিংশতি ও হিতোপদেশ প্রভৃতি, আরবে নৈশোপাখ্যানমালা এবং য়ুরোপে Decameron, Pentameron, Heptameron, Canterbury Tales প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাতেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি উক্তরূপে একসূত্রে নিবদ্ধ না থাকিলে বোধ হয় দেশদেশান্তরে ভ্রমণের সময় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যরাজ খস্‌রু নসীররানের রাজত্বকালে পঞ্চতন্ত্র পহ্‌লবী ভাষায় অনূদিত হয়। অতঃপর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিরিয়াক এবং আরবী ভাষাতেও ইহার অনুবাদ হইয়াছিল। ইহার নাম সিরিয়াক ভাষায় "কলিলগ ও দমনগ", এবং আরবীভাষায় "কলিলা ও দিমনা।" ইহা পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত করটক ও দমনক নামক শৃগালদ্বয়ের নামের রূপান্তর। আরববাসীরা মনে করিতেন কলিলা ও দিমনার আদিবচক বিদপাই (বিদ্যাপতি)। এই বিদ্‌পাই শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া শেষে "পিল্‌পাই" বা "পিল্লে" হইয়া পড়ে, কাজেই য়ুরোপবাসীরা যখন কলিলা ও দিমনা স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ করিলেন, তখন পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানগুলি য়ুরোপখণ্ডে 'পিল্লের গল্প' নামে প্রচারিত হইল। হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, পঞ্চতন্ত্রকার অতি শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। লোকমুখে বা গ্রন্থাকারে তাঁহার কথাগুলি সভ্য অসভ্য সর্ব্বদেশে যেরূপভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোন পুস্তকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান পিল্লের গল্প নামে পরিচিত। ইহাতে বোধ হয়, পহ্লবী ভাষায় যে গ্রন্থের অনুবাদ হয় তাহা আদিম দ্বাদশখণ্ডাত্মক "পঞ্চতন্ত্রের" অংশ। উত্তরকালীন অনুবাদকেরা ইচ্ছামত ইহার কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গল্পগুলিরও পার্থক্য ঘটিয়াছে।

হিতোপদেশ।

হিতোপদেশকে পঞ্চতন্ত্রের সংক্ষিপ্তসার বলিলেও চলে। ইহাতে শ্লোকের প্রয়োগ অধিক এবং সেই সকল শ্লোকের অধিকাংশই সুরচিত ও উৎকৃষ্টভাবপূর্ণ। পঞ্চতন্ত্রের ন্যায় হিতোপদেশেও অনেক জাতককথা পরিবর্ত্তিত আকারে স্থান পাইয়াছে।

কথাসরিৎসাগর।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গুণাঢ্যের বৃহৎকথাবলম্বনে কাশ্মীর দেশীয় ক্ষেমেন্দ্র বৃহৎকথামঞ্জরী এবং সোমদেব কথাসরিৎসাগর রচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্র "মঞ্জরী"

নাম দিয়া মহাভারতেরও একখানি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছিলেন। গুরু নামক জনৈক বৌদ্ধবন্ধুর অনুরোধে তিনি বৃহৎকথামঞ্জরী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কথাসরিৎসাগর অতি বিশাল গ্রন্থ। ইহাতে পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তিনটী তন্ত্র আছে, সমগ্র বেতালপঞ্চবিংশতি খানি আছে, শিবিরাজার ও বাসবদত্তার কথা আছে, আরও কত শত কথা আছে। পঞ্চতন্ত্রে যে সকল জাতককথা দেখা যায়, কথাসরিৎসাগরে তাহার অতিরিক্ত দুই চারিটী লক্ষিত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ এখানে চুল্লশ্রেষ্ঠিজাতকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সোমদেব ইহা বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষায় সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, শুকসপ্ততি প্রভৃতি আরও কয়েকখানি আখ্যায়িকাসংগ্রহ আছে। জৈনেরাও কথাকোষ প্রভৃতি অনেক আখ্যায়িকা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রায় সকল গ্রন্থেই অংশবিশেষে বৌদ্ধজাতকের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

উদীচ্য বৌদ্ধসাহিত্যে "অবদান" নামে অভিহিত গ্রন্থগুলি প্রধান কথা-ভাণ্ডার। অবদানসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 'জাতক' বলিলে বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের ইতিহাস বুঝায়, 'অবদান' বলিলে অন্যান্য মহাপুরুষদিগেরও অতীতজন্ম-বৃত্তান্ত বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান খণ্ডে চুল্লশ্রেষ্ঠিজাতকের এবং লোশকজাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তু অবদানস্থানীয়। উদীচ্য বৌদ্ধদিগের অবদানগুলি জাতকের অনুকরণেই রচিত। তাহাদের যেগুলি বোধিসত্ত্বের নামে প্রচলিত সেগুলি জাতক-স্থানীয়।

বিদেশের সাহিত্যে জাতকের প্রভাব।

ঈষপের গল্প।

বিদেশের প্রস্তাবে সর্ব্বপ্রথম গ্রীক্‌দিগের কথা তুলিতে হয়, কারণ অনেকের বিশ্বাস গ্রীস্ দেশের ঈষপ নামধেয় এক ব্যক্তিই আদিম কথাকার। পক্ষান্তরে কাহারও কাহারও মতে ঈষপনামে প্রকৃত কোন ব্যক্তি কখনও বর্ত্তমান ছিলেন কি না তাহাই সন্দেহস্থল। সে যাহাই হউক, ইহা নিশ্চয় যে, যে সকল কথা ঈষপের গল্প বলিয়া ইদানীন্তন সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই ঈষপরচিত নহে, অনেকগুলি জাতকের রূপান্তর, অনেকগুলি বা অপরের রচনা।

গ্রীক্‌সাহিত্যে ঈষপের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় হেরোডোটাসের গ্রন্থে।* তদনুসারে ঐ কথাকার খ্রীষ্টের প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের জন্মসময়ে জীবিত ছিলেন, তিনি সেমস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং য়্যাড্‌মন নামক এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। পশুপক্ষিসম্বন্ধে কথা রচনা করিতে তাঁহার অদ্ভুত নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল এবং তিনি ডেল্‌ফাই নগরে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরিহাসচ্ছলে লোক-চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করা। তৎকালে গ্রীস্‌দেশে অনেকে বিধিবিরুদ্ধ রাজকীয় ক্ষমতা ভোগ করিতেন। সম্ভবতঃ এইরূপ রাজপদস্থ এক ব্যক্তির চরিত্র লক্ষ্য করিয়া কোন কথা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঈষপ তাঁহার কোপদৃষ্টিতে পতিত হন এবং উৎকোচবশীভূতা দৈববাণীর আদেশে প্রাণদণ্ড ভোগ করেন।

* ২।১৩৪ (হেরোডোটাসের গ্রন্থ খ্রীষ্টের প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত)।

গ্রীকসাহিত্যে কথার প্রয়োগ

কিন্তু প্রচলিত কথাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্টী ঈষপ প্রণীত তাহা কিরূপে বলা যাইবে। গ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত পণ্ডিত এরিষ্টটল তাঁহার অলঙ্কারসংক্রান্ত গ্রন্থে রাজনীতিক বক্তৃতায় কথার উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে গিয়া দুইটী কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন:—একটী অশ্ব ও হরিণের সম্বন্ধে, অপরটী শৃগাল, শল্লকি ও জলৌকার সম্বন্ধে।* ইহাদের মধ্যে প্রথমটী তিনি ষ্টেসিকোরাশ-প্রণীত (গ্রীঃ পূঃ ৫৫৬) এবং দ্বিতীয়টী ঈষপ-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দুইটীই ঈষপের নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তৎপূর্ব্বে গ্রীসদেশে আরও অনেক কথা প্রচলিত ছিল এবং সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। হেসিয়ডের কাব্যে (গ্রীঃ পূঃ ৮০০) বুল্‌বুল্ পক্ষীকে অবলম্বন করিয়া রচিত একটী কথা দেখা যায়, এর্কিলোকাস্ (গ্রীঃ পূঃ ৭০০), সোলন (গ্রীঃ পূঃ ৬০০), এলসিউস্ (গ্রীঃ পূঃ ৬০০) প্রভৃতিও কথার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহারা ঈষপের পূর্ব্ববর্ত্তী। হেরোডোটাস্ তাঁহার গ্রন্থে (১ম অধ্যায়, ১৪১ম প্রকরণে) একটী কথা দিয়াছেন, উহা পারস্যরাজ সাইরাস্ গ্রীক্‌দূতদিগকে বলিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায় অতি প্রাচীন সময়েই প্রাচ্যখণ্ড হইতে প্রতীচ্য খণ্ডে কথার বিস্তার হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে অতঃপর সবিস্তর আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে ইহা বলিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে যে অধুনা যে সকল কথা ঈষপের গল্প নামে পরিচিত, তাহাদের অধিকাংশই নানা সময়ে নানা ব্যক্তিকর্তৃক রচিত এবং নানা দেশ হইতে গৃহীত। কিন্তু ঈষপ একজন প্রসিদ্ধ কথাকার ছিলেন, এবং কথারচনার জন্যই প্রাণদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতিবশতঃ উত্তরকালে সমস্ত কথাই তাঁহার নামে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক উৎকৃষ্ট উদ্ভট কবিতা যেমন কালিদাসের রচনা বলিয়া গৃহীত, অনেক ডাকের বচন যেমন খনার বচন নামে অভিহিত, অনেক উৎকৃষ্ট কথাও সেইরূপ ঈষপ-রচিত বলিয়া কল্পিত।

গ্রীক্‌সাহিত্যে জাতক।

গ্রীঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর গ্রীক্ সাহিত্যেও কতিপয় কথা দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে ডেমক্রিটাস্ বর্ণিত কুক্কুর ও প্রতিবিম্বের এবং প্লেটোবর্ণিত সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ এই উভয় কথাই আমরা বৌদ্ধ জাতকে দেখিতে পাই। কুক্কুর ও প্রতিবিম্বের কথা চুল্লধনুগ্গহ-জাতকের (৩৭৪) রূপান্তর। গ্রীক্ কথায় দেখা যায় কুক্কুর প্রতিবিম্বকে মাংসখণ্ড মনে করিয়াছিল, ইহা কিছু অস্বাভাবিক। জাতকে (এবং তৎপরবর্ত্তী পঞ্চতন্ত্রে) দেখা যায় শৃগাল নদীতটে মাংস রাখিয়া মৎস্য ধরিতে গিয়াছিল, ইত্যবসরে শকুনে উহা লইয়া যায়, ইহা স্বাভাবিক। সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভের কথাও সিংহচর্ম্মজাতকের (১৮৯) অনুরূপ। গ্রীক্ গল্পে গর্দ্দভের সিংহচর্ম্ম পরিধান করিবার কোন হেতু দেখা যায় না, কিন্তু বৌদ্ধ গল্পে দেখা যায় গর্দ্দভস্বামী তাহাকে সিংহচর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিত।

* (১) হরিণ মাঠের ঘাস খাইত দেখিয়া অশ্ব তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করে, মানুষ অশ্বের মুখে বল্গা দিয়া এবং তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হরিণ মারিল, কিন্তু তদবধি অশ্ব মানুষের দাস হইল। (২) শৃগাল নদী পার হইবার সময় স্রোতোবেগে নর্দ্দামায় পড়িয়া গেল, সেখানে তাহার গায়ে অনেক জোঁক লাগিল। সজারু তাহার কষ্ট দেখিয়া জোঁকগুলি তুলিয়া ফেলিতে গেল, কিন্তু শৃগাল বলিল "না ভাই। তুলিয়া কাজ নাই। ইহারা যতদূর সাধ্য রক্ত খাইয়াছে; ইহাদিগকে ফেলিয়া দিলে আর এক দল আসিয়া জুটিবে।"

অতএব উক্ত আখ্যায়িকাদ্বয়ের রচনা-পদ্ধতিতে ভারতবর্ষীয় কথাকারেরাই অধিকতর নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন ; বিশেষতঃ সিংহ ভারতবর্ষের লোকের নিকট যত পরিচিত ছিল, গ্রীক্‌দিগের নিকট তত ছিল না। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে একথা বলা যাইতে পারে কি না যে উক্ত কথা দুইটী ভারতবর্ষ হইতেই গ্রীসে গিয়াছিল ? পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে হেরোডোটাস্ একটী আখ্যায়িকাকে পারস্যদেশ হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কতকগুলি কথা নানাদেশে একই রূপ, ইহার কারণ কি ?

পশুপক্ষিপ্রভৃতি-সংক্রান্ত অনেক কথা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রায় একরূপ কেন, সাধারণতঃ ইহার ত্রিবিধ হেতুনির্দ্দেশ হইয়া থাকে। জার্ম্মাণ দেশীয় কথাসংগ্রাহক গ্রীম্ ভ্রাতৃদ্বয় বলেন, ভিন্ন ভিন্ন আর্য্যসম্প্রদায় যখন একত্র বাস করিতেন, তখনই এই সকল সাধারণ কথার উৎপত্তি হইয়াছিল। ম্যাক্‌সমূলার প্রভৃতি বলেন শুদ্ধ আর্য্যসম্প্রদায় লইয়া বিচার করিলে চলিবে কেন ? আর্য্যেতর জাতিদিগের মধ্যেও ত এই সকল সাধারণ কথার প্রচলন দেখা যায়। অপিচ, ভিন্ন ভিন্ন আর্য্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেও একইরূপ কথা ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রচলিত হইয়াছে। যদি এগুলি আর্য্যজাতির আদিম বাসভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছিল, তবে এত পার্থক্য ও পরিবর্ত্তন ঘটিবার কারণ কি ? তাঁহারা বলেন, মনুষ্য প্রায় সকল দেশেই উপমাপ্রয়োগপ্রবণ। পর্য্যবেক্ষণশীল মানব সকল দেশেই কাকের লৌল্য, শৃগালের ধূর্ত্ততা, সিংহের সাহস প্রভৃতি দোষগুণ দেখিতে পাইত এবং উপমাপ্রয়োগ-প্রিয়তাবশতঃ সেই সকল অবলম্বন করিয়া কথা রচনাপূর্ব্বক সমসাময়িক লোকের চরিত্র সমালোচনা করিত বা জনসাধারণকে উপদেশ দিত। অতএব ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবেও যে একরূপ কথার উৎপত্তি হইতে পারে ইহা আর বিচিত্র কি ? বেন্‌ফি বলেন, অন্য আখ্যান-সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে সকল সাধারণ কথায় কেবল পশুপক্ষ্যাদির উল্লেখ দেখা যায়, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবে রচিত হইলে তাহাদের মধ্যে কখনও বর্ণনাগত এত সাদৃশ্য থাকিত না। কাকের স্তুতিবাদ করিয়া তাহাকে কথা বলাইতে হইবে, নচেৎ জম্বুকল বা ক্ষীরের মিঠাই পাইব না, শৃগালের এই বুদ্ধি, হৃৎপিণ্ডটা গাছে রাখিয়া আসিয়াছি বলিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি মর্কটের আত্মরক্ষা, হংসদিগের সাহায্যে কচ্ছপের আকাশপথে গমন এবং কথা বলিতে গিয়া পতন ও মৃত্যু—এরূপ সৌসাদৃশ্য আদানপ্রদানের ফল, স্বাধীন রচনার নিদর্শন নহে।

গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের পরিচয়।

আদান প্রদানের কথা তুলিতেই পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিতে হইবে। গ্রীক্-জাতি যে স্বাধীনভাবে কতকগুলি কথা রচনা করিয়াছিলেন ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে সকল গ্রীক্‌কথা ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে কে উত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ তাহা বিচার করা আবশ্যক। এখন দেখা যাউক কোন্ সময়ে গ্রীকেরা ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন ? সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়া দর্শন শাস্ত্র ও জ্যামিতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ইহা নিতান্ত সম্ভবপর। ঐ শতাব্দীতে পারস্য-রাজ দরায়ুস পাঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন এবং গ্রীস্ দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জারক্‌সেস্‌ও গ্রীস্ জয় করিতে গিয়া অপদস্থ হইয়াছিলেন। দরায়ুসের সময়ে এবং তাঁহার পূর্ব্বেও সাইরাস প্রভৃতির রাজত্বকালে

পারস্য রাজসভায় গ্রীক্ ও হিন্দু উভয় জাতিরই গতিবিধি ছিল। যে বিপুলবাহিনী গ্রীস্ জয় করিতে গিয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেক ভারতবর্ষীয় ভৃতিভুক্ সৈনিক ছিল। জারক্সেসের পুত্র আর্টাজারাক্সেসের সভায় টিসিয়াস্ নামক একজন গ্রীক্ চিকিৎসক ছিলেন; তিনি ভারতবর্ষসম্বন্ধে অনেক প্রকৃত ও অনেক অপ্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অতএব গৌতমবুদ্ধের সময়ে, অথবা তাঁহার কিছু পূর্ব্বেও গ্রীকেরা অন্ততঃ পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় ডিমক্রিটাস্ ও প্লেটো যে পূর্ব্ববর্ণিত কথা দুইটীর জন্য পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের নিকটই ঋণী ইহা বলা অসঙ্গত নহে। তাঁহারা লোকমুখে এই কথা দুইটী শুনিয়াছিলেন এবং স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে আলেক্জাণ্ডারের অভিযান উপলক্ষ্যে গ্রীক্ ও হিন্দুর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং অতঃপর বৌদ্ধপ্রচারকদিগের চেষ্টায় উভয় জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বৌদ্ধপ্রচারকেরা য়ুরোপখণ্ডেও ধর্ম্মদেশন করিতে যাইতেন। খ্রীষ্টের জন্মের কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে অগাষ্টাস্ সীজারের রাজত্বকালে ভৃগুকচ্ছনিবাসী একজন শ্রমণকাচার্য্য এথেন্সনগরে অগ্নি প্রবেশ-পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। গ্রীকেরা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চিতার উপর একটী সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গ্রীক্দিগের সর্ব্বপ্রাচীন কথাসংগ্রহ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর কিছু পরে সম্পাদিত হয় (খ্রীঃ পূঃ ৩০০)। আলেক্জাণ্ড্রিয়া নগরের বিখ্যাত পুস্তক-ভাণ্ডার-প্রতিষ্ঠাতা ডেমিট্রিয়াস্ ফেলিরিয়ুস্ এই সংগ্রহের কর্ত্তা। ইনি প্রায় দুই শত কথা সংগ্রহ করেন এবং সর্ব্বপ্রথম সে গুলিকে "ঈষপের কথা" নাম দিয়া প্রচার করিয়া যান। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ফিড্রাস্ নামক একজন গ্রীক্ ঐ কথাগুলি লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। পাশ্চাত্য কথাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ফিড্রাসের অনুবাদই এখন অবিকৃতভাবে বা ঈষৎপরিবর্ত্তিত আকারে ঈষপের গল্প বলিয়া প্রচলিত।

এদিকে বাণিজ্যাদির উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের লোকের সহিত মিশরের লোকের মিশামিশি হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষজাত অনেক কথা মিশরে প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক্ এবং রোমকেরা সেগুলিকে কৈবিসেস্ (কাশ্যপ)-প্রণীত বলিয়া লিপিবদ্ধ করেন। ফিড্রাস্-সংগৃহীত ঈষপ এবং এই সকল প্রাচ্যকথা অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নিকষ্ট্রেটাস্ নামক এক ব্যক্তি এক কথাকোষ প্রচার করেন এবং ইহারও কতিপয় বৎসর পরে বেব্রিয়াস নামক একজন রোমকলেখক উক্ত উভয়বিধ কথা অবলম্বন করিয়া গ্রীক্ভাষায় আর একখানি পদ্য ঈষপ্ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে প্রায় তিনশত কথা আছে।

প্রাচ্যের অনু-করণে কথার সহিত উপ-দেশের যোজনা

এইরূপে অনেক জাতক, ও ভারতবর্ষজাত অন্যান্য কথা য়ুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল।* বেব্রিয়াস্ প্রভৃতি যে প্রাচ্যের আদর্শে কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া-

---

* উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটী জাতকের এবং তথাকথিত ঈষপের কয়েকটী আখ্যানের নাম করা যাইতেছে:—

জাতক	ঈষপ
মুণিকজাতক (৩০)	ষণ্ড ও গোবৎস (The Ox and the Calf.)

ছিলেন তাহাব অপব একটী প্রমাণ প্রত্যেক কথাব শেষে তাহাব উপদেশ-ব্যাখ্যা। এই প্রথা জাতকার্থবর্ণনাদিতেই প্রথম দেখা যায়; কিন্তু ইহা বচনানৈপুণ্যেব পবিচায়ক নহে। যে কথা সুবচিত, তাহাব উপদেশ ব্যাখ্যা কবিবাব প্রয়োজন থাকে না। তাহা শুনিবামাত্র লোকে আপনা হইতেই উপদেশটী হৃদয়ঙ্গম কবিতে পাবে; স্বতন্ত্রভাবে তাহাব উপদেশ শুনাইতে গেলে পুনরুক্তি ও বসভঙ্গ ঘটে। কিন্তু প্রাচ্য কথাসংগ্রাহকেবা, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, একটা না একটা উপদেশ যোজনা কবিয়া কথাগুলিকে নিবর্থক ভাবাক্রান্ত কবিয়াছেন এবং তাঁহাদেব অনুকবণ কবিতে গিয়া পাশ্চাত্যেবাও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অধিকন্তু মূলেব সহিত প্রকৃষ্ট পবিচয় না থাকায় পাশ্চাত্য লেখকেবা উপদেশ-ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হইতে পাবেন নাই। কচ্ছপজাতকে বাচালতাব পবিণাম প্রদর্শিত হইযাছে; কিন্তু তথাকথিত ঈষপেব সংগ্রাহক ইহা ধবিতে পাবেন নাই।

প্রাচ্যের অনুকরণে চিত্র-দ্বারা কথার ব্যাখ্যা।

কেবল উপদেশ-যোজনাব প্রথা নহে, ছবিদ্বাবা কথাগুলি লোকেব প্রত্যক্ষীভূত কবিবাব বীতিও যুবোপবাসীবা ভাবতবর্ষ হইতে গ্রহণ কবিয়াছিলেন। বেকট-স্তূপেব ছবিগুলি যে কত প্রাচীন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উত্তবকালে বিদ্‌পাইএব গল্প প্রভৃতিতে আববাসীবাও ছবি ব্যবহাব কবিতেন এবং যুবোপবাসীবা এই সমস্ত গ্রহণ কবিবাব সময় শুদ্ধ আখ্যানগুলিব অনুবাদ কবিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, ছবিগুলিও নকল কবিয়া লইতেন।

য়িহুদিদিগের সাহিত্যে ও বাইবলে জাতকের প্রভাব।

প্রাচ্যখণ্ডেও প্রচাবকদিগেব চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মেব বিস্তাব ঘটিয়াছিল এবং অনেক জাতককথা ইহুদিপ্রভৃতি জাতিব সুবিদিত হইয়াছিল। বাইবলেব পূর্ব্ব খণ্ডে * সলোমনেব অদ্ভুতবিচারপটুতা সম্বন্ধে একটী আখ্যান আছে। দুই গণিকা একটী বালক লইয়া বিবাদ কবিতে কবিতে তাঁহাব নিকট

জাতক	ঈষপ
নৃত্যজাতক (৩২)	কিকি ও ময়ূর (The Jay and the Peacock).
মশকজাতক (৪৪)	খল্লাট ও মক্ষিকা (The Baldman and the Fly)
সুবর্ণহংসজাতক (১৩৬)	স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী হংসী (The Goose with golden eggs).
সিংহচর্ম্মজাতক (১৮৯)	সিংহচর্ম্মাচ্ছাদিত গর্দ্দভ (The Ass in a lion's skin).
কচ্ছপজাতক (২১৫)	কচ্ছপ ও ঈগলপক্ষী (The Eagle and the Tortoise).
জম্বুজাতক (২৯৪)	কাক ও শৃগাল (The Crow and the Fox).
জবশকুনজাতক (৩০৮)	নেক্‌ড়ে বাঘ ও বক (The Wolf and the Crane).
চুল্লধনুর্গ্রাহজাতক (৩৭৪)	কুক্কুব ও প্রতিবিম্ব (The Dog and the Shadow).
কুক্কুটজাতক (৩৮৩)	শৃগাল, কুক্কুট ও কুক্কুর (The Fox, the Cock and the Dog).
দ্বীপিজাতক (৪২৬)	নেক্‌ড়ে বাঘ ও মেষশাবক (The Wolf and the Lamb).

জাতকেব সিংহ বা দ্বীপী ঈষপে নেক্‌ড়ে বাঘ, জাতকের হংস ঈষপে ঈগলপক্ষী, জাতকের ছাগী ঈষপে মেষশাবক, জাতকের কাষ্ঠকুট্ট ঈষপে বক, এইরূপ সামান্য প্রভেদ থাকিলেও উপাখ্যানাংশে ইহারা একরূপ। এক প্রাণীর পরিবর্ত্তে অন্য প্রাণীর উল্লেখ দেশভেদে স্বাভাবিক, কারণ সকল দেশে সকল প্রাণী নাই। তথাপি পাশ্চাত্য কথাকারেরা ময়ূর, হস্তী, সিংহ প্রভৃতি ভারতবর্ষজাত প্রাণীদিগকে একেবারে পরিহার করিতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষজাত অন্য যে আখ্যানগুলি ঈষপে' স্থান পাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা আরও অধিক। উদাহরণস্বরূপ ঈষপের কুক্কুট ও মুক্তা, কৃষক ও কৃষ্ণসর্প, সহরের ইন্দুর ও পাড়াগাঁয়ের ইন্দুর, শৃগাল ও ঈগলপক্ষী, কাক ও ঈগলপক্ষী, সিংহ ও মূষিক, ষণ্ড ও ভেক ইত্যাদি কথার নাম করা যাইতে পারে।

* 1 Kings 3

উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই বলে বালকটী তাহার গর্ভজাত সন্তান। সলোমন তরবারি হস্তে লইয়া প্রস্তাব করিলেন, বালকটীকে দুই খণ্ড করিয়া দুইজনকে দেওয়া যাউক। যে প্রকৃত জননী নহে সে ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল, কিন্তু দ্বিতীয়া রমণী বলিল, কাটিয়া কাজ নাই, আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীই বাছাকে লইয়া যাউক।" মহা-উন্মার্গ জাতকেও বোধিসত্ত্বের বিচারনৈপুণ্য-প্রদর্শনার্থ এই আখ্যায়িকার বর্ণনা আছে। এক যক্ষিণী ও এক মানবী একটী শিশু লইয়া উক্তরূপে বিবাদ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। বোধিসত্ত্ব মাটিতে একটী রেখা আঁকিয়া তাহার উপর শিশুটীকে রাখিয়া দিলেন এবং বিবদমানা রমণীদ্বয়কে বলিলেন, তোমরা শিশুটীর পা ধরিয়া টান, যে উহাকে নিজের দিকে লইয়া যাইতে পারিবে সেই উহার গর্ভধারিণী বলিয়া স্থির হইবে। কিন্তু রমণীদ্বয় শিশুটীর পা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলে সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রকৃত গর্ভধারিণী কান্দিতে কান্দিতে উহার পা ছাড়িয়া দিল।

এই আখ্যানটী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে ইটালী পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, কারণ পম্পিয়াই নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইহার একটী ছবি পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতবর গেইডোজ দেখাইয়াছেন যে রোমানেরা ইহা ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিলেন, য়িহুদিদিগের নিকট হইতে নহে। সত্য বটে পোম্পিয়াই নগরের ছবিতেও শিশুটীকে দুইখণ্ড করিবার চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু সম্ভবতঃ গল্পটীতে আদিম অবস্থায় এইরূপ বর্ণনাই ছিল; পরে জীবহিংসাবিরত বৌদ্ধদিগের দ্বারা কাটিবার পরিবর্ত্তে টানিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাইবলের এই অংশে ভারতবর্ষীয় কতিপয় দ্রব্যের সংস্কৃতজাত নাম দেখা যায় *। ফিনিকীয় বণিকেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলবর্ত্তী অভীর নামক পট্টন হইতে য়িহুদিরাজের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়াছিল। অতএব জাতকের কথাটী যখন বাইবলের এই অংশ অপেক্ষা প্রাচীন, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে য়িহুদিরাই ইহা এদেশ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। শুদ্ধ জাতকের আখ্যায়িকা কেন, বাইবলের কোন কোন অংশে বেদের প্রভাবও লক্ষিত হয়। বাইবলের উত্তরখণ্ডের ত কথাই নাই; তাহাতে বৌদ্ধপ্রভাব জাজ্বল্যমান। মথিলিখিত সুসমাচারে দেখা যায় যীশু খ্রীষ্ট দুইবার অতি অল্প খাদ্য দ্বারা বহু লোকের ভূরিভোজন সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঈল্লীশজাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে দেখা যায়, গৌতমও ঠিক এইরূপে নিজের লোকাতীত শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। এবংবিধ সাদৃশ্যপরম্পরা দেখিয়া আর্থার লীলিপ্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন যে খ্রীষ্টীয় সুসমাচারগুলির অনেক কথা গৌতমবুদ্ধের জীবনবৃত্তান্তের পুনরুক্তি মাত্র।

য়িহুদিদিগের প্রাচীন সাহিত্যে যে সমস্ত কথা দেখা যায়, তাহাদের কতকগুলি ভারতবর্ষ ও গ্রীস উভয়ত্রই প্রচলিত ছিল, কতকগুলি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু গ্রীসে ছিল না, কতকগুলি গ্রীসে প্রচলিত ছিল কিন্তু ভারতবর্ষে ছিল না; আর কতকগুলি ভারতবর্ষেও ছিল না, গ্রীসেও ছিল না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিরোচনজাতকের ও জবশকুনজাতকের এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে

* যথা, তুক্কিম্, কোফ্, শেন্হব্বিম্, কার্পাস। তুক্কিম তামিল-মলয়ালাম্ ভাষায় তুকেই (সংস্কৃত শিখী অর্থাৎ ময়ূর), কোফ্=কপি, শেন্হব্বিম্=গজদন্ত (সম্ভবতঃ সংস্কৃত ইভশব্দজ)।

কাকজাতকের ও সঞ্জীবজাতকের আখ্যান দেখা যায়; তদ্ভিন্ন পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত কোন কোন কথাও পাওয়া গিয়াছে। য়িহুদিরা কখনও পশুপক্ষি-সংক্রান্ত গল্পরচনায় নৈপুণ্য লাভ করেন নাই। তাঁহাদের সাহিত্যে এইরূপ কথার সংখ্যা ত্রিশের অধিক হইবে না। ইহার মধ্যে পাঁচ ছয়টী মাত্র তাঁহারা আত্মরচিত বলিতে পারেন। ইহাতে স্বতঃই মনে হয় এসম্বন্ধে ভারতবর্ষ দাতা এবং য়িহুদিরা গৃহীতা। কতকগুলি কথা কৈবিসেস্-প্রণীত এই পরিচয় দিয়া য়িহুদিরাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যেমন গ্রীসে, সেইরূপে যুডিয়াতেও রাজনীতিক আলোচনার জন্যই পশ্বাদিসংক্রান্ত আখ্যানের প্রচলন ঘটে (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী)।

খ্রীষ্টানসমাজে গৌতমবুদ্ধ সাধুপুরুষরূপে অর্চ্চিত।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবসম্বন্ধে এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটী বিস্ময়কর ব্যাপার বলা যাইতে পারে। অষ্টম শতাব্দীতে ডামাস্কাস্ নগরবাসী জন নামক এক সাধুপুরুষ গ্রীক্‌ভাষায় অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে একখানির নাম "বার্লাম্ ও যোয়াসফ্"। যোয়াসফ্ বা যোসাফট্ ভারতবর্ষের এক রাজপুত্র; তিনি বার্লামের নিকট দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার জন্য এরূপ কোন আখ্যায়িকা লিখিত হয় নাই; এই নিমিত্ত 'বার্লাম ও যোয়াসফ্' য়ুরোপখণ্ডের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। লাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জার্ম্মাণ, স্পেনিশ্, সুইডিস্, ওলন্দাজ, আইস্‌ল্যাণ্ডিক প্রভৃতি ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়; এবং রোমাণ কাথলিকদিগের উপাসনাদিক্রিয়ায় অন্যান্য খ্রীষ্টান সাধুপুরুষদিগের নামের ন্যায় বার্লাম্ ও যোসাফটের নাম উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা হয়। যেমন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রভুদিগের আবির্ভাব বা তিরোভাব স্মরণ করিবার জন্য এক একটী দিন উৎসর্গ করা হইয়া থাকে, রোমাণ কাথলিক সাধুপুরুষদিগের জন্যও সেইরূপ প্রথা আছে। এই নিয়মানুসারে ২৭ শে নবেম্বর বার্লামের ও যোসাফটের স্মরণার্থ উৎসর্গ করা হইত। য়ুরোপের প্রাচ্য খ্রীষ্টান সমাজেও * যোসাফটকে 'যোসাফ' এই নামে সাধুশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে বার্লাম্ কোন স্থান পান নাই। প্রাচ্যসমাজে ২৬শে আগষ্ট সাধু যোসাফটের স্মারক দিন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে যোসাফট্ কে? তিনি যে ভারতবর্ষীয় রাজপুত্র ইহা গ্রন্থকারই বলিয়াছেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে তিনি আর কেহ নহেন—স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে গৌতম ছিলেন 'বোধিসত্ত্ব'। এই শব্দটী আরবী ভাষায় হইয়াছিল 'য়োদাসফ্' এবং আরব হইতে গ্রীসে প্রবেশ করিবার সময় হইয়াছিল 'য়োসাফট্'। † য়োসাফটের জীবনবৃত্তান্ত সেণ্ট জন যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় গৌতমবুদ্ধই তাঁহার গ্রন্থের নায়ক। জাতকের অনেক কথাও ঐ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ‡ কপিলবস্তুর

* Greek Church.

† প্রথমে ইহা আরবী ভাষায় 'বোদাসফ' এইরূপ উচ্চারিত হইত, পরে লিপিকরপ্রমাদ-বশতঃ 'বে' অক্ষরের পরিবর্ত্তে 'য়া' অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া 'য়োদাসফ্' এই রূপান্তর গ্রহণ করে; অতঃপর আরবী হইতে গ্রীকে যাইবার সময় পুনর্ব্বার লিপিকরের দোষে 'ডেলটা' অক্ষরের পরিবর্ত্তে 'আল্‌ফা' অক্ষর প্রযুক্ত হইয়া য়োযাসফ্ রূপ ধারণ করিয়াছিল। এদিকে বাইবলে 'যেহোসাফট্' নামক রাজার উল্লেখ আছে, খ্রীষ্টানেরা এই শব্দের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত মনে করিয়া 'যোয়াসফ্'কে শেষে 'যোসাফট' করিয়া তুলিয়াছিলেন।

‡ যেমন অলম্বুষাজাতক (৫২৩)।

করুণাসিন্ধু যে অদ্যাপি রোমাণ কাথলিকদিগের নিকট সাধুশ্রেণীভুক্ত হইয়া পূজা পাইতেছেন ইহা ভাবিলে এদেশে এমন কে আছেন যাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দরসের উৎস না ছুটিবে? যাঁহারা প্রকৃত মহাপুরুষ তাঁহারা এইরূপেই সর্ব্বত্র বরেণ্য হইয়া থাকেন।

জাতককথার দেশভ্রমণ।

কোন কোন জাতককথার দেশভ্রমণবৃত্তান্ত বলা হইল। যাঁহারা জাতক সাহিত্যের অত্যধিক ভক্ত, তাঁহারা ইহাতে অডিসিউসের ভ্রমণবৃত্তান্তেরও আভাস পাইয়াছেন (যথা মিত্রবিন্দকজাতক)। কিন্তু অনেকেই ততদূর অগ্রসর হইতে সাহস পাইবেন না। তথাপি মনে হয় মিত্রবিন্দকের সহিত সিন্দবাদের হয়ত কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। ইটালী দেশীয় পণ্ডিত কম্পারেট্টির মতে মিত্র-বিন্দকই সিন্দবাদের আদিপুরুষ। রাধাজাতক প্রভৃতি দুই একটী জাতক যে আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতে স্থান পাইয়াছে ইহা আমরাও বুঝিতে পারি। নৈশোপাখ্যানমালা খুব প্রাচীন গ্রন্থ নহে। মুসলমানধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এশিয়ার মধ্যখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মেরই প্রভাব ছিল, আবার এই বৌদ্ধেরা শেষে মুসলমান হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের অনেক আখ্যান মুসলমান সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আরববাসীদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নিরক্ষর নিগ্রোরা পর্য্যন্ত জাতককথা শিখিয়াছে। দক্ষিণ কারোলিনার নিগ্রো শিশুরা রিমাস্ কাকার যে কথা শুনে, তাহা শ্লেষরোমজাতক ভিন্ন আর কিছু নহে। উত্তরকালে যখন যীশুখ্রীষ্টের সমাধিমন্দির লইয়া প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সজ্ঘর্ষ হয়, তখনও কোন কোন প্রাচ্যকথা য়ুরোপে প্রবেশ করে। ইংল্যাণ্ডরাজ সিংহবিক্রম রিচার্ড স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিদ্রোহী ভূস্বামীদিগকে ভৎর্সনা করিবার সময় সত্যংকিল জাতকের আখ্যায়িকাটী বলিয়াছিলেন, মহাকবি চসার বেদব্ভজাতক অবলম্বন করিয়া Pardoner's Tale রচনা করিয়াছিলেন। সেক্সপিয়ারপ্রণীত Merchant of Venice নামক নাটকে অর্দ্ধসের মাংসের এবং পেটিকাত্রয়ের সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহাও পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষীয় কথা হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। অধুনাতন সময়ে লা-ফণ্টেন প্রভৃতি কথাকারেরাও ভারতবর্ষীয় কথাকারদিগের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, গ্রীম্‌ভ্রাতৃদ্বয়-সংগৃহীত কথাকোষে দধিবাহনজাতক প্রভৃতি সতর আঠারটী জাতকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

জাতকের উপযোগিতা।

এখন জাতকের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। কথাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে এবংবিধ প্রাচীন গ্রন্থ যে নিতান্ত আবশ্যক ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সকল কথা সাহিত্যে ও লোক মুখে চলিয়া আসিতেছে, আদিম অবস্থায় তাহারা কিরূপ ছিল ও কি উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, কি কারণে দেশভেদে তাহাদের পরিবর্ত্তন ঘটিল, ইত্যাদি নির্ণয় করিতে হইলে জাতক ও অন্যান্য প্রাচীন কথা পাঠ করিতে হয়। এই উপযোগিতা দেখিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জাতকের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র পালি জাতকার্থবর্ণনা ইংরাজী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে এবং ইংরাজী ভাষায় ইহার অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে। গত পঁচিশ বৎসরে জাতকগুলি য়ুরোপবাসী-দিগের এতই ভাল লাগিয়াছে যে তাঁহারা ইহাদের কোন কোন চিত্তরঞ্জক আখ্যান

অবলম্বন করিয়া শিশুপাঠ্যগ্রন্থরচনাতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জাতকের আলোচনা করিলে আমাদের কি কি উপকার হইতে পারে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

জাতক উপদেশাত্মক।

প্রথমতঃ—জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশাত্মক, এবং ইহাদের সকলগুলি না হউক, অধিকাংশ মহাপুরুষবাক্য। কাজেই ইহা হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে নির্ম্মল আনন্দের সহিত উপদেশ লাভ করিতে পারিবে। ইহার কোনও কোনও অংশ এমন সুন্দর যে, পাঠের সময় মনে হয়, যেন সেই করুণাবতার জগদ্‌গুরুর অমৃতময়ী বচনপরম্পরা এখনও আমাদের কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হইতেছে। কিরূপে কথাচ্ছলে ও বচনমাধুর্য্যে অতি দুরূহ ধর্ম্মতত্ত্বও সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারা যায়, জাতকে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে।

জাতকে বিশ্বপ্রেম।

দ্বিতীয়তঃ—জাতক-পাঠে সৃষ্টির একত্ব উপলব্ধি হয়, সর্ব্বজীবে প্রীতি জন্মে। খ্রীষ্টধর্ম্মে বলে, মানবমাত্রকেই ভ্রাতৃভাবে দেখ। বৌদ্ধধর্ম্মে বলে, জীবমাত্রকেই আত্মবৎ বিবেচনা কর। যিনি এ যুগে বুদ্ধ, তিনি অতীত যুগে মৃগ, মর্কট, মৎস্য, বা কূর্ম্ম ছিলেন, যে এ যুগে মৃগ বা মর্কট, সেও ভবিষ্যদ্‌যুগে পূর্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিবে। অতএব, অদ্যই হউক, আর কল্পান্তেই হউক, সমস্ত জীবই এক—স্কন্ধসমষ্টিমাত্র—এবং কর্ম্মক্ষয়ান্তে সকলেই নির্ব্বাণ লাভ করিবে।

জাতকে পুরাতত্ত্ব।

তৃতীয়তঃ—জাতকের অনেক আখ্যায়িকায়, বিশেষতঃ প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে পুরাকালের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। কথা কল্পনাসম্ভবা, কিন্তু সত্যগর্ভা। কথাকার অসম্ভবকে সম্ভবপর বলিয়া বর্ণনা করিবেন ইহাই তাঁহার ব্যবসায়, কিন্তু তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাহিরে যাইতে পারেন না, নানা প্রসঙ্গে সমসাময়িক বিধিব্যবস্থা, রাজনীতি ও সমাজনীতি হয় স্পষ্টভাষায়, নয় ধ্বনি দ্বারা বলিয়া যান, নচেৎ তাঁহার কথার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। জাতক-সংগ্রহকালে দেশান্তরের সংস্পর্শে ভারতবর্ষের বিকৃতি ঘটে নাই, কাজেই তদানীন্তন সমাজের নিখুঁৎ চিত্র দেখিতে হইলে, এই সকল আখ্যায়িকা পাঠ করা আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই, তাদৃশ প্রাচীন সময়েও এতদ্দেশীয় ধনী লোকে সপ্তভূমিক প্রাসাদে বাস করিতেন; বণিকেরা পোতারোহণে দ্বীপান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, জলপথে জল-নিয়ামকেরা ও স্থলপথে মরুকান্তার অতিক্রম করিবার সময় স্থল-নিয়ামকেরা পথ প্রদর্শন করিয়া দিতেন, মহানগরসমূহের অধিবাসিগণ চাঁদা তুলিয়া অনাথাশ্রম চালাইতেন, এবং অনাথ বালকেরা পুণ্যশিষ্যরূপে পরিগৃহীত হইয়া অধ্যাপকদিগের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। পাঠশালার বালকেরা কাষ্ঠ-ফলক বা তক্তিতে লিখিত ও অঙ্ক কষিত। তখন ভারতবর্ষের মধ্যে তক্ষশিলা নগরই বিদ্যালোচনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান ছিল, কাশী প্রভৃতি দেশ হইতে শতসহস্র ছাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় যাইত। তখন তক্ষশিলায় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল এবং তত্রত্য কোন কোন ছাত্র শল্য-চিকিৎসায় এরূপ নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান শল্যকর্ত্তাদিগের মধ্যেও সে শ্রেণীর লোক সচরাচর দেখা যায় না।

তখন এ দেশে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল, অবস্থাপন্ন লোকে মূল্য দিয়া দাস ক্রয় করিতেন। তখন শাসনপ্রণালী সাধারণতঃ রাজতন্ত্র ছিল বটে,

কিন্তু রাজপদ নিতান্ত নিরাপদ্ ছিল না। রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজারা বিদ্রোহী হইত এবং সময়ে সময়ে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত বা নিহত করিয়া অন্য কাহাকেও রাজত্ব দিত; কখনও কখনও রাজার পুত্রেরা পর্য্যন্ত পিতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতেন। এই নিমিত্ত রাজাকে সর্ব্বদা অতি সাবধানভাবে চলিতে হইত। তখন কন্যাগণ যৌবনোদয়ের পর পাত্রস্থা হইতেন; ক্ষত্রিয়েরা পিতৃস্বসৃসুতা প্রভৃতি নিকট আত্মীয়দিগকে বিবাহ করিতে পারিতেন। তখন রমণীদিগের মধ্যে অনেকে সুশিক্ষা লাভ করিতেন, সম্ভ্রান্ত বংশেও বিধবার পুনর্বিবাহ হইত এবং পতি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে পত্নীর পক্ষে পত্যন্তরগ্রহণ বিধিসঙ্গত ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও লোকে দুঃস্বপ্ন ও দুর্নিমিত্ত দেখিয়া ভয়ে কাঁপিত এবং ভূতবলি, পিশাচবলি প্রভৃতি দিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিত; তখন লোকে অর্থদ্বারা অপরের পুণ্যাংশ ক্রয় করিত।

যাঁহারা প্রব্রাজক হইতেন তাঁহারা কামিনী ও কাঞ্চনকে ভয় করিতেন। এই জন্য কোন কোন জাতকে নারীচরিত্রের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস করা হইয়াছে—উদ্দেশ্য, যাহাতে ভিক্ষুদিগের মনে নারীসম্বন্ধে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়। কিন্তু উৎপলবর্ণা, বিশাখা, আম্রপালী প্রভৃতির ইতিবৃত্তে দেখা যায় তখন নারীরাও ধর্ম্মচর্য্যায় পুরুষদিগের তুল্যকক্ষ ছিলেন।

জাতক প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম ভাণ্ডার।

চতুর্থতঃ—জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে প্রাচীন ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ কোশল, বৈশালী ও মগধরাজ্যের, অনেক ইতিবৃত্ত আছে। কেহ কেহ বলেন প্রত্যুৎপন্ন অংশ যখন অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে রচিত, তখন তদন্তর্গত ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে রচিত হইলেও ইহা নিতান্ত অপ্রাচীন নয়,—কারণ ইহা বর্ত্তমান সময়ের প্রায় সার্দ্ধসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সার্দ্ধসহস্রবৎসর পূর্ব্বে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, প্রামাণিক ইতিবৃত্তের বিরোধী না হইলে তাহা আমরা অবিশ্বাস করিব কেন? আমরা দেখিতে পাই প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল বিম্বিসারকে কন্যা দান করিয়াছিলেন এবং স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কাশীগ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। দেবদত্তের কুপরামর্শে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু পিতৃবধ করিলে প্রসেনজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ গ্রাম বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, ঐ যুদ্ধে প্রসেনজিৎ প্রথমে পরাস্ত হইলেও পরে জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং অজাতশত্রুকে কন্যাদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর প্রসেনজিৎও নিজের পুত্র বিরূঢককর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, এই বিরূঢকই কিয়ৎকাল পরে কপিলবস্তু বিধ্বস্ত করিয়া শাক্যকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু পরিণামে অনুতপ্ত হইয়া বুদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন। তখন আর্য্যাবর্ত্তে চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী ও বারাণসী এই ছয়টী নগর সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য ছিল; ইহাদের মধ্যে বারাণসীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও বারাণসীর কৌশেয়বস্ত্র সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত। বৈশালী সমৃদ্ধিশালী হইলেও উক্ত নগরগুলির তুল্যকক্ষ হইতে পারে নাই। বৈশালীতে কুলতন্ত্র-শাসন প্রবর্ত্তিত ছিল; তত্রত্য লিচ্ছবিগণ সম্প্রীতভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং সকলেই রাজা নামে অভিহিত হইতেন। এইরূপ

অনেক বৃত্তান্ত জাতকেব প্রত্যুৎপন্ন বস্তু হইতে সংগ্রহ কবা যাইতে পাবে এবং এ সমস্ত অবিশ্বাস কবিবাব কোন কাবণ দেখা যায় না। বিন্‌সেণ্ট স্মিথ্‌ প্রভৃতি পুবাবৃত্তকাবেবা জাতককে ভাবতবর্ষেব প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম ভাণ্ডার বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধশিল্পে জাতকের প্রভাব।

পঞ্চমতঃ—যেমন গ্রীক্‌ শিল্পে হোমারেব ও হেসিয়ডেব, হিন্দুশিল্পে বাল্মীকিব ও ব্যাসেব, সেইরূপ বৌদ্ধ শিল্পে জাতককাবেব প্রভাব পবিলক্ষিত হয়। সাঁচী, বেরুট, বড় বুদোবো * প্রভৃতি স্থানেব ধ্বংসাবশেষে পুবাতন বৌদ্ধ তক্ষকগণেব অদ্ভুত প্রতিভাব যে সকল নিদর্শন আছে তাহা সুন্দবরূপে বুঝিতে হইলে জাতকেব সহিত পবিচয় আবশ্যক।

ষষ্ঠতঃ—জাতকপাঠে বৌদ্ধধর্ম্মেব প্রকৃতি অতি বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। অনেকেব বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেব বিবোধী। কিন্তু শাক্ত, শৈব, সৌব, বৈষ্ণব প্রভৃতি মতেব ন্যায় বৌদ্ধ মতকেও হিন্দু ধর্ম্মেবই একটী শাখা বলা যাইবে না কেন? ইহাতে পবলোক আছে, স্বর্গ ও নবক আছে, কর্ম্মফল আছে; ইহাতে ইন্দ্রাদিদেবতা, বলিপ্রতিগ্রাহিদেবতা, বৃক্ষদেবতা, যক্ষবাক্ষসাদি অপদেবতা আছেন। ইহা সর্ব্বজনীন হইলেও উচ্চজাতিব প্রাধান্য স্বীকাব কবে, শ্রমণ ব্রাহ্মণকে সমান আদব কবে, নীচ বর্ণে জন্মপ্রাপ্তি পাপেব পবিণাম বলিয়া মনে কবে। ইহাব ক্ষণিকত্ববাদ, শূন্যবাদও বোধ হয় নিতান্ত অহিন্দু নহে; ইহাব পবিনির্ব্বাণে ও হিন্দুব কৈবল্যে প্রভেদ অতি অল্প। তবে ধর্ম্মেব যাহা বহিবঙ্গমাত্র, যাহাতে আড়ম্বব আছে, কিন্তু নিষ্ঠা বা কর্ম্মশুদ্ধি নাই, যাহাতে যজ্ঞ হয় প্রাণিবধেব জন্য, বৌদ্ধেবা তাহাবই বিবোধী। সে ভাব ত বৈষ্ণবদিগেব মধ্যেও দেখা যায়। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজেও বৌদ্ধপ্রভাব সর্ব্ববাদিসম্মত। যখন আমবা নিবীশ্বব সাংখ্য-কাবকে হিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত নহি, তখন বুদ্ধকেই বা অহিন্দু বলিতে যাইব কেন? আমবা ববং তাঁহাকে ও তাঁহাব শিষ্যগণকে হিন্দু বলিব। তাহা হইলে বুঝিব, হিন্দুব মাহাত্ম্য, হিন্দুব আধ্যাত্মিক প্রভাব কেবল ভাবতবর্ষে সীমাবদ্ধ নহে, সমগ্র ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান—বুঝিব যে হিন্দুব সংখ্যা বিংশতি কোটি নহে, সপ্ততি কোটি, বুঝিব যে কেবল দশগুণোত্তব অঙ্ক-লিখনে নয়, কেবল বীজগণিতে বা

জাতকপাঠে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবৃত্তি বুঝি-বার সুবিধা।

---

* বরবুদোরো যবদ্বীপের অন্তঃপাতী একটী স্থান, সাঁচী ভূপালরাজ্যের অন্তর্গত—ভূপাল হইতে গোয়ালিয়র আসিবার পথে জি আই. পি. রেলওয়ের একটী ষ্টেশন; বেরুট মধ্যপ্রদেশে সাতনা ষ্টেশনের অনতিদূরে। পূর্ব্বকালে উজ্জয়িনী মগধবাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। সাঁচী ও বেরুট উভয় স্থানই উজ্জয়িনী হইতে পাটলিপুত্রে যাইবার পথে অবস্থিত। সাঁচীর ৩ ক্রোশ দূরে বেত্রবতীতীরস্থ বিদিশা বা ভিল্‌সা।

বেরুটস্তূপে নিম্নলিখিত জাতকগুলির ছবি চিনিতে পাওয়া গিয়াছে:—মখাদেবজাতক (৯), ন্যগ্রোধমৃগজাতক (১২), নৃত্যজাতক (৩২), আরামদূষকজাতক (৪৬), অন্ধভূতজাতক (৬২), দুভিয়মর্কটজাতক (১৭৪), অসদৃশজাতক (১৮১), কুরঙ্গমৃগজাতক (২০৬), কর্কটজাতক (২৬৭), সুজাতজাতক (৩৫২), কুক্কুটজাতক (৩৮৩), মৃগপক্ষজাতক (৫৩৮), লটুকিকজাতক (৩৫৬), দশরথজাতক (৪৬১), চন্দ্রকিন্নরজাতক (৪৮৫), ষড়্‌দন্তজাতক (৫১৪), ঋষ্যশৃঙ্গজাতক (৫২৩), বিধুরজাতক (৫৪৫), মহাজনকজাতক (৫৩৯)। তদ্ভিন্ন এখানে নিদানকথাবর্ণিত অনেক দৃশ্যও শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সাঁচীস্তূপে শ্যামজাতকের (৫৪২), অসদৃশজাতকের এবং বিশ্বন্তরজাতকের ছবি পাওয়া গিয়াছে।

রেখাগণিতে বা চিকিৎসাবিদ্যায় নয়, ধর্ম্মে ও দর্শনেও হিন্দু জগদ্‌গুরু। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মের ঋণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকট মোহম্মদীয়ধর্ম্মের ঋণ এখন আর অস্বীকারের বিষয় নহে।

জাতক কুসংস্কার-বিরোধী।

সপ্তমতঃ—জাতক পাঠ করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধেরা তখন কিরূপ উৎসাহের সহিত কুসংস্কারের বিরোধী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখনই সুবিধা পাইতেন, তখনই ফলিতজ্যোতিষ, শকুনবিদ্যা প্রভৃতির অসারতা বুঝাইয়া দিতেন। ইহার নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান খণ্ডের নক্ষত্রজাতকের (৪৯) ও মঙ্গলজাতকের (৮৭) গাথাগুলি দ্রষ্টব্য। মানবের মনকে ভ্রমপাশ হইতে মুক্ত করা, শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করা বৌদ্ধদিগের প্রধান কার্য্য। তাঁহারা যতদূর পারিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে নানা বিষয়ে এত উন্নতি হইয়াছিল।

পালিজাতক পাঠে অনেক বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তিনির্ণয়ের সুবিধা।

অষ্টমতঃ—বাঙ্গালা ভাষার নিত্যব্যবহৃত অনেক শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে পালি সাহিত্যের, বিশেষতঃ জাতকের, আলোচনা আবশ্যক। অনেক শব্দ সংস্কৃতজাত হইলেও এত বিকৃতি পাইয়াছে যে আমরা সহজে তাহাদিগের মূল নির্দ্ধারণ করিতে পারি না এবং অভিধানাদিতে তাহাদিগকে 'দেশজ' আখ্যা দিয়া 'সাধুভাষার' বাহিরে রাখি। কিন্তু পালির সাহায্যে সময়ে সময়ে আমরা এই বিকৃতির প্রথমসোপান প্রত্যক্ষ করি, কাজেই তাহাদের উৎপত্তিনির্ণয় সুকর হয়। জাতকপাঠ করিবার পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল 'নর্দ্দামা' শব্দ দেশান্তরাগত, প্রকৃতিবাদ প্রণেতা ইহাকে দেশজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যখন কুক্কুরজাতকে (২২) দেখিলাম রাজভৃত্যেরা বলিতেছে, "দেব, নিদ্ধমন মুখেন সুনখা পবিসিত্বা রথস্‌স চম্মং খাদিংসু" (মহারাজ, কুকুরেরা নর্দ্দামার মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং রথের চর্ম্ম খাইয়াছে), তখন বুঝিলাম এই সমাজচ্যুত শব্দটী বহুপ্রাচীন এবং ভদ্রবংশজাত—সংস্কৃত 'ধ্মা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। সুশ্রুতে 'নির্ধ্মাপন' শব্দ দেখা যায়। ইহার অর্থ ফুৎকারদ্বারা নিষ্কাশিত করা। অনন্তর বোধ হয় লক্ষণাদ্বারা ইহা জলনিষ্কাশক প্রণালী বুঝাইয়াছে। 'ছানি' (চক্ষুরোগ-বিশেষ) আপাতদৃষ্টিতে 'ছদ্‌' ধাতুজ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পালিতে দেখা যায় 'সাণী' শব্দটী 'পর্দ্দা' অর্থে ব্যবহৃত হইত, ইহা 'শণ' শব্দজ, এবং ইহার উৎপত্তিগত অর্থ শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র বা চট। প্রকৃতিবাদকার কিন্তু অতি অন্ত্যজ মনে করিয়া অভিধানে ইহাকে স্থানই দেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গে চাষারা বলে "অমুক ঘরে নাই, পাট লইতে গিয়াছে"। শকুনজাতকে (৩৬) দেখা যায় চাষারা ক্ষেত নিড়াইয়া, ফসল কাটিয়া ও মলিয়া (নিড্ডায়িত্বা, লায়িত্বা ও মদ্দিত্বা) ভিক্ষুর পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিবে বলিয়াছিল। কাজেই এখানে কেবল 'লওয়া' শব্দের নহে, 'নিড়ান' এবং 'মলন' শব্দেরও মূল বাহির হইল—বুঝা গেল যে প্রথম দুইটী যথাক্রমে ছেদনার্থক 'লূ' ও 'দা' ধাতুর সহিত এবং তৃতীয়টী 'মর্দ্দ' ধাতুর সহিত সম্বদ্ধ। এইরূপ আরও অনেক 'দেশজ' শব্দের উৎপত্তি জানা যাইতে পারে, যেমন :—

জাতকার্থবর্ণনার নিদানকথা তিন অংশে বিভক্ত—দূরেনিদানম্, অবিদূরে-নিদানম্ এবং সন্তিকেনিদানম্। দীপঙ্কর বুদ্ধের সময় বোধিসত্ত্ব সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সঙ্কল্প করেন। সেই সময় হইতে বিশ্বন্তর-লীলাবসানে তুষিত স্বর্গে গমন পর্য্যন্ত দূরেনিদানে বর্ণিত। তুষিত স্বর্গত্যাগ হইতে বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্বলাভ পর্য্যন্ত অবিদূরেনিদানের কথা। ইহাতে দীপঙ্কর হইতে কাশ্যপ পর্য্যন্ত ২৪ জন অতীত বুদ্ধের বৃত্তান্ত আছে। অতঃপর গৌতমবুদ্ধের নানাস্থানে ভ্রমণ, ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন প্রভৃতি ঘটনা সন্তিকেনিদানে বর্ণিত। এই অংশে গৌতমবুদ্ধের সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত নাই; অনাথপিণ্ডদকর্ত্তৃক জেতবন-বিহারের উৎসর্গ বর্ণনা করিয়াই গ্রন্থকার উপক্রমণিকাংশ শেষ করিয়াছেন।

জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও সমবধানসমূহে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে। বাঙ্গালায় ইহাদের প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না, কাজেই সেগুলি অবিকৃত রাখিয়া দিয়াছি; তবে তাহাদের কোন্টীর কি অর্থ, পাদটীকায় যথাসাধ্য তাহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ব্যক্তি ও স্থানসমূহের নাম সাধারণতঃ সংস্কৃতাকারে দিয়াছি; কিন্তু কোথাও কোথাও পালি শব্দই রহিয়া গিয়াছে। সমস্ত পালি নামের অনুরূপ সংস্কৃত নাম নির্ণয় করা বোধ হয় সম্ভবপর নহে।

ফলতঃ অনুবাদ খানি যাহাতে বাঙ্গালীমাত্রেরই সুখপাঠ্য হয় তন্নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি, কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আমার দেহ বয়োভারাক্রান্ত, উপর্য্যুপরি কয়েকবার কঠোর শোক ভোগ করিয়া মনও স্থৈর্য্য হারাইয়াছে; বিশেষতঃ এতাদৃশ দুরূহকার্য্যসম্পাদন করিতে পারি এমন যোগ্যতাই বা কোথায়? তথাপি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে ভয়ে ভয়ে এই প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করিলাম। যদি ইহা সুধীসমাজে পরিগৃহীত হয় এবং আমার বয়সে কুলায়, তবে অতঃপর উত্তরখণ্ড-গুলিও সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিব। গাথাগুলি পদ্যে বা গদ্যে অনুবাদ করা ভাল ইহা ভাবিতে অনেক সময় গিয়াছে। শেষে দেখিলাম গদ্যাংশ গদ্যে এবং পদ্যাংশ পদ্যে রাখিলেই মূলগ্রন্থের প্রকৃতি যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে প্রদর্শিত হইবে। সমস্ত গাথাই যে উৎকৃষ্ট কবিতা তাহা নহে; বিশেষতঃ অকবির হাতে পড়িয়া কবিতারও কবিত্বহানি অপরিহার্য্য। অতএব পদ্যাংশে যে ত্রুটি রহিয়া গেল তাহার জন্য অনুবাদকই দায়ী।

* বোধিসত্ত্বের চর্য্যা তিন অংশে বিভক্ত:—(১) অভিনীহার অর্থাৎ আমি যেন বুদ্ধ হইতে পারি এই অভিলাষ, (২) ব্যাকরণ অর্থাৎ যে বুদ্ধের নিকট তিনি এই অভিলাষ করেন তৎকর্ত্তৃক ইহার ভবিষ্যৎ সিদ্ধিসম্বন্ধে উক্তি; (৩) হলাহল অর্থাৎ বুদ্ধ অবতীর্ণ হইতেছেন, তিনবার এই সুসংবাদের ঘোষণা—একবার লক্ষবর্ষ পূর্ব্বে, একবার সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে এবং একবার শতবর্ষ পূর্ব্বে। দীপঙ্করের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ছিল সুমেধা। গৌতমবুদ্ধের বোধিসত্ত্বাবস্থায় প্রথম জন্ম সুমেধারূপে এবং শেষ জন্ম বিশ্বন্তররূপে। উদীচ্য বৌদ্ধমতে বোধিসত্ত্বচর্য্যা চারি অংশে বিভক্ত:—(১) প্রকৃতি চর্য্যা অর্থাৎ বুদ্ধ হইব এই অভিলাষের পূর্ব্বাবস্থা; (২) প্রণিধানচর্য্যা অর্থাৎ বুদ্ধ হইব এই দৃঢ় সঙ্কল্প, (৩) অনুলোম-চর্য্যা অর্থাৎ সেই প্রতিজ্ঞার অনুরূপ পারমিতাদির অনুষ্ঠান, (৪) অনিবর্ত্তনচর্য্যা অর্থাৎ যে ভাবে চলিলে ঐ প্রতিজ্ঞা হইতে পশ্চাৎপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না সেই ভাবে চলা।

অনুবাদে ব্যবহৃত পুস্তকসমূহের তালিকা।

১। Fausboll সম্পাদিত জাতকাথবণ্ণনা

২। The Jatakas (translated into English under the editorship of the late Professor E. B. Cowell—Cambridge University Press),

৩। Oldenberg's Essay on the Jatakas,

৪। Rhys David's Buddhist Birth stories,

৫। Hardy's Manual of Buddhism,

৬। Kern's Manual of Indian Buddhism,

৭। The Vinaya Pitaka (Sacred Books of the East series),

৮। মিলিন্দপঞ্হ (মূল এবং শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রিপ্রণীত বঙ্গানুবাদ),

৯। ধম্মপদ (মূল এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসুপ্রণীত বঙ্গানুবাদ),

১০। থেরীগাথা (মূল এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারপ্রণীত বঙ্গানুবাদ),

১১। Sir Monier William's Buddhism,

১২। Childers' Pali-English Dictionary,

১৩। Professor Macdonnel's History of Sanskrit Literature,

১৪। Professor Bhandarkar's History of the Deccan,

১৫। Vincent Smith's Early History of India,

১৬। Arthur Lillie's Buddhism in Christianity,

১৭। The Fables of Bidpai, edited by Joseph Jacobs,

১৮। The Fables of Æsop " " "

১৯। Barlaam and Josaphat " " ইত্যাদি।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠ

(১) অপন্নকবগ্‌গ।

(২) শীলবগ্‌গ।

(৩) কুরঙ্গবগ্‌গ।

(৪) কুলাবকবগ্গ।

(৬) আসিংসবগ্গ।

(৭) ইত্থি বগ্‌গ।

(৭) বরণবগ্গ।

(৯) অপায়িম্হবগ্গ।

(১০) লিত্তবগ্‌গ।

(১১) পরোসত বগ্‌গ।

(১২) হংসিবগ্‌গ।

(১৩) কুশনালি-বগ্‌গ।

(১৪) অসম্পদান বগ্‌গ।

(১৫) ককণ্টকবগ্‌গ।

জাতক

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।

(সেই ভক্তিভাজন ভগবান্‌ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে নমস্কার)

এক নিপাঠ

১—অপণ্ণক-জাতক।*

[ভগবান্‌ শ্রাবস্তী নগরের নিকটবর্ত্তী জেতবনস্থ † মহাবিহারে অবস্থান করিবার সময় ধ্রুবসত্য-শিক্ষাদানার্থ নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন। যে উপলক্ষ্যে ইহার অবতারণা হইয়াছিল তাহা এই :—

শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের ‡ পঞ্চশত বন্ধু বৌদ্ধশাসন গ্রহণ না করিয়া অন্যান্য গুরুর শিষ্য হইয়াছিলেন। § এক দিন অনাথপিণ্ডদ ইঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া জেতবনে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রচুর মাল্য, গন্ধ, বিলেপন এবং তৈল, মধু, গুড়, বস্ত্র, আচ্ছাদন প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার ছিল। তিনি মাল্যাদি দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিলেন, ভিক্ষুসঙ্ঘকে বস্ত্র-ভৈষজ্যাদি || উপহার দিলেন এবং অতি শিষ্টভাবে ¶ একান্তে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণও তথাগতের $ চরণ বন্দনা করিয়া তদীয় পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে ভগবানের লোকাতীত বিভূতি—পূর্ণচন্দ্রনিভ মুখমণ্ডল, বুদ্ধত্বব্যঞ্জক সর্ব্বশুভলক্ষণ-মণ্ডিত ও ব্যামপ্রমাণ-প্রভাপরিবৃত ব্রহ্মকলেবর ** এবং তন্নিঃসৃত, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, পূর্ণপ্রজ্ঞাজাত রশ্মিমালা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

---

* অপণ্ণক—ধ্রুবসত্য।

† শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী একটী বিখ্যাত উদ্যান। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

‡ অনাথপিণ্ডদ (পালিভাষায় 'অনাথপিণ্ডিক') একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ উপাসক। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। এই অনুবাদে ইঁহার নাম কোথাও 'অনাথপিণ্ডদ,' কোথাও বা 'অনাথপিণ্ডিক' লেখা হইয়াছে।

§ মূলে 'অঞ্ঞতিত্থিযসাবকে' এই পদ আছে। 'শ্রাবক'—যে (উপদেশ) শ্রবণ করে, অর্থাৎ শিষ্য। 'তীর্থ' শব্দের অন্যতম অর্থ 'উপদেষ্টা' বা 'গুরু'। যাঁহারা ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করিতেন, তাঁহারা তীর্থক, তৈর্থ্য, তীর্থিক, তৈর্থিক বা তীর্থঙ্কর নামে অভিহিত হইতেন। গৌতমের সময় এইরূপ পরস্পর-বিরোধী অনেকগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে পূরণকাশ্যপ, নিগ্রন্থজ্ঞাতিপুত্র প্রভৃতি ছয়জন বৌদ্ধশাসন-বিরোধী তীর্থকের নাম দেখা যায়। বৌদ্ধেরা ইঁহাদিগকে নীচকুলজ ও ভণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে বৌদ্ধ সাধুপুরুষগণ ঋদ্ধিবলে আকাশমার্গে ভ্রমণ প্রভৃতি নানাবিধ অলৌকিক-কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেন, কিন্তু তীর্থকদিগের এরূপ ক্ষমতা ছিল না। এই নিমিত্ত তাঁহারা পরিণামে জনসাধারণের হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন।

|| ভেসজ্জ (ভৈষজ্য) বলিলে পালিভাষায় ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু ও গুড় এই পঞ্চ দ্রব্যও বুঝায়, এখানে এই অর্থই লইতে হইবে।

¶ মূলে "নিসজ্জ-দোসে বজ্জেত্বা'' (অর্থাৎ উপবেশন-সংক্রান্ত ষড়্‌বিধ দোষ পরিহার করিয়া) এইরূপ আছে। অতি দূরে, সন্নিকটে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উচ্চস্থানে ও বায়ুপ্রতিরোধ করিয়া উপবেশন নিষিদ্ধ।

$ ভগবান্‌, শাস্তা (উপদেষ্টা), দশবল, সুগত, বুদ্ধ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, তথাগত ইত্যাদি গৌতমের উপাধি। পিটকে দেখা যায় গৌতম আপনাকে অনেক সময়ে 'তথাগত' নামেই অভিহিত করিতেন। বুদ্ধঘোষ এই শব্দটীর বহুবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে, 'যিনি অতীত বুদ্ধগণ-প্রদর্শিত পথে গমন করিয়াছেন' এই অর্থই বোধ হয় সমীচীন। "যিনি তত্রাগত ('তথা' শব্দ 'তত্র' শব্দের অপভ্রংশ), অর্থাৎ যিনি অমুত্র বা নির্ব্বাণে উপনীত হইয়াছেন," কিংবা "যিনি অপর মানুষের ন্যায় আসিয়াছেন বা চলিয়া গিয়াছেন" এরূপ ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নহে। শেষোক্ত ব্যাখ্যায় "তথাগত" শব্দ সকল মনুষ্যসম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও বুদ্ধবাচক হইয়াছে। খ্রীষ্টানেরাও যীশুখ্রীষ্টকে মনুষ্য-পুত্র বলিয়া থাকেন।

** বৌদ্ধসাহিত্যে গৌতমের দেহ লোকাতীত সৌন্দর্য্যবিভূষিত ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। আকৃতি, কণ্ঠস্বর, দেহপ্রভা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তিনি ব্রহ্মার সদৃশ ছিলেন।

অনন্তর ভগবান্ তাঁহাদিগের উপদেশার্থে মনঃশিলাসমাসীন-তরুণসিংহনিনাদসদৃশ কিংবা বর্ষাকালীন-মেঘগর্জ্জন-সদৃশ গুরুগম্ভীর অথচ অষ্টাঙ্গপরিশুদ্ধ* এবং রমনীয় ব্রহ্মস্বরে নানাবৈচিত্র্যবিভূষিত মধুর ধর্ম্মকথা আরম্ভ করিলেন, —বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশ-গঙ্গা মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেছে, কিংবা বাক্যচ্ছলে রত্নদাম গ্রথিত হইতেছে।

ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহারা আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং দশবলের † চরণবন্দনাপূর্ব্বক অপরাপর শরণ পরিহার করিয়া তাঁহারই শরণ লইলেন। তদবধি তাঁহারা প্রতিদিন গন্ধমাল্যাদি লইয়া অনাথপিণ্ডদের সহিত বিহারে যাইতেন, ধর্ম্মকথা শুনিতেন, দান করিতেন, শীলসমূহ ‡ পালন করিতেন এবং উপোসথদিবসে যথাশাস্ত্র সংযমী হইয়া থাকিতেন §।

ইহার পর শাস্তা শ্রাবস্তী ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে গমন করিলেন, এবং তিনি প্রস্থান করিবামাত্র ঐ পঞ্চশত ব্যক্তি বৌদ্ধশরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব পূর্ব্বশরণ প্রতিগ্রহণ করিলেন, কাজেই তাঁহারা পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, আবার তাহাই হইলেন।

এদিকে ভগবান্ রাজগৃহে সাত আট মাস অবস্থিতি করিয়া জেতবনে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন অনাথপিণ্ডদ পুনর্ব্বার সেই পঞ্চশত বন্ধুসহ শাস্তার নিকট উপনীত হইয়া গন্ধাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা পূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণও শাস্তার চরণ বন্দনা করিয়া পূর্ব্বের মত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর ইঁহারা কিরূপে তথাগতের ভিক্ষাচর্য্যার সময় বৌদ্ধশরণ পরিহার করিয়াছেন এবং অন্যান্য শরণের আশ্রয় লইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অনাথপিণ্ডদ সেই বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন।

তচ্ছ্রবণে ভগবান্ মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে উপাসকগণ, ‖ তোমরা ত্রিশরণ ¶ পরিহার করিয়া শরণান্তর গ্রহণ করিয়াছ, এ কথা সত্য কি?" ভগবান্ যখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহার মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত দিব্যগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইল—হইবারই কথা, কারণ সে মুখমণ্ডল হইতে কোটিকল্পকাল কেবল সত্যই উচ্চারিত হইয়াছে। তাহা রত্নকরণ্ড-স্বরূপ,—উদঘাটিত হইলে উপদেশ-রত্ন লাভ করিয়া ত্রিলোক কৃতার্থ হয়।

শ্রেষ্ঠিবন্ধুগণ সত্য গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, "হাঁ ভদন্ত, $ এ কথা মিথ্যা নহে।" তাহা শুনিয়া

---

* বিশিষ্ট মধুর, বিজ্ঞেয়, শ্রবণীয়, অবিসারী, অনর্গল, গম্ভীর ও নিনাদী হইলে স্বর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

† দশবল—ইহা বুদ্ধের একটী উপাধি। দশবিধ বল যথা, স্থানাস্থানজ্ঞান, সর্ব্বত্রগামি-প্রতিপদাজ্ঞান অনেকধাতু-নানাধাতুজ্ঞান, সত্ত্বদিগের নানাধিমুক্তিকতা-জ্ঞান, বিপাকবিমাত্রতা-জ্ঞান, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি ও সমাপত্তির সংক্লেশ-ব্যবদান-ব্যুত্থানজ্ঞান, ইন্দ্রিয়পরাপরত্ব-বিমাত্রতাজ্ঞান, পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান, দিব্যচক্ষুর্জ্ঞান এবং আসবক্ষয়জ্ঞান। [স্থানাস্থান = কি সম্ভবপর, কি অসম্ভব ইহা। সর্ব্বত্রগামিপ্রতিপদাজ্ঞান = মৃত্যুর পর কে কোন্ যোনিতে জন্মিবে ইহা জানিবার ক্ষমতা (প্রতিপদা = মার্গ)। ধাতু = পদার্থ। অধিমুক্তি = প্রকৃতি। বিপাক = ফল, পরিণতি। বিমাত্রতা = পার্থক্য, এই জ্ঞান দ্বারা কে প্রাক্তন কর্ম্মফলে কোন্ কার্য্যের অধিকারী তাহা বুঝা যায়। ব্যবদান = পরিশুদ্ধতা (কি করিলে ধ্যানাদির বিঘ্ন ঘটে, বা পরিশুদ্ধতা জন্মে বা ইচ্ছামত ধ্যান ত্যাগ করিতে পারা যায়, সংক্লেশ-ব্যবদান-ব্যুত্থান জ্ঞানে তাহা জানিবার ক্ষমতা জন্মে)। ইন্দ্রিয়পরাপরত্ববিমাত্রতা-জ্ঞান = জ্ঞানার্জ্জন সম্বন্ধে কাহার কতদূর সাধ্য ইহা জানিবার ক্ষমতা।]—আবার কেহ কেহ বলেন, গৌতমের শরীরে দশটা হস্তীর বল ছিল বলিয়া তিনি 'দশবল' আখ্যা পাইয়াছিলেন।

‡ শীল চরিত্র, চরিত্ররক্ষার উপায়। গৃহীরা প্রতিদিন পঞ্চশীল এবং উপোসথদিনে অষ্টশীল রক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রামণেরগণ দশশীল পালন করেন। প্রাণাতিপাত (প্রাণিহিংসা), অদত্তাদান (চৌর্য্য), কামে মিথ্যাচরণ, মৃষাবাদ ও সুরাপান এই পঞ্চবিধ পাপ হইতে বিরতি পঞ্চশীল। প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান, অব্রহ্মচর্য্য, মৃষাবাদ, সুরাপান, বিকালভোজন (অসময়ে আহার), নৃত্যাদিদর্শন ও মাল্যগন্ধানুলেপন এবং উচ্চাসনে ও মহার্ঘাসনে শয়ন এই অষ্টবিধ পাপ হইতে বিরতি অষ্টশীল। দশশীল বলিলে এই আটটী ও অর্থাদান (স্বর্ণরৌপ্যাদি গ্রহণ) বুঝিতে হইবে। এস্থলে নৃত্যাদি দর্শন (বিসুখদর্শন) ও মাল্যগন্ধানুলেপন পৃথক্ বলিয়া ধরা হয়।

§ 'উপোসথ' বলিলে উপবাস বুঝায়, কিন্তু হিন্দুরা যেমন উপবাসকালে অনাহারে থাকেন, বৌদ্ধেরা সেরূপ থাকেন না, তাঁহারা কেবল সংযমী ও বিষয়কর্ম্ম বিরত হইয়া চলেন। মাসের চারি দিন পূর্ণিমা, কৃষ্ণা অষ্টমী, অমাবস্যা ও শুক্লা অষ্টমী—উপোসথের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। উপসোথ-দিবসে উপাসকেরা পরিষ্কৃত শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া বিহারে সমবেত হন এবং কোন ভিক্ষুর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেন যে সে দিন তাঁহারা অষ্টশীল রক্ষা করিয়া চলিবেন। উপবাস শব্দেরও প্রকৃতিগত অর্থ 'ভগবানের সমীপে সংযমী হইয়া বাস।'

‖ গৃহী বৌদ্ধেরা 'উপাসক' নামে অভিহিত।

¶ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। ইহার নামান্তর 'ত্রিরত্ন' বা 'রত্নত্রয়'।

$ বৌদ্ধদিগের মধ্যে অর্হৎ প্রভৃতি পূজনীয় ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিবার সময় এই পদ ব্যবহৃত হইত। ইহা 'আর্য্য' বা 'ভগবৎ' শব্দের তুল্যার্থবাচক।

শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, সর্ব্বনিম্নে অবীচি হইতে সর্ব্বোপরি ভবাগ্র * পর্য্যন্ত নিখিল বিশ্বে এমন কেহই নাই যিনি শিলাদিগুণে বুদ্ধের তুল্যকক্ষ হইতে পারেন, তাঁহা হইতে উচ্চকক্ষ হওয়া ত সুদূরপরাহত।" অনন্তর তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সূত্র আবৃত্তিপূর্ব্বক রত্নত্রয়ের গুণব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "যে উপাসক বা উপাসিকা এবংবিধ উত্তমগুণসম্পন্ন ত্রিরত্নের শরণ লয়, তাহাকে কখনও নরকাদিতে জন্মিতে হয় না, সে ক্লেশকর পুনর্জ্জন্ম হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেবলোকে গমন করে এবং সেখানে অতুল সুখের অধিকারী হয়। অতএব তোমরা এ শরণ পরিহার এবং শরণান্তর গ্রহণ করিয়া বিপথগামী হইয়াছ।"

(যাহারা মোক্ষকামনায় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তির আশায় ত্রিরত্নের শরণাগত হয়, তাহারা কখনও দুঃখের জন্ম ভোগ করে না, ইহা বিশদ করিবার জন্য নিম্নলিখিত গাথাগুলি শুনাইতে হয়ঃ—

বুদ্ধের শরণাগত নরকে না যায়,
নরলোক পরিহরি দেবলোক পায়।

ধর্ম্মের শরণাগত নরকে না যায়,
নরলোক পরিহরি দেবলোক পায়।

সঙ্ঘের শরণাগত নরকে না যায়,
নরলোক পরিহরি দেবলোক পায়।

ভূধর, কন্দর কিংবা জনহীন বন,
শান্তি-হেতু লয় লোক সহস্র শরণ।

* * * *

ত্রিরত্ন শরণ কিন্তু সর্ব্বদুঃখহর,
লভিতে ইহারে সদা হও অগ্রসর।

শাস্তা কেবল এই উপদেশ দিয়াই নিবৃত্ত হইলেন না; তিনি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেনঃ—"উপাসকগণ, বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি ও সঙ্ঘানুস্মৃতি এই ত্রিবিধ কর্ম্মস্থান † দ্বারা লোকে স্রোতাপত্তিমার্গ, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামিমার্গ, সকৃদাগামিফল, অনাগামিমার্গ, অনাগামিফল, অর্হত্ত্বমার্গ ও অর্হত্ত্বফল ‡ লাভ করে।" উপাসকদিগকে এবংবিধ নানা উপদেশ দিয়া শাস্তা বলিলেন, "তোমরা ঈদৃশ শরণ পরিত্যাগ করিয়া অতি-নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছ।"

(বুদ্ধানুস্মৃতি প্রভৃতি কর্ম্মস্থান হইতে স্রোতাপত্তিমার্গ প্রভৃতি লাভ করা যাইতে পারে, ইহা নিম্নলিখিত শাস্ত্রবচনাদি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইতে হইবেঃ—"ভিক্ষুগণ, জগতে একটীমাত্র ধর্ম্ম আছে, যাহার অনুষ্ঠান ও সম্প্রসারণ দ্বারা মানুষ একান্ত নির্ব্বেদ, § বৈরাগ্য, শান্তি, অভিজ্ঞা, সম্বুদ্ধি ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। সেই একমাত্র ধর্ম্ম কি? তাহা বুদ্ধানুস্মৃতি" ইত্যাদি।)

ভগবান্ নানা প্রকারে উপাসকদিগকে এই সমস্ত উপদেশ দিয়া বলিলেন, "উপাসকগণ, পূর্ব্বকালেও লোকে

---

* অবীচি- বৌদ্ধমতে অষ্টনরকের অন্যতম। ভবাগ্র- অবীচির বিপরীত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্লোক নৈব-সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন। অবীচির অধিবাসীরা সৃষ্টিপর্য্যায়ের নিম্নতম এবং ভবাগ্রবাসী দেবগণ উচ্চতম স্তরে স্থাপিত।

† কর্ম্মস্থান—ধ্যানের বিষয়। এ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সবিস্তর বিবরণ দ্বিতীয় জাতকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

‡ বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণলাভের চারিটী মার্গ অর্থাৎ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেনঃ—সোতাপত্তিমাগ্‌গ, সকদাগামিমার্গ, অনাগামিমাগ্‌গ, অরহত্তমাগ্‌গ। পালি ভাষায় শ বা ষ নাই, কাজেই 'সোতাপত্তি' বা শোতাপত্তি' তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 'স্রোতাপত্তি' (স্রোতস্+আপত্তি) শব্দ 'পৃষোদরাদি' সূত্র দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে, 'শোতাপত্তি' শব্দ (শ্রোতৃ+আপত্তি) শ্রোত্রাপত্তি শব্দের অপভ্রংশ। প্রথম ব্যুৎপত্তি ধরিলে যিনি বুদ্ধ-শাসনরূপ স্রোতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং পরিণামে তাহারই সাহায্যে নির্ব্বাণ-সমুদ্রে উপনীত হইবেন, এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় যিনি ধর্ম্ম-দেশন শ্রবণ করিয়া তাহাতে নিহিত-শ্রদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাকে বুঝাইবে। বলা বাহুল্য যে উভয় ব্যাখ্যাতেই চরম অর্থ একরূপ। স্রোতাপন্নগণ সাতবার জন্মগ্রহণ করিবার পর কর্ম্মপাশমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। সকৃদাগামিগণ একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করেন। অনাগামিগণ আর কামলোকে জন্মেন না, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইয়া সেখান হইতে নির্ব্বাণ লাভ করেন। অর্হতেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহাদের সমস্ত কামনার নিবৃত্তি হইয়াছে, তাঁহারা দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাণ লাভ করেন। বৌদ্ধমতে এই অধঃপতিত যুগে অর্হত্ত্ব-লাভ অসম্ভব। উক্ত চারি শ্রেণীর লোকের পক্ষে প্রথমে মার্গ লাভ, পরে তাহার ফল প্রাপ্তি। মার্গচতুষ্টয়ের বহিঃস্থ ব্যক্তিরা "পৃথগ্‌জন' নামে বিদিত। যাহারা কর্ম্মফল মানে তাহারা কল্যাণ-পৃথগ্‌জন, যাহারা মানে না তাহারা অন্ধ পৃথগ্‌জন।

§ নির্ব্বেদ—সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া যে বিরক্তি জন্মে।

বিতর্কযুক্তিবলে অন্ধগণের শরণ লইয়া যক্ষসেবিত কান্তারে বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু যাঁহারা ধ্রুবসত্যের আশ্রয় লইয়া অবিরুদ্ধ পথে চলিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই কান্তারেই স্বস্তিভাজন হইয়াছিলেন।"

শাস্তা তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে গৃহপতি অনাথপিণ্ড আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং ভগবান্‌কে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার গুণগান করিতে করিতে অঞ্জলিপুট দ্বারা ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রভু, এই উপাসকগণ যে ইহজন্মে উত্তমশরণ পরিহার করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু অতীতকালে যক্ষসেবিত কান্তারে তার্কিকদিগের বিনাশ এবং সত্যপথাবলম্বীদিগের স্বস্তিলাভের কথা আমাদের জ্ঞানের অগোচর। সে বৃত্তান্ত কেবল আপনারই জানা আছে। এখন দয়া করিয়া আমাদিগের প্রবোধের জন্য সেই কথা বলুন,—আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেই অতীত কাহিনী শুনিয়া আমাদের অবিদ্যাও তদ্রূপ দূরীভূত হইবে।"

ইহা শুনিয়া ভগবান্ কহিলেন, "আমি জগতের সংশয়নিবারণার্থই কোটিকল্পকাল দানাদি দশপারমিতার * অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছি। অতএব লোকে যেমন সাবধান হইয়া সুবর্ণনালিকায় সিংহবসা † পূর্ণ করে, তোমরাও সেইরূপ এই কথা কর্ণকুহরে স্থান দাও।"

এইরূপে শ্রেষ্ঠীর শ্রবণাকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া শাস্তা সেই ভবান্তরপ্রতিচ্ছন্ন ‡ অতীত কথা প্রকট করিলেন—হিমগর্ভ আকাশতল হইতে যেন পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হইল।]

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বড় হইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পাঁচ শ গরুর গাড়ী ছিল। তিনি এই সকল গাড়ীতে মাল বোঝাই করিয়া কখনও পূর্ব্বদেশে, কখনও পশ্চিম দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তখন বারাণসীতে আরও একজন তরুণবয়স্ক বণিক্ বাস করিত। এই ব্যক্তির বুদ্ধি অতি স্থূল ছিল, সে কোন্ অবস্থায় কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা জানিত না। §

একবার বোধিসত্ত্ব অনেক মূল্যবান্ দ্রব্যে গাড়ী বোঝাই করিয়া বিক্রয়ের জন্য কোন দূরদেশে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, ঐ নির্ব্বোধ বণিক্‌ও পাঁচ শ গাড়ী লইয়া ঠিক সেই দেশেই যাইবার আয়োজন করিতেছে। তখন বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমাদের দুইজনের এক হাজার গাড়ী এক সঙ্গে এক পথে যাত্রা করিলে নানা অসুবিধা ঘটিবে। এতগুলি বোঝাই গাড়ীর চাকা লাগিয়া রাস্তা চুরমার ও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে, এক হাজার লোক ও দুই হাজার বলদের খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইবে। অতএব, এক জন অগ্রে এবং অপর জন কিছু দিন পরে যাত্রা করিলে ভাল হয়।' মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া তিনি সেই নির্ব্বোধ বণিক্‌কে ডাকাইলেন এবং সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "যখন আমাদের এক সঙ্গে যাওয়া উচিত নহে, তখন ভাবিয়া দেখ, তুমি অগ্রে যাইবে, কি পশ্চাতে যাইবে।" সে মনে করিল, 'অগ্রে যাওয়াই ভাল, কারণ, রাস্তা এখনও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় নাই। কাজেই গাড়ী চালাইবার সুবিধা হইবে; বলদগুলিও বাছিয়া বাছিয়া ভাল ঘাস খাইতে পারিবে, আমাদের আহারের জন্য উৎকৃষ্ট ফলমূলাদির অভাব হইবে না; স্নান ও পানের জন্য নির্ম্মল জল পাওয়া যাইবে এবং আমি ইচ্ছামত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিব।' ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, "মহাশয়, আমিই অগ্রে যাইব।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ কথা, তুমিই প্রথমে রওনা হও।" তিনি ভাবিলেন, 'শেষে

---

* দশ পারমিতা যথা, দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা। নৈষ্ক্রম্য=সংসারত্যাগ, অধিষ্ঠান=দৃঢ় সঙ্কল্প, উপেক্ষা=বাহ্যবস্তুতে অনাস্থা)।

† সিংহবসার যে উপযোগিতা কি এবং লোকে কি জন্য যে ইহা এত যত্নসহকারে রক্ষা করিত, তাহা বুঝা কঠিন। তবে উপমাটির ফলিতার্থ এই যে তোমরা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।'

‡ নানা জীবের জন্মান্তর গ্রহণ দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন অর্থাৎ অগোচরীভূত হইয়াছে।

§ মূলে 'অনুপায়কুশল' এই পদ আছে।

গেলেই সুবিধা, এই নির্ব্বোধ বণিকের গাড়ীর চাকায় অসমান পথ সমান হইবে, ইহার বলদগুলি পাকা ঘাস খাইয়া যাইবে, কিন্তু ঐ সকল ঘাসের কাণ্ড হইতে যে কচি পাতা বাহির হইবে, আমার বলদগুলি তাহাই খাইবে; আমরা আহারের জন্যও টাট্‌কা ফলমূল পাইব, কোথাও জলের অভাব হইলে, ইহারা যে সকল কূপ খনন করিয়া যাইবে, আমরা তাহাদের জল ব্যবহার করিতে পারিব, অধিকন্তু লোকের সহিত দরদস্তুর করিয়া আমাকে জ্বালাতন হইতে হইবে না; এ ব্যক্তি যে দ্রব্যের যে মূল্য স্থির করিয়া যাইবে, আমি তাহাতেই ক্রয়-বিক্রয় করিব।'

অনন্তর সেই নির্ব্বোধ বণিক্ পাঁচ শ গাড়ী বোঝাই করিয়া যাত্রা করিল এবং কয়েক দিন পরে লোকালয় ছাড়িয়া এক কান্তারের নিকট উপস্থিত হইল। * এই কান্তার অতি ভীষণ স্থান। ইহা অতিক্রম করিবার সময় ষাট যোজনের মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র জল পাওয়া যাইত না, অপিচ, এখানে যক্ষেরা † বাস করিত। বণিকের অনুচরেরা ইহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাণ্ড জলপূর্ণ করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইল। কিন্তু তাহারা যখন কান্তারের মধ্যভাগে পৌঁছিল, তখন যক্ষরাজ ভাবিল, 'এই নির্ব্বোধ বণিক্‌কে বুঝাইতে হইবে যে জল বহিয়া লইয়া যাওয়া অনাবশ্যক। তাহা হইলে এ সমস্ত জল ফেলিয়া দিবে এবং যখন মানুষ গরু সকলেই পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িবে, তখন আমরা অনায়াসে এই সকল লোকের প্রাণনাশ করিয়া মনের সাধে মাংস খাইব।'

এই দুরভিসন্ধি করিয়া যক্ষরাজ মায়াবলে এক মনোহর শকট সৃষ্টি করিল। দুইটী তুষারধবল ষণ্ড উহা টানিতেছে; যক্ষরাজ বিভবশালী পুরুষের বেশে উহাতে উপবেশন করিয়া আছে। তাহার মস্তক নীল ও শ্বেত পদ্মের মালায় মণ্ডিত, কেশ ও বস্ত্র জলসিক্ত, শকটের চক্র কর্দ্দমাক্ত। অগ্রে ও পশ্চাতে দশ বার জন যক্ষ অনুচরবেশে কার্ম্মুক, তীর, অসি, চর্ম্ম, প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলিয়াছে; তাহাদেরও কেশ ও বস্ত্র আর্দ্র, মস্তকে নীলোৎপল ও শ্বেত-পদ্মগুচ্ছ, মুখে মৃণালখণ্ড, চরণে কর্দ্দম।

সার্থবাহদিগের মধ্যে এই প্রথা আছে যে, চলিবার সময় যখন সম্মুখ দিক্ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন দলপতি ধূলা এড়াইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে অবস্থিতি করেন, আর যখন পশ্চাৎ হইতে বায়ু চলে, তখন তিনি সকলের পশ্চাতে থাকেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন বায়ু সম্মুখদিক্ হইতে বহিতেছিল। সুতরাং সেই নির্ব্বোধ বণিক্ দলের অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। তাহার নিকবর্ত্তী হইয়া যক্ষরাজ নিজের শকটখানি এক পার্শ্বে সরাইয়া লইল এবং অতি মধুরভাবে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসিল, "মহাশয় কোথা হইতে আসিতেছেন?" বণিক্ও যক্ষরাজের শকটখানিকে পথ দিবার জন্য নিজের শকট এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিল এবং কহিল, "মহাশয়, আমরা বারাণসী হইতে আসিতেছি। আপনার মস্তকে ও হস্তে পদ্ম দেখিতেছি, আপনার অনুচরেরা মৃণাল চর্ব্বণ করিতেছেন; আপনাদের বস্ত্র জলসিক্ত, শকট কর্দ্দমাক্ত। পথে বৃষ্টি হইয়াছে কি এবং আপনি আসিবার সময় পদ্মবনশোভিত জলাশয় দেখিতে পাইয়াছেন কি?"

যক্ষরাজ উত্তর করিল, "বলেন কি, মহাশয়?" ঐ যে কিয়দ্দূরে নীলতরুরাজি দেখিতে পাইতেছেন, ঐ স্থান হইতে সমস্ত বনে কেবল জল। ওখানে সর্ব্বদাই বৃষ্টি হইতেছে;

* মূলে এখানে পঞ্চবিধ কান্তারের উল্লেখ আছে:—চৌরকান্তার অর্থাৎ যেখানে দস্যুভয় আছে, ব্যালকান্তার অর্থাৎ যেখানে সিংহব্যাঘ্রাদির উপদ্রব আছে, নিরুদককান্তার অর্থাৎ যেখানে জল নাই, অমনুষ্যকান্তার অর্থাৎ যেখানে যক্ষরক্ষোভূতপ্রেতাদি অপদেবতার ভয় আছে, অল্পভক্ষ্যকান্তার অর্থাৎ যেখানে খাদ্যাভাব। বণিক যে কান্তারে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা নিরুদক ও অমনুষ্য।

† যক্ষেরা বৌদ্ধসাহিত্যে রাক্ষসস্থানীয়—মায়াবী ও আমমাংসাদ।

তড়াগাদি জলপূর্ণ রহিয়াছে; পথের দুই পার্শ্বে পদ্মপরিশোভিত শত শত সরোবর রহিয়াছে। এই বলিয়া সে শকটপরিচালকদিগের সহিত আলাপ করিতে করিতে চলিতে আরম্ভ করিল।

"আপনারা কোথায় যাইবেন?" "আমরা অমুক স্থানে যাইব।" "এ গাড়ীখানিতে কি মাল আছে?" "অমুক মাল।" "এই যে, শেষের গাড়ীখানি খুব বোঝাই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, উহাতে কি আছে?" "উহাতে জল আছে।"

"জল আনিয়া ভালই করিয়াছিলেন, কারণ এতক্ষণ জলের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন আর জল আবশ্যক হইবে না, সম্মুখে প্রচুর জল পাওয়া যাইবে। এখন ভাণ্ডের জল ফেলিয়া দিন; তাহা হইলে বোঝা কম হইবে; গাড়ী শীঘ্র শীঘ্র চলিতে পারিবে।"

তাহার পর যক্ষরাজ বলিল, "আপনারা অগ্রসর হউন, আমরাও যাই, কথায় কথায় অনেক সময় গিয়াছে দেখিতেছি।" অনন্তর সে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল এবং যেমন দেখিল, বণিকের দল দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছে, অমনি যক্ষপুরে ফিরিয়া গেল।

এদিকে নির্বোধ বণিক্ যক্ষরাজের পরামর্শমত জলভাণ্ডগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, পানের জন্য গণ্ডূষমাত্র জল রাখিল না। এইরূপে বোঝা কমাইয়া সে পুনর্ব্বার পথ চলিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু বহুদূর অগ্রসর হইয়াও কুত্রাপি জলের লেশমাত্র দেখিতে পাইল না। ক্রমে সকলে পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল। অবশেষে সূর্য্যাস্তের পর গাড়ী থামাইয়া তাহারা বলদগুলি খুলিয়া লইল, তাহাদিগকে দড়ি দিয়া চাকার সহিত বান্ধিয়া ও গাড়ীগুলি চারিদিকে সাজাইয়া স্কন্ধাবার প্রস্তত করিল এবং নিজেরা তাহার মধ্যভাগে রহিল। কিন্তু মনুষ্য ও পশু কাহারও ভাগ্যে বিশ্রামসুখ ঘটিল না। বলদগুলি জল খাইতে পাইল না, মনুষ্যেরাও জলাভাবে ভাত রাঁধিতে পারিল না, সকলেই ক্ষুধায় ও পিপাসায় অবসন্ন হইয়া ভূতলে আশ্রয় লইল।

ইহার পর অন্ধকার হইল, যক্ষেরা নগর হইতে বাহির হইয়া মানুষ গরু সমস্ত মারিয়া ফেলিল এবং তাহাদের মাংস খাইয়া চলিয়া গেল। এইরূপে সেই বণিকের বুদ্ধির দোষে তাহার দলের সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হইল; তাহাদের কঙ্কালগুলি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়া থাকিল। কিন্তু তাহাদের শকট বা শকটস্থ দ্রব্য যেমন ছিল, তেমনই রহিল; কেহই সে গুলিতে হাত দিল না।

বোধিসত্ত্ব নির্ব্বোধ বণিকের প্রায় দেড়মাস পরে নিজের পাঁচ শ গাড়ী লইয়া বারাণসী হইতে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে সেই কান্তারের নিকট গিয়া পৌঁছিলেন। তিনিও এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া প্রচুর জল তুলিয়া লইলেন এবং ভেরী বাজাইয়া অনুচরদিগকে নিজের শিবিরে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "এখন আমাদিগকে যে কান্তারের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, তাহার কোথাও জল পাওয়া যায় না; তাহার মধ্যে নাকি অনেক বিষবৃক্ষও আছে। অতএব তোমরা কেহই আমার অনুমতি বিনা অঞ্জলিমাত্র জল ব্যবহার করিও না, আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন অজানা পাতা, ফুল বা ফলও মুখে দিও না।"

অনুচরদিগকে এইরূপে সাবধান করিয়া বোধিসত্ত্ব এই কান্তারের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন উহার মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন, তখন যক্ষরাজ পূর্ব্ববৎ বেশভূষা করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন, 'এ মনুষ্য নহে, যক্ষ।' তিনি ভাবিলেন, 'এই নিরুদক মরুদেশে জল কোথা হইতে আসিবে? এ ব্যক্তির চক্ষু এত রক্তবর্ণ এবং মূর্ত্তি এত উগ্র কেন? কেনই বা ভূমিতে ইহার ছায়া পড়ে নাই?* নির্ব্বোধ বণিক্ বেচারি নিশ্চয় ইহার কথায় ভুলিয়া জল ফেলিয়া দিয়াছে এবং অনুচরগণসহ যক্ষদিগের উদরস্থ হইয়াছে। দুরাত্মা যক্ষ জানে না, আমি কেমন বুদ্ধিমান্ ও উপায়কুশল।' অনন্তর তিনি

* লোকের বিশ্বাস ছিল যে, অপদেবতারা স্থূলশরীরহীন বলিয়া তাহাদের ছায়া পড়ে না।

উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "দূর হ পাপিষ্ঠ। আমরা বণিক্, আমরা স্বচক্ষে জলাশয় দেখিতে না পাইলে কখনও সঞ্চিত জল ফেলিয়া দিই না; যখন অন্য জল পাইবার উপায় দেখিব, তখন নিজের বুদ্ধিতেই বোঝা কমাইবার জন্য গাড়ীর জল ঢালিয়া ফেলিব, তোর কাছে পরামর্শ লইতে যাইব না।"

উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল দেখিয়া যক্ষরাজ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল এবং যখন বোধিসত্ত্বের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল, তখন যক্ষপুরে ফিরিয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা বলিতে লাগিল, "মহাশয়, ঐ লোকটা না বলিল, অদূরে যে নীলবন দেখা যাইতেছে, ওখানে সর্ব্বদা বৃষ্টি হইতেছে? দেখিলাম, উহার ও উহার সহচরদিগের মাথায় পদ্মের মালা, হাতে পদ্মের তোড়া, উহাদের চুল ও কাপড় ভিজা; উহারা মৃণাল খাইতে খাইতে যাইতেছে। এ অঞ্চলে যখন এত জল পাওয়া যায়, তখন বৃথা জল বহন করিয়া কষ্ট পাই কেন? অনুমতি দিন ত এখনই সমস্ত জল ঢালিয়া ফেলিয়া বোঝা হাল্‌কা করিয়া লই।"

তখন বোধিসত্ত্ব গাড়ীগুলি থামাইয়া দলের সমস্ত লোক একস্থানে সমবেত করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "এই মরুভূমিতে জলাশয় আছে এ কথা তোমরা পূর্ব্বে কখনও শুনিয়াছ কি?" তাহারা বলিল, "না মহাশয়, এখানে জলাশয় নাই এবং সেই জন্য ইহার নাম নিরুদক কান্তার"।

উহারা বলিল, আমাদের সম্মুখে যে নীলবন দেখা যাইতেছে, ওখানে বৃষ্টি হইতেছে। আচ্ছা, বল ত, বৃষ্টি হইলে কত দূর হইতে জলো হাওয়া টের পাওয়া যায়?" "এক যোজন দূরে বৃষ্টি হইলেও ঠাণ্ডা বাতাস গায় লাগে।" "তোমরা ঠাণ্ডা বাতাস পাইয়াছ কি?" "না মহাশয়, ঠাণ্ডা বাতাস পাই নাই।" "যে মেঘে বৃষ্টি হয়, তাহার অগ্রভাগ কত দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়?" "এক যোজন দূর হইতে।" "আচ্ছা, তোমরা কেহ আজ মেঘের লেশমাত্র দেখিতে পাইয়াছ কি?" "না, মহাশয়।" "কত দূর হইতে বিদ্যুতের আভা দেখিতে পাওয়া যায় বলিতে পার কি? "চার পাঁচ যোজন দূর হইতে।" "তোমরা কেহ আজ বিদ্যুৎ দেখিতে পাইয়াছ কি?" "না, মহাশয়।" "কত দূর হইতে মেঘগর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়?' "দুই এক যোজন দূর হইতে।" "তোমরা কেহ আজ মেঘগর্জ্জন শুনিয়াছ কি?" "না, মহাশয়।"

"এখন তোমাদিগকে প্রকৃত কথা বলিতেছি। যে সকল ব্যক্তি আমাদিগকে জল ফেলিয়া দিতে পরামর্শ দিল, তাহারা মানুষ নহে, যক্ষ। তাহাদের অভিসন্ধি এই যে, জল ফেলিয়া দিলে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িব, তখন তাহারা অনায়াসে আমাদিগকে নিহত করিয়া পেট পূরিয়া মাংস খাইবে। আমার আশঙ্কা হইতেছে, আমাদের অগ্রে যে যুবক বণিক্ আসিয়াছিল, সে উপায়কুশল নয় বলিয়া যক্ষদিগের কথায় ভুলিয়া জল ফেলিয়া দিয়াছে এবং অনুচরদিগের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ আজই আমরা তাহার সেই মালবোঝাই পাঁচ শ গাড়ী দেখিতে পাইব। তোমরা যত শীঘ্র পার, অগ্রসর হইতে থাক; সাবধান, বিন্দুমাত্র জলও যেন ফেলা না হয়।"

তখন সকলে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল এবং যেখানে নির্ব্বোধ বণিকের গাড়ীগুলি পড়িয়া ছিল সেইখানে উপনীত হইল। বোধিসত্ত্ব তথায় বিশ্রাম করিবার সঙ্কল্প করিয়া অনুচরদিগকে বলদগুলি খুলিয়া দিতে, গাড়ীগুলি মণ্ডলাকারে সাজাইয়া স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিতে এবং শীঘ্র শীঘ্র আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে মনুষ্য ও গো সকলেরই ভোজন শেষ হইল, বোধিসত্ত্ব বলদগুলি স্কন্ধাবারমধ্যে রাখিয়া অনুচরদিগকে তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া থাকিতে বলিলেন এবং দলের কয়েক জন বাছা বাছা লোক লইয়া তরবারি-হস্তে পাহারা দিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাত হইলে বোধিসত্ত্ব যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহার ব্যবস্থা করিলেন, বলদগুলিকে

খাওয়াইলেন ; নিজের যে সকল গাড়ী জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেগুলি ত্যাগ করিয়া নির্বোধ বণিকের ভাল ভাল গাড়ী বাছিয়া লইলেন, নিজের সঙ্গে যে সমস্ত অল্পমূল্য দ্রব্য ছিল, সেগুলিও ফেলিয়া দিয়া তদপেক্ষা মূল্যবান্ দ্রব্য তুলিয়া লইলেন। অতঃপর তিনি গন্তব্য স্থানে গিয়া দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন, তাঁহার সঙ্গীদিগের এক প্রাণীও বিনষ্ট হইল না।

কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, পূর্ব্বে তার্কিকগণ এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সত্যসেবিগণ যক্ষদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।"

এইরূপে উপস্থিত প্রসঙ্গের সহিত অতীত কথার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া শাস্তা শ্রবসতা-শিক্ষাদানার্থ অভিসম্বুদ্ধ ভাব ধারণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথা আবৃত্তি করিলেন :—

সত্যপথ, যাহা সর্ব্ব সুখের কারণ,
করেন পণ্ডিতজন সদা প্রদর্শন।
তার্কিকের কাজ কিন্তু এর বিপরীত,
কুপথে চালায়ে করে লোকের অহিত।
অতএব বিচারিয়া বুদ্ধিমান্ নর
সত্যের শরণ লন, সর্ব্বদুঃখ-হর।

শ্রবসতা সম্বন্ধে এবংবিধ উপদেশ দিয়া শাস্তা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "সত্যপথে বিচরণ করিলে যে কেবল ত্রিবিধ কুশল সম্পত্তি, ষড়্বিধ কামস্বর্গ এবং ব্রহ্মলোক-সম্পত্তি * লাভ করা যায় তাহা নহে, তৎসঙ্গে সঙ্গে অর্হত্বপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটে। পক্ষান্তরে অসত্যমার্গ অবলম্বন করিলে চতুর্ব্বিধ অপায় † ভোগ করিতে হয় এবং নীচকুলে জন্ম ‡ হইয়া থাকে।" অতঃপর শাস্তা ষোড়শবিধ উপায়ে § সত্যচতুষ্টয় ‖ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত উপাসক স্রোতাপত্তি-ফলে প্রতিষ্ঠাপিত হইলেন।

উক্তরূপে উপদেশ ও শিক্ষাদিবার পর শাস্তা অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ের সাদৃশ্য বুঝাইয়া দিলেন এবং নিম্নলিখিত সমবধান দ্বারা কথার উপসংহার করিলেন :—

তখন দেবদত্ত ¶ ছিল সেই নির্ব্বোধ সার্থবাহ এবং তাহার শিষ্যেরা ছিল সেই সার্থবাহের অনুচরগণ। পক্ষান্তরে তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই বুদ্ধিমান্ সার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ সার্থবাহ।

---

* নৈষ্ক্রম্য, অব্যাপাদ ও অবিহিংসা এই তিনটী কুশলসম্পত্তি। অব্যাপাদ—দয়া। অবিহিংসা—মৈত্রী। ইহারা যথাক্রমে অলোভ, অক্রোধ ও অমোহ হইতে জাত। কামস্বর্গ—চতুর্মহারাজিক, যমলোক, ত্রয়স্ত্রিংশ তুষিত প্রভৃতি ছয় স্বর্গ। ব্রহ্মলোক—ইহা দ্বিবিধ, রূপব্রহ্মলোক ও অরূপব্রহ্মলোক। রূপব্রহ্মলোক ষোল অংশে এবং অরূপব্রহ্মলোক চারি অংশে বিভক্ত। সাধুপুরুষেরা দেহান্তে স্ব স্ব কর্ম্মফলে ইহার এক এক অংশে জন্মলাভ করেন।

† নরক, তির্য্যগ্‌যোনি, প্রেতলোক ও অসুরলোক—এই চতুর্ব্বিধ অপায়।

‡ বেণ, নিষাদ, রথকার, পুক্কশ ও চণ্ডাল এই পঞ্চ নীচকুল। বেণ—ডোম, যাহারা বাঁশের ঝুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করে। রথকার—যাহারা গাড়ি প্রস্তুত করে (সূত্রধর বিশেষ) ইহারাও নীচ জাতি বলিয়া পরিগণিত। পুক্কশ, পুক্কস বা পুক্কস—অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। মহাভারতে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়।

§ ষোড়শবিধ উপায়—এই উপায়গুলি অভিধর্ম্মপিটকে ব্যাখ্যাত আছে ; কিন্তু ব্যাখ্যাটি এত জটিল যে এ পুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত করিলে সাধারণ পাঠকের কোন উপকার হইবে না।

‖ সত্যচতুষ্টয়—ইহারা আর্য্যসত্য নামে বর্ণিত। সত্যচতুষ্টয়ের নাম যথা—দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ দুঃখনিরোধ-মার্গ। দুঃখসমুদয় অর্থাৎ দুঃখের কারণ। দুঃখনিরোধ-মার্গ—যে উপায় অবলম্বন করিলে দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বৌদ্ধমতে ভবই দুঃখ, কারণ জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দুঃখের কারণ তৃষ্ণা। অষ্টাঙ্গিকমার্গের অনুসরণ তৃষ্ণাদমনের উপায়। অষ্টাঙ্গিকমার্গ যথা,—সম্মা দিট্ঠি সম্মা সঙ্কপ্পো, সম্মা বাচা, সম্মা কম্মন্তো, সম্মা আজীবো, সম্মা বাযামো, সম্মা সতি, সম্মা সমাধি। সম্মা = সম্যক্ প্রকৃষ্ট দিট্ঠি = দৃষ্টি, আজীবো = জীবিকা নির্ব্বাহ, বাযামো = চেষ্টা, উদ্যোগ, সতি = স্মৃতি।

¶ দেবদত্ত গৌতমবুদ্ধের একজন বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী। জাতকের অনেক অংশে ইঁহার নাম দেখা যায়। বৌদ্ধেরা ইঁহাকে দুরাচার ও নাস্তিক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য

২—বণ্ণুপথ-জাতক।*

[শাস্তা শ্রাবস্তী নগরে অবস্থানকালে জনৈক হীনবীর্য্য + ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় তথাগত যখন শ্রাবস্তী নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মদেশন শ্রবণ করিয়া তত্রত্য এক কুলপুত্রের ‡ প্রতীতি জন্মে যে, কামনাই দুঃখের নিদান। অতএব তিনি প্রব্রজ্যা § গ্রহণ করিলেন, অভিসম্পদা লাভার্থ পঞ্চবর্ষকাল জেতবনে অবস্থিতি করিয়া অশ্রান্ত পরিশ্রমে মাতৃকাদ্বয় || আয়ত্ত করিলেন, কি কি উপায়ে বিদর্শনা লাভ করা যায় তাহা শুনিলেন এবং শাস্তার নিকট ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মস্থান ¶ গ্রহণ করিয়া অরণ্যে প্রস্থানপূর্ব্বক বর্ষাকাল অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু সেখানে তিন মাস পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও, ধ্যানফল দূরে থাকুক, তিনি তাহার আভাস বা লক্ষণমাত্রও লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'শাস্তা চতুর্ব্বিধ মনুষ্যের $ কথা বলিয়াছেন, আমি বোধ হয় তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম। সম্ভবতঃ এজন্মে আমার ভাগ্যে মার্গপ্রাপ্তি ও ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া উঠিবে না। অতএব অরণ্যে বাস করিয়া কি লাভ? আমি শাস্তার নিকট ফিরিয়া যাই তাঁহার অলৌকিক তেজোবিশিষ্ট বুদ্ধদেহ অবলোকন করিয়া নয়ন সার্থক হইবে, মধুর ধর্ম্মকথা শুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত হইবে।" এই সঙ্কল্প করিয়া উক্ত ভিক্ষু জেতবনে প্রতিগমন করিলেন।

একদিন তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ বলিলেন, "ভাই, তুমি না শাস্তার নিকট হইতে কর্ম্মস্থান লইয়া শ্রমণধর্ম্ম আচরণ করিবার নিমিত্ত বনে গিয়াছিলে? কিন্তু এখন দেখিতেছি বিহারে ফিরিয়া ভিক্ষুদিগের সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছ। তুমি কি প্রব্রজ্যার চরম লক্ষ্য অর্হত্ত্ব-ফল লাভ করিয়াছ?" তিনি উত্তর করিলেন, 'ভ্রাতৃগণ, আমি মার্গ ও ফল কিছুই লাভ করিতে পারি নাই। আমি দেখিলাম আমার ভাগ্যে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না। সেইজন্য নিরুদ্যম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।' "তুমি যখন দৃঢ়বীর্য্য শাস্তার শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ তখন নিরুদ্যম হইয়া ভাল কর নাই। চল, তোমায় শাস্তার নিকট লইয়া যাই।" ইহা বলিয়া তাঁহারা ঐ নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন।

---

* বণ্ণুপথ—বালুকামার্গ।

+ মূলে 'ওস্সট্ঠবিরিয়ম' (অবসৃষ্ট বীর্য্য) এই পদ আছে। অবসৃষ্টবীর্য্য অর্থাৎ যে ধ্যানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরুৎসাহ। এ সম্বন্ধে উৎসাহশীল পুরুষেরা 'বীর্য্যবান্', 'দৃঢ়বীর্য্য' ইত্যাদি বিশেষণে কীর্ত্তিত। বীর্য্য হিন্দুশাস্ত্রেও ঐশ্বর্য্য বিশেষ।

‡ কুলপুত্র—সদ্বংশজাত পুত্র, ভদ্রলোকের ছেলে।

§ প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাস, ভিক্ষুধর্ম্ম। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পক্ষে প্রশস্ত বয়স্ ১৫ বৎসর, তবে বালকেরা ৭।৮ বৎসর বয়সেও (অর্থাৎ যখন তাহাদের কাক তাড়াইবার সামর্থ্য জন্মে) প্রব্রজ্যা লইয়া থাকে। অনন্তর ভিক্ষুদিগের মধ্যে একজন আচার্য্যের ও একজন উপাধ্যায়ের আশ্রয় লইয়া নবীন ভিক্ষুকে ধর্ম্মশাস্ত্র ও তন্নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ অভ্যাস করিতে হয়, নচেৎ তিনি উপসম্পদা অর্থাৎ পূর্ণদীক্ষা লাভ করিতে পারেন না। উপসম্পদা প্রাপ্তির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন বয়স্ বিশ বৎসর। প্রব্রজ্যা গ্রহণ ১৫ বৎসর বয়সে হইয়াছিল বলিয়াই এখানে এই ভিক্ষু পাঁচ বৎসর পরে উপসম্পদা পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। উপসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে ভিক্ষুগণ 'শ্রামণের' বা 'শ্রমণোদ্দেশক' নামে অভিহিত। তখন ইঁহারা হিন্দুদিগের ব্রহ্মচারিস্থানীয়।

|| মাতৃকাদ্বয়—ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী-প্রাতিমোক্ষ।

¶ বিদর্শনা বা বিপশ্যনা = সূক্ষ্মদৃষ্টি, ইহা অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির উপায়বিশেষ। কর্ম্মস্থান = ধ্যানের বিষয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এক একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহার প্রকৃতি ধ্যান করেন, এবং ক্রমশঃ একাগ্রতা বলে তাহার অনিত্যত্ব, অসারত্ব প্রভৃতি উপলব্ধ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধিমার্গে চল্লিশটী কর্ম্মস্থানের উল্লেখ দেখা যায়—দশ কৃৎস্ন, দশ অশুভ, দশ অনুস্মৃতি, চারি ব্রহ্মবিহার, চারি আরূপ্য, এক সংজ্ঞা, এক ব্যবস্থান। ক্ষিত্যপ্‌তেজঃ প্রভৃতি দশবিধ কৃৎস্নের বিবরণ বেণুক জাতকের (৪৩শ) টীকায় দ্রষ্টব্য। শবের দশবিধ অবস্থা (অর্থাৎ যখন ইহা ফুলিয়া উঠিয়াছে নীলবর্ণ হইয়াছে, কৃমি-সঙ্কুল হইয়াছে, অস্থিমাত্রসার হইয়াছে ইত্যাদি) অশুভ কর্ম্মস্থান। তান্ত্রিকদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের অশুভ কর্ম্মস্থান-চিন্তার সাদৃশ্য দেখা যায়।

বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ শীল, ত্যাগাদি দশটী বিষয়ের অনুস্মৃতিও কর্ম্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আরূপ্য, সংজ্ঞা ও ব্যবস্থানের বিবরণ বর্ত্তমান গ্রন্থের লক্ষ্যাতীত। ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয়—যথা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা (বাহ্য বস্তুতে অনাস্থা)। কাহার কি কর্ম্মস্থান হইবে এবং কিরূপে উহার ধ্যান করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে আচার্য্যের উপদেশ লওয়া আবশ্যক।

$ চতুর্ব্বিধ মনুষ্য—তমস্তমঃ-পরায়ণ (যাহারা এজন্মে দুর্গত এবং পরজন্মেও দুর্গত হইবে), তমোজ্যোতিঃ পরায়ণ (যাহারা এজন্মে দুর্গত, কিন্তু পরজন্মে দেবলোকে যাইবে) জ্যোতিস্তমঃ-পরায়ণ (যাহারা এজন্মে সুকৃতিমান্, কিন্তু পরজন্মে অধোগতি লাভ করিবে) জ্যোতির্জ্যোতিঃপরায়ণ (যাহারা এজন্মে সুকৃতিমান্ এবং পরজন্মেও দেবলোক লাভ করিবে)। অথবা, আত্মহিত-প্রতিপন্ন কিন্তু পরহিত-প্রতিপন্ন নহে, পরহিত-প্রতিপন্ন কিন্তু আত্মহিত-প্রতিপন্ন নহে, আত্মহিত-প্রতিপন্নও নয় পরহিত-প্রতিপন্নও নয়, আত্মহিত-প্রতিপন্ন এবং পরহিত-প্রতিপন্ন—এরূপ শ্রেণীবিভাগও দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ব্যক্তিকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনিলে কেন? এ কি করিয়াছে?" ভিক্ষুরা বলিলেন "ভদন্ত! ইনি এতাদৃশ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াও শ্রমণধর্ম্ম আচরণ করিবার সময় নিরুদ্যম হইয়া বিহারে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।" তখন শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি সত্যই কি ভগ্নোৎসাহ হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর করিলেন, "হাঁ ভদন্ত! আমি সত্য সত্যই ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি।" "সে কি কথা? কোথায় ঈদৃশ শাসনে প্রব্রজ্যা লইয়া তুমি নিষ্কাম, সন্তুষ্ট, নির্জনবাসী ও দৃঢ়োৎসাহ হইবে, না তুমি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে! তুমি ত পূর্ব্বে বিলক্ষণ বীর্য্যবান্ ছিলে! তোমারই বীর্য্যপ্রভাবে একদা মরুকান্তারে পঞ্চশত শকটের গো ও মনুষ্যগণ পানীয় পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। তবে এখন তোমার এ দশা ঘটিল কেন?" শাস্তার এই কথা শুনিবামাত্র উক্ত ভিক্ষুর হৃদয়ে আবার উৎসাহের সঞ্চার হইল।

শাস্তার কথা শুনিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভদন্ত! এই ভিক্ষুর বর্ত্তমান নিরুৎসাহভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে কেবল ইঁহারই বীর্য্যবলে মরুকান্তারে মনুষ্যদিগের পানীয়প্রাপ্তির কথা আমাদের জ্ঞানাতীত, আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাহা কেবল আপনারই পরিজ্ঞাত আছে। দয়া করিয়া আমাদিগকে সেই বৃত্তান্ত বলুন।" "বলিতেছি শুন", ইহা বলিয়া ভিক্ষুদিগের শ্রবণাকাঙ্ক্ষা উৎপাদনপূর্ব্বক ভগবান্ তখন ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন সেই অতীত কথার প্রকটন করিলেনঃ]

পুরাকালে বারাণসীনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব এক বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্তির পর পঞ্চশত শকট লইয়া নানা স্থানে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন।

একদা বোধিসত্ত্ব ষষ্টিযোজন বিস্তীর্ণ এক মরুকান্তারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানকার বালুকা এত সূক্ষ্ম ছিল যে, মুষ্টি মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলে তাহা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পড়িয়া যাইত। সূর্য্যোদয়ের পর এই বালুকারাশি প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। তখন কাহার সাধ্য উহার উপর দিয়া যাতায়াত করে? এই ভীষণ মরুদেশ অতিক্রম করিবার সময় পথিকেরা রাত্রিকালে পথ চলিত, দিবাভাগে বিশ্রাম করিত। তাহারা জল, তেল, চাউল ও জ্বালাইবার কাঠ প্রভৃতি উপকরণ সঙ্গে লইয়া যাইত। যখন সূর্য্যোদয় হইত, তখন তাহারা বলদগুলি খুলিয়া দিত, গাড়ীগুলি মণ্ডলাকারে রাখিয়া মধ্যভাগে সামিয়ানা খাটাইত এবং সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া ছায়ায় থাকিয়া দিনমান কাটাইত। অনন্তর যখন সূর্য্যাস্ত হইত, তখন তাহারা আবার শীঘ্র শীঘ্র আহার * করিয়া ভূতল শীতল হইবামাত্র পথ চলিতে আরম্ভ করিত। নাবিকেরা যেমন সমুদ্রগমনকালে নক্ষত্র দেখিয়া দিঙ্‌নির্ণয় করে, এই মরুভূমিতেও সেইরূপ পথিকদিগকে নক্ষত্র দেখিয়া পথ নির্দ্ধারণ করিতে হইত। তাহাদিগের সঙ্গে এক এক জন "স্থল-নিয়ামক" † থাকিত। উহারা নক্ষত্র দেখিয়া গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত।

বোধিসত্ত্ব যে দিন উক্ত কান্তারের ঊনষাট যোজন অতিক্রম করিয়া গেলেন, সেই দিন মনে করিলেন, "আজকার রাত্রিতেই আমরা মরুভূমির বাহিরে গিয়া পৌঁছিব।" ইহা ভাবিয়া তিনি সায়মাশের পর জল, কাঠ প্রভৃতি অনেক দ্রব্য অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দিতে বলিলেন এবং এইরূপে বোঝা কমাইয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে গাড়ীখানি সর্ব্বাগ্রে চলিল, স্থল-নিয়ামক তাহাতে আসন গ্রহণ করিল এবং কোন্ দিকে গাড়ী চালাইতে হইবে, নক্ষত্র দেখিয়া বলিয়া দিতে লাগিল।

নিয়ামকটী দীর্ঘকাল সুনিদ্রা ভোগ করে নাই। আজ কিয়দ্দূর চলিবার পর সে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল, কাজেই বলদগুলা যখন বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। গাড়ীগুলি সারারাত এইরূপে উল্টা পথে চলিল। অনন্তর অরুণোদয়ের প্রাক্কালে নিয়ামকের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে নক্ষত্র দেখিয়া "গাড়ী ফিরাও," "গাড়ী ফিরাও' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত গাড়ী ফিরাইয়া পুনর্ব্বার শ্রেণীবদ্ধ

---

* মূলে "সায়মাশ" এই শব্দ আছে। এইরূপ "প্রাতরাশ" বলিলে সকালের আহার (breakfast) বুঝায়।

† নিয়ামক—পথপ্রদর্শক। স্থলনিয়ামক—guide, জলনিয়ামক—pilot

করিতে না করিতেই সূর্য্য দেখা দিলেন; সকলে সভয়ে দেখিল, তাহারা সায়ংকালে যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিল, ঠিক সেইস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তখন "হায়, সর্ব্বনাশ হইল; আমাদের সঙ্গে জল নাই, কাঠ নাই, আজ কি উপায়ে জীবন ধারণ করিব?"—এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তাহারা বলদগুলি খুলিয়া দিল এবং নিতান্ত হতাশ হইয়া যে যাহার গাড়ীর তলে শুইয়া পড়িল।

বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "আমি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে ইহাদের এক প্রাণীরও জীবন রক্ষা হইবে না। ভোরের সময় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় একবার চারিদিকে ঘুরিয়া দেখি, কোথাও জল পাওয়া যায় কি না।" অনন্তর তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে একস্থানে একগুচ্ছ কুশ দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন ঐ স্থানের নিম্নে নিশ্চয় জল আছে; নচেৎ মরুক্ষেত্রে কখনও কুশ জন্মিতে পারিত না। তখন তিনি অনুচরদিগকে কোদাল দিয়া ঐ স্থান খনন করিতে বলিলেন। তাহারা খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু যখন ষাট হাত নিম্নেও জল পাওয়া গেল না, অপিচ পাষাণে কোদাল লাগিয়া ঠং ঠং করিয়া উঠিল, তখন তাহারা নিতান্ত নিরুদ্যম হইয়া পড়িল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব আশা ছাড়িলেন না। তিনি কূপমধ্যে অবতরণ করিয়া পাষাণের উপর কাণ পাতিলেন এবং নিম্নে জলপ্রবাহের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি উপরে উঠিয়া নিজের বালক ভৃত্যকে* বলিলেন, তুমি নিরুদ্যম হইলে সকলেই মারা যাইবে। তুমি সাহসে ভর করিয়া এই বড় হাতুড়িটা † লইয়া নীচে নাম এবং পাথরে ঘা মার।

বালক ভৃত্যটী বিলক্ষণ উৎসাহবান্ ছিল। অন্য সকলে উদ্যমহীন হইয়াছে দেখিয়াও সে নিরুদ্যম হইল না। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রভুর আদেশ পালন করিল; অমনি পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন অবরুদ্ধ জলরাশি তালপ্রমাণ-স্তম্ভাকারে উর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং সকলে মহানন্দে স্নান করিতে লাগিল। সঙ্গে যে সকল প্রয়োজনাতিরিক্ত ধুরা প্রভৃতি ছিল, সেইগুলি চিরিয়া তাহারা জ্বালানি কাঠের যোগাড় করিয়া লইল এবং ভাত রান্ধিয়া খাইল। শেষে গরুগুলিকে খাওয়াইয়া এবং কূপপার্শ্বে একটা ধ্বজা তুলিয়া তাহারা সন্ধ্যার পর অভীষ্ট দেশাভিমুখে যাত্রা করিল। সেখানে তাহারা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল এবং আয়ুঃশেষ হইলে স্ব স্ব কর্ম্মফলভোগার্থ দেহত্যাগ করিল। বোধিসত্ত্বও দানাদি পুণ্য কর্ম্মে জীবন যাপন করিয়া দেহত্যাগান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিতে গেলেন।

[কথা শেষ হইলে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ অভিসম্বুদ্ধ-ভাব ধারণপূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেন:—

সুগভীর কূপ করিল খনন অশ্রান্ত বণিক্‌দল,
তাই তারা পে'ল ভীম মরুস্থলে প্রচুর শীতল জল।
সেইরূপ জে'ন, জ্ঞানিজন যত বিচরেণ ভূমণ্ডলে,
হৃদয়ের শান্তি লভেন তাঁহারা অধ্যবসায়ের বলে।

অনন্তর শাস্তা আর্য্যসত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু চরম ফল অর্থাৎ অর্হত্ত্ব লাভ করিল।

সমবধান—‡ তখন এই হীনবীর্য্য ভিক্ষু ছিল সেই বালক-ভৃত্য,—যে প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া সঙ্গীদিগের পানার্থ জল উত্তোলন করিয়াছিল। তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই সার্থবাহ]

---

* মূলে 'চূলুপট্‌ঠাপ' এই শব্দ আছে।

† মূলে 'অয়কূট' এইশব্দ আছে।

‡ প্রায় সমস্ত জাতকের শেষেই দেখা যায়, "অতীত ও বর্ত্তমান কথার সম্বন্ধ দেখাইলেন এবং নিম্নলিখিত সমবধান দ্বারা জাতকের উপসংহার করিলেন।" পুনঃ পুনঃ এরূপ বলা অনাবশ্যক বলিয়া অতঃপর এই অংশ কেবল "সমবধান" শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত হইবে।

৩—সেরিববাণিজ-জাতক।

[শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থানকালে জনৈক হীনবীর্য্য ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি সাধনা ত্যাগ করিয়া বিহারে ফিরিলে অপর ভিক্ষুগণ তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা বলিলেন, "এই মার্গফলপ্রদ শাসনে প্রবিষ্ট হইয়া যদি তুমি উৎসাহ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের স্বর্ণ পাত্র হইতে বঞ্চিত হইয়া সেরিব বণিকের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তোমারও সেইরূপ হইবে।" অনন্তর ভিক্ষুগণ শাস্তাকে সেই কথা সবিস্তর বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, শাস্তাও তাঁহাদের অবগতির জন্য ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন :—]

পূর্ব্বকালে, বর্ত্তমান সময়ের চারিকল্প পূর্ব্বে বোধিসত্ত্ব, সেরিব নামক রাজ্যে ফেরিওয়ালার কাজ* করিতেন। তখন তাঁহার নাম ছিল 'সেরিবান্'। সেরিবরাজ্যে সেরিবা নামে আরও এক ব্যক্তি ঐ কারবার করিত। উহার বড় অর্থলালসা ছিল। একদা বোধিসত্ত্ব তাহাকে সঙ্গে লইয়া তেলবাহনদের অপরপারে অন্ধপুরনগরে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা কে কোন্ রাস্তায় ফেরি করিয়া বেড়াইবেন তাহা ভাগ করিয়া লইলেন, কথা হইল এক জন যে রাস্তায় এক বার ফেরি করিয়া গিয়াছেন, অপর জন তাহার পরে সেখানেও ফেরি করিতে পারিবেন।

অন্ধপুরে পূর্ব্বে এক অতুলসম্পত্তিশালী শ্রেষ্ঠিপরিবার বাস করিত। কালে কমলার কোপে পড়িয়া তাহারা নির্ধন হয়, একে একে পুরুষেরাও মারা যায়। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন ঐ বংশে কেবল একটী বালিকা ও তাহার বৃদ্ধা পিতামহী জীবিতা ছিলেন। তাঁহারা অতিকষ্টে প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিয়া দিনপাত করিতেন। বাড়ীর কর্ত্তা সৌভাগ্যের সময় যে সুবর্ণপাত্রে ভোজন করিতেন, সেটী তখনও ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যবহৃত না হওয়ায় এবং ভগ্নপাত্রাদির মধ্যে পড়িয়া থাকায় উহার উপর এত ময়লা জমিয়াছিল, যে সহসা উহা সোণার বাসন বলিয়া বোধ হইত না।

একদিন লোভী ফেরিওয়ালা "কলসী কিনিবে", "কলসী কিনিবে" বলিতে বলিতে ঐ শ্রেষ্ঠীদিগের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিল। তাহা শুনিয়া বালিকাটী বলিল, "আমায় একখানা গহনা কিনিয়া দাওনা, দিদিমা।" দিদিমা বলিলেন, "বাছা, আমরা গরিব লোক, পয়সা পাইব কোথায়?" তখন বালিকা সেই সোণার বাসনখানি আনিয়া বলিল, "এইখানা বদল দিলে হয় না কি? ইহা ত আমাদের কোন কাজে লাগে না।" বৃদ্ধা ইহাতে আপত্তি না করিয়া ফেরিওয়ালাকে ডাকিলেন এবং তাহাকে বসিতে বলিয়া বাসনখানি দিয়া বলিলেন, "মহাশয়, ইহার বদলে আপনার এই বোনটীকে যাহা হয় একটা জিনিস দিন।"

বাসনখানি দুই একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া ফেরিওয়ালার সন্দেহ হইল, সম্ভবতঃ উহা স্বর্ণনির্ম্মিত। এই অনুমান প্রকৃত কি না তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সে সূচী দিয়া উহার পিঠে দাগ কাটিল এবং উহা যে সোণার বাসন সে সম্বন্ধে তখন আর তাহার কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু মেয়েমানুষ দুইটাকে ঠকাইয়া ইহা বিনামূল্যে লইব, এই দুরভিসন্ধি করিয়া সে বলিল, "ইহার আবার দাম কি? ইহা সিকি পয়সায়† কিনিলেও ঠকা হয়।" অনন্তর সে নিতান্ত অবজ্ঞার ভাণ করিয়া বাসনখানি ভূমিতে ফেলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

ইহার ক্ষণকাল পরেই বোধিসত্ত্ব সেই পথে ফেরি করিতে আসিলেন এবং "কলসী কিনিবে", "কলসী কিনিবে" বলিতে বলিতে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বালিকাটী তাহার পিতামহীকে আবার সেই প্রার্থনা জানাইল। বৃদ্ধা কহিলেন, "যে বাসন

---

* মূলে 'কচ্ছপুটবাণিজো' এই পদ আছে। সম্ভবতঃ ইহার অর্থ 'যে বণিক্ পণ্যভাণ্ড কক্ষে লইয়া ফেরি করিয়া বেড়ায়।' এইরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, কারণ, বোধিসত্ত্ব ফেরি করিবার সময় 'কলসী কিনিবে' বলিয়া হাঁকিয়াছিলেন, অথচ বালিকা তাহা শুনিয়া গহনা (সম্ভবতঃ পিত্তলের) কিনিতে চাহিয়াছিল। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে এখানের ফেরিওয়ালের ন্যায় তাহারও ভাণ্ডে বিক্রয়ের জন্য নানারূপ দ্রব্য ছিল।

† মূলে 'অর্দ্ধমাসক' এই শব্দ আছে। ১৩শ পৃষ্ঠে 'কাহণ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

বদল দিতে গিয়াছিলে তাহার ত কোন দামই নাই শুনিলে। আমাদের আর কি আছে, বোন্, যাহা দিয়া তোমার সাধ পূরাইতে পারি?"

বালিকা কহিল, 'সে ফেরিওয়ালা বড় খারাপ লোক, দিদিমা। তাহার কথা শুনিলে গা জ্বালা করে। কিন্তু এ লোকটী দেখিতে কত ভাল, ইহার কথাও কেমন মিষ্ট। এ বোধ হয় ঐ ভাঙ্গা বাসন লইতে আপত্তি করিবে না।" তখন বৃদ্ধা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া বসিতে বলিলেন এবং বাসনখানি তাঁহার হাতে দিলেন। বোধিসত্ত্ব দেখিবামাত্রই বুঝিলেন উহা সুবর্ণনির্ম্মিত। তিনি বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, এ বাসনের দাম লক্ষমুদ্রা। আমার নিকট এত অর্থ নাই।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "মহাশয়, এই মাত্র আর একজন ফেরিওয়ালা আসিয়াছিল। সে বলিল ইহার মূল্য সিকি পয়সাও নহে। বোধ হয় আপনার পুণ্যবলেই বাসনখানি এখন সোণা হইয়াছে। আমরা ইহা আপনাকেই দিব, ইহার বিনিময়ে আপনি যাহা ইচ্ছা দিয়া যান।" বোধিসত্ত্বের নিকট তখন নগদ পাঁচ শ কাহণ * এবং ঐ মূল্যের পণ্যদ্রব্য ছিল। তিনি ইহা হইতে কেবল নগদ আট কাহণ এবং দাঁড়িপাল্লা ও থলিটী লইয়া অবশিষ্ট সমস্ত বৃদ্ধার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া বাসন খানি গ্রহণ করিয়া যত শীঘ্র পারিলেন নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একখানি নৌকা ছিল। তিনি ইহাতে আরোহণ করিয়া মাঝির হাতে আট কাহণ দিয়া বলিলেন, "আমাকে শীঘ্র পার করিয়া দাও।"

এদিকে লোভী বণিক্ শ্রেষ্ঠীদিগের গৃহে ফিরিয়া বাসনখানি আবার দেখিতে চাহিল। সে বলিল, "ভাবিয়া দেখিলাম তোমাদিগকে ইহার বদলে একেবারে কিছু না দিলে ভাল দেখায় না।" তাহা শুনিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, "সে কি কথা, বাপু? তুমি না বলিলে উহার দাম সিকি পয়সাও নয়। এই মাত্র একজন সাধু বণিক্ আসিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি তোমার মনিব হইবেন। তিনি আমাদিগকে হাজার কাহণ দিয়া উহা কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র সেই লোভী বণিকের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল, সঙ্গে যে সকল মুদ্রা ও পণ্যদ্রব্য ছিল তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিল। অনন্তর উলঙ্গ হইয়া, "হায়, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, দুরাত্মা ছল করিয়া আমার লক্ষ মুদ্রার স্বর্ণ পাত্র লইয়া গিয়াছে," এইরূপ প্রলাপ করিতে করিতে এবং তুলাদণ্ডটী মুদ্গরের ন্যায় ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে বোধিসত্ত্বের অনুসন্ধানে নদীতীরে ছুটিল। সেখানে গিয়া দেখে নৌকা তখন নদীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে। সে "নৌকা ফিরাও" "নৌকা ফিরাও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু বোধিসত্ত্ব নিষেধ করায় মাঝি নৌকা ফিরাইল না। বোধিসত্ত্ব অপর পারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; দুষ্টবুদ্ধি বণিক্ একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, অনন্তর, সূর্য্যের তাপে জলহীন তড়াগের তলদেশস্থ কর্দ্দম যেমন শতধা বিদীর্ণ হয়, দারুণ যন্ত্রণায় তাহার হৃৎপিণ্ডও সেইরূপ বিদীর্ণ হইল, তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই সে প্রাণত্যাগ করিল। ইহার পর বোধিসত্ত্ব দানাদি সৎকার্য্যে জীবন যাপন করিয়া কর্ম্মফলভোগের জন্য লোকান্তর গমন করিলেন।

[কথান্তে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইয়া শাস্তা এই গাথা পাঠ করিলেন :—

মুক্তি-মার্গ প্রদর্শক বুদ্ধের শাসন,
লভিতে সুফল তাহে কর প্রাণপণ।
নিরুৎসাহ অনুতাপ ভুঞ্জে চিরদিন,
বণিক্ সেরিব যথা ধর্ম্মজ্ঞানহীন।

---

* সংস্কৃত কার্ষাপণ, পালি কহাপণ। ইহার অর্থ (১) এক কর্ষ (কর্ষ=১৬ মাষা=৮০ কিংবা ১২৮ রতি); (২) ঐ ওজনের স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্রমুদ্রা। রৌপ্যকার্ষাপণ=১২৮০ কড়া, তাম্রকার্ষাপণ ৮০ কড়া।

এইরূপে অর্হত্ত্ব লাভের উপায় প্রদর্শন করিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু অর্হত্ত্বরূপ সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান তখন দেবদত্ত * ছিল সেই ধূর্ত্ত বণিক্, এবং আমি ছিলাম সেই সুবুদ্ধি ও ধর্ম্মপরায়ণ বণিক্।]

৪—চুল্লকশ্রেষ্ঠি-জাতক। †

[শাস্তা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী জীবকাম্রবণে ‡ অবস্থান করিবার সময় স্থবির চুল্লপন্থকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। রাজগৃহের কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠিকন্যা পিত্রালয়ে এক দাসের প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। এ কথা প্রকাশ পাইলে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া একদিন শ্রেষ্ঠিকন্যা তাহার প্রণয়ীকে বলিল, "এখানে আর থাকা যায় না, মাতাপিতা এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা জানিতে পারিলে আমাদিগকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবেন। চল, এখন বিদেশে আত্মীয় বন্ধুদিগের অগোচরে কোথাও গিয়া বাস করি।" অনন্তর শ্রেষ্ঠিকন্যা একদিন রাত্রিকালে ঐ দাসের সহিত বস্ত্রালঙ্কারাদি হস্তে লইয়া প্রধান দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল এবং বহুদূরবর্ত্তী কোন গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে শ্রেষ্ঠিকন্যা সসত্ত্বা হইল এবং প্রসবকাল আসন্ন জানিয়া একদিন তাহার স্বামীকে বলিল, "দেখ, এরূপ নির্ব্বান্ধবস্থানে প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে আমাদিগকে বড় অসুবিধায় পড়িতে হইবে, অতএব, ভাগ্যে যাহাই হউক না কেন, চল আমার পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাই।" তাহার স্বামী কিন্তু আজ না কাল করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। তখন শ্রেষ্ঠিকন্যা ভাবিল, "এই মূর্খ দণ্ডের ভয়ে যাইতে চাহিতেছে না, আমার কিন্তু মাতাপিতাই পরমবন্ধু, এ যাউক বা না যাউক, আমাকে তাঁহাদের নিকট যাইতেই হইবে।" অনন্তর সে একদিন স্বামীর অনুপস্থিতিকালে সমস্ত গৃহ-সামগ্রী যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিল এবং পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীকে "আমি পিত্রালয়ে চলিলাম," এই কথা বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

দাস গৃহে ফিরিয়া শুনিল তাহার পত্নী পিত্রালয়ে গিয়াছে। সে কাল বিলম্ব না করিয়া রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার সমীপে উপনীত হইল। তন্মুহূর্ত্তেই শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল, সে পথিমধ্যে এক পুত্র প্রসব করিল।

প্রসবকালে পিত্রালয়ে থাকিবার জন্যই শ্রেষ্ঠিকন্যা পতিগৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে যখন প্রসব হইল, তখন সে দেখিল সেখানে যাওয়া অনাবশ্যক। সুতরাং তাহারা স্বস্থানে প্রতিগমন করিল। পুত্রটী পথে প্রসূত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা তাহার 'পন্থক' এই নাম রাখিল।

ইহার পর শ্রেষ্ঠিকন্যা আবার গর্ভধারণ করিল। প্রথমবারে যেরূপ ঘটিয়াছিল, এবারও ঠিক সেইরূপ ঘটিল এবং এবারও তাহারা নবজাত শিশুর "পন্থক" নাম রাখিল। তদবধি লোকে প্রথম পুত্রটীকে 'মহাপন্থক" এবং দ্বিতীয় পুত্রটীকে 'চুল্লপন্থক' বলিত।

পন্থকদ্বয় শুনিত অন্য বালকেরা কেহ খুড়া, জ্যাঠার, কেহ ঠাকুর মা, ঠাকুর দাদার কথা বলে। তাহারা একদিন জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, আমাদের কি ঠাকুর মা, ঠাকুরদাদা নাই?' মাতা বলিল, "আছেন বৈ কি। তোমাদের ঠাকুর দাদা রাজগৃহের একজন বড় বণিক, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য। সেখানে তোমাদের আরও কত আপন লোক আছেন।" বালকেরা বলিল, "তবে আমরা সেখানে থাকি না কেন?" মাতা পুত্রদ্বয়কে যথাসম্ভব কারণ বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা প্রবোধ মানিল না, তাহারা রাজগৃহে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ এরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল যে শ্রেষ্ঠিকন্যা অগত্যা স্বামীকে বলিল, "ছেলেরা আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। চল, ইহাদিগকে মাতামহালয় দেখাইয়া আনি। বাপ মা কি আমাদিগকে খাইয়া ফেলিবেন?" "ইহাদিগকে সেখানে লইয়া যাইতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমি তোমার মা বাপের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না।" "তা নাই দেখাইলে। কোন না কোন উপায়ে ছেলেরা তাহাদের দাদা মহাশয়কে দেখিতে পাইলেই হইল।"

অনন্তর তাহারা পুত্রদ্বয় সঙ্গে লইয়া রাজগৃহে গমন করিল এবং নগরদ্বারে একটা বাসা লইল। পরদিন শ্রেষ্ঠিকন্যা পুত্র দুইটীকে লইয়া মাতাপিতার নিকট নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইল। তাঁহারা বলিলেন, "সংসারী

* দেবদত্ত গৌতমবুদ্ধের এক জন প্রতিদ্বন্দী। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

† চুল্ল—ছোট (সংস্কৃত 'ক্ষুল্ল' শব্দের অনুরূপ 'ক্ষুল্ল' শব্দ আবার 'ক্ষুদ্র' শব্দেরই রূপান্তর)।

‡ জীবক রাজগৃহের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, ইনি বিম্বিসারের রাজবৈদ্য ছিলেন। বুদ্ধদেবও দুই এক বার পীড়াক্রান্ত হইয়া ইঁহার সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব কিয়ৎকাল ইঁহার আম্র কাননে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। জীবক সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

লোকের নিকট পুত্রকন্যা পরম প্রীতির পাত্র, কিন্তু আমাদের কন্যা ও তাহার স্বামী এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, যে তাহাদের মুখ দর্শন করিতে নাই। এই ধন লও, ইহা লইয়া তাহারা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক, তবে ছেলে দুইটীকে আমাদের কাছে রাখিয়া যাইতে পারে।" শ্রেষ্ঠিকন্যা দূতদিগের হস্ত হইতে পিতৃপ্রেরিত ধন গ্রহণ করিল এবং তাহাদিগেরই সঙ্গে পুত্রদ্বয়কে পাঠাইয়া দিল। তদবধি এই বালক দুইটী মাতামহালয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

চুল্লপন্থক তখন নিতান্ত শিশু। মহাপন্থক অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক বলিয়া সে মাতামহের সঙ্গে দশবলের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে যাইত। প্রতিদিন ধর্ম্মকথা শুনিয়া তাহার মনে প্রব্রজ্যা গ্রহণের বাসনা জন্মিল এবং একদিন সে মাতামহকে বলিল, "দাদা মহাশয়, যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করি।" বৃদ্ধ বলিলেন "কি বলিলি, ভাই। সমস্ত জগৎ প্রব্রজ্যা লইলে আমার যে সুখ হইবে, তুই প্রব্রজ্যা লইলে তাহার শতগুণ সুখ হইবে। যদি পারিবি বুঝিস্, তবে স্বচ্ছন্দে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর্।" ইহা বলিয়া বৃদ্ধ তাহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন।

বৃদ্ধকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন, তোমার সেই দৌহিত্রটীকে সঙ্গে আনিয়াছ ত।" "হাঁ ভগবন্, তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছি। সে আপনার নিকট প্রব্রজ্যা লইতে চায়।" ইহা শুনিয়া শাস্তা একজন স্থবিরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এই বালককে প্রব্রজ্যা দান কর।" স্থবির পঞ্চকর্ম্মস্থান আবৃত্তি করিয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা দিলেন। সে যত্নসহকারে বহু বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া যথাকালে উপসম্পন্ন হইয়া ধ্যান-ধারণার প্রভাবে ক্রমশঃ অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিল।

মহাপন্থক ধ্যানসুখ ও মার্গসুখ অনুভব করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'চুল্লপন্থককে ইহার আস্বাদ পাওয়াইতে হইবে।' তখন তিনি মাতামহের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন, "দাদা মহাশয়, অনুমতি দিন ত আমি চুল্ল পন্থককে প্রব্রজ্যা দান করি।' দাদা মহাশয় বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে দান কর', আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।" ইহা শুনিয়া মহাপন্থক চুল্লপন্থককে প্রব্রজ্যা দান করিলেন এবং দশশীল শিক্ষা দিলেন।

কিন্তু প্রব্রজ্যা লাভের পর চুল্লপন্থকের বুদ্ধির জড়তা প্রকাশ পাইল; সে ক্রমাগত চারি মাস চেষ্টা করিয়াও নিম্নলিখিত একটী মাত্র গাথা আয়ত্ত করিতে পারিল না:-

> অনাঘ্রাতগন্ধ যথা প্রফুল্ল কমল
> প্রভাতে তড়াগবক্ষে করে টলমল,
> কিংবা অন্তরীক্ষে যথা শোভার আকর
> বিতরে সহস্ররশ্মি দেব দিবাকর,
> সেই মত তথাগত ভবকর্ণধার;
> উজলিছে দশদিক্ প্রভায় তাঁহার।

শুনা যায় সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময় এই চুল্লপন্থক প্রব্রজ্যাগ্রহণ পূর্ব্বক প্রজ্ঞাবান্ হইয়াছিলেন, কিন্তু একদিন কোন জড়বুদ্ধি ভিক্ষুকে ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ কণ্ঠস্থ করিতে দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিয়াছিলেন এবং তন্নিবন্ধন ঐ ব্যক্তি এত লজ্জিত হইয়াছিল যে অতঃপর সে কখনও উক্ত অংশ অভ্যাস করিতে সমর্থ হয় নাই। এই পাপে ইহজন্মে চুল্লপন্থক নিজেই এত জড়বুদ্ধি হইয়াছিল যে নূতন একটী পঙ্‌ক্তি শিখিতে গিয়া পূর্ব্বে যে পঙ্‌ক্তি শিখিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাইত এবং চারি মাস চেষ্টা করিয়াও একটী মাত্র গাথা কণ্ঠগত করিতে পারে নাই।

চুল্লপন্থকের জড়তা দেখিয়া মহাপন্থক বলিল, "ভাই, তুমি বুদ্ধশাসনের অধিকারী নহ, তুমি যখন চারি মাসে একটী গাথা শিখিতে পারিলে না, তখন ভিক্ষুজীবনের চরমফল লাভ করা তোমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। তুমি বিহার হইতে চলিয়া যাও।" কিন্তু চুল্লপন্থক বুদ্ধশাসনে এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে এইরূপে বিদূরিত হইয়াও সে পুনরায় গৃহস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিল না।

এই সময় মহাপন্থকের উপর ভিক্ষুদিগের খাদ্যবণ্টন করিবার ভার ছিল। একদিন জীবক কৌমারভৃত্য আম্রকাননে গিয়া শাস্তাকে নানাবিধ গন্ধমাল্য উপহার দিলেন ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক আসন ত্যাগ করিয়া ও শাস্তাকে প্রণাম করিয়া মহাপন্থকের নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আজ কাল শাস্তার নিকট কত জন ভিক্ষু আছেন?" মহাপন্থক বলিলেন, "পাঁচ শ"। "আগামী কল্য বুদ্ধপ্রমুখ এই পঞ্চশত ভিক্ষু লইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার গৃহে আহার করিবেন কি?" "ইহাদের মধ্যে একজন ভিক্ষু বড় জড়মতি। সে ধর্ম্মপথে কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। অতএব তাহাকে ব্যতীত অপর সকলের জন্য আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম"।

ইহা শুনিয়া চুল্লপন্থক ভাবিল, "নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার সময় দাদা আমায় বাদ দিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে তিনি আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মমতাশূন্য হইয়াছেন। অতএব বুদ্ধশাসন লইয়া আমি কি করিব? পুনর্ব্বার গৃহী হইয়া দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি গিয়া।" অনন্তর পরদিন প্রত্যুষে সে পুনর্ব্বার গৃহী হইবার অভিপ্রায়ে কুটীর ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

এদিকে রজনীপ্রভাত হইবামাত্র শাস্তা জগতের কোথায় কি হইতেছে, সমস্ত অবলোকন করিতেছিলেন। চুল্ল-পন্থকের চেষ্টিত তাঁহার জ্ঞানগোচর হইল এবং সে কুটীর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার দ্বারদেশে পদচারণ করিতে লাগিলেন। চুল্লপন্থক বাহির হইয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইল। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "চুল্লপন্থক, তুমি এত ভোরে কোথায় যাইতেছ?" "দাদা আমাকে বিহার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, সেই জন্য যেখানে হয় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইব স্থির করিয়াছি। "চুল্লপন্থক, তুমি আমার নিকট প্রব্রজ্যা পাইয়াছ। তোমার দাদা যখন তোমায় তাড়াইয়া দিল, তখন তুমি আমার নিকট আসিলে না কেন? তুমি ফিরিয়া আইস, গৃহী হইয়া কি করিবে? এখন অবধি তুমি আমার নিকট থাকিবে।' ইহা বলিয়া শাস্তা চুল্লপন্থককে লইয়া গন্ধকুটীরের দ্বারে উপবেশন করিলেন এবং স্বীয় প্রভাববলে একখণ্ড পবিশুদ্ধ বস্ত্র সৃষ্টি করিয়া উহা চুল্লপন্থকের হস্তে দিয়া বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বাস্যে উপবেশন কর এবং এই বস্ত্র খণ্ড হস্ত দ্বারা পরিমার্জন করিতে করিতে "রজোহরণ," "রজোহরণ" মন্ত্র জপ করিতে থাক।" অনন্তর শাস্তা যথাসময়ে ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া জীবক-গৃহে গমন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন।

এদিকে চুল্লপন্থক সেই বস্ত্রখণ্ড পরিমার্জ্জন করিতে করিতে সূর্য্যের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া "রজোহরণ," "রজোহরণ" মন্ত্র জপ আরম্ভ করিল। সে যতই জপ করিতে লাগিল, ঐ বস্ত্রখণ্ড ততই মলিন হইতে লাগিল। সে ভাবিল, এই মাত্র বস্ত্রখণ্ড অতি নির্ম্মল ছিল কিন্তু আমার স্পর্শে ইহার স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইল ইহা এখন মলিন হইয়া গেল। অতএব দেখা যাইতেছে জগতে বিমিশ্র বস্তু মাত্রেই অনিত্য।" এইরূপ চিন্তাদ্বারা তাহার মনে ক্ষয় ও বিনাশের জ্ঞান জন্মিল এবং সে বিদর্শনা লাভ করিল। শাস্তা জীবকগৃহে থাকিয়াই জানিতে পারিলেন চুল্লপন্থকের বিদর্শনা লাভ হইয়াছে, তখন তিনি দেহ হইতে নিজের একটী প্রভাময়ী প্রতিমূর্ত্তি বাহির করিয়া তদ্দ্বারা তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন "চুল্লপন্থক, এই বস্ত্রখণ্ড যে মলসংসর্গে কলুষিত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া হতাশ হইও না। তোমার হৃদয়ে কাম ক্রোধাদি কত মল আছে, তুমি সেইগুলি বিদূরিত কর। অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি পাঠ করিলেন:—

ধূলি, স্বেদজল, মল বল যারে, প্রকৃত তা মল নয়,
কামরূপ মল হৃদয়ের সদা পবিত্রতা করে ক্ষয়।
যে জন যতনে এই কামমল মন হ'তে দূর করে,
পুণ্যাত্মা সেজন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে।

ধূলি, স্বেদজল, মল বল যারে, প্রকৃত তা মল নয়;
ক্রোধরূপ মল হৃদয়ের সদা পবিত্রতা করে ক্ষয়।
যে জন যতনে এই ক্রোধমল মন হ'তে দূর করে,
পুণ্যাত্মা সে জন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে।

ধূলি, স্বেদজল, মল বল যারে, প্রকৃত তা মল নয়,
মোহরূপ মল, হৃদয়ের সদা পবিত্রতা করে ক্ষয়।
যে জন যতনে, এই মোহ মল মন হ'তে দূর করে,
পুণ্যাত্মা সে জন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে।

এই গাথাগুলি শুনিয়া চুল্লপন্থক পিটকাদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেন। প্রবাদ আছে তিনি কোন অতীতজন্মে রাজা ছিলেন এবং একদিন নগর প্রদক্ষিণ করিবার সময় এক খণ্ড পবিষ্কৃত বস্ত্র দ্বারা কপালের ঘাম মুছিয়া ছিলেন। তাহাতে ঐ বস্ত্র খণ্ড মলিন হইয়া যায় দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, "আমার অপবিত্র দেহস্পর্শেই এই শুদ্ধ বস্ত্রখানির স্বাভাবিক শুভ্রতা বিনষ্ট হইল, অতএব জগতের সমস্ত যৌগিক পদার্থই অনিত্য।" এইরূপে তাঁহার মনে অনিত্যত্বজ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং সেই জ্ঞানের ফলে এখন মন হইতে অপবিত্রতা দূর করিবামাত্র তাঁহার মুক্তির পথ প্রশস্ত হইল।

এখন দেখা যাউক জীবকের আলয়ে কি হইতেছিল। ভিক্ষুগণ সমবেত হইলে জীবক দশবলকে ভোজ্য দ্রব্য

উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত দক্ষিণাজল * আনয়ন করিলেন, কিন্তু শাস্তা হাত দিয়া ভিক্ষাপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারের সমস্ত ভিক্ষুই আসিয়াছে কি?" মহাপন্থক উত্তর দিলেন, "সকলেই আসিয়াছেন; বিহারে কেহই নাই।" শাস্তা বলিলেন, "আছে বৈ কি, বিহারে এখনও অনেক ভিক্ষু আছে।" ইহা শুনিয়া জীবক কৌমারভৃত্য † বলিলেন, "কে আছিস্ রে এখানে? একবার দৌড়িয়া বিহারে গিয়া দ্যাখ্, সেখানে কতজন ভিক্ষু আছেন।"

এদিকে চুল্লপন্থক ধ্যানবলেই বুঝিতে পারিলেন যে মহাপন্থক বলিয়াছেন বিহারে কোন ভিক্ষু নাই। এই কথা যে সত্য নহে এবং বিহারে যে তখনও ভিক্ষু আছেন, ইহা দেখাইবার জন্য তিনি প্রভাববলে সমস্ত আম্র-কানন ভিক্ষুপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, তাঁহারা কেহ চীবর সীবন করিতেছেন, কেহ বস্ত্র রঞ্জিত করিতেছেন, কেহ বা ধর্ম্মশাস্ত্র আবৃত্তি করিতেছেন। এইরূপে সহস্র ভিক্ষুর আবির্ভাব হইল,—তাঁহারা এক এক জন যেন এক এক কাজে ব্যস্ত এবং প্রত্যেকের আকার অপর সকলের আকার হইতে ভিন্ন। বিহারে এত ভিক্ষু দেখিয়া জীবকের ভৃত্য ফিরিয়া গিয়া বলিল, "সমস্ত উদ্যান ভিক্ষুপূর্ণ।" প্রকৃতপক্ষে কিন্তু

একাকী পন্থক চুল্ল সহস্র বিগ্রহ ধরি
ছিলা সেই আম্রবণে আহ্বান প্রতীক্ষা করি।

শাস্তা ঐ ভৃত্যকে বলিলেন, "তুমি আবার যাও, বল গিয়া যাঁহার নাম চুল্লপন্থক, শাস্তা তাঁহাকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।" ভৃত্য আম্রকাননে গিয়া এই কথা বলিল, অমনি সহস্র মুখ হইতে 'আমি চুল্লপন্থক,' 'আমি চুল্লপন্থক' এই বাক্য নির্গত হইল। তখন সে পুনরায় জীবকের গৃহে গিয়া বলিল, "ভগবন্, তাঁহারা সকলেই বলিলেন 'আমি চুল্লপন্থক।'" শাস্তা বলিলেন, "আচ্ছা, বাপু, তুমি আরও একবার যাও এবং সর্ব্বপ্রথম যে বলিবে 'আমি চুল্লপন্থক' তাহার হাত ধরিয়া ফেল। তাহা করিলেই অন্য সকলের অন্তর্দ্ধান হইবে।" ভৃত্য আদেশ মত কার্য্য করিল এবং তৎক্ষণাৎ সেই মায়া-ভিক্ষুগণ অন্তর্হিত হইল। স্থবির ‡ চুল্লপন্থক তাহার সহিত জীবকের আলয়ে উপনীত হইলেন।

ভোজন শেষ হইলে শাস্তা বলিলেন, "জীবক, তুমি চুল্লপন্থকের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ কর, ইনিই অদ্য তোমার এই ভোজের অনুমোদন করিবেন।" § জীবক তাহাই করিলেন, অমনি চুল্লপন্থক সিংহনাদে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে অনুমোদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর শাস্তা আসন ত্যাগ করিয়া সঙ্ঘসহ বিহারে প্রতিগমন করিলেন, ভিক্ষুদিগের কাহার কি কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্দেশপূর্ব্বক গন্ধকুটীরের || দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বুদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন, কাহার কি কর্ম্মস্থান তাহা স্থির করিয়া দিলেন এবং অবশেষে গন্ধকুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া সিংহের ন্যায় শয়ন করিলেন।

সন্ধ্যার সময় ভিক্ষুগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে ধর্ম্ম-সভায় সমবেত হইয়া শাস্তার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—আসনস্থ ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে রক্তকম্বলশাণী ¶ প্রলম্বিত করিলে তাহার যেমন শোভা বর্দ্ধিত হয়, ভিক্ষুদিগের গুণগানে শাস্তার মহিমাও যেন সেইরূপ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "দেখ, মহাপন্থক চুল্লপন্থকের প্রবৃত্তি বুঝিতে পারেন নাই, চুল্লপন্থক চারিমাসে একটীমাত্র গাথা অভ্যাস করিতে পারেন নাই দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ইঁহার বুদ্ধি অতি স্থূল। সেই জন্য তিনি ইঁহাকে বিহার হইতে দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্যক্সম্বুদ্ধের অলৌকিক ধর্ম্মজ্ঞানপ্রভাবে এই জড়মতি ব্যক্তি এক দিনে—আহারের আয়োজনে যতটুকু সময় লাগে তাহারই মধ্যে—চতুর্ব্বিধ প্রতিসম্ভিদাসহ $ অর্হত্ব লাভ করিলেন। এখন তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী। অহো! বুদ্ধের কি মহিয়সী শক্তি!"

---

* দাতা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়া দাতব্য বস্তু উৎসর্গ করেন। ইহাকে দক্ষিণাজল বলে।

† কৌমারভৃত্য বা কুমারভৃত্যা আয়ুর্ব্বেদের একটী অংশ। ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুচিকিৎসা ইহার অঙ্গ। জীবক ইহাতে সুনিপুণ ছিলেন বলিয়া 'কৌমারভৃত্য' উপাধি পাইয়াছিলেন।

‡ পালি 'থের' (স্ত্রীং 'থেরী')। স্থবির ত্রিবিধ—জাতিস্থবির অর্থাৎ যাঁহারা বার্দ্ধক্যহেতু স্থবিরপদবাচ্য, ধর্ম্মস্থবির অর্থাৎ যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞানে উন্নত, সম্মতিস্থবির অর্থাৎ যাঁহারা উপসম্পদা লাভের দশ বৎসর পরে 'স্থবির' আখ্যা পাইয়া সম্মানিত হইয়াছেন। চুল্লপন্থক ধর্ম্মস্থবির হইয়াছেন বুঝিতে হইবে।

§ অনুমোদন করা, অর্থাৎ 'এই ভোজ অতি উত্তম হইয়াছে' এবংবিধ বাক্যদ্বারা দাতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দাতাকে আশীর্ব্বাদ করা।

|| গন্ধকুটীর—বিহারের যে কক্ষে বুদ্ধদেব স্বয়ং ধ্যানাদি করিতেন, তাহাকে গন্ধকুটীর বলা যাইত। সাধারণতঃ এই শব্দটী জেতবনস্থ মহাবিহারের বুদ্ধকক্ষ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইত।

¶ শাণী শণসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, পর্দ্দা। 'ছানি' শব্দটী ইহারই অপভ্রংশ কি?

$ বিশ্লেষপূর্ব্বক বিচারক্ষমতা। ইহা চতুর্ব্বিধ—অর্থপ্রতিসম্ভিদা, ধর্ম্মপ্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তিপ্রতিসম্ভিদা ও প্রতিভানপ্রতিসম্ভিদা, অর্থাৎ শব্দের অর্থজ্ঞান, শাস্ত্রবাক্যজ্ঞান শব্দের উৎপত্তিজ্ঞান এবং ধ্রুবজ্ঞান। এই চারি প্রকার জ্ঞান না জন্মিলে অর্হত্বপ্রাপ্তি ঘটে না।

ধর্ম্মশালায় যে কথোপকথন হইতেছিল ভগবান্ তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে দেখা দিবার অভিপ্রায়ে বুদ্ধশয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। রক্তবর্ণ দোপাট্টার উপর বিদ্যুল্লতার ন্যায় কায়বন্ধ সংযোজিত হইল, সর্ব্বোপরি রক্তকম্বল-সদৃশ বুদ্ধোচিত মহাচীবর শোভা পাইতে লাগিল। যখন তিনি গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার অনন্ত বুদ্ধলীলা-শোভিত গতি দেখিয়া বোধ হইল যেন কোন কেশরী বা প্রমত্ত গজেন্দ্র চলিয়া যাইতেছে। তিনি সেই অলঙ্কৃত ধর্ম্মমণ্ডপে প্রভাময় বুদ্ধাসনে অধিরোহণ করিলেন, তাঁহার দেহনিঃসৃত ষড়্বর্ণ রশ্মিজাল উদয়াচল-শিখরারূঢ় * বালসূর্য্যের অর্ণববক্ষঃপ্রতিফলিত অংশুমালার ন্যায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিল। সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে সমাগত দেখিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ তৎক্ষণাৎ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। শাস্তা সকরুণ দৃষ্টিতে সেই সভা অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, 'এই পরিষৎ অতীব সুন্দর, কেহই অস্বাভাবিক ভাবে হস্তপদ বিক্ষেপ করিতেছে না, হাঁচি, উৎকাসন পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে না। ইহারা বুদ্ধমাহাত্ম্যে এত শ্রদ্ধান্বিত এবং বুদ্ধতেজে এত অভিভূত যে আমি সমস্ত জীবন নিস্তব্ধ থাকিলেও, যতক্ষণ কথা না বলিব, ততক্ষণ অন্য কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে না।' অনন্তর তিনি সুমধুর ব্রহ্মভাবে ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা সভাস্থ হইয়া কি আলোচনা করিতেছিলে এবং আমাকে দেখিয়া কি বলিতে ক্ষান্ত হইলে?"

তাঁহারা বলিলেন, ভগবন্, আমরা এখানে বসিয়া কোন অনাবশ্যক কথা বলি নাই, আমরা আপনারই গুণকীর্ত্তন করিতেছিলাম। মহাপন্থক তাঁহার কনিষ্ঠের প্রবৃত্তি বুঝিতে পারেন নাই, আপনার শক্তি অলৌকিক, আমরা এই সকল কথা বলিতেছিলাম।" তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন "ভিক্ষুগণ, চুল্লপন্থক এ জন্মে আমার প্রভাবে পারত্রিক ঐশ্বর্য্যলাভ করিল, পূর্ব্ব এক জন্মেও সে আমারই প্রভাবে ঐহিক ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল।"

ভিক্ষুরা তখন ভগবানকে ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন, ভগবান্‌ও নিম্নলিখিত কথায় ভবান্তর প্রতিচ্ছন্ন সেই বৃত্তান্ত প্রকট করিয়া দিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর শ্রেষ্ঠিপদে নিযুক্ত হইয়া "চুল্লশ্রেষ্ঠী" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পরম বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং নিমিত্ত † দেখিয়া শুভাশুভ গণনা করিতে পারিতেন। একদিন বোধিসত্ত্ব রাজদর্শনে যাইবার সময় পথে একটী মৃত মূষিক দেখিতে পাইলেন। তৎকালে আকাশে গ্রহ ও নক্ষত্রগণের যেরূপ সংস্থান ছিল তাহা গণনা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যদি কোন বুদ্ধিমান্ সদ্‌বংশজ ব্যক্তি এই মৃত ইন্দুরটা তুলিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে ব্যবসায় করিয়া পরিবার-পোষণে সমর্থ হইবে।"

ঐ সময়ে এক ভদ্রবংশীয় অথচ নিঃস্ব যুবক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া ভাবিল, 'ইনি ত কখনও না জানিয়া শুনিয়া কোন কথা বলেন না। মরা ইন্দুরটা লইয়া গিয়া দেখি কপাল ফিরে কিনা।' অনন্তর সে ইন্দুরটা তুলিয়া লইয়া গেল। নিকটে এক দোকানদার তাহার পোষা বিড়ালের জন্য খাবার খুঁজিতেছিল। সে যুবকের নিকট হইতে এক পয়সা ‡ দামে ইন্দুরটা কিনিল। যুবক তখন ঐ পয়সা দিয়া গুড় কিনিল এবং এক কলসী জল লইয়া, যে পথে মালাকারেরা বন হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া ফিরে, সেইখানে গিয়া বসিল। অনন্তর মালাকারেরা যখন পুষ্প লইয়া ক্লান্তভাবে সেখানে উপস্থিত হইল, তখন যুবক তাহাদিগের প্রত্যেককে একটু একটু গুড় ও এক এক ওড়ং § জল খাইতে দিল। মালাকারেরা তৃপ্ত হইয়া তাহাকে এক এক মুষ্টি ফুল দিয়া গেল। সে উহা বেচিয়া যে পয়সা পাইল তাহা দিয়া পর দিন বেশী গুড় কিনিল এবং ফুলের বাজারে গিয়া মালাকারদিগকে আবার খাওয়াইল। মালাকারেরা সে দিন তাহাকে কতকগুলি ফুটন্ত ফুলের গাছ দিয়া গেল। এইরূপে ফুল ও ফুলগাছ বেচিয়া দুই চারি দিনের মধ্যে তাহার আট কাহণ পুঁজি হইল।

---

* মূলে 'যুগন্ধর' শব্দ আছে। ইহা 'উদয়াচলের' প্রতিশব্দ। † নিমিত্ত—লক্ষণ, যেমন বামে শব, শিবা, কুম্ভ এবং দক্ষিণে গো, মৃগ ও দ্বিজ, ইহারা শুভফলপ্রদ। ‡ মূলে "কাকিণিক" এই শব্দ আছে। ইহা তৎকাল প্রচলিত একপ্রকার তাম্রমুদ্রা = ২০ কপর্দ্দক। § পালি 'উলুঙ্ক' (সংস্কৃত 'উদঙ্ক')।

অনন্তর এক দিন খুব বড় বৃষ্টি হইল এবং রাজার বাগানে বিস্তর শুক্না ও কাঁচা ডালপালা ভাঙ্গিয়া পড়িল। মালী বেচারি কি উপায়ে এই আবর্জ্জনারাশি সরাইবে ইহা ভাবিতেছে, এমন সময় ঐ যুবক তাহার নিকট গিয়া বলিল, "যদি তুমি এ সমস্ত আমাকে বিনামূল্যে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে এখনই আমি বাগান পরিষ্কার করিয়া দিতে পারি।" মালী তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন যুবক, পাড়ার ছেলেরা যেখানে খেলা করিত সেইখানে গেল এবং ছেলেদিগকে একটু একটু গুড় খাইতে দিয়া বলিল, "ভাই সকল, তোমরা আমার সঙ্গে আইস, রাজার বাগানটী পরিষ্কার করিতে হইবে।" ছেলেরা গুড় পাইয়া বড় খুসি হইয়াছিল, তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে ডালপালা সমস্ত তুলিয়া আনিয়া রাস্তার উপর গাদা করিয়া রাখিল।

সে দিন রাজার কুম্ভকারের কাঠের অনটন হইয়াছিল। সে হাঁড়ি কলসী পোড়াইবার জন্য কাঠ কিনিতে গিয়া ডালের গাদা দেখিতে পাইল এবং নগদ ষোল কাহণ ও কয়েকটী হাঁড়ি দিয়া সমস্ত কিনিয়া লইল।

সমস্ত খরচখরচা বাদে যুবকের হাতে এইরূপে চব্বিশ কাহণ মজুত হইল। সে তখন একটা নূতন ফিকির বাহির করিল। বারাণসীতে পাঁচ শ ঘেসেড়া* ছিল। তাহারা প্রতিদিন মাঠে ঘাস আনিতে যাইত। যুবক নগরের বাহিরে এক স্থানে বড় বড় জালায় জল পূরিয়া রাখিল এবং উহা হইতে ঘেসেড়াদিগকে পিপাসার সময় জল দিতে লাগিল। ঘেসেড়ারা তৃপ্ত হইয়া বলিল, "আপনি আমাদের এত উপকার করিতেছেন; বলুন, আমরা কোন প্রত্যুপকার করিতে পারি কি না।" যুবক কহিল, "তাহার জন্য এত ব্যস্ত কেন? যখন প্রয়োজন হইবে তোমাদিগকে জানাইব।"

এই সময়ে যুবকের সহিত এক স্থলপথ-বণিক্ ও এক জলপথ-বণিকের বেশ বন্ধুত্ব জন্মিল। একদিন স্থলপথ-বণিক্ তাহাকে সংবাদ দিল, "ভাই, কাল একজন অশ্ব-বিক্রেতা এই নগরে পাঁচ শত অশ্ব লইয়া আসিবে।" এই কথা শুনিয়া যুবক ঘেসেড়াদিগকে বলিল, "ভাই সকল, তোমরা প্রত্যেকে কাল আমায় এক আটি ঘাস দিবে এবং আমার ঘাস বেচা শেষ না হইলে তোমাদের ঘাস বেচিবে না।" ঘেসেড়ারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাই করিল। অশ্ববণিক্ আর কোথাও ঘাস না পাইয়া যুবকের নিকট হইতে হাজার কাহণ মূল্যে পাঁচ শ আটি ঘাস কিনিয়া লইল।

ইহার কয়েক দিন পরে যুবক জলপথ-বণিকের নিকট জানিতে পারিল পট্টনে† একখানি বড় জাহাজ মাল লইয়া আসিয়াছে। তখন সে আর একটা মতলব আঁটিল। সে কালবিলম্ব না করিয়া দিন ভাড়ায়‡ একখানি গাড়ী আনিল এবং উহাতে চড়িয়া মহাসমারোহে পট্টনে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সে জাহাজের সমস্ত মালের দর ঠিক করিয়া নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরি দিয়া বায়না§ করিল, পরে তাঁবু খাটাইয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং অনুচরদিগকে বলিয়া দিল, "কোন বণিক্ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তাহাকে যেন একে একে তিনজন আরদালি সঙ্গে দিয়া ভিতরে আনা হয়।"

এদিকে পট্টনে বড় জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়া বারাণসীর প্রায় একশত বণিক্ উহার মাল কিনিবার জন্য সেখানে গমন করিল, কিন্তু যখন শুনিল কোন মহাজন একাই সমস্ত মাল বায়না করিয়াছেন, তখন তাহারা অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই যুবকের শিবিরে উপস্থিত হইল।

* মূলে "তৃণহারক" এই শব্দ আছে।

† পট্টন—বন্দর (port)

‡ মূলে "তাবৎকালিক রথ" আছে। ইহার অর্থ, যাহা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অর্থাৎ ঘণ্টা, দিন প্রভৃতি হিসাবে ভাড়া করা যায়।

§ মূলে 'সত্যকার" (সত্যঙ্কার) এই শব্দ আছে।

সেখানে শিবিবেব ঘটা এবং আবদালী, চোপদার প্রভৃতিব ছড়াছড়ি দেখিয়া তাহাবা মনে করিল এই যুবক নিশ্চিত অতুল ঐশ্বর্য্যেব অধিকাবী। তাহাবা এক এক কবিয়া যুবকেব সহিত সাক্ষাৎ কবিল এবং মালেব এক এক অংশ পাইবাব জন্য এক এক হাজাব মুদ্রা লাভ দিতে অঙ্গীকাব কবিল। অনন্তব যুবকেব নিজেব যে অংশ বহিল, তাহাও কিনিবাব জন্য তাহাবা আব এক লক্ষ মুদ্রা লাভ দিল। এইরূপে যুবক দুই লক্ষ মুদ্রা লাভ কবিযা বাবাণসীতে ফিবিযা গেল।

যুবক দেখিল বোধিসত্ত্বেব পবামর্শ মত কাজ কবাতেই তাহাব অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। অতএব কৃতজ্ঞতাব নিদর্শনস্বরূপ সে একলক্ষ মুদ্রা লইযা বোধিসত্ত্বকে উপহাব দিতে গেল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তুমি এত অর্থ কোথায় পাইলে?" তখন যুবক, মবা ইন্দুব তুলিযা লওযা অবধি কিরূপে চাবি মাসেব মধ্যে সে বিপুল বিভবশালী হইযাছে, সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিযা বলিল। তাহা শুনিযা বোধিসত্ত্ব বিবেচনা কবিলেন, 'এই বুদ্ধিমান্ যুবক যাহাতে অন্য কাহাবও হাতে গিযা না পড়ে তাহা কবিতে হইবে।' অনন্তব তিনি তাহাব সহিত নিজেব প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাব বিবাহ দিলেন। বোধিসত্ত্বেব অন্য কোন সন্তান ছিল না, কাজেই যুবক তাঁহাব সমস্ত সম্পত্তিব অধিকাবী হইল এবং বোধিসত্ত্ব নিজকর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তব গমন কবিলে স্বযং বাবাণসীব মহাশ্রেষ্ঠিপদ লাভ কবিল।

[কথাবসানে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ অভিসম্বুদ্ধভাব ধাবণপূর্ব্বক এই গাথা পাঠ কবিলেন :—

ল'যে অল্প মূলধন প্রচুর ঐশ্বর্য্য লভে বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ জন,
লইযা স্ফুলিঙ্গমাত্র, ফুৎকাবে পোষণ কবি, কবে লোক মহাগ্নি সৃজন।

সমবধান—তখন চুল্লপন্থক ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠীব শিষ্য এবং আমি ছিলাম চুল্লমহাশ্রেষ্ঠী।]

☞ কথাসবিৎসাগবেও এইরূপ একটী আখ্যাযিকা আছে।

৫—তণ্ডুলনালী-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবিব লালুদাযীব † সম্বন্ধে এই কথা বলিযাছিলেন। এই সমযে মল্ল জাতীয স্থবিব দব্বো ভিক্ষুসংঘেব ভক্তোদ্দেশক ছিলেন। তিনি প্রাতঃকালে যে শলাকা দিতেন ‡ তাহা দেখাইযা স্থবিব উদাযী কোন দিন উৎকৃষ্ট, কোন দিন বা নিকৃষ্ট তণ্ডুল পাইতেন। উদাযী যে যে দিন নিকৃষ্ট তণ্ডুল পাইতেন, সেই সেই দিন শলাকাগাবে § গণ্ডগোল কবিতেন। তিনি বলিলেন, "দব্বো ভিন্ন কি আর কেহ শলাকা বিতবণ কবিতে জানে না? আমবা কি এ কাজ কবিতে পাবি না?" এক দিন তাঁহাকে এইরূপ গণ্ডগোল কবিতে দেখিযা, অন্য সকলে তাঁহাব সম্মুখে শলাকাব ঝুড়ি বাখিযা বলিল, "বেশ কথা, আজ আপনিই শলাকা বিতবণ করুন।" তদবধি উদাযীই সংঘেব মধ্যে শলাকা বিতবণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বণ্টন কবিবাব সময তিনি কোন্ তণ্ডুল উৎকৃষ্ট, কোন্ তণ্ডুল নিকৃষ্ট তাহা বুঝিতে পাবিতেন না, কত দিনেব ভিক্ষু হইলে উৎকৃষ্ট তণ্ডুল পায, কত দিনেব ভিক্ষুকে নিকৃষ্ট তণ্ডুল দিতে হয, তাহাও তাঁহাব জানা ছিল না। শলাকাগৃহে ভিক্ষুদিগেব নাম ডাকিবাব সমযেও কাহাকে অগ্রে ডাকিতে হইবে, কাহাকে পশ্চাতে ডাকিতে হইবে, তাহা তিনি জানিতেন না। কাজেই ভিক্ষুবা যখন শলাকাগৃহে উপবেশন কবিতেন, তখন উদাযী ভূমিতে বা ভিত্তিতে দাগ দিযা স্থিব কবিয়া লইতেন এখানে অমুক দল ছিল, এখানে অমুক দল ছিল ইত্যাদি। কিন্তু পব দিন হযত এক

---

* নালী—এক প্রকাব পবিমাপক পাত্র (যেমন আমাদেব পালি ইত্যাদি)।

† লালুদাযী—স্থূলবুদ্ধি উদাযী। 'উদাযী' এই ব্যক্তিব নাম।

‡ বিহাবস্থ ভিক্ষুদিগকে প্রতিদিন ভোজ্য বণ্টন কবিযা দেওযা ভক্তোদ্দেশকেব কার্য্য। ভিক্ষুবা কোন কোন দিন উপাসকদিগেব গৃহে নিমন্ত্রিত হইতেন, সে দিন বিহাব হইতে কোন ভোজ্য দিবাব প্রযোজন হইত না। অন্যান্য দিন বিহাবেব ভাণ্ডাব হইতে তণ্ডুলাদি বিতবণ কবিতে হইত। ভিক্ষুবা প্রাতঃকালে এক একটী শলাকা পাইতেন। এই শলাকা বর্ত্তমান কালের টিকেটস্থানীয। ইহা দেখাইযা তাঁহাবা স্ব স্ব প্রাপ্য খাদ্য লইতেন।

যাহাবা বণ্টন কার্য্যে অভিজ্ঞ, ন্যাযপবাযণ, বুদ্ধিমান্, নির্ভীক্ এবং ধীবপ্রকৃতি, ঈদৃশ প্রবীণ ভিক্ষুবাই ভক্তোদ্দেশকেব পদে বৃত হইতেন।

§ যে গৃহে শলাকা বিতবণ কবা হইত।

দলের অল্প লোক ও অন্য দলের অধিক লোক উপস্থিত হইত। এরূপ ঘটিলে দাগ অল্প দলের জন্য নিম্নে এবং অধিক দলের জন্য উপরে পড়িবার কথা, কিন্তু উদায়ী তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি পূর্ব্বদিনের দাগ দেখিয়াই শলাকা বণ্টন করিতেন। অপিচ কোন্ দলকে কি দিতে হইবে তাহাও তিনি বুঝিতেন না।

ভিক্ষুরা বলিতেন, "ভাই উদায়ী, দাগটা বড় উপরে উঠিয়াছে অথচ ভিক্ষুর সংখ্যা কম", কিংবা "দাগটা বড় নীচে আছে, অথচ ভিক্ষুর সংখ্যা বেশী" কিংবা "এত বৎসরের ভিক্ষুদিগকে ভাল চাউল দিতে হইবে; এত বৎসরের ভিক্ষুদিগকে মন্দ চাউল দিতে হইবে" ইত্যাদি। কিন্তু উদায়ী তাঁহাদের কথায় কাণ দিতেন না। তিনি বলিতেন, "যেখানকার দাগ সেখানেই আছে। আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করিব, না আমার দাগ বিশ্বাস করিব?"

এইরূপে জ্বালাতন হইয়া একদিন বালক ভিক্ষু* ও শ্রামণেরগণ উদায়ীকে শলাকাগার হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহারা বলিল, "ভাই লালুদায়ী, তুমি শলাকা বিতরণ করিলে ভিক্ষুরা স্ব স্ব প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হয়। তুমি এ কাজের অনুপযুক্ত, অতএব এখান হইতে চলিয়া যাও।" ইহাতে শলাকাগারে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। শাস্তা স্থবির আনন্দকে† জিজ্ঞাসা করিলেন, "শলাকাগারে কোলাহল হইতেছে কেন?"

আনন্দ তথাগতকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাহা শুনিয়া তথাগত বলিলেন, "উদায়ী নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ এখনই যে কেবল অপরের প্রাপ্যহানি করিতেছে তাহা নহে পূর্ব্বেও সে ঠিক এইরূপ করিয়াছিল।"

আনন্দ বলিলেন "প্রভু, দয়া করিয়া ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিন।" তখন ভগবান্ ভবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন সেই অতীত কথা প্রকট করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অর্ঘকারকের‡ কাজ করিতেন। তিনি হস্তী, অশ্ব, মণি, মুক্তা প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বিক্রেতাদিগের, যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহা চুকাইয়া দিতেন।

রাজা ব্রহ্মদত্ত অতি অর্থলোলুপ ছিলেন। এক দিন তাঁহার মনে হইল 'এই অর্ঘকারক যে ভাবে মূল্য নিরূপণ করিতেছে, তাহাতে অচিরে আমার ভাণ্ডার শূন্য হইবে। আমি ইহাকে পদচ্যুত করিয়া অপর কোন ব্যক্তিকে অর্ঘকারকের কাজ দিব।' অনন্তর তিনি জানালা§ খুলিয়া দেখিলেন একটা পাড়াগেঁয়ে লোক উঠান দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে। ঐ ব্যক্তি নিতান্ত নির্ব্বোধ অথচ লোভী ছিল। কিন্তু ব্রহ্মদত্ত তাহা জানিতেন না, তিনি ভাবিলেন এইরূপ লোককেই অর্ঘকারক করা উচিত। তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার অর্ঘকারকের কাজ করিতে পারিবে কি?" সে বলিল, "হাঁ মহারাজ, আমি এ কাজ করিতে পারিব।" ব্রহ্মদত্ত তদ্দণ্ডেই সেই লোকটাকে নিযুক্ত করিয়া ভাণ্ডাররক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। অতঃপর সে, যখন যেমন খেয়াল হইত, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারণ করিত, কোন্ দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য কত হইতে পারে তাহা একবারও ভাবিত না। কিন্তু রাজার অর্ঘকারক বলিয়া কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না; সে যে মূল্য অবধারণ করিয়া দিত, বিক্রেতাদিগকে তাহাই লইতে হইত।

এক দিন উত্তরাঞ্চল হইতে এক অশ্ববণিক্ পাঁচশত অশ্ব লইয়া বারাণসীতে উপনীত হইল। রাজা নূতন অর্ঘকারককে সেই সকল অশ্বের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। সে গিয়া স্থির করিল পাঁচশ ঘোড়ার দাম এক পালি চাউল, এবং অশ্ব-বণিক্‌কে ঐ মূল্য দিয়াই ঘোড়াগুলিকে রাজার আস্তাবলে লইয়া যাইতে হুকুম দিল। অশ্ববণিক্ হতবুদ্ধি হইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গেল এবং যেরূপ ঘটিয়াছিল সমস্ত বলিয়া এখন কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিল। বোধিসত্ত্ব

---

* মূলে "দহর ভিক্ষু" এই পদ আছে। 'দহর' শব্দ সংস্কৃত 'দভ্র' শব্দের রূপান্তর, ইহার অর্থ 'অল্পবয়স্ক'। আট নয় বৎসরের বালকেরাও ভিক্ষু হইত।

† আনন্দ—বুদ্ধদেবের একজন প্রধান শিষ্য। ইনি 'ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক' এই উপাধি পাইয়াছিলেন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

‡ রাজা যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেন, অর্ঘকারক সেই গুলির মূল্য স্থির করিত।

§ মূলে 'সিংহপঞ্জর' এই শব্দ আছে।

সেই ভাণ্ডার ঘৃততণ্ডুলাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হয় নাই, ততদিন তিনি প্রব্রাজক হন নাই। প্রব্রাজক হইবার পরেও তিনি ভৃত্যদিগকে ডাকাইয়া ইচ্ছানুরূপ খাদ্য পাক করাইয়া আহার করিতেন। তাঁহার আসবাবেরও[*] অভাব ছিল না। তিনি দিনের জন্য এক প্রস্থ এবং রাত্রির জন্য এক প্রস্থ পরিচ্ছদ রাখিতেন এবং বিহারের প্রত্যন্ত অংশে একাকী অবস্থান করিতেন।

একদা ঐ ব্যক্তি পরিচ্ছদ ও শয্যা বাহির করিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে শুকাইতে দিয়াছেন, এমন সময়ে কতকগুলি জনপদবাসী ভিক্ষু নানা অঞ্চলের বিহার পরিদর্শন করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ঐ ভিক্ষুর শয্যা ও পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সমস্ত কাহার"? ভিক্ষু বলিলেন "এ সমস্ত আমার।" "সে কি? এই এক বহির্ব্বাস, এই এক বহির্ব্বাস। এই এক অন্তর্ব্বাস, এই এক অন্তর্ব্বাস। আর এই শয্যা - এ সমস্তই কি আপনার?" "হাঁ, এসমস্তই আমার, অন্য কাহারও নহে।" "মহাশয় ভগবান্ ভিক্ষুদিগের জন্য কেবল ত্রিচীবরের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপনি যে বুদ্ধের শাসনে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি কেমন নিঃস্পৃহ, আর আপনি ভোগের জন্য এত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। চলুন, আপনাকে দশবলের নিকট লইয়া যাই"। ইহা বলিয়া তাঁহারা সেই ভিক্ষুকে লইয়া শাস্তার নিকট গেলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ভিক্ষুকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এখানে আনিলে কেন?" "ভগবন্, এই ব্যক্তি বিভবশালী। ইনি পরিচ্ছদাদি বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।" "কি হে ভিক্ষু, ইহারা বলিতেছে, তুমি বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছ, একথা সত্য কি?" "হাঁ ভগবন্, একথা সত্য।" "তুমি পরিচ্ছদাদি উপকরণের এত ঘটা করিয়াছ কেন? আমি কি নিয়ত নিঃস্পৃহতা, সন্তুষ্টচিত্ততা, নির্জ্জনবাস, দৃঢ়বীর্য্যতা প্রভৃতির প্রশংসা করি না?"

শাস্তার এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ভিক্ষু বলিলেন, "তবে আমি এইভাবে বিচরণ করিব" এবং বহির্ব্বাস ফেলিয়া দিয়া সভামধ্যে একচীবর মাত্র পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তা বলিলেন, "তুমি না পূর্ব্বে উদকরাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও লজ্জাশীলতা অর্জ্জন করিবার জন্য দ্বাদশ বৎসর বহু যত্ন করিয়াছিলে? তবে এখন কিরূপে গৌরবময় বুদ্ধশাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও নির্লজ্জভাবে বহির্ব্বাস পরিহারপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছ?" এই কথায় উক্ত ভিক্ষুর লজ্জাশীলতা ফিরিয়া আসিল, তিনি পুনর্ব্বার বহির্ব্বাস গ্রহণ করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন।

তখন ভিক্ষুরা উদকরাক্ষস-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। তাহা দেখিয়া শাস্তা ভাবান্তরপ্রতিচ্ছন্ন সেই অতীত কথা প্রকট করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসী রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহিংসাসকুমার এই নাম প্রাপ্ত হন। বোধিসত্ত্ব যখন দুই তিন বৎসর বয়সে হাঁটিতে ও ছুটাছুটি করিতে শিখিয়াছেন, তখন তাঁহার একটী সহোদর জন্মিল। রাজা এই পুত্রের নাম রাখিলেন চন্দ্রকুমার। অনন্তর চন্দ্রকুমার যখন হাঁটিতে ও ছুটিতে শিখিলেন, তখন মহিষীর প্রাণবিয়োগ হইল এবং ব্রহ্মদত্ত পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়া নবীনা মহিষীকে জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়া লইলেন।

কিয়ৎকাল পরে নবীনা মহিষীও একটী পুত্র প্রসব করিলেন, ইঁহার নাম রাখা হইল সূর্য্য-কুমার। রাজা নবকুমার লাভ করিয়া অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন এবং মহিষীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, এই বালকের জন্য তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই দিব।" কিন্তু মহিষী তখন কোন বর চাহিলেন না, তিনি বলিলেন, "মহারাজ, যখন প্রয়োজন হইবে, তখন আপনাকে একথা স্মরণ করাইয়া দিব।"

---

[*] মূলে 'পরিষ্কার' এই শব্দ আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু কেবল ভিক্ষাপাত্র, ত্রিচীবর, কায়বন্ধন, সূচি, বাসি, ক্ষুর এবং পরিস্রাবণ (জল ছাঁকিবার যন্ত্র) এই অষ্ট পরিষ্কার রাখিতে পারেন। ত্রিচীবর—সংঘাটী, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তরবাসক। সংঘাটী বহির্বাস, ইহা দ্বিপুট এবং স্কন্ধ হইতে সমস্ত দেহ আবৃত করে। ভিক্ষুরা বাহিরে যাইবার সময় ইহা ব্যবহার করেন। উত্তরাসঙ্গ একপুট, ইহাও স্কন্ধ হইতে সর্ব্বশরীর আবৃত করে এবং বিহারের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হয়। অন্তরবাসককে এক প্রকার লুঙ্গী বা ছোট ধুতি বলা যাইতে পারে, পরিলে কোচা অল্প থাকে কাছা থাকেনা। সংঘাটী, উত্তরাসঙ্গ ও অন্তরবাসক প্রত্যেকেই অন্ততঃ ১৫ খানি টুকরা সেলাই করিয়া প্রস্তুত হয়। কায়বন্ধন অর্থাৎ কটিবন্ধ। বুদ্ধদেব নগ্নসন্ন্যাসীদিগকে নির্লজ্জ বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তাঁহার মতে ভিক্ষুদিগের পক্ষেও সুন্দররূপে গাত্র আবৃত রাখা আবশ্যক।

কালসহকাবে সূর্য্যকুমাব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তখন একদিন মহিষী বাজাকে বলিলেন, "মহাবাজ এই বালক যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন আপনি অঙ্গীকাব কবিয়াছিলেন ইহাকে একটী বর দিবেন। অতএব এখন ইহাকে বাজ্যপদ দান করুন।" বাজা উত্তব কবিলেন, "আমাব প্রথম দুইপুত্র প্রজ্জ্বলিত অগ্নিব ন্যায় তেজস্বী। আমি তাহাদিগকে ত্যাগ কবিয়া তোমাব পুত্রকে বাজ্য দিতে পাবি না"। কিন্তু মহিষী এ কথায় নিবস্ত হইলেন না। তিনি এই প্রার্থনা পূবণেব জন্য বাজাকে দিবাবাত্র জ্বালাতন কবিতে লাগিলেন। তখন বাজাব আশঙ্কা হইল পাছে মহিষী কুচক্র কবিয়া সপত্নী-পুত্রদিগেব কোন অনিষ্ট কবেন। তিনি মহিংসাসকুমাব ও চন্দ্রকুমাবকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, যখন সূর্য্যকুমাবেব জন্ম হয়, তখন আমি তোমাদেব বিমাতাকে একটী বব দিতে চাহিয়াছিলাম। সেই ববে এখন তিনি সূর্য্যকুমাবকে বাজ্য দিতে বলিতেছেন। কিন্তু সূর্য্যকুমাব বাজা হয় এ ইচ্ছা আমাব একেবাবেই নাই। তথাপি স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্কবী; আশঙ্কা হয় বাণী হয়ত তোমাদেব সর্ব্বনাশসাধনেব চেষ্টা কবিবেন। অতএব তোমবা এখন বনে গিয়া আশ্রয় লও। আমাব মৃত্যু হইলে শাস্ত্রানুসাবে এ বাজ্য তোমাদিগেবই প্রাপ্য, তোমবা তখন আসিয়া ইহা গ্রহণ কবিও।" অনন্তব অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ কবিতে কবিতে তিনি পুত্রদ্বয়েব মুখচুম্বন কবিয়া তাঁহাদিগকে বনে পাঠাইলেন।

বাজকুমাবদ্বয় পিতাব চবণবন্দনা কবিয়া যখন প্রাসাদ হইতে বাহিব হইলেন, তখন সূর্য্যকুমাব প্রাঙ্গণে ক্রীড়া কবিতেছিলেন। অগ্রজদ্বয়েব বনগমন-কাবণ জানিতে পাবিয়া তিনিও তাঁহাদেব অনুগমন কবিতে সঙ্কল্প কবিলেন। এইৰূপে তিন ভাই একসঙ্গে বনবাস করিতে গেলেন।

বাজকুমাবেবা চলিতে চলিতে অবশেষে হিমালয় পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। সেখানে বোধিসত্ত্ব একদিন এক তৰুমূলে উপবেশন কবিয়া সূর্য্যকুমাবকে বলিলেন, "ভাই, ছুটিয়া একবাব ঐ সবোববে গিয়া স্নান কব্ ও জল খা, শেষে ফিবিবাব সময় আমাদেব জন্য পদ্মপাতায় কিছু জল আনিস্।"

ঐ সবোবব পূর্ব্বে কুবেবেব অধিকাবে ছিল। তিনি উহা এক উদক-বাক্ষসকে দান কবিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন "দেবধর্ম্ম-জ্ঞানহীন যে ব্যক্তি ইহাব জলে অবতবণ কবিবে সে তোমাব ভক্ষ্য হইবে। যাহাবা জলে অবতবণ কবিবে না, তাহাদেব উপব কিন্তু তোমাব কোন অধিকাব থাকিবে না।" তদবধি সেই উদক-বাক্ষস, কেহ জলে অবতবণ কবিলেই, তাহাকে 'দেবধর্ম্ম কি?' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিত এবং সে উত্তব দিতে না পাবিলে তাহাকে খাইয়া ফেলিত। সূর্য্যকুমার এ বৃত্তান্ত জানিতেন না। তিনি নিঃশঙ্কমনে যেমন জলে নামিয়াছেন, অমনি উদক-রাক্ষস তাঁহাকে ধবিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, "দেবধর্ম্ম কাহাকে বলে জান কি?" সূর্য্যকুমাব বলিলেন, "জানি বৈকি, লোকে সূর্য্য ও চন্দ্রকে দেবতা বলে।" বাক্ষস বলিল, "মিথ্যাকথা; তুমি দেবধর্ম্ম জান না।" অনন্তব সে সূর্য্যকুমাবকে টানিয়া গভীব্ জলেব ভিতব লইয়া গেল এবং নিজেব আগাবে আবদ্ধ কবিয়া বাখিল।

সূর্য্যকুমাবেব ফিবিতে বিলম্ব দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চন্দ্রকুমাবকে তাঁহাব অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। বাক্ষস চন্দ্রকুমাবকেও ধবিয়া ফেলিল এবং সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিল। চন্দ্রকুমার উত্তব দিলেন, "দিক্‌চতুষ্টয় দেবধর্ম্ম-বিশিষ্ট।" বাক্ষস বলিল, "মিথ্যাকথা, তুমি দেবধর্ম্ম জান না।" সে চন্দ্রকুমাবকেও টানিয়া গভীব জলেব ভিতব লইয়া গেল এবং নিজেব আগাবে আবদ্ধ কবিয়া বাখিল।

চন্দ্রকুমাবও ফিবিয়া আসিলেন না দেখিয়া বোধিসত্ত্বের আশঙ্কা হইল হয়ত দুই ভ্রাতাবই কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। তিনি তাঁহাদিগেব অনুসন্ধানে ছুটিলেন এবং পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলেন

তাঁহারা দুই জনেই সরোবরে অবতরণ করিয়াছেন। তখন তাঁহার সন্দেহ হইল ঐ সরোবরে কোন উদকরাক্ষস আছে। অতএব তরবারি খুলিয়া ও ধনুর্ব্বাণ হাতে লইয়া তিনি রাক্ষসের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

উদকরাক্ষস দেখিল বোধিসত্ত্ব জলে অবতরণ করিতেছেন না। তখন সে তাঁহার নিকট বনেচরের বেশে আবির্ভূত হইয়া বলিল, "ভাই, তুমি, দেখিতেছি, পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ। জলে নামিয়া অবগাহন কর, মৃণাল ও জল খাও, পদ্মের মালা পর, তাহা হইলে শরীর শীতল হইবে, আবার পথ চলিতে পারিবে।" বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়াই রাক্ষস বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমিই না আমার ভাই দুইটীকে ধরিয়া রাখিয়াছ?" রাক্ষস বলিল, "হাঁ"।

"কেন ধরিলে?"

"যাহারা এই জলে নামে তাহারা আমার ভক্ষ্য।"

"সকলেই তোমার ভক্ষ্য?"

"কেবল যাহারা দেবধর্ম্ম জানে তাহারা নহে। তাহারা ব্যতীত আর সকলেই আমার ভক্ষ্য।"

"দেবধর্ম্ম কি জানিতে চাও?"

"হাঁ, জানিতে চাই।"

"তবে দেবধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর।"

"বল, দেবধর্ম্ম কি তাহা শুনিব।"

"বলিব বটে, কিন্তু পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়াছি।"

তখন রাক্ষস তাঁহাকে স্নান করাইল, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য দিল, পুষ্পফুল দিয়া সাজাইল, গন্ধদ্রব্য অনুলিপ্ত করিল এবং তাঁহার শয়নের নিমিত্ত বিচিত্র মণ্ডপের মধ্যে পর্য্যঙ্ক স্থাপিত করিল। বোধিসত্ত্ব পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন, রাক্ষস তাঁহার পাদমূলে বসিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবধর্ম্ম কি শ্রবণ কর,—

> নিরত প্রশান্তচিত্ত, সত্যপরায়ণ
> নিমগ্ন হৃদয়ে সদা ধর্ম্মের ভজন,
> হ্রী আর সংজ্ঞান আছে পাপ মনে
> দেবধর্ম্মা বলি তুমি জানিবে সে জনে।

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া রাক্ষস সন্তুষ্ট হইল এবং বোধিসত্ত্বকে বলিল, "পণ্ডিতবর, আমি তোমার কথায় শ্রদ্ধান্বিত হইলাম। আমি তোমার একজন ভ্রাতাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি, বল, কাহাকে আনিব।"

"আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আন।"

"তুমি দেবধর্ম্ম জান বটে, কিন্তু তদনুসারে কাজ কর না।"

"এ কথা বলিতেছ কেন?"

"যে বড় তাহাকে ছাড়িয়া, যে ছোট তাহাকে বাঁচাইতে চাও কেন? ইহাতে জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদা রাখা হইল কি?"

"আমি দেবধর্ম্ম জানি, তদনুসারে কাজও করি। কনিষ্ঠটী আমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইহারই জন্য আমরা বনবাসী হইয়াছি। বিমাতা ইহাকে রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু পিতা তাহাতে অসম্মত হইয়া আমাকে ও আমার সহোদরকে বনে আশ্রয় লইতে বলেন। আমরা বনে আসিতেছি দেখিয়া এ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের অনুগমন করিয়াছে, একদিনও গৃহে ফিরিবার কথা ভাবে নাই। অধিকন্তু, আমি যদি বলি ইহাকে রাক্ষসে খাইয়াছে, তাহা

হইলে কেহই সে কথা বিশ্বাস করিবে না। অতএব লোকনিন্দার ভয়েও আমি তোমার নিকট ইহারই জীবন ভিক্ষা করিতেছি।"

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাক্ষস "সাধু, সাধু" বলিয়া উঠিল। সে কহিল "এখন বুঝিলাম তুমি দেবধর্ম্ম জান এবং তদনুসারে কাজও কর।" অনন্তর সে প্রসন্ন হইয়া বোধিসত্ত্বের উভয় ভ্রাতাকেই আনিয়া দিল। তখন বোধিসত্ত্ব রাক্ষসকে বলিলেন, "ভদ্র, অতীতকালে তুমি যে পাপকার্য্য করিয়াছ তাহারই ফলে রাক্ষসজন্ম গ্রহণ করিয়া এখন তোমাকে অপর প্রাণীর রক্তমাংসে দেহ ধারণ করিতে হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও তোমার শিক্ষা হয় নাই। তুমি এজন্মেও পাপসঞ্চয় করিতেছ, ইহার ফলে তোমাকে চিরদিন নিরয়গমন, নীচ যোনিতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ প্রভৃতি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব এই সময় হইতে নীচপ্রবৃত্তি পরিহার করিয়া সৎপথে বিচরণ কর।"

এইরূপে রাক্ষসকে ধর্ম্মপথে আনিয়া বোধিসত্ত্ব সেই বনে অনুজদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। রাক্ষস তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইল। অনন্তর একদিন নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বোধিসত্ত্ব জানিতে পারিলেন তাঁহার পিতা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তখন তিনি ভ্রাতৃদ্বয় ও উদক-রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে প্রতিগমন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব চন্দ্রকুমারকে উপরাজ * ও সূর্য্যকুমারকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। উদক-রাক্ষসের জন্য তিনি এক রমণীয়স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং তাহার ব্যবহারার্থ উৎকৃষ্ট পুষ্প, মালা, খাদ্য প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে যথাসাধ্য রাজ্যপালন করিয়া বোধিসত্ত্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিলেন।

[কথা শেষ হইলে ভগবান্ ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন এবং তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই ঐশ্বর্য্যশালী ভিক্ষু ছিল পূর্ব্বকালের সেই উদকরাক্ষস, আনন্দ † ছিল সূর্য্যকুমার শারীপুত্র ছিল চন্দ্রকুমার এবং আমি ছিলাম মহিংসাসকুমার।]

☞ দেবধর্ম্ম জাতকের প্রথমাংশের সহিত দশরথজাতকের (৪৬১) প্রথমাংশের এবং শেষাংশের সহিত মহাভারত বর্ণিত বককপী যমকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের চরিত্র পরীক্ষা বৃত্তান্তের সৌসাদৃশ্য আছে।

৭—কাষ্ঠহারি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে বাসব ক্ষত্রিয়ার প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্বাদশ নিপাতে ভদ্রশাল জাতকে (৪৬৫) সবিস্তর বলা হইবে। ‡

প্রবাদ আছে, বাসব ক্ষত্রিয়া মহানামা শাক্যের ঔরসে এবং নাগমুণ্ডা নাম্নী এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনোদয়ে তিনি কোশল রাজের মহিষী হন এবং বিরূঢক নামে এক পুত্র প্রসব করেন। শেষে কোশলরাজ জানিতে পারেন, মহিষী নীচকুলজাতা। অতএব তিনি বালক ও তাহার গর্ভধারিণী উভয়কেই প্রাসাদ হইতে দূর করিয়া দেন।

এই সংবাদ শুনিয়া শাস্তা একদিন প্রত্যূষে পঞ্চশত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া রাজভবনে উপনীত হইলেন এবং আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাসব ক্ষত্রিয়া কোথায়?" তখন রাজা তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "বাসব ক্ষত্রিয়ার জন্ম রাজকুলে, তাহার বিবাহ হইয়াছে রাজার সহিত, সে প্রসব করিয়াছে রাজপুত্র। এরূপ পুত্র পৈতৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে চলিবে কেন? প্রাচীন কালে কোন রাজা এক কাষ্ঠহারিণীর গর্ভজাত পুত্রকেও রাজ্য দান করিয়াছিলেন। অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

---

* আমরা যাঁহাকে রাজপ্রতিনিধি (viceroy) বলি, প্রাচীন ভারতবর্ষে তাঁহাকে "উপরাজ" এবং তদীয় অধিকারকে "উপরাজ্য" বলা যাইত।

† আনন্দ—গৌতমবুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যদিগের অন্যতম। ইনি 'ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক' এই উপাধি পাইয়াছিলেন। শারীপুত্র (শারীপুত্র, শারিপুত্র, সারিপুত্র) গৌতমবুদ্ধের অপর একজন প্রধান শিষ্য। ইঁহার উপাধি ছিল 'ধর্ম্মসেনাপতি।' সবিস্তর বিবরণ ৪২ পৃষ্ঠের টীকায় এবং পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

‡ উদীচ্য বৌদ্ধসাহিত্যে বিরূঢকের গর্ভধারিণীর নাম মল্লিকা, মালিকা বা মালিনী।

পুবাকালে বাবাণসী-বাজ ব্রহ্মদত্ত একদিন উদ্যানবিহাবে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ফলপুষ্পাদিব আহবণেব নিমিত্ত ইতস্ততঃ বিচবণ কবিতেছেন, এমন দেখিতে পাইলেন, একটী বমণী গান কবিতে কবিতে কাষ্ঠসংগ্রহ করিতেছে। ব্রহ্মদত্ত তাহাব রূপে মুগ্ধ হইয়া তদ্দণ্ডেই তাহাকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ কবিলেন। অনন্তব বোধিসত্ত্ব এই বমণীব গর্ভে প্রবেশ কবিলেন। বমণীকে গর্ভবতী জানিয়া বাজা তাহাব হস্তে স্বনামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরী দিয়া বলিলেন, "যদি কন্যা প্রসব কব, তবে ইহা বিক্রয় কবিয়া তাহাব ভবণ পোষণ কবিবে, আব যদি পুত্র প্রসব কব, তবে তাহাকে এই অঙ্গুবিসহ আমাব নিকট লইয়া যাইবে।

বমণী যথাকালে বোধিসত্ত্বকে প্রসব কবিল। বোধিসত্ত্ব যখন ছুটাছুটি কবিতে শিখিয়া পাড়াব ছেলেদেব সহিত খেলা আবম্ভ কবিলেন, তখন অনেকে তাঁহাকে "নিষ্পিতৃক" বলিয়া উপহাস কবিতে লাগিল। কেহ বলিত "দেখ, নিষ্পিতৃক আমাকে মাবিয়া গেল," কেহ বলিত, "নিষ্পিতৃক আমাকে ধাক্কা দিল।" ইহাতে বোধিসত্ত্বেব মনে দাৰুণ আঘাত লাগিল। তিনি একদিন জননীকে জিজ্ঞাসিলেন, "আমার বাবা কে, মা ?

বমণী বলিল, "বাছা, তুমি বাজাব ছেলে।"

"আমি যে বাজাব ছেলে তাহাব প্রমাণ কি, মা ?"

"বাছা, বাজা যখন আমায় ছাড়িয়া যান, তখন এই অঙ্গুবি দিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাব নাম আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, 'যদি কন্যা জন্মে, তবে ইহা বেচিয়া তাহাব ভবণ পোষণ কবিবে, আব যদি পুত্র জন্মে, তবে অঙ্গুবিসহ তাহাকে আমাব নিকট লইয়া যাইবে'।"

"তবে তুমি আমাকে বাবাব কাছে লইয়া যাওনা কেন ?"

বমণী দেখিল, বালক পিতৃদর্শনেব জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। সুতবাং সে তাহাকে লইয়া বাজভবনে উপনীত হইল এবং বাজাকে আপনাদেব আগমনবার্ত্তা জানাইল। অনন্তব বাজসকাশে যাইবার অনুমতি পাইয়া সে সিংহাসনপার্শ্বে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "মহাবাজ, এই আপনাব পুত্র।"

সভাব মধ্যে লজ্জা পাইতে হয় দেখিয়া, বাজা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়াও না জানাব ভাণ কবিলেন। তিনি বলিলেন "সে কি কথা ? এ আমাব পুত্র হইবে কেন ?" বমণী কহিল, "মহাবাজ, এই দেখুন আপনাব নামাঙ্কিত অঙ্গুবি। ইহা দেখিলেই বালক কে জানিতে পাবিবেন।" বাজা এবাবও বিস্ময়েব চিহ্ন দেখাইয়া বলিলেন, "এ অঙ্গুবি ত আমাব নয়।" তখন বমণী নিরুপায় হইয়া বলিল, "এখন দেখিতেছি, একমাত্র ধর্ম্ম ভিন্ন আমাব আব কোন সাক্ষী নাই। অতএব আমি ধর্ম্মেব দোহাই দিয়া বলিতেছি, যদি এ বালক প্রকৃতই আপনাব পুত্র হয়, তবে যেন এ মধ্যাকাশে স্থিব হইয়া থাকে, আব যদি আপনাব পুত্র না হয়, তবে যেন ভূতলে পড়িয়া বিনষ্ট হয়।" ইহা বলিয়া সে দুই হাতে বোধিসত্ত্বেব দুই পা ধবিল এবং তাঁহাকে ঊর্দ্ধদিকে ছুড়িয়া দিল।

বোধিসত্ত্ব মধ্যাকাশে উঠিয়া বীবাসনে উপবেশন কবিলেন এবং মধুব স্ববে ধর্ম্মকথা বলিতে বলিতে এই গাথা পাঠ কবিলেন,—

আমি তব পুত্র,	শুন মহাবাজ,	ধর্ম্মপত্নীগর্ভজাত,
পোষণেব ভার	লও হে আমাব,	এ মিনতি কবি, তাত।
কত শত জন	ভবণ-পোষণ	লভে নৃপতিব ঠাঁই,
তাঁহাব তনয়	যেই জন হয়,	তার ত কথাই নাই।

আকাশস্থ বোধিসত্ত্বেব মুখে এই ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য শুনিয়া বাজা বাহুবিস্তাব পূর্ব্বক বলিলেন, "এস, বৎস, এস, এখন অবধি আমিই তোমাব ভবণ পোষণ কবিব।" তাঁহাব দেখাদেখি

আবও শত শত লোকে বোধিসত্ত্বকে ক্রোড়ে লইবাব জন্য বাহু তুলিল, কিন্তু বোধিসত্ত্ব বাজাবই বাহুযুগলেব উপব অবতবণ কবিয়া তাঁহাব ক্রোড়ে উপবেশন কবিলেন। বাজা তাঁহাকে ঔপবাজ্যে নিযুক্ত কবিলেন এবং তাঁহাব জননীকে মহিষী কবিলেন। কালক্রমে বাজাব যখন মৃত্যু হইল, তখন বোধিসত্ত্ব "মহারাজ কাষ্ঠবাহন" এই উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনাবোহণ করিলেন এবং দীর্ঘকাল যথাধর্ম্ম বাজাশাসন কবিয়া কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তবে চলিয়া গেলেন।

সমবধান :—তখন মহামাযা ছিলেন সেই বনবাসিনী বমণী, শুদ্ধোদন ছিলেন বাজা ব্রহ্মদত্ত এবং আমি হইয়াছিলাম মহারাজ কাষ্ঠবাহন।

☞ মহাভাবত বর্ণিত দুষ্মন্ত-শকুন্তলাব আখ্যায়িকাব সহিত এই জাতকেব আংশিক সাদৃশ্য বিবেচ্য।

৮—গ্রামণী-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক হীনবীর্য্য ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য কবিযা এই কথা বলিযাছিলেন। ইহাব প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্ত একাদশ নিপাঠে সম্বব জাতকে (৪৬২) সবিস্তব বলা হইবে। উভয় জাতকেব গাথাগুলি কিন্ত এক নহে।

বাজকুমাব গ্রামণী তদীয পিতার শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ, তথাপি তিনি বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসাবে চলিযা রাজচ্ছত্র এবং অগ্রজদিগেব আনুগত্য লাভ কবিযাছিলেন। তিনি সিংহাসনে আসীন হইযা নিজেব যশঃসম্পত্তিব কথা ভাবিযা বলিয়াছিলেন, "আমার এই সৌভাগ্য সমস্তই আচার্য্যের প্রসাদাৎ।' অনন্তর মনের আবেগে তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী পাঠ করিয়াছিলেন :–

ধীব, স্থিরভাবে স্বকার্য্যে নিরত নহে অতি ত্বরান্বিত,
ইচ্ছামত ফল অগ্রে বা পশ্চাতে লভে সেই সুনিশ্চিত।
গুরু-উপদেশে কবিযা নির্ভব গ্রামণীর অভ্যুদয়
বাজ্য, যশ আদি বিবিধ সম্পত্তি লভিল সে সমুদয়।

গ্রামণীব বাজ্যপ্রাপ্তিব সাত আট দিন পবেই তাহার সহোদরগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গিযাছিলেন। অতঃপর গ্রামণী যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করিযাছিলেন, বোধিসত্ত্বও দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান কবিযাছিলেন, এবং উভয়েই দেহান্তে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইযাছিলেন।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা কবিলেন। তাহা শুনিযা সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর শাস্তা বর্ত্তমান ও অতীত বস্তুর সম্বন্ধ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক জাতকেব সমবধান করিলেন।]

৯ · মখাদেব জাতক।

[শাস্তা মহানিষ্ক্রমণ-প্রসঙ্গে * জেতবনে এই কথা বলিযাছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মশালায় বসিয়া মহানিষ্ক্রমণেব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কবিতেছিলেন। এমন সমযে শাস্তা সেখানে গিযা আসনগ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন্ বিষয়ের আলোচনা কবিতেছ?" তাঁহারা বলিলেন, "প্রভু, আমরা আপনারই মহানিষ্ক্রমণ সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলাম।' শাস্তা বলিলেন, "কেবল বর্ত্তমান যুগে নয, অতীত যুগেও তথাগত এইরূপ নিষ্ক্রমণ কবিয়াছিলেন। জন্মান্তর গ্রহণ কবিযা তোমাদেব স্মৃতি বিলুপ্ত হইযাছে, অতএব পূর্ব্বকথা বলিতেছি, শুন।"

পুবাকালে বিদেহেব অন্তঃপাতী মিথিলা নগবীতে মখাদেব নামক এক ধর্ম্মপবায়ণ বাজা ছিলেন। প্রথমে কুমাব, পবে উপবাজ, শেষে মহাবাজভাবে তিনি একাদিক্রমে বিবাশি হাজাব বৎসব পবমসুখে অতিবাহিত কবেন। একদিন তিনি নাপিতকে বলিলেন, "আমার মাথায় যখন পাকা চুল দেখিতে পাইবে, তখন আমায় জানাইবে।" ইহাব বহুবৎসব পবে একদিন নাপিত বাজাব কজ্জল-কৃষ্ণ কেশবাশির মধ্যে একগাছি পলিত কেশ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জানাইল। বাজা বলিলেন, "চুলগাছি তুলিয়া আমাব হাতে দাও।" তখন নাপিত সোণাব সন্না দিয়া ঐ চুলগাছি তুলিয়া বাজাব হাতে দিল।

* বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিব জন্য সিদ্ধার্থ স্ত্রী, পুত্র রাজ্য প্রভৃতি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যান। ইহা 'মহানিষ্ক্রমণ' নামে অভিহিত।

মখাদেবের তখনও চুরাশি হাজার বৎসর পরমায়ুঃ অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু একগাছি মাত্র পাকা চুল দেখিয়া তাঁহার চিত্ত-বৈকল্য জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, মৃত্যুরাজ যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, অথবা তিনি দহ্যমান পর্ণশালার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'মূর্খ মখাদেব! পাপবৃত্তি পরিহার করিবার পূর্ব্বেই পলিত কেশ হইলে!' তিনি পলিত কেশের সম্বন্ধে যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অন্তর্দাহ হইতে লাগিল, শরীর হইতে ঘর্ম্ম ছুটিল; রাজবেশ ও রাজাভবণ দুর্ব্বিষহ বোধ হইতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন, 'অদ্যই সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব।'

মখাদেব নাপিতকে, এক লক্ষ মুদ্রা আয় হয়, এমন একখানি গ্রাম দান করিলেন এবং নিজের জ্যেষ্ঠপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমার কেশ পলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি এতদিন পূর্ণমাত্রায় মনুষ্যকাম্য ভোগ করিয়াছি, এখন দেবকাম্য ভোগ করিব। আমার নিষ্ক্রমণ-কাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি রাজ্য গ্রহণ কর; আমি মখাদেবাম্রকাননে অবস্থিতি করিয়া শ্রমণ-বৃত্তি অবলম্বন করিব।"

রাজাকে প্রব্রজ্যাবলম্বনে কৃতোদ্যোগ দেখিয়া অমাত্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি সংসার ত্যাগ করিতেছেন কেন?" রাজা সেই পলিত কেশটী হাতে লইয়া বলিলেন,—

"দেবদূত আসিয়াছে করিতে আয়ুর শেষ,
মস্তক উপরি ধরি পলিত কেশের বেশ।
আর কেন থাকি মিছা বদ্ধ হ'যে মায়াপাশে?
প্রব্রজ্যা লইব আজি মুকতি-লাভের আশে।"

অনন্তর সেই দিনই তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রব্রাজক হইলেন এবং উক্ত আম্রকাননে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেখানে চুরাশি হাজার বৎসর তপস্যা করিতে করিতে মখাদেব পূর্ণজ্ঞানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া মিথিলার রাজরূপে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক তিনি "নিমি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আত্মকুলের সকলকে একত্র করিয়া এ জন্মেও তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন এবং সেই আম্রকাননে বাস করিয়া ব্রহ্মবিহার * ধ্যান করিতে করিতে পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোকে চলিয়া যান।

[কথা শেষ হইলে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ স্রোতাপত্তিমার্গে, কেহ সকৃদাগামি-মার্গে, কেহ অনাগামিমার্গে, কেহ বা অর্হত্ত্বমার্গে উপনীত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই নাপিত, রাহুল ছিলেন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং আমি ছিলাম রাজা মখাদেব।]

১০—সুখবিহারি-জাতক। †

[শাস্তা অনুপিয় নগরের ‡ নিকটবর্ত্তী আম্রকাননে অবস্থিতিকালে ভদ্রিক নামক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলেন। ইনি পূর্ব্বে শাক্যজাতীয় রাজা ছিলেন, পরে আনন্দ প্রভৃতি ছয় জন ক্ষত্রিয়-কুমার এবং নাপিত উপালির সহিত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। এই সাত জনের মধ্যে ভদ্রিক, কিম্বিল, ভৃগু ও উপালি উত্তর-কালে অর্হত্ত্ব, এবং আনন্দ স্রোতাপত্তি ফললাভ করেন। অনিরুদ্ধ দিব্যচক্ষুঃ-সম্পন্ন এবং দেবদত্ত ধ্যানবলী হইয়াছিলেন। অনুপিয়াম্রকাননে সমাগম পর্য্যন্ত এই ছয় জন ক্ষত্রিয়কুমারের কথা খণ্ডহাল-জাতকে (৫৪২) সবিস্তর বলা যাইবে। §

---

* মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, এই চারিটী ব্রহ্মবিহার নামে বিদিত।

† সুখবিহারী—যে আনন্দে আছে।

‡ অনুপিয়—ইহা মল্লদেশের অন্তঃপাতী, কপিলবস্তু হইতে রাজগৃহে যাইবার পথে, এবং রাজগৃহ হইতে প্রায় ৪৮০ মাইল দূরে। মহানিষ্ক্রমণের পর গৌতম এখানে ছয় দিন অবস্থিতি করিয়া রাজগৃহে গিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে বুদ্ধত্বলাভ করিয়া এখানেই তিনি ভদ্রিক প্রভৃতিকে প্রব্রজ্যা দান করিয়াছিলেন।

§ এ বৃত্তান্ত কিন্তু খণ্ডহাল জাতকে দেখা যায় না।

ভদ্রিক যখন রাজা ছিলেন, তখন প্রাসাদে বাস করিয়াও তাঁহাকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত, তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য সশস্ত্র প্রহরীর প্রয়োজন হইত, তিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যাকেও কণ্টকতুল্য মনে করিতেন। কিন্তু এখন অর্হত্ব লাভ করিয়া তিনি অরণ্যে, কান্তারে যেখানে ইচ্ছা নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করেন। একদা এই অবস্থাদ্বয়ের তুলনা করিয়া তিনি "অহো কি সুখ। অহো কি সুখ।" বারংবার উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভদ্রিক যে অপার আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহা এখন প্রকাশ করিতেছেন।" শাস্তা বলিলেন, "ইনি অতীত জীবনেও এইরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কাম দুঃখকর এবং নৈষ্ক্রম্য সুখকর, ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি কামপরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে গমন করিলেন এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া ধ্যানাদি অষ্টসমাপত্তির * অধিকারী হইলেন। পঞ্চ শত তপস্বী তাঁহার শিষ্য হইলেন।

একবার বর্ষাকালে বোধিসত্ত্ব শিষ্যগণ-পরিবৃত হইয়া হিমালয় হইতে অবতরণ করিলেন এবং নগরে ও জনপদে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসীতে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি রাজোদ্যানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বর্ষার চারিমাস অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তিনি বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য রাজসকাশে উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, "আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন হিমালয়ে ফিরিয়া যাইবেন কেন? শিষ্যদিগকে আশ্রমে পাঠাইয়া দিন এবং এখন হইতে এই স্থানেই অবস্থিতি করুন।"

রাজার অনুরোধে বোধিসত্ত্ব জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে বলিলেন, "তোমার উপর এই পঞ্চশত শিষ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলাম। তুমি ইহাদিগকে লইয়া হিমালয়ে যাও; আমি এখন এখানেই অবস্থিতি করি।"

বোধিসত্ত্বের জ্যেষ্ঠ শিষ্য পূর্ব্বে রাজা ছিলেন, পরে রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ধ্যান-ধারণার বলে অষ্টাসমাপত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তপস্বীদিগের সহিত হিমালয়ে বাস করিতে করিতে এক দিন আচার্য্যকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি তপস্বীদিগকে বলিলেন, "তোমরা এইখানে সন্তুষ্টচিত্তে বাস কর, আমি একবার আচার্য্যের চরণ বন্দনা করিয়া আসি।" অনন্তর তিনি বারাণসীতে গিয়া প্রণিপাতাদি দ্বারা আচার্য্যের অর্চ্চনা করিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে একটা মাদুর পাড়িয়া উহাতে শয়ন করিলেন

এ দিকে ঠিক ঐ সময়ে উক্ত তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত রাজা সেখানে উপনীত হইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কিন্তু রাজাকে উপস্থিত দেখিয়াও তপস্বী শয্যা হইতে উঠিলেন না, শয়ান থাকিয়া নিতান্ত আবেগের সহিত "অহো কি সুখ। অহো কি সুখ।" এই কথা বলিতে লাগিলেন।

রাজা মনে করিলেন, তপস্বী বোধ হয় তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেছেন। তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, 'প্রভু, এই তপস্বী বোধ হয় আকণ্ঠ আহার করিয়াছেন, নচেৎ এ ভাবে শুইয়া থাকিয়া 'অহো কি সুখ। অহো কি সুখ।' এরূপ চীৎকার করিবার কারণ কি?"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, এই তপস্বী পূর্ব্বে আপনারই ন্যায় রাজপদে আসীন ছিলেন। কিন্তু ইনি এখন যে সুখের আস্বাদ পাইয়াছেন, রাজ্য-শ্রী-সম্পন্ন এবং প্রহরি-পরিরক্ষিত হইয়াও

---

* অষ্টবিধ ধ্যানফল যথা চারিপ্রকার ধ্যানসমাপত্তি (৫) আকাশের অনন্তত্ব জ্ঞান (৬) বিজ্ঞানের অনন্তত্ব জ্ঞান, (৭) অকিঞ্চন্য অর্থাৎ শূন্যত্বের উপলব্ধি (৮) নৈব-সংজ্ঞা না সংজ্ঞা ভাব অর্থাৎ যে অবস্থায় সংজ্ঞাও নাই অসংজ্ঞাও নাই, এবং চিত্ত সর্ব্বদা সমাহিত থাকে।

পূর্ব্বে সেরূপ সুখ ভোগ করিতে পান নাই। এখন ইনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যানজনিত বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন, সেই জন্যই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ওরূপ বলিতেছেন।” অনন্তর বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই গাথা পাঠ করিলেন :—

রক্ষকের প্রয়োজন নাহি যার হয়,
অপরের রক্ষা হেতু বিব্রত যে নয়,
কামনা-অতীত সেই পুরুষ-প্রবর
অপার সুখের স্বাদ পায় নিরন্তর।'

কামাতীত পুরুষেরাই প্রকৃত সুখী; তাঁহারা কাহারও রক্ষণাপেক্ষী নহেন, কিছু রক্ষা করিবার জন্যও বিব্রত হন না।”

এই ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। তপস্বীও আচার্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে রহিলেন এবং পূর্ণজ্ঞানে দেহত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন স্থবির ভদ্রিক ছিলেন পুরাকালের সেই জ্যেষ্ঠ তপস্বী এবং আমি ছিলাম তপস্বীদিগের আচার্য্য।]

১১—লক্ষণ-জাতক।

[শাস্তা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বেণুবনে* অবস্থিতি-কালে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত প্রথমে বুদ্ধদেবের শিষ্য ছিলেন, পরে ঈর্ষ্যা-বশতঃ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। তিনি যে বুদ্ধ অপেক্ষাও শুদ্ধাচারী, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য দেবদত্ত পাঁচটী নূতন নিয়ম প্রস্তাব করেন :—(১) ভিক্ষুগণ চিরজীবন বনে থাকিবেন ও (২) তরুতলে বাস করিবেন, (৩) আশ্রমের বাহিরে গিয়া যে ভিক্ষা পাইবেন, শুদ্ধ তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন, অর্থাৎ আশ্রমে বসিয়া থাকিয়া উপাসকগণের নিকট হইতে কোনরূপ উপঢৌকন গ্রহণ করিতে পারিবেন না, (৪) লোকালয়ের আবর্জ্জনা-স্তূপে যে সকল ছিন্ন বস্ত্র পাওয়া যাইবে, কেবল সেই গুলিই পরিধান করিবেন এবং (৫) কখনও মৎস্য মাংস খাইবেন না। বুদ্ধ এই সকল নিয়ম গ্রহণ করিতে অসম্মতি দেখাইলে দেবদত্ত সঙ্ঘত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চশত ভিক্ষুসহ গয়শির (ব্রহ্মযোনি) পর্ব্বতে চলিয়া যান এবং সেখানে বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নূতন সম্প্রদায় স্থাপিত করেন। কিয়দ্দিন পরে শাস্তা জানিতে পারিলেন, ঐ পঞ্চশত শিষ্যের জ্ঞান এমন পরিপক্ক হইয়াছে যে, প্রকৃষ্ট উপদেশ পাইলেই তাঁহারা পুনর্ব্বার ত্রিরত্নের অর্থাৎ বুদ্ধশাসনের শরণ লইবেন। তখন তিনি সারীপুত্রকে বলিলেন, “তোমার যে পঞ্চশত শিষ্য দেবদত্তের সহিত বিপথে গিয়াছে, এখন তাহাদের সুমতি হইয়াছে। তুমি কতকগুলি ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মযোনিতে যাও, তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দাও, মার্গ-চতুষ্টয় ও তাহাদের ফল ব্যাখ্যা কর এবং তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন।”

সারীপুত্র এই আদেশ মত কার্য্য করিলেন এবং পরদিন প্রত্যূষে ঐ পঞ্চশত ব্যক্তিকে বেণুবনে ফিরাইয়া আনিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বেণুবনস্থ ভিক্ষুগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন “আমাদের ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্রের কি অদ্ভুত ক্ষমতা। তিনি দেবদত্তের সমস্ত শিষ্য লইয়া আসিয়াছেন।”

ইহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, “সারীপুত্র পূর্ব্বজন্মেও এইরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। দেবদত্তও যে কেবল এই জন্মে গণ-পরিহীন হইল, তাহা নহে, পূর্ব্বজন্মেও সে এরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল।” অনন্তর শাস্তা অতীত জন্মের সেই বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে মগধের অন্তঃপাতী রাজগৃহ নগরে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব মৃগযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। যখন তিনি বড় হইলেন, তখন সহস্র মৃগে পরিবৃত হইয়া বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মিল, তাহাদের বড়টীর নাম লক্ষণ এবং

---

* বেণুবন—রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী উদ্যান, এখানে বুদ্ধদেব কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

ছোটটীর নাম কালু। বোধিসত্ত্ব যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন তিনি প্রত্যেক পুত্রকে পঞ্চশত মৃগের সংরক্ষণের ভার দিলেন।

মগধরাজ্যে ফসলের সময় মৃগদিগের বড় বিপদ্ হইত। ফসল খাইত বলিয়া তাহাদিগকে মারিবার জন্য লোকে কোথাও গর্ত্ত খুঁড়িত, কোথাও শূল পুতিত, কোথাও পাথরের যন্ত্র রাখিয়া দিত, * কোথাও জাল পাতিত। এইরূপে বহু মৃগ বিনষ্ট হইত।

একদিন বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, ফসলের সময় আসিয়াছে। তিনি পুত্রদ্বয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, "এখন মাঠে ফসল হইয়াছে। এ সময় প্রতিবৎসর অনেক মৃগ মারা যায়। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, কাজেই বহুদর্শিতার গুণে কোন না কোন উপায়ে এখানে আত্মরক্ষা করিতে পারিব। কিন্তু তোমাদের অভিজ্ঞতা নাই, তোমরা আপন আপন অনুচর লইয়া পাহাড়ে যাও, যখন মাঠের ফসল উঠিয়া যাইবে, তখন ফিরিয়া আসিও। তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া অনুচরগণ-সহ পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিল।

মৃগদিগের গমন-পথে-যে সকল লোক বাস করিত, তাহারা জানিত, কোন্ সময়ে মৃগেরা পাহাড়ে উঠে, কোন্ সময়েই বা নামিয়া আইসে। তাহারা এই সকল সময়ে প্রতিচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া অনেক মৃগ মারিয়া ফেলিত।

কোন্ সময়ে চলিতে হয়, কোন্ সময়ে বিশ্রাম করিতে হয়, কালুর সে জ্ঞান ছিল না। সে অনুচরদিগকে লইয়া সকালে বিকালে, প্রত্যূষে ও সায়ংকালে, যখন ইচ্ছা লোকালয়ের নিকট দিয়াই চলিতে লাগিল, লোকেও, কখনও প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, কখনও বা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া বহু মৃগ মারিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ কালুর নির্ব্বুদ্ধিতায় অনেক মৃগ মারা গেল, সে যখন পাহাড়ে গিয়া পৌছিল, তখন তাহার অনুচরদিগের অতি অল্পই জীবিত রহিল।

লক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও উপায়কুশল ছিল। সে লোকালয়ের ধার দিয়াও যাইত না, দিবাভাগে চলিত না, প্রত্যূষে বা সায়ংকালেও চলিত না। সে নিশীথ সময়ে পথ চলিত, কাজেই তাহার একটীমাত্র অনুচরও মারা গেল না; সে পঞ্চশত মৃগ লইয়া পাহাড়ে পৌছিল।

কালু ও লক্ষণ চারি মাস পাহাড়ে অতিবাহিত করিল। অনন্তর মাঠের ফসল উঠিয়া গেলে তাহারা পাহাড় হইতে নামিয়া আসিল। কিন্তু কালু এবারও পূর্ব্ববৎ নির্ব্বোধের মত চলিতে লাগিল, কাজেই তাহার অবশিষ্ট অনুচরেরাও নিহত হইল এবং সে একাকী প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পক্ষান্তরে লক্ষণের একটী অনুচরেরও প্রাণবিয়োগ হইল না; তাহার যে পাঁচশ, সেই পাঁচশই রহিল। বোধিসত্ত্ব পুত্রদ্বয়কে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> সদাচার, সুশীল, সদয়, বিচক্ষণ,
> সংসারে সর্ব্বত্র হয় কল্যাণভাজন।
> লক্ষণ ফিরিছে, হের, জ্ঞাতিগণ সাথে,
> হয়নি বিনষ্ট কেহ পথে যাতায়াতে।
> কালু কিন্তু অর্ব্বাচীন, অতি দুরাচার,
> নাহিক একটী সঙ্গী জীবিত তাহার।

বোধিসত্ত্ব এই বলিয়া লক্ষণকে অভিনন্দন করিলেন। অনন্তর তিনি পরিণত বয়সে যথাকর্ম্ম লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান :—তখন দেবদত্ত ছিল সেই কালু, তাহার শিষ্যগণ ছিল কালুর অনুচর; সারীপুত্র ছিল লক্ষণ, তাহার অনুচরগণ ছিল আমার শিষ্য, রাহুলের মাতা ছিলেন কালুর ও লক্ষণের গর্ভধারিণী আর আমি ছিলাম তাহাদের জনক।]

---

* মূলে 'পাসাণযন্ত্র' আছে। ইহা মৃগ ধরিবার একপ্রকার ফাঁদ।

১২—ন্যগ্রোধমৃগ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে স্থবির কুমার কাশ্যপের জননী-সম্বন্ধে এই কথা বলেন। কুমার কাশ্যপের জননী রাজগৃহ-নগরের কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠীর কন্যা। এই রমণী শৈশব হইতেই অতীব ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, কোনরূপ সুখ-ভোগে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইত না। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তিনি অর্হত্ত্ব লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং মাতা পিতার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠিদম্পতীর অন্য কোন সন্তান ছিল না বলিয়া তাঁহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তাঁহারা কন্যার বিবাহ দিলেন, ভাবিলেন, 'এখন হইতে ইহার সংসারে আসক্তি জন্মিবে।

শ্রেষ্ঠিকন্যা পতিগৃহে গমন করিলেন, তাঁহার রূপে গুণে পতিকুলের সকলেই মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু তাঁহার মন হইতে বৈরাগ্য দূর হইল না। একবার কোন পর্ব্বাহে নগরবাসী সকলে নানারূপ বেশ ভূষা করিয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু শ্রেষ্ঠিকন্যা অন্যান্য দিনের ন্যায় সামান্য বেশেই রহিলেন। তাঁহার স্বামী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, "আর্য্যপুত্র, এই শরীর দ্বাত্রিংশৎ শবোপাদানে পূর্ণ। ইহাকে সাজাইলে কি হইবে? ইহা দেবনির্ম্মিত নহে, ব্রহ্মনির্ম্মিত নহে, স্বর্ণ, মাণিক্য কিংবা হরিচন্দন দ্বারাও গঠিত হয় নাই। ইহা পদ্মযোনি নহে, অমৃতগর্ভও নহে। ইহা পাপপুষ্ট, মরণশীল জনকজননী হইতে উৎপন্ন। ইহা ক্ষণভঙ্গুর, উৎসাদ, পরিমর্দ্দন, ক্ষয় ও বিনাশই ইহার স্বভাব। ইহা কদাচারনিরত, দুঃখের আকর, পরিদেবনার হেতু, ব্যাধির মন্দির, কর্ম্মের ক্ষেত্র, কৃমির আলয়। শ্মশান-ভস্মের পরিমাণবৃদ্ধিই ইহার কার্য্য। ইহা মলপূর্ণ, নবদ্বার, দিয়া সেই মল নিয়ত বাহিরে আসিতেছে। মরণান্তে শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইলেই ইহার প্রকৃত ধর্ম্ম সর্ব্বলোকের দৃষ্টিগোচর হয়।

বীভৎস জীবের দেহ অস্থিস্নায়ুময়,
ত্বক মাংসে আচ্ছাদিত কিন্তু সমুদয়।
ভিতরে ঘৃণার্হ যাহা, চর্ম্ম-আবরণে
ঢাকা থাকে বলি' দৃষ্ট না হয় নয়নে।

দেহের ভিতরে দ্রব্য রয়েছে যতেক,
দেখিলে নয়নে হয় ঘৃণার উদ্রেক।
হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, বৃক্ক* প্লীহা ও যকৃৎ,
কফ, লালা, স্বেদ, মেদ, লসীকা,† শোণিত,
পিত্ত, বসা আদি যত দেহমধ্যে রয়,
ভাবিলে সে সব হয় ঘৃণার উদয়।

নবদ্বারে সদা হয় মলের নিঃসার,
চক্ষুতে পিচুটি, কর্ণে কর্ণমল আর,
নাসিকার কফ, মুখে, কখন কখন,
হয় ভুক্ত, পিত্ত কিংবা শ্লেষ্মার বমন,
লোমকূপে স্বেদজল বাহিরায় ছুটি,
মস্তিষ্কে রয়েছে পূর্ণ সচ্ছিদ্র করোটি।

অবিদ্যা-প্রভাবে মূর্খ হেন কলেবরে
মঙ্গল-আলয় বলি আস্ফালন করে।

বিষবৃক্ষ-সমুপম জীব-কলেবর,
দুঃসহ ক্লেশের ইহা অনন্ত আকর,
সকল ব্যাধির ইহা প্রিয় নিকেতন,
পুঞ্জীকৃত দুঃখ ইহা বলে সাধুজন।

---

* বৃক্ক—kidneys, অর্থাৎ বস্তিমধ্যস্থ আম্রফলাকার মূত্রযন্ত্রদ্বয়। অনেক ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধানে kidney কে 'মূত্রাশয়' বলা হইয়াছে। কিন্তু মূত্রাশয় শব্দটী ইংরাজী bladder শব্দের প্রতিশব্দ।

† লসীকা—শরীরস্থ রস।

দেহ-অভ্যন্তর ভাগ সুস্পষ্ট দেখিতে
থাকিত সুবিধা যদি বাহিব হইতে,
কাক-কুকুরাদি জীব কবিতে তাড়ন
দণ্ডহস্তে থাকা সদা হ'ত প্রয়োজন।

দুর্গন্ধ, অশুচি দেহ, শবের মতন,
কিংবা বিষ্ঠাতুল্য অতি ঘৃণার ভাজন।
নিন্দে এরে অনুক্ষণ চক্ষু যার আছে,
আদরের বস্তু ইহা মূর্খদের কাছে।

ভাবিয়া দেখুন ত, আর্য্যপুত্র, একপ দেহ সুসজ্জিত করিলে কি লাভ। ইহা সুসজ্জিত করা যে কথা, মলভাণ্ডকে বাহিরে চিত্রিত কবিয়া রাখাও সে কথা।"

ইহা শুনিয়া তাঁহার স্বামী বলিলেন "প্রিয়ে, যদি দেহকে এত দোষযুক্ত মনে কব, তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর না কেন?"

"স্বামিন্। প্রব্রজ্যা পাইলে আজই গ্রহণ করিতে পারি।"

"আচ্ছা, আমি এখনই তোমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের উপায় করিয়া দিতেছি।"

ইহা বলিয়া সেই ব্যক্তি বহুবিধ উপহারসহ ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া দেবদত্ত-প্রতিষ্ঠিত উপাশ্রয়ে * উপনীত হইলেন। শ্রেষ্ঠিকন্যা এই সময়ে সসত্ত্বা ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে বা তাঁহার পতি কেহই তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

এতকালে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল ভাবিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা অতীব আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু ক্রমে যখন গর্ভ-লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, তখন তাঁহার বড় অশান্তির কারণ হইল। শেষে এ কথা দেবদত্তের কর্ণগোচর হইল। দেবদত্তের হৃদয়ে দয়া, ক্ষান্তি প্রভৃতি কোমল বৃত্তিনিচয়ের অভাব ছিল, তিনি বুদ্ধের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞও ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 'লোকে মনে করিতে পারে যে, শ্রেষ্ঠিকন্যা উপাশ্রয়ে প্রবেশ করিবার পরেই গর্ভধারণ করিয়াছে। অতএব ইহাকে আশ্রয় দিলে আমার কলঙ্ক রটিবে।' সুতরাং কোন অনুসন্ধান না করিয়াই তিনি ঐ গর্ভবতী রমণীকে দুর করিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

শ্রেষ্ঠিকন্যার ইচ্ছা ছিল যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তিনি বুদ্ধদেবের আশ্রয় লইবেন, কিন্তু পতি অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তখন কোন আপত্তি করেন নাই। এখন দেবদত্তের আদেশ শুনিয়া তিনি ভিক্ষুণীদিগকে বলিলেন, "আপনারা দয়া করিয়া আমাকে জেতবনে ভগবানের নিকট লইয়া যান, তিনি সর্ব্বজ্ঞ আমি দোষী, কি নির্দ্দোষ তাহা তাঁহার অগোচর থাকিবে না।" ভিক্ষুণীরা তাহাই করিলেন। রাজগৃহ হইতে জেতবন পঁয়তাল্লিশ যোজন। শ্রেষ্ঠিকন্যা তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে এই সুদীর্ঘ পথ চলিয়া জেতবনে উপনীত হইলেন।

তথাগত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া মনে করিলেন, "এই রমণী ভিক্ষুণী হইবার পূর্ব্বেই গর্ভিণী হইয়াছেন সন্দেহ নাই, তথাপি দেবদত্ত যখন ইঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তখন হঠাৎ ইঁহাকে আশ্রমে স্থান দিলে বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীরা আমার নিন্দা করিবে। অতএব এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের ভার রাজার উপর সমর্পণ করা যাউক।" ইহা স্থির করিয়া ভগবান্ পর দিবস রাজা প্রসেনজিৎ, মহা অনাথপিণ্ডদ, চুল্ল অনাথপিণ্ডদ, মহো-পাসিকা বিশাখা † প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্য ও শিষ্যাকে জেতবনে উপস্থিত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন।

সন্ধ্যার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হইল। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, এই চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। ভগবান স্থবির উপালিকে ‡ বলিলেন, 'তুমি ইঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠিকন্যার ইতিবৃত্ত বল এবং তাঁহার সম্বন্ধে এখন কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা কর।" উপালি "যে আজ্ঞা" বলিয়া উপাসিকা বিশাখাকে শ্রেষ্ঠিদুহিতার দেহ পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিশাখা যবনিকার অন্তরালে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্ব্বেই গর্ভবতী হইয়াছিলেন। তখন সকলেই শ্রেষ্ঠিকন্যাকে নিষ্পাপ বলিয়া মত দিলেন।

---

* ভিক্ষুণীদিগের থাকিবার স্থান—nunnery.

† বিশাখা - মগধদেশীয় প্রসিদ্ধ ধনী ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা এবং শ্রাবস্তীবাসী মৃগার নামক শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ। বৌদ্ধ সাহিত্যে উপাসকদিগের মধ্যে যেমন অনাথপিণ্ডদের, উপাসিকাদিগের মধ্যে তেমনি বিশাখার ভূয়সী প্রশংসা দেখা যায়। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

‡ উপালি—গৌতমবুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য, এবং বিনয়পিটকের সংগ্রাহক বলিয়া 'বিনয়ধর' নামে প্রসিদ্ধ। ইনি জাতিতে নাপিত ছিলেন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

শ্রেষ্ঠিকন্যা অতঃপর বৌদ্ধ উপাশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। সন্তান পালন করিতে হইলে ভিক্ষুণীদিগের ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া প্রসেনজিৎ এই শিশুকে রাজভবনে লইয়া গেলেন এবং রাণীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা অপত্যনির্ব্বিশেষে ইহার লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং "কাশ্যপ" এই নাম রাখিলেন। রাজপুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তাহাকে কুমার কাশ্যপও বলিত।

কুমার কাশ্যপ সপ্তম বর্ষ বয়সেই ভগবানের আদেশে প্রব্রজ্যা লাভ করেন, এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হন। ইনি ধর্ম্মব্যাখ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। শাস্তা বলিতেন, ভিক্ষুদিগের মধ্যে কুমার কাশ্যপ সর্ব্বাপেক্ষা বাক্‌পটু। উত্তরকালে কুমার কাশ্যপ বল্মীকসূত্র শুনিয়া অর্হত্ব লাভ করেন এবং গগনতলস্থ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বৌদ্ধশাসনে প্রকটিত হন। তাঁহার জননীও বিদর্শনা লাভ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

একদিন সায়ংকালে জেতবনস্থ ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া কুমার কাশ্যপ ও তাঁহার জননীর কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেবদত্ত বুদ্ধ নহেন; তাঁহার দয়ামায়াও নাই, সেইজন্যই তিনি স্থবির কুমার কাশ্যপ ও তাঁহার গর্ভধারিণীর সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের গুরু ধর্ম্মরাজ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও পরমকারুণিক, তাই তিনি ইঁহাদের উভয়ের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।" এই সময়ে শাস্তা গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া সেখানে দেখা দিলেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমরা কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা আপনারই গুণকীর্ত্তন করিতেছি। আপনি কুমার কাশ্যপের জননীসম্বন্ধে যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই কথা বলিতেছি।" শাস্তা কহিলেন, "আমি অতীত জন্মেও এই দুইজনের উদ্ধার করিয়াছিলাম। দেবদত্ত তখনও ইঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগের অবগতির জন্য সেই পূর্ব্ব কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হরিণজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ হেমবর্ণ, শৃঙ্গ রজতবর্ণ, মুখ রক্তকম্বলবর্ণ এবং চক্ষুর্দ্বয় মণিগোলকবৎ উজ্জ্বল ছিল। তাঁহার খুরগুলি যেন লাক্ষাসংযোগে চিক্কণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হইত। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তাঁহার পুচ্ছ হইয়াছিল চমরী-পুচ্ছের ন্যায়, শরীর হইয়াছিল অশ্বশাবক-প্রমাণ। তিনি 'ন্যগ্রোধ-মৃগরাজ' নাম গ্রহণ করিয়া পঞ্চ শত মৃগসহ অরণ্যে বিচরণ করিতেন। অনতিদূরে তাঁহারই ন্যায় হেমবর্ণ আর একটী মৃগেরও পঞ্চশত অনুচর ছিল। তাহার নাম ছিল 'শাখামৃগ।'

রাজা ব্রহ্মদত্ত অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন, মৃগমাংস না পাইলে তাঁহার আহার হইত না। তিনি প্রতিদিন পুরবাসী ও জনপদবাসী বহু প্রজা সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে যাইতেন। ইহাতে তাহাদিগের সাংসারিক কাজকর্ম্মের এত ব্যাঘাত হইত যে, শেষে জ্বালাতন হইয়া তাহারা পরামর্শ করিল, "চল ভাই, রাজার উদ্যানে মৃগদিগের আহারার্থ তৃণ রোপণ এবং পানার্থ জলের আয়োজন করি। তাহার পর আমরা বন হইতে মৃগ তাড়াইয়া আনিয়া উদ্যানের ভিতর পুরিব এবং রাজাকে সমস্ত অবরুদ্ধ মৃগ দেখাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিব।"

ইহা স্থির করিয়া তাহারা রাজোদ্যানে তৃণ রোপণ ও কূপ, পুষ্করিণী খনন করিল এবং মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সকলে একসঙ্গে মৃগান্বেষণে বাহির হইল। তাহারা বনে প্রবেশ করিয়া এক যোজন বেষ্টন করিয়া ফেলিল, ন্যগ্রোধমৃগ এবং শাখামৃগ উভয়েরই বিচরণ-ক্ষেত্র ঐ চক্রের মধ্যে পড়িল। অনন্তর বেষ্টনকারীরা মৃগ দেখিতে পাইয়া বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতির উপর মুদ্গরের আঘাত করিতে লাগিল। ইহাতে মৃগগণ নিতান্ত ভীত হইয়া স্ব স্ব গহনস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন ঐ সকল লোকে তরবারি, শক্তি, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি আস্ফালনপূর্ব্বক বিকট শব্দ আরম্ভ করিল এবং মৃগগুলিকে তাড়াইয়া উদ্যানের অভিমুখে লইয়া চলিল। উদ্যানের দ্বার পূর্ব্ব হইতেই উন্মুক্ত ছিল। ভয়বিহ্বল মৃগগুলি উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার পর লোকে অর্গল দিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল।

এইরূপে বহুমৃগ সংগ্রহপূর্ব্বক তাহারা ব্রহ্মদত্তের নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনি

* মধ্যম নিকায়ের ২৩শ সূত্র।

প্রতিদিন মৃগয়ায় গিয়া আমাদের কার্যহানি করেন। আজ আমরা আপনার উদ্যান মৃগপূর্ণ করিয়া রাখিলাম! এখন হইতে ঐ সকল বধ করিয়া ভোজন করুন।"

ব্রহ্মদত্ত উদ্যানে গিয়া দেখিলেন, উহাতে বাস্তবিকই শত শত মৃগ রহিয়াছে। তিনি হেমবর্ণ মৃগ দুইটী দেখিয়া বলিলেন, "তোমাদিগকে অভয় দিলাম, তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বাস কর।" ইহার পর কোন দিন তিনি নিজে, কোন দিন বা তাঁহার পাচক উদ্যানে গিয়া এক একটী মৃগ শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধনুকের টঙ্কার শুনিবামাত্র মৃগগণ প্রাণভয়ে এরূপ ছুটাছুটি করিত, যে প্রতিদিনই একটীর স্থলে বহুমৃগ শরাহত হইত।

বোধিসত্ত্ব দেখিলেন অনেক মৃগ নিরর্থক নিহত হইতেছে এবং সকলকেই নিয়ত সন্ত্রস্ত থাকিতে হইতেছে। ইহার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত এক দিন তিনি শাখামৃগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, তাঁহাদের দুই দল হইতে পর্য্যায়ক্রমে এক এক দিন এক একটী মৃগ স্ব স্ব বারানুসারে ধর্ম্মগণ্ডিকার * উপর গ্রীবা স্থাপন করিবে এবং রাজপাচক সেখানে গিয়া উহার শিরশ্ছেদ করিবে। তাহা হইলে যেদিন যে মৃগের বার আসিবে, সেদিন কেবল তাহারই প্রাণ যাইবে, অপর কেহ আহত বা উদ্বিগ্ন হইবে না। তদবধি এই নিয়মানুসারে কাজ হইতে লাগিল; যে মৃগ ধর্ম্মগণ্ডিকার উপর গ্রীবা রাখিয়া থাকিত, রাজপাচক তাহারই প্রাণ সংহার করিত, অন্য কাহারও উপর কোন উপদ্রব করিত না।

অনন্তর একদিন শাখামৃগের দলভুক্ত এক গর্ভিণী হরিণীর বার উপস্থিত হইল। সে শাখামৃগের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু, আমি এখন সসত্ত্বা, প্রসবের পর আমরা একজনের জায়গায় দুই জন হইব, পালামত দুই জনেই প্রাণ দিতে পারিব। অতএব এবার আমায় ছাড়িয়া দিতে অনুমতি করুন।" শাখামৃগ উত্তর দিল, "তাহা হইতে পারে না, তোমার অদৃষ্টফল তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে, আমি অন্য কাহারও স্কন্ধে তোমার পালা চাপাইতে পারিব না।" তখন হরিণী নিরুপায় হইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গেল এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি দলে ফিরিয়া যাও, যাহাতে এবার তোমার প্রাণরক্ষা হয়, আমি তাহার উপায় করিতেছি।" অতঃপর তিনি নিজেই পশু-বধক্ষেত্রে গিয়া গণ্ডিকার উপর মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক শুইয়া রহিলেন।

যথাসময়ে পাচক গণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইল। সে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, কারণ রাজা তাঁহাকে অভয় দিয়াছিলেন। সে দৌড়াইয়া রাজাকে বলিতে গেল, রাজা শুনিবামাত্র পাত্রমিত্রসহ রথারোহণে সেখানে উপনীত হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সখে মৃগরাজ। আমি ত তোমায় অভয় দিয়াছি। তবে তুমি কেন গণ্ডিকার উপর মাথা রাখিয়াছ?"

বোধিসত্ত্ব কহিলেন, "মহারাজ আজ যে মৃগীর বার হইয়াছিল সে সসত্ত্বা, সে যখন আমার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন দেখিলাম একের প্রাণ-রক্ষার্থ অন্যের প্রাণ বিনাশ করিতে পারি না। কাজেই ভাবিলাম, নিজের প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইব—তাহার পরিবর্ত্তে আমিই মরিব। ইহার ভিতর আর কোন কথা নাই, মহারাজ।"

"মৃগরাজ, আজ আপনি যে মৈত্রী, প্রীতি ও দয়ার পরিচয় দিলেন, তাহা ত মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না। আপনি উঠুন, আমি প্রসন্নমনে আপনাকে ও সেই মৃগীকে অভয় দিলাম।"

"দুইটী মাত্র মৃগ অভয় পাইল, নরনাথ? অবশিষ্ট মৃগদিগের ভাগ্যে কি হইবে?"

"অবশিষ্ট মৃগদিগকেও অভয় দিলাম।"

"আপনার উদ্যানস্থিত সমস্ত মৃগ নিঃশঙ্ক হইল বটে, কিন্তু অপর মৃগদিগের কি দশা হইবে?"

---

* ধর্ম্মগণ্ডিকা—যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর হন্তব্য প্রাণীর গ্রীবা রাখিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করা হয়।

"তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।"

"মৃগকুল নিস্তার পাইল বটে, কিন্তু অপর চতুষ্পদদিগের ভাগ্যে কি ঘটিবে ?"

"তাহাদিগকেও অভয় দিলাম।"

"চতুষ্পদ প্রাণিমাত্রের ভয় রহিল না বটে, কিন্তু বিহঙ্গগণের কি গতি হইবে ?"

"বিহঙ্গদিগকেও অভয় দিলাম।"

"বিহঙ্গেরা অভয় পাইল বটে, কিন্তু মৎস্যাদি জলচরদিগের কি হইবে ?"

"মৎস্যাদি জলচরদিগকেও অভয় দিলাম।"

এইরূপে রাজার নিকট হইতে সর্ব্ববিধ প্রাণীর জন্য অভয় পাইয়া বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মগণ্ডিকা হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং রাজাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, ধর্ম্মপথে চলুন, মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, গৃহী সন্ন্যাসী, পৌর জানপদ, সকলের সহিত যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করুন, তাহা হইলে যখন দেহত্যাগ করিবেন, তখন দেবলোকে যাইতে পারিবেন।" এইরূপে বুদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের সহিত রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব ঐ উদ্যানে আরও কিয়ৎকাল অবস্থানপূর্ব্বক অনুচরগণসহ অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

বোধিসত্ত্বের কৃপায় জীবন লাভ করিয়া সেই হরিণী যথাকালে পদ্মকোরকসদৃশ এক পরম সুন্দর শাবক প্রসব করিল। শাবকটী ক্রমে বড় হইয়া শাখামৃগের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একদিন হরিণী তাহাকে বলিল, "বাছা, শাখামৃগের সংসর্গে থাকিও না, তুমি এখন অবধি ন্যগ্রোধমৃগের দলের সহিত মিশিবে।" অনন্তর সে এই গাথা পাঠ করিল :—

> ন্যগ্রোধ-মৃগের সঙ্গে কর বিচরণ
> শাখামৃগ-সংস্রবে না রহিবে কখন।
> ঘটে যদি মৃত্যু, থাকি ন্যগ্রোধের সাথে,
> খেদের কারণ কিছু দেখি না তাহাতে।
> শাখামৃগ দেয় যদি অনন্ত জীবন,
> তথাপি তাহারে সদা করিবে বর্জ্জন।

এদিকে রাজদত্ত অভয় পাইয়া মৃগেরা লোকের বড় অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা শস্য খাইয়া বেড়াইত, রাজার ভয়ে কেহই তাহাদিগকে মারিতে বা তাড়াইতে পারিত না। অনন্তর প্রজারা একদিন সমবেত হইয়া রাজাকে আপনাদের দুঃখের কথা জানাইল। রাজা বলিলেন, "আমি প্রসন্ন হইয়া ন্যগ্রোধমৃগকে বর দিয়াছি। আমার রাজ্য যায় যাউক, তথাপি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব না। তোমরা চলিয়া যাও, আমার রাজ্য মধ্যে কেহই মৃগদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

কিন্তু এই কথা যখন বোধিসত্ত্বের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি অনুচরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে তোমরা লোকের শস্য খাইতে পারিবে না।" অনন্তর তিনি লোকালয়ে সংবাদ পাঠাইলেন, "কৃষকগণ, তোমরা এখন হইতে ক্ষেত্রের চারি দিকে বেড়া দিও না, কেবল পাতার মালা দিয়া ঘিরিয়া কাহার কোন্ ক্ষেত ঠিক করিয়া রাখিও।" প্রবাদ আছে যে পাতার মালা দিয়া ক্ষেত ঘিরিবার প্রথা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। কোন মৃগ কখনও শস্যের লোভে ঐ মালার বেষ্টনী অতিক্রম করে না, কারণ বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে উহা উল্লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

এইরূপে বোধিসত্ত্ব অনুচরদিগকে বহুদিন সদাচার শিক্ষা দিয়া অবশেষে কর্ম্মানুরূপ ফল-ভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন, রাজা ব্রহ্মদত্তও বোধিসত্ত্বের উপদেশমত চলিয়া বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে দীর্ঘজীবন যাপন পূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[অনন্তর শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সত্যচতুষ্টয় শিক্ষা দিয়া এইরূপে কথার সমবধান করিলেন:—তখন দেবদত্ত ছিল শাখামৃগ, তাহার শিষ্যগণ ছিল শাখামৃগের অনুচরবর্গ, তখন এই ভিক্ষুণী ছিলেন সেই হরিণী, কুমার কাশ্যপ ছিলেন তাহার শাবক, তখন আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম ন্যগ্রোধমৃগ।]

১৩—কণ্ডিন-মৃগ জাতক।*

[কোন কোন ভিক্ষু সংসার ত্যাগ করিয়াও কান্তাবিরহ-যন্ত্রণায় অভিভূত হইতেন। এতৎসম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ ইন্দ্রিয়জাতকে (৪২৩) প্রদত্ত হইবে। শাস্তা এইরূপ একজন ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি এই রমণীর জন্য পূর্ব্বজন্মেও নিহত হইয়াছিলে এবং লোকে অঙ্গারদগ্ধ করিয়া তোমার মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষুরা ভগবান্‌কে উক্ত বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং ভগবান্ ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন সেই কথা প্রকট করিলেন। (অতঃপর 'ভাবান্তর প্রতিচ্ছন্ন কথা প্রকট করিবার জন্য ভিক্ষুদিগের প্রার্থনা' এই অংশ আর দেখা হইবে না, তৎপরিবর্ত্তে কেবল "সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন" এই বাক্য থাকিবে। ইহা দেখিলেই 'মেঘ হইতে চন্দ্রের মুক্তি' প্রভৃতি উপমা এবং 'ভাবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন কথা প্রকট করিলেন' ইত্যাদি উহ্য আছে বলে বলিতে হইবে।)]

পূর্ব্বে মগধের অধিপতিরা রাজগৃহনগরে অবস্থিতি করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। তখন শস্যের সময় মগধবাসী মৃগদিগের বড় বিপত্তির আশঙ্কা ছিল। এই নিমিত্ত তাহারা মাঠে শস্য জন্মিলে পাহাড়ে উঠিয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইত।† একবার একটী পার্ব্বত্য মৃগ এক সমতলবাসিনী মৃগীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। যখন সমতলবাসী মৃগেরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিবার আয়োজন করিল, তখন সেই পার্ব্বত্য মৃগও তাহার অনুগামী হইতে চাহিল। কিন্তু মৃগী ইহাতে আপত্তি করিল। সে বলিল, "গ্রামের নিকটে আমাদের নানারূপ বিপদের আশঙ্কা। পাহাড়ে থাক বলিয়া তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নাই বলিলেই হয়, সুতরাং আমার সঙ্গে গেলে তুমি বিপদে পড়িবে।" কিন্তু প্রণয়াবদ্ধ পার্ব্বত্য মৃগ কিছুতেই নিবস্ত হইল না।

মগধবাসীরা যখন দেখিল মৃগদিগের পাহাড় হইতে নামিবার সময় আসিয়াছে, তখন তাহারা ইহাদিগকে মারিবার জন্য নানা স্থানে প্রতিচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যে পথ দিয়া পার্ব্বত্য মৃগ ও তাহার প্রণয়িনী আসিতেছিল, তাহার পার্শ্বে এক ব্যাধ লুক্কায়িত ছিল। মৃগী মনুষ্যগন্ধ অনুভব করিয়া বুঝিল তাহাদের প্রাণসংহারের জন্য নিকটে কেহ লুকাইয়া আছে। তখন সে পার্ব্বত্য মৃগকে অগ্রে যাইতে দিয়া নিজে কিছু দূরে দূরে রহিল।

পার্ব্বত্য মৃগ যেমন নিকটে আসিয়াছে, অমনি ব্যাধ একটীমাত্র শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিল। তাহা দেখিয়া মৃগী বায়ুবেগে পলাইয়া গেল। অনন্তর ব্যাধ মৃগের ধড় হইতে চামড়া খুলিয়া ফেলিল, আগুন জ্বালিয়া উহার মধুর মাংসের কিয়দংশ নিজে পাক করিয়া খাইল এবং অবশিষ্ট পুত্রকন্যাদিগের জন্য গৃহে লইয়া গেল।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব এক বৃক্ষদেবতা হইয়া উক্ত স্থানে বাস করিতেছিলেন। তিনি, যাহা যাহা ঘটিল, সমস্ত দেখিয়া ভাবিলেন, "হায়। এই নির্ব্বোধ মৃগ কামান্ধ হইয়া মারা গেল। কামের প্রারম্ভ সুখকর হইলেও পরিণামে ইহা হইতে বন্ধনাদি নানা দুঃখের উৎপত্তি হয়। এ সংসারে পরের প্রাণসংহার নিন্দনীয়, যে দেশে রমণীদিগের আধিপত্য সে দেশ নিন্দনীয়, যে সকল ব্যক্তি রমণীদিগের বশীভূত তাহারাও নিন্দনীয়।" এই কথাগুলি শুনিয়া বনবাসী অন্যান্য দেবতারা "সাধু" "সাধু" বলিয়া গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন, তিনিও মধুরস্বরে বনস্থলী নিনাদিত করিয়া গাইতে লাগিলেন

অতি খরতর, মদনের শর, ধিক্ তারে শতবার;
রমণী যে দেশে শাসে রাজবেশে, ধিক্ সেই দেশে আর,
স্ত্রীবশে যেজন, থাকে অনুক্ষণ, ধিক্ ধিক্ ধিক্ তারে,
মানবসমাজে, পুরুষের মাঝে মুখ দেখাইতে নারে।

---

* কাণ্ড (= তীর) শব্দজ। † লক্ষণ-জাতক (১১) দ্রষ্টব্য।

[কথা শেষ হইলে ভগবান্ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। অতঃপর ভগবান্ এইরূপে কথার সমবধান করিলেন :—তখন এই বনিতা-বিরহবিধুর ভিক্ষু ছিল সেই পার্ব্বত্য মৃগ, ইহার পত্নী ছিল সেই মৃগী এবং আমি ছিলাম সেই বনদেবতা।]

১৪—বাতমৃগ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে "চুল্লপিণ্ডপাতিক" স্থবির তিষ্যের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে শাস্তা যখন রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠীর তিষ্যকুমার নামক পুত্র তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের অভিলাষ করেন, কিন্তু মাতাপিতার অসম্মতি-নিবন্ধন প্রথমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি স্থবির রাষ্ট্রপালের * পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক সপ্তাহকাল অনশনে থাকিয়া মাতাপিতার অনুমতি লাভ করেন এবং প্রব্রজ্যা প্রাপ্ত হন।

তিষ্যকে প্রব্রজ্যা দিবার মাসার্দ্ধ পরে শাস্তা জেতবনে চলিয়া যান, তিষ্যও তাঁহার অনুগমন করেন। সেখানে তিনি ত্রয়োদশ প্রকার ধুতাঙ্গ † অবলম্বন করিয়া গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিতেন। এই নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে 'চুল্লপিণ্ডপাতিক এই আখ্যা দিয়াছিল। তখন তিনি নিষ্ঠাবলে বৌদ্ধশাসনাকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিলেন।

এদিকে রাজগৃহ নগরে তিষ্যের মাতাপিতা পুত্রের বিরহে নিতান্ত কাতর হইলেন। একদা কোন পর্ব্বের দিন তাঁহারা তিষ্যের পরিত্যক্ত অলঙ্কারপূর্ণ রৌপ্যের কৌটাটী বুকের উপর রাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, 'বাছা আমাদের পর্ব্বের সময় এই সকল অলঙ্কার পরিতে কত ভাল বাসিত। সে আমাদের একমাত্র পুত্র। গৌতম তাহাকে শ্রাবস্তীতে লইয়া গিয়াছিলেন। সে এখন কোথায় আছে কে বলিবে ?"

শ্রেষ্ঠিদম্পতী এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন এমন সময়ে এক দাসীকন্যা তাঁহাদিগের গৃহে উপস্থিত হইল। সে তাঁহাদের বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গৃহিণী তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল 'আপনাদের ছেলে কোন্ কোন্ গহনাগুলি খুব ভাল বাসিতেন।" শ্রেষ্ঠিগৃহিণী সেগুলি দেখাইলেন। তখন দাসীকন্যা বলিল, "আপনারা যদি আমার হাতে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের ছেলে ফিরাইয়া আনিতে পারি।" তিষ্যের জননী তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং দাসীকন্যাকে প্রচুর পাথেয় ও অনেক দাসদাসী সঙ্গে দিয়া শ্রাবস্তীতে পাঠাইলেন।

---

* রাষ্ট্রপাল—কুরুরাজ্যের অন্তঃপাতী স্থুলকোট্‌ঠিতম্ নামক নগরবাসী এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র। ইনি মাতা পিতার অগোচরে বুদ্ধদেবের নিকট প্রব্রজ্যাগ্রহণের ইচ্ছা করিলে ভগবান্ তাহাতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, তুমি মাতা পিতার অনুমতি লইয়া আইস। কিন্তু রাষ্ট্রপালের মাতাপিতা অনুমতি দিতে আপত্তি করেন। তখন রাষ্ট্রপাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হন। কাজেই তাঁহার মাতাপিতা তাহাকে অনুমতি দিতে বাধ্য হন। উত্তরকালে রাষ্ট্রপাল অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মধ্যম নিকায়, মহারাষ্ট্র-পাল সূত্র (৮২) এবং বিনয় পিটক (৩য় খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

† ধুতাঙ্গ—রিপুদমনের নানাবিধ উপায়। ইহা ত্রয়োদশ প্রকার—পাংশুকুলিকাঙ্গ, ত্রৈচীবরিকাঙ্গ, পিণ্ডপাতি-কাঙ্গ সপদানচারিকাঙ্গ, একাসনিকাঙ্গ, পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ, খলুপশ্চাদ্‌ভক্তিকাঙ্গ, আরণ্যকাঙ্গ, বৃক্ষমূলিকাঙ্গ, আভ্যা-কাশিকাঙ্গ, শ্মাশানিকাঙ্গ, যথাসংস্তৃতিকাঙ্গ, নিষদ্যিকাঙ্গ। পাংশুকুলিক আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড মাত্র পরিধান করেন, ত্রৈচীবরিক কদাচ ত্রিচীবরের অতিরিক্ত বস্ত্র রাখেন না, পিণ্ডপাতিক ভিক্ষার্থ উপাসকদিগের দ্বারে উপস্থিত হন, কিন্তু কদাচ ভিক্ষা চাহেন না, লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দেয় তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করেন, সপদানচারিক প্রতিদিন যথানিয়মে ভিক্ষা করেন, কোন গৃহ বাদ দেন না ; একাসনিক এক আসনে বসিয়া আহার শেষ করেন, আহার করিতে করিতে এক আসন ত্যাগ করিয়া আসনান্তর গ্রহণ করেন না, পাত্রপিণ্ডিক একমাত্র পাত্রে ভোজন শেষ করেন, খলুপশ্চাদ্‌ভক্তিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য ভোজন করেন না, যাহা অকল্প্য অর্থাৎ ভিক্ষুদিগের অখাদ্য তাহা দেখিবার পরও অন্য খাদ্য উদরস্থ করেন না, আরণ্যক বনে থাকেন, বৃক্ষমূলিক তরুমূলে থাকেন, আভ্যাকাশিক উন্মুক্ত স্থানে থাকেন, শ্মাশানিক শ্মশানে থাকিয়া দেহের অনিত্যতা উপলব্ধি করেন, যথাসংস্তৃতিক যখন যে আসন পান তাহাতেই উপবেশন করেন, নিষদ্যিক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শুইতে পারেন না, ঘুমাইতে হইলে তাঁহাকে বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইতে হয়।

দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণকে বৈষ্ণবেরা "মাধুকরী বৃত্তি" বলেন। নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও প্রতিদিন দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা লইয়া জীবন ধারণ করেন, একগৃহ হইতে অধিক ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, অথবা এক দিনের ভিক্ষালব্ধ অন্ন পরদিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন না।

দাসীকন্যা শিবিকারোহণে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইল এবং যে পথে তিষ্য ভিক্ষা করিতে যাইবেন তাহার পার্শ্বে বাসা লইল। সেখানে সে নূতন নূতন ভৃত্য নিযুক্ত করিল, তিষ্যের পৈতৃক ভৃত্যদিগের একজনও যাহাতে তাঁহার নয়নগোচর না হয় তাহার ব্যবস্থা করিল এবং এইরূপে সাবধান হইয়া তিষ্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর তিষ্য যখন তাহার বাসায় ভিক্ষা করিতে গেলেন, তখন সে তাঁহার পাত্রে উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও পানীয় আনিয়া দিল। এই সকল দ্রব্যের আস্বাদ পাইয়া তিষ্য লালসাবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন এবং কিয়দ্দিন পরে সেখানে উপবেশন করিতে লাগিলেন।*

দাসীকন্যা যখন দেখিল তিষ্য ভোজ্য পানীয়ের লোভে সম্পূর্ণরূপে তাহার আয়ত্ত হইয়াছেন, তখন একদিন পীড়ার ভাণ করিয়া সে অভ্যন্তরস্থ একটী প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া রহিল। তিষ্য যথাসময়ে তাহার আলয়ে উপনীত হইলেন, ভৃত্যেরা সসম্ভ্রমে তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র নামাইয়া রাখিল এবং তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দিল। তিনি উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ উপাসিকা কোথায়?" তাহারা কহিল, "তাঁহার অসুখ করিয়াছে, আপনি তাঁহাকে একবার দেখিয়া গেলে ভাল হয়।" এই কথায় সেই লোভান্ধ স্থবির ব্রতভঙ্গ করিয়া দাসীকন্যার শয্যাপার্শ্বে গেলেন। তখন দাসীকন্যা কি জন্য শ্রাবস্তীতে আসিয়াছে তাঁহাকে তাহা খুলিয়া বলিল, এবং প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে এমন বশীভূত করিল যে তিনি বুদ্ধশাসন ত্যাগ করিলেন। অনন্তর সে তাঁহাকে শিবিরে তুলিয়া রাজগৃহ নগরে প্রতিগমন করিল।

এই ব্যাপার রাষ্ট্র হইলে ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'শুনিতেছি এক দাসীকন্যা না কি স্থবির তিষ্যকে রসতৃষ্ণায় আবদ্ধ করিয়া পুনরায় গৃহী করিয়াছে।' তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "স্থবির তিষ্য পূর্ব্ব জন্মেও এই দাসীকন্যারই প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—}

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সঞ্জয় নামে এক উদ্যানপালক ছিল। এক দিন এক বাতমৃগ চরিতে চরিতে রাজার উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিল। সঞ্জয় তাহাকে তাড়া করিল না, তথাপি সেদিন তাহাকে দেখিবামাত্র সে ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু তাড়া না পাইয়া ক্রমে মৃগের সাহস বাড়িল, সে তদবধি পুনঃ পুনঃ উদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

সঞ্জয় প্রতিদিন্ নানা প্রকার ফল ও পুষ্প চয়ন করিয়া রাজার নিকট লইয়া যাইত। এক দিন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, উদ্যানে কখনও বিস্ময়কর কিছু লক্ষ্য করিয়াছ কি?" সে কহিল, "মহারাজ, বিস্ময়কর কিছু দেখি নাই, তবে কয়েক দিন হইল. একটী বাতমৃগ বাগানে চরিতে আসিতেছে।"

"ঐ মৃগটাকে ধরিতে পারিবে?"

"যদি কিছু মধু পাই, তাহা হইলে বোধ হয় উহাকে ধরিয়া আনিতে পারি।"

রাজা উদ্যানপালককে এক কলসী মধু দিলেন। সে উহা লইয়া বাগানে গেল, এবং যেখানে বাতমৃগ চরিতে আসিত, সেখানে ঘাসে মধু মাখাইয়া নিজে প্রচ্ছন্নভাবে রহিল। মৃগ আসিয়া ঐ মধুমাখা ঘাস খাইল এবং উহার আস্বাদে এত প্রলুব্ধ হইল যে অতঃপর আর কোনও স্থানে না গিয়া প্রতিদিন সেই উদ্যানেই চরিতে আরম্ভ করিল। ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া সঞ্জয় ক্রমে ক্রমে মৃগের আশে পাশে দেখা দিতে লাগিল। প্রথম প্রথম মৃগ তাহাকে দেখিয়া পলায়ন করিত, কিন্তু ক্রমে তাহার ভয় ভাঙ্গিল এবং শেষে সে সঞ্জয়ের হাত হইতেই মধুমাখা ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে মৃগের বিশ্বাস জন্মাইয়া এক দিন সঞ্জয় সমস্ত পথের উপর ছোট ছোট ডালপালা ভাঙ্গিয়া গালিচার মত সাজাইয়া রাখিল, একটা তুম্ব পূর্ণ মধু লইয়া নিজের গলদেশে ঝুলাইল, কোছড়ে ঘাস লইয়া এক এক গুচ্ছে মধু মাখাইয়া মৃগকে দিতে দিতে চলিল, এবং মৃগও তাহার অনুসরণ করিতে করিতে রাজভবনের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইল। তখন রাজভৃত্যেরা

---

* ভিক্ষা করিবার সময় কোন গৃহস্থালয়ে উপবেশন করা নিষিদ্ধ ছিল, ভিক্ষুরা দ্বারদেশে উপস্থিত হইতেন মাত্র, "ভিক্ষা দাও" এ কথাও বলিতে পারিতেন না।

দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিল, মৃগ প্রাণভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু পলাইবার পথ পাইল না।

রাজা এই সময়ে দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে ছিলেন। তিনি নামিয়া আসিয়া বাতমৃগকে কাঁপিতে দেখিয়া বলিলেন, "জগতে রসতৃষ্ণার ন্যায় অনিষ্টকর রিপু দ্বিতীয় নাই। বাতমৃগ স্বভাবতঃ এমন ভীরু যে কোথাও মানুষ দেখিলে সপ্তাহের মধ্যে সে দিকে যায় না, কোথাও ভয় পাইলে যাবজ্জীবন তাহার ত্রিসীমায় পা দেয় না। কিন্তু জিহ্বার এমনই লালসা যে এই নিভৃতবনবাসী প্রাণীও রাজবাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বারা ধর্ম্ম-দেশন করিলেন :—

গৃহে কিংবা বন্ধুমাঝে প্রলোভিতে মন
জিহ্বার লালসা সম পাপ নাহি আর,
ভীরু বাতমৃগ ছাড়ি গহন কানন
মধুলোভে বন্দী এবে প্রাসাদ মাঝার।

অনন্তর তিনি মৃগটীকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, সে মুক্তি লাভ করিয়া বনে চলিয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই দাসীকন্যা ছিল সঞ্জয়, চুল্ল-পিণ্ডিপাতিক ছিল বাতমৃগ এবং আমি ছিলাম বারাণসীর রাজা।]

১৫—খরাদিয়া-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক অবাধ্য ভিক্ষু সম্বন্ধে এই কথা বলেন। সেই ভিক্ষু নাকি অতি অবাধ্য ছিলেন; তিনি কোনরূপ উপদেশ শুনিতেন না। একদিন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি না কি বড় অবাধ্য এবং কোনরূপ উপদেশ শুনিতে চাও না?" সে বলিল, "হাঁ ভগবন্।" শাস্তা বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বজন্মেও বড় অবাধ্য ছিলে এবং পণ্ডিতজনের উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া পাশবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব মৃগজন্ম গ্রহণপূর্ব্বক এক মৃগযূথের অধি-পতি হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেন। এক দিন তাঁহার ভগিনী স্বীয় পুত্রসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ভাই, এটী তোমার ভাগিনেয়। ইহাকে মৃগমায়া সমস্ত * শিক্ষা দাও।" বোধিসত্ত্ব ভাগিনেয়কে বলিলেন, "বৎস, তুমি অমুক অমুক সময়ে আমার নিকট আসিও, আমি তোমাকে মৃগমায়া শিখাইব।" কিন্তু মৃগপোতক নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইত না, সে এক দিন নয়, দুই দিন নয়, সাত দিন পর্য্যন্ত বোধিসত্ত্বের নিকটেও গেল না, কাজেই সে কিছুই শিখিতে পাইল না।

অনন্তর একদিন চরিতে গিয়া সেই মৃগপোতক পাশে আবদ্ধ হইল। তাহা শুনিয়া তাহার গর্ভধারিণী বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তোমার ভাগিনেয়কে কি মৃগমায়া শিখাও নাই?" ভাগিনেয়ের ব্যবহারে বোধিসত্ত্ব এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে এই ভয়ানক বিপদের সময়েও তাহাকে কোন উপদেশ দিতে ইচ্ছা না করিয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

আট খানি খুর আছে চারি পায়ে, রয়েছে মস্তক'পর
বক্র, অতি বক্র, অতীব কঠিন শৃঙ্গদ্বয় ভয়ঙ্কর, †
থাকিতে সুবিধা এইরূপ সব, মৃগের কি আছে ভয়,
গুরু উপদেশ শুনিয়া যতনে যদি সে চালিত হয়?

* মৃগেরা যে কৌশল দ্বারা ব্যাধ প্রভৃতি শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করে। পরবর্ত্তী জাতকে এই সকল কৌশল সবিস্তর বর্ণিত হইবে।

† মৃগের খুর খণ্ডিত, সুতরাং প্রতিপদে দুই খানি করিয়া আট খানি খুর। তাহাতে ভর দিয়া তাহারা বায়ুবেগে পলায়ন করিতে পারে, সুদৃঢ় শৃঙ্গদ্বারাও তাহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ। কিন্তু তোমার তনয় এত সুবিধা থাকিতেও প্রাণ হারাইল, কারণ সে আমার উপদেশে কর্ণপাত করে নাই।

সপ্ত মৃগমায়া, যদি খরাদিয়া, * শিখিত তনয় তোব,
তবে কি এখন হইত তাহাব এ দুর্দ্দশা অতিঘোব ?
অবাধ্য যে জন, সেই পাবণ্ডেবে বৃথা উপদেশ-দান ,
গুরুব বচন অবহেলা কবি হাবায় সে নিজ প্রাণ।

এ দিকে যে ব্যাধ জাল পাতিয়াছিল সে ঐ অবাধ্য মৃগপোতকেব প্রাণনাশ কবিয়া তাহাব মাংস লইয়া চলিয়া গেল।

সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই মৃগপোতক , উৎপলবর্ণা † ছিলেন খরাদিয়া এবং আমি ছিলাম বৌদ্ধদিগেব উপদেষ্টা।

১৬—ত্রিপর্য্যস্ত-জাতক।

[শাস্তা কৌশাম্বী ‡ নগবস্থ বদবিকাবামে অবস্থিতিকালে স্থবিব বাহুল সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। রাহুল ইহাব অতি অল্পদিন পূর্ব্বে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিতান্ত আগ্রহেব সহিত সঙ্ঘের নিয়মাবলী শিক্ষা কবিতেছিলেন।

শাস্তা যখন আলবী নগবেব নিকটবর্ত্তী অগ্‌গালব চৈত্যে বাস কবিতেছিলেন, তখন প্রথম প্রথম দিবাভাগে বহু উপাসিকা ও ভিক্ষুণী ধর্ম্মকথা শুনিবাব জন্য সেখানে সমবেত হইতেন। কিয়ৎকাল পবে উপাসিকা ও ভিক্ষুণীবা আব আসিতেন না, কেবল উপাসক ও ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইতেন। তদবধি সন্ধ্যার পর ধর্ম্মকথা হইত , উহা শেষ হইলে স্থবিব ভিক্ষুরা স্ব স্ব বাসস্থানে যাইতেন, দহব ভিক্ষুবা এবং উপাসকেরা উপস্থান শালায় § শুইয়া থাকিতেন। নিদ্রিত হইবাব পর তাঁহাদেব কাহারও কাহারও নাকেব ঘড্ ঘডানি ও দাঁতেব কিড্‌মিডিতে সেই গৃহে বিকট শব্দ হইত , ইহাতে অনেকের মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। ইঁহাবা একদিন ভগবানের নিকট আপনাদেব অসুবিধাব কথা জানাইলেন। তখন ভগবান্ ব্যবস্থা কবিলেন যে ভিক্ষুবা অনুপ সম্পন্নদিগেব ‖ সহিত একশয্যায় শযন কবিলে তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত কবিতে হইবে। ইহাব পব ভগবান শিষ্যগণসহ কৌশাম্বীতে চলিয়া গেলেন।

সেখানে একদিন ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান্ বাহুলকে বলিলেন, "ভগবান্ যেরূপ ব্যবস্থা কবিযাছেন, তাহাতে এখন হইতে আপনাকে নিজেব বাসস্থান দেখিযা লইতে হইবে।" বাহুল অতি যত্নেব সহিত সঙ্ঘেব নিযম অভ্যাস কবিতেন , বিশেষতঃ তিনি বুদ্ধের পুত্র , এই নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে ভিক্ষুগণ তাঁহাব সহিত একপ ব্যবহাব কবিতেন যে তাঁহাব মনে হইত যেন তিনি নিজেব গৃহেই আছেন। তাঁহাবা তাঁহাব শয্যাবচনা কবিযা দিতেন এবং তাঁহাব উপধানেব জন্য একখণ্ড বস্ত্র দিযাছিলেন। কিন্তু পাছে নিযমভঙ্গ হয এই আশঙ্কায সে দিন তাঁহারা রাহুলকে শয়নস্থান পর্য্যন্ত দিলেন না। বাহুল অতি সুশীল ছিলেন। স্বযং দশবল তাঁহার পিতা ; ধর্ম্ম সেনাপতি সাবীপুত্র তাঁহাব উপাধ্যায ; মহামৌদ্‌গল্যাযন তাঁহাব আচায্য ¶ , স্থবিব আনন্দ

---

* খবাদিযা সেই মৃগীব নাম।

† উৎপলবর্ণা—শ্রাবস্তী নগবেব সম্ভ্রান্তবংশীয়া বমণী। ইনি ভিক্ষুণী হইযা অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লাভ কবিয়াছিলেন। সবিস্তব বিবরণ পবিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

‡ কৌশাম্বী এলাহাবাদেব নিকটবর্ত্তী যমুনাতীবস্থ প্রাচীন নগব। ইহা বর্ত্তমান সময়ে কোশম নামক গ্রামে পবিণত হইয়াছে।

§ বিহাবেব যে গৃহে বুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তাহাব নাম উপস্থান-শালা।

‖ অর্থাৎ যাহাবা ২০ বৎসবেব ন্যূনবযস্ক বলিয়া উপসম্পন্ন হয নাই।

¶ সাবীপুত্র ও মহামৌদ্‌গল্যাযন বুদ্ধেব দুই জন প্রধান শিষ্য। সাবীপুত্রেব প্রকৃত নাম উপতিষ্য , ইনি 'ধর্ম্মসেনাপতি' এই আখ্যা পাইযাছিলেন। ইঁহাব গর্ভধাবিণী 'সাবীব' নামানুসাবে লোকে ইঁহাকে সাবীপুত্রও বলিত। মৌদ্‌গল্যায়ন গোত্রনাম , ইঁহাব প্রকৃত নাম কোলিত। উভযেব সম্বন্ধে সবিস্তব বিবরণ পবিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

মনুসংহিতাব দ্বিতীয় অধ্যাযে ১৪০।১৪১ শ্লোকে আচার্য্য ও উপাধ্যাযেব লক্ষণ নির্দ্দেশ আছে। তদনুসাবে যিনি শিষ্যেব উপনয়ন দিয়া তাহাকে বেদ অধ্যযন কবান তিনি আচায্য', আর যিনি উপজীবিকাব জন্য বেদ কিংবা ব্যাকবণাদি বেদাঙ্গ শিক্ষা দেন তিনি উপাধ্যায। এই লক্ষণ ধবিলে বৌদ্ধ মতে যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রেব উপদেষ্টা তাঁহাকে 'আচার্য্য' এবং যিনি অন্যান্য শিক্ষা দেন তিনি উপাধ্যায় পদবাচ্য। Childers কিন্তু ইহাদেব বিপবীত অর্থ কবিয়াছেন।

তাঁহার খুল্লতাত, কিন্তু তিনি কাহারও নিকট না গিয়া সেই রাত্রিতে দশবলের বর্চ্চঃকুটীরে * শয়ন করিয়া রহিলেন। ভক্তির আধিক্যবশতঃ ঐ স্থানই তাঁহার নিকট স্বর্গবৎ সুখকর বোধ হইল। ঐ বর্চ্চঃকুটীরের দ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকিত, উহার কুট্টিম সুগন্ধ মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত, উহার পথের দুইধারে পুষ্প ও মাল্য প্রলম্বিত থাকিত এবং উহার মধ্যে সমস্ত রাত্রি দীপ জলিত। কিন্তু এই সকল সুখের সামগ্রী ছিল বলিয়া যে রাহুল সেখানে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে। ভিক্ষুরা তাঁহাকে নিজের শয়নস্থান ঠিক করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন, তিনি নিজেও সঙ্ঘের নিয়ম প্রতিপালন করিতেন এবং সর্ব্বদা উপদেশলাভার্থ ব্যগ্র ছিলেন। এই জন্যই অন্য কোথাও স্থানের সুবিধা না দেখিয়া তিনি বর্চ্চঃকুটীরেই রহিলেন।

ইহার পূর্ব্বেও ভিক্ষুরা রাহুলের প্রকৃতি পরীক্ষার জন্য, যাহাতে তাঁহার বিরক্তি জন্মিতে পারে, সময়ে সময়ে এমন কাজ করিতেন। দূর হইতে, তিনি আসিতেছেন দেখিয়া, কেহ হয়ত সম্মার্জনী, কেহ বা আবর্জ্জনা পথে ফেলিয়া রাখিতেন এবং রাহুল আসিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিতেন, "এ সব ওখানে কে ফেলিয়া দিয়াছে?" তখন আর এক জন বলিতেন, "রাহুল ত ঐ পথে আসিলেন, [উনি ছাড়া আর কে ফেলিবে?]। রাহুল সঙ্ঘের নিয়মাবলী এত শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতেন যে তিনি কখনও 'আমি ফেলি নাই,' বা 'আমি ইহার কিছুই জানি না' এরূপ বলিতেন না, অপিচ স্বহস্তে সেই আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ভিক্ষুদিগের নিকট ক্ষমা চাহিতেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত, তাঁহারা ক্ষমা করিলেন ইহা নিশ্চিত জানিতে না পারিতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেস্থান হইতে চলিয়া যাইতেন না। ফলতঃ সঙ্ঘের নিয়ম সম্বন্ধে অচলা শ্রদ্ধাবশতঃই তিনি সেই রাত্রিতে বর্চ্চঃকুটীরে শয়ন করিয়াছিলেন।

এদিকে শাস্তা অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই বর্চ্চঃকুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গলা খেঁকারি দিলেন; তাহা শুনিয়া রাহুলও ভিতর হইতে গলা খেঁকারি দিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ওখানে"? রাহুল উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা, আমি রাহুল," এবং তখনই বাহিরে আসিয়া শাস্তাকে প্রণাম করিলেন। "তুমি এখানে শুইয়াছিলে কেন, রাহুল?" "থাকিবার স্থান পাই নাই বলিয়া। এতদিন ভিক্ষুরা আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইতেন, কিন্তু এখন, পাছে সঙ্ঘের নিয়মভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায়, তাঁহারা আর স্থান দিতে চান না। বর্চ্চঃকুটীরে কাহারও সংসর্গের সম্ভাবনা নাই, এই ভাবিয়া এখানেই রাত্রিযাপন করিয়াছি।"

তখন শাস্তা ভাবিতে লাগিলেন, "ভিক্ষুরা যদি রাহুলেরই সঙ্গে এমন ব্যবহার করে, তাহা হইলে অন্য কোন ভদ্রসন্তান প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাহাকে না জানি, কতই অসুবিধাতে পড়িতে হইবে।" অনন্তর ধর্ম্মের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি প্রাতঃকালে ভিক্ষুদিগকে সমবেত করাইয়া ধর্ম্ম-সেনাপতি সারীপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারীপুত্র, আর কেহ না জানুক, অন্ততঃ তুমি বোধ হয় জান যে রাহুল এখন কোথায় বাসা পাইয়াছে?" সারীপুত্র উত্তর দিলেন, "না, ভগবন্, আমি তাহা জানি না।" "রাহুল আজ বর্চ্চঃ-কুটীরে শুইয়াছিল। দেখ, তুমি যদি রাহুলেরই সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার কর, তবে না জানি অন্য কোন ভদ্রসন্তান প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাহাকে কি অসুবিধাতেই ফেলিবে। এরূপ করিলে যাহারা এই শাসনে প্রব্রজ্যা লইবে, তাহারা তিষ্ঠিতে পারিবে না। অদ্যাবধি তুমি অনুপসম্পন্নদিগকে একদিন বা দুইদিন নিজের বাসায় রাখিবে, তৃতীয় দিবসে তাহারা বাসা ঠিক করিয়া লইবে, কিন্তু কে কোথায় বাসা লইল, তাহা তোমাকে জানিতে হইবে।" শাস্তা এইরূপে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে একটী অতিরিক্ত বিধি যোগ করিয়া দিলেন।

তখন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া রাহুলের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, রাহুল সঙ্ঘের নিয়মশিক্ষায় কেমন যত্নশীল। যখন তাঁহাকে বাসা খুঁজিয়া লইতে বলা হইল, তখন তিনি বলিতে পারিতেন, "আমি দশবলের পুত্র, আমার বাসা লইয়া তোমার মাথা ব্যথা কেন? তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" কিন্তু তিনি সেরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলেন না, একটী ভিক্ষুকেও তাহার বাসা হইতে বাহির করিয়া দিলেন না, নিজে গিয়া বর্চ্চঃকুটীরে শয়ন করিয়া রহিলেন।" ভিক্ষুরা এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা ধর্ম্মসভায় প্রবেশপূর্ব্বক অলঙ্কৃত আসনে উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "ভগবন্, রাহুল নিয়মশিক্ষা সম্বন্ধে কেমন যত্নশীল, আমরা তাহাই বলিতেছিলাম। আর কিছুর সম্বন্ধে নহে।" তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, রাহুল যে কেবল এ জন্মেই নিয়ম শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহাতিশয় দেখাইয়াছে তাহা নহে', পূর্ব্বে যখন সে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখনও এইরূপ একাগ্রতার সহিত নিয়ম শিক্ষা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

---

* পায়খানা।

মগধের রাজারা যখন রাজগৃহে থাকিতেন, সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব মৃগজন্ম গ্রহণপূর্ব্বক মৃগযূথের অধিনায়ক হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেন। একদিন তাঁহার ভগিনী নিজের পুত্রসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ভাই, তোমার ভাগিনেয়কে মৃগমায়াগুলি শিক্ষা দাও।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "নিশ্চয় শিখাইব, যাও বাবাজি, এখন খেলা কর গিয়া; অমুক অমুক সময়ে আমার নিকট আসিয়া উপদেশ লইবে।" মাতুল যেরূপ সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, ভাগিনেয় ঠিক সেই মত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মৃগমায়া শিখিতে লাগিল।

এক দিন মৃগপোতক বনভূমিতে বিচরণ করিবার সময় পাশবদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া তাহার সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া তাহার জননীকে সংবাদ দিল। তখন সেই মৃগী বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসিল, "ভাই, তুমি আমার ছেলেকে সমস্ত মৃগমায়া শিখাইয়াছ কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভগিনি, তোমার পুত্রের কোনরূপ অনিষ্টাশঙ্কা করিও না। সে সমস্ত মৃগমায়া সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সে এখনই ফিরিয়া আসিয়া তোমার আনন্দবর্দ্ধন করিবে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> ষড়্‌বিধ মৃগমায়া জানে ভাগিনেয়
> বক্ষিতে ব্যাধেরে, উভ পার্শ্বে কিংবা পৃষ্ঠে
> দিয়া ভর মৃতবৎ বিস্তারি শরীর
> পারে সে শুইতে, খুর আট খানি তার
> জানে প্রয়োজন মত করিতে প্রয়োগ,
> পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, তবু নাহি করে
> মধ্যরাত্রি বিনা অন্য কালে জলপান,
> ঊর্দ্ধ অর্দ্ধনাসারন্ধ্রে বায়ু নিরোধিয়া
> শ্বাসক্রিয়া করে শুধু নিম্ন অর্দ্ধ দিয়া। *

ভাগিনেয় মৃগমায়ায় সিদ্ধ-হস্ত হইয়াছে ইহা বুঝাইয়া বোধিসত্ত্ব উক্তরূপে ভগিনীকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। এদিকে সেই পাশবদ্ধ মৃগপোতক একপার্শ্বে ভর দিয়া দেহবিস্তারপূর্ব্বক ভূমিতে শুইয়া পড়িল, পা গুলি বিস্তার করিল, পায়ের নিকট যে স্থান ছিল খুরের আঘাতে তাহা হইতে ঘাস ও ধূলি খুঁড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিল, মলমূত্র ত্যাগ করিল, মাথাটা এমন ভাবে রাখিল যেন ঘাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জিহ্বা বাহির করিল, সর্ব্বশরীর লালায় প্লাবিত করিল; চক্ষু উল্টাইয়া রাখিল, নাসারন্ধ্রের ঊর্দ্ধদেশ দিয়া বাতরোধ পূর্ব্বক কেবল নিম্নার্দ্ধদ্বারা শ্বাসক্রিয়া চালাইতে লাগিল; বায়ুদ্বারা উদর স্ফীত করিয়া রাখিল,—ফলতঃ সে এমন স্তব্ধভাবে রহিল যে দেখিলেই বোধ হইল যেন মরিয়া গিয়াছে। নীল মক্ষিকারা আসিয়া তাহার গা ছাইয়া ফেলিল, কোন কোন অঙ্গে দুই একটা কাকও আসিয়া বসিল।

মৃগপোতক এই ভাবে পড়িয়া আছে এমন সময়ে ব্যাধ আসিল। সে উহার পেটের উপর দুই একটা চাপড় দিয়া ভাবিল, 'বোধ হয় ভোর বেলা ফাঁদে পড়িয়াছে; মাংস হয় ত পচিতে আরম্ভ করিয়াছে।' তখন সে বন্ধন খুলিয়া দিল এবং 'এখনই ইহাকে কাটিয়া মাংস (খাইব ও) লইয়া যাইব' মনে করিয়া (আগুন জ্বালাইবার জন্য) নিঃসন্দেহচিত্তে কাষ্ঠ ও শুষ্ক পত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই সুযোগে মৃগপোতক পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল, গা ঝাড়া দিল এবং গ্রীবা বিস্তারপূর্ব্বক বাতবিতাড়িত মেঘখণ্ডবৎ অতিবেগে মায়ের কোলে ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—"তখন রাহুল ছিল সেই মৃগ-শাবক, উৎপলবর্ণা ছিলেন তাহার গর্ভধারিণী, এবং আমি ছিলাম সেই মৃগপোতকের মাতুল।]

☞ এই গল্পের সহিত হিতোপদেশ-বর্ণিত কাক, মৃগ ও ক্ষুদ্রবুদ্ধিনামা শৃগালের কথার সাদৃশ্য আছে।

* অর্থাৎ এই সময়ে তাহাকে সম্পূর্ণ মৃত বলিয়া মনে হয়।

১৭—মারুত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে দুইজন বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলেন। ইঁহারা নাকি পূর্ব্বে কোশলরাজ্যের এক অরণ্যে বাস করিতেন। তাঁহাদের একজনের নাম ছিল কাল স্থবির, অপর জনের নাম ছিল জ্যোৎস্না স্থবির। একদিন জ্যোৎস্না কালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, শীত কখন হয়?" কাল বলিলেন, "কৃষ্ণপক্ষে"। আর একদিন কাল জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়, শীত কখন হয়?" জ্যোৎস্না বলিলেন, "শুক্লপক্ষে।" তখন উভয়ে মীমাংসার জন্য শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, শীত কোন সময় হয়?" তাঁহাদের যাঁহার যে বক্তব্য ছিল সমস্ত শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "আমি অতীত কালেও তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কোন পর্ব্বতের পাদদেশে এক সিংহ ও এক ব্যাঘ্র বন্ধুভাবে একই গুহায় বাস করিত; বোধিসত্ত্বও তখন ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার নিকটে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এক দিন ঐ দুই বন্ধুর মধ্যে শীত কখন হয় ইহা লইয়া বিবাদ হইয়াছিল। ব্যাঘ্র বলিয়াছিল কৃষ্ণপক্ষে শীত পড়ে, সিংহ বলিয়াছিল শুক্লপক্ষে শীত পড়ে। তখন তাহারা সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> শুক্ল কিংবা কৃষ্ণপক্ষে, যখনি বাতাস বয়,
> তখনি কাঁপায়ে হাড় শীত অনুভূত হয়।
> বায়ু হ'তে জন্মে শীত, তাই মোর মনে লয়
> এ বিবাদে উভয়েরি হয়নিক পরাজয়।

এইরূপে বোধিসত্ত্ব উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

[অনন্তর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া উভয় ভিক্ষুই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমবধান—"তখন কাল স্থবির ছিল সেই ব্যাঘ্র, জ্যোৎস্না স্থবির ছিল সেই সিংহ, এবং আমি ছিলাম তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দাতা।]

১৮—মৃতকভক্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে মৃতকভক্ত* সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তখন লোকে বিস্তর ছাগ-মেষ প্রভৃতি পশুবধ করিয়া পরলোকগত জ্ঞাতিবন্ধুদিগের উদ্দেশে মৃতক ভক্ত দিত। তাহা দেখিয়া এক দিন ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, এই যে লোকে বহু প্রাণী বধ করিয়া মৃতকভক্ত দেয়, ইহাতে কোন সুফল হয় কি?" শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, মৃতকভক্তে কোন সুফল নাই, ইহার জন্য প্রাণিবধ করিলেও কোন সুফল নাই। পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা আকাশে উপবেশন করিয়া এই কুপ্রথার দোষকীর্ত্তন পূর্ব্বক ইহা সমস্ত জম্বুদ্বীপ হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিয়া লোকের অতীতস্মৃতি লোপ পাইয়াছে, কাজেই ইহা পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় কোন লোকবিখ্যাত ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক মৃতকভক্ত দিবার অভিপ্রায়ে একটী ছাগ আনয়ন করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "বৎসগণ,

---

* মৃত ব্যক্তিদিগের প্রেতাত্মার তৃপ্তিসাধনার্থ যে অন্নাদি উৎসর্গ করা যায়। মাংসাষ্টকা প্রভৃতি শ্রাদ্ধে বহুবিধ মাংস দিবার ব্যবস্থা ছিল। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ইহাকে লইয়া নদীতে স্নান করাও এবং গলায় মালা পরাইয়া, পঞ্চাঙ্গুলিক * দিয়া ও সাজাইয়া লইয়া আইস। তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া ছাগ লইয়া নদীতে গেল এবং উহাকে স্নান করাইয়া ও সাজাইয়া তীরে রাখিয়া দিল। তখন অতীতজন্মসমূহের বৃত্তান্ত ছাগের মনে পড়িল এবং 'আজই আমার দুঃখের অবসান হইবে' ভাবিয়া সে অতীব হর্ষের সহিত অট্টহাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই "আহা, আমি এত দিন যে দুঃখভোগ করিলাম, আমার প্রাণবধ করিয়া এই ব্রাহ্মণও অতঃপর সেই দুঃখ ভোগ করিবে" ইহা ভাবিয়া সে করুণা-পরবশ হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন শিষ্যগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, ছাগ, তুমি হাসিবার সময়েও বিকট শব্দ করিলে, কাঁদিবার সময়েও বিকট শব্দ করিলে! বল ত, তুমি হাসিলেই বা কেন, কাঁদিলেই বা কেন?" ছাগ বলিল, "তোমাদের অধ্যাপকের নিকট গিয়া আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও।"

শিষ্যেরা ছাগ লইয়া অধ্যাপকের নিকট ফিরিয়া-গেল এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিজেই ছাগকে হাসিবার ও কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ছাগ তখন জাতিস্মর হইয়াছিল। সে বলিল, "দ্বিজবর, এক সময়ে আমিও আপনার মত ত্রিবেদ-পারদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলাম, কিন্তু একবার একটা ছাগ বধ করিয়া মৃতকভক্ত দিয়াছিলাম বলিয়া সেই পাপে চারি শত নিরনব্বই বার ছাগজন্ম গ্রহণ করিয়া শিরশ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। এই আমার পঞ্চশততম ও শেষ জন্ম। এখনই চিরকালের মত দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব ভাবিয়া আমি হাসিয়াছি। আবার দেখিলাম, আমি ত পাঁচ শত বার শিরশ্ছেদ ভোগ করিয়া মুক্ত হইতে চলিলাম, কিন্তু আপনাকে আমার প্রাণবধজনিত পাপে ঠিক এইরূপে পাঁচ শত বার শিরশ্ছেদ-দণ্ড পাইতে হইবে। কাজেই আপনার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া কাঁদিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, আমি তোমার প্রাণনাশ করিব না।"

"আপনি মারুন, আর নাই মারুন, আজ আমার নিস্তার নাই।"

"কোন চিন্তা নাই, আমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তোমায় রক্ষা করিব।"

"দ্বিজবর, আপনি যে রক্ষার চেষ্টা করিবেন তাহা দুর্ব্বলা, আর আমার কৃতপাপের শক্তি প্রবলা।"

এইরূপ কথোপকথনের পর ব্রাহ্মণ ছাগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন এবং "দেখিব, কে এই ছাগকে মারে" এই সঙ্কল্প করিয়া শিষ্যগণের সহিত উহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। ছাগ বন্ধনমুক্ত হইবামাত্র এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর আরোহণ পূর্ব্বক গ্রীবা প্রসারিত করিয়া গুল্মপত্র খাইতে আরম্ভ করিল। ঠিক সেই সময়ে পাষাণের উপর বজ্রপাত হইল। তাহার আঘাতে পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং উহার এক খণ্ড এমন বেগে ছাগের প্রসারিত গ্রীবায় লাগিল যে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সেখানে বিস্তর লোক সমবেত হইল। তখন বোধিসত্ত্ব বৃক্ষ-দেবতা হইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন। দৈবশক্তি প্রভাবে তিনি আকাশে বীরাসনে উপবেশন করিলেন, সকলে সবিস্ময়ে তাহা দেখিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আহা,

* ইংরাজী অনুবাদক "পঞ্চাঙ্গুলিক" শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'একমুষ্টি শস্য'। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। লোকে সিন্দূর, চন্দন বা তদ্রূপ কোন রঞ্জনদ্রব্য হাতে মাখাইয়া গবাদি পশুর অঙ্গ-সৌষ্ঠবার্থ তাহাদের গায়ে ছাপ দিত। বোধ হয় ইহাকেই পঞ্চাঙ্গুলিক বলা হইত। যে পশু বলি দেওয়া যাইত, সম্ভবতঃ তাহাকেও এরূপ সজ্জিত করিবার প্রথা ছিল। এখনও দেখা যায়, বলি দিবার পূর্ব্বে ছাগের কপালে সিন্দূরের দাগ দেওয়া হইয়া থাকে। নন্দীবিলাস জাতকে (২৮) "গন্ধেন পঞ্চাঙ্গুলিম্ দত্ত্বা" এই ব্যাপারই সমর্থন করে।

এই হতভাগ্যেরা যদি দুষ্ক্রিয়ার ফল জানিতে পারে, তাহা হইলে বোধ হয় কখনও প্রাণিহিংসা করে না।' অনন্তর তিনি অতি মধুর স্বরে এই সত্য শিক্ষা দিলেন :—

জানে যদি জীব, কি কঠোর দণ্ড জন্মে জন্মে ভোগ করে
হিংসার কারণ, তবে কি সে কভু জীবের জীবন হরে ?

এইরূপে সেই মহাসত্ত্ব শ্রোতাদিগের মনে নরকভয় জন্মাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সকলে এত ভীত হইল যে তদবধি তাহারা প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করিল এবং বোধিসত্ত্বের শিক্ষাবলে সকলে দশবিধশীলসম্পন্ন হইল। অনন্তর বোধিসত্ত্ব কর্ম্মানুরূপ ফল-ভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন, সেই সকল লোকও আমরণ দানধর্ম্মাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অবশেষে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিল।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।

১৯—আয়াচিত-ভক্ত জাতক।*

[লোকে বাণিজ্যার্থ দূরদেশে যাইবার সময় দেবতাদিগকে পশুবলি দিত এবং "যদি লাভ করিয়া ফিরিতে পারি তাহা হইলে আপনাকে আবার পশুবলি দিয়া পূজা করিব" দেবতার নিকট এইরূপ মানত করিয়া যাত্রা করিত। অনন্তর যদি তাহারা লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিত, তাহা হইলে দেবতাদিগের অনুগ্রহেই এই সুবিধা ঘটিয়াছে ভাবিয়া অঙ্গীকার হইতে নিষ্কৃতিলাভার্থ আবার অনেক প্রাণী বধ করিত।

এক দিন জেতবনস্থ ভিক্ষুরা শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন, দেবতাদিগকে পশুবলি দিলে কি কোন উপকার হয় ?" তদুত্তরে শাস্তা এই অতীত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে কাশীরাজ্যের কোন পল্লীভূস্বামী গ্রামদ্বারস্থ বটবৃক্ষবাসী দেবতাকে পশুবলি দিবার মানত করিয়া বিদেশে গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ফিরিবার পর বহুপ্রাণিবধ দ্বারা মানত শোধ দিবার জন্য সেই বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন বৃক্ষদেবতা তরুস্কন্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন :—

মুক্তি যদি চাও, জীব, পরলোক-কথা যেন থাকে তব মনে অনুক্ষণ,
এ মুক্তি তোমার শুধু, শুন ওহে মূঢ়মতি, দৃঢ়তর বন্ধনকারণ।
জ্ঞানী, ধর্ম্মপরায়ণ, এহেন মানবগণ, আত্মমুক্তি লভে সযতনে,
অজ্ঞান, পাষণ্ড যারা, হিংসি জীবে অহরহ, মুক্তিভ্রমে লভিছে বন্ধনে।"

তদবধি লোকে এইরূপ প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইয়া ধর্ম্মপথে বিচরণপূর্ব্বক দেবলোকের অধিবাসিসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।

২০—নলপান-জাতক।

[শাস্তা কোশলরাজ্যে ভ্রমণ করিবার সময় "নলকপান" গ্রামে উপনীত হইয়া "নলকপান" সরোবরের নিকটবর্তী কেতকবনে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি একচ্ছিদ্র নলসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভিক্ষুরা নলকপান সরোবরে অবগাহন করিয়া শ্রামণেরদিগকে বলিলেন "তোমরা পুষ্করিণীর পাহাড় হইতে নল কাটিয়া আন, সূচী রাখিবার আধার প্রস্তুত করিতে হইবে।" তাহারা কতকগুলি নল কাটিয়া আনিলে দেখা গেল, উহাদের আগাগোড়া ফাঁপা, কোথাও গাঁট নাই।" তাঁহারা শাস্তার নিকট এই বিষয় জানাইলে তিনি বলিলেন, "পুরাকালে এখানকার নলসম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা বলিতে লাগিলেন :—]

---

* আযাচন—প্রার্থনা বা মানত।

অতি প্রাচীনকালে এই স্থানে এক নিবিড় অরণ্য ছিল এবং এই পুষ্করিণীতে এক উদক-রাক্ষস বাস করিত। তখন বোধিসত্ত্ব কপিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ রক্তবর্ণ মৃগপোতকের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। তিনি আশি হাজার বানর সঙ্গে লইয়া এই অরণ্যে বাস করিতেন।

বোধিসত্ত্ব বানরদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "বাপ সকল, এই বনে বিষবৃক্ষ আছে, এমন অনেক সরোবরও আছে, যাহার জলে উদকরাক্ষস থাকে। সাবধান, আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন অজানা ফল খাইওনা, পূর্ব্বে যেখানকার জল পান কর নাই, এমন জলাশয়ের জলও মুখে দিও না। তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে চলিতে অঙ্গীকার করিল।

একদিন বানরেরা ঐ অরণ্যের এমন একস্থানে গিয়া পৌঁছিল, যাহা তাহারা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। সারাদিন চলিবার পর জল খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা এক সরোবরের তীরে উপস্থিত হইল, কিন্তু বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষায় জলপান না করিয়া তীরে বসিয়া রহিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা জল খাইতেছ না কেন?" তাহারা বলিল, "আপনার আগমনপ্রতীক্ষায় বসিয়া আছি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ করিয়াছ।"

ইহার পর বোধিসত্ত্ব এই সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া পদচিহ্ন দর্শনে বুঝিলেন, প্রাণিগণ জল-পানার্থ উহাতে অবতরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু কেহই উহা হইতে উত্তরণ করে নাই। অতএব ঐ সরোবর যে রাক্ষস-সেবিত, তৎসম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া তিনি বলিলেন, "বাপ সকল, তোমরা জলে না নামিয়া ভালই করিয়াছ, কারণ ইহার ভিতর রাক্ষস বাস করে।"

উদকরাক্ষস দেখিল বানরদিগের কেহই অবতরণ করিতেছে না। তখন সে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক জলরাশি ভেদ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তাহার উদর নীলবর্ণ, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, হস্তপাদ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। সে বলিল, "তোমরা যে এখানে বসিয়া আছ? নামিয়া জল খাওনা?" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই পুষ্করিণীবাসী রাক্ষস নও কি?" সে বলিল "হাঁ"।

"যাহারা এই জলে নামে সকলেই তোমার খাদ্য?"

"হাঁ, যাহারা জলে নামে সকলেই আমার খাদ্য; ছোট ছোট পাখী হইতে বড় বড় চতুষ্পদ পর্য্যন্ত কেহই এই জলে নামিলে আমার কবল হইতে নিস্তার পায় না। তোমাদিগকেও আমার উদরস্থ হইতে হইবে।"

"আমরা তোমার উদরস্থ হইতেছি না।"

"এক বার জল পান করিয়া দেখ, হও কি না,"

"আমরা জলও পান করিব, অথচ তোমার আয়ত্ত হইব না।"

"আচ্ছা দেখি, তোমরা কেমন করিয়া জল পান কর।"

"বটে, তুমি ভাবিয়াছ আমরা জল পান করিবার জন্য সরোবরে নামিব। কিন্তু আমরা আদৌ নামিব না, অথচ আমাদের এই আশি হাজার বানরের সকলেই এক একটা নল লইয়া তাহা দ্বারা জল পান করিবে। লোকে যেমন পদ্মনাল দ্বারা জল চুষিয়া লয়, আমরাও সেইরূপ এই নলদ্বারা জল চুষিব। কাজেই তুমি আমাদিগকে ছুঁইতে পারিবে না।"

এই কথা বলিয়া শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাটীর প্রথমার্দ্ধ পাঠ করিলেন :—

বুঝিলাম পদচিহ্নে, কত প্রাণী, হায়, হায়, পশিয়াছে বনের ভিতর,
বুঝিলাম পদচিহ্নে, একটী তাহার কিন্তু যায় নাই ফিরি নিজ ঘর।
[আমরা বানর সব নামিবনা কিছুতেই জলমাঝে জলপান তরে,
নলের সাহায্যে মোরা চুষিয়া লইব বারি থাকি এই তীর-ভূমি'পরে।]

অনন্তর বোধিসত্ত্ব একটা নল আনাইলেন এবং "আমি যদি দশ-পারমিতা লাভ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই নল গ্রন্থিরহিত এবং সর্ব্বত্র একচ্ছিদ্র হউক" এই শপথ* করিয়া উহাতে ফুঁ দিলেন। তন্মুহূর্ত্তেই ঐ নল গ্রন্থিশূন্য এবং সর্ব্বত্র সচ্ছিদ্র হইল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব আরও কয়েকটী নল একচ্ছিদ্র করিলেন। (কিন্তু এরূপে একটী একটী করিয়া আশি হাজার নল একচ্ছিদ্র করা বহুকাল-সাপেক্ষ বলিয়া অতঃপর) তিনি এই পুষ্করিণী প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন "এই স্থানে যত নল জন্মে সমস্তই গ্রন্থিশূন্য ও একচ্ছিদ্র হউক।" বোধিসত্ত্বদিগের পরহিতব্রতের এমনই মাহাত্ম্য, যে তাঁহাদের আদেশ কখনও নিষ্ফল হয় না। কাজেই তদবধি এই স্থানে যত নল জন্মে সমস্তই অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত একচ্ছিদ্র হয়। †

অনন্তর বোধিসত্ত্ব একটী নল হাতে লইয়া সরোবরের তীরে বসিলেন; তাঁহার অনুচরেরাও সেইরূপ করিল, এবং তাঁহার দেখাদেখি নলদ্বারা জল পান করিতে লাগিল, কাহাকেও জলে নামিতে হইল না। কাজেই রাক্ষস তাহাদের এক প্রাণীকেও স্পর্শ করিতে না পারিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল, বোধিসত্ত্বও নিজের দলবল লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই উদকরাক্ষস, আমার শিষ্যেরা ছিল সেই আশিহাজার বানর, এবং আমি ছিলাম সেই উপায়-কুশল বানররাজ।]

২১—কুরঙ্গমৃগ-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে থাকিবার সময় দেবদত্তকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণবধ করিবার জন্য অনেক চক্রান্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে গোপনে নিহত করিবার জন্য তীরন্দাজ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, একদিন এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আর একবার ধনপালক নামক এক মত্ত হস্তী পাঠাইয়াছিলেন। ‡ একদা ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া দেবদত্তের এই সকল গর্হিত আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য যে আসন প্রস্তুত ছিল তাহাতে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "ভগবন্, দেবদত্ত আপনার জীবননাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্য আমরা তাঁহার অগুণ কীর্ত্তন করিতেছি।" তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "দেবদত্ত পূর্ব্ব জন্মেও আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

---

* মূলে 'সত্যক্রিয়া' এই শব্দ আছে। কেহ ইহজন্মের বা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-সমূহ উল্লেখ করিয়া বলে, "আমি যদি এই এই রূপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এইরূপ হউক", এবং সে যদি প্রকৃতিই সুকৃতিমান্ হয়, তাহা হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষিত বিষয় যতই দুঃসাধ্য হউক না কেন, তৎক্ষণাৎ সুসাধ্য হয়।

† বৌদ্ধেরা বলেন চারিটী প্রাতিহার্য্য অর্থাৎ লোকোত্তর বিষয় (miracle) বর্ত্তমান কল্পের শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে :—(১) চন্দ্রমণ্ডলে শশকচিহ্ন, (২) বর্ত্তকজাতকে (৩৫ সংখ্যক) যে স্থানে অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে সেই স্থানের চিরকাল অগ্নিস্পর্শশূন্য থাকা, (৩) যেখানে ঘটীকারের গৃহ ছিল, সেখানে কখনও বৃষ্টিপাত না হওয়া এবং (৪) নলকপান-পুষ্করিণীর তীরজাত নলগুলির সর্ব্বত্র একচ্ছিদ্র হওয়া।

চন্দ্রমণ্ডলে শশকচিহ্নের বৃত্তান্ত শশজাতকে (৩১৬) দ্রষ্টব্য। ঘটীকারের বৃত্তান্ত মধ্যম নিকায়ে ৮১ সূত্রে বর্ণিত আছে। ইনি জাতিতে কুম্ভকার, কোশলরাজ্যের অন্তঃপাতী বেভলিঙ্গম্ নামক গণ্ডগ্রামের অধিবাসী এবং শীলগুণে সম্যক্-সম্বুদ্ধ কাশ্যপের অগ্রোপস্থায়ক ছিলেন। একবার বর্ষাকালে কাশ্যপের কুটীরে জল পড়িয়াছিল; কাশ্যপ তখন ভিক্ষুদিগকে ঘটীকারের বাড়ী হইতে খড় আনিতে বলেন; কিন্তু ভিক্ষুরা তাঁহাকে গিয়া জানান "ঘটীকারের বাড়ীতে উদ্বৃত্ত খড় নাই, তবে তাঁহার চালে খড় আছে বটে।" ইহা শুনিয়া কাশ্যপ আদেশ দেন, "বেশ, তাহার চাল হইতেই খড় লইয়া আইস।" ভিক্ষুরা তাহাই করেন এবং ঘটীকার উহা জানিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণ হওয়া দূরে থাকুক, পরম আহ্লাদের সহিত বলেন, "আমি ধন্য যে আমার এই খড় সম্যক্‌সম্বুদ্ধের প্রয়োজনে লাগিল।" ইহার পর কাশ্যপের বরে ঘটীকারের কুটীরের উপর বর্ষার তিন মাস বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়ে নাই, এখনও, যেখানে সেই কুটীর ছিল, সেখানে কোন সময়েই বৃষ্টিপাত হয় না।

‡ এই সকল বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে দেবদত্ত-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কুরঙ্গমৃগজন্ম গ্রহণ করিয়া বনে বনে ফল খাইয়া বেড়াইতেন। তিনি একবার সপ্তপর্ণী-ফল খাইবার জন্য একটা সপ্তপর্ণী বৃক্ষের মূলে যাইতে লাগিলেন। তখন নিকটবর্ত্তী গ্রামে এক ব্যাধ বাস করিত, সে পদচিহ্ন দেখিয়া মৃগদিগের গমনাগমন-পথ বুঝিত এবং তাহারা যখন যে বৃক্ষের ফল খাইতে যাইত, তাহার উপর মাচা বান্ধিয়া তাহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। মৃগেরা না জানিয়া তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেই সে শক্তিদ্বারা তাহাদিগকে বিদ্ধ করিত। এইরূপে যে মাংস পাওয়া যাইত, তাহা বিক্রয়-দ্বারা তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

ব্যাধ উক্ত সপ্তপর্ণী বৃক্ষমূলে বোধিসত্ত্বের পদচিহ্ন দেখিয়া উহার শাখার অন্তরালে মাচা বান্ধিল এবং সকাল সকাল আহার শেষ করিয়া শক্তিহস্তে সেখানে বসিয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব সপ্তপর্ণী-ফল খাইবার জন্য প্রাতঃকালে আবাসস্থান হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু হঠাৎ বৃক্ষমূলে না গিয়া একটু দূরে দূরে রহিলেন,—ভাবিলেন, সময়ে সময়ে ব্যাধেরা গাছের উপর মাচা বান্ধিয়া বসিয়া থাকে, এখানে সেরূপ কিছু ঘটিল কি না দেখা আবশ্যক।" অনন্তর তিনি কিছু দূরে থামিয়া কোন আশঙ্কার কারণ আছে কি না দেখিতে লাগিলেন।

ব্যাধ দেখিল বোধিসত্ত্ব তরুমূলে আসিতেছেন না। সে সপ্তপর্ণী-ফল ছিঁড়িয়া তাঁহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। তখন বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন, "এই ফলগুলি আমার কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, গাছে ব্যাধ আছে।" অনন্তর তিনি পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া শাখার মধ্যে ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু যেন দেখেন নাই এইরূপ ভাণ করিয়া বলিলেন, "ওহে বৃক্ষ, এতকাল ত তুমি ফলগুলি সোজা ভাবে ফেলিয়া দিতে, ছুঁড়িয়া ফেলিতে না, কিন্তু আজ তুমি বৃক্ষের মত আচরণ করিতেছ না কেন? বেশ, তুমি যখন বৃক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, তখন আমিও অন্য কোন বৃক্ষতলে গিয়া আহারের উপায় দেখিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী পাঠ করিলেন :—

ফেলিছ যে ফল আজি, ওহে সপ্তপর্ণী ভাই,
কুরঙ্গ-মৃগের কাছে তাহা অবিদিত নাই।
চলিলাম সেই হেতু অন্য সপ্তপর্ণী-তলে,
কিছুমাত্র রুচি মম নাহি তব এই ফলে।

তখন, "দূর হ, আজ আমার হাত এড়াইলি" বলিয়া সেই ব্যাধ মাচা হইতে শক্তি নিক্ষেপ করিল; বোধিসত্ত্বও মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আমি তোমার হাত এড়াইলাম বটে, কিন্তু তুমি ত তোমার কর্ম্মফল এড়াইতে পারিবে না; তোমাকে ত অষ্ট মহানরকে এবং ষোড়শ উৎসাদ নরকে * থাকিতে হইবে, তুমি ত পঞ্চবিধ বন্ধনযাতনা † ভোগ করিবে!" অনন্তর বোধিসত্ত্ব পলায়নপূর্ব্বক অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন, ব্যাধও বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্যাধ এবং আমি ছিলাম সেই কুরঙ্গ মৃগ।]

২২—কুক্কুর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জ্ঞাতিজনের হিতানুষ্ঠান সম্বন্ধে এই কথা বলেন। তৎসম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ ভদ্রশাল জাতকে (৪৬৫ সংখ্যক) দ্রষ্টব্য। সেই উপদেশ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি নিম্নলিখিত অতীত কথা বলিয়াছিলেন।]

---

* অষ্ট মহানরক যথা, সঞ্জীব, কালসূত্র, সঙ্ঘাত, রৌরব, মহারৌরব, তপন, প্রতাপন, অবীচি। বৌদ্ধমতে আরও বহু নরক আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি 'লোকান্তরিক', কতকগুলি 'উৎসাদ' নামে অভিহিত।

† পঞ্চবন্ধন বা পঞ্চক্লেশ যথা—লোভ, দোষ, মোহ, মান এবং ঔদ্ধত্য। দোষ—ক্রোধ বা ঘৃণা।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব প্রাক্তনকর্ম্মফলে কুক্কুরজন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বহু শত কুক্কুরপরিবৃত হইয়া মহাশ্মশানে বাস করিতেন।

এক দিন রাজা সিন্ধুদেশজাত শ্বেতঘোটকযুক্ত এবং সর্ব্বালঙ্কারভূষিত রথে আরোহণ করিয়া উদ্যানভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেখানে সমস্ত দিন বিহার করিয়া তিনি সূর্য্যাস্তের পর নগরে ফিরিয়া আসিলেন। রথের যে চর্ম্মনির্ম্মিত সজ্জা ছিল, তাহা আর সে রাত্রিতে কেহ খুলিয়া লইল না, সাজ সুদ্ধ রথ প্রাঙ্গণেই রহিল। তাহার পর বৃষ্টি হইল। সাজগুলি ভিজিয়া গেল এবং রাজার * কুক্কুরেরা দোতালা হইতে নামিয়া সমস্ত চামড়া খাইয়া ফেলিল। পরদিন ভৃত্যেরা রাজাকে জানাইল, "মহারাজ, নর্দ্দামার মুখ দিয়া কুকুর আসিয়া গাড়ীর সাজ খাইয়া ফেলিয়াছে।" ইহাতে রাজা কুক্কুরদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, "যেখানে কুক্কুর দেখিতে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে।" তখন ভয়ানক কুক্কুর-হত্যা আরম্ভ হইল। যেখানে যায়, সেখানেই নিহত হয় দেখিয়া শেষে হতাবশিষ্ট কুক্কুরেরা শ্মশানে বোধিসত্ত্বের নিকট উপনীত হইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এতগুলি এক সঙ্গে আসিলে কেন?" তাহারা কহিল, "কুক্কুরেরা রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রথের সাজ খাইয়াছে। তাহা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কুক্কুর মারিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহাতে শত শত কুক্কুর মারা যাইতেছে, আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছি।"

বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "রাজভবন যেমন সুরক্ষিত, তাহাতে বাহিরের কোন কুক্কুর তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। পুরীর মধ্যে যে সকল কৌলেয় কুক্কুর আছে, এ তাহাদেরই কার্য্য। কিন্তু যাহারা অপরাধী, তাহারা নির্ভয়ে আছে, আর যাহারা নিরপরাধ, তাহারা মারা যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় রাজাকে প্রকৃত অপরাধী দেখাইয়া দিয়া জ্ঞাতিবন্ধুজনের প্রাণরক্ষা করি না কেন?" অনন্তর তিনি জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমাদের ভয় নাই, আমি তোমাদের রক্ষার উপায় করিতেছি। যতক্ষণ আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করি ততক্ষণ তোমরা অপেক্ষা কর।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব মৈত্রীভাব-প্রণোদিত হইয়া দানাদি-দশপারমিতা স্মরণপূর্ব্বক "পথে যেন আমার উপর কেহ ঢিল বা লাঠি না মারে" এই ইচ্ছা করিয়া একাকী রাজভবনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই নিমিত্ত কেহই তাঁহাকে দেখিয়া ক্রোধের চিহ্ন প্রদর্শন করিল না।

রাজা কুক্কুরবধাজ্ঞা দিয়া বিচারালয়ে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব সেখানেই উপস্থিত হইয়া এক লম্ফে রাজাসনের নিম্নে প্রবেশ করিলেন। রাজার ভৃত্যেরা তাঁহাকে তাড়াইয়া বাহির করিতে গেল, কিন্তু রাজা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। বোধিসত্ত্ব একটু ভরসা পাইয়া আসনের অধোভাগ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনিই কি কুক্কুরদিগকে মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?" "হাঁ, আমিই এই আদেশ দিয়াছি।" "কুক্কুরদিগের অপরাধ কি, মহারাজ?" "তাহারা আমার রথের আচ্ছাদন-চর্ম্ম ও অন্যান্য চর্ম্মনির্ম্মিত সজ্জা খাইয়া ফেলিয়াছে।" "কোন্ কুক্কুরে খাইয়াছে, তাহা জানিয়াছেন কি?" "না, তাহা আমি জানি নাই।" "মহারাজ, যদি প্রকৃত অপরাধী কে তাহা না জানেন, তবে কুকুর দেখিলেই মারিতে হইবে এরূপ আদেশ দেওয়া উচিত হয় নাই।" "কুক্কুরে রথের চর্ম্ম খাইয়াছে, কাজেই সব কুক্কুর মারিতে আজ্ঞা দিয়াছি।" আপনার লোকে সব কুক্কুরই মারিতেছে, না কোন কোন কুক্কুর না মারিবারও ব্যবস্থা আছে?" "আমার গৃহে কৌলেয় কুক্কুর আছে; তাহাদিগকে মারা হইতেছে না। "মহারাজ, এই মাত্র বলিলেন, আপনার রথের চর্ম্ম খাইয়াছে বলিয়া সব কুক্কুরই মারিবার আদেশ দিয়াছেন; এখন

---

* মূলে "কৌলেয়" এই বিশেষণ আছে। কৌলেয় কুক্কুর অর্থাৎ সৎকুলজাত কুক্কুর,—ইংরাজীতে যাহাকে 'pedigree dog' বা thoroughbred dog বলা যায়, সেই অর্থে ব্যবহৃত।

বলিতেছেন, কৌলেয কুক্কুরদিগকে মারা হইবে না। ইহা আপনার পক্ষে অগতিপ্রাপ্তির * কারণ হইয়াছে। অগতিপ্রাপ্তি বাঞ্ছনীয় নহে, রাজোচিতও নহে। বিচারকার্য্যে রাজাদিগকে তুলাসদৃশ নিরপেক্ষ থাকিতে হয়। উপস্থিত ব্যাপারে কৌলেয কুক্কুরেরা নিরুদ্বেগে আছে, কিন্তু দুর্ব্বল কুক্কুরেরা নিহত হইতেছে। অতএব ইহাকে সর্ব্বকুক্কুর সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দণ্ড বলা যায় না, ইহা দুর্ব্বলকুক্কুরধ্বংস-ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। মহারাজ, আপনি যাহা করিতেছেন তাহা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্ম্ম বুঝাইবার জন্য এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> রাজার ভবনে আদরে যতনে পালিত কুক্কুর যারা
> অতি পুষ্টকায, বিচিত্র রোমশ—অভয় পাইল তারা।
> আমরা দুর্গত, বধ্য অতএব, এ কেমন রাজনীতি?
> এ নহে ধরম; অত্যাচার ইহা শুধু দুর্ব্বলের প্রতি।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, "কুক্কুরবর, কোন্ কুক্কুরে রথচর্ম্ম খাইয়াছে, আপনি তাহা জানেন কি?" "জানি মহারাজ।" "কাহারা খাইয়াছে?" "যে সকল কৌলেয় কুক্কুর আপনার প্রাসাদে বাস করে, তাহারাই খাইয়াছে।" "তাহারাই যে খাইয়াছে তাহা কিরূপে বুঝিব?" "আমি তাহার প্রমাণ দিতেছি।" "দিন্ দেখি।" "আপনি কুকুরগুলা আনিতে পাঠান এবং একটু ঘোল ও কিছু কুশ আনিতে বলুন।" রাজা তাহাই করিতে আদেশ করিলেন।

ইহার পর মহাসত্ত্ব ঐ কুশ তক্রের সহিত মর্দ্দন করাইয়া কুক্কুরদিগকে খাওয়াইতে বলিলেন, রাজা তাহাই করাইলেন। তখন কুক্কুরেরা চর্ম্মখণ্ডসমূহ বমন করিয়া ফেলিল! ইহাতে রাজা অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এ দেখিতেছি সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধোচিত ব্যবস্থা!" এবং তিনি স্বকীয় শ্বেতচ্ছত্র † উপহার দিয়া বোধিসত্ত্বের পূজা করিলেন। বোধিসত্ত্ব "ধর্ম্মং চর মহারাজ মাতাপিতৃষু ক্ষত্রিয়" ইত্যাদি দশটী গাথা ‡ পাঠ করিয়া রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিয়া, "মহারাজ, এখন হইতে অপ্রমত্ত হইয়া চলুন" এই উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক শ্বেতচ্ছত্র প্রত্যর্পণ করিলেন।

মহাসত্ত্বের § ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া রাজা সমস্ত প্রাণীকে অভয় দিলেন, বোধিসত্ত্বাদি সমস্ত কুক্কুরের জন্য প্রতিদিন রাজভোগ দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীবনযাপনপূর্ব্বক দেহান্তে দেবলোকে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। কুক্কুররূপী বোধিসত্ত্বের উপদেশ দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল।

বোধিসত্ত্বও পরিণতবয়সে কুক্কুরলীলাসংবরণপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন 'ভিক্ষুগণ, বুদ্ধ কেবল এজন্মে জ্ঞাতিগণের উপকার করিতেছেন তাহা নহে, পূর্ব্ব-জন্মেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই রাজা, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সামান্য কুক্কুরসমূহ এবং আমি ছিলাম সেই শ্মশানবাসী কুক্কুররাজ।]

---

* ছন্দ (লোভ), দোষ (ঘৃণা), মোহ (অজ্ঞান) এবং ভয়।

† শ্বেতচ্ছত্র রাজচিহ্ন।

‡ ত্রিশকুনজাতক (৫২১) দ্রষ্টব্য।

§ বোধিসত্ত্বগণ অনেকস্থলে 'মহাসত্ত্ব' নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

২৩—ভোজাজানেয়-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থান করিবার সময় কোন নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, পুরাকালে পণ্ডিতেরা নানারূপ বিপদের মধ্যেও নিরুৎসাহ হন নাই, আহত হইয়াও বীর্য্য দেখাইয়াছেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক অতি উৎকৃষ্টজাতীয় সিন্ধু দেশীয় ঘোটক রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বারাণসীরাজের মঙ্গলাশ্ব † হইয়াছিলেন। তাঁহার আদরযত্নের সীমা পরিসীমা ছিল না, তিনি লক্ষমুদ্রা মূল্যের সুবর্ণপাত্রে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ত্রিবার্ষিক ‡ তণ্ডুল আহার করিতেন, তাহার মন্দুরার ভূমি চতুর্ব্বিধ গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত হইত। উহার চতুর্দ্দিকে রক্তকম্বলের পর্দ্দা ও উপরে সুবর্ণতারকা-খচিত চন্দ্রাতপ ঝুলিত। উহার দেয়ালে সুগন্ধি পুষ্পগুচ্ছ ও মাল্য প্রলম্বিত থাকিত এবং অভ্যন্তরে নিয়ত গন্ধ-তৈলের প্রদীপ জ্বলিত।

বারাণসীর চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজারা ঐ রাজ্যের প্রতি বড় লোভ করিতেন। একবার সাতজন রাজা মিলিত হইয়া বারাণসী অবরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মদত্তকে পত্র লিখিলেন, "হয় আমাদিগকে রাজ্য ছাড়িয়া দাও, নয় আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।" ব্রহ্মদত্ত অমাত্যদিগকে সমবেত করিয়া তাঁহাদিগকে এই কথা জানাইলেন এবং কি কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করিতে বলিলেন। অমাত্যেরা বলিলেন "মহারাজ, প্রথমেই আপনি নিজে যুদ্ধে যাইবেন না। আপনি অমুক অশ্বারোহীকে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করুন; তিনি যদি পরাস্ত হন, তবে যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির করা যাইবে।"

ব্রহ্মদত্ত সেই অশ্বারোহীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি কি এই সাত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে?" অশ্বারোহী বলিলেন, "দেব, যদি আজানেয় ঘোটকটী পাই, তাহা হইলে সাত রাজা দূরে থাকুক, জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজা একত্র হইলেও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। রাজা কহিলেন, "বাবা, আজানেয় ঘোটক বা অন্য যে ঘোটক ইচ্ছা হয়, গ্রহণ কর এবং যুদ্ধ করিতে যাও।" অশ্বারোহী "যে আজ্ঞা" বলিয়া রাজাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, বোধিসত্ত্বকে বাহিরে আনিয়া তাঁহাকে বর্ম্ম পরাইলেন, নিজে আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইলেন এবং কটিদেশে তরবারি বন্ধন করিয়া লইলেন। অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, বিদ্যুদ্বেগে প্রথম বলকোষ্ঠক ভেদ করিয়া একজন রাজাকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে নগরাভ্যন্তরস্থ সৈন্যদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি আবার গিয়া দ্বিতীয় বলকোষ্ঠক ভেদপূর্ব্বক অপর এক রাজাকে ধরিয়া আনিলেন। এইরূপে একে একে সেই অশ্বারোহী পাঁচজন রাজাকে বন্দী করিলেন, কিন্তু ষষ্ঠ বলপ্রকোষ্ঠ ভেদপূর্ব্বক ষষ্ঠ রাজাকে বন্দী করিবার সময় বোধিসত্ত্ব আহত হইলেন। তখন অশ্বারোহী আহত অশ্বকে রাজদ্বারে রাখিয়া সাজ খুলিয়া লইলেন এবং অপর একটী অশ্বকে উহা পরাইতে লাগিলেন। অশ্বরূপী বোধিসত্ত্ব এক পার্শ্বে ভর দিয়া সমস্ত দেহ বিস্তারপূর্ব্বক ভূতলে পড়িয়াছিলেন। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া যোদ্ধৃবর কি করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই যোদ্ধা অপর একটী

---

* আজানেয়—উৎকৃষ্ট বংশজাত (অশ্বসম্বন্ধে)—ইংরাজী 'thoroughbred' or 'good breed' এই অর্থে ব্যবহৃত।

† সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব (যাহা পুষিলে অশ্বস্বামীর মঙ্গল হয়)। সচরাচর রাজার ব্যবহার্য্য দ্রব্যের নামের পূর্ব্বে 'মঙ্গল' শব্দ ব্যবহৃত হইত, যেমন মঙ্গলহস্তী, মঙ্গলাসন ইত্যাদি।

‡ তিন বৎসরের পুরাতন চাউল।

অশ্ব সজ্জিত করিতেছেন বটে, কিন্তু এই অশ্ব কখনও সপ্তম ব্যূহ ভেদ করিয়া সপ্তম রাজাকে বন্দী করিতে পারিবে না। কাজেই আমি এতক্ষণ যাহা করিলাম তাহা পণ্ড হইবে, এই অদ্বিতীয় যোদ্ধা নিহত হইবেন, রাজাও শত্রুহস্তে পড়িবেন। আমি ভিন্ন অন্য কোন অশ্বই সপ্তম ব্যূহভেদ করিতে ও সপ্তম রাজাকে বন্দী করিতে সমর্থ নহে।' অনন্তর তিনি শুইয়া শুইয়াই যোদ্ধাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যোদ্ধৃবর, আমি ভিন্ন অন্য কোন অশ্বই সপ্তম বলপ্রকোষ্ঠ ভেদ পূর্ব্বক সপ্তম রাজাকে বন্দী করিতে সমর্থ নহে; আমি যে কার্য্য করিয়াছি তাহা পণ্ড হইতে দিব না। আমাকে উঠাইয়া দাঁড় করাইয়া দিন এবং পুনর্ব্বার সজ্জিত করুন।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্ন-লিখিত গাথাটী পাঠ করিলেন:—

রয়েছি আহত হ'যে ভূতলে শুইয়া,
শরসব শল্লকীর কণ্টক সদৃশ
বিদ্ধ আছে দেহে মোর, তথাপি, হে বীর,
সামান্য ঘোটক হ'তে শ্রেষ্ঠ আজানেয়
জানিবে নিশ্চয়, তুমি সাজাও আবার
মোরে; অন্য অশ্বে তব নাহি প্রয়োজন।

ইহা শুনিয়া সেই অশ্বারোহী বোধিসত্ত্বকে ধরিয়া তুলিলেন, তাঁহার আহতস্থান বন্ধন করিলেন, পুনর্ব্বার তাঁহাকে সুসজ্জিত করিলেন এবং তদীয় পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সপ্তম রাজাকে বন্দী করিয়া স্বীয় সৈন্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বোধিসত্ত্বও রাজদ্বারে নীত হইলেন এবং রাজা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তখন মহাসত্ত্ব রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, রাজা সাতজনের প্রাণবধ করিবেন না, তাঁহাদিগকে শপথ করাইয়া ছাড়িয়া দিন, আমি এবং এই অশ্বারোহী, উভয়ের প্রাপ্য পুরস্কার এই অশ্বারোহীকেই দান করুন, কারণ যিনি সাত জন রাজাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন তাঁহার মর্য্যাদার ত্রুটি হওয়া অসঙ্গত। আপনি নিজেও দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিবেন, শীলব্রত পালন করিবেন এবং যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে রাজ্য শাসন করিবেন।" বোধিসত্ত্ব রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিলে উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁহার সাজ খুলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু যখন তাহারা এক একটী করিয়া সাজগুলি খুলিতে লাগিল, তখন বোধিসত্ত্ব প্রাণত্যাগ করিলেন।

বোধিসত্ত্বের শরীরকৃত্য সম্পাদনানন্তর রাজা অশ্বারোহীকে নানা সম্মানে ভূষিত করিলেন, এবং রাজাদিগের নিকট অদ্রোহ-শপথ * গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি যথাশাস্ত্র নিরপেক্ষভাবে রাজ্যশাসনপূর্ব্বক আয়ুঃক্ষয়ান্তে কর্ম্মানুরূপ ফললাভার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, অতীতকালে পণ্ডিতেরা বিপদে পড়িয়া, আহত হইয়াও বীর্য্যহীন হন নাই; আর তোমরা এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনের আশ্রয়ে থাকিয়াও নিরুৎসাহ হইবে।" অনন্তর তিনি চতুর্ব্বিধ সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই নিরুৎসাহ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল বারাণসীরাজ, সারীপুত্র ছিল সেই অশ্বারোহী এবং আমি ছিলাম সেই আজানেয় ঘোটক।]

২৪—আজন্ন-জাতক।†

[শাস্তা জেতবনে কোন নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলেন। শাস্তা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা আহত হইয়াও বীর্য্য ত্যাগ করেন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

---

* অদ্রোহ শপথ—অর্থাৎ তাঁহারা আর কখনও শত্রুতা করিবেন না এইরূপ শপথ।

† আজন্ন (আজানীয়)—আজানেয়।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় এক বার সাতজন রাজা মিলিত হইয়া তাঁহার রাজধানী অবরোধ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্তের একজন রথী নিজের রথে একই অশ্বীর গর্ভজাত দুইটী সৈন্ধব ঘোটক সংযোজিত করিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক একে একে বিপক্ষদিগের ছয়টী বলপ্রকোষ্ঠ ভেদ করেন এবং ছয় জন রাজাকে বন্দী করিয়া আনেন। ঠিক এই সময়ে জ্যেষ্ঠ ঘোটকটী আহত হয়। তখন রথী রাজদ্বারে প্রতিগমনপূর্ব্বক তাহাকে রথ হইতে খুলিয়া দেন এবং সে এক পার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করিলে তাহার শরীর হইতে বর্ম্মাদি উন্মোচনপূর্ব্বক অপর একটী অশ্বকে সজ্জিত করিতে আরম্ভ করেন। তদ্দর্শনে আহত অশ্বরূপী বোধিসত্ত্ব, ভোজাজানেয় জাতকে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ চিন্তা করিয়া রথীকে আহ্বানপূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেনঃ—

যেথা সেথা সর্ব্বস্থানে, যখন তখন
আজানেয় করে নিজ বীর্য্যপ্রদর্শন।
ইতর ঘোটক যারা, কি সাধ্য তাদের
বিপদ্ সঙ্কুল স্থানে তিষ্ঠিতে রণের?

এই কথা শুনিয়া রথী বোধিসত্ত্বকে ধরিয়া তুলিলেন, তাহাকে পুনর্ব্বার রথে সংযোজন পূর্ব্বক সপ্তম বলপ্রকোষ্ঠ ভেদ করিলেন, সপ্তম রাজাকে বন্দী করিয়া রাজদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সেখানে বোধিসত্ত্বকে বন্ধনমুক্ত করাইয়া দিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব একপার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করিলেন এবং ভোজাজানেয় জাতকে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেই ভাবে রাজাকে উপদেশ দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা তাহার শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক রথীকে নানা সম্মানে ভূষিত করিলেন এবং যথাধর্ম্ম প্রজাপালন পূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া ঐ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।
সমবধান—তখন স্থবির আনন্দ ছিল রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ছিলেন সেই জ্যেষ্ঠ অশ্ব।]

২৫—তীর্থ-জাতক।

এক ব্যক্তি পূর্ব্বে স্বর্ণকারের ব্যবসায় করিত, পরে প্রব্রজ্যা-গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্রের সার্দ্ধবিহারিক * ভাবে বাস করিত। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

পরের চিত্ত, পরের মনোভাব বুঝিবার ক্ষমতা কেবল বুদ্ধদিগের পক্ষেই সম্ভব। ধর্ম্মসেনাপতির এ ক্ষমতা ছিল না, তিনি সার্দ্ধবিহারিকের চিত্ত জানিতে পারেন নাই, কাজেই তাহাকে ধ্যানশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে "অশুভ" অর্থাৎ দেহের অপবিত্রতা চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। † কিন্তু ইহাতে ঐ ভিক্ষুর কিছুমাত্র উপকার হয় নাই। না হইবারই কথা, কারণ, সে নাকি একাদিক্রমে পাঁচ শতবার স্বর্ণকারই হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কাজেই এত দীর্ঘকাল বিশুদ্ধ-সুবর্ণদর্শনের সঞ্চিত-ফলে তাহার পক্ষে 'অশুভ' চিন্তা কার্য্যকরী হইল না। সে চারিমাসকাল "অশুভ" চিন্তা করিয়াও ইহার কোন মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। নিজের সার্দ্ধবিহারিকের অর্হত্ত্ব-সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া ধর্ম্মসেনাপতি ভাবিতে লাগিলেন, "এরূপ লোক, দেখিতেছি, বুদ্ধ ব্যতীত আর কাহারও নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারে না। অতএব আমি ইহাকে বুদ্ধের নিকটই লইয়া যাই।" ইহা স্থির করিয়া তিনি পরদিন প্রত্যূষে সেই ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার সকাশে উপনীত হইলেন।

শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে সারীপুত্র। তুমি এই ভিক্ষুকে লইয়া আসিলে কেন?" সারীপুত্র বলিলেন, "প্রভু, আমি এই ব্যক্তিকে একটী কর্ম্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু চারিমাস কাল চেষ্টা করিয়াও এ তাহার কিছুমাত্র মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিল না। তাই ইহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিলাম, কারণ, বুদ্ধ ব্যতীত আর কেহই ইহার শিক্ষাবিধানে সমর্থ নহে।" "ইহাকে তুমি কি কর্ম্মস্থান দিয়াছিলে, সারীপুত্র?" "আমি ইহাকে 'অশুভ' ভাবিতে বলিয়াছিলাম।" "সারীপুত্র! অপরের চিত্ত

---

* সার্দ্ধ বিহারিক—যে এক সঙ্গে একই বিহারে বাস করে। স্থবিরদিগের শিষ্যগণ এই নামে অভিহিত হইত।
† দশবিধ "অশুভ" সম্বন্ধে ৯ম পৃষ্ঠের টীকায় "কর্ম্মস্থান" দ্রষ্টব্য।

জানিতে ও মনোভাব বুঝিতে তোমার সাধ্য নাই। তুমি একাকী ফিরিয়া যাও, সন্ধ্যার সময় আসিয়া তোমার সার্দ্ধবিহারিককে লইয়া যাইও।"

সারীপুত্রকে এইরূপে বিদায় দিয়া শাস্তা সেই ভিক্ষুকে মনোজ্ঞ বিশ্রামস্থান দিলেন চীবর পরাইলেন, ভিক্ষাচর্য্যার সময় সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং উৎকৃষ্ট ভোজ্য দেওয়াইলেন। অনন্তর শিষ্যপরিবৃত হইয়া বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তিনি দিবাভাগ গন্ধকুটীরে অতিবাহিত করিলেন এবং সায়ংকালে ঐ ভিক্ষুর সঙ্গে বিহারে বিচরণ করিবার সময় স্বীয় প্রভাববলে আম্রবণে এক পুষ্করিণীর আবির্ভাব ঘটাইলেন। ঐ পুষ্করিণীর একাংশে পদ্মগুচ্ছ এবং তন্মধ্যে একটী বৃহৎ পদ্ম বিরাজ করিতেছিল। "তুমি এখানে বসিয়া এই পদ্ম অবলোকন করিতে থাক"—ভিক্ষুকে এই কথা বলিয়া শাস্তা নিজে গন্ধকুটীরে ফিরিয়া গেলেন।

ভিক্ষু একদৃষ্টিতে পদ্ম অবলোকন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ ঐ পদ্মের বিনাশ আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষু দেখিতে পাইল, উহা ক্রমে বিবর্ণ হইয়া গেল, প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে পত্রগুলি ঝরিতে লাগিল, শেষে কেশরগুলিও বিচ্যুত হইল, কেবল কর্ণিকটী অবশিষ্ট রহিল। ইহা দেখিয়া ভিক্ষু ভাবিতে লাগিল, "এই মাত্র এই পদ্ম-পুষ্পটী কেমন নয়নাভিরাম ছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে ইহা বিবর্ণ হইয়া গেল, ইহার না আছে এখন পত্র, না আছে কেশর, অবশিষ্ট রহিয়াছে কেবল কর্ণিকটী। ইহার যেরূপ বিনাশ হইল, আমার শরীরেরই বা সেরূপ হইবে না কেন? জগতে সমস্ত মিশ্রবস্তুই অনিত্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি * লাভ করিল।

এই ভিক্ষু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছে জানিতে পারিয়া শাস্তা গন্ধকুটীরে থাকিয়াই নিজের দেহ হইতে এক আভাময়ী প্রতিমূর্ত্তি বিনির্গত করিয়া নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করিলেন:—

শরতের শতদল, জলে করে টলমল,
চয়ন তাহারে কর বৃন্ত হ'তে ছিঁড়িয়া।
সেইরূপ সযতনে, ওহে জীব, একমনে,
আত্মস্নেহ ফেল দূরে মন হ'তে টানিয়া।
শান্তিমার্গ এই সার, ইহা ভিন্ন নাহি আর,
এই পথে যাবে সদা, অন্য পথে যেও না,
নির্ব্বাণ-লাভের হেতু, এই একমাত্র সেতু,
দেখা যাব নাহি মিলে, বিনা বুদ্ধ-করুণা।

এই গাথা শুনিয়া উক্ত ভিক্ষু অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন 'আমি মুক্ত হইলাম, আর জন্মগ্রহণ-রূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না,' এই বিশ্বাসে তিনি অতিমাত্র আহ্লাদে মন খুলিয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি উচ্চারণ করিলেন:—

জীবনের অবসানে নির্ম্মল-হৃদয়,
পরিক্ষীণ হয় যার কুপ্রবৃত্তিচয়,
আর না জন্মিবে যেবা সংসার-মাঝারে,
জরাদি অশেষ দুঃখ ভোগ করিবারে;
শুদ্ধশীল, জিতেন্দ্রিয় সেই নরবর,
শোভে যথা রাহুমুক্ত দেব শশধর।

ভীষণ পাপের পঙ্কে হইয়া মগন,
মোহ-অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল এই মন,
ভেদি সে অবিদ্যা-জাল জ্ঞানপ্রভাকর
আলোকিত করে মম মানস-অন্তর।

হর্ষভরে এইরূপ গাথা পাঠ করিতে করিতে তিনি ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন।

অতঃপর স্থবির সারীপুত্রও সেখানে উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে প্রণিপাত করিলেন এবং শিষ্যকে লইয়া স্বীয় আগারে চলিয়া গেলেন।

এই সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া দশবলের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, লোকের চিত্ত ও প্রবৃত্তি জানিবার ক্ষমতা না থাকায় সারীপুত্র তাঁহার শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু শাস্তার কি মহীয়সী ক্ষমতা! তাঁহার নিকট কিছুই অপরিজ্ঞাত নাই, তাই তিনি ইহাকে এক দিনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান ও অর্হত্ব দান করিলেন।"

---

* মূলে 'বিপস্সনম্' এই পদ আছে। ইহা সংস্কৃত 'বিদর্শন' শব্দের অনুরূপ।

এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া কহিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া যে এই ব্যক্তির প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, পূর্ব্বকালেও ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অমাত্য ছিলেন। তিনি রাজাকে ধর্ম্ম ও অর্থ সম্বন্ধে মন্ত্রণা দিতেন।

একদিন রাজার অশ্বপালকেরা মঙ্গলাশ্বের স্নান করিবার ঘাটে একটা সামান্য অশ্বকে স্নান করাইয়াছিল। তাহার পর যখন মঙ্গলাশ্বপালক নিজের ঘোটককে সেই জলের নিকট লইয়া গেল, তখন সে নিতান্ত ঘৃণার চিহ্ন দেখাইয়া কিছুতেই অবতরণ করিল না। তখন অশ্বপালক রাজার নিকট গিয়া বলিল, 'মহারাজ, আপনার মঙ্গলাশ্ব স্নান করিতে চাহিতেছে না।" রাজা বোধিসত্ত্বকে অনুরোধ করিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি গিয়া দেখুন ত, কেন ইহারা চেষ্টা করিয়াও মঙ্গলাশ্বকে জলে নামাইতে পারিতেছে না। বোধিসত্ত্ব "যে আজ্ঞা, মহারাজ" বলিয়া নদীতীরে গমন করিলেন এবং যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন মঙ্গলাশ্বের কোন পীড়া হয় নাই, তখন কেন সে জলে অবতরণ করিতেছে না, তাহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, 'নিশ্চিত লোকে অন্য কোন অশ্বকে এই ঘাটে স্নান করাইয়াছে এবং সেই নিমিত্তই মঙ্গলাশ্ব ঘৃণাপরবশ হইয়া জলে অবতরণ করিতে চাহিতেছে না।' ইহা ভাবিয়া তিনি অশ্বপালদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন অশ্বকে এই ঘাটে স্নান করাইয়াছ কি?" তাহারা বলিল, "হাঁ মহাশয়, একটা সামান্য ঘোটককে স্নান করাইয়াছি।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "ইহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়াই এত ঘৃণার বশ হইয়া এখানে স্নান করিতে চাহিতেছে না। ইহাকে অন্য কোন ঘাটে স্নান করাইলেই ভাল হয়।" এইরূপে মঙ্গলাশ্বের অভিপ্রায় বুঝিয়া তিনি অশ্বপালদিগকে বলিলেন, "দেখ ঘৃত, মধু, গুড় প্রভৃতিমিশ্রিত পায়সও প্রতিদিন ভক্ষণ করিলে অরুচি জন্মে। এই অশ্ব বহুবার এ ঘাটে স্নান করিয়াছে। আজ তোমরা ইহাকে অন্য ঘাটে লইয়া স্নান করাও ও জল খাওয়াও।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

> নিত্য নব তীর্থে এরে করাইবে জলপান,
> তা' হলে স্ফূর্ত্তিতে সদা থাকিবে ইহার প্রাণ।
> মধুর পায়স অন্ন, তাও খেলে বার বার
> বৈচিত্র্য-বিহনে ক্লেশ হয় শুধু রসনার।

অশ্বপালেরা এই উপদেশানুসারে মঙ্গলাশ্বকে অন্য ঘাটে লইয়া গেল এবং সেখানে তাহাকে স্নান ও পান করাইল। জলপানান্তে যখন তাহারা অশ্বের গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিল, তখন বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "মঙ্গলাশ্ব স্নান ও জলপান করিয়াছে ত?" "হাঁ মহারাজ।" "সে প্রথমে অনিচ্ছা দেখাইয়াছিল কেন?" বোধিসত্ত্ব রাজাকে তাহার অনিচ্ছার কারণ বুঝাইয়া দিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'অহো, ইঁহার কি পাণ্ডিত্য! ইনি ইতর প্রাণীদিগের পর্য্যন্ত মনোবৃত্তি বুঝিতে পারেন।' অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের বহু সম্মান করিলেন।

ইহার পর রাজা ও বোধিসত্ত্ব উভয়েই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য লোকান্তর গমন করিলেন।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই মঙ্গলাশ্ব, সারীপুত্র ছিল রাজা এবং আমি ছিলাম তাহার বিচক্ষণ অমাত্য।]

২৬—মহিলামুখ-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত কুমার অজাতশত্রুর মনস্তুষ্টি-সম্পাদন-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর উপহার ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু তাঁহার জন্য গয়শিরে একটী বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহার ব্যবহারার্থ পঞ্চশত স্থালীপূর্ণ নানামধুর-রসযুক্ত ত্রিবার্ষিক সুগন্ধি তণ্ডুলের অন্ন প্রেরণ করিতেন। এই সমস্ত উপহার ও সম্মানের মাহাত্ম্যে দেবদত্তের বহু শিষ্য হইল; তিনি ইহাদিগকে লইয়া নিয়ত বিহারের অভ্যন্তরেই থাকিতেন, কদাচ বাহিরে যাইতেন না।

এই সময় রাজগৃহবাসী দুই বন্ধুর মধ্যে এক জন শাস্তার নিকট এবং অপর জন দেবদত্তের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা কখনও বাহিরে, কখনও বা বিহারে গিয়া পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিত। একদিন দেবদত্তের শিষ্য শাস্তার শিষ্যকে বলিল, "ভাই, তুমি প্রতিদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াও কেন? দেখ ত দেবদত্ত কেমন গয়শিরে বসিয়া থাকিয়াই নানাবিধ উৎকৃষ্টরসযুক্ত অন্ন ভোজন করিতেছেন। ইহার চেয়ে সুবিধা আর কি হইতে পারে? নিজের দুঃখ বাড়াও কেন? প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রথমেই গয়শিরে আসিয়া আহার করিলে ভাল হয় না কি? সেখানে প্রথমে যাগু* পান করিবে; তাহার যে কি স্বাদ তাহা বলিবার নয়। অনন্তর অষ্টাদশ প্রকার শুষ্কখাদ্য এবং মধুর রসযুক্ত† কোমল খাদ্য দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে।"

পুনঃপুনঃ এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্তার শিষ্য শেষে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিল এবং তদবধি গয়শিরে যাইতে লাগিল। সেখানে সে আকণ্ঠ আহার করিত, কিন্তু যথাসময়ে বেণুবনে প্রতিগমন করিতে ভুলিত না। কিন্তু ব্যাপারটা চিরদিন গোপন থাকিল না; কিয়ৎকাল পরেই প্রকাশ পাইল যে সে গয়শিরে গিয়া দেবদত্তের অন্নে উদর পূর্ণ করে। একদিন তাহার সতীর্থগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি না কি দেবদত্তের জন্য যে খাদ্য প্রেরিত হয় তাহা ভোজন করিয়া থাক? এ কথা সত্য কি?" "এ কথা কে বলে?" "অমুকে অমুকে বলে।" "হাঁ, এ কথা মিথ্যা নহে। আমি গয়শিরে গিয়া আহার করি, কিন্তু দেবদত্ত আমায় খাইতে দেন না, অন্যে দেয়।" "দেখ, দেবদত্ত বৌদ্ধদিগের শত্রু। সেই দুরাত্মা অজাতশত্রুকে প্রসন্ন করিয়া অধর্ম্মবলে সম্মান ও সৎকার লাভ করিয়াছে। ছি! তুমি নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও দেবদত্তের অধর্ম্মোপার্জ্জিত অন্ন গ্রহণ করিতেছ! চল, তোমাকে শাস্তার নিকট লইয়া যাই।" এই বলিয়া ভিক্ষুগণ ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মসভায় উপনীত হইল।

তাহাদিগকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এই ভিক্ষুকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনিয়াছ কি?" "হাঁ প্রভু। এই ব্যক্তি আপনার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও দেবদত্তের অধর্ম্মলব্ধ অন্ন গ্রহণ করে।" "কি হে, তুমি দেবদত্তের অধর্ম্মলব্ধ অন্ন গ্রহণ কর, একথা সত্য কি?" "মহাশয়, আমি যে অন্ন আহার করি, তাহা দেবদত্ত দেন না, অপরে দেয়।" "দেখ ভিক্ষু, ওসব হেঁয়ালির কথা ছাড়িয়া দাও। দেবদত্ত অনাচার ও দুঃশীল, তুমি আমার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ, আমার শাসনে বাস করিতেছ; অথচ এরূপ লোকের অন্ন খাইতেছ। কেবল এ জন্মে নয়, চিরদিনই তুমি বিপথগামী হইয়াছ এবং যখন যাহাকে দেখিতে পাইয়াছ, তখনই তাহার অনুসরণ করিয়াছ।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অমাত্য ছিলেন। রাজার মহিলামুখ নামে এক শীলবান্ ও আচারসম্পন্ন মঙ্গলহস্তী ছিল। সে কখনও কাহারও শরীরে আঘাত করিত না।

একদা রাত্রিকালে কয়েকজন চোর আসিয়া হস্তিশালার নিকট উপবেশন করিল এবং মন্ত্রণা করিতে লাগিল—'এই স্থানে সিঁদ‡ কাটিতে হইবে, প্রাচীরের এই অংশ ফাঁক করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, অপহৃত দ্রব্যসমূহ লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে সিঁদ ও ফাঁক রাজপথ বা নদীতীর্থের ন্যায় পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত করিতে হইবে। চুরি করিবার সময় প্রয়োজন হইলে নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বাধা দিতে

---

* যাগু—সংস্কৃত 'যবাগূ', বাঙ্গালা 'যাউ'।

† খজ্জ—খাদ্য। এই শব্দটী সাধারণতঃ খাজা, গজা ইত্যাদি শুষ্ক খাদ্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত। কোমল খাদ্য (যথা, অন্ন, পায়স ইত্যাদি) সুভোজন নামে অভিহিত। খজ্জ শব্দটী হইতেই বোধ হয় "খাজা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

‡ মূলে 'উম্মার্গ' এই শব্দ আছে।

সমর্থ হইবে না। যে চোব, সে শীলাচাবসম্পন্ন হইলে চলিবে না, তাহাকে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুব ও অত্যাচাবী হইতে হইবে।" চোবেবা পবম্পবকে এইরূপ উপদেশ দিযা সে বাত্রিব মত প্রস্থান কবিল। পববাত্রিতেও তাহাবা তথায় আসিয়া ঐরূপ পবামর্শ কবিল এবং তাহাব পব ক্রমাগত আবও কয়েক বাত্রি যাতায়াত কবিল।

প্রতি বজনীতে তাহাদেব এই পবামর্শ শুনিয়া হস্তী স্থিব কবিল, 'ইহাবা আমাকেই উপদেশ দিতেছে, অতএব আমাকেই নির্দ্দয়, নিষ্ঠুব ও অত্যাচারী হইতে হইবে।' তখন সে ঐরূপ প্রকৃতিই অবলম্বন কবিল এবং পব দিন প্রাতঃকালে মাহুত আসিবামাত্র তাহাকে শুণ্ডদ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক ভূতলে আঘাত কবিয়া মাবিয়া ফেলিল। এইরূপে এক একটী কবিয়া যে তাহাব নিকটে আসিল, সে তাহাবই প্রাণসংহাব কবিল।

ক্রমে বাজাব কর্ণগোচব হইল যে মহিলামুখ উন্মত্ত হইয়া যাহাকে দেখিতেছে নিহত কবিতেছে। তখন তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "পণ্ডিতবব, আপনি গিয়া দেখুন সে কি কাবণে এরূপে দুষ্ট হইয়াছে।"

বোধিসত্ত্ব গিয়া দেখিলেন হাতীব শবীবে কোন বোগ নাই। অথচ কেন তাহাব এরূপ প্রকৃতি-পবিবর্ত্তন ঘটিল ইহা চিন্তা কবিতে কবিতে তাঁহাব মনে হইল, 'নিশ্চয় দুষ্ট লোকে ইহাব নিকটে কথাবার্ত্তা বলিয়াছে, তাহা শুনিযা এ ভাবিয়াছে ইহাবা আমাকেই উপদেশ দিয়াছে, কাজেই ইহাব এইরূপ বিকাব ঘটিয়াছে।" অনন্তব তিনি একজন হস্তিপালককে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "ইতিপূর্ব্বে কেহ হস্তিশালাব সমীপে কোন কথাবার্ত্তা বলিয়াছে কি?" সে বলিল, "হাঁ প্রভু, কয়েকজন চোব আসিযা কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল বটে।" তখন বোধিসত্ত্ব রাজাব নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাবাজ, হস্তীব শবীবেব কোন বিকাব হয় নাই, চোবদিগেব কথা শুনিয়া তাহার মতিচ্ছন্ন ঘটিবাছে।" "যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে এখন কর্ত্তব্য কি?" "শীলবান্ ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ আনাইয়া হস্তিশালায় বসাইয়া দিন এবং তাঁহাদিগকে শীলব্রতেব মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা কবিতে বলুন।" বাজা বলিলেন, "আপনি তাহাব ব্যবস্থা করুন।" বোধিসত্ত্ব তাহাই করিলেন। তিনি শীলবান্ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক হস্তিশালায় বসাইলেন এবং বলিলেন "আপনারা শীলকথা বলুন।" তখন তাঁহাবা হস্তীব নিকট বসিয়া "কাহাবও পীডন কবিও না, শীলাচাব সম্পন্ন হও, ক্ষান্তি, মৈত্রী প্রভৃতি গুণোপেত হও" এইরূপ সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া হস্তী ভাবিল, ইহাবা আমাকেই উপদেশ দিতেছে, অতএব এখন হইতে আমাকে শীলবান্ হইয়া চলিতে হইবে।' অনন্তব সে পুনর্ব্বাব শীলবান্ হইল। বাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "হস্তীটা পুনর্ব্বাব শীলবান্ হইয়াছে কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হাঁ মহারাজ এই সকল মহাত্মাদিগেব মুখে সদুপদেশ শুনিয়া দুষ্ট হস্তী পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।"

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা পাঠ কবিলেন :—

> শুনি নিত্য চৌব-বাণী মহিলামুখেব
> প্রবৃত্তি জন্মিযাছিল পবপীড়নের।
> কিন্তু পবে জ্ঞানিবাক্যে করি কর্ণদান
> দুষ্প্রবৃত্তি যত সব হ'ল অন্তর্দ্ধান।

ইহা শুনিয়া বাজা ভাবিলেন, 'কি আশ্চর্য্য। ইনি, দেখিতেছি, ইতবপ্রাণীদিগেরও মনোভাব বুঝিবে পাবেন!' তখন তিনি বোধিসত্ত্বেব বহু সম্মান করিলেন।

অনন্তব আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে তিনি ও বোধিসত্ত্ব উভয়েই কর্ম্মানুরূপ ফলভোগেব জন্য লোকান্তর গমন করিলেন।

[সমবধান—তখন এই বিশ্বাসঘাতক ভিক্ষু ছিল মহিলামুখ, আনন্দ ছিল বাজা ব্রহ্মদত্ত এবং আমি ছিলাম তাহার অমাত্য।]

২৭—অভীক্ষ্ণ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উপাসক এবং জনৈক বৃদ্ধ স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলেন। শ্রাবস্তী নগরে দুই বন্ধুর মধ্যে এক জন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন অপরের গৃহে গমন করিতেন। সেই ব্যক্তি তাঁহাকে ভিক্ষা দিত, আহারান্তে তাঁহার সহিত বিহারে আসিত, সমস্ত দিন বসিয়া গল্প-সল্প করিত এবং সূর্য্যাস্ত হইলে নগরে ফিরিয়া যাইত। ভিক্ষুটী নগরদ্বার পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিয়া বিহারে ফিরিয়া আসিতেন।

এই দুই ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতার কথা অপর ভিক্ষুদিগের মধ্যে রাষ্ট্র হইল। তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় বসিয়া এই কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পূর্ব্বজন্মেও এই দুইজনের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অমাত্য ছিলেন। একটা কুকুর রাজার হস্তিশালায় গিয়া মঙ্গলহস্তীর ভোজনস্থানে যে সকল অন্নপিণ্ড পড়িয়া থাকিত সেই গুলি খাইত। এইরূপে খাদ্যান্বেষণে সেখানে অবিরত গমন করিতে করিতে সে ক্রমে মঙ্গলহস্তীর নিতান্ত প্রীতিভাজন হইল, এবং তাহারই সহিত দৈনিক ভোজন ব্যাপার সম্পাদন করিতে লাগিল। তাহাদের এক প্রাণী অপর প্রাণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। কুকুরটা হাতীর শুঁড়ের উপর উঠিয়া দোল খাইত।

একদিন কোন গ্রামবাসী এক ব্যক্তি মাহুতকে মূল্য দিয়া ঐ কুকুর ক্রয় করিয়া নিজের গ্রামে লইয়া গেল। তদবধি মঙ্গলহস্তী কুকুরকে দেখিতে না পাইয়া স্নান, পান ও ভোজন ত্যাগ করিল। এই কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি গিয়া দেখুন হাতীটা এরূপ করিতেছে কেন?" বোধিসত্ত্ব হস্তিশালায় গিয়া দেখিলেন হস্তী অতি বিমর্ষভাবে আছে, অথচ উহার শরীরে কোন রোগ নাই। তখন তিনি ভাবিলেন, 'বোধ হয় ইহার সহিত কাহারও বন্ধুত্ব আছে, তাহাকে না দেখিয়া এ শোকাভিভূত হইয়াছে।' অনন্তর তিনি মাহুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই হস্তীর সঙ্গে আর কোন প্রাণী থাকিত কি?" মাহুত বলিল, "হাঁ মহাশয়, একটা কুকুরের সহিত ইহার খুব ভাব ছিল।" "সে কুকুর এখন কোথায়?" "একজন লোকে তাহাকে লইয়া গিয়াছে।" "সে লোক কোথায় থাকে জান কি?" "না মহাশয়, সে কোথায় থাকে জানি না।" বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট বলিলেন, "মহারাজ, আপনার হস্তীর কোন পীড়া হয় নাই। একটা কুকুরের সহিত ইহার গাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, এখন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া এ আহারাদি ত্যাগ করিয়াছে।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী পাঠ করিলেন :—

> কবল, তণ্ডুলপিণ্ড, তৃণগুচ্ছ আর,
> কিছুতেই কোন রুচি দেখি না ইহার।
> না লভে স্নানেতে তৃপ্তি পূর্ব্বের মতন,
> সর্ব্বদা মঙ্গলহস্তী বিষণ্ণবদন।
> কারণ ইহার এই মোর মনে লয়,
> কুক্কুরের প্রতি এর মমতা নিশ্চয়।
> পুনঃপুনঃ দেখি তারে স্নেহ করেছিল,
> এবে অদর্শনে তার বিষণ্ণ হইল।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, "পণ্ডিতবর, এখন তবে কর্ত্তব্য কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন "মহারাজ, ভেরী বাজাইয়া এই ঘোষণা করিয়া দিন, 'আমাদের মঙ্গলহস্তীর সহিত একটী কুকুরের সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল, শুনা যাইতেছে কোন এক ব্যক্তি না কি সেই কুকুর লইয়া গিয়াছে। অতএব যাহার ঘরে ঐ কুক্কুর পাওয়া যাইবে, তাহার এইরূপ এইরূপ দণ্ড হইবে।'

---

* অভীক্ষ্ণ—পুনঃপুনঃ।

রাজা তাহাই করিলেন। যে লোকটা কুকুর লইয়া গিয়াছিল সে এই ঘোষণা শুনিয়া তখনই উহাকে ছাড়িয়া দিল; কুকুরও ছুটিয়া গিয়া হস্তীর নিকট উপস্থিত হইল। হস্তী উহাকে দেখিবামাত্র শুণ্ডদ্বারা তুলিয়া নিজের মস্তকের উপর রাখিল, আনন্দে অশ্রুবিসর্জ্জন ও বৃংহণ করিতে লাগিল, পুনর্ব্বার উহাকে মস্তক হইতে নামাইয়া মাটিতে রাখিল, এবং উহার আহার শেষ হইলে নিজে আহার করিল।

রাজা দেখিলেন বোধিসত্ত্ব ইতরপ্রাণীদিগের পর্য্যন্ত মনের ভাব বুঝিতে পারেন। অতএব তিনি তাঁহার প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান—তখন এই উপাসক ছিল উক্ত কুক্কুর, এই বৃদ্ধ স্থবির ছিল সেই হস্তী এবং আমি ছিলাম বারাণসীরাজের বিজ্ঞ অমাত্য।]

২৮—নন্দিবিলাস জাতক।

[জেতবনের ভিক্ষুদিগের মধ্যে ছয়জন সাতিশয় কটুভাষী ও কলহপ্রিয় ছিল। * তাহারা সঙ্ঘের নিয়ম ভঙ্গ করিত, শ্রদ্ধাস্পদ ভিক্ষুদিগের সহিত মতভেদ ঘটিলে তাঁহাদিগকে দুর্ব্বাক্য বলিত, বিদ্রূপ করিত, উপহাস করিত এবং দশবিধ উপদ্রবে † বিব্রত করিত। ভিক্ষুগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া শাস্তাকে এই কথা জানাইলেন। শাস্তা উক্ত ছয়জন ভিক্ষুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমাদের নামে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সত্য কি?" তাহারা আত্মদোষ স্বীকার করিলে শাস্তা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "দেখ, পরুষবাক্যে ইতর প্রাণীরা পর্য্যন্ত মনঃকষ্ট পায়, অতীত যুগে একটা ইতর প্রাণীর মন পরুষবাক্যে এত ব্যথিত হইয়াছিল যে, প্রতিশোধ গ্রহণার্থ সে পরুষভাষীর এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড করাইয়াছিল।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত যুগের কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে গান্ধাররাজগণ তক্ষশিলায় রাজত্ব করিতেন। তখন বোধিসত্ত্ব গোজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব যখন অতি তরুণবয়স্ক বৎস ছিলেন, সেই সময়েই জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কোন গোদক্ষিণাদাতার নিকট হইতে দক্ষিণাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের 'নন্দিবিলাস' এই নাম রাখিলেন এবং যাগু, অন্ন প্রভৃতি খাদ্য দিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে তাঁহার লালন-পালন করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে আমায় পালন করিয়াছেন। সমস্ত জম্বুদ্বীপে এমন কোন গো নাই, যে আমার মত ভার টানিতে পারে। অতএব বলের পরিচয় দিয়া ইহাকে আমার লালনপালনের কিছু প্রতিদান করা যাউক না কেন।' ইহা স্থির করিয়া তিনি একদিন ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "ঠাকুর, যাঁহার অনেক গরু আছে এমন কোন শ্রেষ্ঠীর ‡ নিকট গিয়া এক হাজার মুদ্রা পণ রাখিয়া বলুন 'আমার বলদ একসঙ্গে এক শ বোঝাই গাড়ী টানিতে পারে'।"

---

* বিনয়পিটকানুসারে ইহাদের নাম অশ্বজিৎ, পুনর্ব্বসু, মৈত্রেয়, ভূমিজক, পাণ্ডুক ও লোহিতক। সূত্র-পিটকে কিন্তু ইহাদের নাম অশ্বক, পুনর্ব্বসু, নন্দ, উপনন্দ, চন্দ্র ও উদায়ী বলিয়া লিখিত আছে। ইহাতে বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এই অবাধ্য ভিক্ষুদিগের নেতা হইয়াছিল। ইহারা বৌদ্ধসাহিত্যে 'ষড়্‌বর্গীয়' বা 'ষড়্‌বর্গিক' নামে অভিহিত।

† (১) জাতি, (২) নাম, (৩) গোত্র, (৪) কর্ম্ম, (৫) শিল্প (অর্থাৎ ব্যবসায়), (৬) আবাধ (অর্থাৎ শারীরিক পীড়া), (৭) লিঙ্গ (অর্থাৎ শারীরিক চিহ্ন, যথা খর্ব্বতা), (৮) ক্লেশ (অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, মান, মোহ প্রভৃতি মানসিক পাপ), (৯) আপত্তি (অর্থাৎ নিয়মলঙ্ঘনজনিত দোষ) এবং (১০) হীনতা সূচক অপবাদ উল্লেখ করিয়া গালি দেওয়া বা বিদ্রূপ করা। সূত্রপিটকে শেষোক্ত অপবাদেরও দশটী বিভাগ করা হইয়াছে। তুই চোর, তুই মূর্খ, তুই মূঢ়, তোর আকার উষ্ট্রের ন্যায় তুই গরু, তুই গাধা, তুই নারকী, তুই তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইবি, তোর কখনও সুগতি হইবে না, তোর যেন দুর্গতি হয়, এই দশ প্রকারে লোককে হীনাপবাদ দেওয়া যাইতে পারে।

‡ মূলে "গোবিত্তক" এই পদ আছে।

এই কথামত ব্রাহ্মণ এক শ্রেষ্ঠীর নিকট গিয়া নগরের কাহার গরু বেশ বলবান্ এই কথা উত্থাপিত করিলেন। শ্রেষ্ঠী কহিলেন "অমুকের, অমুকের, কিন্তু তাহাদের কোনটাই আমার গরু অপেক্ষা বলবান্ নহে।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমার একটা গরু আছে; সে এক সঙ্গে এক শ বোঝাই গাড়ী টানিতে পারে"। শ্রেষ্ঠী হাসিয়া বলিলেন, "এরূপ গরু কোথায় থাকে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমারই বাড়ীতে থাকে।" "আচ্ছা, তবে বাজি ফেলুন।" "বেশ, তাহাই হউক," বলিয়া ব্রাহ্মণ সহস্র মুদ্রা পণ করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ বালি, কাঁকর ও পাথর দিয়া এক শ গাড়ি বোঝাই করিলেন, সেগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া যোত দিয়া এক সঙ্গে বান্ধিলেন, নন্দিবিলাসকে স্নান করাইলেন, মালা পরাইলেন ও গন্ধদ্বারা পঞ্চাঙ্গুলি দিলেন, এবং শুদ্ধ তাহাকে পুরোবর্ত্তী শকটের ধুরায় যুতিয়া এবং নিজে ধুরার উপর বসিয়া প্রতোদ আস্ফালন-পূর্ব্বক "ওরে বদ্‌মাইস্, জোরে টান্, বদমাইস্" বারংবার এই কথা বলিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি বদ্‌মাইস্ নহি, তবু ইনি আমাকে বদ্‌মাইস্ বলিতেছেন।' তখন তিনি পা চারিখানি স্তম্ভের মত নিশ্চল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, এক পদও অগ্রসর হইলেন না।

শ্রেষ্ঠী সেই দণ্ডেই ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পণের সহস্র মুদ্রা আদায় করিলেন। ব্রাহ্মণ সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিয়া নন্দিবিলাসকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং গৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। নন্দিবিলাস চরিয়া আসিবার পর ব্রাহ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি নিদ্রা যাইতেছেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যাহার সহস্র মুদ্রা বিনষ্ট হইল, সে কি আর ঘুমাইতে পারে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ঠাকুর, আমি দীর্ঘকাল আপনার আশ্রয়ে বাস করিতেছি, ইহার মধ্যে কি কখনও আপনার কোন দ্রব্যের অপচয় করিয়াছি, না একটা ভাণ্ড পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়াছি, না কাহাকেও আঘাত করিয়াছি, না অস্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছি?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "না, বৎস, তুমি আমার কোন অনিষ্ট কর নাই।" "তবে আপনি আমায় বদ্‌মাইস বলিলেন কেন? অতএব আপনার যে ক্ষতি হইল তাহা আপনার দোষেই ঘটিয়াছে, আমার দোষে নহে। আপনি আবার সেই শ্রেষ্ঠীর নিকট গমন করুন এবং এবার দুই সহস্র মুদ্রা পণ রাখুন। কিন্তু, সাবধান, আমায় আর কখনও বদ্‌মাইস্ বলিবেন না।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আবার সেই শ্রেষ্ঠীর নিকট গিয়া দুই সহস্র মুদ্রা পণ রাখিলেন। অনন্তর তিনি এবারও পূর্ব্বের ন্যায় শকটগুলি বোঝাই করিয়া ও পরস্পর দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া সালঙ্কৃত নন্দিবিলাসকে পুরোবর্ত্তী শকটের ধুরায় যুতিয়া লইলেন। কিরূপে যুতিলেন শুন। প্রথমতঃ তিনি যুগের সহিত ধুরা বান্ধিলেন; অনন্তর যুগের এক প্রান্তে নন্দিবিলাসকে যুতিলেন এবং এক খণ্ড কাষ্ঠ লইয়া উহার এক দিক্ যুগের অপর প্রান্তের সহিত ও অন্য দিক্ অক্ষের সহিত এমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন যে যুগ আর কোন দিকে নড় চড় হইতে পারিল না, গাড়ি খানি একটী মাত্র বলীবর্দ্দেরই বহনোপযোগী হইল। এইরূপ আয়োজন করিয়া ব্রাহ্মণ ধুরার উপর চড়িলেন এবং নন্দিবিলাসের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে "সোণা আমার, যাদু আমার, এক বার টান ত, বাপ" এইরূপ মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন এক টানেই সেই এক শ বোঝাই গাড়ি লইয়া চলিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে যেখানে প্রথম গাড়ি খানি ছিল, সেইখানি শেষ গাড়ি খানি আসিয়া দাঁড়াইল। তখন বাজি হারিয়া সেই গোবিত্তক শ্রেষ্ঠী ব্রাহ্মণকে দুই সহস্র মুদ্রা দান করিলেন, অন্যান্য লোকেও বোধিসত্ত্বকে বহু ধন দান করিল এবং তৎসমস্ত ব্রাহ্মণই প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্বের চেষ্টায় ব্রাহ্মণ প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন।

[ষড়্‌বর্গীয়দিগকে ভর্ৎসনা করিয়া শাস্তা দেখাইলেন যে কটুবাক্য কাহারও প্রীতিকর নহে। অনন্তর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

হও মিষ্টভাষী,—তুষ্ট হবে সর্ব্বজন,
কটুভাষে কষ্ট কারও করিও না মন।
বলীবর্দ্দ মিষ্টবাক্যে হয়ে হৃষ্ট-চিত
করেছিল পুরাকালে ব্রাহ্মণের হিত।
অতি গুরুভার সেই করিল বহন,
লভিল বিভব বিপ্র তাহারি কারণ।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম নন্দিবিলাস।]

২৯—কৃষ্ণ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে যমকপ্রাতিহার্য্য * সম্বন্ধে এই কথা বলেন। যমকপ্রাতিহার্য্য ও দেবলোক হইতে অবরোহণ সংক্রান্ত সবিস্তর বিবরণ শরভঙ্গমৃগজাতকে (৪৮৩) দ্রষ্টব্য।

সম্যক্ সম্বুদ্ধ যমকপ্রাতিহার্য্য সম্পাদনানন্তর কিয়দ্দিন দেবলোক অবস্থান করিয়াছিলেন, অনন্তর মহাপ্রবারণের † দিন তিনি সাঙ্কাশ্যানগরে ‡ অবতরণ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক শিষ্যপরিবৃত হইয়া জেতবনে গমন করেন। সেখানে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "তথাগত অতুল্যপ্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি যে ভার বহন করেন, অন্য কেহই তাহা বহন করিতে পারে না। দেখ, আচার্য্য ছয় জন § "আমরা প্রাতিহার্য্য করিব", "আমরা প্রাতিহার্য্য করিব" বলিয়া কত আস্ফালন করিলেন, কিন্তু একটী মাত্র প্রাতিহার্য্যও সম্পাদিত করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু শাস্তার কি অসাধারণ ক্ষমতা।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন্ বিষয়ের আলোচন করিতেছ?" তাঁহারা উত্তর দিলেন "ভগবন্, আমরা আপনারই গুণবর্ণন করিতেছি।" তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি ইদানীং যেরূপ ভার বহন করিতেছি, অন্য কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা বহন করিতে পারে। পূর্ব্বকালে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমি ভারবাহী পশুদিগের অগ্রণী ছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গো-যোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন অতি অল্প, সেই সময়েই তাঁহার অধিস্বামিগণ এক বৃদ্ধার গৃহে বাস করিয়া ভাড়ার ‖ পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দিয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধা তাঁহাকে অপত্যবৎ পালন করিত, তাঁহাকে ফেন, ভাত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য খাইতে দিত। লোকে তাঁহাকে আর্য্যকা কালক ¶ এই নামে ডাকিত।

বয়ঃপ্রাপ্তির পর বোধিসত্ত্বের শরীর কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইল। তিনি গ্রামস্থ অন্যান্য গরুর সহিত চরিয়া বেড়াইতেন এবং শীলব্রত পালন করিতেন। গ্রামবাসী বালকেরা কেহ তাঁহার শিং ধরিয়া, কেহ তাঁহার কাণ ধরিয়া, কেহ তাঁহার গলকম্বল ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিত, কেহ বা খেলিতে খেলিতে তাহার লেজ ধরিয়া টানিত, কেহ কেহ পিঠেও চড়িত।

---

* প্রাতিহার্য্য—অলৌকিক কার্য্য, miracle, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রাতিহার" শব্দের অর্থ 'ইন্দ্রজালিক', কিন্তু ললিতবিস্তর, দিব্যাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে 'প্রাতিহার্য্য শব্দ miracle অর্থে ব্যবহৃত।

† বৌদ্ধপর্ব্ববিশেষ, এই উৎসব বর্ষাবসানে সম্পাদিত হয়। উপাসকগণ এই সময়ে ভিক্ষুদিগকে নানাবিধ উপহার প্রদান করেন।

‡ বর্ত্তমান নাম সঙ্কিশ। ফারুক্কাবাদ জেলায় কালীনদীর তীরে অবস্থিত। প্রবাদ আছে সাঙ্কাশ্যা জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের রাজধানী ছিল।

§ পূরণকাশ্যপ প্রভৃতি। ১ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

‖ মূলে 'নিবাসবেতন' এই শব্দ আছে। ইহার অর্থ 'ঘরভাড়া'।

¶ আর্য্যকা—ঠাকুরমা (পিতামহী বা মাতামহী)। এই শব্দ হইতে বোধ হয় বাঙ্গালা "আই" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার মাতা দুঃখিনী, অতি কষ্টে আমাকে নিজের পুত্রের ন্যায় পালন করিয়াছেন, আমি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইঁহার দুঃখমোচন করি না কেন?' তদবধি তিনি কোন কাজের অনুসন্ধানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে কোন সার্থবাহ-পুত্র পাঁচ শ গাড়ী লইয়া নদীর গোপ্রতার স্থানে উপনীত হইলেন। ঐ পথের তলদেশ এমন বন্ধুর ছিল যে গরুগুলি কিছুতেই গাড়ী টানিয়া অপর পারে লইয়া যাইতে পারিল না। শেষে সেই হাজার গরু একত্র যুতিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু তাহারা সকলে একসঙ্গে টানিয়াও একখানিমাত্র গাড়ী নদী পার করিতে সমর্থ হইল না। বোধিসত্ত্ব এই স্থানের অনতিদূরে অন্যান্য গরুর সহিত চরিতেছিলেন। সার্থবাহপুত্র গরু দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন কোন্‌টা উৎকৃষ্টজাতীয়, কোন্‌টা নিকৃষ্ট জাতীয়। তাঁহার গাড়ী টানিতে পারে এমন কোন উৎকৃষ্টজাতীয় গরু ঐ পালে আছে কি না জানিবার নিমিত্ত তিনি উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন 'ইহা দ্বারাই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।' তখন তিনি রাখালদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গরুটী কাহার? আমি ইহাকে যুতিয়া গাড়ীগুলি পার করিতে পারিলে তাহাকে উপযুক্ত ভাড়া দিতে সম্মত আছি।" তাহারা বলিল "আপনি ইহাকে লইয়া যুতিয়া দিন, এখানে ইহার কোন মালেক নাই।"

কিন্তু স্বার্থবাহপুত্র যখন বোধিসত্ত্বের নাকে দড়ি পরাইয়া টানিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি এক পাও নড়িলেন না। 'আগে ভাড়া ঠিক না করিলে যাইব না' তিনি না কি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সার্থবাহপুত্র বলিলেন, স্বামিন্, আপনি যদি এই পাঁচ শ গাড়ী পার করিয়া দেন তাহা হইলে আমি গাড়ী প্রতি দুই মুদ্রা অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ এক সহস্র মুদ্রা দিব।" তখন আর বোধিসত্ত্বকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে হইল না, তিনি নিজেই শকটগুলির দিকে গেলেন। সার্থবাহের অনুচরেরা তাঁহাকে এক একখানি গাড়ীর সঙ্গে যুতিয়া দিতে লাগিল, তিনি এক এক টানে ঐ গুলি পর পারে লইয়া শুষ্কভূমিতে রাখিতে লাগিলেন। এইরূপ বোধিসত্ত্ব এক এক করিয়া বণিকের পাঁচ শত শকটই পার করিয়া দিলেন।

অনন্তর সার্থবাহপুত্র প্রতি শকটে এক মুদ্রা হারে পাঁচশত মুদ্রা একটী থলিতে পূরিয়া বোধিসত্ত্বের গলদেশে বান্ধিয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন 'এ ব্যক্তি, যেরূপ চুক্তি হইয়াছে, সেরূপ পারিশ্রমিক দিতেছে না, অতএব ইহাকে যাইতে দিব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি পুরোবর্ত্তী শকটের সম্মুখে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, বণিকের অনুচরেরা কত চেষ্টা করিল, কিছুতেই তাঁহাকে সরাইতে পারিল না। তখন বণিক্ মনে করিলেন, 'আমি যে ইহাকে অঙ্গীকৃত পারিতোষিক অপেক্ষা অল্প দিয়াছি তাহা বোধ হয় এ বুঝিতে পারিয়াছে। অনন্তর তিনি একটী থলিতে সহস্র মুদ্রা রাখিয়া উহা বোধিসত্ত্বের গলদেশে বান্ধিয়া বলিলেন, "এই লউন, আপনার সমস্ত পারিতোষিক বুঝিয়া দিলাম।" বোধিসত্ত্ব তখন ঐ সহস্র মুদ্রা লইয়া তাঁহার 'মাতার' নিকট চলিয়া গেলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া গ্রামের বালকেরা, "বুড়ীর কালক গলায় কি লইয়া যাইতেছে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে তাড়া করিয়া দূর করিয়া দিলেন এবং মাতৃসমীপে উপনীত হইলেন। পাঁচ শ গাড়ী টানিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারই চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইয়াছিল। দয়াবতী বৃদ্ধা তাঁহার গলদেশবদ্ধ সহস্র মুদ্রা পাইয়া বলিল, "বাছা, একি, ইহা কোথায় পাইলি?" তখন রাখালদিগের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ বৃদ্ধা বলিল, "আমি কি কখনও তোর উপার্জ্জনে জীবনধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি, বাপ! তুই কিসের জন্য এত কষ্ট পাইতে গেলি, বল্।" তাহার পর সে বোধিসত্ত্বকে গরমজলে স্নান করাইল, তাঁহার সর্ব্বশরীরে তৈল মাখাইল এবং তাঁহাকে উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও পানীয় দিল।

কালক্রমে বৃদ্ধা ও বোধিসত্ত্ব উভয়েই আয়ুঃশেষে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[শাস্তা বলিলেন, "অতএব তোমরা দেখিলে তথাগত কেবল এ জন্মে নহে, অতীত কালেও ধুরন্ধরদিগের অগ্রণী ছিলেন। অনন্তর তিনি অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

যুতিবে কালুরে সদা গুরুভার করিতে বহন
অতি অসমান পথে, গর্ত্ত যাহে আছে অগণন।
কালু নিজ বীর্য্যবলে অবহেলে নদী পার করি
পঞ্চশত গো-শকট রাখি দিবে তটের উপরি।

[সমবধান—তখন উৎপলবর্ণা * ছিলেন সেই বৃদ্ধা এবং আমি ছিলাম আর্য্যকা-কালক]।

৩০—মুণিক-জাতক।

[এক স্থূলাঙ্গী কুমারীর প্রণয়াসক্ত ভিক্ষুর সম্বন্ধে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন। তৎসম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ ত্রয়োদশ নিপাতে চুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে (৪৭৭) প্রদত্ত হইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সত্য সত্যই প্রণয়াসক্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু বলিলেন, "হাঁ প্রভু, একথা মিথ্যা নহে।" "কাহার প্রণয়ে পড়িলে?" "প্রভু, অমুক স্থূলাঙ্গী কুমারীর প্রণয়ে।" "দেখ, সে তোমার বড় অনিষ্টকারিণী। সে অতীত জন্মেও তোমার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল, কারণ তাহারই বিবাহের সময় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের উদরপূর্ত্তির জন্য লোকে তোমার প্রাণবধ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গোজন্ম ধারণপূর্ব্বক এক গ্রাম্যভূস্বামীর গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন; তখন তাঁহার নাম ছিল মহালোহিত। ঐ গৃহে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর চুল্ললোহিতও বাস করিত।

উক্ত ভূস্বামীর এক কুমারী কন্যা ছিল। নগরবাসী এক ভদ্রলোক নিজের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদিগের আহারের আয়োজনে কোন ত্রুটি না হয় এই জন্য কন্যার মাতা মুণিক নামক এক শূকরকে ভাত খাওয়াইয়া পুষ্ট করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া চুল্ললোহিত তাহার অগ্রজকে বলিল, "দেখ দাদা, আমরা উভয়ে এই গৃহস্থের সমস্ত বোঝা বহিয়া মরি, কিন্তু এত কষ্ট করিয়াও সামান্য ঘাস, বিচালি মাত্র খাইতে পাই, আর এই শূকরের জন্য ভাতের ব্যবস্থা। ইহাকে এমন উৎকৃষ্ট খাদ্য দিবার কারণ কি, দাদা?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই, এই শূকরের খাদ্য দেখিয়া ঈর্য্যা করিও না, কারণ এ এখন মরণ-খাদ্য খাইতেছে। গৃহস্বামীর কন্যার বিবাহে যে সকল লোক নিমন্ত্রিত হইবে, তাহাদিগের রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ইহাকে এত যত্নসহকারে আহার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দুই চারি দিন অপেক্ষা কর, দেখিতে পাইবে, যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আসিতে আরম্ভ করিবে, তখন গৃহস্থের লোকজন ইহার চারি পা ধরিয়া টানিতে টানিতে মঞ্চের নিম্নভাগ † হইতে লইয়া যাইবে, এবং ইহাকে কাটিয়া কুটিয়া সূপ-ব্যঞ্জনে পরিণত করিবে। অতএব হতভাগ্য মুণিকের আশু সুখ দেখিয়া ঈর্য্যান্বিত হইও না।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

মুণিকের সুখ দেখি করিও না ঈর্ষ্যা মনে,
আতুরান্ন সেবা সেই করিতেছে এইক্ষণে।
ভুসি ‡ যাহা পাও তুমি খাও তাই তৃপ্ত হয়ে,
আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর ইহা বলিলাম নিঃসংশয়ে।

---

* শ্রাবস্তী নগরের কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী। ইনি ভিক্ষুণী হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

† মূলে 'হেথামঞ্চতো' এই পদ আছে। ইহার অর্থ 'মঞ্চের অধোদেশ হইতে।' শূকর পালকেরা সচরাচর মাচা বাঁধিয়া নিজেরা তাহার উপরে শোয়, শূকরগুলি মঞ্চের নীচে থাকে।

‡ মূলে 'ভুস' এই পদ আছে; ইহা সংস্কৃত 'বুস' শব্দজাত।

ইহার অল্পদিন পরেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সমবেত হইল এবং কন্যাপক্ষের লোক মুণিককে নিহত করিয়া তাহার মাংসে সূপব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিল। তখন বোধিসত্ত্ব চুল্ললোহিতকে বলিলেন, "দেখিলে ত মুণিকের দশা! তাহার ভূরিভোজনের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিলে ত? আমরা ঘাস, বিচালি ও ভুসি খাই বটে, কিন্তু ইহা মুণিকের খাদ্য অপেক্ষা শত, সহস্র গুণে উত্তম; ইহাতে আমাদের ক্ষতি হয় না, বরং আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।"

[অনন্তর শাস্তা ধর্ম্মোপদেশ দিলেন; তাহা শুনিয়া সেই মদনপীড়িত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই কামুক ভিক্ষু ছিল মুণিক; এই কুমারী ছিল সেই ভূস্বামীর কন্যা; আনন্দ ছিল চুল্ললোহিত এবং আমি ছিলাম মহালোহিত।]

☞ ঈষপের গল্প প্রভৃতি পাশ্চাত্য গ্রন্থেও এই জাতকের অনুরূপ আখ্যায়িকা দেখা যায়। শালূক জাতকের (২৮৬) আখ্যায়িকার সহিত এই জাতকের প্রভেদ অতি অল্প।

৩১—কুলায়ক-জাতক।

[শ্রাবস্তীর দুই দহর* ভিক্ষু কোশলের অন্তঃপাতী কোন পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিতেছিলেন। একদিন তাঁহারা সম্যক্‌সম্বুদ্ধের দর্শনাশায় জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাছে কোন প্রাণী উদরস্থ হয় এই আশঙ্কায় ভিক্ষুদিগকে জলপান করিবার কালে উহা ছাঁকিয়া লইতে হইত এবং তজ্জন্য তাঁহারা এক একখানা ছাঁকনি † সঙ্গে রাখিতেন। দহর ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেবল একজনের নিকট ছাঁকনি ছিল, তাঁহারা উভয়েই উহা দ্বারা বারায় জল ছাঁকিয়া লইতে লাগিলেন। কিন্তু একদিন তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল, তখন যাঁহার ছাঁকনি ছিল, তিনি অপরকে তাহা ব্যবহার করিতে দিলেন না। কাজেই সেই ব্যক্তি যখন পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল, তখন না ছাঁকিয়াই জল খাইল।

ভিক্ষুদ্বয় যথাসময়ে জেতবনে উপনীত হইয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "কেমন হে, পথে ত তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ হয় নাই।" তখন তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। অনন্তর শাস্তা, যে ভিক্ষু না ছাঁকিয়া জল খাইয়াছিলেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ছি, তুমি জানিয়া শুনিয়া বড় গর্হিত কাজ করিয়াছ। পুরাকালে যখন দেবতারা অসুরদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া সমুদ্র-পৃষ্ঠের উপর দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, তখন সুপর্ণপোতকদিগের ‡ প্রাণহানি হয় দেখিয়া তাঁহারা রথের গতি ফিরাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল, তথাপি তাঁহারা প্রাণিহত্যা হয় বলিয়া আপনাদের অসুবিধার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

বহুযুগের কথা,—তখন মগধরাজেরা রাজগৃহ নগরে বাস করিতেন। সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব মগধের অন্তঃপাতী মচল নামক গ্রামে এক উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ সময়ে তাঁহার নাম হইয়াছিল মঘকুমার; কিন্তু যখন তিনি বড় হইলেন, তখন লোকে তাঁহাকে "মঘমাণবক" § নামে ডাকিতে লাগিল। তাঁহার মাতা পিতা এক কুলকন্যাসংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব পুত্রকন্যা-পরিবৃত হইয়া দানাদি সৎকার্য্যে এবং পঞ্চশীল-পালনে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

মচলগ্রামে কেবল ত্রিশঘর লোক বাস করিত। একদিন গ্রামস্থ লোকে কোন গ্রাম্যকর্ম্ম সমাধানার্থ একস্থানে সমবেত হইল। বোধিসত্ত্ব যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি পা দিয়া তথাকার ধূলি সরাইয়া একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া লইলেন। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের স্থান ছাড়িয়া দিয়া আর একটী স্থান

---

* দহর—দভ্র অর্থাৎ অল্পবয়স্ক বা ছোট।

† ছাঁকা জলকে "পরিস্রুত জল" এবং ছাঁকনিকে "পরিস্রাবণ" বলা যাইত।

‡ 'সুপর্ণ' দেবলোকের পক্ষিবিশেষ, ইহা গরুড়েরও একটী নাম।

§ 'মাণবক' শব্দটী ছেলে মানুষ, ছোকরা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত, ব্রাহ্মণ বালকেরাও এই নামে অভিহিত হইত। এই অর্থে ইহার সহিত 'বটু' শব্দের কোন প্রভেদ নাই।

ঐরূপে পরিষ্কার করিলেন। এবারও আর এক ব্যক্তি তাঁহার সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে তিনি সমবেত প্রত্যেক লোকেরই সুবিধার জন্য তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

আর একবার বোধিসত্ত্ব লোকের সুবিধার জন্য প্রথমে একটী মণ্ডপ এবং শেষে উহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেখানে লোকের বসিবার জন্য আসন এবং পানার্থ জলপূর্ণ ভাণ্ড থাকিত। অতঃপর বোধিসত্ত্বের প্রযত্নে ঐ গ্রামবাসী সমস্ত পুরুষ তাঁহারই ন্যায় পরোপকার-পরায়ণ হইল; তাহারা পঞ্চশীল-সম্পন্ন হইয়া তাঁহার সঙ্গে সৎকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। তাহারা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিত, বাসী, কুঠার, মুদ্গর প্রভৃতি হস্তে লইয়া বাহির হইত, রাস্তায় যে সকল ইট পাট্‌কেল দেখিতে পাইত সেগুলি দূরে সরাইয়া ফেলিত, রাস্তার ধারে কোন গাছে গাড়ীর চাকা আটকাইয়া যাইতেছে দেখিলে তাহা কাটিয়া দিত, অসমান স্থান সমান করিত, সেতু প্রস্তুত করিত, পুষ্করিণী খনন করিত, ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিত, দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিত, এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে শীলব্রত পালন করিত।

একদিন গ্রামের মণ্ডল চিন্তা করিতে লাগিল, 'যখন এই সকল লোকে মদ খাইয়া মারামারি কাটাকাটি করিত, তখন মদের শুল্কে এবং লোকের যে অর্থদণ্ড হইত তদ্দ্বারা আমার বেশ আয় হইত। কিন্তু এখন এই মঘ মাণবক ইহাদিগকে শীলব্রত শিক্ষা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধ উঠিয়া গিয়াছে।' এই ভাবিতে ভাবিতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'আচ্ছা, আমি ইহাদিগকে শীলব্রত দেখাইতেছি।'

অনন্তর ঐ মণ্ডল রাজার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, গ্রামে একদল ডাকাত জুটিয়াছে; তাহারা লুঠপাট ও অন্যান্য উপদ্রব করিয়া বেড়াইতেছে।" রাজা বলিলেন, "তাহাদিগকে ধরিয়া আন।" তখন সে বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার অনুচরদিগকে বন্দী করিয়া রাজার নিকট উপনীত হইল। রাজা কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া আদেশ দিলেন, "ইহাদিগকে হস্তিপদতলে মর্দ্দিত কর।"

রাজভৃত্যেরা বন্দীদিগকে প্রাসাদের পুরোবর্ত্তী প্রাঙ্গণে লইয়া গেল এবং সেখানে তাহাদের হাত পা বান্ধিয়া ভূমিতে ফেলিয়া রাখিল। অনন্তর তাহারা হাতী আনিতে পাঠাইল। বোধিসত্ত্ব তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ, শীলব্রতের কথা ভুলিও না; পিশুনকারক,* রাজা ও হস্তী সকলেই আমাদের নিকট আত্মবৎ প্রীতির পাত্র এই কথা মনে রাখিও।"

এ দিকে তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিবার জন্য হস্তী আনীত হইল, কিন্তু মাহুত পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও উহাকে বন্দীদিগের নিকটে লইতে পারিল না, হস্তী বন্দীদিগকে দেখিবামাত্রই বিকট রব করিতে করিতে পলায়ন করিল। তাহার পর একটা একটা করিয়া আরও হাতী আনা হইল, কিন্তু তাহারাও পলাইয়া গেল। রাজা ভাবিলেন, বন্দীদিগের নিকট হয়ত এমন কোন ঔষধ আছে, যাহার গন্ধে হাতীগুলা উহাদের কাছে যাইতে পরিতেছে না। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া কাহারও নিকট কোন ঔষধ পাওয়া গেল না। তখন রাজার মনে হইল, সম্ভবতঃ ইহারা কোন মন্ত্র জানে, তিনি ভৃত্যদিগকে বলিলেন, জিজ্ঞাসা কর ত, ইহারা কোন মন্ত্র জানে কি না। ভৃত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—"হাঁ, আমরা মন্ত্র জানি বটে।" ভৃত্যেরা রাজাকে এই কথা জানাইলে তিনি বন্দীদিগকে নিকটে আনাইয়া বলিলেন, "কি মন্ত্র জান বল।"

---

* যে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া কাহারও নিন্দা করে বা কাহারও নামে অভিযোগ করে।

বোধিসত্ব বলিলেন, মহাবাজ, আমবা প্রাণিহত্যা কবি না ; কেহ কোন দ্রব্য না দিলে তাহা গ্রহণ কবি না, কুপথে চলি না, মিথ্যা কথা বলি না, সুবা পান কবি না, আমবা সর্ব্বভূতে দয়া ও মৈত্রী প্রদর্শন কবি, অসমান পথ সমান কবিয়া দিই, পুষ্করিণী খনন কবি, এবং ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ কবি। ইহাই আমাদেব মন্ত্র, ইহাই আমাদেব কবচ, ইহাই আমাদেব বল।

এই কথা শুনিয়া বাজা অতিমাত্র প্রসন্ন হইলেন। তিনি ঐ পিশুনকাবকেব সমস্ত সম্পত্তি বোধিসত্ব ও তাঁহাব অনুচরদিগকে দান করিলেন এবং উহাকে তাঁহাদেব দাসত্বে নিয়োজিত কবিলেন। তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত কবিবাব জন্য প্রথম যে হস্তী আনীত হইয়াছিল এবং তাঁহারা যে গ্রামে বাস কবিতেন, তাহাও বাজাব আদেশে তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইল।

তদবধি এই সকল ব্যক্তি ইচ্ছামত পুণ্যকর্ম্ম কবিতে লাগিলেন। তাঁহাবা সূত্রধব * ডাকাইয়া চৌমাথাব নিকট একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ কবাইবাব ব্যবস্থা কবিলেন, কিন্তু স্ত্রীজাতিব প্রতি বিবাগবশতঃ তাঁহাবা এই সকল পুণ্যানুষ্ঠানে গ্রামবাসিনী বমণীদিগকে সঙ্গিনী কবিলেন না।

বোধিসত্বেব গৃহে চাবিজন বমণী ছিলেন :—একজনেব নাম সুধর্ম্মা, একজনেব নাম চিত্রা, একজনেব নাম নন্দা এবং একজনেব নাম সুজাতা। একদিন সুধর্ম্মা সূত্রধবকে নিভৃতে পাইয়া তাহাকে মিঠাই খাইবাব জন্য কিছু পয়সা দিয়া বলিলেন, "ভাই, যাহাতে আমি এই ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যভাগিনী হইতে পারি, তোমাকে এমন কোন উপায় করিতে হইবে।"

সূত্রধব বলিল, "এব জন্য ভাবনা কি ?" সে ঐ ধর্ম্মশালার অন্য কোন কাজ কবিবাব পূর্ব্বে একখানা কাঠ কাটিয়া, শুকাইয়া, চাঁচিয়া ছুলিয়া ও ছেঁদা কবিয়া একটী সুন্দব চূড়া প্রস্তত করিল এবং বস্ত্রে আবৃত করিয়া উহা সুধর্ম্মাব গৃহে রাখিয়া দিল। অনন্তব যখন ধর্ম্মশালাব অন্যান্য কাজ শেষ হইল এবং চূড়া বসাইবাব সময় আসিল, তখন সে বলিল—"তাইত, এখনও যে একটা কাজ বাকী আছে।" গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কি কাজ ?" "আব কি কাজ ? চূড়াই যে হয় নাই ; চূড়া বিনা কি ধর্ম্মশালা হয় !" "একটা চূড়া গড না কেন ?" "চূড়া ত কাঁচা কাঠে হইবে না। আগেই কাঠ কাটিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া ঠিক ঠাক কবা উচিত ছিল।" "এখন তবে কি করিতে চাও ?" "খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কাহারও বাড়ীতে তৈয়াবী চূড়া কিনিতে পাওয়া যায় কি না।"

তখন সকলেই খুঁজিতে আরম্ভ কবিলেন এবং সুধর্ম্মার ঘবে সেই চূড়া দেখিতে পাইলেন। সুধর্ম্মা কিন্ত কোন মূল্যেই উহা বিক্রয় কবিতে চাহিলেন না, তিনি বলিলেন যদি তোমবা আমাকে পুণ্যেব ভাগিনী কব তবে বিনামূল্যেই তোমাদিগকে এই চূড়া দিব।" তাঁহারা বলিলেন, "সেও কি কখন হয় ! আমবা স্ত্রীলোককে পুণ্যের ভাগ দিই না।" ইহা শুনিয়া সূত্রধব বলিল, "আপনাবা এ কি আজ্ঞা করিতেছেন ? ব্রহ্মাণ্ডে কেবল ব্রহ্মলোক বিনা আর কোথাও কি স্ত্রীজাতি-বহিত স্থানে আছে ? আসুন, আমবা এই চূড়া লইয়াই কাজ শেষ কবি।" তখন গ্রামবাসীবা অগত্যা এই চূড়া গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মশালাব নির্ম্মাণ শেষ করিলেন। তাঁহাবা উহাব ভিতব ফলকাসন † এবং জলপূর্ণ ভাণ্ড রাখিয়া দিলেন এবং যাহাতে সর্ব্বদাই অতিথিবা অন্ন পাইতে পাবে তাহার ব্যবস্থা কবিলেন। ধর্ম্মশালাব চতুর্দ্দিকে একটী প্রাচীর নির্ম্মিত হইল ; উহাব এক পার্শ্বে একটী দ্বাব রহিল, প্রাচীবেব ভিতরে সমস্ত ভূমি বালুকাকীর্ণ কবা হইল ; বাহিবে একসাবি তালবৃক্ষ বোপিত হইল। চিত্রা সেখানে একটী উদ্যান-রচনা কবাইয়া দিলেন, তাহাতে যাবতীয় পুষ্প ও ফলেব বৃক্ষ বোপিত হইল। নন্দাও একটী পুষ্করিণী খনন কবাইলেন, উহা পঞ্চবর্ণেব পদ্মে পবিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধাবণ কবিল। কেবল সুজাতা কিছু করিলেন না।

* মূলে 'বর্দ্ধক' শব্দ আছে। 'ইষ্টক-বর্দ্ধক' বলিলে রাজমিস্ত্রী বুঝায়।

† ফলকাসন—বেঞ্চ।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব সপ্তবিধ ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। তিনি মাতা পিতার সেবা করিতেন, কুলজ্যেষ্ঠদিগের সম্মান করিতেন, সত্যকথা কহিতেন, কদাচ রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিতেন না, পর-পরীবাদ করিতেন না ও মাৎসর্য্য দেখাইতেন না।

জনক জননী সদা সেবে কায়মনে,
ভক্তি শ্রদ্ধা করে যত কুলজ্যেষ্ঠ জনে,
সত্যভাষী, মিষ্টভাষী, জিতক্রোধ আর,
পর-পরীবাদে রত রসনা না যার,—
এ হেন নির্ম্মলচেতা সাধু সদাশয়
ত্রিদশনন্দন, ইহা জানিবে নিশ্চয়।

এইরূপে সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া বোধিসত্ত্ব যথাকালে দেহত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিদশালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণও ইহলোক ত্যাগ করিয়া দেবজন্ম লাভ করিলেন।

তখন ত্রিদশালয়ে অসুরেরা বাস করিত। একদিন দেবরাজ ভাবিলেন, যে রাজ্য অনন্যশাসন নহে তাহা বিফল। অনন্তর তিনি অসুরদিগকে দেবসুরা পান করাইলেন এবং যখন তাহারা প্রমত্ত হইল তখন এক এক জনের পা ধরিয়া সুমেরুপর্ব্বতের পাদদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা অসুর লোকে গিয়া পড়িল। উহা সুমেরুর নিম্নতন অংশে অবস্থিত এবং আয়তনে ত্রিদশালয়ের তুল্য। দেবলোকে যেমন পারিজাত বৃক্ষ,* অসুর-লোকে সেইরূপ কল্পস্থায়ী চিত্রপাটলি বৃক্ষ আছে। অসুরেরা চিত্রপাটলির পুষ্প দেখিয়া বুঝিল তাহারা দেবলোকে নাই, কারণ দেবলোকে পারিজাত প্রস্ফুটিত হয়। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল, "বৃদ্ধ ইন্দ্র আমাদিগকে মাতাল করিয়া রসাতলে ফেলিয়া দিয়াছে, আর নিজে দেবলোক অধিকার করিয়াছে। চল, আমরা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আবার দেবনগর অধিকার করিয়া লই।" অনন্তর পিপীলিকা যেমন স্তম্ভে আরোহণ করে, অসুরগণ সেইরূপ সুমেরুপর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল।

অসুরেরা দেবনগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে শুনিয়া ইন্দ্র রসাতলেই গিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। তাঁহার সার্দ্ধশতযোজন দীর্ঘ বৈজয়ন্তরথ দক্ষিণ সমুদ্রের তরঙ্গসমূহের মস্তকোপরি প্রবলবেগে ছুটিতে লাগিল। এইরূপে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উপর চলিতে চলিতে শেষে দেবতারা শাল্মলিবন দেখিতে পাইলেন। শাল্মলি তরুগুলি রথবেগে উন্মূলিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে পড়িতে লাগিল, সুপর্ণশাবকেরা সমুদ্রে পড়িয়া মহা কোলাহল আরম্ভ করিল। তাহা শুনিয়া ইন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন "সখে মাতলে! ও কিসের শব্দ। উহা যে অতিকরুণ বোধ হইতেছে!" মাতলি কহিলেন, "দেবরাজ, আপনার রথবেগে শাল্মলি বৃক্ষগুলি উন্মূলিত হইতেছে; সেই জন্য সুপর্ণ-পোতকেরা প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছে।" ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ইন্দ্র বলিলেন, "মাতলে, ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির জন্য এই সকল প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, আমাকে যেন ঐশ্বর্য্যের লোভে জীবহিংসা করিতে না হয়। ইহাদের জন্য অসুরহস্তে আমার জীবননাশ হয়, সেও ভাল। তুমি রথ ফিরাও।" ইহা বলিয়া দেবরাজ নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

যাহাতে শাল্মলি-বাসী সুপর্ণ-পোতকগুলি,
না পলায় রথবেগে কর তাহা হে মাতলি।
অসুরের হাতে যদি যায় আজ এ জীবন,
তবু যেন নাহি করি ইহাদের উৎপীড়ন।

---

* মূলে "পারিচ্ছত্রক" শব্দ আছে। Childer সাহেব ইহার "প্রবাল বৃক্ষ" এই নামান্তর দিয়াছেন। কিন্তু "পারিজাত" নামই বোধ হয় সমীচীন।

সারথি মাতলি তখন রথ ফিরাইয়া অন্যপথে দেবনগরাভিমুখে চলিলেন। অসুরেরা রথ ফিরিতে দেখিয়া মনে করিল, "অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড হইতে আরও ইন্দ্র আসিয়া ত্রিদশ-পতির বলবৃদ্ধি করিয়াছেন ; সেইজন্যই তিনি রথ ফিরাইয়াছেন।" ইহা ভাবিয়া তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া অসুরলোকে আশ্রয় লইল। ইন্দ্রও দেবনগরে প্রবেশ করিলেন; সেখানে দেবলোকের ও ব্রহ্মলোকের অধিবাসিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সময়ে পৃথিবী ভেদ করিয়া সহস্রযোজন উচ্চ এক প্রাসাদ উত্থিত হইল। বিজয়-সময়ে আবির্ভূত হইল বলিয়া ইহার নাম হইল বৈজয়ন্ত"। অনন্তর ইন্দ্র অসুরদিগের আক্রমণ-নিরোধার্থ সুমেরুর পঞ্চস্থানে বল বিন্যাস করিলেন। তৎসম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে :—

এক দিকে দেবপুরী , বিপরীত দিকে
বিরাজে অসুরপুরী—অজেয় নগর
দুটী। রোধিবার তরে দ্বন্দ্ব ইহাদের
মধ্যভাগে সন্নিবিষ্ট পঞ্চ মহাবল :—
সর্ব্বনিম্নে নাগগণ ; তদূর্দ্ধে সুপর্ণ ;
ততঃপর কুম্ভাণ্ড*, ভীষণ-দর্শন ,
চতুর্থ অলিন্দে থাকে যক্ষ অগণন ;
সর্ব্বোপরি অধিষ্ঠিত চতুর্মহারাজ, †
পঞ্চম অলিন্দ রক্ষা করেন যাঁহারা।

ইন্দ্র যখন এইরূপে দিব্য সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন, তখন সুধর্ম্মা মানবী-দেহত্যাগ করিয়া তাঁহারই পাদচারিকা হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিলেন। তিনি ধর্ম্মশালার চূড়া দান করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার বলে তদীয় বাসার্থ পঞ্চশত যোজন উচ্চ সুধর্ম্মা-নামক দিব্যমণিময় এক অপূর্ব্ব সভাগৃহ সমুত্থিত হইল। সেখানে কাঞ্চনপর্য্যঙ্কে দিব্যশ্বেতচ্ছত্র-তলে উপবেশন করিয়া ইন্দ্র দেবলোকের ও নরলোকের শাসন করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে চিত্রা ইহলোক ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের পাদচারিকারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি উদ্যান উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বাসার্থ চিত্রলতাবন নামে এক পরম রমণীয় উদ্যানের উৎপত্তি হইল। সর্ব্বশেষে নন্দাও মৃত্যুর পর ইন্দ্রের পাদচারিকা হইলেন এবং পুষ্করিণী-দানরূপ পুণ্যফলে ত্রিদশালয়ে নন্দা নামক এক মনোহর সরোবর লাভ করিলেন।

সুজাতা কোনরূপ কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই ; এই নিমিত্ত মৃত্যুর পর তিনি বকরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক কোন বনকন্দরে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন ইন্দ্র চিন্তা করিলেন, 'সুজাতা কোথায়, কি ভাবে জন্মলাভ করিল জানি না ; একবার তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।' অনন্তর বকরূপিণী সুজাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া দেবলোকে গেলেন এবং দেবপুরীর রমণীয় শোভা, সুধর্ম্মা-সভা, চিত্রলতাবন, নন্দা সরোবর প্রভৃতি দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, সুধর্ম্মা, চিত্রা ও নন্দা কুশলকর্ম্ম-সম্পাদন হেতু এখন আমার পাদচারিকা হইয়াছে, আর কুশল কর্ম্ম কর নাই বলিয়া তুমি তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াছ। এখন হইতে ভূলোকে গিয়া শীলব্রত পালন কর।" অনন্তর তিনি সুজাতাকে সেই অরণ্যে রাখিয়া গেলেন।

সুজাতা তদবধি শীলব্রত পালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্র একদিন মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া রহিলেন। মৎস্যটীকে মৃত বিবেচনা করিয়া সুজাতা চঞ্চুদ্বারা উহার মস্তক ধরিল, কিন্তু সেই সময়ে উহা পুচ্ছ সঞ্চালন

* কুম্ভাণ্ড বা কুষ্মাণ্ড—দেবযোনি বিশেষ।

† চতুর্মহারাজ—ইঁহারা পুরাণবর্ণিত দিক্‌পালদিগের স্থানীয়। ইহাদের নাম ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়, বিরূপাক্ষ এবং বৈশ্রবণ।

করিল। তখন সুজাতা উহাকে জীবিত জানিয়া ছাড়িয়া দিল, ইন্দ্রও "সাধু সুজাতে! তুমি শীলব্রত পালন করিতে পারিবে" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বক জন্মের পর সুজাতা বারাণসীনগরে এক কুম্ভকারগৃহে জন্মান্তর লাভ করিলেন। এই সময়ে ইন্দ্র আর একবার তাঁহার কথা মনে করিলেন এবং তিনি বারাণসীতে সেই কুম্ভকার গৃহে আছেন জানিতে পারিয়া এক গাড়ী সোণার শশা লইয়া বৃদ্ধ শকটচালকের বেশ ধারণপূর্ব্বক "শশা কিনিবে, শশা কিনিবে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঐ পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। লোকে কিনিতে চাহিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "এ শশা যাকে তাকে দিই না; যে শীলব্রত পালন করে সেই ইহা পায়। তোমরা শীলব্রত পালন কর কি?" তাহারা বলিল, "আমরা তোমার শীলব্রত ট্রত বুঝি না, পয়সা দিব, শশা কিনিব, এই জানি।" "আমি পয়সা লইয়া শশা বেচি না, যে শীলব্রত পালন করে তাহাকে অমনিই দিই।" এই কথা শুনিয়া "কোথাকার কিট্‌কিলে বুড়ো" বলিয়া গালি দিতে দিতে তাহারা যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। এই কথা সুজাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি মনে করিলেন, 'হয়ত শশাগুলি আমার জন্যই আসিয়া থাকিবে।' তখন তিনি শকটচালকের নিকট গিয়া কয়েকটা শশা চাহিলেন। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, তুমি শীলব্রত পালন কর কি।" সুজাতা বলিলেন, "হাঁ, করি।" "তবে এই শশাগুলি তোমারই জন্য আনিয়াছি,' বলিয়া ইন্দ্র গাড়ীসুদ্ধ সমস্ত শশা তাহার দরজায় রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই বিপুলসম্পত্তি লাভ করিয়া সুজাতা দীর্ঘকাল শীলব্রত পালন করিলেন, এবং দেহান্তে অসুররাজ বিপ্রচিত্তের কন্যারূপে জন্মলাভ করিলেন। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বলে এবার তিনি অনুপম রূপলাবণ্যবতী হইলেন। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন অসুররাজ স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়া অসুরদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ইন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন সুজাতা অসুররাজের কন্যা হইয়াছেন। তিনি অসুর-বেশ ধারণ করিয়া স্বয়ংবর সভায় উপনীত হইলেন, ভাবিলেন, 'সুজাতা যদি মনোমত পতিবরণ করে, তাহা হইলে আমারই গলে বরমাল্য অর্পণ করিবে।'

যথাসময়ে সালঙ্কৃতা সুজাতা সভামণ্ডপে আনীত হইলেন; গুরুজনেরা বলিলেন, "বৎসে তুমি ইচ্ছামত পতিবরণ কর"। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন এবং ভাবান্তর-জাত স্নেহবশতঃ "ইনিই আমার পতি হউন" বলিয়া তাঁহাকে বরণ করিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে লইয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে তাঁহাকে সার্দ্ধদ্বিকোটি নর্ত্তকীর অধীনেত্রীপদে নিয়োজিত করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে তিনি কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[কথা শেষ হইলে শাস্তা সেই ভিক্ষুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "দেখিলে, দেবতারা আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইয়াছিলেন; আর তুমি পরম পবিত্র বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়া অপরিস্রুত প্রাণিসঙ্কুল পানীয় উদরস্থ করিলে।"

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সারথি মাতলি এবং আমি ছিলাম ইন্দ্র।]

৩২—নৃত্য-জাতক।

[এই কথার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু সম্বন্ধে দেবধর্ম্মজাতক (৬) দ্রষ্টব্য। শাস্তা জনৈক বহুভাণ্ডিক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত গৃহসামগ্রী রাখ কেন?" এই কথাতেই সে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং শাস্তার সম্মুখেই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হইয়া বলিল, "এখন হইতে এই বেশে রহিব।" তদ্দর্শনে সকলে ধিক্, ধিক্ করিয়া উঠিল। সে লোকটা বুদ্ধশাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। অনন্তর ভিক্ষুগণ ধর্ম্মশালায় সমবেত হইয়া উহার নির্লজ্জতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন, তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "এই ব্যক্তি নির্লজ্জতাহেতু আজ যেমন ত্রিরত্ন হারাইল, সেইরূপ পূর্ব্ব জন্মেও একবার স্ত্রীরত্ন হারাইয়াছিল।" অতঃপর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন।]

পৃথিবীব প্রথম কল্পে চতুষ্পদগণ সিংহকে, মৎস্যগণ আনন্দনামক মহামৎস্যকে এবং পক্ষিগণ সুবর্ণহংসকে স্ব স্ব বাজপদে অভিষিক্ত কবিয়াছিল। সুবর্ণহংসের এক পবমসুন্দবী যুবতী কন্যা ছিল, তিনি তাহাকে বলিলেন তোমাব যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কব; আমি তাহা পূবণ করিব।" কন্যা বলিল, "আমাকে মনোমত পতি বরণ কবিয়া লইবাব অনুমতি দিন।" তদনুসারে হংসবাজ হংস-ময়ূবাদি যাবতীয় পক্ষী নিমন্ত্রণ কবিয়া হিমালয়ে আনয়ন করিলেন; তাহাবা সমবেত হইয়া এক বিশাল পাষাণতলে উপবেশন কবিল। তখন হংসরাজ কন্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎসে, তুমি ইঁহাদেব মধ্য হইতে যথাকচি পতি গ্রহণ কর।"

হংসবাজকন্যা চতুর্দ্দিকে অবলোকন কবিতে লাগিল এবং বত্নোজ্জ্বলগ্রীব বিচিত্রপুচ্ছ ময়ূবকে দেখিতে পাইয়া "ইনিই আমাব পতি হউন" এই কথা বলিল। অপব পক্ষীবা এই শুভ সমাচাব দিবাব নিমিত্ত ময়ূবেব নিকট গিয়া বলিল, "ভাই, বাজদুহিতা এত পক্ষীব মধ্যে তোমাকেই মনোনীত কবিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া ময়ূব আহ্লাদে অধীব হইয়া বলিল, তবু ত তোমবা এখনও আমাব বলের পবিচয় পাও নাই"; এবং তৎক্ষণাৎ লজ্জাব মাথা খাইয়া সর্ব্বসমক্ষে পক্ষবিস্তাব পূর্ব্বক নৃত্য আবম্ভ কবিল। তাহাতে তাহাব নগ্নশবীব দেখা যাইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া হংসবাজ অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন, 'কি আপদ্। ইহাব দেখিতেছি ভিতবে বাহিবে এক; ইহাব না আছে লজ্জাভয়, না আছে শিষ্টাচাব। এরূপ নির্লজ্জ ও অশিষ্ট পাত্রে আমি কখনই কন্যা সম্প্রদান কবিব না।' অনন্তব তিনি বিহঙ্গমসভায় এই গাথা পাঠ কবিলেন :—

> সুমধুব কেকারব, পৃষ্ঠ দেশ মনোহর,
> গ্রীবাব বৈদূর্য্যচ্ছটা নয়নেব তৃপ্তিকর,
> ব্যামপবিমিত পক্ষ শোভে তব অনুপম,
> একমাত্র নৃত্যদোষে পাইলে না কন্যা মম।

ইহা বলিয়া হংসবাজ সেই স্বয়ংববসভাতেই নিজেব ভাগিনেয়কে কন্যাদান করিলেন; ময়ুর নিবাশ হইয়া লজ্জাবনতমুখে পলায়ন করিল; হংসবাজও স্বকীয় বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন এই বহুভাণ্ডিক ছিল সেই নির্লজ্জ ময়ূব এবং আমি ছিলাম সুবর্ণহংসরাজ।]

৩৩—সম্মোদমান-জাতক।

[চুম্বটক, অর্থাৎ মুটেরা যে বিড়া ব্যবহার কবে তাহা, লইয়া কপিলবস্তুতে একবার বিবাদ হইয়াছিল। ইহাব সবিস্তব বিবরণ কুণাল জাতকে (৫৩৬) দ্রষ্টব্য। শাস্তা তখন নগবোপকণ্ঠে ন্যগ্রোধাবামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি জ্ঞাতিদিগকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন, "মহাবাজগণ, জ্ঞাতিবিরোধ নিতান্ত গর্হিত। পূর্ব্বে ইতব প্রাণীবাও যতদিন মিলিয়া মিশিয়া ছিল, ততদিন তাহাবা শত্রুকে পরাজিত করিতে পাবিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহারা পরস্পব বিবাদ আবম্ভ কবিল, তখনই তাহাদেব সর্ব্বনাশ ঘটিল।" অনন্তর জ্ঞাতিগণেব অনুবোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ কবিলেন।]

বাবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকরূপে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। তিনি বহু সহস্র বর্ত্তকপবিবৃত হইযা বনে বাস কবিতেন। একদা এক শাকুনিক সেই বনে উপস্থিত হইল; বর্ত্তক ধবাই তাহাব ব্যবসায় ছিল। সে বর্ত্তকদিগেব স্বরেব অনুকবণ কবিয়া ডাকিত এবং যখন দেখিত ঐ ডাক শুনিয়া অনেক বর্ত্তক একস্থানে সমবেত হইয়াছে, তখন জাল ফেলিয়া তাহাদিগকে আবদ্ধ কবিত। তাহাব পব সে জালেব চাবিদিকে ঘা দিতে দিতে সবগুলিকে মাঝখানে জড করিত এবং ঝুড়িতে পূবিয়া বেচিতে লইয়া যাইত। এই রূপে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

একদিন বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকদিগকে বলিলেন, "দেখ, এই শাকুনিক আমাদের জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে নির্ম্মূল করিতে বসিয়াছে। আমি একটা উপায় জানি, তাহা অবলম্বন করিলে সে আমাদিগকে ধরিতে পারিবে না। এখন হইতে তোমাদের উপর জাল ফেলিবা মাত্র তোমরা প্রত্যেকে জালের ছিদ্র দিয়া মুখ বাহির করিবে এবং সকলে মিলিয়া জাল শুদ্ধ উড়িয়া গিয়া ইচ্ছামত স্থানে কণ্টকগুল্মের উপর অবতরণ করিবে।" এই প্রস্তাব উত্তম বলিয়া সকলেই তদনুসারে কাজ করিতে সম্মত হইল।

পরদিন শাকুনিক জাল ফেলিল, কিন্তু বর্ত্তকেরা বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে জাল লইয়া উড়িয়া গেল এবং উহা এক কণ্টকগুল্মে আবদ্ধ করিয়া নিজেরা নিম্নদেশ হইতে পলাইয়া গেল। ঐ গুল্ম হইতে জাল উদ্ধার করিতে শাকুনিকের সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সে সন্ধ্যার সময় রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিল। ইহার পর প্রতিদিনই বর্ত্তকেরা এইরূপ করিতে লাগিল; শাকুনিকও সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত জাল-মোচন ব্যাপারে নিরত থাকিয়া সায়ংকালে রিক্ত-হস্তে গৃহে ফিরিতে লাগিল। ইহাতে শাকুনিকের ভার্য্যা কুপিত হইয়া বলিল, "তুমি রোজই খালি হাতে ফের; অন্য কোথাও বুঝি তোমার পোষ্য কোন লোক আছে?" শাকুনিক বলিল, "ভদ্রে, আমার অন্য কোথাও পোষ্য নাই; ব্যাপারটা কি শুন। বর্ত্তকেরা এখন এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতেছে; আমি যেমন উহাদের উপর জাল ফেলি, অমনি উহারা তাহা লইয়া কণ্টকগুল্মের উপর উড়িয়া পড়ে ও সেখানে জাল আটকাইয়া নিজেরা পলাইয়া যায়। তবে ভরসার মধ্যে এই যে চিরদিন কিছু উহাদের মধ্যে এমন একতা থাকিবে না; উহারা যখনই কলহ আরম্ভ করিবে তখনই সবগুলাকে ধরিয়া আনিয়া আবার তোমার মুখে হাসি দেখিতে পাইব।" ইহা বলিয়া সে নিম্নলিখিত গাথা বলিল :—

> থাকিয়া সম্প্রীত ভাবে বিহঙ্গমগণ,
> জাল তুলি অনায়াসে করয়ে গমন।
> কলহ-নিরত কিন্তু হবে যে সময়,
> তখন আমার বশে আসিবে নিশ্চয়।

ইহার পর একদিন বিচরণ-স্থানে অবতরণ করিবার সময় একটা বর্ত্তক না দেখিয়া হঠাৎ আর একটা বর্ত্তকের মাথার উপর পড়িল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শেষোক্ত বর্ত্তক জিজ্ঞাসা করিল, "কে আমার মাথায় পা দিল রে?" প্রথম বর্ত্তক কহিল, "ভাই, হঠাৎ অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছি; তুমি রাগ করিও না।" কিন্তু এই উত্তর শুনিয়াও দ্বিতীয় বর্ত্তকের ক্রোধোপশম হইল না। কাজেই দুইজনে কথা কাটাকাটি করিতে লাগিল এবং "বড় যে আস্পর্দ্ধা দেখিতেছি! বোধ হয় তুমি একাই জাল লইয়া উড়িয়া যাও!" এই বলিয়া পরস্পরকে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "যে কলহপ্রিয়, তাহার সঙ্গে থাকিলে ভদ্রস্থতা নাই, দেখিতেছি এখন হইতে আর ইহারা জাল লইয়া উড়িবে না, কাজেই শাকুনিক অবকাশ পাইবে, ইহাদেরও সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে।" ইহা স্থির করিয়া তিনি নিজ পরিজনবর্গসহ অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

বোধিসত্ত্ব যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল, শাকুনিক কয়েক দিন পরে আবার সেখানে উপস্থিত হইল, বর্ত্তকদিগের রবের অনুকরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রথমে একস্থানে সমবেত করিল এবং পরে তাহাদের উপর জাল ফেলিয়া দিল। তখন একটা বর্ত্তক আর একটাকে বলিল, "শুনি নাকি জাল তুলিতে তুলিতে তোমার মাথার লোম উঠিয়া গিয়াছে; এখন একবার ক্ষমতার পরিচয় দাও না?" দ্বিতীয় বর্ত্তক উত্তর দিল, "আমি ত শুনিতে পাই জাল লইয়া যাইতে যাইতে তোমার পক্ষ দুইখানি পালকশূন্য হইয়াছে; এখন তবে তুমিই জাল তুলিয়া লইয়া যাও না।"

এইরূপে যখন বর্ত্তকেরা পরস্পরকে জাল তুলিবার জন্য বলিতে লাগিল, তখন শাকুনিক

নিজেই উহা তুলিতে আরম্ভ করিল এবং আবদ্ধ বর্ত্তকদিগকে একত্র করিয়া ঝুড়িতে পূরিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাহা দেখিয়া তাহার ভার্য্যার মুখে আবার হাসি দেখা দিল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই নির্ব্বোধ ও কলহপরায়ণ বর্ত্তক এবং আমি ছিলাম সেই উপায়কুশল ও পরিণামদর্শী বর্ত্তক।]

☞ এই জাতকের সহিত হিতোপদেশ-বর্ণিত কপোতরাজ চিত্রগ্রীবের কথার সাদৃশ্য বিবেচ্য।

৩৪—মৎস্য-জাতক।

[জনৈক ভিক্ষু সংসার ত্যাগ করিয়াও পত্নীর কথা ভুলিতে পারেন নাই। শাস্তা যখন জেতবনে ছিলেন, তখন তিনি এই কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "দেখ এই নারীর জন্য তুমি পূর্ব্ব জন্মেও প্রাণ হারাইতেছিলে, তখন আমি তোমার উদ্ধার করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পূর্ব্বকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ছিলেন। সেই সময়ে এক দিন কৈবর্ত্তেরা নদীতে জাল ফেলিয়াছিল। তখন এক বৃহৎ মৎস্য তাহার পত্নীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে করিতে সেই দিকে আসিতেছিল। মৎসী অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল, সে জালের গন্ধ পাইয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার কামান্ধ ভর্ত্তা জালের ঠিক মাঝখানে গিয়া পড়িল। কৈবর্ত্তেরা টান অনুভব করিয়া বুঝিল, জালে মাছ পড়িয়াছে। কাজেই তাহারা জাল তুলিয়া মৎস্যকে বাহির করিয়া লইল, কিন্তু উহাকে তখনই না মারিয়া সৈকত ভূমিতে ফেলিয়া রাখিল। তাহারা স্থির করিল, মাছটাকে অঙ্গারে পাক করিয়া ভোজনব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব তাহারা কাটিয়া কুটিয়া শূল ঠিক করিতে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে সেই মৎস্য পরিদেবন করিতে লাগিল, "অগ্নির জ্বালা, শূলবেধের যন্ত্রণা বা অন্যবিধ কষ্টের আশঙ্কায় আমার তত দুঃখ হইতেছে না, কিন্তু পাছে আমার পত্নী মনে করে আমি অন্য কোন মৎসীর সহিত চলিয়া গিয়াছি, এই চিন্তায় বড় ব্যাকুল হইয়াছি।" এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে নির্ব্বোধ মৎস্য নিম্নলিখিত গাথা বলিল,—

শীতে কষ্ট পাই, কিংবা অগ্নিদগ্ধ হই,
তাহাতে দুঃখিত আমি কিছুমাত্র নই।
যে যন্ত্রণা ভুগিতেছি জালের বন্ধনে,
সেও অতি তুচ্ছ বলি ভাবি আমি মনে।
অপর মৎসীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া
ছাড়িয়াছি তারে, পাছে ভাবে ইহা প্রিয়া—
এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার,
এর কাছে অন্য সব দুঃখ কিবা ছার।

ঠিক এই সময়ে বোধিসত্ত্ব ভৃত্যপরিবৃত হইয়া নদীর উল্লিখিত স্থানে স্নান করিতে গেলেন। তিনি সমস্ত ইতর প্রাণীর ভাষা জানিতেন। কাজেই মৎস্যের পরিদেবন শুনিয়া তিনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'এই মৎস্য কামের কান্না কান্দিতেছে, যদি মনের এইরূপ অপবিত্র ভাব লইয়া ইহার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে ইহাকে নরকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব আমি ইহার উদ্ধার করিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কৈবর্ত্তদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু সকল, তোমরা কি আমাকে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার জন্য এক দিনও একটা মাছ দিবে না।" তাহারা বলিল, "সে কি মহাশয়, আপনার যেটা ইচ্ছা লইয়া যান।" তখন বোধিসত্ত্ব সেই বৃহৎ মৎস্যটা দেখাইয়া বলিলেন, "এইটা ছাড়া অন্য কোন মাছ চাই না। আমাকে এইটা দাও না কেন?" "এটা আপনারই জানিবেন।"

তখন দুই হাতে ঐ মৎস্য ধারণ করিয়া বোধিসত্ত্ব নদীতীরে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, "ভাই মৎস্য, আজ আমি যদি তোমায় দেখিতে না পাইতাম, তাহা হইলে তোমার নিশ্চয় মরণ হইত। অতঃপর কামপ্রবৃত্তি পরিহার কর।" এই উপদেশ দিয়া তিনি মৎস্যটাকে নদীতে ছাড়িয়া দিলেন এবং নগরে ফিরিয়া গেলেন।

[সমবধান—হে কামমোহিত ভিক্ষু, তখন তোমার পত্নী ছিলেন সেই মৎসী, তুমি ছিলে সেই মৎস্য এবং আমি ছিলাম রাজপুরোহিত।]

৩৫—বর্ত্তক-জাতক।

[শাস্তা মগধরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময় দাবাগ্নিনির্ব্বাণ উপলক্ষে এই কথা বলেন।

মগধরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময় এক দিন প্রাতঃকালে শাস্তা কোন গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিবার পর আহারান্তে তিনি পুনর্ব্বার ভিক্ষুগণ-পরিবৃত হইয়া পথে বহির্গত হইলেন। এই সময়ে ভয়ঙ্কর দাবাগ্নি উত্থিত হইল। শাস্তার অগ্রে ও পশ্চাতে বহু ভিক্ষু ছিলেন। দাবানল চতুর্দ্দিকে ভীষণ ধূমজ্বালা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া কতিপয় পৃথগ্জন ভিক্ষু * প্রাণভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল, "এস আমরা প্রত্যগ্নি দ্বারা কতক স্থান দগ্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে দাবানল সেখানে ব্যাপ্ত হইতে পারিবে না।" অনন্তর এই উদ্দেশ্যে তাহারা অরণি দ্বারা † অগ্নি উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ইহা দেখিয়া অপর ভিক্ষুরা কহিলেন, "তোমরা কি করিতেছ? যাহারা গগনমধ্যস্থ চন্দ্র দেখিতে পায় না, পূর্ব্বমুখে থাকিয়াও উদীয়মান সহস্ররশ্মিকে দেখিতে পায় না, বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়াও সমুদ্র দেখিতে পায় না, কিংবা সুমেরুর নিকটে অবস্থিত হইয়াও সুমেরু দেখিতে পায় না, তাহাদের যে দশা, তোমাদেরও দেখিতেছি সেই দশা, নচেৎ যিনি দেব ও মানবের মধ্যে অগ্রগণ্য এমন সম্যক্সম্বুদ্ধের সঙ্গে বিচরণ করিবার সময়েও "প্রত্যগ্নি প্রজ্বালিত কর" বলিবে কেন? তোমরা নিশ্চয় বুদ্ধের শক্তি জান না। চল, সকলে তাঁহার নিকট যাই।" তখন অগ্র ও পশ্চাতের সমস্ত ভিক্ষু একত্র হইয়া দশবলকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন।

ভিক্ষুদিগকে সমবেত দেখিয়া শাস্তা এক স্থানে স্থির হইয়া রহিলেন। এদিকে তাঁহাদিগকে গ্রাস করিবার নিমিত্তই যেন সেই দাবানল ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি যেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহার ষোল করীস ‡ নিকটে আসিবামাত্র উহা থামিল এবং তৃণোল্কা জ্বালাইয়া উহা যেমন জলে ডুবাইলে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হয়, ঐ অগ্নিও সেইরূপ নিমেষের মধ্যে নিবিয়া গেল; তথাগতের চতুষ্পার্শ্বস্থ বত্রিশ করীস পরিমিত ক্ষেত্রে ইহার কোন প্রভাবই লক্ষিত হইল না।

এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া ভিক্ষুগণ শাস্তার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "অহো, বুদ্ধের কি মহিয়সী শক্তি, অচেতন অগ্নি পর্য্যন্ত ইঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিল না। জলনিমগ্ন তৃণোল্কার ন্যায় পলকের মধ্যে নিবিয়া গেল।" তাহাদিগের কথা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই স্থানে আসিয়া যে দাবাগ্নির নির্ব্বাণ হইল, তাহা আমার বর্ত্তমান ক্ষমতাজনিত নহে। ইহা আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সত্যবলের ফল। বর্ত্তমান কল্পে এই স্থান কখনও অগ্নিদগ্ধ হইবে না; ইহা একটী কল্পস্থায়ী প্রাতিহার্য্য।" §

এই কথা শুনিয়া আয়ুষ্মান্ আনন্দ সংঘাটী চারি ভাঁজ করিয়া শাস্তার জন্য সেই স্থানে আসন করিয়া দিলেন; শাস্তা তদুপরি পর্য্যঙ্কবন্ধে উপবেশন করিলেন, ভিক্ষুরা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন এবং "দয়া করিয়া আমাদের অবগতির জন্য এই বৃত্তান্ত বলুন" এই প্রার্থনা করিলেন। তখন শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে মগধরাজ্যের ঠিক এই স্থানেই বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অণ্ড ভেদ করিয়া বহির্গত হইবামাত্রই তাঁহার দেহ বৃহৎকন্দুকপ্রমাণ হইয়াছিল। তাঁহাকে

---

* যাহাদের কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নাই, এবংবিধ ভিক্ষুরা "পৃথগ্জন" নামে অভিহিত হইত।

† যে কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই উদ্দেশ্যে অশ্বত্থ বা গণিয়ারি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। ইহার এক খণ্ডকে অধরারণি ও অপর খণ্ডকে উত্তরারণি বলে।

‡ ধান্যাদি মাপিবার এক প্রকার পাত্র, (এখানে) ঐ পরিমাণে ধান্য যতটা ভূমিতে বপন করা যায়। ৪ অম্মণে এক করীস; এক অম্মণ ধান প্রায় ৩ মণ হইবে।

§ নলপান জাতক (২০) দ্রষ্টব্য। চরিয়া পিটকেও এই আখ্যায়িকা দেখা যায়।

কুলায়ে রাখিয়া তদীয় জনকজননী চরিতে যাইত এবং চঞ্চু দ্বারা খাদ্য আনয়ন করিয়া তাঁহাকে আহার করাইত। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন তাঁহার পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক আকাশে উড়িবার বা পাদবিক্ষেপ পূর্ব্বক ভূতলে চলিবার শক্তি জন্মে নাই।

এই স্থান তখন প্রতিবৎসর দাবানলে দগ্ধ হইত। বোধিসত্ত্বের যখন উক্তরূপ অসহায় অবস্থা, তখন একদিন দাবানল আবির্ভূত হইয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার কুলায়াভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিহঙ্গগণ প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে স্ব স্ব কুলায় হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল, বোধিসত্ত্বের মাতা-পিতাও মরণ ভয়ে তাঁহাকে ফেলিয়া রাখিয়াই পলাইয়া গেল। বোধিসত্ত্ব কুলায় হইতে গ্রীবা বাহির করিয়া দেখিলেন অগ্নি শীঘ্র শীঘ্র বিস্তারিত হইয়া তাঁহারই অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। তখন তিনি ভাবিলেন, "যদি আমি পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে পারিতাম, তাহা হইলে এখনই অন্যত্র গিয়া পরিত্রাণ পাইতাম, যদি পাদক্ষেপ করিবার শক্তি থাকিত তাহা হইলেও হাঁটিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম। মাতাপিতা স্ব স্ব প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আমাকে একাকী ফেলিয়া পলায়ন করিলেন, এখন আমি সম্পূর্ণ অসহায়, আমাকে রক্ষা করিবার কেহই নাই; এখন আমি করি কি?"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব আবার ভাবিলেন, "ইহলোকে শীলব্রত পালনের ফল আছে, সত্যব্রত পালনের ফল আছে। অতীতকালে পারমিতা লাভ করিয়া বোধিদ্রুমতলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিও আছেন। তাঁহারা শীলবলে, সমাধিবলে এবং প্রজ্ঞাবলে বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সত্যকারুণ্যসম্পন্ন, সর্ব্বভূতে মৈত্রীভাবযুক্ত এবং সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ নামে অভিহিত। তাঁহারা যে বিভূতি লাভ করিয়াছেন তাহা কদাচ নিষ্ফল নহে। আমিও একমাত্র সত্যকেই আশ্রয় করিয়া আছি, কারণ সত্যই স্বভাবজ ধর্ম্ম। অতএব অতীত বুদ্ধদিগকে স্মরণ করি; তাঁহাদের গুণের এবং নিজের স্বভাবজ ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া শপথপূর্ব্বক অগ্নিকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাউক। তাহা হইলে আমার নিজের এবং অপর পক্ষীদিগের জীবন রক্ষা হইবে।" সেইজন্যই কথিত আছে:—

জগতে শীলের গুণ সর্ব্বত্র বিদিত,
সত্য, শুচি, দয় সর্ব্বজন-সমাদৃত,
শীল, সত্য, দয়া শুচি করিয়া স্মরণ
অমোঘ শপথ আমি করিব এখন।
ধর্ম্মের অসীমবল স্মরণ করিয়া,
ভূতপূর্ব্ব জিনগণ-চরণে নমিয়া,
সর্ব্বাংশে নির্ভর করি সত্যের উপরে,
শপথ করিনু আমি অগ্নি রোধিবারে।

তখন বোধিসত্ত্ব অতীত বুদ্ধদিগের গুণগ্রাম স্মরণ করিলেন এবং নিজের হৃদয়ে যে সত্যজ্ঞান নিহিত ছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়া শপথপূর্ব্বক এই গাথা বলিলেন:—

পক্ষ আছে কিন্তু তাহা উড়িতে না পারে,
পাদদ্বয় পারে না ক বহিতে আমারে,
মাতা পিতা ফেলি গেল মোরে অসহায়,
তুমি না রক্ষিলে বল কে রক্ষে আমায়?
ভাবিয়া এ সব, তাই, ওহে হুতাশন,
কর তুমি এস্থান হইতে নিবর্ত্তন।

এই শপথের পর অগ্নি তৎক্ষণাৎ ষোল ব্যাম হটিয়া গেল, বনভূমিতে আর ব্যাপ্ত হইল না; উল্কা জলে ডুবাইলে উহার শিখা যেমন নির্ব্বাপিত হয়, দাবানল-শিখাও সেইরূপ নির্ব্বাপিত হইল। এই জন্যই কথিত আছে

কবিনু শপথ আমি, শুনি মোব বাণী,
প্রজ্বলিত হুতাশন থামিল অমনি।
ষোল ব্যাম স্থান র'ল অদগ্ধ পড়িয়া,
জলে যেন অগ্নি কেহ দিল নিবাইয়া।

তদবধি এই স্থান বর্ত্তমান কল্পে আব কখনও অগ্নি-দগ্ধ হইবে না এই নিয়ম হইয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপাব কল্পস্থায়ী প্রাতিহার্য্য নাম অভিহিত।

[অনন্তব শাস্তা ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন; তাহা শুনিয়া ভিক্ষুদিগেব মধ্যে কেহ স্রোতাপত্তিফল, কেহ সকৃদাগামিফল, কেহ অনাগামিফল, কেহ বা অর্হত্ব লাভ কবিলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বর্ত্তক-পোতক এবং আমাব মাতাপিতা ছিলেন উহাব মাতাপিতা।]

৩৬—শকুন-জাতক।

[এক ভিক্ষুব পর্ণশালা দগ্ধ হইয়াছিল। তাহাকে উপলক্ষ কবিযা শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন।

ঐ ভিক্ষু শাস্তাব নিকট কর্ম্মস্থান গ্রহণপূর্ব্বক কোশল রাজ্যেব এক প্রত্যন্তগ্রামেব * সন্নিকটস্থ অবণ্যে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই তাঁহার পর্ণশালা দগ্ধ হইযা গেল। তিনি গ্রামবাসীদিগকে বলিলেন, "দেখ আমার কুটীর দগ্ধ হইযা গেল; বাসেব পক্ষে বড অসুবিধা হইতেছে।" তাহাবা বলিল "বৃষ্টিব অভাবে আমাদের ক্ষেত শুকাইযা গিযাছে; জল-সেচনেব পব আমবা আপনাব কুটীব নির্ম্মাণ কবিযা দিব।" কিন্তু যখন জল-সেচন হইল, তখন তাহাবা বীজ বুনিবাব কথা তুলিল, পবে বীজ বুনা হইলে 'বেড়া' দেওযা, বেডা দেওয়া হইলে নিডান, নিডান হইলে ফসল কাটা, ফসল কাটা হইলে মলন, † এইরূপ একটা না একটা ওজর দেখাইয়া তাহাবা ক্রমে ক্রমে তিন মাস কাটাইযা দিল।

অনাবৃত স্থানে অতি কষ্টে তিন মাস অতিবাহিত কবিযা ঐ ভিক্ষু কর্ম্মস্থানে লব্ধপ্রবেশ হইলেন বটে, কিন্তু আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অনন্তব প্রবাবণ পর্ব্ব শেষ হইলে তিনি শাস্তার নিকট প্রতিগমনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া একপার্শ্বে আসন গ্রহণ কবিলেন। শাস্তা স্বাগত-সম্ভাষণেব পব জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন হে, বর্ষায় ত কোন কষ্ট পাও নাই, কর্ম্মস্থানে ত সিদ্ধি লাভ কবিযাছ?"

ভিক্ষু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন কবিযা কহিলেন, "উপযুক্ত স্থানাভাবে কর্ম্মস্থানসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ কবিতে পাবি নাই।" শাস্তা কহিলেন, কি আশ্চর্য্য, প্রাচীনকালে ইতব প্রাণীবা পর্য্যন্ত কোন্ স্থান বাসেব যোগ্য বা অযোগ্য তাহা বুঝিতে পারিত, আর তুমি তাহা বুঝিতে পারিলে না।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ কবিলেন:—]

বারাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব সময় বোধিসত্ত্ব পক্ষিজন্ম গ্রহণপূর্ব্বক বহুসংখ্যক পক্ষিপবিবৃত হইয়া অরণ্যমধ্যস্থ শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন এক মহাবৃক্ষে বাস কবিতেন। একদিন ঐ বৃক্ষেব এক শাখাব সহিত অন্য শাখাব ঘর্ষণ দ্বাবা প্রথমে ধূলিব মত সূক্ষ্মকণা পতিত হইল, পবে ধূম উত্থিত হইল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, 'এই শাখাদ্বয় যদি অধিকক্ষণ পবস্পর ঘর্ষণ কবিতে থাকে তাহা হইলে অগ্নিব উৎপত্তি হইবে এবং সেই অগ্নি যদি পুবাতন পত্রের উপব পতিত হয় তাহা হইলে এই বৃক্ষও ভস্মীভূত হইবে। অতএব এ বৃক্ষে আব বাস করা কর্ত্তব্য নহে; এখান হইতে পলাযন কবিয়া যত শীঘ্র পাবি অন্যত্র যাইতে হইবে।' তখন তিনি পক্ষীদিগকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই গাথা বলিলেন:—

এই মহীরুহ, যাহা আমা সবাকার
ছিল এত দিন বড় সুখেব আগাব,
কবিতেছে অগ্নিকণা আজি ববষণ,
চল যাই পলাইয়া, হে বিহগগণ।
যাহার শরণ লযে ছিনু এত কাল,
সেই হ'যে ভয়স্থান ঘটাল জঞ্জাল।

---

* প্রত্যন্ত—অর্থাৎ দূরবর্ত্তী বা সীমা-সন্নিহিত। † 'মর্দ্দন' শব্দের অপভ্রংশ।

যে সকল পক্ষীব বুদ্ধি ছিল তাহাবা বোধিসত্ত্বেব পবামর্শ মত কার্য্য কবিল এবং তাঁহাব সঙ্গে তখনই আকাশে উড়িয়া স্থানান্তবে চলিয়া গেল। কিন্তু নির্ব্বোধ পক্ষীবা বলিল, "উহার স্বভাবই এই বকম; ও বিন্দুমাত্র জলেও কুম্ভীব দেখে।" তাহাবা তাঁহাব কথায় কর্ণপাত না কবিয়া সেই বৃক্ষেই বহিয়া গেল।

বোধিসত্ত্ব যাহা আশঙ্কা কবিযাছিলেন, অচিবে তাহাই ঘটিল, পুরাতন পত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং সেই বৃক্ষ দগ্ধ হইতে লাগিল। যখন অগ্নিশিখা নির্গত হইল, তখন পক্ষীবা ধূমান্ধ হইয়া আর পলায়ন কবিতে পাবিল না, অগ্নিতে পড়িয়া ভস্মীভূত হইল।

[কথান্তে শাস্তা ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহা শুনিযা ঐ ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল লাভ কবিলেন।

সমবধান—তখন আমার শিষ্যেবা ছিল বোধিসত্ত্বেব অনুগামী সেই বিহঙ্গগণ, এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী বিহঙ্গ।]

৩৭—তিত্তির-জাতক।

[শ্রাবস্তীতে যাইবার কালে স্থবিব সারীপুত্র একদা বাসস্থানাভাবে সমস্ত রাত্রি বাহিরে কাটাইয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে শাস্তা এই কথা বলেন।

অনাথপিণ্ডিক, বিহাব নির্ম্মাণ হইয়াছে এই সংবাদ, দূতমুখে প্রেরণ করিলে শাস্তা বাজগৃহ হইতে যাত্রা কবিযা প্রথমে বৈশালীতে গমন কবিলেন এবং সেখানে কিযদ্দিন যাপন কবিষা শ্রাবস্তী নগবাভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে ষড়্বর্গীয়দিগের শিষ্যগণ * অগ্রে গিয়া স্থবিবদিগেব বাসোপযোগী সমস্ত গৃহ অধিকাবপূর্ব্বক "এখানে আমাদের উপাধ্যায়েবা থাকিবেন, এখানে আমাদেব আচার্য্যেরা থাকিবেন, এখানে আমরা থাকিব" এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল। কাজেই পবে যখন স্থবিরেরা আসিযা উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা বাত্রিযাপনের জন্য কোন আশ্রয় পাইলেন না। অন্যেব কথা দূবে থাকুক সারীপুত্রেব শিষ্যেরা পর্য্যন্ত বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার জন্য কোন স্থান লাভ করিতে পাবিলেন না। সাবীপুত্র আশ্রয়াভাবে শাস্তাব বাসগৃহের অনতিদূবে একটা বৃক্ষেব মূলে, কখনও ইতস্ততঃ পাদচারণ করিয়া, কখনও বসিয়া থাকিযা সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত কবিলেন।

অতি প্রত্যূষে শাস্তা বাসস্থান হইতে বহির্গত হইযা গলা খেঁকারি দিলেন; সারীপুত্রও খেঁকাবি দিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন "কে ও"। সাবীপুত্র বলিলেন "আজ্ঞা, আমি সাবীপুত্র।" "তুমি এত ভোরে এখানে কেন?" সারীপুত্র সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিযা বলিলেন। তাহা শুনিযা শাস্তা ভাবিলেন, "আমি জীবিত থাকিতেই ভিক্ষুরা পরস্পরের গৌরব বক্ষা কবিযা ও মর্য্যাদা বুঝিয়া চলে না, আমাব পরিনির্ব্বাণেব পব না জানি কি ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে।' তখন ধর্ম্মের পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহাব বড় উদ্বেগ হইল। তিনি প্রভাত হইবামাত্র ভিক্ষুসংঘ সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "শুনিতেছি, ষড়্বর্গীযগণ অগ্রে আসিযা স্থবিবদিগের বাসোপযোগী সমস্ত স্থান আত্মসাৎ কবিযা লইযাছিল; এ কথা সত্য কি?" তাঁহারা বলিলেন, 'হাঁ' ভগবন্, একথা সত্য!" তখন শাস্তা ষড়্বর্গীযদিগকে ভর্ৎসনা কবিয়া সকলকে উপদেশ দিবাব অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "বলত, কে সর্ব্বাগ্রে বাসস্থান, ভোজ্য ও পানীয় পাইবার অধিকারী?"

ইহার উত্তরে যাহার যেরূপ অভিরুচি সে তাহা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল, "যিনি প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন"; কেহ বলিল "যিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন", কেহ বলিল, "যিনি বিত্তবশালী কুলে জাত" ইত্যাদি। আবার কেহ বলিল "যিনি বিনয়ধর, †" কেহ বলিল "যিনি ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে পটু"; কেহ বলিল "যিনি ধ্যানের প্রথম সোপানে অধিবোহণ কবিয়াছেন", কেহ বলিল "যিনি ধ্যানের দ্বিতীয় সোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন" ইত্যাদি। পুনশ্চ কেহ বলিল "যিনি স্রোতাপন্ন"; কেহ বলিল "যিনি সকৃদাগামী"; কেহ বলিল "যিনি অনাগামী", কেহ বলিল "যিনি অর্হন্", কেহ বলিল "যিনি ত্রৈবিদ্য", ‡ কেহ বলিল "যিনি ষড়ভিজ্ঞ।"

* ৬১ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

† অর্থাৎ 'বিনয়' নামক ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন।

‡ ত্রৈবিদ্য অর্থাৎ ত্রিবিদ্যায় (অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই ত্রিবিধ জ্ঞানে) ভূষিত। ষড়ভিজ্ঞ অর্থাৎ যাহাব দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, পরচিত্তবিজ্ঞান প্রভৃতি ষড়্বিধ অভিজ্ঞা আছে। ধ্যানের অষ্টবিধ ফল সম্বন্ধে ৩০ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

তখন শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলে জন্ম, বিনয়, সূত্র ও অভিধর্মে পারদর্শিতা, প্রথমাদি ধ্যানফল প্রাপ্তি, স্রোতাপত্তি প্রভৃতি মার্গলাভ ইহার কোনটাই মৎপ্রবর্ত্তিত শাসনে অগ্রাসনাদি পাইবার কারণ নহে। যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ তাঁহারাই পূজনীয়। তাঁহাদিগকে দেখিয়া অভিবাদন করিতে হইবে, প্রত্যুত্থান করিতে হইবে, কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতে হইবে, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতে হইবে। যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ তাঁহারাই অগ্রাসন, অগ্রোদক ও অগ্রভক্ষ্য পাইবার অধিকারী। ইহাই আমার নিয়ম এবং এই নিয়মানুসারে সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধভিক্ষুদিগের সুবিধা দেখিতে হইবে। কিন্তু যিনি অনুধর্ম্মচক্রের * প্রবর্ত্তক, আমার পরেই যিনি আসনাদি পাইবার উপযুক্ত, আমার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য সেই সারীপুত্র নিরাশ্রয়ে বৃক্ষ-মূলে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়াছেন। যদি তোমরা এখনই এমন লঘুগুরুজ্ঞানহীন হও, তাহা হইলে শেষে না জানি কতই দুরাচার হইবে। দেখ প্রাচীনকালে ইতর জন্তুরা পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছিল যে পরস্পরের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া বাস করা অবিধেয়। এইজন্য তাহারা আপনাদের মধ্যে কে প্রাচীন তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া অভিবাদনাদি দ্বারা তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিত সেই পুণ্যের ফলে তাহারা দেহান্তে দেবলোকে গমন করিয়াছিল।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে হিমালয়ের পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিকটে এক তিত্তির, এক মর্কট ও এক হস্তী বন্ধুভাবে বাস করিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন লঘুগুরু পর্য্যায় না থাকায় পরস্পরের প্রতি কে কিরূপ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবে তাহা অবধারিত ছিল না। তাহারা বুঝিতে পারিল, এরূপ ভাবে বিচরণ করা অন্যায়। তখন তাহারা আপনাদের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ তাহা স্থির করিয়া তাহার প্রতি অভিবাদনাদি সম্মানচিহ্ন প্রদর্শন করিবার সংকল্প করিল।

আপনাদের মধ্যে কে বয়সে বড় ইহা ভাবিতে ভাবিতে একদিন তাহারা ইহা নির্ণয় করিবার এক উপায় বাহির করিল। তাহারা ন্যগ্রোধ তরুর মূলে উপবেশন করিয়া আছে, এমন সময় তিত্তির ও কর্কট হস্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই হস্তী, এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ যখন তুমি প্রথম দেখিয়াছ মনে হয়, তখন ইহা কত বড় ছিল? হস্তী বলিল, "আমার শৈশব সময়ে এই গাছ এত ছোট ছিল যে আমি ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতাম, ইহাকে পেটের নীচে রাখিয়া দাঁড়াইলে ইহার অগ্রশাখা আমার নাভিদেশ স্পর্শ করিত।"

ইহার পর বর্ত্তক ও হস্তী মর্কটকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। সে কহিল, "আমি ছেলে বেলা মাটিতে বসিয়া গলা বাড়াইয়া ইহার আগডালের কচি পাতা খাইয়াছি বলিয়া মনে হয়।"

শেষে কর্কট ও হস্তী তিত্তিরকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। তিত্তির বলিল, "পূর্ব্বে অমুক স্থানে একটা প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। আমি তাহার ফল খাইয়া এই স্থানে মলত্যাগ করিয়াছিলাম; তাহা হইতে এই বৃক্ষ জন্মিয়াছে। কাজেই ইহার জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই আমি ইহাকে জানিয়াছি একথা বলিলেও দোষ হয় না। অতএব আমি বয়সে তোমাদের অনেক বড়।"

তখন মর্কট ও হস্তী সেই প্রবীণ তিত্তিরকে বলিল, "আপনি আমাদের অপেক্ষা বয়সে বড়। বয়োবৃদ্ধের প্রতি যেরূপ সৎকার, সম্মান ইত্যাদি প্রদর্শন করিতে হয় এখন হইতে আপনার প্রতি আমরা সেইরূপ দেখাইব। আমরা আপনাকে অভিবাদনাদি করিব এবং আপনার উপদেশানুসারে চলিব। আপনিও দয়া করিয়া আমাদিগকে প্রয়োজনমত সদুপদেশ দিবেন।"

তদবধি তিত্তির তাহাদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। সে তাহাদিগকে শীলব্রত শিক্ষা দিল, নিজেও শীলব্রত পালন করিতে লাগিল। এইরূপে পঞ্চশীলসম্পন্ন হইয়া সেই প্রাণিত্রয় পরস্পরের মর্য্যাদা রক্ষাপূর্ব্বক যথোচিত-রূপে জীবনযাপন করিয়া দেহান্তে দেবলোকবাসের উপযুক্ত হইল।

[এই প্রাণিত্রয়ের কার্য্য "তিত্তির ব্রহ্মচর্য্য" নামে বিদিত। ইহারা যখন লঘুগুরু-ভেদ

---

* ধূতাঙ্গ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সহজধর্ম্ম অনুধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। এই গুলি অভ্যাস করিলে শেষে লোকোত্তর ধর্ম্মে অধিকার জন্মে। বুদ্ধ লোকোত্তরধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তক।

মানিয়া চলিতে পারিয়াছিল, তখন তোমরা ধর্ম্ম ও বিনয় শিক্ষা করিয়া কেন পরস্পরের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না? আমি আদেশ দিতেছি এখন হইতে তোমরা বয়োবৃদ্ধ দেখিলে তাঁহার অভিবাদন করিবে, প্রত্যুত্থান করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে, কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহাকে নমস্কার করিবে। বয়োবৃদ্ধগণই অগ্রাসনাদি পাইবেন। প্রবীণদিগকে বাহিরে রাখিয়া নবীনেরা গৃহাভ্যন্তরে থাকিতে পারিবে না; যদি কেহ এরূপ করে তবে সে প্রত্যবায়ভাগী হইবে:—

প্রবীণের রাখে মান ধর্ম্মজ্ঞ যে জন;
ইহামুত্র হয় সেই সুখের ভাজন।]

[সমবধান:—তখন মৌদ্‌গল্যায়ন ছিল সেই হস্তী, সারীপুত্র ছিল সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই সুবুদ্ধি তিত্তির।]

৩৮—বক-জাতক।

[জেতবনের জনৈক ভিক্ষু চীবর প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত ছিল। কিরূপে কাপড় কাটিয়া জোড়া দিতে হয়, কোথায় কিরূপ সাজাইতে হয়, কিরূপে সেলাই করিতে হয়, ইত্যাদি কার্য্যে তাহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল। এই নৈপুণ্যবশতঃ সে অনেকেরই চীবর প্রস্তুত করিয়া দিত এবং লোকে তাহাকে "চীবর-বর্দ্ধক" বলিত। সে জীর্ণবস্ত্রখণ্ড সকল সংগ্রহ করিয়া হস্তকৌশলে তদ্দ্বারা সুন্দর ও সুখস্পর্শ চীবর প্রস্তুত করিত; ঐ চীবর প্রথমতঃ রঞ্জিত করিত; পরে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনার্থ পিষ্টমিশ্রিত জলে ভিজাইয়া শুকাইয়া লইত এবং শঙ্খ দ্বারা ঘষিত। ইহাতে চীবরগুলি অতি উজ্জ্বল ও মনোজ্ঞ হইত। যে সকল ভিক্ষু চীবর প্রস্তুত করিতে জানিতেন না, তাঁহারা নূতন বস্ত্র * লইয়া ঐ ব্যক্তির নিকট যাইতেন এবং বলিতেন, "আমরা চীবর প্রস্তুত করিতে পারি না, আপনি আমাদিগকে চীবর প্রস্তুত করিয়া দিন।" সে বলিত, "ভাইসকল, চীবর প্রস্তুত করিতে অনেক সময় আবশ্যক। এই একটী চীবর প্রস্তুত আছে, যদি ইচ্ছা হয় তবে শাটক বদল দিয়া এইটী লইতে পার"। ইহা বলিয়া সে ঐ চীবর বাহির করিয়া দেখাইত। ভিক্ষুরা বাহিরের চটক দেখিয়া ভুলিয়া যাইতেন, ভিতরে কি আছে, তাহা জানিতেন না, তাঁহারা চীবর-বর্দ্ধককে আপনাদের নূতন বস্ত্র দিয়া তাহার বিনিময়ে সেই জীর্ণবস্ত্রনির্ম্মিত চীবরই লইয়া যাইতেন। কিন্তু যখন উহা ময়লা হইয়া যাইত এবং ভিক্ষুরা উহা গরম জলে ধুইতে যাইতেন, তখন উহার প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইত,—তখন এখানে ওখানে ছেঁড়া, ফাটা, জোড়া, তালি বাহির হইয়া পড়িত। তখন তাঁহারা দেখিতেন, নববস্ত্রের বিনিময়ে এইরূপ চীবর লইয়া তাঁহারা নিতান্ত প্রতারিত হইয়াছেন। ক্রমে সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইল, চীবর-বর্দ্ধক জীর্ণবস্ত্র দ্বারা চীবর প্রস্তুত করিয়া ভিক্ষুদিগকে প্রবঞ্চিত করিতেছে।

ঐ সময়ে নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামেও এক সুনিপুণ চীবর-বর্দ্ধক ভিক্ষু বাস করিত এবং জেতবনবাসী ভিক্ষুর ন্যায় সেও গ্রামবাসীদিগকে প্রতারিত করিত। জেতবনের ভিক্ষুদিগের মধ্যে এই ব্যক্তির কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা একদিন তাহাকে বলিলেন, "লোকে বলে জেতবনে এক জন চীবর-বর্দ্ধক আছে, সেও তোমার ন্যায় সকলকে ঠকাইয়া থাকে।" তাহা শুনিয়া গ্রাম্য চীবর-বর্দ্ধক ভাবিল, "আচ্ছা, আমি সেই নগরবাসীকেই প্রতারিত করিব"। অনন্তর সে অতি জীর্ণবস্ত্রখণ্ডসমূহ লইয়া একটী সুন্দর চীবর প্রস্তুত করিল এবং উহা উজ্জ্বল রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া পরিধানপূর্ব্বক জেতবনে উপস্থিত হইল। জেতবনের চীবর-বর্দ্ধক উহা দেখিবামাত্র লোভপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই চীবর কি আপনি প্রস্তুত করিয়াছেন?" "হাঁ মহাশয়, আমিই ইহা প্রস্তুত করিয়াছি।" "এই চীবরটী আমার দিন না। আমি আপনাকে ইহার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু দিতেছি।" "আমরা গ্রামবাসী ভিক্ষু; গ্রামে ভিক্ষুদিগের ব্যবহার্য্য বস্তু সহজে মিলে না। আপনাকে এই চীবর দিলে আমি কি পরিব?" "আমার নিকট নূতন বস্ত্র আছে, আপনি তাহা লইয়া আর একটী চীবর প্রস্তুত করিয়া লইবেন।" "মহাশয়, ইহাতে আমি নিজের হস্তকৌশলের পরিচয় দিয়াছি; কিন্তু আপনি যখন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তখন আমি আর কি বলিতে পারি? আপনি এই চীবর গ্রহণ করুন।" এইরূপে গ্রাম্য ভিক্ষু নগরবাসী ভিক্ষুকে প্রতারিত করিয়া জীর্ণবস্ত্রনির্ম্মিত চীবরের বিনিময়ে নববস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

* মূলে 'শাটক' এই শব্দ আছে। শাট বা শাটক 'বস্ত্র খণ্ড' 'থান' ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে 'শাড়ী' হইয়াছে।

জেতবনের ভিক্ষু ঐ চীবর কিয়ৎকাল ব্যবহার করিবার পর এক দিন গরম জলে ধুইতে গেল এবং উহা জীর্ণবস্ত্র-নির্ম্মিত বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইল। গ্রামবাসী চীবর-বর্দ্ধক নগরবাসী চীবরবর্দ্ধককে প্রতারিত করিয়াছে এই সংবাদ অচিরে সঙ্ঘমধ্যেও রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই কথার আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "জেতবনবাসী ভিক্ষু পূর্ব্বজন্মেও এইরূপ প্রতারণা করিত, এবং এবার যেমন নিজে প্রতারিত হইয়াছে, পূর্ব্বজন্মেও সেইরূপ প্রতারিত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব কোন বনমধ্যবর্ত্তী পদ্মসরোবরের নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষদেবতা হইয়া বাস করিয়াছিলেন। তখন একটী অনতি বৃহৎ পুষ্করিণীতে প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে জল বড় কমিয়া যাইত। এই পুষ্করিণীতে মৎস্য থাকিত। এক দিন এক বক মৎস্যদিগকে দেখিয়া মনে করিল, 'ইহাদিগকে কোন রূপে প্রতারিত করিয়া খাইবার উপায় করিতে হইবে'। অনন্তর সে যেন নিতান্ত চিন্তাবিষ্ট হইয়াছে এই ভাবে জলের ধারে বসিয়া রহিল।

মৎস্যেরা বককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর্য্য, আপনি এত চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন কেন?" বক কহিল, "আমি তোমাদের কথাই চিন্তা করিতেছি।" "আমাদের জন্য কিসের চিন্তা, আর্য্য?" "এই পুষ্করিণীর জল কমিয়া নীচে নামিয়াছে, খাদ্য দ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছে, ভয়ানক গরমও পড়িয়াছে, তাই বসিয়া ভাবিতেছি, মাছ বেচারীরা এখন কি করিবে।" "বলুন ত আর্য্য, এখন তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি?" "তোমরা যদি আমায় বিশ্বাস কর, তাহা হইলে এক কাজ করা যাইতে পারে। কিছু দূরে একটী সরোবর আছে, তাহাতে পঞ্চ বর্ণের পদ্ম জন্মে। আমি তোমাদিগের এক একটীকে চঞ্চু দ্বারা ধরিয়া তাহার জলে ছাড়িয়া দিতে পারি।" "আর্য্য, পৃথিবীর প্রথম কল্প হইতে এ পর্য্যন্ত কখনও কোন বক মৎস্যদিগের ভাবনা ভাবে নাই। বলুন দেখি, আপনি আমাদিগকে এক একটী করিয়া উদরস্থ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন কি না?" "না, না; তোমরা যদি আমায় বিশ্বাস কর, তবে তোমাদিগকে কখনও খাইব না। আমি যে সরোবরের কথা বলিলাম, তাহা আদৌ আছে কি না যদি তোমাদের এরূপ সন্দেহ হয়, তাহা হইলে বরং তোমাদের একটী মৎস্যকে আমার সঙ্গে দাও; সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসুক।" মৎস্যেরা বকের কথামত এক প্রকাণ্ড কাণা মাছকে আনিয়া বলিল "ইহাকে লইয়া যান।" তাহারা ভাবিল, 'বক জলে স্থলে কোথাও এই কাণা মাছকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না।'

বক কাণা মাছকে লইয়া সেই বৃহৎ সরোবরের জলে ছাড়িয়া দিল এবং তাহাকে উহার বিশাল আয়তন দেখাইয়া পুনর্ব্বার মৎস্যদিগের নিকট আনয়ন করিল। কাণা মাছ জ্ঞাতি-বন্ধুদিগকে নূতন সরোবরের শোভা সম্পত্তির কথা জানাইল। তাহা শুনিয়া সমস্ত মৎস্যই সেখানে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইল এবং বককে বলিল, "আর্য্য, আপনি অতি সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছেন। আমাদিগকে সেই বৃহৎ সরোবরে লইয়া চলুন।"

তখন বক প্রথমেই সেই কাণা মাছকে লইয়া যাত্রা করিল এবং তাহাকে সরোবরের তীরে লইয়া প্রথমে জল দেখাইল, পরে তীরদেশস্থ এক বরুণ বৃক্ষের উপর অবতরণ করিয়া তাহাকে শাখান্তরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চঞ্চুর আঘাতে মারিয়া ফেলিল এবং মাংস খাইয়া কাঁটাগুলি বৃক্ষমূলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সে পুনর্ব্বার সেই পুষ্করিণীতে গিয়া বলিল, "তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিয়া আসিলাম; এখন তোমরা আর কে যাবে চল।" এইরূপে বক এক একটী করিয়া মৎস্য লইয়া যাইতে লাগিল, পুষ্করিণী ক্রমে মৎস্যশূন্য হইল। শেষে থাকার মধ্যে সেখানে কেবল একটা কর্কট রহিল। বক তাহাকেও খাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল, "ওহে কর্কট, আমি সমস্ত মৎস্য লইয়া পদ্মসম্পন্ন সরোবরে রাখিয়া আসিলাম। চল এবার তোমাকেও সেখানে

লইয়া যাই।" কর্কট জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কিরূপে লইয়া যাইবে?" "কেন, ঠোঁটে ধরিয়া লইয়া যাইব।" "না, তাহা হইতে পারে না। তুমি হয় ত আমায় পথে ফেলিয়া দিবে, তাহা হইলে আমার হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।" "ভয় নাই, আমি তোমাকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিব।" কর্কট ভাবিল, 'ধূর্ত্ত বক হয় ত মাছগুলিকে জলে ছাড়িয়া দেয় নাই, দেখা যাউক আমাকে লইয়া কি করে। যদি আমাকে সত্য সত্যই জলে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে উত্তম। আর যদি তাহা না করে, নাই করুক, আমি উহার গলা কাটিয়া ফেলিব।' ইহা স্থির করিয়া সে বককে বলিল, "দেখ মামা, তুমি আমাকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, কিন্তু আমরা কর্কট, আমরা খুব শক্ত করিয়া ধরিতে পারি। আমায় যদি শিঙ্ দিয়া তোমার গলা ধরিতে দাও তাহা হইলে আমি নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে যাইতে পারি।"

কর্কটের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া বক এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন কামার যেমন সাঁড়াশি * দিয়া ধরে, কর্কটও সেইরূপ নিজের শিঙ্ দিয়া বকের গলা বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, "এখন আমরা রওনা হইতে পারি।" বক তাহাকে লইয়া প্রথমে সেই সরোবর দেখাইল, তাহার পর গাছের দিকে চলিল।

কর্কট কহিল, "একি মামা। সরোবর রহিল এদিকে, আর তুমি আমায় লইয়া চলিলে উল্টা দিকে।" "বেটা কি সাধের মামা পাইয়াছে রে! বেটা যেন আমার প্রাণের ভাগিনেয়! আমি কি তোর বাবার কালের গোলাম যে তোকে ঘাড়ে করিয়া বেড়াইব? বরুণ গাছের তলায় এক রাশ কাঁটা দেখিতে পাইতেছিস্ না? মাছগুলিকে যেমন খাইয়াছি, তোকেও তেমনি খাইব।" ইহা শুনিয়া কর্কট বলিল, "মাছগুলা বোকা, তাই তোমার উদরস্থ হইয়াছে, আমায় কিন্তু কিছুতেই খাইতে পারিতেছ না। আমাকে খাওয়া ত দূরের কথা, আজ তুমি নিজেই মরিবে। মূর্খ, আমি যে তোমায় প্রতারিত করিয়াছি, তাহা ত তুমি বুঝিতে পার নাই। যদি মরিতে হয়, দু'জনেই মরিব। আমি তোমার গলা কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিব।" এই কথা বলিয়া সে সন্দংশের ন্যায় শক্তিশালী শৃঙ্গ দ্বারা বকের গ্রীবা নিপীড়ন করিতে লাগিল। বক যন্ত্রণায় মুখ ব্যাদান করিল, তাহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সে প্রাণভয়ে বলিল, "প্রভু! আমি আপনাকে খাইব না, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় প্রাণে মারিবেন না।"

কর্কট বলিল, "বেশ কথা, যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে সরোবরের তীরে চল এবং আমাকে জলে ছাড়িয়া দাও।" তখন বক সরোবরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং কর্কটের আদেশমত তাহাকে জলের ধারে কর্দ্দমমধ্যে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কর্কট জলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, লোকে যেমন কাটারি দিয়া কুমুদনল কাটে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে বকের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল।

বরুণবৃক্ষের অধিদেবতা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া সাধু! সাধু! বলিয়া উঠিলেন এবং মধুরস্বরে নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

প্রবঞ্চনাপরায়ণ সতত যে জন,
অবিচ্ছিন্ন সুখ তার না হয় কখন।
তার সাক্ষী দেখ, এই বক প্রবঞ্চক
কর্কট-দংশনে মরি লভিল নরক।

[সমবধান :—তখন জেতবনের চীবর-বর্দ্ধক ছিল সেই বক, গ্রাম্য চীবর-বর্দ্ধক ছিল সেই কর্কট, এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

☞ এই জাতক পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত বককুলীরকের কথার বীজ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

---

* সন্দংশ, সাঁড়াশি, ইহা হইতে সন্না' শব্দ হইয়াছে।

৩৯—নন্দ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে সারীপুত্রের জনৈক সার্দ্ধবিহারিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় এই ভিক্ষু প্রথমে বেশ মিষ্টভাষী ও আজ্ঞাবহ ছিল, এবং অতি উৎসাহের সহিত স্থবিরের পরিচর্য্যা করিত। অনন্তর স্থবির একবার শাস্তার অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষাচর্য্যার নিমিত্ত দক্ষিণগিরি জনপদে * গমন করিয়াছিলেন। সেখানে হঠাৎ ইহার এরূপ ঔদ্ধত্য জন্মে যে স্থবিরের কোন আদেশ পালন করিত না। এমন কি যদি তাহাকে কেহ বলিত "এটী কর", তাহা হইলেই সে স্থবিরের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিত। কেন যে সে এরূপ করিত স্থবির তাহা বুঝিতে পারিতেন না।

স্থবির ভিক্ষাচর্য্যাবসানে জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন, সেখানে আসিবামাত্র কিন্তু সেই ভিক্ষু পূর্ব্বের ন্যায় শান্ত শিষ্ট হইল। ইহা দেখিয়া স্থবির একদিন শাস্তাকে বলিলেন, "ভগবন্, আমার এক সার্দ্ধবিহারিক এক স্থানে এমন বিনীতভাবে চলে যে, মনে হয় যেন তাহাকে শত মুদ্রায় ক্রয় করা হইয়াছে, † কিন্তু অন্য স্থানে এরূপ উদ্ধত হয় যে, কিছু করিতে বলিলেই বিবাদ আরম্ভ করে।"

শাস্তা বলিলেন, "সারীপুত্র, এ ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মেও কোথাও অতি বিনীত এবং কোথাও অতি উদ্ধত ভাবে চলিত।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ভূম্যধিকারীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আত্মীয় অপর এক বৃদ্ধ ভূম্যধিকারীর এক তরুণী ভার্য্যা ছিলেন। এই রমণীর গর্ভে বৃদ্ধের এক পুত্র জন্মে। বৃদ্ধ একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার স্ত্রী যুবতী, আমার মৃত্যু হইলে না জানি অন্য কোন্ পুরুষকে আশ্রয় করিবে। তাহা হইলে সে সমস্ত ধন আমার পুত্রকে না দিয়া নিজেই ব্যয় করিয়া ফেলিবে। অতএব এখনই এই ধন পৃথিবীগর্ভে কোথাও নিহিত করিয়া রাখা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সেই বৃদ্ধ নন্দ নামক এক দাসকে সঙ্গে লইয়া বনে গেলেন এবং তথায় এক স্থানে সমস্ত ধন প্রোথিত করিয়া বলিলেন, "বাবা নন্দ, আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার পুত্রকে এই ধন দেখাইয়া দিবে। দেখিবে ধন তাহার হস্তগত হইবার পূর্ব্বে যেন কেহ এই জঙ্গল বিক্রয় না করে।"

ইহার পর বৃদ্ধ দেহত্যাগ করিলেন; যথাকালে তাঁহার পুত্রও বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। তখন এক দিন তাহার গর্ভধারিণী বলিলেন, "বাছা, তোমার পিতা নন্দকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সমস্ত ধন বনমধ্যে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। তুমি তাহা তুলিয়া লইয়া আইস এবং কুলসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে মন দাও। এই কথা শুনিয়া বিধবার পুত্র নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "নন্দমামা, বাবা কি কোথাও ধন পুতিয়া রাখিয়া গিয়াছেন?" নন্দ কহিল, "হাঁ প্রভু।" "কোথায় পোতা আছে?" "জঙ্গলের মধ্যে"। "চল না, আমরা সেখানে গিয়া ধন লইয়া আসি।" ইহা বলিয়া সে কোদালি ও ঝুড়ি লইয়া নন্দের সঙ্গে বনে প্রবেশ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ধন আছে, মামা?" নন্দ যেখানে ধন প্রোথিত ছিল ঠিক সেখানে গিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তখন হঠাৎ তাহার মনে এমন গর্ব্ব জন্মিল যে, সে প্রভুকে, "দাসীপুত্র, এখানে ধন পাইবি কোথায়?" ইত্যাদি দুর্ব্বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। কুমার এই সকল পরুষবাক্য শুনিয়াও যেন শুনিল না। সে কেবল বলিল, "তবে আর এখানে থাকিয়া কি লাভ? চল আমরা ফিরিয়া যাই।" ইহার দুই দিন পরে সে আবার নন্দকে লইয়া বনে গেল, কিন্তু এবারও নন্দ তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্য বলিল। কুমার তখনও কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া গৃহে ফিরিয়া ভাবিতে লাগিল, 'এই দাস যাইবার সময় বলে ধন দেখাইয়া দিব; কিন্তু বনমধ্যে গিয়া পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে। ইহার কারণ ত কিছুই স্থির করিতে পারি না। গ্রামের ভূম্যধিকারী মহাশয় বাবার বন্ধু ছিলেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি ব্যাপারখানা

---

* মগধের দক্ষিণাংশ।

† পূর্ব্বে দাস ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা ছিল। যে দাসকে অধিক মূল্যে ক্রয় করা হইত তাহার পক্ষে প্রভুর সমধিক আজ্ঞাবহ হইয়া চলিবার কথা।

কি।" অনন্তব সে বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল এবং জিজ্ঞাসা কবিল, "আপনি ইহাব কাবণ বলিতে পাবেন কি ?"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বনেব যে স্থানে দাঁড়াইয়া নন্দ তোমাব প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ কবিতে আবম্ভ কবে সেই স্থানেই তোমাব পিতৃধন নিহিত আছে। অতএব আবাব যখন সে তোমায় গালি দিবে, তখন "তবে বে দাস, তোব যত বড় মুখ, তত বড কথা" বলিযা তাহাকে সেখান হইতে টানিযা ফেলিবে, কোদাল লইযা ঐ যায়গা খুঁড়িবে এবং পৈতৃক ধন তুলিয়া উহা তাহাবই কাঁধে চাপাইয়া গৃহে ফিবিবে।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

নন্দ দাস গর্জ্জে যথা পরুষ বচনে
সেখানেই ধন আছে এই লয মনে।
পাইবে তথায তুমি কবিলে খনন
স্বর্ণ মাণিক্য আদি পৈতৃক যে ধন।

কুমাব বোধিসত্ত্বকে প্রণাম কবিয়া গৃহে প্রতিগমন কবিল, নন্দকে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে ধন নিহিত ছিল, পুনবায় সেখানে গেল, বোধিসত্ত্ব যেরূপ পবামর্শ দিয়াছিলেন তদনুসাবে চলিয়া পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হইল এবং কুলসম্পত্তিব বক্ষণাবেক্ষণ কবিতে লাগিল। তদবধি সে বোধিসত্ত্বেব উপদেশানুসারে দানাদি পুণ্যকর্ম্মেব অনুষ্ঠানে বত হইল এবং জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ ফল লাভ কবিল।

সমবধান—তখন সাবীপুত্রের সার্দ্ধবিহাবিক ছিল নন্দ এবং আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ ভূম্যধিকাবী।

৪০—খদিরাঙ্গার-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদকে লক্ষ্য কবিযা এই কথা বলিযাছিলেন :—

অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধশাসনেব হিতকল্পে কেবল জেতবন বিহাবনির্ম্মাণেব জন্যই মুক্তহস্তে চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণ ব্যয কবিযাছিলেন। তিনি ত্রিবত্ন ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে বত্ন বলিয়াই মনে কবিতেন না। শাস্তা যখন জেতবনে বাস কবিতেন, তখন তিনি প্রতিদিন মহা উপস্থানেব * সময় উপস্থিত থাকিতেন—একবাব প্রাতঃকালে, একবাব প্রাতবাশেব পব এবং একবাব সাযংকালে। তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তরুপস্থানেও যাইতেন। কিন্তু অনাথপিণ্ডদ কখনও রিক্তহস্তে বিহারে যাইতেন না, কাবণ তিনি উপস্থিত হইলে শ্রামণেব ও দহবেরা তিনি কি আনিয়াছেন দেখিবাব জন্য ছুটিযা আসিত। তিনি প্রাতঃকালে যাগু লইযা যাইতেন, প্রাতবাশের পব ঘৃত, নবনীত, মধু ও গুড লইয়া যাইতেন, সাযংকালে গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্র লইযা যাইতেন। এইরূপে প্রতিদিন তাঁহাব যে কত ব্যয় হইত তাহাব সীমা পবিসীমা ছিল না। ইহাব উপর আবাব অন্য কতিপয় কারণেও তাঁহার অর্থহানি হইযাছিল। অনেক বণিক্ সময়ে সময়ে পর্ণ † দিয়া তাঁহাব নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি স্বর্ণ ঋণ লইযাছিল, কিন্তু মহাশ্রেষ্ঠী কখনও তাহাদিগকে সেই অর্থ প্রত্যর্পণ কবিতে বলেন নাই। তিনি পিত্তল পাত্র পূর্ণ কবিযা পৈতৃক ধনের অষ্টাদশ কোটি নদীতীবে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবল ঝটিকায তটদেশ বিধ্বস্ত হওয়াব ঐ পাত্রগুলি নদীগর্ভে পড়িযা গিযাছিল। সেগুলিব মুখেব বন্ধন ও মুদ্রা যেমন, তেমনই ছিল, তাহাবা সেই অবস্থায স্রোতোবেগে গড়াইতে গড়াইতে শেষে অর্ণবকুক্ষিগত হইয়াছিল। তাঁহার গৃহেও নিয়ত পঞ্চশত ভিক্ষুব উপযোগী অন্ন প্রস্তুত থাকিত। চতুর্মহাপথসঙ্গমে পুষ্কবিণী খনন কবিলে উহা যেমন শত শত পথিকেব তৃষ্ণানিবারণ করে, অনাথপিণ্ডদেব গৃহও সেইরূপ ভিক্ষুসঙ্ঘেব অভাব মোচন করিত—তিনি

---

* কাহারও নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাব পবিচর্য্যাব নাম উপস্থান বা পূজা। ভিক্ষুবা সকলে সমবেত হইযা প্রতিদিন তিনবাব তথাগতেব পবিচর্য্যা কবিতেন ও তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিতেন। এই পবিচর্য্যাব নাম ছিল মহা উপস্থান। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে আবও পবিচর্য্যাব ব্যবস্থা হইত, সেগুলিকে অন্তরুপস্থান বলা হইত।

† পর্ণ—খত। মনুসংহিতায় 'করণ' শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "পত্র" (চিঠি) এই অর্থেও 'পর্ণ' শব্দের ব্যবহাব দেখা যায়।

ভিক্ষুদিগের মাতাপিতৃস্থানীয় ছিলেন। এই নিমিত্তই স্বয়ং সম্যকসম্বুদ্ধ এবং অশীতি মহাস্থবির * পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে যাইতেন, অন্য যে সকল ভিক্ষু যাতায়াত করিত তাহাদের ত সংখ্যাই ছিল না।

অনাথপিণ্ডদের বাসভবন সপ্তভূমিক † এবং সপ্তদ্বার-কোষ্ঠপরিশোভিত ছিল। ইহার চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠে এক মিথ্যাদৃষ্টিকা ‡ দেবতা বাস করিতেন। যখন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ঐ ভবনে প্রবেশ করিতেন, তখন উক্ত দেবতা স্বকীয় উর্দ্ধস্থ বাসস্থানে তিষ্ঠিতে পারিতেন না, তাঁহাকে পুত্রকন্যাসহ ভূতলে অবতরণ করিতে হইত। অশীতি মহাস্থবির বা অন্য কোন স্থবির উপস্থিত হইলেও তিনি এইরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতেন; কাজেই জ্বালাতন হইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'যতদিন শ্রমণ গৌতম ও শ্রাবকেরা এখানে আসিবে, ততদিন আমার শান্তি নাই। চিরকাল একবার উপরে যাওয়া, একবার নীচে নামিয়া আসা, এ কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। অতএব যাহাতে তাহারা আর এ মুখো না হ'তে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া ঐ দেবতা একদিন যখন শ্রেষ্ঠীর প্রধান কর্ম্মচারী শয়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখা দিলেন। প্রধান কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" দেবতা কহিলেন, "আমি দেবতা, এই প্রাসাদের চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠে বাস করি।" "আপনার অনুমতি কি?" "শ্রেষ্ঠী কি করিতেছেন তাহা আপনি একবারও দেখিতেছেন না। তিনি পরিণাম চিন্তা না করিয়া সঞ্চিত ধনের অপচয় করিতেছেন, তাহাতে কেবল শ্রমণ গৌতমেরই ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হইতেছে। শ্রেষ্ঠী ব্যবসায় বাণিজ্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, বিষয়কার্য্য দেখেন না। আপনি তাঁহাকে নিজের কাজকর্ম্ম দেখিতে বলুন এবং যাহাতে শ্রমণ গৌতম ও তাহার শিষ্যগণ আর কখনও এ গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার উপায় করুন।"

ইহা শুনিয়া প্রধান কর্ম্মচারী বলিলেন, "অয়ি নির্ব্বোধ দেবতে। শ্রেষ্ঠী তাঁহার অর্থ ব্যয় করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহা কেবল নির্ব্বাণপ্রদ বুদ্ধশাসনের উন্নতিবিধানার্থ। শ্রেষ্ঠী যদি আমাকে চুল ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসরূপেও বিক্রয় করেন, তথাপি আমি তাঁহাকে এরূপ কোন কথা বলিতে পারিব না। তুমি এখনই এখান হইতে দূর হইয়া যাও।"

আর একদিন ঐ দেবতা শ্রেষ্ঠীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট গিয়া তাঁহাকেও উক্তরূপ পরামর্শ দিলেন এবং সেখানেও ঐরূপ প্রত্যাখ্যাত হইলেন। স্বয়ং শ্রেষ্ঠীকে কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

এদিকে নিরন্তর দান এবং বিষয় কর্ম্মের পরিহার এই উভয় কারণে দিন দিন শ্রেষ্ঠীর আয় হ্রাস হইতে লাগিল, তাঁহার সম্পত্তিও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। শেষে তিনি দারিদ্র্যগ্রস্ত হইলেন; তাঁহার অশন, বসন ও শয়ন আর পূর্ব্ববৎ রহিল না। কিন্তু এরূপ দীনদশাপন্ন হইয়াও তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিতে বিরত হইলেন না; তবে পূর্ব্বের মত চর্ব্ব্যচূষ্যাদি রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন না।

একদিন অনাথপিণ্ডদ শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "গৃহপতি, তোমার গৃহে ভিক্ষা দেওয়া হইতেছে ত?" "দেওয়া হইতেছে বটে, প্রভু, কিন্তু (তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর); পূর্ব্বদিন যে কাঞ্জিক § প্রস্তুত হয়, পরদিন তাহারই অবশেষ মাত্র দিয়া থাকি।" "গৃহপতি, তুমি রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য দিতে পারিতেছ না বলিয়া সঙ্কোচ বোধ করিও না; যদি চিত্তের প্রসন্নতা থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক-বুদ্ধ ‖ এবং শ্রাবকদিগকে যে খাদ্য প্রদত্ত হয় তাহা কখনও অরুচিকর হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে এরূপ দানের মহাফল। যে নিজের চিত্তকে গ্রহণযোগ্য করিতে পারে তাহার দানও গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে।

ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে করে যাহা দান
বুদ্ধে কিংবা সঙ্ঘে, তাহা তুচ্ছ কভু নয়,
বুদ্ধ-পরিচর্য্যা বহু কল্যাণ-নিদান,
নহে কভু তুচ্ছ তাহা জানিবে নিশ্চয়।
লভিল অপূর্ব্ব ফল ভক্ত একজন
বিতরি কুল্মাষপিণ্ড ¶ শুষ্ক, অলবণ।

* অশীতি মহাস্থবির, বুদ্ধদেবের মৌদ্গল্যায়ন প্রভৃতি আশিজন প্রধান শিষ্য। প্রথম সঙ্গীতিতে যে পঞ্চশত স্থবির সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও "মহাস্থবির" নামে অভিহিত।

† সপ্তভূমিক, সাততালা।

‡ মিথ্যাদৃষ্টিকা অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহার সংস্কার ভ্রমদূষিত।

§ কাঁজি অর্থাৎ আমানি। ইহা কোন কোন অঞ্চলে লোকের অতি প্রিয় পানীয়।

‖ প্রত্যেক-বুদ্ধ, যিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে নির্ব্বাণোপযোগী জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণকে ধর্ম্মো-পদেশ দেন না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন এবং সম্যক্ সম্বুদ্ধ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অধস্তন।

¶ কুল্মাষ, যে অন্ন অনেক ক্ষণ থাকিয়া অম্লরসযুক্ত হইয়াছে।

গৃহপতি, তুমি যে খাদ্য বিতরণ করিতেছ তাহা সামান্য হইলেও অষ্টবিধ * সাধুপুরুষদিগের সেবায় নিয়োজিত হইতেছে। আমি যখন বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া 'বেলাম' নামে † অভিহিত হইয়াছিলাম, তখন এরূপ অকাতরে সপ্তরত্ন ‡ দান করিয়াছিলাম যে সমস্ত জম্বুদ্বীপে হলকর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদনের প্রয়োজন ছিল না §। পঞ্চ মহানদীর || জলপ্রবাহ এক সঙ্গে মিশিলে যেমন প্রবল স্রোতের উৎপত্তি হয়, আমার দানস্রোতও সেইরূপ প্রবল হইয়াছিল। তথাপি আমি এমন কোন দানের পাত্র পাই নাই, যিনি ত্রিশরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বা পঞ্চশীল রক্ষা করিয়া চলিতেন। না পাইবারই কথা, কারণ দানের উপযুক্ত সৎপাত্র অতি দুর্লভ। অতএব, তুমি যে ভক্ষ্য বিতরণ করিতেছ তাহা রসনার রুচিকর নয় বলিয়া ক্ষোভ করিও না।" ইহা বলিয়া শাস্তা বেলামক সূত্র বলিলেন।

অনাথপিণ্ডদের ঐশ্বর্য্যের সময়ে মিথ্যা-দৃষ্টিকা দেবতা তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে দৈন্যগ্রস্ত দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, 'শ্রেষ্ঠী এখন আমার উপদেশমত কাজ করিবেন।' ইহা ভাবিয়া তিনি একদা নিশীথ সময়ে শ্রেষ্ঠীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া আকাশে আসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখা দিলেন। অনাথপিণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি নিমিত্ত আসিয়াছেন?" "আপনাকে কিছু উপদেশ দিতে আসিয়াছি।" "কি উপদেশ দিবেন বলুন" "শ্রেষ্ঠিবর, আপনি পরিণাম চিন্তা করেন না, পুত্র কন্যার মুখপানে চান না; আপনি শ্রমণ গৌতমের শাসনের উন্নতিকল্পে বহু অর্থ নষ্ট করিয়াছেন, অথচ বিত্তোপার্জ্জনের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাজেই শ্রমণ গৌতমই আপনার বর্ত্তমান দীনদশার কারণ। অথচ আপনি তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করিতেছেন না। অদ্যাপি শ্রমণেরা পূর্ব্ববৎ আপনার গৃহে আসিতেছে। তাহারা যাহা আত্মসাৎ করিয়াছে তাহা ফিরিয়া পাইবেন না সত্য, কিন্তু এখন হইতে আপনি আর গৌতমের নিকট যাইবেন না, শ্রমণদিগকেও বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না, গৌতমের দিকে কখনও মুখ ফিরাইয়াও তাকাইবেন না। আপনি নিজের ব্যবসায় বাণিজ্যে মন দিন, কুলসম্পত্তির পুনরুদ্ধারের পথ দেখুন।"

ইহা শুনিয়া অনাথপিণ্ড কহিলেন, "তুমি কি আমাকে এই উপদেশ দিতে আসিয়াছ?" "হাঁ আমি এই উপদেশ দিব বলিয়াই আসিয়াছি।" "দশবল আমাকে এরূপ শক্তি দিয়াছেন যে তোমার ন্যায় শত সহস্র দেবতাও আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। আমার শ্রদ্ধা সুমেরুর ন্যায় অচল ও সুপ্রতিষ্ঠিত। যে রত্নশাসনে নির্ব্বাণ লাভ হয় আমি তাহার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছি। হে দুঃশীলে, হে কালকর্ণিকে ¶ তোমার বাক্য সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ, বুদ্ধশাসনের অনিষ্টসাধনই ইহার উদ্দেশ্য। অতঃপর তোমার সঙ্গে আর এক গৃহে বাস করা অসম্ভব, অতএব তুমি এখনই আমার বাটী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাও।"

অনাথপিণ্ড স্রোতাপন্ন ও আর্য্যশ্রাবক, কাজেই ঐ দেবতা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না; তিনি বাসস্থানে গিয়া পুত্রকন্যাদি লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, 'যদি অন্যত্র বাসের সুবিধা না ঘটে, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া এখানেই ফিরিয়া আসিব। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পুরদেবতা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি মনে করিয়া আসিলে?" বিতাড়িত দেবতা কহিলেন, "প্রভু, আমি না বুঝিয়া অনাথপিণ্ডকে একটা কথা বলিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। আপনি আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চলুন এবং যাহাতে তিনি আমায় ক্ষমা করেন ও পূর্ব্ববৎ তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দেন তাহার উপায় করুন।" "তুমি শ্রেষ্ঠীকে এমন কি কথা বলিয়াছ যে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন?" "আমি বলিয়াছি যে ভবিষ্যতে গৌতম বা তাঁহার সঙ্ঘের সেবা করিবেন না এবং শ্রমণ গৌতমকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিবেন না।

* যাঁহারা চতুর্মার্গে উপনীত হইয়াছেন এবং যাঁহারা ঐ সকল মার্গের ফল লাভ করিয়াছেন, এই অষ্টবিধ সাধু।

† বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 'বেলাম' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মদত্তের সহিত তক্ষশিলায় গিয়া একই গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং এরূপ প্রতিভার পরিচয় দেন যে, গুরু তাঁহাকে নিজের সহকারিরূপে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে জম্বুদ্বীপের প্রায় সমস্ত রাজপুত্রই তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত হইয়াছিলেন। বেলামের প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। তিনি ব্রহ্মদত্তের অনুমতি লইয়া উহা দীন দুঃখীকে দান করেন। সাত বৎসর সাত মাস কাল অকাতরে এই দান চলিয়াছিল। ধর্ম্মপদার্থকথা ও সুমঙ্গলবিলাসিনীতে বেলামক সূত্র দেখা যায়। ইহার উদ্দেশ্য দানধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া। বৌদ্ধ-সাহিত্যে 'জম্বুদ্বীপ' শব্দে ভারতবর্ষ বুঝায়।

‡ সপ্তরত্ন যথা—সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, মণি (মরকত, পদ্মরাগ প্রভৃতি), বৈদূর্য্য, বজ্র (হীরক) এবং প্রবাল।

§ মূলে 'উন্নঙ্গলম্ কত্বা' এইরূপ আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন surred up এই অর্থ, কিন্তু সমীচীন নহে।

|| পঞ্চ মহানদী বলিলে পালি সাহিত্যে গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযূ ও মাহী এই পাঁচটীকে বুঝায়।

¶ কালকর্ণী—লক্ষ্মীছাড়া, অলক্ষ্মী।

ইহা ছাড়া আমি আর কিছু বলি নাই, প্রভু।" "একথা বলা নিতান্ত গর্হিত হইয়াছে। ইহার অর্থ কেবল বুদ্ধ-শাসনের অনিষ্ট করা। আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠীর নিকট লইয়া যাইতে পারিব না।"

পুরদেবতার নিকট বিফলমনোরথ হইয়া সেই মিথ্যাদৃষ্টিকা দেবতা মহারাজ-চতুষ্টয়ের * নিকট গমন করিলেন; কিন্তু সেখানেও প্রত্যাখ্যাত হইয়া অবশেষে দেবরাজ শক্রের শরণ লইলেন এবং আত্ম কাহিনী বর্ণন পূর্ব্বক অতি কাতরভাবে বলিলেন, "দেখুন, আমি নিরাশ্রয় হইয়া পুত্রকন্যাদের হাত ধরিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; দয়া করিয়া আমাকে বাসোপযোগী একটু স্থান দিন।"

শক্র বলিলেন, "তোমার কাজ অতি গর্হিত হইয়াছে, কারণ ইহা জিনশাসনের † অনিষ্টকর। আমি তোমার হইয়া শ্রেষ্ঠীকে কিছু বলিতে পারিব না, তবে তোমায় একটা উপায় বলিয়া দিতেছি, তাহা অবলম্বন করিলে তুমি ক্ষমা পাইবে।"

দেবতা বলিলেন "দয়া করিয়া তাহাই বলুন।"

"লোকে মহাশ্রেষ্ঠীর নিকট পর্ণ দিয়া অষ্টাদশ কোটি স্বর্ণ ঋণ লইয়াছে। তুমি তাঁহার কর্ম্মচারীর (আযুক্তকের) বেশ ধারণ করিয়া অজ্ঞাতভাবে যক্ষবালক-পরিবৃত হইয়া ঐ সকল পর্ণসহ তাহাদের গৃহে গমন কর। এক হাতে পর্ণ ও একহাতে লেখন ‡ লইবে এবং গৃহের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া যক্ষোচিত প্রভাবের সহিত ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিবে, 'এই তোমাদের ঋণ-পর্ণ, শ্রেষ্ঠী ঐশ্বর্য্যের সময় তোমাদিগকে কিছু বলেন নাই, এখন তাঁহার দীনদশা, অতএব তোমাদিগকে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।' এইরূপে যক্ষ-প্রভাব প্রদর্শন করিয়া তুমি উক্ত অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ সমস্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠীর শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিবে। শ্রেষ্ঠী অচিরবতী নদীর তীরে ধন নিহিত করিয়াছিলেন, তীরভূমি বিধ্বস্ত হওয়াতে উহা সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। তুমি গিয়া দৈবপ্রভাব বলে উহাও উদ্ধার কর এবং শ্রেষ্ঠীর ধনাগারে রাখিয়া দাও। অপিচ, অমুক স্থানে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ আছে, তাহা অস্বামিক, অর্থাৎ ন্যায়তঃ এখন কেহই তাহার অধিকারী নহে। তুমি উহাও আহরণ করিয়া শ্রেষ্ঠীর ভাণ্ডারে রক্ষা কর। এইরূপে চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ সংগ্রহ করিলে তোমার দণ্ডকর্ম্ম § সম্পন্ন হইবে, তখন তুমি বলিবে 'মহাশ্রেষ্ঠিন্, আমায় ক্ষমা করুন।'"

দেবতা "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং শক্র যেরূপ যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই সেই মত কাজ করিলেন। অনন্তর সমস্ত ধন সংগৃহীত হইলে তিনি নিশীথ কালে শ্রেষ্ঠীর শয়নকক্ষে গিয়া পূর্ব্ববৎ আকাশাসীন হইয়া দেখা দিলেন।

শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" দেবতা কহিলেন, "মহা-শ্রেষ্ঠিন্, আমি আপনার চতুর্থ দ্বারকোষ্ঠস্থ সেই অল্পবুদ্ধি দেবতা। আমি মহামোহবশতঃ বুদ্ধের গুণ জানিতে না পারিয়া সে দিন আপনাকে অন্যায় পরামর্শ দিয়াছিলাম, এখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। দেবরাজ শক্রের পরামর্শ মতে আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি—আপনার খাদকদিগের নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ আদায় করিয়াছি, সমুদ্র-গর্ভ হইতে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণের উদ্ধার করিয়াছি এবং অমুক স্থান হইতে অষ্টাদশ কোটি অস্বামিক ধন আনিয়াছি; সমুদায়ে চুয়ান্ন কোটি ধন এখন আপনার ভাণ্ডারস্থ হইয়াছে। ফলতঃ আপনি জেতবনস্থ বিহারনির্ম্মাণে যে ব্যয় করিয়াছেন এইরূপে তাহা আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। বাসস্থানের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। আমি অজ্ঞতাবশতঃ যাহা বলিয়াছিলাম তাহা মনে করিবেন না; আমায় ক্ষমা করুন।"

এই কথা শুনিয়া অনাথপিণ্ড ভাবিলেন, এ দেবতা কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে বলিতেছে, নিজের দোষও স্বীকার করিতেছে। শাস্তা ইহার বিচার করিবেন এবং ইহার নিকট নিজের গুণেরও পরিচয় দিবেন। অতএব আমি ইহাকে সম্যক্‌সম্বুদ্ধের নিকট লইয়া যাইব।' অনন্তর তিনি বলিলেন, "দেবি। যদি ক্ষমা করিতে বল, তবে শাস্তার সমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।" দেবতা বলিলেন, "উত্তম কথা, তাহাই করিব, আমাকে শাস্তার নিকট লইয়া চলুন।" "বেশ, তাহাই হইবে।"

অতঃপর রাত্রি প্রভাত হইলে শ্রেষ্ঠী দেবতাকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার নিকট গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, তুমি দেখিতে পাইলে যে যতদিন পাপের পরিণাম উপস্থিত না হয়, ততদিন পাপিষ্ঠেরা পাপকে পুণ্য বলিয়া মনে করে, কিন্তু যখন পরিণতি জন্মে, তখন তাহাকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারে। সেইরূপ, যতদিন সৎক্রিয়ার পরিণাম দেখা না যায়, ততদিন সৎক্রিয়াশীল লোকে সৎক্রিয়াকেও পাপ বলিয়া মনে করে, কিন্তু পরিণাম দেখিতে পাইলে উহা পুণ্য বলিয়া জানে।"

* ইঁহারা সর্ব্বনিম্নস্থ দেবলোকের শাসনে নিযোজিত। ৭০ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

† জিন, জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ, এ অর্থে ইহা বুদ্ধাদি মহাপুরুষ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

‡ লেখন, রসিদ।

§ শাস্তি।

অনন্তর তিনি ধর্ম্মপদের এই দুইটী গাথা বলিলেন :—

যতদিন পাপের না পরিণতি হয়,
পুণ্যজ্ঞানে পাপ করে পাপী অতিশয়,
কিন্তু পাপ-পরিণাম দিলে দরশন,
বুঝে তারা কত পাপে ছিল নিমগন।

পুণ্যাত্মার মনে এই শঙ্কা অবিরত,
পুণ্যজ্ঞানে পাপ বুঝি করিতেছি কত ;
কিন্তু যবে পুণ্য ফল দেখা দেয় আসি,
নিঃসংশয় হন তাঁরা আনন্দেতে ভাসি।

এই উপদেশে উক্ত দেবতা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন এবং শাস্তার চক্রলাঞ্ছিত পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, "আমি বিপুপরতন্ত্র, পাপাসক্ত, মোহাচ্ছন্ন এবং অবিদ্যান্ধ, এই জন্য আপনার গুণ জানিতে পারি নাই, আপনার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠীকেও কুপরামর্শ দিয়াছিলাম। এখন আমায় ক্ষমা করুন।" তখন শাস্তা ও শ্রেষ্ঠী উভয়েই তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

অতঃপর অনাথপিণ্ডদ শাস্তার সমক্ষে নিজেই নিজের গুণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভগবন্, এই দেবতা আমাকে 'বুদ্ধের সেবা করিও না' বলিয়া কত বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই আমার মতি ফিরাইতে পারেন নাই; 'দান করিও না' বলিয়াছিলেন, তথাপি আমি দান হইতে বিরত হই নাই। ইহা কি আমার পক্ষে গুণের পরিচায়ক নহে?"

শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, তুমি স্রোতাপন্ন ও আর্য্য শ্রাবক; তোমার শ্রদ্ধা অচলা, তোমার জ্ঞান বিশুদ্ধ। অতএব এই অল্পশক্তিসম্পন্ন দেবতা যে তোমাকে বিপথে লইতে পারেন নাই ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, যখন জ্ঞান পরিপক্ব হয় নাই, সেই অতীত কালেও পণ্ডিতেরা যে শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অতীব বিস্ময়কর। তখন কামলোকেশ্বর মার * মধ্যাকাশে অবস্থিত হইয়া অশীতি হস্ত পরিমিত জ্বলদঙ্গারপূর্ণ অগ্নিকুণ্ড দেখাইয়া বলিয়াছিল, 'সাবধান, যদি দান কর, তবে এই অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।' কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা ভীত হন নাই।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক রাজপুত্রবৎ লালিত পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ষোল বৎসর মাত্র, তখনই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিপদে নিয়োজিত হইলেন এবং নগরে ছয়টী দানশালা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তন্মধ্যে চারিটী নগরের দ্বার-চতুষ্টয়ের নিকট, একটী নগরের মধ্যভাগে এবং একটী তাঁহার নিজ বাসভবনের পার্শ্বে নির্ম্মিত হইল। তিনি এই সকল স্থানে প্রচুর দান করিতেন এবং শীলসমূহের পালন ও যথাশাস্ত্র প্রাতিমোক্ষ † শ্রবণ করিয়া চলিতেন।

একদিন এক প্রত্যেক-বুদ্ধ সপ্তাহস্থায়ি-সমাধিভঙ্গের পর ভিক্ষাচর্য্যাবেলা সমাগত দেখিয়া ভাবিলেন, আজ বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠির গৃহে ভিক্ষা করা যাউক। তখন তিনি তাম্বুল-লতাখণ্ড

---

* মার বা বশবর্ত্তী মার বৌদ্ধ মতে সর্ব্ববিধ পাপপ্রবৃত্তির উত্তেজক। বৌদ্ধেরা তিন জন প্রধান দেবতার কথা বলেন—শক্র, মহাব্রহ্মা এবং মার। ইঁহাদের মধ্যে শক্র ও মার কামদেবলোকের অধিপতি। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত দান ধর্ম্মের ফলে এই উচ্চপদ লাভ করিয়াও মার মনুষ্যকে পাপ পথে লইতেই আনন্দ বোধ করে। ইহার তিন কন্যা—তৃষ্ণা, রতি ও অরতি অর্থাৎ ক্রোধ। ইহাদের অত্যাচারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিব্রত। সিদ্ধার্থ যখন বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তখন মার তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ভিক্ষুরা গ্রামে প্রবেশ করিলে মার গ্রামবাসীদিগের হৃদয় কঠোর করিয়া তুলে, তাহারা ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময়ে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষুদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ফলতঃ খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগের পক্ষে যেমন সয়তান, বৌদ্ধদিগের পক্ষে সেইরূপ মার। সংস্কৃত ভাষায় মদনদেবের নামান্তর 'মার'।

† প্রাতিমোক্ষ, বিনয়পিটকের অংশবিশেষ এবং ভিক্ষুদিগের অবশ্যপ্রতিপাল্য নিয়মসমষ্টি। ইহা বিহারে প্রতি উপোসথ দিনে পঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নিয়ম পাঠ করা হইলে ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহারা কেহ ইহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন কি না।

দ্বারা দন্তধাবন করিলেন, অনবতপ্তহ্রদে * মুখ প্রক্ষালন করিলেন, মনঃশিলাতলে দণ্ডায়মান হইলেন, কটিবন্ধ গ্রহণ করিলেন, চীবর পরিধান করিলেন এবং যোগবলে মৃন্ময়পাত্র আহরণ পূর্ব্বক, যখন বোধিসত্ত্বের প্রাতরাশের জন্য নানাবিধ উপাদেয় ও মুখরুচিকর খাদ্য আনীত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আকাশপথে তাঁহার দ্বারদেশে উপনীত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র বোধিসত্ত্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া পার্শ্বস্থ ভৃত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; ভৃত্য কহিল, "আমায় কি করিতে হইবে আদেশ করুন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আর্য্যের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া আইস।"

তন্মুহূর্ত্তেই পাপিষ্ঠ মার নিতান্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'এই প্রত্যেক-বুদ্ধ সপ্তাহকাল কিছুই ভক্ষণ করে নাই, আজ যদি অনাহারে থাকে তাহা হইলে নিশ্চিত মারা যাইবে। অতএব শ্রেষ্ঠী যাহাতে ইহাকে খাদ্য দিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া দুরাত্মা তখনই মায়াবলে বোধিসত্ত্বের গৃহে অশীতি হস্ত বিস্তৃত এক প্রকাণ্ড কূপ আবির্ভাবিত করিয়া উহা প্রজ্বলিত খদিরাঙ্গারে পূর্ণ করিয়া রাখিল। উহা হইতে এমন ভীষণ জ্বালার উৎপত্তি হইল যে বোধ হইল সেখানে অবীচির আবির্ভাব হইয়াছে। এই কূপ সমাপ্ত হইলে মার আকাশে বসিয়া রহিল।

এ দিকে যে ভৃত্য প্রত্যেক-বুদ্ধের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র আনিতে যাইতেছিল সে ঐ কূপ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল, এবং বোধিসত্ত্বের নিকট ফিরিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ফিরিলে কেন, বাপু?" সে কহিল, "প্রভু, পথে এক ভয়ঙ্কর জ্বলদঙ্গারপূর্ণ কূপের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার এমন ভীষণ জ্বালা যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।" তাহার পর অন্যান্য ভৃত্যেরাও যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া এত ভয় পাইল যে তাহারা ছুটিয়া পলায়ন করিল।

তখন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, "আজ কূটকর্ম্মা মার আমার দানের অন্তরায় হইয়াছে। কিন্তু দেখিতে হইবে, শত, সহস্র মারেও আমাকে কিরূপে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে। দেখিতে হইবে কাহার ক্ষমতা অধিক, আমার না মারের।" অনন্তর পার্শ্বে যে অন্নপাত্র ছিল তাহাই হাতে লইয়া তিনি নিজে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে উপনীত হইলেন, এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হে তুমি?" "আমি মার।" 'তুমিই কি এই প্রজ্বলিত অঙ্গারকুণ্ড প্রস্তুত করিয়াছ?" "হাঁ, আমিই করিয়াছি।" "কেন করিলে?" "তোমার দানে বাধা দিবার জন্য এবং এই প্রত্যেক-বুদ্ধের জীবননাশের জন্য।" "আমি তোমাকে দানে বাধা দিতে দিব না, এই প্রত্যেকবুদ্ধের জীবনও নাশ করিতে দিব না। আজ দেখিতে হইবে আমাদের মধ্যে কাহার প্রভাব অধিক, তোমার না আমার।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব কুণ্ডের ধারেই দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "ভগবন্ প্রত্যেক-বুদ্ধ, এই কুণ্ডের মধ্যে অধঃশিরে পড়িতে হয় তাহাও স্বীকার্য্য, তথাপি আমি ফিরিয়া যাইব না। আমার কেবল এই প্রার্থনা আপনার জন্য যে ভোজ্য আনিয়াছি তাহা গ্রহণ করুন।"

অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :—

ঊর্দ্ধপাদে অধঃশিরে নরকে পতন—
সেও ভাল, মন যেন তবু নাহি ধায়
কখন(ও) অনার্য্যপথে, ত্যজি দানব্রত।
অতএব দয়া করি লও প্রভু, তুমি
এই ভক্ষ্য ভোজ্য, যাহা এনেছি যতনে।
হউক সার্থক আজি দাসের জীবন।

* অনবতপ্তহ্রদ—হিমালয়স্থ হ্রদ বিশেষ, ইহার জলের বিচিত্র শক্তি সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক উল্লেখ দেখা যায়। 'হ্রদ' শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'দহ' হইয়াছে।

এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব অন্নভাণ্ডহস্তে অকুতোভয়ে সেই অঙ্গারের উপর পাদ-বিক্ষেপ করিলেন; অমনি অশীতিহস্ত পরিমিত কুণ্ডের তল হইতে এক অপূর্ব্ব মহাপদ্ম উত্থিত হইল। উহার রেণুরাশি তাঁহার মস্তকোপরি প্রক্ষিপ্ত হইয়া সুবর্ণচূর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; তিনি (সেই প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর) দাঁড়াইয়া প্রত্যেক-বুদ্ধের ভাণ্ডে ভোজ্য ঢালিয়া দিলেন।

প্রত্যেক-বুদ্ধ অন্ন গ্রহণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে ধন্যবাদ দিলেন এবং ভাণ্ডটী আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে স্বয়ং আকাশমার্গে হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার গমন-পথটী নানা আকারযুক্ত মেঘপঙ্ক্তিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

মারও পরাস্ত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে স্বস্থানে চলিয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্ব সেই পদ্মোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া সমবেত জনসমূহকে শীলাদি ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন এবং শেষে সকলকে সঙ্গে লইয়া বাসগৃহে প্রতিগমন করিলেন। অতঃপর তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তির জন্য লোকান্তর প্রস্থান করেন।

[কথাবসানে শাস্তা বলিলেন, "তবেই দেখিতেছ তোমার মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে দেবতার কথায় কর্ণপাত করে নাই, ইহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতীত যুগের জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক পুরুষদিগের কার্য্য ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর।"

সমবধান—ঐ প্রত্যেক-বুদ্ধ দেহত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, কাজেই তাঁহার আর জন্ম হয় নাই। তখন আমি ছিলাম বারাণসীর সেই শ্রেষ্ঠী।]

৪১—লোশক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে লোশক তিষ্য নামক জনৈক স্থবির সম্বন্ধে এই কথা বলেন।

লোশক তিষ্য কোশলদেশস্থ কোন কৈবর্ত্তের কুলক্ষয়কর পুত্র। তিনি এমনই দুরদৃষ্ট ছিলেন যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণের পরেও তাঁহার ভাগ্যে ভিক্ষা মিলিত না। তিনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে হাজার কৈবর্ত্তের বাস ছিল, তাহারা প্রতিদিন জাল লইয়া সরিত্তড়াগাদিতে মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; ও যে দিন লোশক জননী-জঠরে প্রবেশ করেন, সে দিন কাহারও ভাগ্যে চুণাপুঁটিটা পর্য্যন্ত জালে পড়ে নাই। তদবধি তাহাদের মুহুর্ম্মুহুঃ বিপদ্ ঘটিতে লাগিল; লোশক ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই গ্রামখানি সাত বার অগ্নিদগ্ধ হইল, সাত বার রাজার কোপে পড়িয়া দণ্ড ভোগ করিল। কাজেই অধিবাসীদিগের দুর্দ্দশার আর সীমা পরিসীমা রহিল না। তাহারা ভাবিতে লাগিল, "পূর্ব্বে ত আমরা বেশ ছিলাম; এখন আমাদের এরূপ দুর্গতি হইল কেন? নিশ্চিত আমাদের মধ্যে কোন কালকর্ণী প্রবেশ করিয়াছে। এস, আমরা দুই দলে ভাগ হইয়া দেখি, কোন্ দলে সে অধিষ্ঠান করে।" ইহা স্থির করিয়া তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইল; প্রত্যেক দলে রহিল পঞ্চশত কৈবর্ত্ত-পরিবার। অতঃপর যে দলে লোশকের জনক ও গর্ভধারিণী থাকিল, তাহাদেরই বিপত্তি ঘটিল। তখন সেই দুর্দ্দশাপন্ন পাঁচ শ ঘর আবার দুই দলে বিভক্ত হইল। এইরূপে ক্রমে ভাগ করিতে করিতে তাহারা অবশেষে লোশকের জনক ও গর্ভধারিণীকে অপর সকল পরিবার হইতে পৃথক্ করিল এবং বুঝিতে পারিল তাহাদেরই ঘরে কালকর্ণীর আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব তাহারা ঐ কৈবর্ত্তদম্পতীকে প্রহার করিয়া দূর করিয়া দিল।

লোশকের গর্ভধারিণী অতিকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিল এবং যথাকালে লোশককে প্রসব করিল। যাঁহারা কর্ম্মহেতু-ভোগার্থ চরম জন্ম লাভ করেন, তাঁহাদের অস্বাভাবিক উপায়ে প্রাণনাশ অসম্ভব, কারণ কলসীর গর্ভে প্রদীপ রাখিলে যেমন উহা বাহির হইতে লক্ষ্য না হইলেও ভিতরে দীপ্তিমান্ থাকে, তাঁহাদের মনেও সেইরূপ অর্হত্বলাভের বাসনা বলবতী থাকে, কিন্তু কেহ তাহা বাহির হইতে উপলব্ধি করিতে পারে না। লোশকের জননী পুত্রের লালনপালন করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি যখন বড় হইয়া ছুটাছুটি করিতে শিখিলেন, তখন একদিন তাঁহার হাতে একখানা খাপরা দিয়া "ঐ বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যা" বলিয়া তাঁহাকে এক গৃহস্থের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল, এবং নিজে সেই অবসরে পলাইয়া গেল। এইরূপে লোশক সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িলেন; তিনি উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া ক্ষুধা শান্তি করিতেন, যখন যেখানে পারিতেন নিদ্রা যাইতেন; তাঁহার স্নান ছিল না, শরীর মলে আচ্ছন্ন থাকিত। ফলতঃ তিনি পাংশুপিশাচের * ন্যায় অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেন। লোকে

---

* পুরীবাসী প্রেত। ইহাদের জঠর গুহার ন্যায় বৃহৎ, অথচ মুখবিবর সূচীবৎ সঙ্কীর্ণ; কাজেই ইহাদের কখনও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না।

হাঁড়ি ধুইয়া গৃহের বাহিরে জল ফেলিত; উহার সঙ্গে যে দুই একটা ভাত থাকিত, তাহাই তিনি কাকের ন্যায় একটী একটী করিয়া খুঁটিয়া খাইতেন।

এইরূপে ক্রমে লোশকের সাত বৎসর বয়স হইল। একদিন ধর্ম্ম-সেনাপতি সারীপুত্র শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যায় বিচরণ করিবার সময় তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, 'অহো, এই হতভাগ্যের বাড়ী কোথায়?' এবং করুণাপরবশ হইয়া বলিলেন, "এস বৎস, আমার নিকট এস।" লোশক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ধর্ম্ম সেনাপতি জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার মাতা পিতা কে, বাড়ী কোথায়?" "মহাশয়, আমি নিতান্ত অসহায়। মা বাপ আমাকে লইয়া জ্বালাতন হইয়াছিলেন; তাঁহারা আমায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" "তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে চাও?" "চাইব না কেন? কিন্তু আমার মত হতভাগ্যকে কে প্রব্রজ্যা দিবে?" "আমি দিব।" "তবে দয়া করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা দান করুন।" তখন সারীপুত্র লোশককে খাওয়াইলেন, সঙ্গে করিয়া বিহারে ফিরিলেন, স্বহস্তে স্নান করাইয়া দিলেন এবং প্রথমে প্রব্রজ্যা, পরে যথাকালে উপসম্পদা দান করিলেন।

বৃদ্ধবয়সে এই বালক "স্থবির লোশক তিষ্য" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অদৃষ্টের এমনই দোষ ছিল যে, তিনি কখনও পর্য্যাপ্ত ভিক্ষা পাইতেন না। যেস্থানে প্রভূত দানের ঘটা হইত, সেখানেও তাঁহার পেট পুরিয়া আহার জুটিত না; যাহা নহিলে দেহরক্ষা অসম্ভব, তিনি কেবল তাহাই পাইতেন। তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে এক হাতা খাদ্য দিলেই বোধ হইত যেন উহা পূর্ণ হইয়াছে; কাজেই উহাতে আর ধরিবে না বলিয়া লোকে অবশিষ্ট খাদ্য তাঁহার পার্শ্বস্থ অপর ভিক্ষুকে দান করিত। এরূপও শুনা যায়, তাঁহাকে খাদ্য দিবার সময় পরিবেষণকারীর পাত্র হইতে সহসা অবশিষ্ট খাদ্য অন্তর্হিত হইত। লুচি, কচুরি প্রভৃতি চর্ব্ব্য খাদ্য বণ্টন করিবার সময়ও ঠিক এইরূপ ঘটিত। লোশক বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ক্রমশঃ তত্ত্বদর্শী হইলেন অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন, কিন্তু ভিক্ষা-প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার অদৃষ্ট-দোষ খণ্ডিল না।

অবশেষে লোশকের কালপূর্ণ হইল, যে কর্ম্মফলে তিনি এত কাল জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার পর্য্যবসান হইল, তাঁহার পরিনির্ব্বাণের সময় সমাগত হইল। ধর্ম্ম-সেনাপতি ধ্যানযোগে বুঝিতে পারিলেন, লোশক সেই দিনই নির্ব্বাণ লাভ করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, 'আজ ইঁহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করাইতে হইবে।' তিনি লোশককে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার্থ শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করিলেন। স্বয়ং সারীপুত্র ভিক্ষাপাত্রহস্তে সেই বহুজনাকীর্ণ নগরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু লোশক সঙ্গে ছিলেন বলিয়া সে দিন ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, কেহ তাঁহার অভিবাদন পর্য্যন্ত করিল না। তখন সারীপুত্র লোশককে বলিলেন, "আপনি বিহারে প্রতিগমন পূর্ব্বক আসনশালায় * অবস্থিতি করুন, আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিব।" লোশক বিহারে ফিরিয়া গেলেন, সারীপুত্র আবার ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন, এবং যাহা পাইলেন তাহা "লোশককে দিও" বলিয়া বিহারে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যাহারা ঐ খাদ্য লইয়া গেল, তাহারা লোশকের কথা ভুলিয়া গেল এবং নিজেরাই সমস্ত খাইয়া ফেলিল।

এদিকে সারীপুত্র বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক লোশকের নিকট গমন করিলেন। লোশক তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে সারীপুত্র জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার জন্য যে ভোজ্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছেন কি?" লোশক বলিলেন, "যথাসময়ে পাইব বৈ কি।" ইহা শুনিয়া সারীপুত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন এবং বেলা কত হইয়াছে তাহা দেখিতে লাগিলেন। তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছিল; সারীপুত্র লোশককে আসনশালাতেই অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিয়া কোশলরাজের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা পরিচারকদিগকে তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইতে আদেশ দিলেন এবং মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়াছে, সুতরাং অন্ন আহার করিবার সময় নাই দেখিয়া উহা মধু, ঘৃত, নবনীত ও শর্করা দ্বারা পূর্ণ করাইয়া দিলেন। † সারীপুত্র তাহা লইয়া আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন এবং "আসুন মহাশয়, এই চতুর্ম্মধুর ‡ ভোজন করুন" বলিয়া লোশকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ভক্তিভাজন সারীপুত্র তাঁহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া ভোজ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এই চিন্তায় লোশকের বড় লজ্জা হইল, তিনি খাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সারীপুত্র বলিলেন, "আসুন, বিলম্ব করিবেন না, আমাকে এই পাত্র হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে; আপনি উপবেশন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হউন, আমার হাত ছাড়া হইলে পাত্রস্থ ভোজ্য অদৃশ্য হইবে।"

---

* অর্থাৎ ভিক্ষুদিগের উপবেশন করিবার ঘর।

† মধ্যাহ্নের পর বৌদ্ধভিক্ষুদিগের পক্ষে অন্ন বা তৎসদৃশ সজল খাদ্য নিষিদ্ধ। পূর্ব্বকালে ভিক্ষুগণ ভূতলে লম্বভাবে দণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহার ছায়া দর্শনে সময় নিরূপণ করিতেন।

‡ মধু, ঘৃত, নবনীত এবং শর্করা এই চারি দ্রব্যকে চতুর্ম্মধুর বলে। ইহার সহিত "পঞ্চামৃত" শব্দটির তুলনা করা যাইতে পারে।

তখন মহাত্মা ধর্ম্ম-সেনাপতি পাত্র হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, স্থবির তিষ্য তাহা হইতে আহার আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্ম-সেনাপতির পুণ্যবলে সে দিন পাত্রস্থ ভোজ্য অদৃশ্য হইতে পারিল না, স্থবির তিষ্য জন্মের মধ্যে একবার তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিলেন। অনন্তর সেই দিনই তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। সম্যক্‌সম্বুদ্ধ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন, এবং ভিক্ষুগণ তাঁহার চিতাভস্ম সংগ্রহ পূর্ব্বক তদুপরি এক চৈত্য নির্ম্মাণ করিলেন।

তদনন্তর ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ, লোশকের ন্যায় হতভাগ্য দ্বিতীয় দেখা যায় না। তিনি একদিনও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভিক্ষা লাভ করেন নাই। কিন্তু এত মন্দভাগ্য হইয়াও তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয়।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুদিগের কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "লোশক নিজ কর্ম্মফলেই পর্য্যাপ্ত ভিক্ষা লাভ করেন নাই, আবার নিজ কর্ম্মফলেই অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতীত জন্মে তিনি অন্যের প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিলেন, সেই পাপে তিনি এ জন্মে এত অল্প পাইয়াছেন, কিন্তু অতীত জন্মে তিনি সংসার দুঃখময় এবং অনিত্য, কোন পদার্থের স্থায়িভাব নাই ইত্যাদি তত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন, এই পুণ্যবলে এ জন্মের অবসানে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের * সময়ে কোন গ্রামে এক শীলবান্, ধর্ম্মপরায়ণ ও সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী স্থবির বাস করিতেন। ঐ গ্রামের ভূস্বামী তাঁহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন অন্যত্র একজন অর্হন্ ছিলেন; তিনি সঙ্ঘস্থ সমস্ত ভিক্ষুর সহিত সমভাবে বাস করিতেন, 'আমি প্রধান' কখনও এরূপ ভাবিতেন না। একদিন এই মহাত্মা উল্লিখিত ধর্ম্মনিষ্ঠ ভূস্বামীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তিনি ঐ গ্রামে পদার্পণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়াই ভূস্বামী এত মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে সসম্মানে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং আহারগ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন। অনন্তর তাঁহার মুখে কিয়ৎক্ষণমাত্র ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া ভূস্বামী বলিলেন, "প্রভু, দয়া করিয়া অদূরে আমাদের যে বিহার আছে সেখানে গিয়া বিশ্রাম করুন; আমি অপরাহ্ণে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" অর্হন্ তাহাই করিলেন এবং বিহারবাসী স্থবিরকে অভিবাদন পূর্ব্বক অতি শিষ্টভাবে আসন গ্রহণ করিলেন। স্থবিরও পরমসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং আহার হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসিলেন। অর্হন্ বলিলেন, "হাঁ, আহার হইয়াছে।" "কোথায় আহার করিলেন?" "এই গ্রামেই, ভূস্বামীর গৃহে।" অনন্তর আগন্তুক কোথায় অবস্থিতি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন; নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র ও চীবর ত্যাগ করিলেন এবং আসনগ্রহণান্তে ধ্যানমগ্ন হইয়া অন্তর্দৃষ্টি ও চতুর্মার্গ-ফলপ্রাপ্তিজনিত আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

বেলাবসানে ভূস্বামী ভৃত্যগণসহ গন্ধ, মাল্য ও সতৈল প্রদীপ লইয়া বিহারে উপনীত হইলেন এবং বিহারবাসী স্থবিরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এখানে এক অর্হনের অতিথি হইবার কথা ছিল; তিনি আসিয়াছেন কি?" স্থবির বলিলেন, "হাঁ, তিনি

---

* ইনি গৌতমের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধ। "বুদ্ধ" বলিলে অসীম ও অমোঘজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝায়। তিনি সংসারার্ণবের কাণ্ডারী এবং নির্ব্বাণদাতা। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে কোটিকল্পকাল জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া শীলাদি রক্ষাপূর্ব্বক চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। শেষে বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইয়া তিনি ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন করেন, জনসাধারণে তাঁহার শাসনানুসারে পরিচালিত হয়। মৃত্যুর পর বুদ্ধের আর অস্তিত্ব থাকে না; তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন; কালসহকারে লোকে তাঁহার শাসনও ভুলিয়া যায়। তখন আবার নূতন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। এইরূপে যুগে যুগে বহু বুদ্ধের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে এবং হইবে। বৌদ্ধ মতে গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী চব্বিশ জন বুদ্ধের নাম এই:—দীপঙ্কর, কৌণ্ডিন্য, মঙ্গল, সুমনা, রেবত, শোভিত, অনবদর্শী, পদ্ম, নারদ, পদ্মোত্তর, সুমেধা, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্ম্মদর্শী, সিদ্ধার্থ, তিষ্য, পুষ্য, বিপশ্যী (বিদর্শী), শিখী বিশ্বভু, ক্রকুচ্ছন্দ, কোণাগমন ও কাশ্যপ। অতঃপর যে বুদ্ধের আবির্ভাব হইবে, তাঁহার নাম মৈত্রেয়।

আসিয়াছেন।” “তিনি কোথায়?” “অমুক প্রকোষ্ঠে।” তাহা শুনিয়া ভূস্বামী অর্হনের নিকট গেলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং ধর্ম্মকথা শুনিলেন। শেষে সন্ধ্যার পর যখন ঠাণ্ডা হইল, তখন তিনি চৈত্যে ও বোধিদ্রুমে পূজা দিলেন, প্রদীপ জ্বালিলেন এবং অর্হন্ ও স্থবির উভয়কেই পরদিন ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

বিহারবাসী স্থবির ভাবিলেন, “ভূস্বামী দেখিতেছি আমার হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইয়াছেন। যদি এই অর্হন্ এখানে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে আমার কোন প্রতিপত্তি থাকিবে না।” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে বড় অসন্তুষ্ট হইলেন এবং যাহাতে আগন্তুক ঐ বিহারে চিরদিন বাস করিবার সঙ্কল্প না করেন, তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। উপস্থান-সময়ে অর্হন্ যখন তাঁহাকে আসিয়া অভিবাদন করিলেন, তখন স্থবির তাঁহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না। আগন্তুক তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, “এই স্থবির বুঝিতে পারিতেছেন না যে ভূস্বামীর নিকট বা ভিক্ষুসঙ্ঘে ইঁহার যে প্রতিপত্তি আছে, আমি কখনই তাহার অন্তরায় হইব না।” অনন্তর তিনি প্রকোষ্ঠে প্রতিগমন পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইয়া অন্তর্দৃষ্টি ও চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রাপ্তি জনিত সুখসুধা পান করিতে লাগিলেন।

প্রভাত হইলে বিহারবাসী স্থবির আস্তে আস্তে কাঁসরে ঘা দিয়া এবং নখপৃষ্ঠ দ্বারা দ্বারে আঘাত করিয়া একাকী ভূস্বামী-গৃহে চলিয়া গেলেন। * ভূস্বামী তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষা-পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, “আগন্তুক কোথায়?” স্থবির বলিলেন, “আমি আপনার বন্ধুর কোন সংবাদ রাখি না। আমি কাঁসর বাজাইলাম, দরজার ঘা দিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে জাগাইতে পারিলাম না। বোধ হইতেছে কল্য তিনি এখানে যে সমস্ত চর্ব্ব্যচূষ্য উদরস্থ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও জীর্ণ করিতে পারেন নাই; কাজেই এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রাক্রান্ত রহিয়াছেন। এরূপ লোকের প্রীতিসাধন করিতে পারিলেই, দেখিতেছি, আপনি নিজেও প্রীতিলাভ করেন।”

এদিকে সেই অর্হন্ ভিক্ষাচর্য্যাকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া স্নানান্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন এবং ভিক্ষাপাত্র ও চীবরসহ আকাশপথে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ভূস্বামী বিহারবাসী স্থবিরকে ঘৃত, মধু, শর্করা ও ঘৃতমিশ্রিত পরমান্ন ভোজন করাইলেন এবং সুগন্ধি চূর্ণ দ্বারা তাঁহার পাত্র পরিষ্কার পূর্ব্বক পুনর্বার উহা পায়স পূর্ণ করিয়া বলিলেন, “মহাশয়, বোধ হয় অর্হন্ পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আপনি তাঁহার জন্য এই পায়স লইয়া যান।” স্থবির কোন আপত্তি না করিয়া উহা হাতে লইলেন এবং চলিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, “এই অর্হন্ যদি একবার এরূপ পরমান্নের আস্বাদ পান, তাহা হইলে গলাধাক্কা বা লাথি ঝাঁটা খাইলেও এস্থান পরিত্যাগ করিবেন না। কিন্তু কি করিয়াই বা ইঁহাকে তাড়াইতে পারা যায়? এই পায়স যদি অপর কাহাকেও খাইতে দি, তাহা হইলে কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, জলে ঢালিয়া ফেলিলে উপরে ঘি ভাসিয়া উঠিবে, ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে দেশসুদ্ধ কাক আসিয়া জুটিবে।” মনে মনে এইরূপ তোলপাড় করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি এক দগ্ধক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি উহার এক প্রান্তে অঙ্গার রাশীকৃত করিয়া তন্মধ্যে ঐ পায়স ঢালিয়া দিলেন এবং তদুপরি আরও অঙ্গার চাপা দিয়া বিহারে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে অর্হন্‌কে দেখিতে না পাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন ঐ মহাত্মা তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিয়াই আপনা হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

---

* বিহারস্থ ভিক্ষুদিগকে যথাসময়ে প্রবুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কাঁসর বাজাইবার ও দ্বারে আঘাত করিবার ব্যবস্থা ছিল। আশ্রমবাসী স্থবিরের ইচ্ছা নয় যে, অর্হন্ জাগরিত হন, অথচ বিহারের নিয়ম পালন না করিলেও চলে না। এই জন্য তিনি যথাসম্ভব নিঃশব্দে কাঁসর বাজাইয়া ও দ্বারে আঘাত করিয়া দুই দিক্ই রক্ষা করিলেন।

তখন, "হায়, উদরের জন্য কি পাপ করিলাম!" বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ অনুতাপ জন্মিল যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রেতবৎ অস্থিচর্ম্মসার হইলেন এবং মৃত্যুর পর নিরয়গমনপূর্ব্বক শতসহস্র বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। অনন্তর সেই পরিপক্ক পাপফলে তিনি পঞ্চশতবার উপর্য্যুপরি যক্ষযোনি লাভ করিলেন। ঐ সকল জন্মে তিনি কেবল এক এক বার উদর পূর্ণ করিয়া গর্ভমল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, জীবনের অবশিষ্ট কালে কোন দিনই তাঁহার ভাগ্যে পর্য্যাপ্ত আহার জুটে নাই। ইহার পর তাঁহাকে আবার পঞ্চ-শতবার কুক্কুররূপে জন্মিতে হইয়াছিল। কুক্কুর জন্মেও তিনি একদিন মাত্র বমিত অন্নে উদরপূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুক্কুরলীলাবসানে তিনি পুনর্ব্বার নরত্ব লাভ করিয়া কাশীরাজ্যে এক ভিক্ষুকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'মিত্রবিন্দক' এই নামে অভিহিত হন। মিত্রবিন্দকের অদৃষ্টদোষে সেই দুর্গত পরিবারের দুর্গতি শতগুণে বর্দ্ধিত হয়; কাজেই দেহধারণের জন্য তাঁহার ভাগ্যে কাঞ্জিক ভিন্ন আর কিছু জুটিত না; তাহাও এত অল্প পরিমাণে পাওয়া যাইত, যে কোন দিনই উদরস্থ খাদ্য নাভির উপরে উঠিত না। তাঁহার মাতা পিতা আর ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া এক দিন তাঁহাকে "দূর হ, কালকর্ণী" বলিয়া প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসী নগরের একজন দেশবিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন; পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট শিল্প শিক্ষা করিত। বারাণসী-বাসীদিগের মধ্যে প্রথা ছিল যে তাঁহারা দরিদ্র বালকদিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিতেন। পিতৃপরিত্যক্ত মিত্রবিন্দক যখন ঘুরিতে ঘুরিতে বারাণসীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি এই প্রথার মাহাত্ম্যে বোধিসত্ত্বের পুণ্যশিষ্যরূপে * বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু মিত্রবিন্দকের প্রকৃতি অতি পরুষ ও দুর্দ্দান্ত ছিল, তিনি সর্ব্বদা সহাধ্যায়ীদিগের সহিত মারামারি করিতেন, দণ্ডভর্ৎসনায় ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এরূপ ছাত্র থাকায় বোধিসত্ত্বের পাঠশালার নিন্দা হইল, তাঁহার আয়ও কমিল। এ দিকে মিত্র-বিন্দক বালকদিগের সহিত বিবাদ করিয়া এবং গুরূপদেশ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া শেষে একদিন পলায়ন করিলেন এবং নানাস্থানে বিচরণ করিতে করিতে এক প্রত্যন্ত গ্রামে † উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি মজুর খাটিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন এবং এক অতি দরিদ্রা নারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহার গর্ভে তাঁহার দুইটী সন্তান জন্মিল।

অতঃপর গ্রামবাসীরা সুশাসন কাহাকে বলে, ‡ দুঃশাসন কাহাকে বলে, ইহা ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত মিত্রবিন্দককে শিক্ষক নিযুক্ত করিল। তাহারা তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বেতনের ব্যবস্থা করিল এবং বাসের জন্য গ্রামদ্বারে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিল। কিন্তু মিত্রবিন্দক সেখানে বাস করিতেছেন, এই একমাত্র কারণে গ্রামবাসীরা অচিরে রাজার কোপভাজন হইল এবং একবার নয়, দুইবার নয়, সাতবার দণ্ডভোগ করিল। তাহাদের গৃহগুলিও সাতবার ভস্মীভূত হইল এবং জলাশয়গুলি সাতবার শুকাইয়া গেল।

তখন তাহারা চিন্তা করিতে লাগিল, "মিত্রবিন্দকের আগমনের পূর্ব্বে ত আমরা বেশ সুখে ছিলাম, কিন্তু তিনি আসিয়াছেন অবধি আমাদের নিত্য নূতন বিপদ্ ঘটিতেছে।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা মিত্রবিন্দককে লগুড়প্রহারে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিল। মিত্রবিন্দক সপরিবারে বিচরণ করিতে করিতে এক রাক্ষসসেবিত বনে উপনীত হইলেন।

* ইংরাজীতে যাহাকে charity scholar বলা যায়। এরূপ ছাত্রের ব্যয়ভার তাহার আত্মীয় স্বজন বহন করে না, দান ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হয়। মিত্রবিন্দকের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনাথাশ্রম অবিদিত ছিল না।

† রাজ্যের সীমাসন্নিহিত গ্রাম (frontier village)।

‡ শাসন অর্থাৎ ধর্ম্ম।

সেখানে রাক্ষসেরা তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়কে মারিয়া খাইল, তিনি নিজে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ-রক্ষা করিলেন এবং বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সাগরতীরবর্ত্তী গম্ভীরা নামক পট্টনে উপনীত হইলেন। সে দিন ঐ পট্টন হইতে একখানি অর্ণবপোত ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। মিত্র-বিন্দক উহার একজন কর্ম্মচারী হইয়া পোতে আরোহণ করিলেন। পোতখানি পট্টন ছাড়িবার পর সপ্তাহকাল বেশ চলিল; কিন্তু তাহার পর সাগরবক্ষে এমন নিশ্চল হইয়া রহিল যে, বোধ হইল যেন উহা কোন মগ্ন শৈলে সংলগ্ন হইয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে। কোন কালকর্ণীর অদৃষ্ট দোষে এরূপ দুর্দ্দৈব সংঘটন হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া, পোতারোহিগণ সেই কালকর্ণী কে, তাহা জানিবার জন্য গুটিকাপাত * করিল। এই গুটিকাপাতে সাতবারই মিত্রবিন্দকের নাম উঠিল। তখন তাহারা একখানি বাঁশের ভেলার সহিত মিত্রবিন্দককে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল, পর মুহূর্ত্তেই পোতখানি নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল।

মিত্রবিন্দক অতিকষ্টে ভেলায় চড়িয়া বসিলেন এবং তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময় শীলাদি পালন করিয়া তিনি যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এখন তাহারই প্রভাবে তিনি সমুদ্রবক্ষে এক স্ফটিক-বিমানে † চারি জন দেবকন্যা দেখিতে পাইয়া তাহাদের সহিত এক সপ্তাহ সুখে বাস করিলেন। বিমানবাসী প্রেতেরা পর্য্যায়ক্রমে সপ্তাহ কাল সুখ ও সপ্তাহ কাল দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কাজেই সপ্তাহান্তে তাহাদিগকে দুঃখ ভোগার্থ অন্যত্র গমন করিতে হইল। তাহারা মিত্রবিন্দককে বলিয়া গেল, "আমরা প্রতিগমন না করা পর্য্যন্ত তুমি এইখানে অবস্থিতি কর।" কিন্তু তাহারা প্রস্থান করিবামাত্রই মিত্রবিন্দক ভেলায় চড়িয়া এক রজত বিমানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে আটজন দেবকন্যা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেখান হইতেও যাত্রা করিয়া তিনি অগ্রে মণিময় বিমানে ষোল-জন এবং পরে কাঞ্চনময় বিমানে চব্বিশ জন দেবকন্যা নয়নগোচর করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভেলা চালাইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে দ্বীপপুঞ্জমধ্যস্থ এক যক্ষপুরীতে উপনীত হইলেন। সেখানে এক যক্ষিণী ছাগীর দেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছিল। মিত্রবিন্দক তাহাকে যক্ষিণী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না, ছাগী ভাবিয়া মাংসলোভে মারিবার আশায় তাহার পা ধরিয়া ফেলিলেন। সে যক্ষিণী-সুলভ প্রভাববলে তাঁহাকে এমন বেগে উৎক্ষেপণ করিল যে, তিনি আকাশমার্গে সমুদ্র পার হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বারাণসী নগরের কণ্টকসমাকীর্ণ এক পরিখাপৃষ্ঠের উপর গিয়া পড়িলেন এবং সেখান হইতে গড়াইতে গড়াইতে ভূতলে গিয়া থামিলেন।

ঐ পরিখার নিকট রাজার ছাগল চরিত। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন তস্করেরা সুবিধা পাইলেই উহাদিগের দুই একটী অপহরণ করিত। কাজেই ছাগপালকেরা চোর ধরিবার নিমিত্ত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিত।

মিত্রবিন্দক দাঁড়াইয়া ঐ সমস্ত ছাগ দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন 'সমুদ্র-গর্ভস্থ দ্বীপে একটা ছাগের পা ধরিয়াছিলাম বলিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি; হয় ত ইহাদের একটার পা ধরিলে পুনর্ব্বার নিক্ষিপ্ত হইয়া সেই বিমানবাসিনী দেবকন্যাদিগের নিকট গিয়া পড়িব।' এই চিন্তা করিয়া তিনি কালবিলম্ব-ব্যতিরেকে একটা ছাগের পা ধরিলেন; ছাগটা ভ্যা ভ্যা করিয়া উঠিল; অমনি চারিদিক্ হইতে ছাগপালকেরা ছুটিয়া আসিল এবং "ব্যাটা, এতকাল চুরি করিয়া রাজার ছাগল খাইয়াছ" বলিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল ও মারিতে মারিতে রাজার নিকট লইয়া চলিল।

---

* ঠিক গুটিকাপাত নহে, ইহা এক প্রকার কাষ্ঠশলাকা দ্বারা সম্পাদিত হইত।

† বিমান বলিলে দেবরথ এবং সপ্তভূমিক দেবনিকেতন, উভয়ই বুঝায়। ইহা স্বয়ংগতি। রাবণের বিমান পুষ্পকনামে প্রসিদ্ধ। এখানে যে দেবকন্যাদিগের উল্লেখ দেখা যায়, তাহারা প্রেতভাবাপন্ন মায়াবিনী বিশেষ।

এমন সময় বোধিসত্ত্ব পঞ্চশত ব্রাহ্মণশিষ্যপরিবৃত হইয়া স্নানার্থ নগরের বাহির হইতেছিলেন। তিনি দেখিবামাত্রই মিত্রবিন্দককে চিনিতে পারিলেন এবং ছাগপালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে বাপু সকল, এ ব্যক্তি যে আমার শিষ্য; তোমরা ইহাকে ধরিয়াছ কেন?" তাহারা বলিল "ঠাকুর, এ ব্যাটা চোর, একটা ছাগলের পা ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় ধরা পড়িয়াছে।" "আচ্ছা, ইহাকে আমায় দাও না কেন? এ আমার দাস হইয়া থাকিবে।" "বেশ কথা, তাহাতে আপত্তি কি?" বলিয়া, তাহারা মিত্রবিন্দককে বোধিসত্ত্বের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তখন বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিত্রবিন্দক, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?" মিত্রবিন্দক তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হিতৈষীদিগের উপদেশ না শুনিয়াই এ হতভাগ্যের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

হিতকাম সুহৃদের মধুর বচন
তুচ্ছ করি উড়াইয়া দেয় যেইজন,
নিশ্চয় সে মূঢ় হয় লাঞ্ছনা-ভাজন,
অজপদ ধরি, দেখ, মিত্রক যেমন।"

অতঃপর অধ্যাপক ও মিত্রবিন্দক উভয়েই স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিলেন।

[সমবধান—তখন স্থবির তিষ্য ছিলেন মিত্রবিন্দক ও আমি ছিলাম সেই লোকবিখ্যাত অধ্যাপক।]

☞ মিত্রবিন্দকের ভ্রমণবৃত্তান্তের সহিত হোমার-বর্ণিত ওডিসিয়ুসের এবং আরবদেশীয় নৈশ উপাখ্যানাবলী বর্ণিত সিন্দবাদের আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মিত্রবিন্দকের কথাই উল্লিখিত আখ্যায়িকাদ্বয়ের বীজস্বরূপ, তৎপরিদৃষ্ট দেবকন্যাগণ হোমার বর্ণিত সার্সি, সাইরেণ, ক্যালিপ্সো প্রভৃতি মায়াবিনীদিগের আদিপ্রকৃতি। সিন্দবাদ যেরূপে বহুবার সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং এক একবার এক এক রূপ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন মিত্রবিন্দকের সম্বন্ধেও সেইরূপ বর্ণনা দেখা যায় (৮২, ১০৪, ৩৬৯ ও ৪৩৯ সংখ্যক জাতক দ্রষ্টব্য)।

৪২—কপোত জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক লোভী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা একদিন শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভগবন্, এই ভিক্ষু বড় লোভী।" শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন হে, এ কথা সত্য না কি?" সে বলিল, "হাঁ প্রভু।" "তুমি অতীতকালেও লোভহেতু প্রাণ হারাইয়াছিলে এবং তোমার দোষে যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারাও স্বকীয় আবাস স্থান হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পারাবতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন বারাণসীবাসীরা পুণ্যকামনায় পক্ষীদিগের সুবিধা ও আশ্রয়ের জন্য স্থানে স্থানে খড় দিয়া ঝুড়ি প্রস্তুত করিয়া ঝুলাইয়া রাখিত। বারাণসীর প্রধান শ্রেষ্ঠীর পাচকও রন্ধনশালায় এইরূপ একটী ঝুড়ি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব সেই ঝুড়িতে বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে আহারান্বেষণে চলিয়া যাইতেন এবং সায়ংকালে ফিরিয়া আসিয়া ঝুড়ির ভিতর শুইয়া থাকিতেন।

একদিন এক কাক ঐ রন্ধনশালার উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার সময় অম্লযুক্ত ও নিরম্ল মৎস্যমাংসের গন্ধ পাইয়া উহা খাইবার জন্য লোলুপ হইল এবং কিরূপে অভিলাষ পূরণ করিবে ইহা চিন্তা করিতে করিতে অদূরে বসিয়া রহিল। অনন্তর সন্ধ্যার সময় বোধিসত্ত্বকে বন্ধন-

শালায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে স্থির করিল, এই পারাবতকে অবলম্বন করিয়াই কার্য্যসিদ্ধি করিতে হইবে।

পরদিন কাক প্রাতঃকালেই সেই রন্ধনশালার নিকট উপস্থিত হইল এবং বোধিসত্ত্ব বাহির হইয়া আহারসংগ্রহার্থ যাত্রা করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, তুমি আমার সঙ্গে চরিতেছ কেন?" কাক বলিল, "স্বামিন্, আপনার চাল-চলন আমার বড় ভাল লাগিয়াছে; আমি এখন হইতে আপনার অনুচর হইয়া থাকিব।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সৌম্য, আমার খাদ্য এক রূপ, তোমার খাদ্য এক রূপ, আমার অনুচর হইলে তোমায় অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।" "স্বামিন্, আপনি যখন আপনার আহার অন্বেষণ করিবেন, আমি তখন আমার আহার সংগ্রহ করিব এবং নিয়ত আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।" "বেশ তাহাই হউক, কিন্তু তোমাকে খুব সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।"

এইরূপে কাককে সতর্ক করিয়া বোধিসত্ত্ব বিচরণ করিতে করিতে তৃণবীজাদি খাইতে লাগিলেন, কাকও সেই সময়ে গোময়পিণ্ডসমূহ উল্টাইয়া কীটাদি ক্ষুদ্র প্রাণী খাইতে খাইতে উদর পূর্ণ করিল এবং তাহার পর বোধিসত্ত্বের নিকট আসিয়া বলিল, "স্বামিন্ আপনি অনেকক্ষণ ধরিয়া ভোজন করেন, অতিভোজন করা ভাল নয়।" অতঃপর বোধিসত্ত্বের আহার শেষ হইলে তিনি যখন সন্ধ্যার সময় বাসস্থানাভিমুখে চলিলেন, তখন কাকও তাঁহার অনুগামী হইল এবং শেষে সেই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। পাচক ভাবিল, 'কপোত আর একটী পক্ষী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে'; সুতরাং সে উহারও জন্য একটা ঝুড়ি ঝুলাইয়া দিল। তদবধি ঐ পক্ষিদ্বয় রন্ধনশালায় একত্র বাস করিতে লাগিল।

ইহার পর একদিন শ্রেষ্ঠী প্রচুর মৎস্য ও মাংস আনয়ন করিলেন, পাচক সেগুলি রন্ধন-শালার নানাস্থানে ঝুলাইয়া রাখিল। তাহা দেখিয়া কাকের বড় লোভ জন্মিল, সে স্থির করিল, কাল চরায় না গিয়া দিনমানে এখানেই থাকিতে হইবে, এবং এই মৎস্যমাংস খাইতে হইবে। অনন্তর সে সমস্ত রাত্রি (পীড়ার ভাণ করিয়া) আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কাটাইল। প্রভাত হইলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'চল, বন্ধু, চরায় যাই।" কাক বলিল, "আজ আপনি একাই যান, আমার কুক্ষিতে বড় ব্যথা হইয়াছে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সৌম্য, কাকের যে কুক্ষিরোগ হয় ইহা ত কখনও শুনা যায় নাই। তাহারা রাত্রিকালে প্রতি প্রহরে নাকি এক একবার (ক্ষুধায়) অবসন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু দীপবর্ত্তিকা খাইয়া সেই সেই মুহূর্ত্তেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে। তুমি নিশ্চিত এই রন্ধনশালার মৎস্যমাংস খাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছ। তুমি আমার সঙ্গে চল, মনুষ্যের খাদ্য তোমার পক্ষে দুষ্পাচ্য। এরূপ লোভের বশীভূত হইও না, আমার সঙ্গে গিয়া খাদ্য অন্বেষণ করিয়া লইবে, এস।" কাক বলিল, "না প্রভু, আমার চলিবার সাধ্য নাই।" "বেশ, তোমার ব্যবহারেই উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তবে সাবধান, যেন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন অসঙ্গত কাজ করিও না।" কাককে এইরূপ উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব নিজের আহারসংগ্রহার্থ চলিয়া গেলেন।

এদিকে পাচক মৎস্যমাংস লইয়া তাহা নানা প্রকারে পাক করিতে আরম্ভ করিল এবং রন্ধন-পাত্রগুলি হইতে বাষ্পনির্গমনার্থ উহাদের মুখ একটু খুলিয়া দিয়া এবং একটা পাত্রের উপর ঝাঁঝরি * রাখিয়া বাহিরে গিয়া ঘাম মুছিতে লাগিল। কাকও ঠিক সেই সময়ে ঝুড়ি হইতে নিজের মাথা বাড়াইয়া দিল এবং দেখিতে পাইল পাচক বাহিরে গিয়াছে। তখন সে ভাবিল,

* মূলে "পরিসসাবনকরোটি" এই শব্দ আছে। ইহা ঝোল প্রভৃতি ছাঁকিবার জন্য ছিদ্রযুক্ত এক প্রকার বৃহৎ পাত্র।

মাংস খাইয়া মনোরথ পূর্ণ করিবার এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তবে একটা বড় মাংস-পিণ্ড খাই, বা চূর্ণমাংস খাই তাহা বিবেচনার বিষয়। চূর্ণমাংস দ্বারা শীঘ্র উদরপূর্ণ করা অসম্ভব; অতএব একটা বড় পিণ্ড লইয়া ঝুড়ির ভিতর বসিয়া খাওয়াই সঙ্গত।' এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সে উড়িয়া গিয়া ঝাঁঝরির উপর পড়িল; অমনি ঝাঁঝরিখানি ঝনাৎ করিয়া উঠিল। পাচক ঐ শব্দ শুনিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য ছুটিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল এবং কাককে দেখিতে পাইয়া বলিল, "বটে, এই ধূর্ত্ত কাক প্রভুর জন্য যে মাংস রান্ধিয়াছি তাহা খাইতে আসিয়াছে। আমি প্রভুরই চাকর, এ ধূর্ত্তের চাকর নহি। ইহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?" অনন্তর পাচক দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাককে ধরিল, তাহার সর্ব্ব শরীর হইতে পালকগুলি উৎপাটিত করিয়া ফেলিল, আদার সঙ্গে লবণ ও জীরা বাটিয়া এবং উহা টক ঘোলের সহিত মিশাইয়া তাহার গায়ে মাখাইল এবং এই অবস্থায় তাহাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া রাখিল। সে অতিমাত্র বেদনায় অভিভূত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব সায়ংকালে ফিরিয়া আসিয়া তাহার এই দুরবস্থা দর্শনে ভাবিতে লাগিলেন, 'লোভী কাক আমার কথা না শুনিয়া মহা দুঃখ পাইয়াছে।' অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন:—

> হিতপরায়ণ বন্ধুর বচন
> স্বেচ্ছাচারী যেই না করে শ্রবণ,
> বিপত্তি তাহার, জেনো দুর্নিবার;
> এই দেখ কাক প্রমাণ তাহার।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, 'অতঃপর আমিও এখানে থাকিতে পারি না।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব অন্যত্র চলিয়া গেলেন, কাক সেখানেই তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পাচক তাহাকে ঝুড়িসুদ্ধ আবর্জ্জনারাশির উপর ফেলিয়া দিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় প্রকটিত করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু অনাগামিফল লাভ করিল। সমবধান -তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক, এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত।]

৪৩—বেণুক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কোন অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভগবান্ সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকে বলে তুমি অবাধ্য; একথা সত্য কি?" ভিক্ষু নিজের দোষ স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "তুমি অতীত কালেও এইরূপ অবাধ্য ছিলে এবং তন্নিবন্ধন পণ্ডিতদিগের উপদেশ অবহেলা করিয়া সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে কোন মহাবিভবশালী কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানোদয়ের পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে কামনাতেই দুঃখ এবং নৈষ্কাম্যে প্রকৃত সুখ। অতএব তিনি কামনা পরিহারপূর্ব্বক হিমালয়ে গিয়া * ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ

* মূলে 'হিমবন্ত' এই পদ আছে। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকটী জাতকে 'হিমবন্ত' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে। হিমবন্ত বলিলে পালি সাহিত্যে কেবল 'হিমালয়' বুঝায় না। কৈলাস, গন্ধমাদন, চিত্রকূট, সুদর্শন ও কালকূট পর্ব্বত ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী। ইহাতে সাতটী মহাসরোবর আছে, তাহা হইতে পঞ্চ মহানদীর উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেকবুদ্ধ, অর্হন্, দেবতা, ঋষি, যক্ষ প্রভৃতি এখানে অবস্থিতি করেন।

করিলেন এবং ধ্যানবলে * পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি † প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ধ্যানসুখে থাকিতেন বলিয়া ক্রমে পঞ্চশত তপস্বী তাঁহার শিষ্য হইলেন। তিনি এই সকল শিষ্যপরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন।

একদিন এক বিষধর সর্প-শাবক স্বধর্ম্মানুসারে বিচরণ করিতে করিতে ইঁহাদের জনৈক তপস্বীর আশ্রমে উপস্থিত হইল। ঐ সর্পশাবকে উক্ত তপস্বীর পুত্রস্নেহ সঞ্জাত হইল; তিনি উহাকে একটী বেণুপর্ব্বের মধ্যে রাখিয়া দিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বেণুপর্ব্বে শুইয়া থাকিত বলিয়া লোকে ঐ সর্পকে "বেণুক" এবং উহাকে পুত্রবৎ পালন করিতেন বলিয়া ঐ তপস্বীকে "বেণুক পিতা" বলিত।

তপস্বীদিগের মধ্যে একজন সর্প পোষণ করিতেছেন শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সর্প পুষিতেছ একথা সত্য কি?" তপস্বী বলিলেন, "হাঁ গুরুদেব।" "সর্পকে বিশ্বাস করিতে নাই। তুমি উহাকে আর রাখিও না।" "শিষ্য যেমন আচার্য্যের, এই সর্পও সেইরূপ আমার স্নেহভাজন। আমি তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" "তবে দেখিতেছি এই সর্পেরই দংশনে তোমার জীবনান্ত হইবে।" তপস্বী কিন্তু বোধিসত্ত্বের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, সর্পটাকেও ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না।

ইহার কিয়দ্দিন পরে সেই আশ্রমবাসী সমস্ত তপস্বী বন্যফল আহরণার্থ যাত্রা করিলেন এবং এক স্থানে প্রচুর ফল পাওয়া যায় দেখিয়া সেখানে দুই তিন দিন অবস্থান করিলেন। বেণুকের পিতাও বেণুককে বেণুপর্ব্বে আবদ্ধ রাখিয়া অন্যান্য তপস্বীদিগের সঙ্গে গিয়াছিলেন। দুই তিন দিন পরে আশ্রমে ফিরিয়া তিনি বেণুককে খাওয়াইতে গেলেন। কিন্তু যেমন পর্ব্বের মুখ খুলিয়া "এস, বৎস, তোমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে" বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন, অমনি উপবাস-ক্রুদ্ধ আশীবিষ উহাতে দংশন করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণসংহারপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিল।

বেণুক-পিতাকে বিগতপ্রাণ দেখিয়া তপস্বীরা বোধিসত্ত্বকে সংবাদ দিলেন। তিনি শবদাহ করিবার আদেশ দিলেন এবং দাহান্তে ঋষিগণপরিবৃত হইয়া আসনগ্রহণ-পুরঃসর তাঁহাদের উপদেশার্থ এই গাথা বলিলেন:—

হিতপরায়ণ বন্ধুর বচন
স্বেচ্ছাচারী যেই না করে শ্রবণ,
জানিবে তাহার নিধন নিশ্চয়;
বেণুকের পিতা তার সাক্ষী হয়।

বোধিসত্ত্ব ঋষিগণকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। ক্রমে তিনি ব্রহ্মবিহার ‡ লাভ করিলেন এবং আয়ুঃশেষে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

---

* মূলে 'কসিণপরিকম্মং কত্বা' এইরূপ আছে। কৃৎস্ন বলিলে ধ্যানাভ্যাস করিবার উপায়বিশেষ বুঝায়। বৌদ্ধগ্রন্থে দশবিধ কৃৎস্নের উল্লেখ দেখা যায়—ক্ষিতি কৃৎস্ন, তেজঃ কৃৎস্ন, পরিচ্ছিন্নাকাশ কৃৎস্ন ইত্যাদি। ধ্যানশিক্ষার্থী ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, আলোক ও পরিচ্ছিন্নাকাশ ইহার যে কোন একটী পদার্থ লইয়া একাগ্রচিত্তে তাহার পরিদর্শন ও প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। ক্ষিতিকৃৎস্ন পরিকর্ম্মে একটী মৃদ্‌গোল সম্মুখে রাখিয়া ক্ষিতিরূপ ভূতের প্রকৃতি ভাবিতে হইবে, ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আবৃত্তি করিতে হইবে, ইহা যে নিজের দেহের একটী প্রধান উপাদান তাহা চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তার ফলে শেষে "নিমিত্ত" জন্মিবে, অর্থাৎ তখন বস্তু নয়নগোচর না করিলেও তাহার স্বরূপ মানসপটে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইবে। পরিচ্ছিন্নাকাশ কৃৎস্নে কুটীরের কোন ছিদ্র দিয়া আকাশখণ্ড অবলোকন করিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্য কৃৎস্নেও এক একটী নিয়মানুসারে ধ্যানাভ্যাস করিবার ব্যবস্থা আছে।

† অভিজ্ঞা—অলৌকিক জ্ঞান বা ক্ষমতা; বিভূতি। পঞ্চ অভিজ্ঞা যথা ঋদ্ধি (আকাশমার্গে বিচরণাদি ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা), দিব্যশ্রোত্র, পরচিত্তজ্ঞান, জাতিস্মরত্ব, দিব্যচক্ষু।

সমাপত্তি সম্বন্ধে ৩০শ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ ৯ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিলেন বেণুক-পিতা ; আমার শিষ্যেরা ছিলেন সেই তপস্বিগণ এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

☞ এই জাতক এবং ১৬১ সংখ্যক জাতক প্রায় একই রূপ।

৪৪—মশক-জাতক।

[শাস্তা মগধরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময় কোন পল্লীগ্রামবাসী কতিপয় মূর্খ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে তথাগত একবার শ্রাবস্তী হইতে যাত্রা করিয়া মগধরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কোন গ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন। ঐ গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিল। তাহারা একদিন সমবেত হইয়া এইরূপ পরামর্শ করিয়াছিল :—"দেখ, বনে গিয়া কাজ করিবার সময় আমাদিগকে মশায় খায়। তাহাতে আমাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটে। অতএব চল, ধনুক ও অস্ত্র লইয়া মশকদিগের সহিত যুদ্ধ করি, এবং তাহাদিগকে তীরবিদ্ধ করিয়া ও খণ্ডবিখণ্ড করিয়া বিনাশ করি।" ইহা স্থির করিয়া তাহারা বনে গিয়াছিল, "মশা মার, মশা মার" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পরস্পরকে বিদ্ধ ও আহত করিয়াছিল, এবং অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, কেহ গ্রামদ্বারে, কেহবা গ্রামমধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত শাস্তা ভিক্ষার্থ এই গ্রামে উপনীত হইলেন। তত্রত্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ভগবান্‌কে দেখিয়া গ্রামদ্বারে এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রচুর উপহার দান করিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। চারিদিকে আহত লোক দেখিয়া শাস্তা উপাসকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে বহু আহত লোক দেখিতেছি। ইহাদের কি হইয়াছে?" উপাসকেরা বলিলেন, "ইহারা মশকদিগের সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া বনে গিয়াছিল, কিন্তু পরস্পরকে শরবিদ্ধ করিয়া নিজেরাই আহত হইয়াছে।" শাস্তা বলিলেন, "মূর্খেরা এজন্মে মশক মারিতে গিয়া কেবল নিজেদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে, অতীত কালে লোকে মশা মারিতে গিয়া মানুষই মারিয়াছিল।" অনন্তর গ্রামবাসিগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বাণিজ্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তখন কাশীরাজ্যের এক প্রত্যন্তগ্রামে অনেক সূত্রধর বাস করিত। সেখানে এক পলিতকেশ সূত্রধর একদিন একখণ্ড কাষ্ঠ কাটিয়া চৌরস করিতেছিল এমন সময় একটা মশক তাহার তাম্রস্থালীর ন্যায় উজ্জ্বল মস্তকোপরি উপবিষ্ট হইয়া শল্যসদৃশ তুণ্ড বিদ্ধ করিয়া দিল। সূত্রধরের পুত্র নিকটে বসিয়াছিল। সে পুত্রকে বলিল, "বৎস, আমার মস্তকে মশক বসিয়া শল্যসম হুল ফুটাইয়া দিয়াছে ; তুমি তাড়াইয়া দাও ত।" পুত্র বলিল, "বাবা আপনি স্থির হইয়া থাকুন ; আমি এক আঘাতেই মশক মারিতেছি।" এই সময়ে বোধিসত্ত্ব নিজের পণ্যভাণ্ড লইয়া উক্ত গ্রামে গমনপূর্ব্বক সেই সূত্রধরের আলয়ে উপবেশন করিলেন। (তিনি উপবেশন করিলে) সূত্রধর আবার বলিল, "বৎস, মশাটা তাড়াইয়া দাও।" তখন তাহার পুত্র "তাড়াইতেছি" বলিয়া এক প্রকাণ্ড তীক্ষ্ণধার কুঠার উত্তোলন করিল এবং পিতার পৃষ্ঠদিকে অবস্থান করিয়া "মশা মারি", "মশা মারি" বলিতে বলিতে এক আঘাতে বৃদ্ধের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিল। বৃদ্ধের তখনই প্রাণবিয়োগ হইল।

বোধিসত্ত্ব এই কাণ্ড দেখিয়া ভাবিলেন, 'এরূপ বন্ধু অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুও ভাল, কারণ যে বুদ্ধিমান্ সে অন্ততঃ দণ্ডভয়েও নরহত্যা হইতে বিরত হয়।' অনন্তর তিনি এই গাথা আবৃত্তি করিলেন :—

> বুদ্ধিমান্ শত্রু, সেও মোর ভাল ;
> নির্ব্বোধ মিত্রে কি কাজ ?
> মশক মারিতে বধিল পিতারে
> মহামূর্খ পুত্র আজ।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব সেস্থান হইতে অন্য যেখানে তাঁহার কাজ ছিল সেখানে চলিয়া গেলেন, সূত্রধরের জ্ঞাতিবন্ধুগণ তাহার মৃতদেহের সৎকার করিল।

[সমবধান:—তখন আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ বণিক্, যিনি গাথা পাঠ করিয়া সূত্রধরের গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।]

৪৫—রোহিণী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদের এক দাসীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

অনাথপিণ্ডদের রোহিণীনাম্নী এক দাসী ছিল। সে একদিন ধান ভাঙ্গিতেছিল, এমন সময় তাহার বৃদ্ধা মাতা সেখানে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। অনন্তর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি পড়িয়া বৃদ্ধার গায়ে সূচীর মত হুল ফুটাইতে লাগিল। তখন সে কন্যাকে বলিল, "বাছা, আমাকে মাছিতে খাইয়া ফেলিল, মাছিগুলা তাড়াইয়া দে না।" রোহিণী তাড়াইতেছি বলিয়া মুষল উত্তোলন করিল এবং "মাছি মারি" 'মাছি মারি" বলিতে বলিতে বৃদ্ধার শরীরে এমন আঘাত করিল যে তাহাতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রোহিণী "কি করিলাম" ভাবিয়া "মা মা' বলিয়া কান্দিতে লাগিল।

অচিরে এই ঘটনা অনাথপিণ্ডদের কর্ণগোচর হইল। তিনি বৃদ্ধার সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া বিহারে গেলেন এবং শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন 'গৃহপতি, রোহিণী অতীত জন্মেও মক্ষিকা বিনষ্ট করিতে গিয়া জননীর জীবন নষ্ট করিয়াছিল।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃবিয়োগের পর শ্রেষ্ঠিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারও রোহিণীনাম্নী এক দাসী ছিল, সেই রোহিণীর জননীও ধান ভাঙ্গিবার স্থানে শুইয়া কন্যাকে বলিয়াছিল, "বাছা, মাছিগুলা তাড়াইয়া দে", এবং সেই রোহিণীও এইরূপ মুষলাঘাত দ্বারা জননীর প্রাণসংহার পূর্ব্বক "মা মা" বলিয়া কান্দিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব এই ব্যাপার শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে পণ্ডিত শত্রুও ভাল।" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিয়াছিলেন:—

> হিতে করে বিপরীত, মূর্খ যদি মিত্র হয়,
> সুবুদ্ধি যে শত্রু, তারে করি না ক তত ভয়।
> তার সাক্ষী দেখ এই নির্ব্বোধ রোহিণী দাসী
> বধে শিরে করাঘাত মায়ের জীবন নাশি।

এই গাথাদ্বারা পণ্ডিতজনের প্রশংসা করিয়া বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধা ছিল সেই বৃদ্ধা, এই রোহিণী ছিল সেই রোহিণী, এবং আমি ছিলাম বোধিসত্ত্ব।]

৪৬—আরামদূষক-জাতক।

[কোশলরাজ্যের এক বালক একটী উদ্যানের কিয়দংশ নষ্ট করিয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শাস্তা একদিন ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কোশলরাজ্যের এক গ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন। সেখানে গ্রাম্য ভূস্বামী তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের উদ্যানে লইয়া যান এবং বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে উপহার প্রদানপূর্ব্বক বলেন, "মহাশয়েরা যথারুচি এই উদ্যানে বিচরণ করুন।" তখন ভিক্ষুরা আসনত্যাগ পূর্ব্বক উদ্যানপালকে সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং একস্থানে কিয়দংশ বৃক্ষশূন্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপাসক, এই উদ্যানের অন্যান্য অংশ নিবিড়চ্ছায়া-যুক্ত কিন্তু এ অংশ তরুগুল্মশূন্য, ইহার কারণ কি?" উদ্যানপাল বলিল, 'এই উদ্যানরোপণ কালে (এ অংশে) জলসেচন করিবার জন্য এক পল্লিগ্রামবাসী বালককে

নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এখানে যে সকল চারাগাছ বসান হইয়াছিল ঐ বালক সেগুলি উপড়াইয়া দেখিয়াছিল, কোনটার শিকড় কত বড় এবং তাহা দেখিয়া কোন্‌টায় কত জল দিতে হইবে তাহা স্থির করিয়াছিল। সেই কারণে চারা গাছগুলি সমস্তই মরিয়া গিয়াছিল।"

ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট গিয়া এই কথা জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "ঐ পল্লিগ্রামবাসী বালক অতীতজন্মেও এক বার ঠিক এইরূপে একটা উদ্যান নষ্ট করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় একদা কোন পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। ভেরীর শব্দ শুনিবামাত্র সমস্ত নগরবাসী উৎসবে যোগ দিবার জন্য ধাবিত হইল।

তখন রাজার উদ্যানে অনেক মর্কট বাস করিত। উদ্যানপাল ভাবিল, "নগরে পর্ব্বোপলক্ষে আমোদ প্রমোদ হইতেছে; আমি এই মর্কটদিগের উপর জলসেচনের ভার দিয়া একটু আমোদ করিয়া আসি।" অনন্তর সে মর্কটদলপতির নিকট গিয়া বলিল, "মর্কটরাজ, এই উদ্যানে তোমরা নানারূপ সুবিধা ভোগ করিতেছ—ইহার পুষ্প, ফল ও পল্লব খাইতেছ। আজ নগরে আমোদ আহ্লাদ হইবে বলিয়া ঘোষণা হইয়াছে; আমি তাহা দেখিতে যাইব। যতক্ষণ আমি না ফিরিব, তোমরা চারাগাছগুলিতে জল দিতে পারিবে ত?" মর্কট বলিল, "তা পারিব বৈ কি।" "দেখিও, যেন ভুল না হয়।"

অনন্তর উদ্যানপাল জলসেচনার্থ মর্কটদিগকে চর্ম্মনির্ম্মিত ও কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র দিয়া গেল; মর্কটেরা সেইগুলি লইয়া চারা গাছগুলিতে জল দিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মর্কটরাজ বলিল, "দেখ, জলের অপচয় করা হইবে না; জল ঢালিবার আগে গাছগুলি উপড়াইয়া দেখ কোনটার শিকড় কত বড়। যেগুলির শিকড় গভীর সেগুলিতে বেশী করিয়া, এবং যেগুলির শিকড় অগভীর সেগুলিতে কম করিয়া জল দাও। যে জল আছে তাহা ফুরাইলে অন্য জল পাওয়া কঠিন হইবে।" "এ অতি উত্তম পরামর্শ" এই বলিয়া অপর মর্কটেরা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময়ে এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজোদ্যানে মর্কটদিগের এই কার্য্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এক একটা করিয়া গাছ তুলিয়া তাহার মূলে শিকড়ের পরিমাণ-মত জল দিতেছ কেন?" তাহারা বলিল, "আমাদের দলপতি এইরূপ করিতে আদেশ দিয়াছেন।" এই উত্তর শুনিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'যাহারা মূর্খ তাহারা ভাল করিবার ইচ্ছা থাকিলেও শেষে মন্দ করিয়া ফেলে। অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :—

হিত চেষ্টা করি মূর্খ, অনর্থ ঘটায় তবু;
কবিওনা মূর্খেরে বিশ্বাস,
নির্ব্বোধ মর্কটগণ, জলসেক-ভার লয়ে,
উদ্যানের করিছে বিনাশ।

পণ্ডিতপুরুষ এইরূপে মর্কটরাজকে ভর্ৎসনা করিয়া অনুচরদিগের সহিত উদ্যান হইতে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন এই আরামদূষক পল্লীবালক ছিল সেই মর্কটরাজ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতপুরুষ।]

(৪৭) বারুণি-জাতক।

[এক ব্যক্তি জল মিশাইয়া সুরা নষ্ট করিয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

অনাথপিণ্ডদের এক বন্ধু মদ্যব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সুবর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে তীক্ষ্ণ বারুণি * বিক্রয় করিতেন। তাঁহার দোকানে বহু সুরাপায়ীর সমাগম হইত। তিনি একদিন স্নানে যাইবার সময় চেলাকে †

---

* উগ্রবীর্য্য সুরা।

† মূলে "অন্তেবাসিক" এই শব্দ আছে এবং বিপণিস্বামীকে "আচার্য্য" বলা হইয়াছে। ইহাতে মদ্যবিক্রয়ের সম্বন্ধে যে মৃদু শ্লেষের আভাস আছে, তাহা যথাক্রমে "চেলা" ও "গুরু" শব্দদ্বারা কথঞ্চিৎ ব্যক্ত হইতে পারে।

বলিয়া গেলেন, "তুমি সুরা বিক্রয়ে কর, মূল্য না লইয়া কাহাকেও সুরা দিওনা।" চেলা বিক্রয় করিবার সময় দেখিল, সুরাপায়ীরা মধ্যে মধ্যে লবণ ও গুড় খাইতেছে। সে ভাবিল, 'আমাদের মদে ত লবণ নাই; (ইহাতে কিছু লবণ মিশাইয়া দিই, তাহা হইলে বেশী কাটতি হইবে)। ইহা স্থির করিয়া সে সুরাভাণ্ডে এক নালি লবণ ঢালিয়া দিয়া তাহা হইতে সুরা বিক্রয় করিতে লাগিল। ক্রেতারা এক এক চুমুক মুখে লইয়া তৎক্ষণাৎ 'থু' 'থু' করিয়া ফেলিয়া দিল এবং "করিয়াছ কি।" জিজ্ঞাসা করিল। চেলা কহিল, "তোমরা মদ খাইবার সময় লবণ আনাইতেছিলে দেখিয়া আমি নিজেই লবণ মিশাইয়া দিয়াছি।" "ওরে মূর্খ, তাই তুই এমন ভাল মদ নষ্ট করিয়াছিস্"। এই বলিয়া গালি দিতে দিতে তাহারা দোকান হইতে চলিয়া গেল।

গুরু দোকানে ফিরিয়া দেখিলেন সেখানে ক্রেতাদিগের জনপ্রাণী নাই। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চেলা যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত জানাইল। গুরুও চেলাকে গালি দিলেন এবং অনাথপিণ্ডদের সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে উহার নির্ব্বুদ্ধিতার কথা জানাইলেন। অনাথপিণ্ডদ দেখিলেন কাণ্ডটা বিচিত্র বটে, তিনি জেতবনে গিয়া শাস্তাকে এই কথা শুনাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, এই ব্যক্তি অতীত জন্মেও একবার ঠিক এইরূপে মদ্য নষ্ট করিয়াছিল।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বারাণসীর শ্রেষ্ঠী ছিলেন। এক সুরাবিক্রেতা তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিত। এই ব্যক্তিও তীক্ষ্ণ সুরা বিক্রয় করিত। একদিন সে স্নানে যাইবার সময় কৌণ্ডিন্য নামক এক চেলার উপর সুরা বিক্রয়ের ভার দিয়া গিয়াছিল এবং ঐ ব্যক্তি ঠিক এইরূপেই লবণ মিশাইয়া সুরা নষ্ট করিয়াছিল। অনন্তর গুরু আসিয়া ঐ ব্যাপার জানিতে পারিল এবং সেই দিনই বোধিসত্ত্বকে উহা শুনাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যাহারা অজ্ঞ ও মূর্খ, তাহারা হিত করিতে গিয়াও অহিত সম্পাদন করে।

> হিতাকাঙ্ক্ষী মূর্খ করে অহিত সাধন:
> কৌণ্ডিন্য নাশিল সুরা মিশায়ে লবণ।"

বোধিসত্ত্ব উল্লিখিত গাথা দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন।

[সমবধান—তখন এই বারুণি-দূষক ছিল কৌণ্ডিন্য এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই শ্রেষ্ঠী।]

৪৮—বেদব্ভ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কোন অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে বলিলেন, "কেবল এ জন্মে নহে, অতীত জন্মেও তুমি এইরূপ অবাধ্য ছিলে; পণ্ডিতদিগের পরামর্শ শুনিতে না এবং সেই জন্য তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া পথিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলে। তোমারই বুদ্ধির দোষে আরও এক সহস্র লোকের প্রাণবিনাশ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন গ্রামে 'বেদব্ভ'-মন্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই মন্ত্রের নাকি এক অদ্ভুত শক্তি ছিল। নক্ষত্রযোগবিশেষে ইহা পাঠ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আকাশ হইতে সপ্তরত্নবৃষ্টি হইত। বোধিসত্ত্ব বিদ্যাশিক্ষার্থ এই ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়াছিলেন।

একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে উক্ত ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া চেতিয়রাজ্যে গমন করিবার অভিপ্রায়ে গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন। পথে একটা বন ছিল, সেখানে 'প্রেষণক' নামক পঞ্চশত দস্যুর উপদ্রবে পথিকেরা প্রায় সর্ব্বদাই বিপন্ন হইত। ইহাদিগের 'প্রেষণক' নাম হইবার কারণ এই:—ইহারা দুই জন পথিক ধরিলে এক জনকে নিষ্ক্রয় আহরণ করিবার নিমিত্ত প্রেষণ অর্থাৎ প্রেরণ করিত। পিতা ও পুত্রকে ধরিলে পিতাকে বলিত, "তুমি গিয়া ধন আহরণ পূর্ব্বক পুত্রের মুক্তি-সম্পাদন কর"; এইরূপ মাতা ও কন্যাকে ধরিলে মাতাকে

পাঠাইয়া দিত; জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরকে ধরিলে জ্যেষ্ঠকে পাঠাইয়া দিত; আচার্য্য ও শিষ্যকে ধরিলে শিষ্যকে পাঠাইয়া দিত।

প্রেরণকেরা ব্রাহ্মণ ও বোধিসত্ত্বকে ধরিয়া ফেলিল এবং সম্প্রদায়ের প্রথানুসারে ব্রাহ্মণকে আবদ্ধ রাখিয়া বোধিসত্ত্বকে নিষ্ক্রয় আহরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিল। বোধিসত্ত্ব আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি দুই এক দিনের মধ্যে নিশ্চিত ফিরিয়া আসিব। আমি যেরূপ বলিতেছি, যদি সেইরূপে চলেন, তাহা হইলে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। অদ্য রত্ন-বর্ষণের যোগ আছে; সাবধান। বিপদে অভিভূত হইয়া যেন মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক বত্নবর্ষণ না ঘটান। রত্নবর্ষণ করাইলে আপনার এবং এই পঞ্চশত দস্যুর বিনাশ হইবে।" আচার্য্যকে এইরূপে সতর্ক করিয়া বোধিসত্ত্ব নিষ্ক্রয় সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যাকালে দস্যুরা ব্রাহ্মণকে বন্ধন করিয়া ফেলিয়া রাখিল। এ দিকে ক্ষিতিজের প্রাচীমূলে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল। ব্রাহ্মণ নক্ষত্র দেখিয়া বুঝিলেন, মহাযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি ভাবিলেন, "বৃথা এত বিড়ম্বনা ভোগ করি কেন? মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক বত্নবর্ষণ করাইয়া দস্যুদিগকে নিষ্ক্রয় দান করা যাউক; তাহা হইলে, যেখানে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে যাইতে পারিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দস্যুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমায় আবদ্ধ করিয়াছ কেন হে?" তাহারা বলিল, "মহাশয়, আমরা ধন পাইবার নিমিত্ত আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছি।" "যদি ধনলাভই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এখনই বন্ধন খুলিয়া আমাকে স্নান করাও এবং নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া, গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া ও পুষ্পদ্বারা ভূষিত করিয়া একাকী অবস্থান করিতে দাও।" দস্যুরা এই কথা শুনিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিল। ব্রাহ্মণ নক্ষত্রযোগ সমাগত জানিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আকাশের দিকে তাকাইলেন, অমনি রাশি রাশি রত্নবৃষ্টি হইল। দস্যুরা তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় উত্তরীয়-বস্ত্রে পুঁটুলি বাঁধিয়া যাত্রা করিল। ব্রাহ্মণও তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

কিন্তু অদৃষ্টের কি বিচিত্র খেলা! কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য পঞ্চশত দস্যু আসিয়া প্রেরণকদিগকে ধরিয়া ফেলিল। প্রেরণকেরা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা আমাদিগকে আবদ্ধ করিলে কেন?" তাহারা বলিল "ধন পাইবার জন্য"। "যদি ধন পাইতে চাও, তবে এই ব্রাহ্মণকে ধর। ইনি আকাশের দিকে তাকাইলেই রত্নবৃষ্টি হয়। আমাদের নিকট যে ধন আছে, তাহা ইনিই দিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া দ্বিতীয় দস্যুদল প্রেরণকদিগকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মণকে ধরিল এবং বলিল, "আমাদিগকে ধন দাও।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভদ্রগণ, তোমাদিগকে ধন দিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু যে যোগে রত্নবর্ষণ হইয়া থাকে, তাহা ফিরিতে এক বৎসর লাগিবে। যদি তোমরা সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, তাহা হইলে আমি তোমাদেরও জন্য রত্নবর্ষণ করাইব।"

ইহা শুনিয়া দস্যুরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুমি বড় ধূর্ত্ত! তুমি এই মাত্র প্রেরণকদিগকে ধন দিলে, আর আমাদিগকে এক বৎসর অপেক্ষা করিতে বলিতেছ!" অনন্তর তাহারা তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে ব্রাহ্মণকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া গেল এবং ত্বরিতবেগে প্রেরণকদিগের অনুধাবন করিল। যুদ্ধে দ্বিতীয় দলের জয় হইল; তাহারা প্রেরণকদিগকে নিহত করিয়া তাহাদের ধন আত্মসাৎ করিল; কিন্তু পরক্ষণেই নিজেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া কাটাকাটি আরম্ভ করিল এবং ক্রমে দুই শত পঞ্চাশ জন পঞ্চত্ব লাভ করিল। অনন্তর হতাবশিষ্টেরা আবার দুই দলে বিভক্ত হইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে কাটাকাটি করিতে করিতে শেষে তাহাদের দুই জন মাত্র জীবিত রহিল। সহস্র দস্যুর মধ্যে অপর সকলেই জীবলীলা সংবরণ করিল।

হতাবিশিষ্ট দস্যুদ্বয় তখন সমস্ত ধন লইয়া কোন গ্রামের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে লুকাইয়া

রাখিল। অনন্তর এক জন উহা রক্ষা করিবার জন্য অসিহস্তে বসিয়া রহিল এবং অপর জন তণ্ডুল ক্রয় করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামে প্রবেশ করিল।

লোভই বিনাশের মূল। যে ব্যক্তি ধন রক্ষা করিবার জন্য বসিয়া ছিল, সে ভাবিল, 'আমার সঙ্গী ফিরিয়া আসিয়া এই ধনের অর্দ্ধেক লইবে। তাহা না দিয়া সে আসিবামাত্র তাহাকে এই তরবারির আঘাতে কাটিয়া ফেলি না কেন?' ইহা স্থির করিয়া সে তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া সঙ্গীর প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এ দিকে যে অন্ন প্রস্তুত করিতে গিয়াছিল, সে ভাবিল অর্দ্ধেক ধন ত দেখিতেছি, আমার সঙ্গী লইবে। কিন্তু ভাতে যদি বিষ মিশাইয়া দিই, তাহা হইলে সে খাইবামাত্র মরিয়া যাইবে, আমি একাই সমস্ত ধন ভোগ করিব।' ইহা স্থির করিয়া সে নিজের অংশ আহার করিল এবং অবশিষ্ট অন্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া সঙ্গীর নিকট প্রতিগমন করিল। সে হাত হইতে অন্নপাত্র নামাইবামাত্রই অপর দস্যু তরবারির আঘাতে তাহার দেহ দুই খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং উহা কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিল, কিন্তু অতঃপর সেই বিষাক্ত অন্ন আহার করিয়া সে নিজেও প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে ধনের জন্য একা ব্রাহ্মণ নয়, সহস্র দস্যুও বিনষ্ট হইল।

বোধিসত্ত্ব অঙ্গীকারমত দুই চারি দিন পরে ধন সংগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, আচার্য্য সেখানে নাই, চারিদিকে রত্ন বিকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহার আশঙ্কা হইল, আচার্য্য সম্ভবতঃ তাঁহার উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া রত্নবর্ষণ করাইয়াছেন এবং তাহাতেই সকলের বিনাশ হইয়াছে। তিনি রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন এবং আচার্য্যের দ্বিখণ্ডীকৃত দেহ দেখিতে পাইলেন। তখন "হায়. আমার কথা অবহেলা করিয়া ইনি জীবন হারাইলেন", এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তিনি কাষ্ঠ-সংগ্রহপূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাতে আচার্য্যের অগ্নিক্রিয়া সম্পাদনানন্তর বনফুল দ্বারা প্রেতপূজা করিলেন। অনন্তর অগ্রসর হইয়া তিনি ক্রমে প্রেষণকদিগের পঞ্চশত শব, অপর দস্যুদলের সার্দ্ধ দ্বিশত শব প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে অবশেষে যেখানে শেষ দুই জনের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল, তাহার নিকট উপনীত হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'সহস্র লোকের মধ্যে দেখিতেছি, দুই জন ব্যতীত আর সকলেই মারা গিয়াছে। তাহারাও যে পরস্পর বিবাদ না করিয়াছে, এমন নয়, দেখা যাউক, তাহারা কোথায় গেল।" এই চিন্তা করিয়া তিনি কিয়দ্দূর চলিয়া দেখিতে পাইলেন, রাজপথ হইতে আর একটী পথ বাহির হইয়া গ্রামসন্নিহিত জঙ্গলের দিকে গিয়াছে। এই পথ অবলম্বন করিয়া তিনি জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে দেখিতে পাইলেন, এক স্থানে রাশি রাশি রত্ন পড়িয়া রহিয়াছে,—অদূরে একজন দস্যুর মৃতদেহ এবং তাহার পার্শ্বে একটী বিপর্য্যস্ত অন্নপাত্র। দেখিবামাত্র বোধিসত্ত্ব সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন এবং অপর ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই নিভৃতস্থানে তাহারও দ্বিখণ্ডীকৃত শব দেখিতে পাইয়া তিনি ভাবিলেন, 'তবেই দেখিতেছি, আমার বচন লঙ্ঘন করিয়া আচার্য্য নিজেও মারা গিয়াছেন, আর এক সহস্র দস্যুরও প্রাণহানি ঘটাইয়াছেন। যাহারা অনুপায় দ্বারা আপনাদের সুবিধা করিতে চায়, তাহারা এইরূপেই নিজেদের ও অপরের সর্ব্বনাশ সাধন করে।' অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

> অনুপায়-বলে ইষ্টসাধনে প্রয়াস
> করিলে তাহাতে শুদ্ধ ঘটে সর্ব্বনাশ।
> চেতিয়ের দস্যুগণ বেদব্ভে মারিল,
> কিন্তু শেষে নিজেরাও বিনষ্ট হইল।

ইহার পর বোধিসত্ত্ব বলিতে লাগিলেন :—"আমার আচার্য্য যেরূপ আত্মপরাক্রমপ্রদর্শনার্থ ধনবর্ষণ ঘটাইয়া নিজের প্রাণ হারাইলেন এবং অপর বহুলোকেরও বিনাশের কারণ হইলেন, সেইরূপ অন্য লোকেও স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনুপায় প্রয়োগ করিলে নিজেদের ও অপরের

সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া থাকে।" বোধিসত্ত্বের এই বাক্যে বনভূমি নিনাদিত হইল। উল্লিখিত গাথা দ্বারা তিনি যখন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তখন বনদেবতারা সাধুবাদ দিয়াছিলেন।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব সমস্ত রত্ন নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং দানাদি পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠানে জীবনযাপন-পূর্ব্বক যথাকালে স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই বেদভমন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণের শিষ্য।]

☞ এই জাতক রূপান্তরিত হইয়া ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন কবি চসার (Chaucer) প্রণীত Pardoner's Tale নামক আখ্যায়িকায় পরিণত হইয়াছে।

৪৯—নক্ষত্র-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক আজীবক * সম্বন্ধে এই কথা বলেন। কিংবদন্তী এই যে কোন জনপদবাসী ভদ্রলোক শ্রাবস্তীবাসিনী এক সদ্বংশজাতা কুমারীর সহিত নিজ পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া "অমুক দিনে আসিয়া বিবাহ দিব" বলিয়া দিন স্থির করেন। এক আজীবক তাঁহার কুলগুরু ছিলেন। নির্দিষ্ট দিন সমাগত হইলে তিনি গুরুর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "প্রভু, অদ্য আমার পুত্রের বিবাহ; অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখুন শুভলগ্ন আছে কি না।" 'ইনি যখন বিবাহের দিন স্থির করিয়াছিলেন তখন আমায় জিজ্ঞাসা করেন নাই, এখন যেন শিষ্টতার অনুরোধে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছেন' এইরূপ চিন্তা করিয়া আজীবক বড় বিরক্ত হইলেন এবং স্থির করিলেন এ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে হইবে। অনন্তর তিনি বলিলেন, "অদ্য অতি অশুভ লগ্ন; এ লগ্নে বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্য নিষিদ্ধ, ইহাতে বিবাহ দিলে মহা বিপদ্ ঘটিবে।" বরকর্ত্তা আজীবককে শ্রদ্ধা করিতেন; কাজেই সে দিন কন্যা আনয়ন করিতে যাত্রা করিলেন না।

এদিকে শ্রাবস্তী নগরে কন্যাপক্ষের লোকে সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; কিন্তু বর আসিল না দেখিয়া বলিতে লাগিল, "এ কেমন ভদ্রতা। তাহারা নিজেরাই দিন স্থির করিল, এখন আসিল না। নিরর্থক আমাদের এত ব্যয় হইল! এস আমরা অন্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি।" অনন্তর তাহারা সেই দিনই অন্য পাত্র স্থির করিয়া কন্যার বিবাহ দিল। পর দিন সেই জনপদবাসী বরপক্ষ কন্যাকর্ত্তার আলয়ে উপস্থিত হইয়া পাত্রী সম্প্রদান করিতে বলিল। তাহাদিগকে দেখিয়া শ্রাবস্তী-বাসীরা এইরূপ তিরস্কার করিতে লাগিল:—"পাঁড়াগেঁয়ে লোক বড় অসভ্য, তোমরা নিজেরাই দিন স্থির করিয়াছিলে, কিন্তু শেষে না আসিয়া আমাদের অপমান করিলে। আমরা অপর পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছি। তোমরা ভালয় ভালয় যে পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও।" ইহা শুনিয়া জনপদ-বাসীরা কলহ আরম্ভ করিল, কিন্তু শেষে নিরুপায় হইয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই প্রতিগমন করিল।

আজীবক বিবাহবিভ্রাট ঘটাইয়াছেন এই কথা ক্রমে ভিক্ষুদিগের কর্ণগোচর হইল এবং তাঁহারা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া একদিন এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "এই ব্যক্তি অতীত জন্মেও একবার ক্রোধবশে একটা বিবাহ পণ্ড করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় কতিপয় নগরবাসী কোন জনপদবাসিনী কন্যার সহিত আপনাদের এক পাত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দিন স্থির করিয়াছিল, এবং বিবাহের দিনে আপনাদের কুলগুরু এক আজীবকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রভু, আজ অমুকের বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছি, দেখুন ত শুভলগ্ন আছে কি না।" 'ইহারা আপন ইচ্ছায় দিন স্থির করিয়া এখন আমায় লগ্নের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে' এই ভাবিয়া আজীবক মনে মনে বিরক্ত হইলেন এবং স্থির করিলেন 'অদ্যকার আয়োজন পণ্ড করিব।' অনন্তর তিনি বলিলেন, "আজ অতি অশুভলগ্ন; ইহাতে বিবাহ হইলে মহা বিপদ্ ঘটিবে।" বরপক্ষের লোকে আজীবকের কথা বিশ্বাস করিয়া সে দিন কন্যালয়ে গেল না। এদিকে জনপদবাসীরা বর আসিল না দেখিয়া বলিতে লাগিল, "এরা কিরূপ লোক? নিজেরাই

---

* আজীবক বা আজীবিক=মক্খলিপুত্র গোশাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়।

স্থির করিল আজ বিবাহ হইবে, অথচ আসিল না।" অনন্তর তাহারা সেই দিন অপর একটী পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিল।

পরদিন নগরবাসীরা কন্যাকর্ত্তার গৃহে উপস্থিত হইয়া পাত্রী সম্প্রদান করিতে বলিল। তাহা শুনিয়া জনপদবাসীরা বলিল, "নগরবাসী লোকগুলা দেখিতেছি অতি নির্লজ্জ! তোমরা নিজেরাই দিন স্থির করিলে, অথচ যথাসময়ে আসিলে না! কাজেই আমরা অন্য পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছি।" "আমরা আজীবককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম কাল শুভলগ্ন ছিল না; সেই জন্যই আসি নাই; আজ পাত্র লইয়া আসিয়াছি; কন্যা সম্প্রদান করুন।" "তোমরা আসিলে না দেখিয়া আমরা অন্য পাত্রে কন্যা দান করিয়াছি। এখন দত্তা কন্যাকে আবার কিরূপে দান করিব?" দুই পক্ষে যখন এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছে, তখন নগরবাসী এক পণ্ডিত কোন কার্য্যোপলক্ষে সেই জনপদে উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীরা কুলগুরুর উপদেশানুসারে অশুভনক্ষত্রহেতু যথাসময়ে পাত্রীর আলয়ে উপনীত হয় নাই শুনিয়া তিনি বলিলেন, "নক্ষত্রের ভালমন্দে কি আসে যায়? কন্যালাভ করা কি শুভগ্রহের ফল নহে?

> মূর্খ যেই সেই বাছে শুভাশুভক্ষণ,
> অথচ সে শুভ ফল না লভে কখন।
> সৌভাগ্য নিজেই শুভগ্রহ আপনার,
> আকাশের তারা—তার শক্তি কোন ছার?"

নগরবাসীদের বিবাদ করাই সার হইল, তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া নগরে ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই আজীবক ছিল সেই কুলগুরু আজীবক; এই বরপক্ষ ছিল সেই বরপক্ষ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

৫০—দুর্ম্মেধা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে লোকহিতকর ব্রত সম্বন্ধে এই কথা বলেন। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত দ্বাদশ নিপাতে মহাকৃষ্ণ জাতকে (৪৬৯) বর্ণিত হইবে।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর নামকরণ দিবসে তাঁহার নাম হইল ব্রহ্মদত্তকুমার। ষোল বৎসর বয়সেই তিনি তক্ষশিলা নগরে বিদ্যাভ্যাস শেষ করিয়া বেদত্রয় এবং অষ্টাদশ কলায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে ঔপরাজ্যে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে বারাণসীবাসীরা পর্ব্বাহে মহা ঘটায় দেবদেবীর পূজা করিত। তাহারা শত শত ছাগ-মেষ-কুক্কুট-শূকরাদি প্রাণী বধ করিত এবং গন্ধ পুষ্পের সহিত এই সকল নিহত পশুর রক্তমাংস বলি দিয়া দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিত। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'ইদানীং লোকে দেবার্চ্চনা করিতে গিয়া বহু প্রাণী বধ করিতেছে; অধিকাংশ লোকেই অধর্ম্ম-পথে চলিতেছে; পিতার মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করিলে আমি এমন কোন উপায় অবলম্বন করিব, যাহাতে এই নিষ্ঠুর প্রথা উঠিয়া যাইবে, অথচ লোকেও কোন ক্ষতি বোধ করিবে না।" হৃদয়ে এইরূপ সঙ্কল্প পোষণ করিয়া একদিন কুমার রথারোহণে নগর হইতে বাহির হইলেন। তিনি পথে দেখিতে পাইলেন একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নিকট বিস্তর লোক্ সমবেত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষে কোন দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে এই বিশ্বাসে তাহারা সেখানে কেহ পুত্র, কন্যা, কেহ যশ, ধন, যাহার যেরূপ ইচ্ছা কামনা করিতেছে। বোধিসত্ত্ব রথ হইতে অবতরণ করিয়া ঐ বৃক্ষের নিকট গেলেন, গন্ধপুষ্প দ্বারা উহার পূজা করিলেন, উহার মূলে

জলসেচন করিলেন, এবং প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাতপূর্ব্বক রথারোহণে নগরে প্রতিগমন করিলেন। তদবধি তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ বৃক্ষের নিকট যাইতেন এবং প্রকৃত দেবভক্তের ন্যায় উক্ত নিয়মে উহার পূজা করিতেন।

কালক্রমে পিতার মৃত্যু হইলে বোধিসত্ত্ব সিংহাসনারোহণ করিলেন। তিনি চতুর্ব্বিধ অগতি পরিহার করিয়া এবং দশবিধ রাজধর্ম্ম পালন করিয়া * যথাশাস্ত্র রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার একটী অভিলাষ পূর্ণ হইল—আমি রাজপদ লাভ করিলাম; এখন অপর অভিলাষটী পূর্ণ করিতে হইবে।' তখন তিনি অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে † সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা জানেন কি আমি কি কারণে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছি?" তাঁহারা বলিলেন, "না মহারাজ, আমরা তাহা জানি না।" "আমি যে অমুক বটবৃক্ষকে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিতাম এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিতাম তাহা কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি?" "হাঁ মহারাজ, তাহা আমরা দেখিয়াছি।' "তখন আমি প্রার্থনা করিতাম, যদি কখনও রাজপদ পাই তাহা হইলে বৃক্ষস্থ দেবতার পূজা দিব। সেই দেবতার কৃপাতেই এখন আমি রাজা হইয়াছি। অতএব তাঁহাকে পূজা দিতে হইবে। আপনারা কালবিলম্ব না করিয়া যত শীঘ্র পারেন, পূজার আয়োজন করুন।" "কি আয়োজন করিতে হইবে, মহারাজ?" "আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে আমার রাজ্যে যাহারা জীবসংহার প্রভৃতি পঞ্চদুঃশীলকর্ম্মে এবং দশবিধ অকুশলকর্ম্মে ‡ আসক্ত, তাহাদিগের হৃৎপিণ্ড, মাংস ও রক্ত প্রভৃতি দিয়া দেবতার পূজা করিব। আপনারা এখন ভেরী বাজাইয়া এইরূপ ঘোষণা করুন:—'আমাদের রাজা যখন উপরাজ ছিলেন তখন দেবতার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে রাজপদ লাভ করিলে সমস্ত দুঃশীল প্রজাকে বলি দিবেন। এখন তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন, যাহারা প্রাণাতিপাতাদি পঞ্চবিধ দুঃশীল কর্ম্মে এবং দশবিধ অকুশল কর্ম্মে নিরত, তাহাদের মধ্য হইতে সহস্র ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড ও মাংসাদি দ্বারা দেবতার তৃপ্তিসাধন করিবেন। অতএব নগরবাসীদিগকে জানাইতেছি যে অতঃপর যাহারা এইরূপ পাপাচারে প্রবৃত্ত হইবে, রাজা সেইরূপ দুর্মেধা ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে সহস্র লোকের প্রাণসংহার পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেবঋণ হইতে মুক্ত হইবেন'।" অনন্তর তাঁহার উদ্দেশ্য সুব্যক্ত করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন:—

ছিনু যবে উপরাজ, করিনু মানত আমি
ভক্তিভরে দেবতার ঠাঁই,
সহস্র পাষণ্ডে বধি করিব বৃহৎ যজ্ঞ,
রাজ্য যদি লভিবারে পাই।
হইল কামনা পূর্ণ, ভাবিলাম তবে আমি
সহস্র পাষণ্ড কোথা পাব?
এবে দেখি অগণন রয়েছে পাষণ্ড জন;
দেবঋণে শীঘ্র মুক্ত হব।

* দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দব (মৃদুতা), তপ, অবিরোধনা এই দশবিধ গুণ।

† জাতকে অনেক স্থানে 'ব্রাহ্মণ' ও 'গৃহপতি' এই দুই শব্দের একত্র প্রয়োগ দেখা যায়। 'গৃহপতি' বলিলে যিনি পরিজন লইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতেছেন এমন ব্যক্তিকে বুঝায়। ইহা ইংরাজী householder শব্দের তুল্য। এ অর্থে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণের লোকেই গৃহপতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অতএব এরূপ স্থানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ দ্বারা 'বেদজ্ঞ, অধ্যাপন-নিরত ব্রাহ্মণ' বুঝিতে হইবে, যাহারা ব্রাহ্মণকুলজাত এবং শুদ্ধ গৃহধর্ম্ম পরায়ণ তাহাদিগকে বুঝাইবে না। এইরূপ 'ক্ষত্রিয় ও গৃহপতি' প্রয়োগে 'ক্ষত্রিয়' শব্দ দ্বারাও ক্ষাত্র-ধর্ম্মপরায়ণ অর্থাৎ রাজ্যশাসনে বা যুদ্ধাদিতে রত ব্যক্তিকে বুঝাইবে, ক্ষত্রিয়কুলজাত গৃহস্থমাত্রকে বুঝাইবে না।

‡ শীলের বিপরীতাচার দুঃশীলকর্ম্ম, যথা প্রাণাতিপাত ইত্যাদি। দশ অকুশলকর্ম্ম যথা:—ত্রিবিধ কায়কর্ম্ম (প্রাণঘাত, অদত্তাদান, কাম-মিথ্যাচার); চতুর্ব্বিধ বাক্‌কর্ম্ম। মৃষাবাদ, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য, সম্ফপ্রলাপ

অমাত্যগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্বাদশযোজনব্যাপী বারাণসী নগরের সর্ব্বত্র ভেরী বাজাইয়া এই আদেশ প্রচার করিলেন। তাহা শুনিয়া সকলেই সর্ব্ববিধ দুঃশীল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। বোধিসত্ত্ব যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে কাহাকেও দুঃশীলতা-পরাধে অপরাধী হইতে দেখা যায় নাই। এইরূপে বোধিসত্ত্ব কাহাকেও কোনরূপ দণ্ড না দিয়া সমস্ত প্রজাকে শীলবান্ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং দেহান্তে পারিষদবর্গসহ দেবনগরে গমন করিয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধের শিষ্যগণ ছিলেন বারাণসীরাজের পারিষদগণ এবং আমি ছিলাম বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তকুমার।

৫১—মহাশীলবজ্‌-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কোন বীর্য্যভ্রষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি নিরুৎসাহ হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর করিল, "হাঁ ভগবন্।" "সে কি কথা? এরূপ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে থাকিয়াও তুমি উৎসাহহীন হইলে। প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াও অদম্য উৎসাহবলে প্রনষ্টসৌভাগ্য পুনর্লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণের সময় তাঁহার "শীলবান্ কুমার" এই নাম হয়। ষোড়শ বৎসর বয়সের সময়েই তিনি সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত হন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন-পূর্ব্বক "মহাশীলবান্ রাজা" এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নগরের চতুর্দ্বারে চারিটী, মধ্যভাগে একটী এবং প্রাসাদের পুরোভাগে একটী দানশালা স্থাপিত করিয়া অনাথ ও আতুর-দিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। তিনি শীলপরায়ণ এবং দয়াক্ষান্তিমৈত্রীপ্রভৃতি গুণসম্পন্ন ছিলেন, উপোসথাদি ব্রতপালন করিতেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে সর্ব্বভূতের পরিতোষ সাধন করিতেন।

রাজা মহাশীলবানের এক অমাত্য অন্তঃপুরনিবাসিনী এক রমণীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই কথা রাষ্ট্র হইয়া ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন অমাত্যের অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তখন তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মূঢ়। তুমি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ; অতএব তোমাকে এ রাজ্যে আর থাকিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তুমি স্ত্রীপুত্র ও ধনসম্পত্তি লইয়া অন্যত্র প্রস্থান কর।"

কাশী হইতে এইরূপে নির্ব্বাসিত হইয়া উক্ত অমাত্য কোশলরাজ্যে গমন করিলেন এবং কালক্রমে তত্রত্য রাজার পরম বিশ্বাসভাজন হইলেন। একদিন তিনি কোশলরাজকে বলিলেন, "মহারাজ, কাশীরাজ্য মক্ষিকাবিহীন মধুচক্রসদৃশ, তত্রত্য রাজার প্রকৃতি অতি মৃদু, সামান্য সেনাবল লইয়াই এ রাজ্য অধিকার করিতে পারা যায়।" এই কথা শুনিয়া কোশলরাজ ভাবিলেন, 'কাশী একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য, অথচ এ ব্যক্তি বলিতেছে, অতি অল্প সেনাবলেই ইহা অধিকার করিতে পারা যায়। এ তবে কোন গুপ্তচর নাকি?' অনন্তর তিনি ঐ নির্ব্বাসিত অমাত্যকে বলিলেন, "আমার বোধ হইতেছে তুমি কাশীরাজের গুপ্তচর।" "মহারাজ! আমি গুপ্তচর নহি, আমি সত্য কথাই বলিয়াছি; যদি প্রত্যয় না করেন তবে কাশীরাজ্যের কোন প্রত্যন্তগ্রামবাসীদিগের প্রাণসংহারার্থ লোক প্রেরণ করুন, দেখিবেন এই সকল লোক ধৃত হইয়া কাশীরাজের নিকট নীত হইলে, তিনি ইহাদিগকে দণ্ড দেওয়া দূরে থাকুক, বরং ধন দিয়া বিদায় করিবেন।"

অর্থাৎ বাচালতা), ত্রিবিধ মনঃকর্ম্ম (অভিধ্যা অর্থাৎ তৃষ্ণা বা লোভ, ব্যাপাদ অর্থাৎ ক্রোধ, মিথ্যাদৃষ্টি)। অথবা দশ অকুশলকর্ম্ম বলিলে দান, শীল, ভাবনা ইত্যাদি দশপুণ্যকর্ম্মের বিপরীতানুষ্ঠানও বুঝাইতে পারে।

কোশলবাজ দেখিলেন লোকটী অতি দৃঢ়তাব সহিত কথা বলিতেছে। তখন তিনি ঐ পবামর্শ মতই কার্য্য কবিবাব সঙ্কল্প কবিলেন এবং কতগুলি লোক পাঠাইয়া কাশীবাজেব একখানি প্রত্যন্ত গ্রাম আক্রমণ কবাইলেন। এই পাষণ্ডেরা ধৃত হইয়া কাশীবাজেব নিকট নীত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, "বাপু সকল! তোমবা গ্রামবাসীদিগেব প্রাণবধ কবিলে কেন?" তাঁহাবা উত্তব দিল, "দেব! আমাদেব জীবিকানির্ব্বাহেব অন্য কোন উপায় নাই।" "যদি তাহাই হয়, তবে আমাব নিকট আসিলে না কেন? যাও, এই ধন লইয়া গৃহে ফিবিয়া যাও; আব কখনও এমন কাজ কবিও না।" তাহাবা কোশলে গিয়া তথাকাব বাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন কবিল। কিন্তু এরূপ প্রমাণ পাইয়াও কোশলবাজ কাশী আক্রমণ কবিতে সাহসী হইলেন না; তিনি কাশীবাজ্যেব মধ্যভাগস্থ কোন গ্রামে অত্যাচাব কবিবার জন্য পুনর্ব্বাব লোক পাঠাইলেন। তাহাবাও কাশীবাজেব সমীপে নীত হইয়া পূর্ব্ববৎ সদয় ব্যবহাব প্রাপ্ত হইল। অনন্তব ইহাতেও সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ না হইয়া কোশলবাজ একদল লোককে বাবাণসী নগবেব বাজপথসমূহে লুণ্ঠন কবিতে পাঠাইলেন, কিন্তু ইহাবাও ধৃত হইয়া দণ্ডেব পবিবর্ত্তে ধনলাভ কবিল। তখন কোশলবাজেব প্রতীতি জন্মিল যে, কাশীরাজ অতীব নিবীহ ও ধর্ম্মপবায়ণ। তিনি বলবাহনাদি সঙ্গে লইয়া কাশী অধিকাব কবিবাব জন্য যাত্রা কবিলেন।

এই সময়ে কাশীবাজেব এক সহস্র মহাযোদ্ধা ছিলেন। তাঁহাবা প্রত্যেকেই অসাধাবণ বীর্য্যবান্। তাঁহাবা মত্তমাতঙ্গকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেন না, মস্তকে বজ্রপাত হইলেও বিচলিত হইতেন না, শীলবান্ মহাবাজেব অনুমতি পাইলে তাঁহাবা জম্বুদ্বীপেব সমস্ত বাজ্য জয় কবিতে সমর্থ ছিলেন। কোশলবাজ বাবাণসী জয় কবিতে আসিতেছেন শুনিয়া উক্ত বীরপুরুষেবা কাশীবাজেব নিকট গিয়া এই সংবাদ দিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "অনুমতি দিন, আমাদেব বাজ্যসীমা অতিক্রম কবিবামাত্রই কোশলরাজকে বন্দী কবিয়া আনি।" কাশীরাজ তাঁহাদিগকে নিবাবণ কবিয়া বলিলেন, "বাপ সকল, আমাব জন্য যেন অপবেব কোন অনিষ্ট না হয়। যাহাদেব বাজ্যলোভ আছে, তাহাবা ইচ্ছা কবে ত আমাব বাজ্য অধিকাব করুক।" এদিকে কোশলরাজ কাশীবাজ্যেব সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক জনপদে প্রবেশ কবিলেন, এবং অমাত্যেবা কাশীবাজেব নিকট গিয়া যুদ্ধ কবিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু কাশীবাজ ইঁহাদিগকেও নিবাবণ কবিলেন। অতঃপর কোশলরাজ বাজধানীব পুবোভাগে উপনীত হইয়া কাশীবাজকে দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "হয় যুদ্ধ কব, নয় বাজ্য ছাড়িয়া দাও।" কাশীবাজ উত্তব দিলেন, "যুদ্ধ করিব না; ইচ্ছা হয় আপনি বাজ্য গ্রহণ কবিতে পাবেন।" অমাত্যেবা তখনও তাঁহাকে বলিলেন, "দেব, আজ্ঞা দিন, কোশলবাজকে নগবে প্রবেশ কবিতে দিব না, বাহিবে যুদ্ধ কবিয়াই তাঁহাকে বন্দী কবিয়া আনিব।" কিন্তু বাজা মহাশীলবান্ ইহাতে সম্মত হইলেন না; অপিচ নগব-দ্বাব খুলিয়া দিলেন এবং অমাত্য-সহস্র-পবিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া বহিলেন।

কোশলবাজ বিপুল বলবাহনসহ পুবমধ্যে প্রবেশ কবিলেন; এক প্রাণীও তাঁহাব গতিবোধ কবিল না। তিনি বাজভবনে উপস্থিত হইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ কবিলেন, এবং নিবপবাধ কাশীবাজ ও তাঁহাব সহস্র অমাত্যকে বন্দী কবিয়া আদেশ দিলেন, "ইহাদিগকে পিঠমোড়া কবিয়া বাঁধ, আমক শ্মশানে * গর্ত্ত খুঁড়িয়া গলা পর্য্যন্ত মাটিব মধ্যে পোত; গর্ত্তেব মাটি চাবিপাশে এমন কবিয়া পিটিয়া দেও, যেন ইহাবা হাত নাড়িতে না পাবে, তাহা হইলে রাত্রিকালে ইহাদিগকে শিয়াল কুকুবে খাইয়া ফেলিবে।" চোববাজেব † ভৃত্যেবা

* আমক-শ্মশান—যেখানে শব দগ্ধ কবা হয় না, পচিয়া গলিয়া শৃগাল কুকুবেব ভক্ষ্য হয়।
† যে ব্যক্তি রাজ্য অপহরণ করিয়াছে (ইংরাজীতে usurper)। এখানে এই শব্দে কোশলবাজকে বুঝাইতেছে।

এই নিষ্ঠুব আজ্ঞা শিবোধার্য্য করিয়া কাশীরাজ ও তাঁহাব অমাত্যদিগকে পিঠমোড়া কবিয়া বান্ধিয়া লইয়া গেল।

এত অত্যাচাবেও কাশীরাজের মনে চোববাজেব প্রতি কোনরূপ ক্রোধেব উদ্রেক হইল না। তাঁহাব পার্শ্বচবগণও এমন সুবিনীত ছিলেন যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াও তাঁহাদিগেব মধ্যে কেহই প্রভুর ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না। চোববাজেব ভৃত্যেবা তাঁহাদিগকে শ্মশানে লইয়া গেল; সেখানে গর্ত্ত খনন কবিয়া মধ্যভাগে বাজাকে এবং উভয় পার্শ্বে অমাত্য দিগকে আকণ্ঠ মৃত্তিকায় প্রোথিত কবিল এবং গর্ত্তের মধ্যে মাটি ফেলিয়া এমন কবিয়া পিটিল যে কাহারও নডিবাব চডিবাব সাধ্য বহিল না। এ অবস্থাতেও শীলবান্ বাজাব মনে চোববাজেব উপব অণুমাত্র ক্রোধেব সঞ্চাব হইল না। চোব-বাজেব ভৃত্যেবা চলিয়া গেলে তিনি অমাত্যদিগকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, হৃদয়ে মৈত্রী পোষণ কব; অন্য কোন ভাবকে স্থান দিও না।"

নিশীথ সময়ে শৃগালেরা মনুষ্যমাংস আহাব করিবাব জন্য সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া বাজা ও অমাত্যগণ এক সঙ্গে এমন বিকট চীৎকাব কবিলেন যে শৃগালেরা ভয় পাইয়া পলায়ন কবিল। কিন্তু তাহাবা কিয়দ্দূব গিয়া যখন পশ্চাতে মুখ ফিবাইয়া দেখিল কেহই তাহাদেব অনুধাবন কবিতেছে না, তখন তাহাবা ফিরিয়া আসিল। বাজা ও তাঁহাব অমাত্যগণ পুনর্ব্বাব চীৎকাব কবিলেন, শৃগালেবাও পুনর্ব্বাব পলায়ন কবিল এবং পুনর্ব্বাব ফিবিল। এইরূপে একে একে তিনবাব পলাইয়া শৃগালেবা যখন দেখিতে পাইল কেহই তাহাদিগকে তাডা কবিতেছে না, তখন তাহাদের সাহস বাড়িল. তাহাবা বুঝিল যে, এ সকল লোক প্রাণদণ্ডেব আজ্ঞায় নিবদ্ধ; অতএব তাহাবা আব পলায়ন কবিল না। পালেব প্রধান শৃগাল বাজাকে খাইতে গেল, অন্যান্য শৃগাল অমাত্যদিগকে খাইতে গেল।

উপায়কুশল কাশীবাজ শৃগালকে অগ্রসব হইতে দেখিয়া গলা বাড়াইয়া দিলেন। শৃগাল ভাবিল তিনি যেন তাহাব দংশনেবই সুবিধা কবিয়া দিতেছেন। কিন্তু সে যেমন দংশন কবিতে উদ্যত হইল, অমনি তিনি তাহাবই গ্রীবা দংশন কবিয়া ধবিলেন। তাঁহাব হনুতে যন্ত্রেব মত এবং দেহে হস্তীব মত বল ছিল, কাজেই শৃগাল তাঁহাব দশনপঙ্‌ক্তি হইতে মুক্তিলাভ কবিতে না পাবিয়া মবণভয়ে বিকট বব কবিয়া উঠিল। তাহাব আর্ত্তনাদ শুনিয়া অপব শৃগালেবা মনে কবিল, তাহাদেব দলপতি নিশ্চিত কোন মানুষেব হাতে ধবা পড়িয়াছে। তখন তাহারা সকলেই অমাত্যদিগকে পবিত্যাগ কবিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল।

বাজা যে শৃগালকে হনুদ্বাবা ধবিয়া বাখিয়াছিলেন, সে লাফালাফি কবিতে কবিতে তাঁহাব চতুষ্পার্শ্বেব মৃত্তিকা শিথিল কবিয়া দিল। চতুষ্পার্শ্বেব মৃত্তিকা শিথিল হইয়াছে জানিয়া বাজা শৃগালকে ছাডিয়া দিলেন এবং গজোপম বলপ্রয়োগপূর্ব্বক এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে দেহ চালিত কবিয়া হাত দুইখানি উপবে তুলিলেন। অনন্তব গর্ত্তেব দুই ধার ধবিয়া তিনি বিবব হইতে বাতবিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডবৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং একে একে অমাত্যদিগেব উদ্ধাব সাধন কবিলেন।

ঐ শ্মশানে যে সকল যক্ষ থাকিত তাহাদেব প্রত্যেকেব জন্য এক একটী অংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল। যে দিনের কথা হইতেছে, সে দিন কতিপয় লোক দুই যক্ষেব সীমাব উপব একটা শব ফেলিয়া গিয়াছিল। যক্ষদ্বয় এই শব বিভাগ কবিতে না পাবিয়া বলিল, "চল, ঐ শীলবান্ বাজার নিকট যাই। উনি ধার্ম্মিক; এই শব বিভাগ কবিয়া আমাদেব যাহাব যতটুকু প্রাপ্য তাহা ঠিক করিয়া দিবেন।" অনন্তব তাহাবা সেই শবেব পা ধবিয়া টানিতে টানিতে বাজাব নিকট গেল এবং শব ভাগ কবিয়া দিতে অনুরোধ কবিল। বাজা বলিলেন, "ভাগ কবিযা দিব বটে, কিন্তু আমি অশুচি অবস্থায় আছি। অগ্রে আমাকে স্নান কবাও।" চোববাজেব জন্য যে সুবাসিত জল ছিল, যক্ষদ্বয় প্রভাববলে তাহা আহবণ কবিয়া শীলবান্ বাজাকে স্নান কবাইল;

স্নান হইলে চোররাজের জন্য যে পরিচ্ছদ ছিল তাহা আনিয়া তাঁহাকে পরাইল; চতুর্ব্বিধগন্ধ-সমন্বিত * সুবর্ণপেটিকা আনিয়া তাঁহাকে অনুলেপন করিতে দিল, সুবর্ণপেটিকার অভ্যন্তরে মণিখচিত তালবৃন্তের উপর পুষ্প ছিল, তাহা আনিয়া তাঁহাকে সাজাইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজ! আর কিছু অনুমতি করেন কি?" রাজা বলিলেন, "আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া যক্ষদ্বয় চোররাজের জন্য যে নানারসসমন্বিত অন্ন প্রস্তুত ছিল তাহা লইয়া আসিল। স্নাত, অনুলিপ্ত ও কৃতবেশবিন্যাস রাজা সেই উৎকৃষ্ট অন্ন আহার করিলেন। চোররাজের জন্য সুবর্ণভৃঙ্গারে সুগন্ধ পানীয় জল ছিল, যক্ষদ্বয় সুবর্ণময় পানপাত্রসহ উহাও আনয়ন করিল। কাশীরাজ জলপান করিয়া মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক হাত ধুইতে লাগিলেন, এদিকে যক্ষদ্বয় চোররাজের জন্য প্রস্তুত পঞ্চসুগন্ধযুক্ত † তাম্বুল আনিয়া দিল। কাশীরাজ তাম্বুল খাইতে লাগিলেন; যক্ষেরা বলিল, "আর কি করিতে হইবে আদেশ করুন।" কাশীরাজ বলিলেন, "চোররাজের উপধানের নিম্নে আমার মঙ্গল খড়্গ আছে, তাহা লইয়া আইস।" যক্ষেরা মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই খড়্গ লইয়া উপস্থিত হইল।

রাজা খড়্গ গ্রহণ করিয়া শবটাকে দাঁড় করাইলেন, উহার মস্তকে আঘাত করিয়া সমান দুই ভাগে চিরিয়া যক্ষদ্বয়কে এক এক অংশ দিলেন এবং খড়্গ ধুইয়া কোষের মধ্যে রাখিলেন। যক্ষেরা মনুষ্য মাংস খাইয়া পরিতৃপ্ত হইল এবং "মহারাজ আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে?" জিজ্ঞাসা করিল। রাজা বলিলেন, "তোমরা আমাকে স্বীয় প্রভাববলে চোর-রাজের শয়নকক্ষে এবং এই অমাত্যদিগকে ইঁহাদের নিজ নিজ গৃহে রাখিয়া আইস।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাহাই করিল।

চোররাজ বিচিত্র শয়নকক্ষে বিচিত্র শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন। কাশীরাজ খড়্গতল দ্বারা তাহার উদরে আঘাত করিলেন। চোররাজ মহা ভীত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং দীপালোকে দেখিতে পাইলেন শীলবান্ রাজা তাঁহার শয়নপার্শ্বে দণ্ডায়মান। তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সাহসে ভর করিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এখন নিশীথকাল, চতুর্দ্দিকে প্রহরী রহিয়াছে, দ্বারগুলি অর্গলনিরুদ্ধ; আমার শয়নগৃহে জনপ্রাণীর প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই, এরূপ অবস্থায় আপনি কিরূপে বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া খড়্গহস্তে এখানে আগমন করিলেন?" কাশীরাজ নিজের আগমন-বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া চোররাজের অনুতাপ জন্মিল। তিনি কহিলেন, 'অহো! রক্তমাংসাশী, ভীষণ ও নিষ্ঠুর রাক্ষসেরা পর্য্যন্ত আপনার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিল, আর আমি মানুষ হইয়াও তাহা বুঝিতে পারিলাম না! অতঃপর আমি আর কখনও আপনার ন্যায় শীলসম্পন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিব না।" অনন্তর তিনি খড়্গস্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কাশীরাজকে রাজশয্যায় শয়ন করাইলেন এবং নিজে একটী সামান্য শয্যায় শুইয়া রহিলেন।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, কোশলরাজ ভেরীবাদন দ্বারা সমস্ত সৈন্য, অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে সমবেত করাইয়া তাঁহাদের সমক্ষে পূর্ণচন্দ্রনিভ শীলবান্ রাজার গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিলেন, সভামধ্যে পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, অদ্যাবধি এই রাজ্যের বিদ্রোহীদিগের দমন করিবার ভার আমি লইলাম; আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব, আপনি

* চতুর্ব্বিধ গন্ধ যথা, তুরুষ্ক, যবনপুষ্প (কুন্দুরু বা লোবান্; ইংরাজী frankincense); তগরক (এক প্রকার সুগন্ধ চূর্ণ) এবং তুরুষ্ক (শিলারস)। ইহা হইতে বুঝা যায়, অতি প্রাচীন কালেই তুরুষ্ক প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে নানাবিধ বিলাসসামগ্রী আনীত হইত।

† লবঙ্গ, কর্পূর ইত্যাদি।

প্রজাপালন করুন।" অনন্তর তিনি সেই বিশ্বাসঘাতক অমাত্যের দণ্ডবিধান করিলেন এবং সৈন্য সামন্ত লইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

সানন্দে শীলবান্ রাজা মৃগপাদযুক্ত স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি নিজের মহিমা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন :— "আমি যদি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতাম, তাহা হইলে এই ঐশ্বর্য্য পুনর্লাভ করিতে পারিতাম না, আমার অমাত্যদিগেরও জীবনরক্ষা হইত না। উৎসাহ-বলেই আমি আবার রাজপদ পাইলাম, অমাত্যদিগেরও প্রাণরক্ষা হইল। অহো! উৎসাহের কি অদ্ভুত ফল! সকলেরই আশায় বুক বান্ধিয়া নিরন্তর উৎসাহশীল হওয়া কর্তব্য।" অনন্তর তিনি হৃদয়ের আবেগে এই গাথা বলিলেন :—

> ছাড়িও না আশা, কর, কর চেষ্টা অবিরাম,
> অবশ্য নিশ্চয় ফলে পূর্ণ হবে মনস্কাম।
> উৎসাহের বলে, দেখ, সমুদ্রং অতিক্রমি
> ফল যাহা চাই তাহা লভিয়াছি সব আমি।

হৃদয়ের আবেগে বোধিসত্ত্ব এই রূপে উৎসাহের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "শীলসম্পন্ন বীর্য্য কখনও বিফল হয় না।" অতঃপর বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলেন।

[কথা শেষ হইলে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই বীর্যভ্রষ্ট ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বিশ্বাসঘাতক অমাত্য, বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই সহস্র বিনয়ী অমাত্য, আমি ছিলাম মহাশীলবান।]

৫২—চুল্লজনক-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অপর একজন উৎসাহভ্রষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত মহাজনকজাতকে (৫৩৯) বর্ণিত হইবে।]

রাজা শ্বেতচ্ছত্রতলে উপবেশন করিয়া এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন :—

> ছাড়িও না আশা, কর চেষ্টা অবিরাম,
> অবশ্য উদ্যমে পূর্ণ হবে মনস্কাম।
> চেষ্টাবলে উত্তরিয়া দুস্তর সাগরে
> পাইলাম কূল পুনঃ প্রহৃষ্টঅন্তরে।

[ইহা শুনিয়া সেই নিরুৎসাহ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তখন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ছিলেন জনক রাজা।]

৫৩—পূর্ণপাত্রী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে বিষমিশ্রিত খাদ্যসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

একদিন শ্রাবস্তী নগরের কতিপয় সুরাপায়ী একস্থানে সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "আজ মদ কিনিবার পয়সা নাই; কি উপায়ে পয়সা যোগাড় করা যায়?" ইহা শুনিয়া একটা গুণ্ডা বলিল, "তাহার জন্য ভাবনা কি? আমি একটা উপায় বলিয়া দিতেছি।" "কি উপায় বলিবে?" "অনাথপিণ্ডদ রাজদর্শনে যাইবার সময় মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ও অঙ্গুরীয়ক পরিধান করিয়া যান। এস, আমরা অনাথপিণ্ডদের আগমনকালে সুরাপাত্রে বিসংজ্ঞীকরণ ভৈষজ্য মিশাইয়া আপানভূমি সাজাইয়া রাখি, যখন তিনি আসিবেন তখন বলিব, 'আসুন,

---

* চুল=চুল্ল (সংস্কৃত ক্ষুল্ল বা ক্ষুদ্র, ইহা সম্ভবতঃ 'ক্ষুদ্র' শব্দজাত।)

মূলে "ককখলধুত্তো" এই পদ আছে। 'ককখল' শব্দ সংস্কৃত 'কক্খট' শব্দজাত।

মহাশ্রেষ্ঠিন্, একপাত্র পান করুন।' অনন্তর, বিষাক্ত মদ্য পান করিয়া তিনি যখন অচেতন হইয়া পড়িবেন, তখন তাঁহার অঙ্গুরীয়ক ও পরিচ্ছদ লইয়া সুরার মূল্য যোগাড় করিব।"

"এ অতি উত্তম পরামর্শ" এই কথা বলিয়া মদ্যপায়ীরা তখনই সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিল এবং অনাথপিণ্ডদের আগমনকালে পথে গিয়া বলিল, "প্রভু, দয়া করিয়া একবার আমাদের আপান-ভূমিতে পায়ের ধূলা দিন। আমরা আজ অতি উৎকৃষ্ট সুরা সংগ্রহ করিয়াছি, আপনি তাহার একটু পান করিয়া যাইবেন।"

অনাথপিণ্ডদ ভাবিলেন, "কি! যে আর্য্যশ্রাবক স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করিয়াছে, সে কি কখনও সুরাস্পর্শ করিতে পারে! কিন্তু সুরাপানের ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে ইহাদের ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে।" তিনি আপান-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, সুরা বিষমিশ্রিত হইয়াছে। তখন যাহাতে দস্যুরা পলায়ন করে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি বলিলেন, "অরে ধূর্ত্তগণ, তোরা এইরূপ বিষমিশ্রিত সুরা পান করাইয়া পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিস্। তোরা তোদের আপান-ভূমিতে বসিয়া কেবল সুরার প্রশংসাই করিস্, কিন্তু নিজেরা কেহ উহা পান করিস্ না। যদি এই সুরা সত্যই বিষবর্জ্জিত হয়, তবে নিজেরা পান করিস্ না কেন?" চালাকি ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া ধূর্ত্তেরা তখনই সেস্থান হইতে পলায়ন করিল। অনাথপিণ্ডদও শাস্তাকে এই কথা জানাইবার জন্য জেতবনে গেলেন।

শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, ধূর্ত্তেরা এজন্মে তোমায় বঞ্চনা করিতে গিয়াছিল; অতীত জন্মে তাহারা পণ্ডিতদিগকেও বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পূর্ব্বকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজশ্রেষ্ঠীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। কতিপয় সুরাপায়ী তখনও তাঁহাকে ঠিক এইরূপে বিষমিশ্রিত সুরাপান করাইয়া অচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বোধিসত্ত্বের সুরাপানের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাহাদের ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আপান ভূমিতে গিয়াছিলেন এবং তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সুরা বিষমিশ্রিত। অনন্তর তাহারা যাহাতে পলায়ন করে এরূপ উপায় স্থির করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, রাজভবনে গমন কালে সুরাপান করা বিধেয় নহে; তোমরা এখানে বসিয়া থাক; আমি ফিরিবার সময় ভাবিয়া দেখিব, পান করিতে পারি কি না।

বোধিসত্ত্ব যখন রাজভবন হইতে প্রতিগমন করিতেছিলেন তখন ধূর্ত্তেরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিল। তিনি আপানভূমিতে গিয়া বিষমিশ্রিত সুরাপাত্র দেখিয়া বলিলেন, "অরে ধূর্ত্তগণ, তোদের আকার প্রকার ত আমার কাছে ভাল বোধ হইতেছে না। আমি যাইবার সময় পানপাত্রগুলি যেমন পূর্ণ দেখিয়াছিলাম, এখনই সেগুলি তেমনি আছে; তোরা সুরার গুণ কীর্ত্তন করিতেছিস্ বটে, কিন্তু নিজেরা এক বিন্দুও পান করিস্ নাই। এ সুরা যদি ভাল হইবে তবে তোরা পান করিলি না কেন? ইহা নিশ্চিত বিষমিশ্রিত।" এইরূপে ধূর্ত্তদিগের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন:—

মুখে বলিস্ সুরা মোদের অতি চমৎকার;
একটী বিন্দু তবু কেন পান করিস্নি তার?
পূর্ব্বমত পাত্রগুলি পূর্ণ দেখ্‌তে পাই;
বিষমিশান সুরা তোদের বুঝ্‌লাম আমি তাই।

বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন সৎকার্য্য করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন।

[সমবধান—তোমার সহিত যে সকল ধূর্ত্তের দেখা হইয়াছিল তখন তাহারা ছিল সেই সকল ধূর্ত্ত এবং আমি ছিলাম বারাণসীর শ্রেষ্ঠী।]

৫৪—ফল-জাতক।

[এক উপাসক কোন্ ফল ভাল, কোন্ ফল মন্দ ইহা অতি সুন্দর বুঝিতে পারিত। * এ সম্বন্ধে অন্য কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না। একদিন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন:—

* মূলে 'ফলকুশল' এই পদ আছে।

একদিন শ্রাবস্তী নগরের জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া উদ্যানমধ্যে তাঁহাদের আসন করিয়া দেন এবং যাগু ও খজ্জ দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান। তদনন্তর তিনি উদ্যানপালককে বলেন, 'ভিক্ষুদিগের সঙ্গে যাও, ইঁহারা আম্রাদি ফল যে যাহা চাহিবেন, পাড়িয়া দিবে।' সে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ভিক্ষুদিগের সহিত উদ্যানে বেড়াইতে লাগিল এবং গাছের দিকে তাকাইয়া কোন্ ফলটা বেশ পাকিয়াছে, কোনটা আধ পাকা কোনটা কাঁচা এইরূপ বলিতে লাগিল। সে যে ফলটা সম্বন্ধে যাহা বলিল, পাড়িলে দেখা গেল তাহাই ঠিক। ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট ফিরিয়া উদ্যানপালকের ফলকুশলতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শাস্তা বলিলেন "ভিক্ষুগণ কেবল এই উপাসকই যে একা ফলকুশল তাহা মনে করিওনা ; পুরাকালে পণ্ডিতেরাও এরূপ ফলকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়, বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি পঞ্চশত শকট লইয়া বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি কোন বৃহৎ অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার জন্য তাহাকে ঐ অরণ্যের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে দেখিয়া তিনি অনুচরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি এই বনে নাকি বিষবৃক্ষ আছে। অতএব সাবধান, আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব কোন ফল, ফুল বা পত্র আহার করিও না।" তাহারা সকলেই তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিবে বলিয়া স্বীকার করিল। অনন্তর সকলে বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

এই বনের সীমাসন্নিধানেই একখানি গ্রাম এবং ঐ গ্রামের পূর্বোভাগে একটী কিম্ফল* বৃক্ষ ছিল। কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল সকল বিষয়েই সেই কিম্ফলবৃক্ষ আম্রবৃক্ষের অনুরূপ ছিল। কেবল দেখিতে নয়, আস্বাদে ও গন্ধেও, কাঁচা হউক, পাকা হউক, কিম্ফলে ও আম্রফলে কোন প্রভেদ দেখা যাইত না ; কিন্তু উদরস্থ হইলে ইহা হলাহলের ন্যায় জীবনান্ত ঘটাইত।

বোধিসত্ত্বের কয়েকজন লোভী অনুচর দলের আগে আগে যাইতেছিল। তাহাদের কেহ কেহ কিম্ফলকে আম্রফল বিবেচনা করিয়া কয়েকটা খাইয়া ফেলিল, কিন্তু অনেকে বিবেচনা করিল 'বোধিসত্ত্বকে না জিজ্ঞাসা করিয়া খাওয়া ভাল নহে।' তাহারা ফল হাতে করিয়া বসিয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহারা বলিল, "আর্য্য, আমরা এই আম্রফল খাইব কি ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ইহা আম্রফল নহে, কিম্ফল, ইহা খাইতে নাই।" অনন্তর, যাহারা ফল খাইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে বমন করাইলেন এবং চতুর্মধুর খাওয়াইলেন। এইরূপে তাহারা আরোগ্য লাভ করিল।

ইহার পূর্ব্বে সার্থবাহেরা বহুবার এই বৃক্ষের তলে অবস্থিতি করিয়া আম্রফল ভ্রমে কিম্ফল খাইয়াছিল এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। পরদিন গ্রামবাসীরা আসিয়া তাহাদের মৃতদেহ দেখিতে পাইত, পা ধরিয়া টানিয়া শবগুলি কোন নিভৃতস্থানে ফেলিয়া দিত এবং শকট সুদ্ধ সমস্ত দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া চলিয়া যাইত।

এ দিনও প্রভাত হইবামাত্র তাহারা লুণ্ঠনের আশায় বৃক্ষাভিমুখে আসিল ; কেহ কেহ বলিতে লাগিল "আমরা বলদগুলা লইব", কেহ কেহ বলিতে লাগিল "আমরা গাড়ীগুলা লইব," কেহ কেহ বলিতে লাগিল "আমরা মাল লইব।" কিন্তু বৃক্ষমূলে আসিয়া দেখে এক প্রাণীও মরে নাই, সকলেই বেশ সুস্থ আছে! গ্রামবাসীরা তখন নিরাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এটা যে আম গাছ নয় তাহা তোমরা কিরূপ বুঝিলে ?" বোধিসত্ত্বের লোকেরা বলিল, "আমরা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু সার্থবাহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।"

তখন গ্রামবাসীরা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পণ্ডিতবর, এটা যে আম গাছ নয় তাহা আপনি কিরূপে স্থির করিলেন ?"

---

* যাহার ফল কিরূপ তাহা জানা নাই।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দুই কারণে তাহা বুঝিয়াছি :—

গ্রামদ্বারে শোভে বৃক্ষ, দুরারোহ নয়,
ফলভারে কিন্তু সদা অবনত রয়।
ইহাতে বুঝিনু, শুন, গ্রামবাসিগণ,
এফল সুফল নহে, খাইলে মরণ।"

অনন্তর সমবেত লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব নিরাপদে গন্তব্য দেশে চলিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই সার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই সার্থবাহ।]

৫৫—পঞ্চায়ুধ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক বীর্য্যভ্রষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।]

শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি নাকি নিতান্ত নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিল, "হাঁ ভগবন্।" "অতীত যুগে পণ্ডিতেরা উপযুক্তকালে বীর্য্য প্রয়োগ করিয়া রাজসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা সেই প্রাচীন কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামকরণ দিবসে তদীয় জনক জননী অষ্টশত দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট উপহার দিয়া পুত্রের অদৃষ্ট কিরূপ হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞেরা বোধিসত্ত্বকে সুলক্ষণসম্পন্ন দেখিয়া উত্তর করিলেন, "মহারাজ, এই কুমার আপনার মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করিয়া সর্ব্বগুণোপেত ও প্রবলপ্রতাপান্বিত হইবেন; পঞ্চবিধ আয়ুধের * প্রভাবে ইঁহার যশঃ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইবে; সমস্ত জম্বুদ্বীপে ইঁহার সমকক্ষ কেহ থাকিবে না।" এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া বোধিসত্ত্বের জনক জননী তাঁহার নাম রাখিলেন 'পঞ্চায়ুধ কুমার।'

বোধিসত্ত্ব যখন ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন, তখন ব্রহ্মদত্ত একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, এখন বিদ্যা শিক্ষা কর।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিব, বাবা?" রাজা বলিলেন, "গান্ধার-রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে এক দেশবিখ্যাত আচার্য্য আছেন, তাঁহার নিকট গিয়া বিদ্যাভ্যাস কর। তাঁহাকে এই সহস্রমুদ্রা দক্ষিণা দিও।"

বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় গমন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলেন। অনন্তর, যখন তিনি বারাণসীতে প্রতিগমন করিতে চাহিলেন, তখন আচার্য্য তাঁহাকে পঞ্চবিধ আয়ুধ দিলেন। বোধিসত্ত্ব সেই পঞ্চায়ুধ লইয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বারাণসীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে এক বন ছিল; সেখানে শ্লেষলোম নামে এক যক্ষ বাস করিত। বোধিসত্ত্ব এই বনের নিকটবর্ত্তী হইলে যাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইল, তাহারা তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে বারণ করিল। তাহারা বলিল, "ঠাকুর, এই বনে প্রবেশ করিও না; ইহার মধ্যে শ্লেষলোম নামে এক যক্ষ আছে; সে যাহাকে দেখিতে পায়, তাহাকেই মারিয়া ফেলে। বোধিসত্ত্ব আত্মবল বুঝিতেন, তিনি নির্ভীক সিংহের ন্যায় বনে প্রবেশ করিলেন এবং উহার মধ্যভাগে উপনীত হইলেন। তখন যক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তাহার শরীর তালতরুর ন্যায়, মস্তক একটা কূটাগারের † ন্যায়, চক্ষুদুইটী দুইটা গামলার মত, উপরের দুইটা দাঁত দুইটা মূলার মত, মুখ বাজপাখীর মুখের মত, উদর নানা বর্ণে চিত্রিত, হস্ত ও পাদ নীলবর্ণ। সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, "কোথায় যাচ্ছ? থাম, তুমি আমার খাদ্য।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখ যক্ষ, আমি নিজের বল বুঝিয়া সুঝিয়াই এই বনে প্রবেশ করিয়াছি। তুমি আমার সম্মুখীন হইয়া বুদ্ধিমানের কাজ কর নাই,

* খড়্গ, শক্তি, ধনুঃ, পরশু ও চর্ম্ম। † কূটাগার = চিলা কোঠা।

কারণ আমি বিষাক্ত শর নিক্ষেপ করিয়া, তুমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছ সেইখানেই, তোমায় নিপাত করিব।" এই বলিয়া তিনি শরাসনে হলাহলযুক্ত শরসন্ধান করিয়া যক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু উহা যক্ষের লোমে আবদ্ধ হইয়া ঝুলিতে লাগিল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব একে একে পঞ্চাশটী শর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সমস্তই যক্ষের লোমে আবদ্ধ হইয়া রহিল, শরীর বিদ্ধ করিতে পারিল না। যক্ষ একবার গা ঝাড়া দিয়া সমস্ত বাণ নিজের পাদমূলে ফেলিয়া দিল, এবং বোধিসত্ত্বকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। বোধিসত্ত্ব হুঙ্কার ছাড়িয়া খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া আঘাত করিলেন। ঐ খড়্গখানা তেত্রিশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ছিল, কিন্তু ইহাও যক্ষের লোমস্পর্শ করিবামাত্র আবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, মুদ্গর দ্বারা প্রহার করিলেন; কিন্তু সমস্তই অন্যান্য অস্ত্রের ন্যায় যক্ষের লোমে আবদ্ধ হইয়া রহিল। তখন বোধিসত্ত্ব সিংহনিনাদে বলিলেন, "যক্ষ! আমার নাম যে পঞ্চায়ুধকুমার তাহা বোধ হয় তোমার জানা নাই। আমি যে কেবল ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই তোমার বনে প্রবেশ করিয়াছি তাহা মনে করিও না, আমার দেহেও বিলক্ষণ বল আছে। আমি এক মুষ্ট্যাঘাতে তোমার শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছি।" কিন্তু তিনি যেমন দক্ষিণ হস্তদ্বারা যক্ষকে প্রহার করিলেন, অমনি উহা তাহার লোমে আবদ্ধ হইল। তিনি বামহস্তদ্বারা আঘাত করিলেন, বামহস্তও আবদ্ধ হইল, দক্ষিণ পাদদ্বারা আঘাত করিলেন, দক্ষিণ পাদও আবদ্ধ হইল; বামপাদদ্বারা আঘাত করিলেন, বামপাদও আবদ্ধ হইল। কিন্তু তখনও বোধিসত্ত্ব নির্ব্বীর্য্য হইলেন না। "তোমাকে এখনই চূর্ণ বিচূর্ণ করিব" বলিয়া এবার তাহাকে মস্তক দ্বারা আঘাত করিলেন, কিন্তু মস্তকও লোমজালে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

এইরূপে পঞ্চাঙ্গে আবদ্ধ হইয়া বোধিসত্ত্ব যক্ষের দেহের উপর ঝুলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মানসিক তেজ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। যক্ষ ভাবিল, "এই ব্যক্তি দেখিতেছি অদ্বিতীয় পুরুষসিংহ, আমার ন্যায় যক্ষের হাতে পড়িয়াও ইহার কিছুমাত্র সন্ত্রাস জন্মে নাই। আমি এত দিন এই বনে মানুষ ধরিয়া খাইতেছি, কিন্তু কখনও এরূপ নির্ভীক লোক দেখি নাই। এ যে কিছুমাত্র ভয় পাইতেছে না, ইহার কারণ কি?" সে বোধিসত্ত্বকে তখনই খাইয়া ফেলিতে সাহস করিল না, সে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, তোমার মরণভয় নাই কেন?"

বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "যক্ষ! ভয় করিব কেন? একবার জন্মিলে একবার মরণ ইহা ত অবধারিত। অধিকন্তু আমার উদরে বজ্রায়ুধ * আছে, তুমি আমাকে খাইতে পার, কিন্তু ঐ আয়ুধ জীর্ণ করিতে পারিবে না; উহা তোমার অন্ত্রগুলি খণ্ডবিখণ্ড করিবে; সুতরাং আমার মরণে তোমারও মরণ হইবে। এখন বুঝিলে আমার মরণভয় নাই কেন?"

ইহা শুনিয়া যক্ষ ভাবিতে লাগিল, "এই ব্রাহ্মণকুমার সত্যই বলিয়াছে। এরূপ পুরুষসিংহের শরীরের মুদ্গবীজমাত্র মাংসও আমি জীর্ণ করিতে পারিব না। ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।" এইরূপে নিজমরণভয়ে ভীত হইয়া সে বোধিসত্ত্বকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "ব্রাহ্মণকুমার, তুমি পুরুষসিংহ, তুমি আমার হস্ত হইতে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মুক্তিলাভ করিয়া জ্ঞাতিবর্গের ও স্বজনের আনন্দবর্দ্ধনার্থ স্বদেশে গমন কর।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যক্ষ! আমি ত চলিলাম, কিন্তু তোমার কি গতি হইবে? তুমি পূর্ব্বজন্মকৃত অকুশল কর্ম্মের ফলে অতিলোভী, হিংসাপরায়ণ, পররক্তমাংসভুক্ যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি ইহ জীবনেও এইরূপ অকুশল কর্ম্মেই নিরত থাক, তাহা হইলে তোমাকে এক অন্ধকার হইতে অপর অন্ধকারে গতি লাভ করিতে হইবে। কিন্তু যখন আমার দর্শন লাভ করিয়াছ, তখন আর অকুশল কর্ম্মে আসক্ত থাকিতে পারিবে না। প্রাণিহত্যা মহাপাপ,

* জ্ঞানরূপ তরবারি। খাইবনে ও বৌদ্ধশাস্ত্রে জ্ঞান, আস্তিক্য-বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মার রক্ষাসাধক গুণগুলি অস্ত্রশস্ত্রাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নিরয়গমন, তীর্য্যগ্‌যোনিলাভ, প্রেত বা অসুররূপে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ প্রভৃতি ইহার অপরিহার্য্য পরিণাম। যদি দৈবাৎ নররূপেও পুনর্জ্জন্ম লাভ হয়, তাহা হইলেও প্রাক্তনফলে আয়ুষ্কাল অতীব অল্প হইয়া থাকে। *

এবংবিধ উপদেশ পরম্পরায় বোধিসত্ত্ব পঞ্চদুঃশীল কর্ম্মের অশুভ ফল এবং পঞ্চশীলের শুভ ফল প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে নানা উপায়ে তিনি যক্ষের মনে পারলৌকিক ভয় উৎপাদিত করিলেন এবং তাহাকে সংযমী ও পঞ্চশীলপরায়ণ করিয়া তুলিলেন। অনন্তর তাহাকে ঐ বনের দেবত্বপদে স্থাপিত করিয়া, পূজোপহার গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়া এবং অপ্রমত্ত থাকিতে বলিয়া বোধিসত্ত্ব বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথে যে সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাদিগকে তিনি যক্ষের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের সংবাদ দিয়া গেলেন।

অবশেষে পঞ্চায়ুধ-কুমার বারাণসীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন। উত্তরকালে স্বয়ং রাজপদ লাভ করিয়া তিনি যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিয়াছিলেন এবং দানাদি পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ পরিণত বয়সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

[কথাবসানে ভগবান অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

বিষয়-বাসনাহীন চিত্ত আর মন,
ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান সদা নির্ব্বাণ-কারণ,
এরূপ লক্ষণযুত সাধু সদাশয়
সর্ব্ববন্ধ-বিনির্ম্মুক্ত জানিবে নিশ্চয়।

এইরূপে অর্হত্ত্ব-ফলোপযোগী ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন অঙ্গুলিমাল † ছিল সেই যক্ষ, এবং আমি ছিলাম পঞ্চায়ুধ কুমার]

৫৬—কাঞ্চনস্কন্ধ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী কোন ভদ্রলোক শাস্তার মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া রত্নশাসনে ‡ শ্রদ্ধাযুক্ত হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। যে সকল আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের উপর তাঁহার শিক্ষাবিধানের ভার বিন্যস্ত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে অল্প সময়ের মধ্যে বহুবিষয় শিখাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইটী প্রথম শীল, এইটী দ্বিতীয় শীল ইত্যাদি বলিয়া তাঁহারা দশশীল ব্যাখ্যা করিলেন, কোন গুলি চুল্লশীল, কোন গুলি মধ্যমশীল, কোন্ গুলি মহাশীল, § তাহা বুঝাইতে লাগিলেন, প্রাতিমোক্ষসংবরশীল, ‖ ইন্দ্রিয়সংবরশীল, আজীবপরিশুদ্ধিশীল, প্রত্যয়প্রতিসেবনশীল,

---

* বৌদ্ধমতে অকালমৃত্যু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফল। যে ব্যক্তি দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া মানবের কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

† অঙ্গুলিমাল বা অঙ্গুলিমালক। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ঘটনাক্রমে একজন ভীষণ দস্যু হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে ইনি একে একে ৯৯৯ জন পথিকের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাহাদের অঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইয়াছিলেন। পরিশেষে বুদ্ধের কৃপায় ইঁহার মতি পরিবর্ত্তন ঘটে এবং ইনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন। সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

‡ উৎকৃষ্ট শাসন অথবা ত্রিরত্ন শাসন। শাসন=ধর্ম্ম।

§ বৌদ্ধদিগের শীলস্কন্ধ তিন অংশে বিভক্ত :—চুল্ল, মধ্যম ও মহান্। চুল্লশীল বলিলে যে সকল সদাচার সহজেই প্রতিপালন করা যায় সেই গুলিকে বুঝায়, যেমন অহিংসা, অচৌর্য্য ইত্যাদি। মহাশীল বলিলে দৈবগণনা প্রভৃতি গর্হিত বৃত্তির পরিহার বুঝায়। সর্ব্ববিধ গর্হিত বৃত্তির পরিহার অনেকের পক্ষে সুকর নহে, এই জন্যই এই সকল নিয়ম মহাশীল নামে অভিহিত। মধ্যমশীলগুলি রক্ষা করা তত সহজও নহে, তত কঠিনও নহে।

‖ 'প্রাতিমোক্ষ' শব্দে বিনয়পিটকের অন্তর্গত ভিক্ষুদিগের প্রতিপাল্য নিয়মাবলী বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে ৮৮ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। ইন্দ্রিয়সংবরশীল=ব্রহ্মচর্য্যসংক্রান্ত নিয়মাবলী। আজীবপরিশুদ্ধিশীল=যাবজ্জীবন বিশুদ্ধিমার্গে বিচরণসংক্রান্ত নিয়মাবলী। প্রত্যয়প্রতিসেবনশীল=ভিক্ষুদিগের প্রত্যয় অর্থাৎ চীবর, খাদ্য, শয্যা ও ভৈষজ্য এই চতুর্ব্বিধ ব্যবহার্য্য বস্তুসংক্রান্ত নিয়মাবলী।

এসকলও প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ক্রমাগত এই সকল উপদেশ শুনিয়া ঐ ভিক্ষু ভাবিতে লাগিলেন, "শীল ত দেখিতেছি অশেষপ্রকার, আমি কখনই ইহাদের সমস্তগুলি প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারিব না। তাহাই যদি না পারিলাম, তবে ভিক্ষু হইয়া ফল কি? অতএব আমার পক্ষে পুনর্ব্বার গৃহী হওয়াই ভাল। গৃহী হইলে আমি দানাদি পুণ্যকার্য্য করিতে পারিব, স্ত্রী পুত্রেরও মুখ দেখিতে পাইব।" অনন্তর তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগকে বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমি শীলব্রত সম্পাদনে অসমর্থ, আমার প্রব্রজ্যা বিফল, কাজেই পুনর্ব্বার গার্হস্থ্যরূপ হীনাশ্রমে প্রবেশ করিব স্থির করিয়াছি; আপনারা আমায় যে চীবর ও ভিক্ষাপাত্র দিয়াছিলেন তাহা প্রতিগ্রহণ করুন।" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "যদি এইরূপই সঙ্কল্প করিয়া থাক, তবে দশবলের নিকট বিদায় লইয়া যাও।" অনন্তর তাঁহারা এই ভিক্ষুকে লইয়া ধর্ম্ম সভায় দশবলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এই ভিক্ষুকে ইঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখানে আনয়ন করিলে কেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "ভগবন্, এই ভিক্ষু সমস্ত শীলরক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেন না বলিয়া পাত্র ও চীবর ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাই আমরা ইঁহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া শাস্তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন," তোমরা ইঁহাকে এককালে এত গুলি শীল শিক্ষা দিতে গেলে কেন? ইঁহার যতদূর শীলরক্ষার শক্তি আছে ততদূরই রক্ষা করিবেন; তাহার অতিরিক্ত কিরূপে রক্ষা করিবেন? অতঃপর যেন তোমাদের এরূপ ভ্রম না ঘটে। এই ব্যক্তির সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা আমি নির্ণয় করিয়া দিতেছি।" অনন্তর তিনি সেই ভিক্ষুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তোমায় এক সঙ্গে বহুশীল অভ্যাস করিতে হইবে না; তুমি তিনটী শীল রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে কি?" হাঁ ভগবন্, আমি তিনটী শীল পালন করিতে পারিব।" "বেশ কথা। তুমি এখন হইতে কায়দ্বার, বাক্যদ্বার এবং মনোদ্বার এই তিনটী পাপপ্রবেশ পথ রক্ষা করিয়া চল। কায়ে কখনও কুকার্য্য করিও না, মনে কখনও কুচিন্তা করিও না, বাক্যে কখনও কুকথা প্রয়োগ করিও না। তুমি হীন গার্হস্থ্য দশায় প্রতিগমন করিও না, এখানে অবস্থিতি করিয়া উক্ত শীলত্রয় পালন করিতে থাক।" এই উপদেশ লাভ করিয়া ভিক্ষুর বড় আনন্দ হইল, তিনি "হাঁ ভগবন্, আমি এই শীলত্রয় পালন করিব" বলিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সহিত স্বীয় আবাসে ফিরিয়া গেলেন। এই শীলত্রয় পালন করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, 'আচার্য্য ও উপাধ্যায়গণ আমাকে এত শীলের কথা বলিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহ বুদ্ধ নহেন বলিয়া এই তিনটী শীলেরও মর্ম্ম আমার হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলেন না। কিন্তু সম্যক্সম্বুদ্ধ নিজের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে পাপদ্বার নিরোধক তিনটী মাত্র নিয়মদ্বারা আমাকে সর্ব্বশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অহো! শাস্তা আশ্রয় দিয়া আমার কি উপকারই না করিলেন!' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কতিপয় দিনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি অর্হত্বে উপনীত হইলেন। যখন ভিক্ষুরা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অহো বুদ্ধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! যে ব্যক্তি শীল রক্ষা করিতে পারিবে না ভাবিয়া হীনাশ্রমে প্রতিগমন করিতেছিল, তাহাকে তিনি তিনটী মাত্র নিয়ম দ্বারা সর্ব্বশীল শিক্ষা দিলেন এবং অর্হত্ত্ব প্রদান করিলেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, অতি গুরুভারও খণ্ডশঃ বহন করিলে লঘু হইয়া থাকে। পুরাকালে পণ্ডিতেরা অতি বৃহৎ এক খণ্ড সুবর্ণ পাইয়া প্রথমে উহা উত্তোলন করিতে পারেন নাই, শেষে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া অনায়াসে লইয়া গিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামে কর্ষকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এক দিন এক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন, যেখানে পূর্ব্বে একটা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের এক শ্রেষ্ঠী ঊরুপ্রমাণস্থূল চতুর্হস্ত দীর্ঘ এক কাঞ্চনখণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের লাঙ্গল সেই কাঞ্চনখণ্ডে প্রতিহত হইল। বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন মৃত্তিকা মধ্যে বিস্তৃত কোন বৃক্ষমূলে তাহার লাঙ্গল আবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু খনন করিয়া দেখেন উহা কাঞ্চনখণ্ড। উহাতে ময়লা লাগিয়াছিল, তাহা তিনি সযত্নে ছাড়াইয়া রাখিলেন। অনন্তর সমস্ত দিন ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া সূর্য্যাস্তের পর বোধিসত্ত্ব যুগ ও লাঙ্গল এক পাশে রাখিয়া দিয়া ঐ কাঞ্চনখণ্ড লইয়া গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তিনি উহা তুলিতে পারিলেন না। তখন তিনি ঐ সুবর্ণদ্বারা কি কি কাজ করিবেন বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন এবং স্থির করিলেন, "এক অংশ দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিব, এক অংশ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিব, এক অংশ লইয়া বাণিজ্য করিব এবং এক অংশ দ্বারা দানাদি

পুণ্যকার্য্য করিব।" অনন্তর তিনি সেই কাঞ্চনখণ্ডকে চারি টুকরা করিয়া কাটিলেন এবং এক একটী করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। ইহার পর বোধিসত্ত্ব দানাদি সৎকার্য্যে জীবনযাপন পূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ দেহত্যাগ করিলেন।

[কথাশেষে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

পূর্ণানন্দচিত্ত আর পূর্ণানন্দমন,
নিয়ত কুশলকর্ম্মী নির্ব্বাণ-কারণ,
ভবপাশ-মুক্ত সেই সাধুসদাশয়
ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী সদা জানিবে নিশ্চয়।

সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই কর্ষক, যে কাঞ্চনখণ্ড লাভ করিয়াছিল।]

☞ কাঞ্চনখণ্ড-জাতক, সুজাতা-জাত, শ্রমণ্যফল-সূত্র প্রভৃতি হইতে দেখা যায় জনসাধারণকে শিক্ষাদান সম্বন্ধে বুদ্ধদেব কি অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি দেশকালপাত্রের উপযোগী ছিল; তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যার গুণে অতি কুটিল বিষয়ও সরল হইত, পাষণ্ডেরও হৃদয় গলিত। বুদ্ধের কোন কোন উপদেশ পাঠ করিলে পাশ্চাত্য শিক্ষাগুরু সক্রেটিসের কথা মনে পড়ে। প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় উপদেষ্টাই অনেক সময় পুনঃ পুনঃ প্রশ্নদ্বারা আলোচ্য বিষয়ের সারাংশ বাহির করিয়া পরিশেষে তাহা বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন।

৫৭—বানরেন্দ্র-জাতক।

[দেবদত্ত শাস্তাকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "কেবল এ জন্মে নহে, অতীত জন্মেও দেবদত্ত আমার প্রাণনাশের চক্রান্ত করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।" অনন্তর তিনি সেই পূর্ব্বকথা বলিতে লাগিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ণবয়সে তিনি অশ্বশাবক প্রমাণ ও অসাধারণ বলবান্ হইয়াছিলেন। তিনি একচর হইয়া কোন নদীতীরে বাস করিতেন। ঐ নদীর মধ্যে আম্রপনসপ্রভৃতি ফলবৃক্ষ সম্পন্ন এক দ্বীপ বিরাজ করিত। বোধিসত্ত্ব যে পারে থাকিতেন সেখান হইতে দ্বীপ পর্য্যন্ত ঠিক অর্দ্ধপথে নদীগর্ভে একটী শৈল অবস্থিত ছিল। হস্তিবলসম্পন্ন বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন নদীতীর হইতে এক লম্ফে সেই শৈলের উপর এবং সেখান হইতে আর এক লম্ফে দ্বীপে গিয়া পড়িতেন। সেখানে তিনি দ্বীপজাত নানাবিধ ফল আহার করিয়া সন্ধ্যার সময় ঠিক ঐরূপে নদী পার হইয়া বাসস্থানে ফিরিতেন।

ঐ নদীতে সস্ত্রীক এক কুম্ভীর বাস করিত। বোধিসত্ত্বকে প্রতিদিন এপার ওপার হইতে দেখিয়া তাহার অন্তঃসত্ত্বা ভার্য্যার সাধ হইল যে বানরের হৃৎপিণ্ড খায়। সে কুম্ভীরকে বলিল, "আর্য্যপুত্র, আমার সাধের জন্য এই বানরেন্দ্রের হৃদয়মাংস আনিয়া দিন।" কুম্ভীর বলিল, "আচ্ছা, তোমার সাধ পূরাইতেছি, এই বানর আজ যখন সন্ধ্যার সময় ফিরিবে তখন ইহাকে ধরিব।" ইহা স্থির করিয়া সে শৈলোপরি উঠিয়া থাকিল।

বোধিসত্ত্ব নাকি প্রতিদিন নদীর জল কতদূর উঠিত এবং পাহাড়টা কতদূর জাগিয়া থাকিত, তাহা মনোযোগ সহকারে দেখিয়া লইতেন। অদ্য সমস্ত দিন বিচরণপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে শৈলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন যে যদিও নদীর জল কমেও নাই, বাড়েও নাই, তথাপি পাষাণের অগ্রভাগ উচ্চতর বোধ হইতেছে। তাঁহার সন্দেহ হইল হয়ত তাঁহাকে ধরিবার জন্য ওখানে কুম্ভীর অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর ব্যাপারটা কি জানিবার নিমিত্ত যেন সেখানে থাকিয়াই পাষাণের সহিত কথা বলিতেছেন এই ছলে, উচ্চৈঃস্বরে "ওহে পাষাণ"

বলিয়া চীৎকার করিলেন এবং কোন উত্তর না পাইয়া তিন বার "ওহে পাষাণ" বলিয়া ডাকিলেন। অনন্তর ইহাতেও কোন সাড়া না পাইয়া তিনি বলিলেন, "কিহে ভাই পাষাণ, আজ কোন উত্তর দিতেছ না কেন?"

কুম্ভীর ভাবিল, "তাই ত, এই পাষাণ প্রতিদিন বানরেন্দ্রের ডাকে সাড়া দিয়া থাকে। আজ তবে আমিই পাষাণের পরিবর্ত্তে সাড়া দিই। তখন সে "কেও, বানরেন্দ্র না কি? এই বলিয়া উত্তর দিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গো? সে বলিল, "আমি কুম্ভীর।" "ওখানে বসিয়া আছ কেন?" "তোমাকে ধরিতে ও তোমার কলিজা খাইতে।" বোধিসত্ত্ব দেখিলেন দ্বীপ হইতে ফিরিবার অন্য পথ নাই; অতএব কুম্ভীরকে বঞ্চনা করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, "কুম্ভীর ভাই, আমি তোমায় ধরা দিতেছি; তুমি হাঁ কর, আমি যেমন লাফাইয়া পড়িব, অমনি তুমি আমায় ধরিয়া ফেলিবে।

কুম্ভীরেরা যখন মুখ ব্যাদান করে তখন তাহাদের চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হয়। * বোধিসত্ত্ব যে প্রবঞ্চনা করিতেছেন কুম্ভীরের মনে এ সন্দেহ হয় নাই। কাজেই সে তাঁহার কথামত মুখ ব্যাদান ও চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে তদবস্থ জানিতে পারিয়া এক লম্ফে তাহার মস্তকের উপর এবং অপর লম্ফে বিদ্যুদ্বেগে নদীতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কুম্ভীর এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া বলিল, "বানরেন্দ্র, চারিটী গুণ থাকিলে সর্ব্ব শত্রু দমন করিতে পারা যায়। তোমার দেখিতেছি সে চারিটী গুণই আছে।

সত্য, † ধৃতি, ত্যাগ, বিচারক্ষমতা,—এই চারিগুণে সবে
বিষম সঙ্কটে পায় পরিত্রাণ, রিপুগণ পরাভবে।

এইরূপে বোধিসত্ত্বের প্রশংসা করিয়া কুম্ভীর স্বস্থানে চলিয়া গেল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই কুম্ভীর, চিঞ্চাব্রাহ্মণী ‡ ছিল সেই কুম্ভীরের ভার্য্যা এবং আমি ছিলাম সেই বানরেন্দ্র।]

☞ এই জাতকের প্রথমাংশের সহিত পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত গুহাশায়ী সিংহের এবং শেষাংশের সহিত সাগরতীরস্থ জম্বুবৃক্ষবাসী মর্কটের কথার সাদৃশ্য আছে। পঞ্চতন্ত্রকারের হাতে গল্পাংশের যে সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে তাহা পাঠকেরা তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

৫৮—ত্রয়োধর্ম্ম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে প্রাণিহত্যার চেষ্টা সম্বন্ধে এই কথা বলেন]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় দেবদত্ত বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে আত্মজ বানরযূথ-পরিবৃত হইয়া হিমাচলের পাদদেশে বিচরণ করিত। 'ইহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমার আধিপত্য নষ্ট করিতে পারে' এই আশঙ্কায় সে দন্তদ্বারা দংশন করিয়া আত্মজদিগকে ছিন্নমুষ্ক করিয়া দিত। দেবদত্তের ঔরসে বোধিসত্ত্ব যখন জননীজঠরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার গর্ভধারিণী ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কায় পর্ব্বতপার্শ্বস্থ এক অরণ্যে পলাইয়া রহিল এবং যথাকালে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করিল। যখন বোধিসত্ত্বের বয়ঃপ্রাপ্তি হইল ও বোধ জন্মিল তখন তিনি অসাধারণ বীর্য্যবান্ হইলেন।

বোধিসত্ত্ব একদিন জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বাবা কোথায় থাকেন মা?"

---

* প্রাণিতত্ত্ববিদেরা কিন্তু একথা স্বীকার করেন না।

† এখানে 'সত্য' বাক্যে, কার্য্যে নহে এইরূপ বুঝিতে হইবে। বানর কুম্ভীরের নিকট যাইবে বলিয়াছিল, গিয়াও ছিল; কুম্ভীর যে ধরিতে পারিল না তাহা তাহার নিজের দোষ।

‡ চিঞ্চাব্রাহ্মণী একজন অসামান্য রূপবতী ভিক্ষুণী। গৌতমের শত্রুরা ইহাকে গর্ভিণী সাজাইয়া তাঁহার চরিত্রের কলুষতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিরূপে এই প্রতারণা ধরা পড়ে তাহা ধর্ম্মপদে বর্ণিত আছে। চিঞ্চাসম্বন্ধে বন্ধনমোক্ষজাতক (১২০) এবং মহাপদ্মজাতকও (৪৭২) দ্রষ্টব্য।

বানরী কহিল, "তিনি অমুক পর্ব্বতের পাদদেশে এক বানরযূথের উপর আধিপত্য করেন।" "আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল"। "না বাছা, তোমার সেখানে যাওয়া হইবে না, তিনি আধিপত্যলোপের ভয়ে নিজের সন্তানদিগকে দন্তদ্বারা ছিন্নমুষ্ক করিয়া দেন।" "তাহা করুন; তুমি আমায় লইয়া চল; কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহা আমার জানিতে কষ্ট হইবে না।"

বোধিসত্ত্বের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বানরী তাঁহাকে দেবদত্তের নিকট লইয়া গেল। দেবদত্ত পুত্রকে দেখিয়াই ভাবিল, "এ বড় হইলে আমার আধিপত্য কাড়িয়া লইবে, অতএব এখনই আলিঙ্গনচ্ছলে ইহাকে নিষ্পেষিত করিয়া নিহত করা যাউক।" অনন্তর, "এস, বাপ আমার, এত দিন কোথায় ছিলে?" বলিয়া আলিঙ্গন করিবার ছলে সে বোধিসত্ত্বকে নিষ্পীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। নাগবলসম্পন্ন বোধিসত্ত্বও জনককে নিষ্পীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহাতে বৃদ্ধ বানরের অস্থিপঞ্জর চূর্ণবিচূর্ণপ্রায় হইল। তখন দেবদত্তের ধ্রুব বিশ্বাস হইল বোধিসত্ত্ব বড় হইলে তাহার জীবনান্ত করিবেনই করিবেন। অতএব কি উপায়ে বোধিসত্ত্বকেই অগ্রে মারিয়া ফেলিতে পারে সে সেই চিন্তা করিতে লাগিল। অদূরে রাক্ষসনিষেবিত একটী সরোবর ছিল, দেবদত্ত স্থির করিল বোধিসত্ত্বকে সেখানে পাঠাইতে পারিলে রাক্ষস তাঁহাকে খাইয়া ফেলিবে। অতএব সে বোধিসত্ত্বকে বলিল, 'বৎস, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার ইচ্ছা তোমাকে এই বানরযূথের আধিপত্য প্রদান করি, আজই তোমাকে বানররাজ-পদে অভিষিক্ত করিব। অমুক স্থানে একটী সরোবর আছে, সেখানে দুই প্রকার কুমুদ, তিন প্রকার উৎপল * এবং পাঁচ প্রকার পদ্ম জন্মে। যাও, সেখান হইতে কয়েকটী ফুল লইয়া আইস।' বোধিসত্ত্ব "যে আজ্ঞা" বলিয়া তখনই সেই সরোবরে চলিয়া গেলেন।

বোধিসত্ত্ব সহসা সেই সরোবরের জলে অবতরণ না করিয়া তটদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলেন, প্রাণিগণ জলে অবতরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু কেহই সেখান হইতে প্রতিগমন করে নাই। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন 'এই সরোবরে রাক্ষস আছে; পিতা নিজে আমাকে বধ করিতে অসমর্থ হইয়া রাক্ষসের উদরসাৎ হইবার জন্য এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। যাহা হউক আমি জলে অবতরণ না করিয়াই পদ্মচয়ন করিতেছি।' অনন্তর তিনি তীরস্থ নিরুদক স্থানে গিয়া বেগগ্রহণ-পূর্ব্বক লম্ফ দিলেন এবং আকাশপথে সরোবর লঙ্ঘন করিবার সময় জলের উপরে যে সকল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহার দুইটী ছিঁড়িয়া লইয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন; ফিরিবার সময়ও তিনি এইরূপে আর দুইটী পদ্ম তুলিয়া লইলেন। এইরূপে একবার এপারে, একবার ওপারে লাফাইয়া গিয়া তিনি সরোবরের উভয় পার্শ্বে পদ্মরাশি সংগ্রহ করিলেন, অথচ একবারও তাঁহাকে জলে অবতরণ করিতে হইল না। শেষে ইহার অধিক পুষ্প বহন করিতে পারিব না মনে করিয়া তিনি অবচিত পুষ্পগুলি একপারে রাশি করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ভাবিতে লাগিল, 'আমি এত কাল এখানে বাস করিতেছি; কিন্তু কখনও এরূপ প্রজ্ঞাবান্ ও অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ দেখি নাই। এই বানর যত ইচ্ছা পুষ্প চয়ন করিল, অথচ জলে অবতরণ করিল না।' অনন্তর সে জলরাশি দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সরোবর হইতে উত্থিত হইল এবং বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "বানরেন্দ্র, জগতে যাহার তিনটী গুণ আছে সে শত্রু দমন করিয়া থাকে। আমার বোধ হইতেছে আপনাতে সেই তিনটী গুণই বিদ্যমান আছে:—

দক্ষ, শৌর্য্যবান্, উপায়কুশল যেই জন এ সংসারে
সদাজয়ী সেই, সকল সংগ্রামে, শত্রুর সংহার করে।"

এইরূপে বোধিসত্ত্বের স্তুতি করিয়া উদকরাক্ষস জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এই সকল পুষ্প

* এখানে 'উৎপল' শব্দে নীল বা রক্তপদ্ম বুঝিতে হইবে।

চয়ন করিলেন কেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন. "বাবা আমাকে আজ রাজপদ দিবেন, সেই জন্য পুষ্প লইতে আসিয়াছি।" "আপনার মত মহাত্মা পুষ্প বহন করিয়া লইয়া যাইবেন ইহা ভাল দেখাইবে না, আমি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া রাক্ষস সমস্ত ফুল কুড়াইয়া লইয়া বোধিসত্ত্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া দেবদত্ত বুঝিতে পারিল তাহার চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে। সে ভাবিল, 'আমি ছেলেকে পাঠাইলাম রাক্ষসকর্তৃক ভক্ষিত হইবে বলিয়া, কিন্তু এখন দেখিতেছি রাক্ষসই বিনীতভাবে ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুষ্প বহন করিয়া আনিতেছে। অহো! এতদিনে আমার সর্ব্বনাশ হইল!' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃৎপিণ্ড শতধা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর অপর সমস্ত বানর সমবেত হইয়া বোধিসত্ত্বকে রাজপদে বরণ করিল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বানররাজ এবং আমি ছিলাম তাহার পুত্র।]

৫৯—ভেরীবাদ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন অবাধ্য ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন 'ওহে ভিক্ষু, লোকে বলে তুমি বড় অবাধ্য; ইহা সত্য কি?" ভিক্ষু বলিল, "হাঁ ভগবন্, সত্য।" শাস্তা বলিলেন, "তুমি যে কেবল এ জন্মেই অবাধ্য হইয়াছ তাহা নহে, পূর্ব্বজন্মেও তোমার এই দোষ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন ভেরীবাদকের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এক গ্রামে বাস করিতেন। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন বারাণসী নগরে কোন যোগ উপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে। সমাগত লোকের নিকট ভেরী বাজাইলে বিলক্ষণ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া তিনি নিজের পুত্রসহ সেখানে গমন করিলেন।

ভেরী বাজাইয়া বোধিসত্ত্ব বহু ধন লাভ করিলেন এবং পর্ব্বশেষ হইলে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একটা বন ছিল; সেখানে দস্যুরা উপদ্রব করিত। বোধিসত্ত্বের পুত্র পথ চলিবার সময় অবিরত ভেরী বাজাইতেছিল; তিনি তাহাকে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "বৎস, নিরন্তর বাজাইও না, বড় লোকের পথ চলিবার সময় যেরূপ মধ্যে মধ্যে ভেরী বাজে, সেইরূপ বাজাও।" কিন্তু পিতার নিষেধ সত্ত্বেও সেই বালক ক্ষান্ত হইল না, সে ভাবিল ভেরীর শব্দ শুনিয়া দস্যুরা পলায়ন করিবে। প্রথমে ভেরীর বাদ্য শুনিয়া দস্যুরা বাস্তবিকই পলায়ন করিল, কারণ তাহারা ভাবিল কোন বড় লোক হয়ত বিস্তর অনুচর সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু যখন নিরন্তর ভেরীর ধ্বনি হইতে লাগিল, তখন তাহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিল এবং ফিরিয়া দেখিল দুইটী মাত্র লোক যাইতেছে। অনন্তর তাহারা বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার পুত্রকে প্রহার করিয়া সমস্ত ধন কাড়িয়া লইল। তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হায়, এত কষ্টে যাহা উপার্জ্জন করিলাম, ক্রমাগত ভেরী বাজাইয়া তুমি তাহা সমস্তই বিনষ্ট করিলে।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন:—

কিছুতেই বাড়াবাড়ি করো না কখন,
শিখিবে 'অত্যন্ত সর্ব্ব' করিতে বর্জ্জন।
ভেরী বাজাইয়া ধন, করেছিনু উপার্জ্জন,
কিন্তু পুনঃপুনঃ করি ভেরীর বাদন
দস্যুহস্তে করে মূঢ় সব বিসর্জ্জন।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই ভেরীবাদকের পুত্র এবং আমি ছিলাম তাহার পিতা।]

৬০—শঙ্খধ্মা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অপর একজন অবাধ্য ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক শঙ্খধ্মা-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোন যোগের সময় পিতার সহিত রাজধানীতে গিয়া শঙ্খ বাজাইয়া বিস্তর অর্থলাভপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। পথে একটা বন ছিল এবং সেই বনে দস্যুরা উপদ্রব করিত। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বোধিসত্ত্ব পিতাকে শঙ্খ বাজাইতে নিষেধ করিলেন। বৃদ্ধ ভাবিল শঙ্খধ্বনি শুনিলে দস্যুরা পলায়ন করিবে, কাজেই সে নিষেধ না শুনিয়া নিরন্তর শঙ্খ বাজাইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া (ঊনষষ্টিতম জাতকে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে) দস্যুরা সেখানে আসিয়া তাঁহাদের সমস্ত ধন কাড়িয়া লইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন—

কিছুতেই বাড়াবাড়ি করো না কখন,
শিখিবে 'অত্যন্ত সর্ব্ব' করিতে বর্জ্জন।
শঙ্খ বাজাইয়া ধন, করেছিনু উপার্জ্জন,
কিন্তু পুনঃপুনঃ করি শঙ্খের স্বনন
দস্যুহস্তে করে মূঢ় সব বিসর্জ্জন।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই বৃদ্ধ শঙ্খধ্মা এবং আমি ছিলাম তাহার পুত্র।]

৬১—অশাতমন্ত্র-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত উন্মাদয়ন্তী-জাতকে (৫২৭) বর্ণিত হইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে বলিলেন, "দেখ, রমণীরা কামপরায়ণা, অসতী, হেয়া ও নীচমনা। তুমি এইরূপ জঘন্যপ্রকৃতি নারীর জন্য কেন উৎকণ্ঠিত হইলে?" অনন্তর তিনি অতীত যুগের একটী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানোদয়ের পর তিনি বেদত্রয়ে এবং অপর সর্ব্ববিধ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং নিজেই অধ্যাপন আরম্ভ করিয়াছিলেন। অচিরে সর্ব্বত্র তাঁহার যশ বিকীর্ণ হইয়াছিল।

এই সময়ে বারাণসী-নগরের কোন ব্রাহ্মণকুলে একটী পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তদীয় পিতা যে অগ্নিস্থাপন করিয়াছিলেন,† তাহা এক দিনের জন্যও নির্ব্বাপিত হইতে দেন নাই। বালকটীর বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তখন তাহার জনকজননী বলিলেন, "বৎস, যে দিন তোমার জন্ম হয় সেই দিন এই অগ্নি স্থাপিত হইয়াছে। তদবধি ইহা কখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। যদি তোমার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অগ্নি লইয়া বনে যাও, এবং সেখানে একাগ্রচিত্তে ভগবান্ অগ্নিদেবের অর্চ্চনা করিয়া

* শাত = সুখ, মঙ্গল, অশাত = অসুখ, অমঙ্গল। ৬১ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত দশটী জাতক "স্ত্রীবর্গ" নামে অভিহিত। এই সকল উপাখ্যানে নারীজাতির প্রতি উৎকট ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে। কামিনী ও কাঞ্চনের অপকারিশক্তি সম্বন্ধে পরস্পর বিবদমান ধর্ম্মমতেরও ঐক্য দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া অন্য কোন শাস্ত্রকার সমগ্র নারীসমাজকে এত ঘৃণার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। উত্তর কালে বরং বুদ্ধদেবও যে রমণীসম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা এবং বিশাখা, উৎপলবর্ণা প্রভৃতি উপাসিকা ও স্থবিরাদিগের কথা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

† এই অগ্নিকে জাতাগ্নি বা প্রগল্ভাগ্নি বলে। অগ্নিহোত্রীরা, বিবাহের সময় যে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়, যাবজ্জীবন তাহারই সেবা করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মলোকপরায়ণ হও; কিন্তু যদি গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তক্ষশিলায় গমনপূর্ব্বক তত্রত্য সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর।" ব্রাহ্মণকুমার বলিল, "আমি বনে গিয়া অগ্নিপূজা করিতে অশক্ত; অতএব সংসারধর্ম্মই পালন করিব।" অনন্তর সে মাতাপিতার চরণ বন্দনা করিয়া এবং গুরুদক্ষিণার জন্য সহস্র মুদ্রা লইয়া তক্ষশিলায় গমন করিল এবং কিয়ৎকালের মধ্যে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার মাতাপিতার ইচ্ছা ছিল না যে সে এই অনর্থজনক সংসারে প্রবিষ্ট হয়। সে বনে গিয়া অগ্নির উপাসনা করিবে তাঁহাদের মনে এই বাসনাই বলবতী হইল। মাতা স্থির করিলেন, 'স্ত্রীচরিত্রের দোষপ্রদর্শন দ্বারা ইহার মনে বৈরাগ্য উৎপাদিত করিতে হইবে।' তিনি ভাবিলেন, 'ইহার আচার্য্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, তিনি নিশ্চয় ইহাকে নারীজাতির হীনচরিত্রতা বুঝাইতে পারিবেন।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া ঐ রমণী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি সমস্ত বিদ্যাই আয়ত্ত করিয়াছ?" ব্রাহ্মণকুমার উত্তর দিল, "হাঁ, মা, তোমার আশীর্ব্বাদে সমস্ত বিদ্যাই শিক্ষা করিয়াছি।" "তাহা হইলে তুমি অশাতমন্ত্র শিখিয়াছ সন্দেহ নাই।" "না, মা, সে মন্ত্র ত শিখি নাই।" "তবে তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হইল কি রূপে? তুমি তক্ষশিলায় ফিরিয়া যাও এবং অশাতমন্ত্র শিখিয়া আইস।" পুত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া পুনর্ব্বার তক্ষশিলায় গেল।

তক্ষশিলার সেই আচার্য্যের (বোধিসত্ত্বের) জননী তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল এক শ বিশ বৎসর। আচার্য্য অতি যত্নসহকারে এই জরতীর শুশ্রূষা করিতেন। তিনি তাঁহাকে স্বহস্তে স্নান করাইতেন, স্বহস্তে পান ও ভোজন করাইতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বৃদ্ধা জননীর এইরূপে সেবা শুশ্রূষা করিতেন বলিয়া প্রতিবেশীরা তাঁহাকে বড় ঘৃণা করিত। সেই কারণে তিনি শেষে সঙ্কল্প করিলেন, 'বনে গিয়া সেখানে জননীর সেবা শুশ্রূষা করিব।' যেখানে জলের সুবিধা আছে বনমধ্যে এমন একটী নিভৃত ও মনোরম স্থান দেখিয়া তিনি সেখানে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন, তথায় ঘৃত, তণ্ডুল প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন এবং মাতাকে লইয়া ঐ কুটীরে গিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

বারাণসীর ব্রাহ্মণকুমার আচার্য্যকে তক্ষশিলায় দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বনে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলে কেন?" ব্রাহ্মণকুমার বলিল, "আমি আপনার নিকট অশাতমন্ত্র গ্রহণ করি নাই; এখন তাহা শিখিতে আসিয়াছি।" "কে তোমাকে অশাতমন্ত্র শিখিবার কথা বলিয়াছেন?" "মা বলিয়াছেন।" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'অশাতমন্ত্র নামে ত কোন মন্ত্র নাই, ইহার মাতার বোধ হয় ইচ্ছা যে ইহাকে স্ত্রীচরিত্রের দোষ বুঝাইয়া দেওয়া হয়।' তিনি ব্রাহ্মণকুমারকে বলিলেন, "বেশ, তোমাকে অশাতমন্ত্র শিখাইব। তুমি অদ্য হইতে আমার স্থান গ্রহণ করিয়া আমার জননীর সেবাশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হও; তাঁহাকে স্বহস্তে স্নান করাইবে, স্বহস্তে পান ও ভোজন করাইবে, এবং তাঁহার হাত পা, মাথা ও পিট টিপিয়া দিবার সময় বলিবে, 'আর্য্যে, জরাগ্রস্ত হইয়াও আপনার কি অপরূপ দেহকান্তি; না জানি যৌবনকালে আপনি কীদৃশী রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন!' যখন তাঁহার হস্ত ও পাদ প্রক্ষালন করিবে তখনও তাঁহার হস্ত ও পাদের সৌন্দর্য্য কীর্ত্তন করিবে। আমার মাতা তোমাকে যাহা বলিবেন, তাহা আমাকে জানাইবে; কিছুই গোপন করিও না বা বলিতে লজ্জা করিও না। এইরূপ করিলে তুমি অশাতমন্ত্র লাভ করিবে, নচেৎ উহা শিখিতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মণকুমার আচার্য্যের উপদেশানুসারে পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধার রূপ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া বৃদ্ধার মনে হইল, 'আমি দেখিতেছি এই যুবকের প্রণয়ভাজন হইয়াছি।'

তাহার দৃষ্টিশক্তি ছিল না, শরীর জরাজীর্ণ হইয়াছিল। তথাপি এইরূপ বিশ্বাসে তাহার মনে কামভাবের উদ্রেক হইল। একদিন ব্রাহ্মণকুমার তাহার রূপের ব্যাখ্যা করিতেছে শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য সত্যই কি আমাতে তোমার আসক্তি জন্মিয়াছে?" ব্রাহ্মণকুমার বলিল, "আর্য্যে, আমি সত্য সত্যই আপনার প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু আমার মনে ভয় হয় কারণ আচার্য্য অতি কঠোর প্রকৃতির লোক।" "তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার পুত্রকে মারিয়া ফেল না কেন?" "সে কি হয়? আমি আচার্য্যের নিকট এত বিদ্যা শিক্ষা করিলাম, এখন কামবশে কিরূপে তাঁহার প্রাণ সংহার করি?" "তবে বল যে আমাকে ত্যাগ করিবে না; তাহা হইলে আমিই তাহাকে বধ করিব।"

স্ত্রী জাতি এমনই অসতী, হেয়া ও নীচাশয়া যে এত অধিকবয়স্কা বৃদ্ধাও কামভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বোধিসত্ত্বের ন্যায় ভক্তিশীল ও শুশ্রূষাপরায়ণ পুত্রের প্রাণসংহারের জন্য প্রস্তুত হইল। এদিকে ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, আমাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া ভালই করিয়াছ।" অনন্তর তিনি নিজের গর্ভধারিণীর আয়ুষ্কাল আর কত অবশিষ্ট আছে তাহা দেখিতে লাগিলেন এবং যখন বুঝিতে পারিলেন, সেই দিনই তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে, তখন ব্রাহ্মণকুমারকে বলিলেন, "এস বৎস, আমার মাতার সঙ্কল্প পরীক্ষা করা যাউক।" অনন্তর তিনি একটা উডুম্বর বৃক্ষ ছেদন করিয়া উহা কাটিয়া নিজের দেহপ্রমাণ এক দারুময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন, উহাকে আপাদমস্তক বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন, উহাতে এক গাছি রজ্জু বাঁধিলেন, নিজের শয্যায় এই অবস্থায় মূর্ত্তিটীকে উত্তানভাবে শয়ান করিয়া রাখিলেন এবং রজ্জুর অপর প্রান্ত শিষ্যের হস্তে দিয়া বলিলেন, "কুঠার লইয়া যাও এবং মার হাতে এই সঙ্কেত-রজ্জু দাও।" *

ব্রাহ্মণকুমার বৃদ্ধার নিকট গিয়া বলিল, "আর্য্যে, আচার্য্য পর্ণশালার ভিতর নিজের শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। আমি তাঁহার দেহে এই রজ্জুর এক প্রান্ত বান্ধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। যদি শক্তি থাকে তবে এই কুঠার লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করুন।" বৃদ্ধা বলিল, "দেখিও, তুমি ত আমাকে পরিত্যাগ করিবে না?" "আপনাকে পরিত্যাগ করিব কেন?" ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা কুঠার লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, রজ্জুর সাহায্যে হাতড়াইতে হাতড়াইতে সেই শয্যার নিকট উপস্থিত হইল, 'এই আমার পুত্র' মনে করিয়া কাষ্ঠমূর্ত্তির মুখ হইতে আবরণখানি সরাইল এবং কুঠার উত্তোলন করিয়া 'এক আঘাতেই বধ করিব' এই উদ্দেশ্যে উহার গ্রীবাদেশে প্রহার করিল। অমনি 'ঠক্' করিয়া শব্দ হইল। তাহা শুনিয়া বৃদ্ধা বুঝিতে পারিল মূর্ত্তিটা কাষ্ঠনির্ম্মিত। বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতেছ, মা?" বৃদ্ধা তারস্বরে বলিল "আমি প্রতারিত হইয়াছি" এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। কিংবদন্তী আছে যে সেই মূহূর্ত্তে নিজের পর্ণশালাতেই প্রাণত্যাগ করিবে, ইহাই তাহার নিয়তি ছিল।

মাতার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহার সৎকার করিলেন এবং চিতানল নির্ব্বাপণ করিয়া বনপুষ্পদ্বারা প্রেতপূজা করিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণকুমারের সহিত পর্ণশালার দ্বারে উপবেশনপূর্ব্বক তিনি বলিতে লাগিলেন, "বৎস, অশাতমন্ত্র নামে কোন স্বতন্ত্র মন্ত্র নাই। স্ত্রীজাতি অসতী। তোমার মাতা যে তোমাকে অশাতমন্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি স্ত্রীচরিত্রের দোষ জানিতে পারিবে। আমার মাতার চরিত্রে কি দোষ ছিল তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে রমণীরা কীদৃশী অসতী ও হেয়া।" এইরূপ উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুমারকে গৃহে প্রতিগমন করিতে বলিলেন।

* বৃদ্ধা অন্ধ; রজ্জু ধরিয়া কাষ্ঠমূর্ত্তির নিকট অগ্রসর হইতে পারিবে এই অভিপ্রায়।

ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক মাতাপিতার নিকট প্রতিগমন করিলেন। তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বৎস, এবার অশাতমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছ কি?" "হাঁ মা, এবার অশাতমন্ত্র শিখিয়াছি।" "এখন তবে তুমি কি করিবে বল—প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অগ্নির পূজা করিবে, না গৃহী হইবে?" "আমি স্বচক্ষে যখন স্ত্রীজাতির দোষ দেখিয়াছি তখন গৃহী হইবার সাধ গিয়াছে, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" তিনি নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন :—

নারীর চরিত্র, হায়, কে বুঝিতে পারে?
অসতী প্রগল্‌ভা বলি জানি সবাকারে।
কামিনী কামাগ্নি-তাপে যবে দগ্ধ হয়,
উচ্চে নীচে সমভাবে বিতরে প্রণয়।
খাদ্যের বিচার নাই আগুনের ঠাঁই।
নারীপ্রেমে পাত্রাপাত্র-ভেদজ্ঞান নাই।
অতএব ত্যজি হেন জঘন্য সংসার
সন্ন্যাসী হইব এই সঙ্কল্প আমার।
ধ্যানবলে বিবেকের হবে উপচয়
ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি শেষে হবে নিঃসংশয়।

এইরূপে নারীজাতির দোষ কীর্ত্তন করিয়া সেই ব্রাহ্মণকুমার মাতাপিতার চরণবন্দনাপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন এবং উক্তবিধ ধ্যানবলে বিবেকের উপচয় জন্মাইয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন "দেখিলে ভিক্ষু, নারীজাতি কেমন হীনচরিত্রা ও দুঃখদায়িকা।" তিনি নারীদিগের আরও অনেক দোষ প্রদর্শন করিলেন এবং সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন কাপিলানী * ছিল সেই ব্রাহ্মণকুমারের মাতা, মহাকাশ্যপ † ছিল তাহার পিতা, আনন্দ ছিল সেই ব্রাহ্মণকুমার এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

৬২—অন্ধভূত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় এই কথাও জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত, আমি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ রমণীরা নিতান্ত অরক্ষণীয়া। পুরাকালে জনৈক পণ্ডিত কোন রমণীকে তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার সময়াবধি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াও সৎপথে রাখিতে পারেন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্ব্ববিদ্যার পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ্য লাভ করিয়া তিনি যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

* কাপিলানী—বা ভদ্রা কাপিলানী। ইনি গৃহস্থাবস্থায় মহাকাশ্যপের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। স্বামী, স্ত্রী উভয়েই চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। মহাপ্রজাপতী গৌতমী, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, ধর্ম্মদিন্না (ধর্ম্মদত্তা), নন্দা, শোণা, সকুলা, ভদ্রা কাপিলানী, ভদ্রা কুণ্ডলকেশা, ভদ্রা কচ্চনা, কিসা গোতমী (কৃশা গৌতমী) এবং শৃগালকমাতা এই তের জন ভিক্ষুণী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গৌতমের শিষ্য ছিলেন এবং অর্হত্বলাভ করিয়া জাতিস্মর হইয়াছিলেন। জাতিস্মরত্ব সম্বন্ধে গৌতম ভদ্রা কাপিলানীকেই প্রধান আসন দিয়াছিলেন।

† মহাকাশ্যপ—ইনি বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। প্রবাদ আছে যে ইনি যতক্ষণ উপস্থিত হইতে পারেন নাই ততক্ষণ কিছুতেই বুদ্ধের চিতায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল না। ইঁহারা চেষ্টায় সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন হয়।

বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিতের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করিতেন এবং রজতফলকের উপর সুবর্ণ-পাশক ফেলিবার সময় জিতিবার আশায় এই গীত গাইতেন :—

যাহার স্বভাব যেই সেই মত চলে সেই,
কি সাধ্য কাহার, করে প্রকৃতি লঙ্ঘন ?
বনভূমি পায় যথা, তরুরাজি জন্মে তথা,
আঁকা বাঁকা পথে সদা নদীর গমন।
পাপাচার পরায়ণ জানিবে রমণীগণ,
স্বভাব তাদের এই নাহিক সংশয় ;
যখন(ই) সুবিধা পায়, কুপথে ছুটিয়া যায়,
ধর্ম্মে মতি তাহাদের কভু নাহি হয়।

এই মন্ত্রের প্রভাবে প্রতি বাজিতেই রাজা জিতিতেন এবং পুরোহিত হারিতেন। ক্রমাগত হারিতে হারিতে পুরোহিত নিঃস্বপ্রায় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'প্রতিদিন এইরূপ হারিলে শেষে আমি কপর্দ্দকশূন্য হইব।' অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, 'কখনও পুরুষের মুখ দেখে নাই, ঈদৃশী একটী কন্যা আনিয়া গৃহে রাখিতে হইবে। অন্য পুরুষের সহিত যাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে এমন কন্যার চরিত্র রক্ষা করা অসম্ভব। অতএব মাতৃগর্ভ হইতে সদ্যঃ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এরূপ কন্যা আনা চাই। তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এমন ব্যবস্থা করিব যে কখনও সে পুরুষান্তরের মুখ দেখিতে না পায়। তাহা হইলেই সে বয়ঃপ্রাপ্তির পর সম্পূর্ণরূপে আমার বশীভূত হইবে এবং (রাজার মন্ত্র মিথ্যা হইবে বলিয়া) আমিও রাজপুরী হইতে ধনলাভ করিতে পারিব।"

পুরোহিত অঙ্গবিদ্যায় * নিপুণ ছিলেন। তিনি এক গর্ভবতী দুঃখিনী নারীকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে সে কন্যাপ্রসব করিবে। তিনি কিছু অর্থ দিয়া তাহাকে নিজের গৃহে আনয়ন করিলেন এবং প্রসবান্তে কন্যাটীকে রাখিয়া প্রসূতিকে কিছু উপহার দিয়া বিদায় করিলেন। এই কন্যার লালনপালনের ভার শুদ্ধ স্ত্রীলোকদিগের উপর অর্পিত হইল। সে কখনও পুরোহিত ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের মুখ দেখিতে পাইত না। কাজেই যখন সে বয়ঃপ্রাপ্তা হইল, তখন সম্পূর্ণরূপে পুরোহিতেরই বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে লাগিল।

উক্ত কন্যাটী যতদিন পূর্ণবয়স্কা না হইল, ততদিন পুরোহিত রাজার সহিত আবার দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন না। কিন্তু যখন সে যৌবনে উপনীত হইয়া তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইল, তখন তিনি রাজাকে ক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। রাজা বলিলেন "উত্তম কথা।" অনন্তর তিনি ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যখন তিনি সেই মন্ত্রটী গান করিলেন, তখন পুরোহিত বলিলেন, "কেবল আমার গৃহিণী ছাড়া।" তদবধি পুরোহিতের জয় এবং রাজার পরাজয় হইতে লাগিল। ইহাতে বোধিসত্ত্বের সন্দেহ হইল যে পুরোহিতের গৃহে এমন কোন রমণী আছে যে পতিভিন্ন পুরুষান্তরে আসক্ত হয় নাই। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন এই অনুমানই সত্য। তখন বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন এই রমণীর চরিত্রভ্রংশ ঘটাইতে হইবে। তিনি এক ধূর্ত্তকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে, তুই পুরোহিত-পত্নীর চরিত্রনাশ করিতে পারিবি কি ?" সে বলিল, "হাঁ মহারাজ, নিশ্চয় পারিব।" বোধিসত্ত্ব তাহাকে ধন দিয়া এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রেরণ করিলেন—বলিয়া দিলেন, ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্যসম্পাদন করিতে হইবে।

ধূর্ত্ত রাজদত্ত ধন দ্বারা গন্ধ, ধূপ, চূর্ণ, † কর্পূর প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পুরোহিতের গৃহের অতিদূরে এক গন্ধদ্রব্যের দোকান খুলিল। পুরোহিতের বাসভবন সপ্তভূমিক এবং সপ্তদ্বার-কোষ্ঠযুক্ত ছিল। প্রতি দ্বারকোষ্ঠে রমণী প্রহরিণী থাকিত ; পুরোহিত ব্যতীত অন্য কোন

* যে বিদ্যার বলে কাহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যৎ গণা যাইতে পারে।
† চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের চূর্ণ, ইহা toilet powder রূপে ব্যবহৃত হইত।

পুরুষই সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। যে সকল ঝুড়িতে পূরিয়া আবর্জ্জনা ফেলিয়া দেওয়া যাইত, সে গুলিও তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিয়া কেহ বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে দিত না। ফলতঃ একা পুরোহিত ব্যতীত অন্য কোন পুরুষেরই তাঁহার পত্নীকে দেখিবার সাধ্য ছিল না।

পুরোহিত-পত্নীর এক জন মাত্র পরিচারিকা ছিল। সে প্রতিদিন অর্থ লইয়া গন্ধপুষ্পাদি কিনিতে যাইত। এই উপলক্ষে তাহাকে সেই ধূর্ত্তের দোকানের নিকট দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। ধূর্ত্ত বুঝিল সে পুরোহিত-পত্নীর দাসী। সে একদিন সেই দাসীকে আসিতে দেখিয়া তাহার পাদমূলে পড়িয়া দুই হাতে তাহার পা দুখানি দৃঢ়রূপে ধরিল এবং "মা, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঐ ধূর্ত্ত পূর্ব্ব হইতেই আরও কয়েকজন ধূর্ত্তকে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা একপাশে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "কি আশ্চর্য্য, মাতা ও পুত্র দুই জনেরই এক চেহারা। হাত, পা, মুখ ও শরীরের গড়ন, এমন কি পোষাকেও কোন তফাৎ নাই।" পুনঃ পুনঃ নানা জনের মুখে এই কথা শুনিয়া দাসীর মতিভ্রম ঘটিল; 'এই যুবক হয়ত প্রকৃতই আমার পুত্র' ইহা ভাবিয়া সেও কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে তাহারা দুইজনেই কাঁদিতে কাঁদিতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল। অতঃপর ধূর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি এখন কোথায় আছ?" পরিচারিকা বলিল, "বাবা, রাজপুরোহিতের এক যুবতী পত্নী আছেন; তাঁহার রূপের কথা কি বলিব? দেখিতে যেন বিদ্যাধরীর ন্যায়। আমি তাঁহার দাসী।" "এখন কোথায় যাইতেছ, মা?" "তাঁহার জন্য গন্ধমাল্য ইত্যাদি কিনিতে যাইতেছি।" "ইহার জন্য অন্যত্র যাইবে কেন? আমার দোকান হইতে লইবে।" ইহা বলিয়া সে তাহাকে বিনামূল্যে বহু তাম্বুল, তক্কোল * প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য এবং নানাবিধ পুষ্প দিল। পুরোহিত-পত্নী প্রচুর গন্ধপুষ্প প্রভৃতি পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঝি মা, ব্রাহ্মণ যে আজ আমাদের প্রতি এত প্রসন্ন হইয়াছেন ইহার কারণ কি?" দাসী বলিল, "আপনি একথা বলিতেছেন কেন?" "এত গন্ধদ্রব্য এবং রাশি রাশি পুষ্প দেখিয়া।" "ব্রাহ্মণ যে অন্য দিন অপেক্ষা অধিক দাম দিয়াছেন তাহা নহে। আমি এ সকল আমার ছেলের দোকান হইতে আনিয়াছি।" সেই দিন হইতে ব্রাহ্মণ যে দাম দিতেন, দাসী তাহা আত্মসাৎ করিত এবং সেই ধূর্ত্তের নিকট হইতে গন্ধপুষ্পাদি লইয়া যাইত।

ধূর্ত্ত কতিপয় দিন পরে পীড়া হইয়াছে ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল। দাসী দোকানের দরজায় আসিয়া তাহাকে না দেখিতে পাইয়া "আমার ছেলে কোথায় গেল?" জিজ্ঞাসা করিল। এক ব্যক্তি উত্তর দিল, "বাছা, তোমার ছেলের বড় অসুখ করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া সে, ধূর্ত্ত যেখানে শুইয়া ছিল সেই খানে, গেল এবং তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা, তোর কি অসুখ করিয়াছে?" ধূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল; দাসী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথার উত্তর দিতেছিস্ না কেন রে বাপ?" "প্রাণ যায়, মা, সেও ভাল, তবু তোমার কথার উত্তর দিতে পারিব না।" "আমায় না বলিলে কাকে বলিবি?" "বলিতে কি, মা, আমার অন্য কোন অসুখ করে নাই, তোমার মুখে পুরোহিত-পত্নীর রূপের কথা শুনিয়া আমি সেই যুবতীতে প্রতিবদ্ধচিত্ত হইয়াছি। তাহাকে পাই ত প্রাণ বাঁচিবে; নচেৎ আমার মরণ ঘটিবে।" "আচ্ছা, বাবা, সে ভার আমার উপর থাকিল। তুই এর জন্য কোন চিন্তা করিস্ না।" এই বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া দাসী প্রচুর গন্ধপুষ্পাদি লইয়া পুরোহিত-পত্নীর নিকট গিয়া বলিল, "মা ঠাকুরুণ, আমার ছেলেটা তোমার রূপের কথা শুনিয়া পাগল হইয়াছে; এখন কর্ত্তব্য কি?" "আমি তোকে অনুমতি দিলাম, পারিস্ ত তাহাকে এখানে লইয়া আসিস্।"

এই আদেশ পাইয়া দাসী বাড়ীর যেখানে যে আবর্জ্জনা ছিল সমস্ত ঝাঁট দিয়া বড় বড় ফুলের

* এক প্রকার গন্ধদ্রব্য অথবা অগুরু (?)।

ঝুড়িতে রাখিল, এবং একদিন উহার একটা লইয়া বাহিরে যাইবার সময়, একজন প্রহরিণী যেমন উহাতে কি আছে পরীক্ষা করিতে আসিল, অমনি সমস্ত আবর্জ্জনা তাহার মাথার উপর ঢালিয়া দিল। প্রহরিণী এই অত্যাচারে পলাইয়া গেল। অন্য প্রহরিণীরাও যখন দাসী কি লইয়া যাইতেছে পরীক্ষা করিতে চাহিত, তখন সে তাহাদের মাথায় ঐরূপে আবর্জ্জনা ফেলিয়া দিত। কাজেই ইহার পর সে যখন কিছু লইয়া আসিত বা যাইত তখন উহা পরীক্ষা করিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না। অতএব সে তাহার ইচ্ছানুরূপ সুযোগ পাইল। সে ধূর্ত্তকে একটা ফুলের ঝুড়ীর মধ্যে বসাইয়া পুরোহিত-পত্নীর নিকট লইয়া গেল।

এইরূপে পুরোহিত-পত্নীর চরিত্রস্খলন হইল। ধূর্ত্ত দুই একদিন সেই প্রাসাদেই অবস্থিতি করিল; পুরোহিত যখন বাহিরে যাইতেন, সে তখন তাঁহার পত্নীর সহিত আমোদপ্রমোদ করিত; তিনি যখন গৃহে ফিরিতেন, সে তখন লুকাইয়া থাকিত। দুই একদিন অতিবাহিত হইলে একদিন পুরোহিত-পত্নী বলিল, "সখে, এখন তোমার যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" ধূর্ত্ত বলিল, "যাইব বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণকে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়া যাইতে হইবে।" "বেশ, তাহাই হইবে।" ইহা বলিয়া সেই রমণী ধূর্ত্তকে লুকাইয়া রাখিল এবং ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিলে বলিল, "স্বামিন্, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে আপনি বীণা বাজাইবেন এবং আমি সেই সঙ্গে নৃত্য করিব।" "ভদ্রে, এ অতি উত্তম কথা; তুমি নৃত্য কর"। ইহা বলিয়া পুরোহিত বীণা বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যুবতী কহিল, "নাচিব বটে, কিন্তু আপনি আমার দিকে তাকাইয়া থাকিলে লজ্জা করিবে। আপনার সুন্দর মুখখানি শাড়ী দিয়া বান্ধিয়া নাচিব।" "আচ্ছা, লজ্জা হয়ত তাহাই কর।" যুবতী তখন একখানা মোটা কাপড় দিয়া তাঁহার চক্ষু ঢাকিয়া মুখ বান্ধিয়া দিল। ব্রাহ্মণ আচ্ছাদিত মুখে বীণা বাজাইতে লাগিলেন। যুবতী ক্ষণকাল নৃত্য করিয়া বলিল, "আর্য্যপুত্র, আমার ইচ্ছা হইতেছে আপনার মাথায় একটা কিল দেই।" স্ত্রৈণ ব্রাহ্মণ তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "দাও না।" যুবতী তখন ধূর্ত্তকে সঙ্কেত করিল; সে যবনিকার অন্তরাল হইতে নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথার খুলিতে কিল মারিল। কিলের চোটে ব্রাহ্মণের চক্ষু দুইটী যেন ছুটিয়া বাহির হইবে বলিয়া মনে হইল এবং আহত স্থান তৎক্ষণাৎ ফুলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ আঘাতের যন্ত্রণায় বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার হাত দাও দেখি।" যুবতী নিজের হাত তুলিয়া তাঁহার হস্তোপরি রাখিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কল্যাণি, তোমার হস্ত এত কোমল, কিন্তু ইহার আঘাত ত অতি দারুণ!"

এ দিকে সেই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবার পরেই লুকাইয়া ছিল। সে লুক্কায়িত হইলে যুবতী ব্রাহ্মণের মুখ হইতে কাপড় খুলিয়া লইল এবং তৈল আনিয়া তাঁহার মাথায় দিতে লাগিল। অতঃপর ব্রাহ্মণ বাহিরে গেলে দাসী ধূর্ত্তকে ঝুড়ির ভিতর পুরিয়া প্রাসাদের বাহির করিয়া দিল। ধূর্ত্ত তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

অনন্তর ব্রাহ্মণ যখন সভায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা বলিলেন, "আসুন, পুরোহিত মহাশয়, দ্যূতক্রীড়া করা যাউক।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যে আজ্ঞা, মহারাজ।" রাজা দ্যূতমণ্ডল সাজাইয়া পূর্ব্বের মত দ্যূতগীতি গান করিয়া পাশক নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নীর দুষ্টাচরণের কথা জানিতেন না, তিনি পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "কেবল আমার যুবতী ভার্য্যা ছাড়া।" কিন্তু ইহা বলিয়াও তিনি পরাজিত হইলেন।

রাজা সমস্ত ব্যাপার জানিতেন। তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনার স্ত্রীকে বাদ দিতেছেন কেন? তাহার পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে। এই রমণী যখন গর্ভে ছিল তদবধি আপনি ইহাকে সপ্ত দ্বারে প্রহরিণী-বেষ্টিত করিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভাবিয়াছিলেন এইরূপ করিলে ইহার চরিত্রভ্রংশ ঘটিবে না। কিন্তু আপনার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। রমণী-

দিগকে নিজের কুক্ষির অভ্যন্তরে রাখিয়া নিয়ত সঙ্গে লইয়া বেড়াইলেও রক্ষা করা অসম্ভব। জগতে বোধ হয় এমন স্ত্রী নাই যে স্বামিভিন্ন পুরুষান্তরের সংসর্গে আইসে নাই। আপনার পত্নী নৃত্য করিতে অভিলাষ করিয়াছিল, আপনি যখন বীণা বাজাইতেছিলেন, তখন সে আপনার মুখ বান্ধিয়া দিয়াছিল, নিজের জারের দ্বারা আপনার মস্তকে আঘাত করাইয়াছিল এবং শেষে তাহাকে গোপনে গৃহের বাহির করিয়া দিয়াছিল। অতএব তাহার বেলা ব্যতিক্রম করিলে চলিবে কেন?" ইহা বলিয়া রাজা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন:—

শাটক-আচ্ছন্নমুখে বাজাইলে বীণা তুমি
কি হেতু তা জান কি, ব্রাহ্মণ?
আগর্ভ রক্ষিয়া ভার্য্যা লভিলে কি ফল, দেখ,
নারী নহে বিশ্বাস-ভাজন।

বোধিসত্ত্ব এই রূপে পুরোহিতকে নারীধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মদেশন শুনিয়া গৃহে গিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুই নাকি এইরূপ পাপকার্য্য করিয়াছিস্?" যুবতী বলিল, "আর্য্যপুত্র, কে এমন কথা মুখে আনে? আমি কোন দোষ করি নাই। আমিই আপনার মস্তকে আঘাত করিয়াছিলাম, আর কেহ নয়। যদি আপনার অবিশ্বাস হয়, তবে 'আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষের হস্তস্পর্শ অনুভব করি নাই' এই সত্যক্রিয়া দ্বারা অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক আপনার বিশ্বাস জন্মাইতে প্রস্তুত আছি।" "বেশ, তাহাই কর্," বলিয়া ব্রাহ্মণ কাষ্ঠরাশি সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন এবং পত্নীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুই যদি সত্য বলিতেছিস্ বলিয়া বিশ্বাস করিস্, তবে এই অগ্নির মধ্যে যা।"

ব্রাহ্মণপত্নী পূর্ব্ব হইতেই পরিচারিকাকে শিখাইয়া রাখিয়াছিল, "ঝি মা, তোমার পুত্রকে গিয়া বল, আমি যখন অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইব, তখন সে যেন গিয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলে।" পরিচারিকা গিয়া সেই রূপই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল; এবং ধূর্ত্ত আসিয়া সমবেত লোকদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। যুবতী ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে সেই জনসঙ্ঘের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "ব্রাহ্মণ, আমি জীবনে আপনি ভিন্ন অন্য পুরুষের হস্তস্পর্শ অনুভব করি নাই, এ কথা যদি সত্য হয় তবে এই অগ্নি যেন আমাকে দগ্ধ করিতে না পারে।" ইহা বলিয়া সে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইল; অমনি, "দেখত পুরোহিত ঠাকুরের অবিচার, তিনি এমন সুন্দরী স্ত্রীকে জীবিত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ করিতে যাইতেছেন," এই বলিয়া সেই ধূর্ত্ত গিয়া যুবতীর হাত ধরিয়া ফেলিল। যুবতী তখন হাত ছাড়াইয়া পুরোহিতকে বলিল, "আর্য্য-পুত্র, আমার সত্যক্রিয়া ব্যর্থ হইল; আমি এখন অগ্নিতে প্রবেশ করিতে অসমর্থা।" "কেন অসমর্থা?" "আমি আজ সত্যক্রিয়া করিয়াছিলাম আমার স্বামিব্যতীত অন্যপুরুষের হস্তস্পর্শ অনুভব করি নাই; কিন্তু এখন এই পুরুষ আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিল।" ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন তাঁহার দুষ্টা ভার্য্যা তাঁহাকে বঞ্চনা করিতেছে। তিনি তাহাকে প্রহার করিতে করিতে দূর করিয়া দিলেন।

রমণীজাতি এমনই অধর্ম্মপরায়ণা! তাহারা কি গুরু পাপই না করে এবং পাপ করিয়া স্ব স্ব স্বামীকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে শেষে "আমি একাজ করি নাই" বলিয়া দিনে দুপহরে কি শপথই না করিয়া থাকে। তাহাদের চিত্ত কত পুরুষের দিকেই না ধাবিত হয়। সেই জন্যই কথিত আছে:—

নারীর স্বভাব এই দেখিবারে পাই,
চৌরী, বহুবুদ্ধি তারা, সত্যজ্ঞান নাই।
জলমধ্যে যাতায়াত করে মৎস্যগণ,
কে পারে তাদের পথ করিতে দর্শন?

রমণী-হৃদয়-ভাব তেমতি দুর্জ্ঞেয়,
মিথ্যা তারা সত্য কবে, সত্য কবে হেয়।
নিত্য নব তৃণ খোঁজে গাভীগণ যথা,
কামিনী নূতন বর নিত্য চায় তথা।
ভুজঙ্গিনী খলতায় মানে পরাজয়,
চাপল্যে বালুকা ভয়ে দূরে স'রে যায়।
পুরুষ-চরিত্রজ্ঞানে অদ্বিতীয়া নারী;
নখদর্পণেতে আছে সংসার তাহারি।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "রমণীরা এইরূপই অরক্ষণীয়া।" অনন্তর ধর্ম্মদেশন সমাপ্ত করিয়া তিনি সত্য-সমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।
সমবধান—তখন আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

৬৩—তক্ক (তক্র) জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে, "তুমি সত্যসত্যই কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে উত্তর দিল, "হাঁ, প্রভু।" তখন শাস্তা বলিলেন, "স্ত্রীজাতি অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী, তাহাদের জন্য কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ?" অনন্তর তিনি একটী অতীত ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে সমাপত্তি ও অভিজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন এবং ধ্যানসুখে নিমগ্ন থাকিতেন।

ঐ সময়ে বারাণসীর শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের দুষ্টকুমারী নাম্নী এক প্রচণ্ডা ও পরুষভাষিণী দুহিতা ছিল। সে দাসদাসীদিগকে নিয়ত কটু কথা বলিত, সময়ে সময়ে প্রহারও করিত। তাহারা একদিন জলকেলি করিবার লোভ দেখাইয়া দুষ্টকুমারীকে গঙ্গায় লইয়া গিয়াছিল। তাহারা কেলি করিতেছে, এমন সময়ে সূর্য্যাস্তকাল উপস্থিত হইল এবং আকাশে ঝড় উঠিল। লোকে ঝড় আসিল দেখিয়া যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল। শ্রেষ্ঠিকন্যার দাসীরা বলিল, "যাহাতে আর কখনও এ আপদের মুখ না দেখিতে হয়,† আজ তাহা করিবার অতি সুন্দর সুযোগ ঘটিয়াছে।" অনন্তর তাহারা দুষ্টকুমারীকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া নগরে ফিরিয়া গেল।

এদিকে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল; সূর্য্য অস্ত গেল, চারিদিক্ অন্ধকারে ঘিরিল। দাসীরা প্রভুকন্যাকে না লইয়াই গৃহে উপস্থিত হইল। সেখানে লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমারী কোথায়?" তাহারা উত্তর করিল, "আমরা তাঁহাকে গঙ্গাতীরে উঠিতে দেখিয়াছি; কিন্তু শেষে তিনি কোথায় গিয়াছেন জানি না।" তখন আত্মীয় বন্ধুগণ নানাদিকে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার খোঁজ পাইলেন না।

এদিকে দুষ্টকুমারী চীৎকার করিতে করিতে জলপ্রবাহে ভাসিয়া চলিল এবং নিশীথকালে বোধিসত্ত্বের আশ্রমের নিকট উপনীত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভাবিলেন,

* ইংরাজী অনুবাদে 'তক্ক' শব্দের খর্জ্জুর এই অর্থ ধরা হইয়াছে, পালিভাষায় 'তক্র' (ঘোল) এবং 'তর্ক' এই শব্দ দুইটীও 'তক্ক' হইয়াছে। এস্থলে 'ঘোল' অর্থই গ্রহণ করা গেল। কিন্তু 'তক্ক' শব্দে যে 'তর্ক' শব্দেরও ধ্বনি আছে তাহা নিশ্চিত। 'তক্ক পণ্ডিত' অর্থাৎ তক্রবিক্রয়কারী পণ্ডিত কিংবা তর্কপণ্ডিত (যেমন তর্কবাগীশ ইত্যাদি)। বোধিসত্ত্বের পক্ষে খর্জ্জুর বিক্রয় করা অপেক্ষা তক্র বিক্রয় করাই অধিক সম্ভবপর, কেননা ভারতবর্ষে খর্জ্জুর তত সুলভ নহে।

† মূলে "এতস্সা পিট্ঠিম্ পসসিতুম্" আছে। ইহার অর্থ "ইহার পৃষ্ঠদেশ দেখিতে" অর্থাৎ মুখ না দেখিতে।

'এ যে বামাকণ্ঠের স্বর! এই রমণীকে উদ্ধার করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি তৃণের উল্কা হস্তে লইয়া নদীতীরে গেলেন এবং দুষ্টকুমারীকে দেখিতে পাইয়া 'ভয় নাই', 'ভয় নাই' বলিয়া আশ্বাস দিলেন। তাঁহার শরীরে হস্তীর মত বল ছিল। তিনি নদীতে অবতরণপূর্ব্বক দুষ্ট কুমারীকে তুলিয়া আনিলেন এবং আশ্রমে লইয়া গিয়া তাহার সেবার জন্য অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। ইহার পর তাহার শীত ভাঙ্গিলে বোধিসত্ত্ব তাহাকে নানাবিধ মধুর ফল খাইতে দিলেন; এবং তাহার আহার শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি গঙ্গায় পড়িলে কিরূপে?" দুষ্টকুমারী যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বলিল। তখন বোধিসত্ত্ব "তুমি এইখানে অবস্থিতি কর" বলিয়া তাহাকে পর্ণশালায় রাখিয়া নিজে বাহিরে গেলেন এবং দুই তিন দিন খোলা যায়গায় থাকিলেন। অতঃপর একদিন তিনি শ্রেষ্ঠি-কন্যাকে বলিলেন, "এখন তুমি বাড়ী যাও।" কিন্তু সে বাড়ী গেল না; সে ভাবিল, 'প্রণয়পাশে আবদ্ধ করিয়া এই তপস্বীর চরিত্রভ্রংশ ঘটাইতে হইবে।'

অনন্তর কিয়ৎকালমধ্যে দুষ্টকুমারী স্ত্রীজনসুলভ কুটিলতা ও বিলাস-বিভ্রম প্রয়োগ করিয়া বোধিসত্ত্বের চরিত্রস্খলন সম্পাদন করিল, তাঁহার ধ্যানবল অন্তর্হিত হইল; তিনি ঐ রমণীকে লইয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে একদিন বলিল, "আর্য্য, বনবাস করিয়া কি হইবে? চলুন আমরা লোকালয়ে যাই।" বোধিসত্ত্ব তদনুসারে তাহাকে লইয়া এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইলেন এবং সেখানে তক্রবিক্রয় দ্বারা তাহার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি তক্র বিক্রয় করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে তক্রপণ্ডিত বলিতে লাগিল। ইহার পর গ্রামবাসীরা গ্রামদ্বারে তাঁহাকে একখানি কুটীর দান করিয়া বলিল, "আপনি এখানে বাস করুন; আমাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ দিবেন; আমরা আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বহন করিব।"

কিয়ৎকাল পরে দস্যুরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাহারা একদিন তক্রপণ্ডিতের গ্রামে আসিয়া পড়িল এবং হতভাগ্য গ্রামবাসীদিগের দ্বারাই তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বহন করাইয়া চলিল; দুষ্টকুমারীকেও মোট লইয়া ইহাদের সঙ্গে যাইতে হইল। অতঃপর দস্যুরা আপনাদের আবাসস্থলে গিয়া অপর সকলকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু দুষ্টকুমারীকে ছাড়িল না। দস্যুদলপতি তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজের ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিল।

গ্রামবাসীরা ফিরিয়া আসিলে তক্রপণ্ডিত জিজ্ঞাসিলেন "আমার স্ত্রী কোথায়?" তাহারা বলিল, "দস্যুদলপতি তাঁহাকে নিজের ভার্য্যা করিয়া লইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া তক্রপণ্ডিত ভাবিলেন, "সে আমায় ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারিবে না, নিশ্চিত পলাইয়া আসিবে।" এই আশায় দুষ্টকুমারীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তিনি সেই গ্রামেই বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে দুষ্টকুমারী ভাবিল, "আমি এখানে বেশ সুখে আছি, কিন্তু যদি কখনও তক্র-পণ্ডিত কোন সূত্রে এখানে আসিয়া আমায় লইয়া যায়, তাহা হইলে এ সুখ থাকিবে না। অতএব প্রণয়ের ভাণ দেখাইয়া তাহাকে এখানে আনাইয়া নিহত করাইতে হইবে।" এই অভিসন্ধি করিয়া সে একজন লোকদ্বারা তক্রপণ্ডিতকে জানাইল, "আমি এখানে বড় কষ্ট পাইতেছি; আপনি আসিয়া যেন আমায় লইয়া যান।" তক্রপণ্ডিত এই কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং দস্যুদিগের গ্রামদ্বারে গিয়া দুষ্টকুমারীকে আপনার আগমন বার্ত্তা জানাইলেন। সে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "আর্য্য, আমরা এখনই চলিয়া গেলে দস্যু-দলপতি ধরিয়া ফেলিবে এবং দুই জনকেই বধ করিবে। অতএব এখন অপেক্ষা করুন; আমরা রাত্রিকালে পলায়ন করিব।" ইহা বলিয়া সে তক্রপণ্ডিতকে গৃহে লইয়া ভোজন করাইল এবং একটী প্রকোষ্ঠে লুকাইয়া রাখিল।

সায়ংকালে দস্যুদলপতি গৃহে ফিরিল, এবং সুরাপান করিয়া প্রমত্ত হইল। তখন দুষ্টকুমারী বলিল, "স্বামিন্, এখন যদি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আমার সেই পূর্ব্ব পতিকে * হাতে পান ত কি করেন বলুন ত।" দলপতি "তাহাকে ইহা করিব, তাহা করিব" † ইত্যাদি বলিতে লাগিল। "আপনি মনে করিয়াছেন সে বুঝি দূরে আছে! তাহা নহে, সে পাশের ঘরে রহিয়াছে।" ইহা শুনিয়া দস্যুদলপতি একটা মশাল লইয়া সেই ঘরে গেল এবং তক্রপণ্ডিতকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিল ও মেজের উপর ফেলিয়া মনের সুখে লাথি, কিল মারিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপে প্রহৃত হইয়াও তক্রপণ্ডিত আর্ত্তনাদ করিলেন না, কেবল বলিতে লাগিলেন, "অহো! কি নিষ্ঠুরা, কি অকৃতজ্ঞা, কি পরিবাদকারিণী, কি মিত্রদ্রোহিণী।" দস্যুদলপতি প্রহারান্তে তক্রপণ্ডিতের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাকে অধোমুখে ঝুলাইয়া রাখিল, নিজে সায়মাশ সম্পাদন করিয়া শয়ন করিল এবং প্রাতঃকালে যখন নেশা ভাঙ্গিয়া গেল, তখন শয্যাত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রহার আরম্ভ করিল। তখনও কিন্তু তক্রপণ্ডিত পূর্ব্ববৎ কেবল ঐ চারিটী শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে দস্যুপতির বিস্ময় জন্মিল, সে ভাবিল, 'এ ব্যক্তি এত মা'র খাইয়াও আর কিছু বলিতেছে না, পুনঃ পুনঃ এই চারিটী শব্দ উচ্চারণ করিতেছে; ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।' তখন সে তক্রপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসিল, "ওহে তুমি এত মা'র খাইতেছ, অথচ আর কিছু না বলিয়া বার বার কেবল 'অহো নিষ্ঠুরা! অহো অকৃতজ্ঞা! এই কথা বলিতেছ, ইহার মানে কি?" তক্রপণ্ডিত উত্তর দিলেন "বলিতেছি শুন।" অনন্তর তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন—"আমি পূর্ব্বে অরণ্যে বাস করিতাম; তপস্যাদ্বারা ধ্যানফল লাভ করিয়াছিলাম; এই রমণী গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল; আমি ইহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম; শেষে ইহার কুহকে পড়িয়া আমার তপোবল বিনষ্ট হয়, আমি ইহার সঙ্গে অরণ্য ছাড়িয়া এক প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করি এবং সেখানে ইহার ভরণ পোষণের জন্য তক্রবিক্রয়াদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তাহার পর দস্যুরা ইহাকে লইয়া যায়। এ আমায় সংবাদ দেয় যে বড় কষ্টে আছে, আমি আসিয়া যেন ইহাকে লইয়া যাই। এখন এ আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। এই সমস্ত ভাবিয়া আমি ওরূপ বলিতেছি।"

দস্যুদলপতি ভাবিল, 'যে এইরূপ গুণবান্ ও উপকারী ব্যক্তির এতাদৃশ অনিষ্ট করে, সে আমার না জানি কতই বিপদ্ ঘটাইতে পারে। অতএব মৃত্যুই ইহার উপযুক্ত দণ্ড।' তখন সে তক্রপণ্ডিতকে আশ্বাস দিয়া দুষ্টকুমারীকে জাগাইল এবং 'চল, আমরা গ্রামের বাহিরে গিয়া এই লোকটার প্রাণসংহার করি' এই কথা বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া খড়্গহস্তে বাহির হইল। গ্রামদ্বারে গিয়া সে দুষ্টকুমারীকে বলিল তুমি এই ব্যক্তির হাত ধরিয়া থাক। সে তাহাই করিল। তখন দস্যুদলপতি খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক যেন তক্রপণ্ডিতকেই আঘাত করিতে যাইতেছে এই ভাব দেখাইয়া এক আঘাতে পাপিষ্ঠাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। ইহার পর সে তক্রপণ্ডিতকে স্নান করাইয়া গৃহে লইয়া গেল, সেখানে তাঁহাকে কয়েকদিন পরিতোষের সহিত আহার করাইল এবং শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখন কোথায় যাইবেন?" তক্রপণ্ডিত বলিলেন, "গৃহবাসে আর আমার অভিরুচি নাই; আমি পুনর্ব্বার ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যেই অবস্থিতি করিব।" তাহা শুনিয়া দস্যুনায়ক বলিল, "তবে আমিও প্রব্রাজক হইব।"

* মূলে 'সপত্ত' এই শব্দ আছে। ইহা সংস্কৃত 'সপত্ন'। এখানে আদৌ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইতে পুংলিঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু।

† অর্থাৎ তাহার মাথা ভাঙ্গিব, ঘাড় ছিঁড়িব, হাত গুঁড়া করিব, এইরূপ।

অতঃপর তাঁহারা দুই জনেই প্রব্রজ্যা লইলেন, বনমধ্যস্থ এক আশ্রমে তপস্যাপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করিলেন এবং জীবিতক্ষয়ান্তে ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হইলেন।

[অনন্তর শাস্তা কথাদ্বয়ের সম্বন্ধ প্রদর্শনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথাটী আবৃত্তি করিলেন :—

ক্রোধপরায়ণা, কৃতজ্ঞতাহীনা, নিন্দারতা, অনুক্ষণ,
কলহের বীজ বপনে নিপুণা, রমণীর এ লক্ষণ,
অতএব লহ ব্রহ্মচর্য্যব্রত; ছাড়িও না সে আশ্রয়;
যে সুখ তাহাতে ভুঞ্জিবে নিশ্চয়, নাহিক তাহার ক্ষয়।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল। সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই দস্যুদলপতি; এবং আমি ছিলাম সেই তরুণপণ্ডিত।]

৬৪—দুরাজান-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে কোন উপাসককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসী এক উপাসক ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া পঞ্চশীলসম্পন্ন হইয়াছিল। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি তাহার সাতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। এই ব্যক্তির এক অতি দুঃশীলা ও পাপপরায়ণা ভার্য্যা ছিল। সে যে দিন কোন অন্যায় কার্য্য করিত সে দিন শত মুদ্রায় ক্রীত দাসীর ন্যায়, এবং যেদিন কোন অন্যায় কার্য্য করিত না সেদিন প্রচণ্ডা ও পরুষভাষিণী ঘরণীর ন্যায় ব্যবহার করিত। উপাসক ভার্য্যার এই প্রকৃতি-বৈষম্যের কারণ বুঝিতে পারিত না। শেষে সেই রমণী তাহাকে এমন জ্বালাতন করিতে লাগিল যে সে আর প্রতিদিন বুদ্ধের অর্চ্চনার্থ বিহারে যাইতে পারিত না।

ইহার পর একদিন সে গন্ধপুষ্পাদি লইয়া বিহারে গমন করিল এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইল। তাহাকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে উপাসক, তুমি যে সাত আট দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আস নাই?" উপাসক বলিল, "ভগবন্, আমার স্ত্রী এক এক দিন শতমুদ্রাক্রীতা দাসীর ন্যায় বিনীতা ও আজ্ঞাবহা হয়, এক এক দিন মুখরা ও প্রচণ্ডা গৃহিণীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করে। আমি তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারি না। তাহারই জ্বালায় এতদিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিতে পারি নাই।'

এই কথা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, পণ্ডিতেরা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, স্ত্রীচরিত্র দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত এখন তোমার মানসপটে সুস্পষ্ট উদিত হইতেছে না।" অনন্তর উপাসককর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন দেশবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই সকল শিষ্যের মধ্যে এক বিদেশী ব্রাহ্মণযুবক কোন রমণীর প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। অতঃপর সে বারাণসী নগরেই অবস্থিতি করিতে লাগিল বটে, কিন্তু দুই তিন বার যথাসময়ে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে পারিল না। তাহার কারণ এই যে উক্ত রমণী অতি দুঃশীলা ও পাপচারিণী ছিল; সে যে দিন দুষ্কার্য্য করিত সে দিন দাসীর ন্যায়, এবং যে দিন দুষ্কার্য্য করিত না, সে দিন প্রচণ্ডা ও কটুভাষিণী গৃহিণীর ন্যায় আচরণ করিত। তাহার স্বামী তাহার এই বিচিত্র প্রকৃতির রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারিত না, সে স্ত্রীর অত্যাচারে এত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল যে শেষে যথাসময়ে আচার্য্যসকাশেও উপস্থিত হইতে পারিত না। অনন্তর সে সাত আট দিন পরে একবার আচার্য্যের নিকট গেল। আচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন "কিহে মাণবক, এ কয়দিন তোমায় দেখি নাই কেন?" শিষ্য কহিল, "আচার্য্য, আমার স্ত্রীই ইহার কারণ। সে এক এক দিন দাসীর ন্যায় বিনীতা হয়, এক একদিন মুখরা ও প্রচণ্ডাগৃহিণীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করে, আমি তাহার প্রকৃতি বুঝিতে অসমর্থ। তাহার এই 'ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট' ভাব দেখিয়া আমি এত জ্বালাতন হইয়াছি যে যথারীতি আপনার পাদপদ্ম দর্শনেও অবহেলা করিয়াছি।"

---

* দুরাজান—দুর্জ্ঞেয়।

আচার্য্য কহিলেন, "এইরূপই হইবার কথা। রমণীগণ যে দিন দুষ্কার্য্য করে সে দিন স্বামীর অনুবর্ত্তন করে, দাসীর ন্যায় বিনীত হইয়া চলে; কিন্তু যে দিন দুষ্কার্য্য করে না, সে দিন তাহারা মদোদ্ধতা হইয়া স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। দুঃশীলা ও পাপপরায়ণা রমণীদের এইরূপই স্বভাব। তাহাদের প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়। তাহারা তুষ্ট হউক, বা রুষ্ট হউক, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে।" অনন্তর আচার্য্য শিষ্যের প্রবোধের জন্য এই গাথা পাঠ করিলেন:—

ভাল যদি বাসে নারী, হইও না হৃষ্ট তায়,
যদি ভাল নাহি বাসে, তাতেই কি আসে যায়?
নারীর চরিত্র বুঝে হেন সাধ্য আছে কার?
বারিমাঝে চরে মাছ, কে দেখিবে পথ তার?

আচার্য্য শিষ্যকে এইরূপে উপদেশ দিলেন। তদবধি সে তাহার স্ত্রীর আচরণসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিল। সেই রমণীও যখন জানিতে পারিল যে তাহার দুঃশীলতার কথা আচার্য্যের জ্ঞানগোচর হইয়াছে, তখন সে দুষ্কার্য্য পরিহার করিল।

[এই উপাসকের পত্নীও যখন জানিতে পারিল যে তাহার দুশ্চরিত্রতা সম্যক্‌সম্বুদ্ধের অগোচর নহে তখন সে পাপাচার ত্যাগ করিল।

অনন্তর শাস্তা ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই উপাসক-দম্পতী ছিলেন সেই শিষ্য ও তাহার ঘরণী, এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

৬৫—অনভিরতি-জাতক।

[পূর্ব্বে (৬৪ সংখ্যক জাতকে) যে উপাসকের কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ অপর একজন উপাসককে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি অনুসন্ধান দ্বারা ভার্য্যার দুশ্চরিত্রতার বিষয় জানিতে পারিয়া তাহার সহিত কলহ করিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন তাহার চিত্ত এত বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে সাত আট দিন সে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইতে পারে নাই। অনন্তর একদিন সে বিহারে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন-গ্রহণ করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এতদিন আস নাই কেন?" সে বলিল, "ভগবন্। আমার ভার্য্যা দুঃশীলা; সেই জন্য ব্যাকুলচিত্ত হইয়া আমি আসিতে পারি নাই।" শাস্তা বলিলেন, "উপাসক। তোমাকে পণ্ডিতেরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে স্ত্রী দুঃশীলা হইলেও তজ্জন্য কোপাবিষ্ট হইতে নাই; পরন্ত চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া তুমি সেই উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছ।" অনন্তর উপাসক-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব (পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ) একজন দেশবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার এক ছাত্র ভার্য্যার দুঃশীলতা জানিতে পারিয়া এমন বিক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছিল যে কয়েকদিন সে আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে নাই।

আচার্য্য তাহাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ উত্তর দিল। তাহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, "বৎস, নারীগণ সাধারণ ধন এবং তাহারা স্বভাবতঃ দুঃশীলা; এই জন্য পণ্ডিতেরা তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হন না।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব শিষ্যের উপদেশার্থ এই গাথাটী আবৃত্তি করিলেন:—

নদী, রাজপথ, পানের আগার, * উৎস, সভাস্থল আর,
এই পঞ্চস্থানে অবাধে সকলে ভুঞ্জে সম অধিকার।
তেমতি রমণী ভোগ্যা সকলের, কুপথে তাহার মন;
চরিত্রস্খলন দেখিলে তাহার, রোষে না পণ্ডিত জন।

---

* পানাগার—শুঁড়ির দোকান, যেখানে সকলে মদ খায়।

বোধিসত্ত্ব অন্তেবাসিককে এইরূপ উপদেশ দিলেন। তদবধি ভার্য্যার চরিত্র সম্বন্ধে তাহার ঔদাসীন্য জন্মিল, তাহার ভার্য্যাও, 'আচার্য্য আমার দুষ্কার্য্য জানিতে পারিয়াছেন' এই বিশ্বাসে পাপকর্ম্ম পরিহার করিল।

[সেই উপাসকের ভার্য্যাও 'শাস্তা আমার দুষ্কার্য্য জানিতে পারিয়াছেন' ভাবিয়া পাপ হইতে বিরত হইল। কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল। সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

৬৬—মৃদুলক্ষণা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কামভোগসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শ্রাবস্তীবাসী এক কুলপুত্র শাস্তার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া ত্রিরত্নশাসনে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতেন, যোগাভ্যাসে রত থাকিতেন, কখনও কর্ম্মস্থান ধ্যান করিতে অবহেলা করিতেন না। একদিন শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যার সময় তিনি নানালঙ্কারভূষিতা এক রমণীকে দেখিতে পাইয়া সংযতেন্দ্রিয় নীতিভ্রষ্ট হইলেন এবং তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। পরশুচ্ছিন্ন ক্ষীরবৃক্ষ * যেমন ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ দুষ্প্রবৃত্তির সঞ্চারবশতঃ তিনিও সেইরূপ পাপপঙ্কে পতিত হইলেন। রিপুর তাড়নায় তিনি দেহের ও মনের স্ফূর্তি হারাইলেন এবং মরীচিকা-ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় বুদ্ধশাসনে বীতরাগ হইলেন। তাহার নখ ও কেশ বৃদ্ধি হইল; চীবরগুলি মলিন হইল।

এই ব্যক্তির ভিক্ষুসহচরগণ তাঁহার ইন্দ্রিয়বিকার ঘটিয়াছে জানিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তোমার প্রত্যঙ্গাদি পূর্ব্বের মত প্রসন্ন বোধ হইতেছে না, ইহার কারণ কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "বন্ধুগণ, আমার আর সুখ নাই।" অনন্তর ভিক্ষুরা তাঁহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা এ ব্যক্তিকে ইঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনিলে কেন?" "ভগবন্, ইনি বলিতেছেন, যে জীবনে ইঁহার আর সুখ নাই।" "কি হে ভিক্ষু, এ কথা সত্য কি?" "হাঁ প্রভো, একথা সত্য।" "তোমার উদ্বেগের কারণ কি বল ত?" "ভগবন্, আমি ভিক্ষাচর্য্যাকালে এক রমণীদর্শনে নীতিমার্গস্খলিত হইয়া তাহাকে বিলোকন করিয়াছিলাম। তাহাতে সহসা কামনার উদ্রেক হইয়া আমাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে।" "তুমি ধর্ম্মনীতিলঙ্ঘনপূর্ব্বক নিজের তৃপ্তিসাধনার্থ নিষিদ্ধ পদার্থ দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলে এবং তন্নিবন্ধন রিপুর তাড়না ভোগ করিতেছ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতীতকালে যাঁহারা পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহারা ধ্যানবলে সমগ্র রিপুদমনপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন, যাঁহারা আকাশমার্গে বিচরণ করিতে পারিতেন, এবংবিধ বোধিসত্ত্বগণও নিষিদ্ধ পদার্থ অবলোকন করিয়া ধ্যানভ্রষ্ট ও রিপুতাড়িত হইয়া অশেষ দুঃখ পাইয়াছিলেন। যে বায়ু সুমেরুপর্ব্বত উৎপাটিত করিতে পারে, সে হস্তিপ্রমাণ শিলাখণ্ড গ্রাহ্য করিবে কেন? যে বায়ু জম্বুবৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া বলের পরিচয় দেয়, সে ছিন্নতটস্থিত গুল্মকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনে না; যে বায়ু মহাসমুদ্রশোষণক্ষম, তাহার নিকট ক্ষুদ্র তড়াগ অতি তুচ্ছ বিষয়। রিপুগণ যখন উত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বিশুদ্ধচিত্ত বোধিসত্ত্বদিগেরও অজ্ঞানতা উৎপাদন করে, তখন তাহারা তোমায় দেখিয়া কি লজ্জিত হইবে? রিপুবলে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাও বিপথগামী হন, যশস্বী ব্যক্তিরাও কলঙ্কভাগী হইয়া থাকেন। ইহা বলিয়া শাস্তা অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন বিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানোদয়ের পর সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী হইয়া বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অনন্তর তিনি সর্ব্ববিধ কৃৎস্নপরিকর্ম্ম সমাধান করিয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং হিমাচলের এক নিভৃত প্রদেশে ধ্যানসুখে নিমগ্ন থাকিতেন।

একদা বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্লসংগ্রহার্থ † হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসীতে গমন করিয়া রাজার উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন এবং পরদিন শারীরকৃত্য

---

* ক্ষীরবৃক্ষ বা ক্ষীরতরু বলিলে ন্যগ্রোধ, উডুম্বর, অশ্বত্থ ও মধুক এই চারি প্রকারের যে কোন প্রকার বৃক্ষ বুঝায়।

† পালি 'অম্বিলো'—আমানি বা অম্লজল (Vinegar)

সমাপনানন্তর নগর মধ্যে ভিক্ষায় বাহির হইলেন। তাহার পরিধান রক্তবসন, স্কন্ধের একদেশে মৃগচর্ম্ম, মস্তকে সুবিন্যস্ত জটামণ্ডল, স্কন্ধে কাচ।* তিনি এই বেশে ভিক্ষা করিতে করিতে রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। বোধিসত্ত্বের আকার প্রকার দেখিয়া রাজার বড় ভক্তি জন্মিল। তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া মহার্হ আসনে বসাইলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক ভোজনার্থ প্রচুর সুমধুর খাদ্য দান করিলেন। বোধিসত্ত্ব ইহাতে নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়া রাজাকে ধন্যবাদ দিলেন। তখন রাজা প্রার্থনা করিলেন, 'ভগবন্, আপনি এখন হইতে এই উদ্যানেই অবস্থিতি করুন।" বোধিসত্ত্ব ইহাতে সম্মত হইয়া রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি রাজকুলস্থ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন এবং রাজভোগ আহার করিতেন। এইরূপে ষোড়শ বৎসর অতিবাহিত হইল।

অতঃপর কাশীরাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিল; তাহা দমন করিবার জন্য একদিন রাজাকে বারাণসী হইতে প্রস্থান করিতে হইল। যাত্রাকালে তিনি অগ্রমহিষী মৃদুলক্ষণাকে বলিয়া গেলেন, "তুমি অতি সাবধানে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পরিচর্য্যা করিবে।" রাজার প্রস্থানের পরেও বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ যখন ইচ্ছা রাজভবনে যাইতে লাগিলেন।

একদিন মহিষী মৃদুলক্ষণা যথাসময়ে বোধিসত্ত্বের আহার প্রস্তুত করিলেন; কিন্তু সে দিন তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইল। মৃদুলক্ষণা সেই অবসরে স্নানাদি শারীরকৃত্য শেষ করিয়া লইলেন। তিনি সুবাসিত জলে স্নান করিলেন, সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইলেন এবং একটী বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে ক্ষুদ্র শয্যায় শয়ন করিয়া বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিলেন।

বোধিসত্ত্ব ধ্যানস্থ ছিলেন। ধ্যানশেষ হইলে তিনি দেখিলেন অনেক বেলা হইয়াছে। তখন তিনি আকাশপথেই রাজভবনে উপনীত হইলেন। তাঁহার বল্কল ও চীবরের শব্দ শুনিতে পাইয়া মৃদুলক্ষণা "আর্য্য আসিয়াছেন" বলিয়া সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। ব্যস্ততা-বশতঃ তাঁহার উৎকৃষ্ট শাটকখানি ঈষৎ স্খলিত হইল; কাজেই বাতায়নপথে প্রবেশ করিবার সময় বোধিসত্ত্ব তদীয় অলোকসামান্য রূপলাবণ্য নয়নগোচর করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মনীতি-লঙ্ঘনপূর্ব্বক নয়নের তৃপ্তিসাধনার্থ তাহা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কামনা জন্মিল; তিনি পরশুচ্ছিন্ন ক্ষীরবৃক্ষবৎ পাতিত্য প্রাপ্ত হইলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধ্যানফলও বিনষ্ট হইল এবং তিনি ছিন্নপক্ষ কাকের ন্যায় নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়া পড়িলেন। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই ভোজ্য গ্রহণ করিলেন এবং কিঞ্চিন্মাত্র আহার না করিয়া রিপু-প্রকম্পিত দেহে প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন। সেখানেও পর্ণ-শালায় প্রবেশ করিয়া তিনি ফলকশয্যার নিম্নে ভোজ্য রাখিয়া দিলেন এবং অভুক্ত অবস্থাতেই শুইয়া পড়িলেন। মহিষীর অসামান্যরূপের ভাবনায় তাঁহার হৃদয় বাসনানলে দগ্ধ হইতে লাগিল; তিনি সপ্তাহকাল সেই ফলকশয্যায় অনাহারে পড়িয়া রহিলেন।

সপ্তমদিবসে রাজা বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি রাজধানী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং ভাবিলেন, "একবার সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিয়া আসি।" ইহা স্থির করিয়া তিনি উদ্যানে গিয়া দেখিলেন বোধিসত্ত্ব পর্ণশালায় শয্যাশায়ী। তিনি ভাবিলেন, হয়ত ইনি অসুস্থ হইয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পর্ণশালা পরিষ্কৃত করাইলেন এবং বোধিসত্ত্বের পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অসুখ করিয়াছে কি?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমার অন্য কোন অসুখ নাই, কিন্তু আমার চিত্ত কামনা-প্রতিবদ্ধ হইয়াছে।" "কাহার জন্য কামনা?" "মৃদু-লক্ষণার জন্য।" "বেশ কথা! আমি মৃদুলক্ষণাকে আপনাকেই দান করিতেছি।" এই

* কাচ (পালি 'কাজো বা কাচো')=বাঁক। ইহাতে বাঁকের শিকাগুচ্ছ (শিক্য) বুঝায়।

বলিয়া রাজা তপস্বিসহ গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং মহিষীকে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া দান করিলেন। কিন্তু সঙ্কেত দ্বারা তাহাকে বলিয়া দিলেন, "প্রিয়ে, তুমি স্বীয় প্রভাবে এই তপস্বীকে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিও।" মৃদুলক্ষণা বলিলেন, "যে আজ্ঞা, মহারাজ, চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।"

ইহার পর বোধিসত্ত্ব মৃদুলক্ষণাকে লইয়া রাজভবনের বাহির হইলেন; কিন্তু তাঁহারা যখন সিংহদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন মৃদুলক্ষণা বলিলেন, "প্রভো, আমাদের বাসোপযোগী কোন গৃহ নাই। আপনি রাজার নিকট গিয়া একটা বাসগৃহ প্রার্থনা করুন। বোধিসত্ত্ব তদনুসারে রাজার নিকট গৃহ প্রার্থনা করিলেন। রাস্তার ধারে একখানি জীর্ণ কুটীর ছিল; পথিকেরা তাহাতে মলত্যাগ করিত। রাজা বোধিসত্ত্বকে ঐ কুটীর দান করিলেন।

বোধিসত্ত্ব মহিষীকে লইয়া সেই কুটীরে গেলেন; কিন্তু মহিষী উহা দেখিয়াই বলিলেন "আমি ইহার ভিতর যাইব না।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাইবে না?" "অশুচি বলিয়া।" "তবে এখন কি করিতে হইবে বল।" "ঘর পরিষ্কার করুন; রাজার নিকট গিয়া কোদাল ও ঝুড়ি লইয়া আসুন।" এই বলিয়া মহিষী বোধিসত্ত্বকে পুনর্ব্বার রাজার নিকট পাঠাইলেন। তাহার পর তিনি বোধিসত্ত্বের দ্বারা ঘরের মল ও আবর্জ্জনা ফেলাইলেন, গোবর আনাইয়া মেজে ও বেড়া লেপাইলেন; "আবার যান, খাটিয়া আনুন, পিড়ি আনুন, বিছানা আনুন, জালা আনুন, ঘট আনুন" বলিয়া এক একবার এক একটী দ্রব্য আনাইলেন, এবং শেষে তাঁহাকে জল ও অন্যান্য উপকরণ আনিতে বলিলেন। বোধিসত্ত্ব ঘটে করিয়া জল আনিয়া জালায় পূরিলেন, মহিষীর স্নানের জন্য জল আনিলেন এবং শয্যা প্রস্তুত করিলেন।

এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে বোধিসত্ত্ব মহিষীর সহিত শয্যায় উপবেশন করিলেন। "তুমি না ব্রাহ্মণ? তুমি না শ্রমণ? তুমি কি সব কথা ভুলিয়া গিয়াছ?" বলিতে বলিতে মহিষী তাঁহার দাড়ি * ধরিয়া নিজের মুখের সম্মুখে তদীয় মুখ টানিয়া আনিলেন। মহিষীর কথায় বোধিসত্ত্বের চৈতন্য হইল; এতক্ষণ তিনি অজ্ঞানে ডুবিয়াছিলেন।

["ভিক্ষুগণ, কামরিপু ধর্ম্মের বিঘ্নজনক † এবং ক্লেশ বলিয়া পরিগণিত কেন না অবিদ্যা হইতে ইহার উৎপত্তি এবং অবিদ্যাজাত সমস্তই জীবকে অন্ধ করিয়া ফেলে" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এখানে বলা আবশ্যক।]

চৈতন্যলাভের পর বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই কুপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইলে আমি আর চতুর্ব্বিধ অপায় হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে পারিব না। আমি অদ্যই মহিষীকে রাজার হস্তে প্রত্যর্পণ করিব এবং হিমালয়ে চলিয়া যাইব।' অনন্তর তিনি মহিষীকে লইয়া রাজার নিকট উপনীত হইলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, আপনার মহিষীতে আর আমার প্রয়োজন নাই, ইঁহারই জন্য আমার মনে কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথা বলিলেন :—

মৃদুলক্ষণার তরে একমাত্র অভিলাষ
ছিল মম পূর্ব্বে হে রাজন্,
কিন্তু সেই বিশালাক্ষী লভি এবে, এক ইচ্ছা
ইচ্ছান্তরে করে উৎপাদন।

এই গাথা আবৃত্তি করিবামাত্র বোধিসত্ত্ব পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিলেন এবং আকাশে সমাসীন হইয়া রাজাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি হিমালয়ে প্রতিগমন-

* সংস্কৃত 'দাটিকা', পালি 'দাঠিকা', বাঙ্গালা 'দাড়ি'।

† মূলে 'কামচ্ছন্দ-নীবরণা' এই পদ আছে। নীবরণ=ধর্ম্মপরিপন্থক। বৌদ্ধশাস্ত্রে কাম, ব্যাপাদ (ঈর্ষ্যা), স্ত্যানমিদ্ধ (অলসতা), ঔদ্ধত্য, কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা (সংশয়), ঋণ, রোগ বন্ধনাগার, দাসত্ব প্রভৃতি নানা প্রকার নীবরণের নাম দেখা যায়।

কোলে ছেলে পথে পতি, সহজেই পাই,
কিন্তু কোথা, মহারাজ, মিলিবেক ভাই ?

রাজা দেখিলেন রমণী সত্য কথাই বলিতেছে। তিনি প্রীত হইয়া তিন জনকেই বন্ধনাগার হইতে আনয়ন করিয়া মুক্তি দিলেন ; রমণী তাহাদিগকে লইয়া চলিয়া গেল।

[অতএব দেখিতে পাইলে ঐ রমণী এই তিন ব্যক্তিকে পূর্ব্বেও বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছিল।

সমবধান—তখন এই রমণী ও এই ব্যক্তিত্রয় ছিল সেই রমণী এবং সেই ব্যক্তিত্রয় এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

☞ ইহাতে বিধবাদিগের পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা লক্ষিত হয়। তবে প্রত্যুৎপন্নবস্তু ও অতীতবস্তু উভয়ত্রই রমণী নীচজাতীয়া। হিন্দুসমাজের নীচজাতীয় লোকের মধ্যে (বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলে) বিধবাবিবাহ এখনও প্রচলিত আছে।

৬৮—সাকেত-জাতক।

[শাস্তা অঞ্জনবনে অবস্থিতি কালে কোন ব্রাহ্মণসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শাস্তা যখন ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া সাকেত * নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সাকেতবাসী জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নগর হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন। তিনি দ্বারদেশে দশবলের দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইলেন এবং দৃঢ়রূপে তদীয় গুল্‌ফদ্বয় ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, মাতাপিতার বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাদের সেবা করা কি পুত্রের ধর্ম্ম নয় ? তুমি এতকাল আমাদিগকে দেখা দাও নাই কেন ? আমি ত এখন তোমায় দেখিতে পাইলাম। চল, তোমার মাতাকে দেখা দিয়া যাও।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ শাস্তাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। এখানে তাঁহার জন্য যে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘসহ তদুপরি উপবেশন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী আসিয়া তাঁহার পাদমূলে পড়িয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "বাবা, এতকাল কোথায় ছিলি ? বুড়া মা বাপের কি সেবা করিতে নাই রে, বাপ ?" অনন্তর তিনি পুত্রকন্যাদিগকে "তোরা শীঘ্র আয়, তোদের দাদাকে প্রণাম কর্" বলিয়া ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহাদিগের দ্বারা শাস্তাকে প্রণাম করাইলেন।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী পরম সন্তোষ লাভ করিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। আহার শেষ হইলে শাস্তা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে জরাসূত্র † শুনাইলেন ; তাহাতে ঐ দম্পতি অনাগামিফল প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর আসন হইতে উত্থিত হইয়া শাস্তা অঞ্জনবনে ফিরিয়া গেলেন।

ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমাসীন হইয়া এই ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "দেখ তথাগতের পিতা শুদ্ধোধন এবং মাতা মহামায়া, এ কথা ব্রাহ্মণ নিশ্চিত জানেন ; তথাপি তিনি ও তাঁহার পত্নী উভয়েই শাস্তাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন ; শাস্তাও তাঁহার প্রতিবাদ করিলেন না। ইহার কারণ কি ?" ভিক্ষুদিগের কথা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, ইঁহারা দুইজনে পুত্রকেই পুত্র বলিয়াছেন।" অনন্তর তিনি অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

এই ব্রাহ্মণ অতীতকালে নিরন্তর উপর্য্যুপরি পঞ্চশত জন্ম আমার পিতা, পঞ্চশত জন্ম খুল্লতাত, ‡ এবং পঞ্চশত জন্ম পিতামহ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণীও অতীতকালে নিরন্তর পঞ্চশত জন্ম আমার মাতা, পঞ্চশত জন্ম পিতৃব্য-পত্নী এবং পঞ্চশত জন্ম পিতামহী ছিলেন। এইরূপে সার্দ্ধসহস্র জন্ম আমি এই ব্রাহ্মণের হস্তে এবং সার্দ্ধসহস্র জন্ম এই ব্রাহ্মণীর হস্তে প্রতিপালিত হইয়াছি।

এইরূপে ত্রিসহস্র জন্ম বৃত্তান্ত বলিয়া অভিসম্বুদ্ধ শাস্তা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

---

* অযোধ্যার অন্তঃপাতী প্রাচীন নগরবিশেষ।

† জরাসূত্র—সূত্র নিপাঠের সূত্রবিশেষ।

‡ মূলে চুল্লপিতা (খুল্লতাত), মহাপিতা (পিতামহ, মাতামহ), চুল্লমাতা (পিতৃব্য পত্নী), মহামাতা (পিতামহী, মাতামহী) এই কয়েকটী শব্দ দেখা যায়। 'মহাপিতা' ইংরাজী grandfather শব্দের অবিকল অনুরূপ।

দরশন মাত্র মন যারে চায়,
দরশনে যার প্রসন্ন অন্তর,
প্রাক্তন বান্ধব জানিবে তাহায়,
বিশ্বাসের পাত্র সেই মিত্রবর।

[সমবধান—এই ব্রাহ্মণদম্পতি উক্ত সমস্ত অতীত জন্মেই দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং আমি তাঁহাদের সন্তান ছিলাম।]

৬৯—বিষবান্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই স্থবির যখন পিষ্টক ভক্ষণ করিতেন তখন একদিন লোকে ভিক্ষুসঙ্ঘের আহারার্থ বিহারে এত পিষ্টক লইয়া গিয়াছিলেন যে ভিক্ষুদিগের আহারান্তেও বিস্তর উদবৃত্ত ছিল। তাহা দেখিয়া দাতারা বলিলেন, "মহাশয়গণ, যাঁহারা ভিক্ষাচর্য্যার্থ গ্রামে গিয়াছেন, তাঁহাদের জন্যও কিছু পিষ্টক রাখিয়া দিন।"

এই সময়ে সারীপুত্রের এক সার্দ্ধবিহারিকও কোন গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। তাহার জন্য পিষ্টকের এক অংশ রাখিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু তিনি ফিরিতেছেন না দেখিয়া বিহারবাসীরা মনে করিল ভোজন-বেলা অতিক্রান্ত হইতে চলিল, (ইহার পর পিষ্টক ভক্ষণের সময় থাকিবে না।)* অতএব তাহারা ঐ অংশ স্থবিরকে আহার করিতে দিল। তিনি উহা আহার করিয়াছেন এমন সময় সার্দ্ধবিহারিক বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহাকে দেখিয়া স্থবির বলিলেন, "বৎস, তোমার জন্য যে পিষ্টক রাখা হইয়াছিল তাহা আমি আহার করিয়াছি। সার্দ্ধবিহারিক বলিল, "তাহা করিবেন না কেন? মধুর দ্রব্য কি কাহারও নিকট অপ্রিয় হইতে পারে?"

এই কথায় মহাস্থবিরের মনে বড় অশান্তি জন্মিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "অদ্য হইতে পিষ্টক ভোজন ত্যাগ করিলাম।" শুনা যায় ইহার পর নাকি সারীপুত্র আর কখনও পিষ্টক ভক্ষণ করেন নাই।

সারীপুত্র পিষ্টক ত্যাগ করিয়াছেন এ কথা অচিরে বিহারবাসীদিগের কর্ণগোচর হইল। তাহারা এক দিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথার আন্দোলন করিতেছে এমন সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি আলোচনা করিতেছ?" তাহারা আলোচনার বিষয় নিবেদন করিলে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, সারীপুত্র একবার যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, প্রাণ গেলেও তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবে না।" অতঃপর তিনি অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বিষবৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি এই ব্যবসায় দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

ঘটনাক্রমে একদিন কোন জনপদবাসী সর্পকর্তৃক দষ্ট হইয়াছিল। তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ বিপত্তির আশঙ্কা করিয়া তখনই বোধিসত্ত্বকে আনাইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঔষধ প্রয়োগে বিষ বাহির করিব, না যে সাপে ইহাকে কামড়াইয়াছে, তাহাকেই আনিয়া তাহার দ্বারা বিষ চুষাইয়া লইব?" গ্রামবাসীরা বলিল "সাপ আনিয়াই বিষ বাহির করান।" তখন বোধিসত্ত্ব সর্পকে আনয়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এই ব্যক্তিকে দংশন করিয়াছ?" সর্প বলিল, "হাঁ, আমিই ইহাকে দংশন করিয়াছি।" "তবে এখন ক্ষতস্থান হইতে বিষ চুষিয়া বাহির কর।" "আমি একবার যে বিষ ঢালিয়াছি, তাহা পূর্ব্বেও কখন পুনর্গ্রহণ করি নাই, এখনও করিব না।" এই উত্তর শুনিয়া বোধিসত্ত্ব কাষ্ঠ আনাইয়া অগ্নি জ্বালাইলেন এবং সর্পকে বলিলেন, "হয় বিষ চুষিয়া লও, নয় এই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পুড়িয়া মর।" সর্প কহিল, "পুড়িয়া মরি সেও ভাল, তথাপি পরিত্যক্ত বিষ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিব না।

ঢালি একবার প্রাণভয়ে পুনঃ গিলিতে যাহারে হয়,
ধিক্ হেন বিষে, ইহাতে আমার নাহি কোন ফলোদয়।
নীচতা স্বীকারে লভিলে জীবন, কেমনে দেখাব মুখ?
তার চেয়ে আমি তেজ দেখাইয়া মরণে পাইব সুখ।

* কেন না মধ্যাহ্নের পর পিষ্টকাদি চর্ব্ব্য খাদ্য নিষিদ্ধ।

ইহা বলিয়া সর্প অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাহাকে বাধা দিয়া ঔষধ ও মন্ত্রবলেই বিষ বাহির করিলেন। এইরূপে উক্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিলে বোধিসত্ত্ব সর্পকে শীলব্রত শিখাইলেন এবং "অতঃপর কাহারও অনিষ্ট করিওনা" বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

[সারীপুত্র যখন একবার কোন দ্রব্য পরিত্যাগ করে, তখন কখনও তাহা প্রাণান্তে পুনর্ব্বার স্পর্শ করে না।

সমবধান—তখন সারীপুত্র ছিল সেই সর্প এবং আমি ছিলাম সেই বৈদ্য।]

৭০—কুদ্দাল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে চিত্রহস্ত সারীপুত্র নামক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

চিত্রহস্ত সারীপুত্র শ্রাবস্তী নগরের কোন ভদ্রবংশীয় যুবক।* তিনি একদিন হলকর্ষণান্তে † গৃহে প্রতিগমন করিবার সময় কোন বিহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং জনৈক স্থবিরের পাত্র হইতে স্নিগ্ধমধুর ভোজ্যপেয়ের আস্বাদ পাইয়া ভাবিয়াছিলেন, 'আমি দিবারাত্র স্বহস্তে নানা কার্য্য সম্পাদন করি, অথচ কখনও এরূপ মধুর খাদ্য পাই না। অতএব আমিও শ্রমণ হইব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক দেড় মাস কাল একাগ্রচিত্তে ধর্ম্মচিন্তা করিলেন, কিন্তু শেষে রিপুপরতন্ত্র হইয়া সঙ্ঘত্যাগ করিয়া গেলেন। অতঃপর অন্নকষ্টে তিনি পুনর্ব্বার প্রব্রাজক হইয়া অভিধর্ম্ম ‡ শিক্ষা করিলেন। এইরূপে তিনি উপর্য্যুপরি ছয় বার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং ছয় বার সংসারী হইলেন। অনন্তর সপ্তম বার সংসার ত্যাগ করিবার পর তিনি অভিধর্ম্মের সাতটী প্রকরণই কণ্ঠস্থ করিলেন এবং বহুবার ভিক্ষুধর্ম্ম আবৃত্তি করিতে করিতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার ভিক্ষুবন্ধুগণ পরিহাসপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "কিহে ভায়া, তোমার চিত্তে পূর্ব্বের ন্যায় রিপুগণের প্রাদুর্ভাব হয় না কি?" তিনি বলিলেন, "বন্ধুগণ, পার্থিব গৃহিভাব আর আমায় অভিভূত করিতে পারে না।"

চিত্রহস্ত সারীপুত্র এইরূপে অর্হত্ত্ব লাভ করিলে ধর্ম্মসভায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। ভিক্ষুরা বলিতে লাগিলেন, যদিও চিত্রহস্ত সারীপুত্র ভাগ্যবলে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, তথাপি (এ কথা বলিতে হইবে যে) তিনি ছয়বার সঙ্ঘত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যাহারা পৃথগ্‌জন (অর্থাৎ যাহারা ত্রিরত্নের শরণ না লইয়া কেবল পার্থিব বিষয়ই লইয়া থাকে) তাহাদের বহু দোষ।

এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্ত লঘু ও দুর্দ্দমনীয়। বিষয়বাসনা এরূপ চিত্তকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখে। চিত্ত একবার আবদ্ধ হইলে সহসা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। এরূপ চিত্তের বশীকরণ অতীব প্রশংসার্হ ও বশীভূত হইলে ইহা পরম সুখাবহ ও কল্যাণসাধক হয়।

> বিষয়ীর চিত্ত রিপু-পরায়ণ,
> অসার বিষয়ে রত অনুক্ষণ।
> হেন চিত্ত যেই বশীভূত করে,
> প্রশংসা তাহার করে সব নরে।
> চিত্তের দমন সুখের কারণ,
> কল্যাণ তাহাতে লভে সর্ব্বজন।

চিত্তের এই দুর্দ্দমনীয়তা বশতঃ পণ্ডিতেরাও লোভপরবশ হইয়া একখানি কুদ্দাল পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিতে পারেন নাই এবং সেই সামান্য বস্তুর মায়ায় ছয় বার প্রব্রজ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারী হইয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তমবারে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তাঁহারা ধ্যানফল লাভ করিয়াছিলেন এবং লোভ-দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

---

* যাঁহারা অর্হত্ত্ব লাভ করিতেন তাঁহারা বয়োবৃদ্ধ না হইলেও "স্থবির" উপাধি পাইতেন। এই নিমিত্ত চিত্রহস্ত সারীপুত্র যুবক হইয়াও "স্থবির" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

† ভদ্রবংশীয়দিগের পক্ষে স্বহস্তে হলকর্ষণ প্রাচীনকালে দোষাবহ ছিল না।

‡ অর্থাৎ তৃতীয় পিটক।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পর্ণিককুলে * জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর "কুদ্দালপণ্ডিত" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি কুদ্দালদ্বারা একখণ্ড ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া তাহাতে শাক, লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি উৎপাদন করিতেন এবং সেই সমস্ত বিক্রয় করিয়া অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সংসারে সেই একখানি কোদালি ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন সম্বল ছিল না। একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'গৃহে থাকিয়া আমার কি সুখ? আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কোদালিখানি লুকাইয়া রাখিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বোধিসত্ত্বের মনে সেই ভোঁতা কোদালির লোভ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি পুনরায় সংসারে আসিলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ঘটিতে লাগিল,—তিনি ছয়বার কোদালি লুকাইয়া রাখিয়া প্রব্রাজক হইলেন এবং ছয়বারই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর সপ্তমবারে তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন :—"আমি এই কুণ্ঠ কুদ্দালের মায়াতেই পুনঃ পুনঃ গৃহে আসিতেছি; এবার ইহা মহানদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রব্রজ্যা লইব।" তখন তিনি নদীতীরে গিয়া, পাছে কুদ্দালের পতনস্থান দৃষ্টিগোচর হইলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক উহা উদ্ধার করিবার ইচ্ছা হয় এই আশঙ্কায়, চক্ষুর্দ্বয় নিমীলন করিলেন, বাঁট ধরিয়া হস্তিসমবলে মস্তকোপরি তিনবার ঘুরাইয়া কুদ্দালখানি নদীর মধ্যভাগে নিক্ষেপ করিলেন এবং "আমি জিতিয়াছি! আমি জিতিয়াছি!" বলিয়া তিনবার সিংহনাদ করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে বারাণসীরাজ্যের প্রত্যন্তবাসী প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহাদিগকে দমন করিয়া বারাণসীপতি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। দৈবগত্যা ঐ সময়ে তিনি সেই নদীতেই অবগাহন পূর্ব্বক সর্ব্বালঙ্কারভূষিত এবং গজস্কন্ধারূঢ় হইয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি বলিলেন, "এ লোকটা 'জিতিয়াছি জিতিয়াছি' বলিতেছে। কাহাকে জিতিল? উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর ত।"

বোধিসত্ত্ব উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্র, আমি সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া রাজধানীতে ফিরিতেছি। তুমি কিসে বিজয়ী হইলে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যদি চিত্তনিহিত রিপুগণকে জয় করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ সংগ্রামে জয়লাভ করাও বৃথা। আমি অন্য লোভদমনপূর্ব্বক রিপুজয়ী হইয়াছি।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি মহানদী অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং জলকৃৎস্ন ধ্যান করিয়া তত্ত্বদর্শী হইলেন। তখন তাঁহার লোকাতীত ক্ষমতা জন্মিল, তিনি আকাশে আসীন হইয়া রাজাকে নিম্নলিখিত গাথায় ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন :—

> সে জয়ে কি ফল, পশ্চাতে যাহার আছে পরাজয়ভয়?
> যে জয়ের কভু নাই পরাজয়, সেই সে প্রকৃত জয়।

ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে রাজার মোহান্ধকার দূর এবং রিপুনিচয় প্রশমিত হইল। তাঁহার রাজ্যাভিলাষ দূরে গেল, প্রব্রজ্যালাভের বাসনা জন্মিল। তিনি বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কোথায় যাইবেন? বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি এখন হিমাচলে গিয়া তপস্বিভাবে বাস করিব।" "তবে আমিও প্রব্রাজক হইব" বলিয়া রাজাও বোধিসত্ত্বের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তদ্দর্শনে রাজার সমস্ত সৈন্য এবং সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণাদি অপর সকলেও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

বারাণসীবাসীরা যখন শুনিল কুদ্দালপণ্ডিতের উপদেশবলে রাজা প্রব্রজ্যাভিমুখী হইয়াছেন এবং সসৈন্যে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন, তখন তাহারা ভাবিল, "আমরা ঘরে থাকিয়া কি

* যাহারা শাকসবুজি উৎপাদন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারা পর্ণিক নামে অভিহিত হইত। বঙ্গদেশে পুণ্ডরীক নামক জাতিরও এই ব্যবসায়। পুণ্ডরীকেরা সাধারণতঃ পুঁড়া নামে পরিচিত।

করিব ?" অনন্তর দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী নগর হইতে সমস্ত অধিবাসী তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ জনস্রোত বোধিসত্ত্বের সঙ্গে হিমাচলে প্রবেশ করিল।

এদিকে দেবরাজ শক্রের আসন উত্তপ্ত * হইল। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া জানিতে পারিলেন, কুদ্দালপণ্ডিত মহাভিনিষ্ক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এত লোকের বাসস্থানের কি কি সুবিধা করা যায় ভাবিয়া তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কুদ্দালপণ্ডিত মহাভিনিষ্ক্রমণ করিতেছেন। ইঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তুমি এখনই হিমাচলে গিয়া দৈবশক্তিপ্রভাবে সমতল ভূভাগে ত্রিংশদ্‌যোজনদীর্ঘ এবং পঞ্চদশযোজন বিস্তৃত আশ্রমপদ প্রস্তুত কর।" বিশ্বকর্ম্মা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তখনই চলিয়া গেলেন এবং দেবরাজের আদেশমত আশ্রমপদ প্রস্তুত করিলেন।

[অতঃপর সংক্ষেপে বলা যাইতেছে; সবিস্তর বিবরণ হস্তিপালক জাতকে (৫০৯) প্রদত্ত হইবে। এই জাতক এবং হস্তিপালজাতক প্রকৃতপক্ষে একই আখ্যায়িকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ।]

বিশ্বকর্ম্মা আশ্রমপদে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন; সেখান হইতে বিকটরাবী পশু, পক্ষী ও রাক্ষসাদি দূর করিয়া দিলেন এবং চারিদিকে চারিটী একপদিক মার্গ † প্রস্তুত করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। সানুচর কুদ্দাল পণ্ডিত হিমাচলে উপনীত হইয়া শক্রদত্ত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত প্রব্রাজকোচিত কুটীর ও উপকরণাদি গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমে নিজে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, পরে অনুচরদিগকে প্রব্রজ্যা দিলেন এবং আশ্রমপদ ভাগ করিয়া কে কোন্ অংশে থাকিবেন তাহা নির্দ্দেশ করিলেন।

এইরূপে বারাণসী-বাসীরা ইন্দ্রতুল্য বিভব পরিহার করিলেন—ত্রিংশদ্‌যোজনব্যাপী সমস্ত আশ্রমপদ প্রব্রাজকপূর্ণ হইল। কুদ্দালপণ্ডিত অবশিষ্ট সমস্ত কৃৎস্ন ধ্যান করিয়া ‡ ব্রহ্মবিহার প্রাপ্ত হইলেন এবং অনুচরদিগের জন্য যথাযোগ্য কর্ম্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা সকলেই অষ্টসমাপত্তি লাভপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং যাহারা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিল, তাহারাও দেবলোকবাসের উপযুক্ত হইল।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, রিপুপরবশ চিত্তের মুক্তিসম্পাদন অতি দুষ্কর। লোভ জন্মিলে তাহা সহজে দূর করিতে পারা যায় না। কুদ্দালপণ্ডিতের ন্যায় বিজ্ঞলোকেও তখন অজ্ঞের মত আচরণ করিয়া থাকেন।

এই উপদেশ শুনিয়া ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেহ স্রোতাপত্তি-ফল, কেহ সকৃদাগামি-ফল, কেহ অনাগামিফল লাভ করিলেন, কেহ কেহ বা অর্হন্ হইলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিল রাজা, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল কুদ্দালপণ্ডিতের অনুচর, এবং আমি ছিলাম কুদ্দালপণ্ডিত।]

৭১—বরুণ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে তিষ্যনামক জনৈক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি একজন ভূম্যধিকারীর পুত্র ছিলেন। §

একদিন শ্রাবস্তীবাসী বন্ধুত্বসূত্রাবদ্ধ ত্রিশজন ভদ্রবংশীয় যুবক বহুসংখ্যক অনুচরসহ গন্ধপুষ্পবস্ত্রাদি উপঢৌকন লইয়া শাস্তার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণার্থ জেতবনে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা নাগ-

---

* বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় সাধুপুরুষদিগের কোন বিপদ্ ঘটিলে শক্রের আসন উত্তপ্ত হয়; হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায় ভক্তের বিপদে দেবতার আসন টলে।

† সঙ্কীর্ণপথ—যাহাতে একবারে একজন মাত্র লোক চলিতে পারে। তপোবনে প্রধানতঃ এইরূপ সঙ্কীর্ণ পথেরই উল্লেখ দেখা যায়।

‡ অর্থাৎ জল ব্যতীত অন্য সমস্ত কৃৎস্ন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তিনি জলকৃৎস্ন ধ্যান করিয়া অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।

§ মূলে "কুটুম্বিয়-পুত্ত" এই পদ আছে। কুটুম্বী = সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, ভূম্যধিকারী।

মালক, শালমালক* প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উদ্যানাংশে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিলেন; অনন্তর সায়ংকালে শাস্তা যখন সুরভিগন্ধবাসিত গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া ধর্ম্মসভায় প্রবেশপূর্ব্বক অলঙ্কৃত বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহারা সানুচর সেখানে গিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং তদীয় চক্রলাঞ্ছিত পাদপদ্মে প্রণিপাতপুরঃসর একান্তে আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মকথা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা স্থির করিলেন যে ভগবানের ব্যাখ্যানুসারে তাঁহাদের পক্ষে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। তদনুসারে, শাস্তা যখন ধর্ম্মসভা ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে গিয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, "ভগবন্, আমাদিগকে প্রব্রজ্যা দিন।" শাস্তা তাহাদের অভিলাষ পূরণ করিলেন।

এই যুবকগণ আচার্য্য ও উপাধ্যায়গণের সেবা করিয়া যথাসময়ে উপসম্পদা লাভ করিলেন। তাঁহারা পাঁচ বৎসর ইঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া মাতৃকাদ্বয়† আয়ত্ত করিলেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন হইলেন, ত্রিবিধ অনুমোদন‡ অভ্যাস করিলেন এবং তৎপরে চীবর সীবন ও রঞ্জন করিয়া, শ্রমণধর্ম্ম পালনার্থ ব্যগ্র হইলেন। তাঁহারা আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শাস্তার নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন, "ভগবন্, আমরা পুনর্জন্মভয়ে ব্যাকুল এবং জরাব্যাধিমরণভয়ে সন্ত্রস্ত। আমাদিগের জন্য এমন এক একটী কর্ম্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যাহা ধ্যান করিয়া আমরা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি।" শাস্তা মনে মনে অষ্টত্রিংশ কর্ম্মস্থান পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক তাঁহাদের জন্য এক একটী উপযুক্ত কর্ম্মস্থান নির্ব্বাচিত করিলেন এবং তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

কর্ম্মস্থানলাভান্তে এই ভিক্ষুগণ শাস্তাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্ব স্ব পরিবেণে§ গমন করিলেন এবং আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের নিকট বিদায় লইয়া শ্রমণধর্ম্ম-পালনার্থ পাত্র ও চীবর গ্রহণপূর্ব্বক বিহার হইতে যাত্রা করিলেন।

এই যুবকদিগের মধ্যে কুটুম্বিপুত্র তিষ্য স্থবির অতি অলস, হীনবীর্য্য:ও বিলাসপরায়ণ ছিলেন। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি কখনও বনে বাস করিতে, কঠোর তপস্যা করিতে বা ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। অতএব ইহাদের সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন কি? আমি বিহারে ফিরিয়া যাই।' এইরূপে নিরুৎসাহ হইয়া তিনি সহচরদিগের সহিত কিয়দ্দূর যাইবার পরেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অপর ঊনত্রিংশ জন যুবক কোশলরাজ্যে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইলেন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী এক অরণ্যমধ্যে বর্ষাযাপন করিলেন। সেখানে পুনঃ পুনঃ কঠোর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধিলাভে সমস্ত পৃথিবী আনন্দধ্বনিতে নিনাদিত হইল।

ক্রমে বর্ষা শেষ হইল; ভিক্ষুগণ প্রবারণ সমাপনপূর্ব্বক শাস্তাকে সিদ্ধিলাভবার্ত্তা জানাইবার অভিপ্রায়ে জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যথাসময়ে জেতবনে উপনীত হইলেন, একস্থানে পাত্র ও চীবর রাখিয়া দিলেন, আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তথাগতের দর্শনলাভার্থ তাঁহার নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন। শাস্তা মধুরস্বরে তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও সিদ্ধিলাভের কথা জানাইলেন এবং শাস্তার নিকট প্রশংসাবাদ পাইলেন। ইহা শুনিয়া কুটুম্বিপুত্র তিষ্য একাকীই শ্রমণধর্ম্মপালনার্থ পুনর্ব্বার বিহারত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সহচর সেই ঊনত্রিংশ জন ভিক্ষুও পুনর্ব্বার অরণ্যবাসে যাইবার জন্য শাস্তার অনুমতি চাহিলেন। শাস্তা কহিলেন, "উত্তম কথা। তোমরা অরণ্যেই ফিরিয়া যাও।" অনন্তর তাঁহারা শাস্তাকে বন্দনা করিয়া সেদিনকার মত স্ব স্ব পরিবেণে ফিরিয়া গেলেন।

এ দিকে কুটুম্বিপুত্র তিষ্য স্থবিরের মনে সেই রাত্রিতেই তপস্যা আরম্ভ করিবার জন্য উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মিল এবং তিনি শ্রমণধর্ম্ম অভ্যাস করিবার অভিপ্রায়ে তক্তাপোষের পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। কিন্তু মধ্যমযামের অবসানে তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন এবং সেই আঘাতে তাঁহার উরুদেশের অস্থি ভগ্ন হইল। তখন তিনি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শুশ্রূষা করিবার জন্য উল্লিখিত ভিক্ষুদিগের অরণ্যবাস-গমনে বাধা জন্মিল। পরদিন উপস্থানকালে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমরা না বলিয়াছিলে, আজই যাইবে।" "তাহাই বলিয়াছিলাম বটে; কিন্তু আমাদের বন্ধু কুটুম্বিপুত্র তিষ্য স্থবির অসময়ে অতি উৎকটভাবে শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া নিদ্রিত

* মালক=বৃক্ষবেষ্টিত স্থান, নিকুঞ্জ (arbour)। 'শাল' সম্ভবতঃ নাগকেশর বৃক্ষকে বুঝাইতেছে।

† অর্থাৎ ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ। 'মাতৃকা' বলিলে সংক্ষিপ্তসার বুঝায়।

‡ দানানুমোদন, শীলানুমোদন ও ভাবনানুমোদন; অর্থাৎ কেহ দান করিলে, পঞ্চশীল প্রতিপালন করিলে বা ধ্যানাদি করিলে তাহাকে প্রশংসাদি দ্বারা উৎসাহিত করা।

§ পরিবেণ=ভিক্ষুদিগের অবস্থানার্থ বিহারস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (cell)।

অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার উরুর অস্থি ভগ্ন হইয়াছে, তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইতেছে বলিয়া যাইতে পারি নাই।" শাস্তা বলিলেন, "এই ব্যক্তি এ জন্মেই যে কেবল প্রথমে হীনবীর্য্যতা দেখাইয়া এবং শেষে অতিবীর্য্য দেখাইতে গিয়া তোমাদের গমনে বাধা দিয়াছে তাহা নহে; অতীত জন্মেও এ তোমাদের গমনান্তরায় হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি ভিক্ষুদিগের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে বোধিসত্ত্ব একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এক দিন এই শিষ্যেরা কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং কাষ্ঠ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে এক জন বড় অলস ছিল; সে একটী প্রকাণ্ড বরুণ বৃক্ষ দেখিয়া ভাবিল, 'এই গাছটা বোধ হইতেছে শুষ্ক, অতএব ক্ষণকাল একটু তন্দ্রা ভোগ করিয়া শেষে ইহাতেই আরোহণপূর্ব্বক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া চলিয়া যাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া সে উত্তরীয় বস্ত্র প্রসারণপূর্ব্বক নাক ডাকাইয়া * নিদ্রা যাইতে লাগিল। অন্য শিষ্যেরা কাঠের আটি বান্ধিয়া গুরুগৃহে ফিরিবার সময় তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইল। তখন তাহারা তাহার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল এবং নিজেরা চলিয়া গেল। অলস শিষ্য উত্তরীয়-শয্যা হইতে উঠিয়া কিছুকাল চোক রগড়াইতে লাগিল, কারণ তখনও তাহার ঘুম ভালরূপে ভাঙ্গে নাই। অনন্তর ঘুমের ঘোরেই যে গাছে চড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু যেমন একখানা ডাল ধরিয়া টানিল অমনি উহা ভাঙ্গিয়া গেল এবং ভগ্নপ্রান্ত ছুটিয়া গিয়া তাহার চোখে লাগিল। তখন সে এক হস্তে আহত চক্ষুটী আবৃত করিয়া এবং অন্য হস্তে কাঁচা ডালগুলি ভাঙ্গিয়া নীচে ফেলিল, এবং শেষে গাছ হইতে নামিয়া সেই গুলিই আটি বান্ধিল। তাহার সহাধ্যায়ীরা যে শুক্না কাঠ আনিয়াছিল, গুরুগৃহে সে তাহারই উপর নিজের কাঁচা কাঠ ফেলিয়া রাখিল।

ইহার পর দিন কোন জনপদবাসীর গৃহে ব্রাহ্মণভোজনের উপলক্ষে আচার্য্যের নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, "বৎসগণ, কল্য অমুক গ্রামে যাইতে হইবে, কিন্তু তোমরা কিছু আহার না করিয়া যাইতে পারিবে না। অতএব ভোরে উঠিয়া যাগু পাক করিবে এবং উহা খাইয়া রওনা হইবে। সেখানে তোমাদের নিজেদের জন্য এবং আমার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভোজ্য পাইবে। সে সমস্ত লইয়া ফিরিয়া আসিও।"

আচার্য্যের আদেশে শিষ্যেরা পর দিন প্রত্যূষে দাসীকে জাগাইয়া বলিল, "আমাদের জন্য শীঘ্র যাগু পাক কর।" দাসী কাঠ আনিতে গিয়া উপরে যে কাঁচা কাঠ ছিল তাহাই লইয়া উনানে দিল, কিন্তু বার বার ফুঁ দিয়াও আগুন জ্বালিতে পারিল না। এদিকে সূর্য্য উঠিল। তাহা দেখিয়া শিষ্যেরা বলিল, "বেলা হইয়াছে, এখন আর রওনা হইবার সময় নাই।" অনন্তর তাহারা আচার্য্যের নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমরা যে এখনও যাও নাই?" "না, গুরুদেব, আমরা এখনও যাইতে পারি নাই।" "কেন যাইতে পার নাই?" "অমুক অলস ছাত্র আমাদের সঙ্গে কাঠ আনিতে গিয়া প্রথমে একটা বরুণ বৃক্ষের মূলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; শেষে তাড়াতাড়ি গাছে চড়িতে গিয়া চক্ষুতে আঘাত পাইয়াছে এবং আমরা যে কাঠ আনিয়াছিলাম তাহারই উপর কাঁচা কাঠ আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। পাচিকা ভাবিয়াছে, সমস্তই শুক্না কাঠ; এই নিমিত্ত শুক্না বলিয়া কাঁচা কাঠ উনানে দিয়াছে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আগুন জ্বালিতে পারে নাই। কাজেই আমাদের যাইবার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।" অলস ছাত্রের কার্য্য জানিতে পারিয়া আচার্য্য বলিলেন, "একটা মূর্খের দোষেই তোমাদের কার্য্যহানি হইল।" অনন্তর তিনি এই গাথা আবৃত্তি করিলেন।

---

* মূলে 'কাকচ্ছমানো' এই পদ আছে।

অগ্রে যাহা করণীয়, পশ্চাতে করিতে চায়।
এ হেন অলস লোকে বহু অনুতাপ পায়।
তার সাক্ষী দেখ এই নির্ব্বোধ শিষ্যের কাজ ;
আনিয়া বরুণ কাষ্ঠ শেষে কত পায় লাজ।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপে ছাত্রদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—এখন যে ভিক্ষুর উরু ভগ্ন হইয়াছে তখন সে ছিল সেই আহতচক্ষু অলস ছাত্র ; বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই আচার্য্যের শিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণাচার্য্য।]

৭২—শীলবন্‌-নাগ-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।]

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতেছিলেন, "দেবদত্ত বড় অকৃতজ্ঞ ; সে তথাগতের গুণ বুঝিতে পারিল না।" শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, দেবদত্ত পূর্ব্বজন্মেও অকৃতজ্ঞ ছিল এবং আমার গুণ বুঝিতে পারে নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে হস্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতৃকুক্ষি হইতে বিনির্গত হইবার পরই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রজতপুঞ্জবৎ শুভ্র হইয়াছিল। তাঁহার মণিগোলকসদৃশ চক্ষুর্দ্বয় হইতে প্রসন্নচিত্ততার মধুররশ্মি বিনির্গত হইত। তাঁহার মুখ ছিল রক্তকম্বলোপম ; শুণ্ড ছিল রক্তসুবর্ণ-প্রতিমণ্ডিত রজতদামবৎ, তাহার পদচতুষ্টয়ের ঔজ্জ্বল্য দেখিলে মনে হইত যেন সেগুলি লাক্ষাদ্বারা রঞ্জিত হইয়াছে। ফলতঃ তাঁহার দেহ দানশীলাদি দশপারমিতাযুক্ত হইয়া সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন হিমাচলবাসী অপর সমস্ত হস্তী তাঁহাকে অধিনেতা করিয়া তাঁহার সঙ্গে বিচরণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব এইরূপে ষষ্টি সহস্র হস্তীর আধিপত্য লাভ করিলেন ; কিন্তু যখন দেখিলেন দলের মধ্যে পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগের সংসর্গ ত্যাগপূর্ব্বক একাকী অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। চরিত্রগুণে তিনি "শীলবান্ গজরাজ" এই নাম প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন বারাণসীবাসী এক বনচর নিজের জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহার্থে হিমালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। সে অভীষ্ট দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে করিতে দিগভ্রান্ত হইয়া পথ হারাইল এবং প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার বিলাপধ্বনি বোধিসত্ত্বের কর্ণগোচর হইলে তিনি করুণাপরবশ হইয়া তাহার দুঃখমোচনার্থ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বনচর ভয় পাইয়া পলায়ন করিল, তদ্দর্শনে বোধিসত্ত্ব তাহার অনুধাবন না করিয়া যেখানে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধিসত্ত্বকে থামিতে দেখিয়া বনচরও থামিল। তখন বোধিসত্ত্ব আবার তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু বনচরও আবার পলায়নপর হইল। এইরূপ অনেকক্ষণ চলিতে লাগিল—বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলেই বনচর পলায়, বোধিসত্ত্ব থামিলেই সে থামে। অনন্তর বনচর ভাবিতে লাগিল, 'এই হস্তী আমাকে পলাইতে দেখিলেই থামে; আবার থামিতে দেখিলেই অগ্রসর হয় ; ইহাতে বোধ হইতেছে এ অনিষ্টকামী নয়, সম্ভবতঃ আমার দুঃখমোচনই ইহার অভিপ্রায়।' তখন সে সাহসে ভর করিয়া স্থির হইয়া রহিল ; বোধিসত্ত্ব তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি বিলাপ করিয়া বেড়াইতেছ কেন?" সে কহিল "প্রভু, আমার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে ; পথ হারাইয়া প্রাণভয়ে বিলাপ করিতেছি।"

তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের বাসস্থানে লইয়া গেলেন এবং নানাবিধ ফল দ্বারা কয়েক দিন তাহার পরিচর্য্যা করিলেন। অনন্তর "ভয় নাই, আমি তোমাকে লোকালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছি" বলিয়া তিনি তাহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লোকালয়াভিমুখে চলিলেন। কিন্তু সেই মিত্র-দ্রোহী ব্যক্তি ভাবিল, 'যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে (কোথায় ছিলে বা কোন পথে আসিলে), তাহা হইলে ত উত্তর দেওয়া চাই।' এই জন্য সে বোধিসত্ত্বের পৃষ্ঠে বসিয়া পার্শ্বস্থ বৃক্ষ ও ও শৈলসমূহ লক্ষ্য করিতে লাগিল। অবশেষে বোধিসত্ত্ব বনভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক তাহাকে বারাণসীর পথে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তুমি এই পথে চলিয়া যাও, কেহ জিজ্ঞাসা করুক বা না করুক, কাহাকেও আমার বাসস্থানের কথা জানাইও না।" এইরূপে বিদায় লইয়া বোধিসত্ত্ব স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

বারাণসীবাসী বনচর নগরে বিচরণ করিতে করিতে একদিন দন্তকারবীথিতে * প্রবেশ করিল। লোকে গজদন্ত কাটিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা জীবিত হস্তীর দন্ত পাইলে ক্রয় কর কি?" দন্তকারেরা বলিল, "তুমি বল কি? মৃত হস্তীর দন্ত অপেক্ষা জীবিত হস্তীর দন্ত অনেক অধিক মূল্যবান্।" "তবে আমি জীবিত হস্তীর দন্ত আহরণ করিতেছি"। এই বলিয়া সে কিছু পাথেয় ও একখানি সুতীক্ষ্ণ করাত লইয়া বোধিসত্ত্বের বাসাভিমুখে যাত্রা করিল।

বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ফিরিয়া আসিলে যে?" সে বলিল, "প্রভু, আমি এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত যে জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া আপনার দন্তের কিয়দংশ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। যদি সফলকাম হই, তাহা হইলে দেখিব উহা বিক্রয় করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হয় কি না।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যদি তোমার নিকট যেমন তেমন এক খান করাত থাকে, তবে দন্ত দান করিতে প্রস্তুত আছি।" সে বলিল, "আমি করাত সঙ্গে লইয়াই আসিয়াছি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ করিয়াছ; তবে দুইটী দন্তই কর্ত্তন করিয়া লইয়া যাও।" অনন্তর তিনি পাগুলি গুটাইয়া, গরু যেমন মাটিতে বসিয়া থাকে, সেইভাবে বসিলেন; লোকটা তাহার দুইটী দন্তেরই অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিল। কাটা শেষ হইলে বোধিসত্ত্ব শুঁড় দিয়া সেই খণ্ডদ্বয় তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "দেখ ভাই, তুমি মনে করিও না যে এই দাঁত দুইটীর প্রতি আমার কোন মমতা নাই বলিয়াই তোমায় দিতেছি। কিন্তু সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিবেধন-সমর্থ সর্ব্বজ্ঞতারূপ দন্ত আমার নিকট সহস্রগুণে, শত-সহস্র-গুণে প্রিয়তর। অতএব এই দন্তদানক্রিয়াদ্বারা যেন আমার সর্ব্বজ্ঞতা লাভ ঘটে।" অনন্তর তিনি সর্ব্বজ্ঞতার মূল্য স্বরূপ দন্তখণ্ডযুগল সেই বনচরকে দান করিলেন। সে উহা লইয়া বিক্রয় করিল এবং তল্লব্ধ অর্থ নিঃশেষ হইলে পুনর্ব্বার বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "স্বামিন্, আপনার দন্ত বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার ঋণমাত্র শোধ হইয়াছে; আপনার দন্তের অবশিষ্ট যে অংশ আছে তাহা দিতে আজ্ঞা হউক।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ, তাহাই দিতেছি।" তিনি দন্তদ্বয়ের অবশিষ্টও পূর্ব্ববৎ কাটাইয়া ঐ ব্যক্তিকে দান করিলেন। সে উহা বিক্রয় করিয়া পূর্ব্ববৎ আবার তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, "স্বামিন্, আমার সংসার ত আর চলে না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় দন্ত দুইটীর মূলভাগটুকু দান করুন।" বোধিসত্ত্ব "তথাস্তু" বলিয়া পূর্ব্বের মত উপ-বেশন করিলেন। তখন্ পাপিষ্ঠ মহাসত্ত্বের রজতদামসন্নিভ শুণ্ড মর্দ্দন করিয়া কৈলাসকূটবৎ কুম্ভে আরোহণ করিল এবং পদাঘাতে দন্তকোটী হইতে মাংস বিশ্লিষ্ট করিয়া তীক্ষ্ণ করপত্র দ্বারা মূলদন্ত ছেদন করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে বোধিসত্ত্বের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে না

* বাজারে যেখানে লোকে গজদন্ত দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে ('হাড়কাটা গলি')।

করিতেই সুমেরুযুগন্ধরাদি * পর্ব্বতের এবং দুর্গন্ধযুক্ত-মলমূত্রাদির মহাভারবহনসমর্থা বিপুলা † পৃথিবী যেন তাহার পাপভার বহনে অক্ষম হইয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল, সেই বিদীর্ণ স্থল দিয়া অবীচিমহানিরয় হইতে ভীষণ জ্বালা নির্গত হইল এবং নিজের নিত্য-ব্যবহার্য্য কম্বলের ‡ ন্যায় পাপাত্মাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক রসাতলে লইয়া গেল। সে যখন ভূগর্ভে প্রবেশ করিল, তখন বনবাসিনী বৃক্ষদেবতা চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজচক্রবর্ত্তীর পদ দান করিয়াও অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তির তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারা যায় না।" অনন্তর সেই বৃক্ষদেবতা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন :—

যত পায় তত চায় অকৃতজ্ঞ জন,
বিশাল সাগরাম্বরা পায় যদি বসুন্ধরা,
তবু দুরাকাঙ্ক্ষা তার না পূরে কখন,
পাপীর লালসা, হায়, প্রবল এমন!

সেই বৃক্ষদেবতা উক্তরূপে বনভূমি নিনাদিত করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব, যতদিন আয়ুঃ ছিল, ততদিন পৃথিবীতে বাস করিয়া শেষে যথাকর্ম্ম লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

[ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ছিল।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই মিত্রদ্রোহী পুরুষ, সারীপুত্র ছিল সেই বৃক্ষদেবতা এবং আমি ছিলাম সেই শীলবান্ গজরাজ।]

৭৩—সত্যং-কিল জাতক।§

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে প্রাণিহত্যা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় উপবেশন করিয়া বলিতেছিলেন, "দেখ, দেবদত্ত কি পাপিষ্ঠ। সে শাস্তার মাহাত্ম্য বুঝিল না, তাঁহার প্রাণবধের পর্য্যন্ত চেষ্টা করিল।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া কহিলেন, "দেবদত্ত পূর্ব্বজন্মেও আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের দুষ্টকুমার নামে এক পুত্র ছিল। তাহার স্বভাব এমন ভীষণ ও নিষ্ঠুর ছিল যে, লোকে তাহাকে আহত বিষধরবৎ ভয় করিত। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে হইলে সে হয় তাহাকে গালি দিত, নয় তাহাকে প্রহার করিত। এই কারণে সে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সকলেরই চক্ষুঃশূল হইয়াছিল, তাহাকে দেখিলেই লোকে মনে করিত যেন একটা রাক্ষস তাহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

দুষ্টকুমার একদিন জলক্রীড়া করিবার জন্য বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া নদীতীরে গিয়াছিল। সকলে ক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছে, এমন সময় ঝড় উঠিল, চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাহা দেখিয়া দুষ্টকুমার পরিচারকদিগকে বলিল, "আমাকে নদীর মাঝখানে লইয়া চল্, এবং সেখান

---

* যুগন্ধর—বৌদ্ধমতে সপ্ত কুলাচলের অন্যতম। সাতটী পর্ব্বতশ্রেণী সুমেরুকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া আছে। তাহাদের নাম যুগন্ধর, ঈষাধরা, করবীক, সুদর্শন, নেমিন্ধর, বিনতক ও অশ্বকর্ণ।

† মূলে 'চতুনহুতাধিকানি যোজনশতসহস্রানি বহল-ঘন-পথবী' এইরূপ আছে। 'নহুতবং=১,০০,০০,০০০' অর্থাৎ ১এর পিঠে আটাশটী শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয় তাহা।

‡ ফসবোল-প্রকাশিত মূলে কুশলান্তক কম্বল' আছে, ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে shroud of destiny করিয়াছেন। কিন্তু 'কুশলান্তক' শব্দ অভিধানে দেখা যায় না। বস্তুতঃ 'কুলসান্তক' এই পাঠ হইবে। কুলসান্তক অর্থাৎ যাহা কুলের বা পরিবারের দ্রব্য—ঘরের জিনিস। ফলিতার্থ "তাহাকে সর্ব্বতঃ পরিবেষ্টন করিয়া।"

§ এই জাতকের মধ্যে যে গাথা আছে তাহার প্রথম শব্দদ্বয় "সত্যং কির"।

হইতে স্নান করাইয়া আন্।" পরিচারকেরা তাহাকে নদীর মধ্যভাগে লইয়া গিয়া পরামর্শ করিল, 'এস, আমরা এই পাপিষ্ঠকে মারিয়া ফেলি; রাজা আমাদের কি করিবেন?" অনন্তর "আপদ্, নিপাত যাও" * বলিয়া তাহারা রাজকুমারকে জলে ফেলিয়া দিল এবং নিজেরা তীরে ফিরিয়া আসিল। সেখানে কুমারের নর্ম্মসচিবেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কুমার কোথায়?" তাহারা বলিল "কই, তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না। বোধ হয় তিনি ঝড় জল দেখিয়া আগেই উঠিয়া আসিয়াছেন এবং বাড়ী গিয়াছেন।"

তাহারা সকলে রাজবাড়ীতে ফিরিয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "কুমার কোথায়?" তাহারা বলিল "আমরা জানি না, মহারাজ! মেঘ উঠিয়াছে দেখিয়া ভাবিলাম তিনি আগেই চলিয়া আসিয়াছেন; কাজেই আমরাও ফিরিয়া আসিলাম।" রাজা তৎক্ষণাৎ পুরদ্বার খুলিয়া নদীর তীরে গমন করিলেন এবং তন্ন তন্ন করিয়া পুত্রের অনুসন্ধান করাইতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার খোঁজ খবর পাইলেন না।

এদিকে কুমারের কি দশা হইল শুন। সে মেঘান্ধকারে দিশা হারা হইয়া স্রোতে গা ঢালিয়া দিল; শেষে একটা গাছের গুঁড়ি ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিল এবং মরিবার ভয়ে "রক্ষা কর", "রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

[ক্রমে রাজপুত্রের তিনটী সঙ্গী জুটিল।] বারাণসীর এক ধনশালী বণিক্ ঐ নদীর ধারে চল্লিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। অত্যধিক অর্থলালসা-নিবন্ধন মৃত্যুর পর তিনি সর্পরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ঐ গুপ্ত ধনের নিকটস্থ একটী বিবরে বাস করিতেছিলেন। এইরূপ অপর এক বণিক্ও ত্রিশ কোটি সুবর্ণ রাখিয়াছিলেন এবং ধনতৃষ্ণার প্রবলতাবশতঃ ইন্দুররূপে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ পাহারা দিতেছিলেন। [যখন অতিবৃষ্টিবশতঃ নদীতে বান আসিল], তখন সর্প ও ইন্দুর উভয়েরই গর্ত্তে জল প্রবেশ করিল, এবং তাহারা বাহির হইয়া সাঁতার দিতে দিতে চলিল। অনন্তর সেই কাষ্ঠখণ্ড পাইয়া উহার এক প্রান্তে সাপ ও অন্য প্রান্তে ইন্দুর আরোহণ করিল। [তাহার পর একটা শুকপাখী আসিয়াও উহার উপর আশ্রয় লইল]। ঐ শুক নদীর ধারে একটা শিমুল গাছে বাস করিত। বন্যার বেগে গাছটা উৎপাটিত হইয়া নদীগর্ভে পড়িল; শুক উড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিয়দ্দূর উড়িতে না উড়িতেই বৃষ্টির বেগে সেই প্রবমান কাষ্ঠখণ্ডের উপর গিয়া পড়িল। এইরূপে চারিটী প্রাণী এক খণ্ড কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। [ক্রমে রাত্রি হইল।]

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া ঐ নদীর এক নিবর্ত্তন-স্থানে† পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। তিনি নিশীথকালে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজপুত্রের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। "আমার ন্যায় দয়া-দাক্ষিণ্য-ব্রত মুনি নিকটে থাকিতে এই মহাপ্রাণী মারা গেলে বড় পরিতাপের কারণ হইবে, আমি জল হইতে উদ্ধার করিয়া উহার প্রাণ বাঁচাইব" এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে "ভয় নাই", "ভয় নাই" বলিয়া আশ্বাস দিলেন এবং নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরে হস্তীর মত বল ছিল; তিনি এক টানে গুঁড়িটাকে তীরের নিকট আনিলেন এবং রাজপুত্রকে তুলিয়া উপরে রাখিলেন। অনন্তর সর্প, ইন্দুর ও শুকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি সকলকেই আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং আগুন জ্বালিয়া প্রথমে ইতর প্রাণী তিনটীর, পরে রাজপুত্রের শরীরে সেক দিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ইতর প্রাণীরা দুর্ব্বল; অতএব ইহাদেরই অগ্রে পরিচর্য্যা করা উচিত।' অতিথিচতুষ্টয়ের আহারার্থ ফলাদি পরিবেষণ করিবার সময়ও তিনি প্রথমে সর্প, ইন্দুর ও শুককে খাওয়াইলেন, পরে রাজপুত্রকে

* মূলে "এথ গচ্ছ কালকণ্ণী" এইরূপ আছে।

† বাঁকের মোড়ে।

খাইতে দিলেন। ইহা দেখিয়া দুষ্টকুমারের বড় ক্রোধ হইল। সে ভাবিল, 'আমি রাজপুত্র, অথচ এই ভণ্ডতপস্বী আমা অপেক্ষা ইতর জন্তুগুলার অধিক আদর অভ্যর্থনা করিতেছে!' এইরূপে রাজপুত্রের হৃদয়ে বোধিসত্ত্বের প্রতি বিকট ঘৃণার উদ্রেক হইল।

বোধিসত্ত্বের শুশ্রূষার গুণে কয়েকদিনের মধ্যে রাজপুত্র ও সর্পাদি সকলেই সুস্থ ও সবল হইল, বন্যার জলও কমিয়া গেল। বিদায় লইবার সময় সর্প বোধিসত্ত্বকে বলিল, "বাবা, আপনি আমার বড় উপকার করিলেন। আমি নির্ধন নহি; কারণ অমুক স্থানে আমার চল্লিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। যদি আপনার কখনও প্রয়োজন ঘটে, তবে ঐ ধন আপনারই জানিবেন। আপনি সেখানে গিয়া "দীঘা" বলিয়া ডাকিবেন; আমি বাহির হইয়া উহা আপনাকে দিব।" ইন্দুরও বলিল, 'আপনি আমার বিবরের নিকট গিয়া "ইন্দুর" বলিয়া ডাকিবামাত্র আমি বাহিরে আসিয়া আমার ত্রিশ কোটি সুবর্ণ আপনাকে দিব ' শুক বলিল, "বাবা, আমার সোণা রূপা নাই; কিন্তু যদি আপনার কখনও ভাল ধানের দরকার হয়, তবে অমুক গাছের নিকট গিয়া "শুক" বলিয়া ডাকিবেন। আমি জ্ঞাতিবন্ধুর সাহায্যে আপনার জন্য গাড়ীগাড়ী ভাল ধান যোগাড় করিয়া দিব।" মিত্রদ্রোহী রাজপুত্র ভাবিয়াছিল, 'বেটাকে নিজের কোঠে পাইলে মারিয়া ফেলিব'; কিন্তু বিদায় লইবার সময় সে মনের ভাব গোপন করিয়া কহিল, "আমি রাজা হইলে একবার আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিবেন; আমি অন্ন, বস্ত্র, শয্যা ও ভৈষজ্য এই চতুর্ব্বিধ উপচার দিয়া আপনার পূজা করিব।" ইহার কিছুদিন পরেই দুরাত্মা বারাণসীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল।

এক দিন বোধিসত্ত্বের ইচ্ছা হইল ইহারা প্রতিজ্ঞামত কাজ করে কি না দেখি। তিনি প্রথমে সর্পের বিবরের নিকট গিয়া "দীঘা" বলিয়া ডাকিলেন। সে শুনিবামাত্র এক ডাকেই বাহিরে আসিল এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "বাবা, এইখানে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ আছে; আপনি সমস্ত তুলিয়া লইয়া যান।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তাহাই হইবে, যখন প্রয়োজন হইবে, তখন এ কথা স্মরণ করিব।" অনন্তর সেখান হইতে বিদায় লইয়া তিনি ইন্দুরের গর্ত্তের নিকট গেলেন এবং 'ইন্দুর' বলিয়া ডাকিলেন। ইন্দুরও সর্পের ন্যায় বাহিরে আসিয়া নিজের গুপ্তধন সমর্পণ করিতে চাহিল। তাহার পর বোধিসত্ত্ব শুকের বাসার নিকট গেলেন এবং "শুক" বলিয়া ডাকিলেন। শুক বৃক্ষের অগ্রে বসিয়াছিল; সে ডাক শুনিবামাত্র উড়িয়া নীচে আসিল এবং সসম্মানে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, জ্ঞাতি বন্ধু লইয়া হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আপনার জন্য স্বয়ংজাত ধান্য সংগ্রহ করিয়া আনিব কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যখন প্রয়োজন হইবে, তখন তোমার এই কথা ভুলিব না। এখন তুমি বাসায় ফিরিয়া যাও।"

শুকের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বোধিসত্ত্ব রাজার অঙ্গীকার পরীক্ষার্থ বারাণসীতে গিয়া রাজোদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং পরদিন ভিক্ষাচর্য্যার জন্য তপস্বিজনোচিত বেশে নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই মিত্রদ্রোহী রাজা নানালঙ্কার-শোভিত গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনুচরবৃন্দসহ নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছিল। বোধিসত্ত্বকে দূর হইতে দেখিয়াই পাপিষ্ঠ মনে করিল, 'ঐ সেই ভণ্ডতপস্বী আমার স্কন্ধে চাপিয়া চর্ব্ব্যচুষ্য ভোজন করিতে আসিতেছে। ও যে আমার উপকার করিয়াছে তাহা লোকের নিকট বলিবার অবসর দেওয়া হইবে না, তাহার পূর্ব্বেই উহার শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" এই সঙ্কল্প করিয়া সে অনুচরদিগের দিকে তাকাইল। তাহারা "মহারাজের কি আজ্ঞা" বলিয়া সসম্ভ্রমে আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে কহিল, "ঐ ভণ্ড তপস্বীটা ভিক্ষার জন্য আমাকে জ্বালাতন করিতে আসিতেছে। দেখিস্, ও যেন আমার কাছে ঘেঁষিতে না পারে। উহাকে এখনই বান্ধিয়া ফেল্, প্রত্যেক চৌমাথায় দাঁড় করাইয়া প্রহার কর্, নগরের বাহিরে মশানে লইয়া যা, সেখানে আগে উহার মাথাটা কাট্; তার পর ধড়টা শূলে চাপাইয়া দে।"

আজ্ঞাবহ রাজভৃত্যগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া নিরপরাধ বোধিসত্ত্বকে শ্মশানের দিকে লইয়া চলিল এবং প্রতি চৌমাথায় দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে নিদারুণরূপে কশাঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব একবারও "বাপরে, মারে" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিলেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে এই গাথা বলিতে লাগিলেন :—

মানুষ আর কাঠ যাচ্ছে দু'যে ভেসে বানের জলে;
কাঠ তুলি লও মানুষ ছাড়ি, লোকে ইহা বলে।
সত্য সত্য সত্য ইহা বুঝ্‌লাম আমি আজ,
মানুষ তোমার শত্রু হবে, কাঠে হবে কাজ।

রাজভৃত্যেরা যখনই বোধিসত্ত্বকে প্রহার করিতে লাগিল, তখনই তিনি কেবল এই কথা বলিতে লাগিলেন। [তখন রাস্তায় বিস্তর লোক জমিয়াছিল।] ইহাদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞ, তাঁহারা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কখনও আমাদের রাজার কোন উপকার করিয়াছিলেন কি ?" তখন বোধিসত্ত্ব আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "অতএব দেখা যাইতেছে, তোমাদের রাজাকে ভীষণ প্লাবন হইতে উদ্ধার করিয়া আমি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। তখন আমি প্রবীণদিগের উপদেশমত কাজ করি নাই বলিয়া এখন এইরূপ আক্ষেপ করিতেছি।"

বোধিসত্ত্বের মুখে প্রকৃত কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমস্ত নগরবাসী একবাক্যে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আঃ! রাজা কি পাপিষ্ঠ! এই ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বী উহার জীবন দিয়াছেন; কোথা ইঁহাকে পূজা করিবে, তাহা না করিয়া ইঁহার এত নিগ্রহ করিতেছে! এমন রাজা দ্বারা আমাদের কি উপকার হইবে? ধর্, নরাধমকে এখনই মার্।" তখন তাহারা ক্রোধভরে চারিদিক্ হইতে রাজাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তীর, শক্তি, মুদ্গর, প্রস্তর, যে যাহা হাতে পাইল নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণবধ করিল। তাহার পর পা ধরিয়া টানিতে টানিতে রাজার মৃতদেহ রাস্তার ধারে একটা খানায় ফেলিয়া দিল এবং বোধিসত্ত্বকে সিংহাসনে বসাইল।

বোধিসত্ত্ব রাজপদ পাইয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন তাঁহার ইচ্ছা হইল সর্প, ইন্দুর ও শুকের মনের ভাব আর একবার পরীক্ষা করা যাউক। তখন তিনি বিস্তর অনুচর সঙ্গে লইয়া সর্পের বিবরসমীপে উপনীত হইলেন এবং "দীঘা" বলিয়া ডাকিলেন। সর্প ঐ ডাক শুনিবামাত্র বাহিরে আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করিল, "প্রভু, এই আপনার ধন রহিয়াছে; গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক।" বোধিসত্ত্ব ঐ চল্লিশ কোটি সুবর্ণ লইয়া অনুচরদিগের নিকট রাখিলেন এবং ইন্দুরের বিবরের নিকট গেলেন। সেখানেও তিনি যেমন 'ইন্দুর' বলিয়া ডাকিলেন, অমনি ইন্দুর বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিয়া ত্রিশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দিল। এই অর্থও অনুচরগণের নিকট রাখিয়া বোধিসত্ত্ব শুকের বাসার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 'শুক' বলিয়া ডাকিলেন। শুকও তাহা শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের জন্য ধান্য সংগ্রহ করিব কি ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন "প্রয়োজন হইলে সংগ্রহ করিও; এখন চল তোমাদিগকে রাজধানীতে লইয়া যাই।" অনন্তর সত্তর কোটি সুবর্ণমুদ্রাসহ সর্প, ইন্দুর ও শুককে সঙ্গে লইয়া তিনি বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন, এক মনোরম প্রাসাদের ঊর্দ্ধতলে আরোহণ করিয়া সেখানে ঐ ধন রক্ষা করিলেন, এবং সর্পের বাসার্থ সুবর্ণনালিকা, ইন্দুরের বাসার্থ স্ফটিক গুহা, শুকের বাসার্থ সুবর্ণপিঞ্জর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। তিনি প্রতিদিন সুবর্ণপাত্রে সর্প ও শুকের আহারার্থ মধুমিশ্রিত লাজ * এবং ইন্দুরের জন্য গন্ধশালীতণ্ডুল দিবার আদেশ দিলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম্ম

* খই।

করিতে লাগিলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্ব এবং সর্প প্রভৃতি ইতর প্রাণিত্রয় পরস্পর সম্প্রীতভাবে কালযাপন করিয়া যথাসময়ে স্ব স্ব কর্ম্মফলভোগার্থ ভবলীলা সংবরণ করিলেন।

[সমবধান :—তখন দেবদত্ত ছিল দুষ্টকুমার; সারীপুত্র ছিল সেই সর্প; মৌদ্‌গল্যায়ন ছিল সেই ইন্দুর; আনন্দ ছিল সেই শুক; এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী, যিনি পুণ্যবলে শেষে রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন।]

৭৪—বৃক্ষধর্ম্ম-জাতক।

[রোহিণী নদীর জল লইয়া নিজের জ্ঞাতিদিগের মধ্যে কুলক্ষয়কর কলহ উপস্থিত হইলে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন। কলহ সংঘটিত হইয়াছে জানিয়া শাস্তা আকাশপথে গমনপূর্ব্বক রোহিণীর ঊর্দ্ধদেশে পর্য্যঙ্ক-বন্ধনে উপবেশন করেন। তাঁহার দেহ হইতে তখন নীলরশ্মি নির্গত হইয়াছিল এবং তদ্দর্শনে তাঁহার জ্ঞাতিগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নদীতীরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কলহ উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এখানে সমস্ত সংক্ষেপে বলা হইল; সবিস্তর বিবরণ কুণালজাতকে (৫৩৬) দ্রষ্টব্য।

শাস্তা জ্ঞাতিদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "মহারাজগণ, আপনারা জ্ঞাতিবিরোধ ত্যাগ করুন; জ্ঞাতিজনের পক্ষে পরস্পর সম্প্রীতভাবে বাস করাই কর্ত্তব্য। জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে একতা থাকিলে শত্রুপক্ষ বৈরসাধনের অবসর পায় না। মানুষের কথা দূরে থাকুক, চেতনাহীন বৃক্ষদিগের মধ্যেও একতা থাকা আবশ্যক। পুরাকালে হিমালয় প্রদেশে এক শালবনে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত হইয়াছিল, কিন্তু বৃক্ষ, গুচ্ছ, গুল্ম, লতা পরস্পর ধরাধরি করিয়া ছিল বলিয়া, প্রভঞ্জন যদিও তাহাদের মাথার উপর দিয়া গিয়াছিল তথাপি, একটী বৃক্ষও পাতিত করিতে পারে নাই। ঐ প্রদেশেই কোন অঙ্গনে একটী বহুশাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট মহাবৃক্ষ ছিল; ঐ বৃক্ষ কিন্তু অন্য বৃক্ষদিগের সহিত একতাবদ্ধ ছিল না বলিয়া উন্মূলিত ও ভূপাতিত হইয়াছিল। অতএব আপনাদেরও কর্ত্তব্য পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া বাস করেন।" অনন্তর জ্ঞাতিদিগের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় প্রথম বৈশ্রবণের * মৃত্যু হয় এবং শক্র অপর এক দেবতাকে তাঁহার রাজ্যভার প্রদান করেন। নূতন বৈশ্রবণ রাজপদ গ্রহণ করিয়া তরু-গুচ্ছ-লতা-গুল্মবাসিনী দেবতাদিগকে আদেশ দিলেন "তোমরা স্ব স্ব মনোমত স্থানে বিমান নির্ম্মাণ করিয়া বাস কর।"

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমালয়স্থ এক শালবনে বৃক্ষদেবতা হইয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি জ্ঞাতিদিগকে পরামর্শ দিলেন, 'তোমরা বিমান নির্ম্মাণ করিবার সময় অঙ্গনস্থ বৃক্ষ পরিহার করিবে? আমি এই শালবনে বিমান প্রস্তুত করিলাম; তোমরা ইহারই চতুষ্পার্শ্বে বাস কর।" বৃক্ষদেবতাদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা বোধিসত্ত্বের কথামত কাজ করিলেন; কিন্তু যাঁহারা নির্ব্বোধ, তাঁহারা বলিলেন, "আমরা বনে বাস করিব কেন? লোকালয়ে গ্রাম, নগর, রাজধানী প্রভৃতির বহির্ভাগে থাকিলে কত সুবিধা! যে সকল দেবতা এরূপ স্থানে বাস করেন, তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট কত উপহার পাইয়া থাকেন!" সুতরাং নির্ব্বোধ দেবতারা লোকালয় সমীপে গমনপূর্ব্বক অঙ্গনস্থ মহাবৃক্ষসমূহে বাস করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে একদিন সেই অঙ্গনে ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইল। প্রাচীন বৃক্ষগুলি দৃঢ়মূল এবং বহু শাখাপ্রশাখা সমন্বিত ছিল বটে, কিন্তু তাহারা ঐ ঝটিকার বেগ সহ্য করিতে পারিল না; তাহাদের শাখা প্রশাখা ছিন্ন ভিন্ন এবং কাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্ন হইল, অনেকে বা বায়ুবেগে উন্মূলিত হইয়া পড়িল; কিন্তু এই ঝটিকা যখন পরস্পরসম্বদ্ধ শালবৃক্ষ-

---

* কুবেরের নামান্তর। বৌদ্ধমতে দেবতারাও মরণশীল; এক দেবতার প্রাণবিয়োগের পর অপর একজন তাঁহার নাম গ্রহণপূর্ব্বক তৎপদে অভিষিক্ত হন।

সমূহের বনে উপস্থিত হইল তখন পুনঃপুনঃ আঘাত করিয়াও সেখানকার একটী বৃক্ষেরও কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না।

ভগ্নবিমান দেবগণ নিরাশ্রয় হইয়া পুত্রকন্যাদিসহ হিমাচলে গমন করিলেন এবং তত্রত্য শালবনবাসিনী দেবতাদিগের নিকট আপনাদের দুঃখকাহিনী জানাইলেন। তাঁহারা আবার বোধিসত্ত্বের নিকট ইঁহাদের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। বোধিসত্ত্ব বলিলেন "আমার সৎপরামর্শ গ্রহণ না করাতেই ইঁহাদের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন:—

বনমাঝে তরুরাজি পরস্পরে আলিঙ্গিয়া
ভয় নাহি করে প্রভঞ্জনে;
একাকী থাকে যে বৃক্ষ, নিস্তার তাহার কিন্তু
অসম্ভব হেরি সর্ব্বক্ষণে।
সেইরূপ জ্ঞাতিগণ, মিলিয়া মিশিয়া থাকি
শত্রুভয়ে ভীত কভু নয়;
কিন্তু যবে বুদ্ধিদোষে কলহ আসিয়া পশে,
ফল তার ধ্রুব কুলক্ষয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। অনন্তর জীবনাবসানে তিনি কর্ম্মানুরূপ ফলভোগ করিবার জন্য লোকান্তরে প্রস্থান করেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিতে লাগিলেন, "মহারাজগণ, আপনারা ভাবিয়া দেখুন যে উপায়েই হউক জ্ঞাতিগণের পক্ষে একতাবদ্ধ হইয়া ও সম্প্রীতভাবে বাস করা কত আবশ্যক।

সমবধান—তখন বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিলেন সেই সকল বৃক্ষদেবতা এবং আমি ছিলাম তাঁহাদিগের মধ্যে পণ্ডিত দেবতা।]

৭৫—মৎস্য-জাতক।

[শাস্তা একবার বারিবর্ষণ ঘটাইয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় একবার কোশলরাজ্যে অনাবৃষ্টিবশতঃ শস্য বিনষ্ট ও হ্রদ, তড়াগ, পুষ্করিণী প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। জেতবন-দ্বারপ্রকোষ্ঠের নিকট যে পুষ্করিণী ছিল, তাহা পর্য্যন্ত জলহীন হইয়াছিল। মৎস্য কচ্ছপগণ কর্দ্দমের ভিতর লুকাইয়াছিল; কাক ও শ্যেনগণ অনুক্ষণ শল্যসদৃশ তুণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে ধরিয়া খাইত। কর্দ্দম হইতে উত্তোলিত হইবার সময় এই সকল হতভাগ্য প্রাণীর শরীর ভয়ে ও যন্ত্রণায় স্পন্দিত হইত।

মৎস্যকচ্ছপদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া শাস্তার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি অদ্যই বারিবর্ষণ করাইব।" অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন এবং ভিক্ষাচর্য্যার সময় সমাগত হইলে বহুসংখ্যক ভিক্ষুপরিবৃত হইয়া ভিক্ষা সংগ্রহার্থ বুদ্ধলীলাবশনে শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করিলেন।

ভিক্ষা শেষ হইলে অপরাহ্নে বিহারে প্রতিগমনসময়ে শাস্তা জেতবনস্থ পুষ্করিণীর সোপানে অবস্থান করিয়া স্থবির আনন্দকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমার স্নানবস্ত্র লইয়া আইস; আমি এই পুষ্করিণীতে স্নান করিব।" আনন্দ বলিলেন, "প্রভো, এই পুষ্করিণীর সমস্ত জলই যে শুকাইয়া গিয়াছে; এখন কর্দ্দমমাত্র রহিয়াছে।" শাস্তা বলিলেন, "আনন্দ, বুদ্ধের অসীম বল; তুমি স্নানবস্ত্র আনয়ন কর না।" তখন আনন্দ গিয়া স্নানবস্ত্র আনিলেন; শাস্তা তাহার এক প্রান্তে কটি বেষ্টন করিলেন এবং অন্য প্রান্তে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সোপানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "জেতবনস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিব।"

সেই মুহূর্ত্তে শক্রের পাণ্ডুবর্ণ শিলাসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ইহার কারণ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ বর্ষক মেঘরাজকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, শাস্তা জেতবনস্থ পুষ্করিণীতে স্নানের অভিলাষে সর্ব্বোচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়া আছেন। তুমি শীঘ্র গিয়া সমগ্র কোশলরাজ্যে মুষলধারে বারিবর্ষণ কর। বর্ষক মেঘরাজ শক্রের আদেশে একখণ্ড মেঘ অন্তর্ব্বাস এবং অপর একখণ্ড মেঘ বহির্ব্বাস রূপে পরিধানপূর্ব্বক মেঘগীতি গান করিতে

করিতে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে পূর্ব্বাকাশে খলমণ্ডলপ্রমাণ * হইয়া দেখা দিলেন, পরে শতগুণে, সহস্রগুণে বৃহদাকার ধারণ করিলেন; বিদ্যুৎস্ফুরণ ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং অধোমুখে স্থাপিত জলকুম্ভের ন্যায় এরূপ বেগে বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন যে ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত কোশলরাজ্য প্লাবিত হইল। অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রচুর বর্ষণ হওয়াতে জেতবনস্থ পুষ্করিণী মুহূর্ত্তের মধ্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল; যতক্ষণ না সর্ব্বোচ্চ সোপান পর্য্যন্ত জল উঠিল, ততক্ষণ বৃষ্টির বিরাম হইল না।

পুষ্করিণী পূর্ণ হইলে শাস্তা তাহাতে অবগাহন করিলেন এবং তীরে উঠিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি রক্তদ্বিপট্ট পরিধান করিলেন, কায়বন্ধ † ধারণ করিলেন এবং বুদ্ধোচিত মহাচীবর এমন ভাবে বিন্যাস করিলেন যে, স্কন্ধের একাংশ অনাবৃত রহিল।

ভিক্ষুগণপরিবৃত শাস্তা এই বেশে বিহারে প্রবেশপূর্ব্বক গন্ধকুটীরের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন এবং ভিক্ষুগণ স্ব স্ব কার্য্য সমাপন করিলে মণিসোপানের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। অনন্তর ভিক্ষুরা বিদায় লইলেন, শাস্তা সুরভি গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে ভর দিয়া সিংহশয্যায় শয়ন করিলেন।

সন্ধ্যাকালে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া শাস্তার অলৌকিক ক্ষান্তি ও দয়াদাক্ষিণ্যের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, শস্য বিনষ্ট হইতেছিল, জলাশয়সমূহ বিশুষ্ক হইয়াছিল, মৎস্য-কচ্ছপাদির দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা ছিল না; কিন্তু শাস্তা করুণাবলে সকলের দুঃখমোচন করিলেন। তিনি স্নানবাস পরিধান করিয়া জেতবনস্থ পুষ্করিণীর উচ্চতম সোপানে দাঁড়াইলেন এবং নিমেষের মধ্যে আকাশ হইতে এমন বেগে বারিবর্ষণ হইল যে সমস্ত কোশলদেশ প্লাবিত হইয়া গেল। এইরূপে সর্ব্বজীবের কায়িক ও মানসিক দুঃখের অবসান করিয়া তিনি বিহারে প্রতিগমন করিলেন।"

ভিক্ষুরা এইরূপ বলাবলি করিতেছেন এমন সময়ে ভগবান্ গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইয়া ধর্ম্মশালায় উপনীত হইলেন এবং আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "তথাগত যে এই জন্মেই বারিবর্ষণ করাইয়া বহুপ্রাণীর ক্লেশমোচন করিলেন এমন নহে; অতীত জন্মে যখন তিনি ইতর যোনিতে মৎস্যরূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন; তখনও তিনি এবংবিধ বিস্ময়কর কার্য্য করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

এই কোশলরাজ্যে এবং এই শ্রাবস্তীনগরে, যেখানে এখন জেতবন-সরোবর রহিয়াছে সেই খানে, লতাবিতানপরিবৃত একটী সরোবর ছিল। বোধিসত্ত্ব মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সরোবরে বাস করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও অনাবৃষ্টি বশতঃ তড়াগাদি জলহীন হইয়াছিল, মৎস্যকচ্ছপগণ পঙ্কের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল; তখনও কাক প্রভৃতি পক্ষিগণ আসিয়া পঙ্কমধ্যগত মৎস্যাদিকে তুণ্ড দ্বারা তুলিয়া উদরসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। জ্ঞাতিবন্ধুগণ বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, "আমি ভিন্ন অন্য কেহই ইহাদিগকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অতএব আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া শপথপূর্ব্বক বারি বর্ষণ করাইব, তাহা হইলে ইহাদের দুঃখ মোচন হইবে।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কৃষ্ণবর্ণ কর্দ্দম ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন। তাহার বিশাল দেহ কজ্জললিপ্ত চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত পেটিকাবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পর্জ্জন্যদেবের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, "পর্জ্জন্য! আমি জ্ঞাতিগণের দুর্দ্দশায় বড় ব্যথিত হইয়াছি। আমি শীলবান্, অথচ জ্ঞাতিজনের দুর্দ্দশায় দুঃখিত, ইহা দেখিয়াও তুমি যে বারিবর্ষণ করিতেছ না এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে একে অপরের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমি কখনও তণ্ডুলপ্রমাণ মৎস্যও উদরস্থ করি নাই, অন্য কোন জীবেরও প্রাণহানি করি নাই। যদি আমার এই শপথ সত্য হয় তবে তুমি এখনই বারিবর্ষণ করিয়া আমার জ্ঞাতিগণকে বিপন্মুক্ত কর।" এইরূপে, প্রভু যেমন ভৃত্যকে আদেশ করে, বোধিসত্ত্বও সেইরূপ দেবরাজ পর্জ্জন্যকে আদেশ দিয়া এই গাথা আবৃত্তি করিলেন:—

---

* খল—ধান্যাদির মর্দ্দনস্থান, খামার।

† কটিবন্ধ।

এস হে পর্জ্জন্য, কর গরজন,
কাকের আশায় পড়ুক ছাই;
কর কর তুমি বারি বরষণ,
বাঁচুক আমার জ্ঞাতিবন্ধুভাই।

এইরূপ, প্রভু যেমন ভৃত্যকে আদেশ করে, বোধিসত্ত্বও সেই ভাবে পর্জ্জন্যকে আদেশ দিলেন। তখন প্রচুর বৃষ্টি হইল, বহুপ্রাণী মরণভয় হইতে পরিত্রাণ পাইল। কালক্রমে বোধিসত্ত্বের জীবন শেষ হইল; তিনি কর্ম্মানুরূপ ফললাভার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সরোবরের মৎস্যকচ্ছপগণ, আনন্দ ছিল দেবরাজ পর্জ্জন্য এবং আমি ছিলাম মৎস্যরাজ।]

৭৬—অশঙ্ক্য-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক উপাসককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক কার্য্যবশতঃ এক শকটসার্থবাহের সঙ্গে পথভ্রমণ করিতে করিতে একদা অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে লোকে বলীবর্দ্দগুলি খুলিয়া স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিয়া বিশ্রাম করিতে বসিল; শ্রাবকটী সার্থবাহের অবিদূরে একটী বৃক্ষতলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চশত দস্যু অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল; তাহারা এই স্কন্ধাবার লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে ধনু, মুদ্গর প্রভৃতি প্রহরণহস্তে ঐ স্থান পরিবেষ্টন করিল; কিন্তু শ্রাবক তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াও পাদচারণ হইতে বিরত হইলেন না। দস্যুরা ভাবিয়াছিল তাহারা অতর্কিতভাবে স্কন্ধাবার আক্রমণ করিবে; কিন্তু তাঁহাকে পাদচারণ করিতে দেখিয়া তাহারা সে আশা পরিত্যাগ করিল। তাহারা ভাবিল এ ব্যক্তি স্কন্ধাবারের প্রহরী; অতএব এ নিদ্রিত হইলে আক্রমণ করিতে হইবে।" তখন তাহারা যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে থাকিয়াই অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু উপাসক প্রথম প্রহরে, মধ্যম প্রহরে, শেষ প্রহরে, সমস্ত রাত্রিই পাদচারণ করিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল, তথাপি দস্যুরা আক্রমণের সুযোগ পাইল না। তখন তাহারা নিরাশ হইয়া প্রস্তর, মুদ্গরাদি ফেলিয়া পলায়ন করিল।

কিয়দ্দিন পরে এই উপাসক নিজের কার্য্য সমাধা করিয়া শ্রাবস্তীতে প্রতিগমন করিলেন এবং শাস্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভগবন্, লোকে আত্মরক্ষা করিবার সময়েও পরের রক্ষক হইতে পারে কি?" শাস্তা বলিলেন, "পারে বৈ কি, উপাসক। মানুষ যখন নিজের রক্ষাবিধানে নিরত থাকে, তখনও সে অপরের রক্ষা করিতে সমর্থ, আবার অপরের রক্ষাদ্বারাও আত্মরক্ষা সম্পাদিত হইয়া থাকে।" "আহা, প্রভু কি সুন্দর কথাই বলিলেন। আমি এক সার্থবাহের সঙ্গে ভ্রমণ করিবার সময় একদিন আত্মরক্ষার্থ বৃক্ষতলে পাদচারণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার ফলে সমস্ত সার্থেরই রক্ষাবিধান হইয়াছিল।" শাস্তা বলিলেন, "অতীত কালেও লোকে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া পরের রক্ষা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি দেখিতে পাইলেন কামনাই দুঃখের মূল, এই জন্য তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক হিমালয় প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে লবণ ও অম্ল সংগ্রহার্থ তিনি জনপদে অবতরণ পূর্ব্বক জনৈক সার্থবাহের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা ঐ সার্থবাহ অনুচরগণসহ বনমধ্যে বিশ্রামার্থ অবস্থিতি করিলেন; বোধিসত্ত্ব অদূরে এক বৃক্ষতলে ধ্যানসুখে নিমগ্ন হইয়া পাদচারণে প্রবৃত্ত হইলেন। সায়মাশের পর পঞ্চশত দস্যু লুণ্ঠনার্থ সেই স্কন্ধাবার বেষ্টন করিল; কিন্তু তাহারা বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া ভাবিল "এ ব্যক্তি আমাদিগকে দেখিতে পাইলে সার্থবাসীদিগকে সংবাদ দিবে; অতএব এ নিদ্রিত হইলেই আক্রমণ করিব।" ইহা স্থির করিয়া তাহারা অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তপস্বী কিন্তু রাত্রির মধ্যে একবারও পাদচরণে ক্ষান্ত হইলেন না, কাজেই দস্যুরা সুযোগ না

পাইয়া মুদ্গরপাষাণাদি ফেলিয়া প্রস্থান করিল—চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, "ওহে সার্থবাসিগণ, আজ যদি বৃক্ষমূলে ঐ তপস্বী পাদচারণ না করিতেন, তাহা হইলে তোমাদের সকলেরই প্রাণক্ষয় হইত। অতএব কল্য তোমরা ইঁহাকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইবে।"

রজনী প্রভাত হইলে সার্থবাসিগণ দস্যুপরিত্যক্ত মুদ্গরপাষাণাদি দেখিয়া মহাভীত হইল এবং বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া তাঁহার চরণবন্দনা পূর্ব্বক বলিল, "প্রভো, আপনি কি দস্যুদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি তাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম।" "আপনি কি এত দস্যু দেখিয়াও ভীত ও সন্ত্রস্ত হন নাই?" "না, আমি ভীত হই নাই। দস্যুদর্শনে ভয়নামক পদার্থের উৎপত্তি ধনবান্‌দিগের পক্ষেই সম্ভবে। আমি নির্ধন, আমার ভয় হইবে কেন? গ্রামেই থাকি কিংবা অরণ্যেই থাকি আমার কখনও ভয়ের কারণ নাই।" অনন্তর ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য তিনি এই গাথা আবৃত্তি করিলেন :—

> লভেছি নির্ব্বাণপথ মৈত্রী-করুণার বলে;
> কি ভয় গ্রামেতে মোর, কি বা ভয় বনস্থলে?

বোধিসত্ত্ব এই গাথা দ্বারা সার্থবাসীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে তাহাদের অন্তঃকরণ আনন্দে পূর্ণ হইল এবং তাহারা তাঁহাকে পরমভক্তি সহকারে পূজা করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মবিহারে ধ্যান করিয়া দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সার্থবাসিগণ; এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী।]

৭৭—মহাস্বপ্ন-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে ষোলটী অদ্ভুত স্বপ্ন-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে যে, একদা কোশলরাজ সমস্ত রাত্রি নিদ্রাভোগ করিয়া শেষ প্রহরে ষোলটী মহাস্বপ্নদর্শনে এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে, তাহাতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। এরূপ দুঃস্বপ্নের না জানি কি কুফলই ঘটিবে এই ভাবিয়া তিনি মরণভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, এবং চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া শয্যার উপরই জড়সড়ভাবে পড়িয়া রহিয়াছিলেন। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজের সুষুপ্তি হইয়াছিল ত?" রাজা কহিলেন—"আচার্য্যগণ, কিরূপে সুষুপ্তি ভোগ করিব বলুন? আমি অদ্য ষোলটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া তদবধি নিতান্ত ভয়ব্যাকুল হইয়াছি। আপনারা দয়া করিয়া এই স্বপ্নগুলির ব্যাখ্যা করুন।" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "আপনি কি কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন শুনিতে পাইলে আমরা তাহাদের ফল নির্ণয় করিয়া দিতেছি।"

রাজা একে একে স্বপ্নবৃত্তান্তগুলি নিবেদন করিয়া তাহাদের ফল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্বপ্ন শুনিয়া হস্ত নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপ্রগণ। আপনারা হস্ত নিপীড়ন করিতেছেন কেন?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ। এগুলি অতীব দুঃস্বপ্ন।" "এরূপ দুঃস্বপ্নের ফল কি?" হয় রাজ্যনাশ, নয় প্রাণনাশ, নয় অর্থনাশ, এই তিনটীর একটী না একটী।" "এ ফল প্রতিবিধেয়, না অপ্রতিবিধেয়?" "এমন দুঃস্বপ্ন অপ্রতিবিধেয় হইবারই কথা; তথাপি আমরা প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিব; ইহার যদি প্রতিবিধান করিতে না পারিলাম, তবে আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানের কি ফল?" "আপনারা তবে কি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতেছেন অনুমতি করুন।" "মহারাজ! আমরা প্রতি চতুষ্পথে যজ্ঞ করিব।" ভয়বিহ্বল রাজা নিতান্ত ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "আচার্য্যগণ! দেখিবেন, আমার প্রাণ আপনাদের হাতে; আমি যাহাতে অচিরে নিরাময় হইতে পারি তাহার উপায় করুন।" রাজার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা ভাবিলেন, 'এই উপলক্ষে আমরা বহুধন ও চর্ব্ব্যচূষ্য প্রচুর খাদ্য লাভ করিব।' তাঁহারা "কোন চিন্তা নাই, মহারাজ!" এই আশ্বাস দিয়া প্রাসাদ হইতে চলিয়া গেলেন; নগরের বহির্ভাগে যজ্ঞকুণ্ড খনন করিয়া সেখানে বহুসংখ্যক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চতুষ্পদ জন্তু এবং শত শত পক্ষী আনয়ন করাইলেন এবং তাহার পরেও ইহা চাই, তাহা চাই বলিয়া পুনঃ পুনঃ রাজার নিকট যাইতে আরম্ভ করিলেন। রাজমহিষী মল্লিকাদেবী ব্রাহ্মণদিগের গতিবিধি দেখিয়া রাজার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণেরা আজ এত ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছেন কেন?"

রাজা কহিলেন, "তুমি কি সুখেই আছ! কর্ণমূলে আশীবিষ বিচরণ করিতেছে, অথচ তুমি কিছুই জানিতে পারিতেছ না।" "মহারাজ। আপনি কি বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।" "আমি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি,—ব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন যে, তজ্জন্য হয় রাজ্যনাশ, নয় প্রাণনাশ, নয় অর্থনাশের আশঙ্কা আছে। ইহার প্রতিবিধানার্থ যজ্ঞ করিবেন বলিয়া তাঁহারা উপকরণ সংগ্রহের জন্য বার বার যাতায়াত করিতেছেন।" "যিনি নরলোকের ও দেবলোকের ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য, তাঁহাকে স্বপ্নের প্রতিকারার্থ কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?" "ভদ্রে। নরলোকে ও দেবলোকে ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য বলিয়া কাহাকে মনে করিয়াছ?" "সে কি, মহারাজ। যিনি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ, বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক, আপনি কি সেই ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য মহাপুরুষকে জানেন না? সেই ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ নিশ্চয় আপনার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করিবেন। আপনি গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" রাজা বলিলেন, "দেবি! এ অতি উত্তম পরামর্শ" এবং তখনই বিহারে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ যে এত প্রভাতে আসিয়াছেন ইহার কারণ কি?" "প্রভাত হইবার প্রাক্কালে ষোলটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া এমন ভীত হইয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের নিকট তাহার প্রতিবিধানের প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন যে, স্বপ্নগুলি নিতান্ত অমঙ্গলসূচক এবং স্বস্ত্যয়নের জন্য সমস্ত চতুষ্পথ-সঙ্গমে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে। তাঁহারা এখন যজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন; তদুপলক্ষে বহু প্রাণী মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়াছে। সেই জন্য আপনার শরণ লইলাম। আপনি ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আপনার জ্ঞানগোচর। দয়া করিয়া আমার স্বপ্নফল ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা হয়।" "মহারাজ। ত্রিভুবনে আমি ব্যতীত আর কেহ যে এই সকল স্বপ্নের মর্ম্ম বুঝিতে ও ফল বলিতে পারিবে না, ইহা সত্য। আমি আপনাকে সমগ্র বিষয় বুঝাইয়া দিতেছি। আপনি যে যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যথাক্রমে বলুন।" "যে আজ্ঞা, প্রভো" বলিয়া রাজা স্বপ্নসমূহের এই তালিকা * দিলেনঃ—

বৃষ, বৃক্ষ, ধেনু, বৎস, তুরগ, কাংস্যের পাত্র, †
একে একে করি দরশন;
শৃগাল, কলসী, পুনঃ পুষ্করিণী শোভাময়ী,
তার পর তণ্ডুল, চন্দন;
অলাবু ডুবিল জলে, কিন্তু ভাসে শিলা তথা,
ভেকে করে কৃষ্ণসর্প গ্রাস;
স্বর্ণ-পালকে শোভে যত কাক-পরিজন,
ছাগভয়ে বৃক পায় ত্রাস।"

প্রথম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"প্রথম স্বপ্ন এইরূপঃ—বোধ হইল যেন চারিটী কজ্জলকৃষ্ণ বৃষ চারিদিক হইতে যুদ্ধার্থ রাজপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; বৃষ-যুদ্ধ দেখিবে বলিয়া সেখানে বহুলোক সমবেত হইল; বৃষগণ যুদ্ধের ভাব দেখাইল বটে, কিন্তু কেবল নিনাদ ও গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং শেষে যুদ্ধ না করিয়াই চলিয়া গেল। এই আমার প্রথম স্বপ্ন। বলুন ত, প্রভু, এমন স্বপ্ন কেন দেখিলাম এবং ইহার ফলই বা কি।"

শাস্তা কহিলেন, "মহারাজ, এই স্বপ্নের ফল আপনার বা আমার জীবদ্দশায় ফলিবে না, কিন্তু অতঃপর দেখা যাইবে। তখন রাজারা অধার্ম্মিক ও কৃপণস্বভাব হইবেন, মনুষ্য অসৎপথে বিচরণ করিবে, জগতের অধোগতি হইতে থাকিবে; তখন কুশলের ক্ষয়, অকুশলের উপচয় ঘটিবে। জগতের সেই অধঃপতন-সময়ে আকাশ হইতে পর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণ হইবে না, মেঘের পা খঞ্জ হইয়া যাইবে, শস্য শুষ্ক হইবে, দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠিবে। তখন চারি দিক্ হইতে মেঘ উঠিবে বটে, লোকে মনে করিবে কতই যেন বৃষ্টি হইবে; গৃহিণীগণ যে ধান্যাদি রৌদ্রে দিয়াছেন তাহা আর্দ্র হইবে আশঙ্কায় গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাইবেন; পুরুষেরা কোদালি ও ঝুড়ি হাতে লইয়া আলি বান্ধিবার জন্য বাহির হইবে; কিন্তু সে মেঘ বর্ষণের ভাবমাত্র দেখাইবে; তাহাতে গর্জ্জন হইবে, বিদ্যুৎ খেলিবে; কিন্তু আপনার স্বপ্নদৃষ্ট বৃষগণ যেমন যুদ্ধ না করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, উহাও সেইরূপ বর্ষণ না করিয়া পলাইয়া যাইবে। আপনার স্বপ্নের এই ফল জানিবেন; কিন্তু ইহাতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই; ইহা সুদূর ভবিষ্যৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণেরা কেবল নিজেদের উপজীবিকার অনুরোধেই আপনাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন।" এইরূপে প্রথম স্বপ্নের নিষ্পত্তি করিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "বলুন মহারাজ, আপনার দ্বিতীয় স্বপ্ন কি?"

---

* মূলে "মাতিকা" (মাতৃকা) এই শব্দ আছে।

† এখানে কাংস্যপাত্রের উল্লেখ থাকিলেও স্বপ্ন-বিবরণে স্বর্ণপাত্র দেখা যায়।

দ্বিতীয় স্বপ্ন ও তাহার ফল—

রাজা কহিলেন, "ভগবন্, আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমার বোধ হইল পৃথিবী ভেদ করিয়া শত শত ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও গুল্ম উত্থিত হইল এবং কোন কোনটী বিতস্তি প্রমাণ, কোন কোনটী বা হস্তপ্রমাণ হইয়াই পুষ্পিত ও ফলিত হইল। এ স্বপ্নের ফল কি বলুন।"

শাস্তা কহিলেন, "মহারাজ, যখন জগতের অবনতির সময়ে মনুষ্যেরা স্বল্পায়ুঃ হইবে, তখনই এ স্বপ্নের ফল দেখা যাইবে। সেই অনাগতকালে প্রাণিগণ তীব্ররিপুপরবশ হইবে, অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাগণ পুরুষ-সংসর্গে ঋতুমতী পূর্ণবয়স্কাদিগের ন্যায় গর্ভধারণ পূর্ব্বক পুত্রকন্যা প্রসব করিবে। আপনি যে ক্ষুদ্র বৃক্ষগুল্মাদির পুষ্প দেখিয়াছেন তাহা অকালজাত-রজস্বলা-ভাবসূচক এবং যে ফল দেখিয়াছেন তাহা বালদম্পতীজাত-পুত্রকন্যা-সূচক। কিন্তু মহারাজ, স্বপ্নের এ ফলে আপনার কোন ভয়ের কারণ দেখা যায় না। এখন বলুন, আপনার তৃতীয় স্বপ্ন কি?"

তৃতীয় স্বপ্ন ও তাহার ফল—

রাজা কহিলেন, "আমি দেখিলাম ধেনুগণ সদ্যোজাত বৎসগণের ক্ষীর পান করিতেছে। ইহার কি ফল হইবে?"

"ইহারও ফল অনাগতকালগর্ভে; তখন মনুষ্যেরা বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি সম্মান দেখাইতে বিরত হইবে। মাতা, পিতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া নিজেরাই সংসারে কর্তৃত্ব করিবে, বৃদ্ধদিগকে ইচ্ছা হইলে গ্রাসাচ্ছাদন দিবে, ইচ্ছা না হইলে দিবে না। তখন অনাথ ও অসহায় বৃদ্ধগণ সদ্যোজাত বৎসক্ষীরপায়িনী ধেনুর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে স্ব স্ব সন্তানসন্ততির অনুগ্রহান্নভোজী হইবে। তবে ইহাতে আপনার ভীত হইবার কি আছে? আপনার চতুর্থ স্বপ্ন কি বলুন।"

চতুর্থ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম লোকে ভার-বহনক্ষম বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দদিগকে খুলিয়া দিয়া তাহাদের স্থানে তরুণ বলীবর্দ্দ যুগবদ্ধ করিল; কিন্তু তাহারা ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পাদমাত্রও চলিল না, এক স্থানেই স্থির হইয়া রহিল, কাজেই শকটগুলি যেখানে ছিল, সেখানে পড়িয়া থাকিল। এ স্বপ্নের কি ফল, প্রভো?

"ইহারও ফল অনাগত কালে দেখা যাইবে। তখন রাজারা অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রবীণ, সুপণ্ডিত, কার্য্যকুশল এবং রাজ্যপরিচালনক্ষম মহামাত্যদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না; ধর্ম্মাধিকরণে এবং মন্ত্রভবনেও বিচক্ষণ, ব্যবহারজ্ঞ বয়োবৃদ্ধদিগকে নিযুক্ত করিবেন না; পক্ষান্তরে ইঁহাদের বিপরীতলক্ষণযুক্ত তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদিগেরই আদর বৃদ্ধি হইবে; এইরূপ অর্ব্বাচীনেরাই ধর্ম্মাধিকরণে উচ্চাসন পাইবে, কিন্তু বহুদর্শিতার অভাবে এবং রাজকর্ম্মে অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাহারা পদগৌরব রক্ষা করিতে পারিবে না, রাজকর্ম্মও সম্পন্ন করিতে পারিবে না; তাহারা কর্ম্মভার পরিহার করিবে। বয়োবৃদ্ধ বিচক্ষণ মহামাত্যগণ সর্ব্ববিধকার্য্যনির্ব্বাহসমর্থ হইলেও পূর্ব্বকৃত অপমান স্মরণ করিয়া রাজার সাহায্যে পরাঙ্মুখ হইবেন; তাঁহারা ভাবিবেন, আমাদের ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমরা ত এখন বাহিরের লোক; ছেলে ছোকরারা ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তাহারাই জানে।" এইরূপে অধার্ম্মিক রাজাদিগের সর্ব্বতোভাবে অনিষ্ট ঘটিবে। ধুর-বহনক্ষম বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দদিগের স্কন্ধ হইতে যুগ অপসারিত করিয়া ধুরবহনে অসমর্থ তরুণ বলীবর্দ্দদিগের স্কন্ধে স্থাপিত করাতে যাহা হয়, তখনও তাহাই হইবে—রাজ্যরূপ শকট অচল হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহাতে আপনার কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আপনার পঞ্চম স্বপ্ন বলুন।"

পঞ্চম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম, একটা অশ্বের দুই দিকে দুই মুখ; লোকে দুই মুখেই ঘাস ও দানা দিতেছে এবং অশ্ব দুই মুখেই তাহা আহার করিতেছে। এই আমার পঞ্চম স্বপ্ন। ইহার ফল কি বলুন।"

"ইহারও ফল অনাগতকালে, অধার্ম্মিক রাজাদিগের রাজ্যে সংঘটিত হইবে। তখন অবোধ ও অধার্ম্মিক রাজগণ অধার্ম্মিক ও লোভী ব্যক্তিদিগকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করিবেন। আপনার স্বপ্নদৃষ্ট অশ্ব যেমন উভয় মুখদ্বারাই আহার গ্রহণ করিয়াছে, পাপপুণ্যজ্ঞানশূন্য মূর্খ বিচারকগণ ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন করিয়া বিচার করিবার সময় সেইরূপে অর্থী প্রত্যর্থী উভয় পক্ষের হস্ত হইতেই উৎকোচ গ্রহণ করিবে। কিন্তু মহারাজ, ইহাতেও আপনার কোন ভয়হেতু দেখা যায় না। আপনার ষষ্ঠ স্বপ্ন কি বলুন।"

ষষ্ঠ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম লোকে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একটা সুমার্জ্জিত সুবর্ণ পাত্র লইয়া একটি বৃদ্ধ শৃগালকে তাহাতে মূত্র ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল এবং শৃগাল তাহাই করিল। এ স্বপ্নের কি ফল বলুন।"

"ইহারও ফল বহুকাল পরে ফলিবে। তখন রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও রাজারা অধার্ম্মিক হইবেন; অভিজাতদিগকে অবিশ্বাস করিবেন, তাঁহাদের প্রতি অসম্মান দেখাইবেন; এবং অকুলীনদিগকে উচ্চপদ দিবেন। এইরূপে সদ্‌বংশীয়দিগের দুর্গতি এবং নীচকুলোদ্ভবদিগের উন্নতি হইবে। কুলীনেরা তখন জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ান্তর না দেখিয়া অকুলীনদিগের আশ্রয় লইবেন এবং তাহাদিগকে কন্যাদান করিবেন। বৃদ্ধ শৃগালের মূত্র-স্পর্শে স্বর্ণ পাত্রের অপবিত্রীভাবও যে কথা, অকুলীনের সংসর্গে কুলকন্যার বাসও সেই কথা। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই। এখন আপনার সপ্তম স্বপ্ন বলুন।"

সপ্তম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম একব্যক্তি চৌকীর উপর বসিয়া রজ্জু প্রস্তুত করিতেছে এবং যতটুকু পাকান হইতেছে তাহা নীচে ছাড়িয়া দিতেছে; চৌকীর তলদেশে এক ক্ষুধার্ত্তা শৃগালী বসিয়া ঐ রজ্জু খাইতেছে; লোকটা তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছে না। এই আমার সপ্তম স্বপ্ন; ইহার কি ফল বলুন।"

"ইহারও ফল সুদূর ভবিষ্যতে দেখা যাইবে। তখন রমণীগণ পুরুষ-লোলুপ, সুরালোলুপ, অলঙ্কারলোলুপ, পরিভ্রমণলোলুপ এবং প্রমোদপরায়ণা হইবে; পুরুষেরা কৃষি, গোরক্ষা প্রভৃতি দ্বারা অতি কষ্টে যে ধন উপার্জ্জন করিবে, এই দুঃশীলা ও দুশ্চরিত্রা রমণীরা তাহা জারের সহিত সুরাপানে এবং মাল্যগন্ধানুলেপ সংগ্রহে উড়াইয়া দিবে; গৃহে নিতান্ত অনটন হইলেও তাহারা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না; বহিঃপ্রাচীরের উপরি ভাগে যে সকল ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়াও তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া নিয়ত জারাগমন প্রতীক্ষায় দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে; পর দিন যে বীজশস্য বপন করিতে হইবে তাহা পর্য্যন্ত চূর্ণ করিয়া অন্ন ও কাঞ্জিক প্রস্তুত করিবে। ফলতঃ শৃগালী যেমন চৌকীর তলে বসিয়া স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তির অগোচরে তাহার প্রস্তুত রজ্জু উদরসাৎ করিতেছিল, এই সকল স্ত্রীও সেইরূপ ভর্ত্তাদিগের অগোচরে তাহাদের বহুকষ্ট-লব্ধ ধনের অপচয় করিবে। কিন্তু ইহাতে আপনার ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আপনার অষ্টম স্বপ্ন বলুন।"

অষ্টম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম রাজদ্বারে একটী বৃহৎ পূর্ণ কলসের চারিদিকে অনেকগুলি শূন্য কলস সজ্জিত রহিয়াছে, চারিদিক্ এবং চারি অনুদিক্ হইতে চতুর্ব্বর্ণের জনস্রোত ঘটে ঘটে জল আনিয়া সেই পূর্ণ কলসে ঢালিতেছে, উপক্রুত জল স্রোতের আকারে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি তাহারা পুনঃ পুনঃ ঐ কলসীতেই জল ঢালিতেছে, ভ্রমেও একবার শূন্য কলসীগুলির দিকে তাকাইতেছে না। বলুন, প্রভো, এ স্বপ্নের কি ফল।"

"এ স্বপ্নের ফলও বহুদিন পরে দেখা যাইবে। তখন পৃথিবীর বিনাশকাল আসন্ন হইবে, রাজারা দুর্গত ও কৃপণ হইবেন; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন, তাঁহাদেরও ভাণ্ডারে লক্ষাধিক মুদ্রা সঞ্চিত থাকিবে না। এই অভাবগ্রস্ত নৃপতিগণ জনপদবাসীদিগকে আপনাদের বপনকার্য্যে নিয়োজিত করিবেন; উপদ্রুত প্রজারা নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া রাজাদেরই কাজ করিবে, তাঁহাদের জন্য ধান্য, যব, গোধূম, মুদ্গ-মাষাদি বপন করিবে, তৎসমস্ত রক্ষা করিবে, ক্ষেত্র হইতে কাটিয়া আনিবে, মর্দ্দন করিবে, এবং রাজভাণ্ডারে তুলিয়া রাখিবে। তাহারা ইক্ষুক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে, যন্ত্র প্রস্তুত করিবে ও চালাইবে, রস পাক করিয়া গুড় প্রস্তুত করিবে; তাহারা পুষ্পোদ্যান ও ফলোদ্যান রচনা করিবে। এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যদ্বারা তাহারা রাজাদিগের কোষ্ঠাগারই পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করিবে; কিন্তু নিজেদের কোষ্ঠাগারগুলি যে শূন্য রহিয়াছে সেদিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিবে না—শূন্য কুম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পূর্ণকুম্ভেই পুনঃ পুনঃ জল ঢালিবে। কিন্তু মহারাজ ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই। এখন আপনার নবম স্বপ্ন বলুন।"

নবম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম একটী পঞ্চবিধ পদ্মসম্পন্ন গভীর পুষ্করিণীর চারিধারেই স্নানের ঘাট; তাহাতে জলপান করিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ অবতরণ করিতেছে, কিন্তু এই পুষ্করিণীর জল সুগভীর মধ্যভাগে পঙ্কিল, অথচ তীরসমীপে দ্বিপদ, চতুষ্পদাদির অবতরণ-স্থানে স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। এ স্বপ্নের পরিণাম কি?"

"ইহারও পরিণাম সুদূর ভবিষ্যদ্‌গর্ভে। তখন রাজারা অধর্ম্মপরায়ণ হইবেন; যথেচ্ছভাবে অন্যায়রূপে রাজ্যশাসন করিবেন, বিচার করিবার সময় ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিবেন না। তাঁহারা অর্থলালসায় উৎকোচ গ্রহণ করিবেন, প্রজাদিগের প্রতি দয়া, ক্ষান্তি ও প্রীতি প্রদর্শনে বিমুখ হইবেন, লোকে যেমন ইক্ষুযন্ত্রে ফেলিয়া ইক্ষু নিষ্পেষণ করে, তাঁহারাও সেইরূপ অতি নিষ্ঠুর ও ভীষণ ভাবে প্রজাদিগের পীড়নপূর্ব্বক নানা প্রকার কর গ্রহণ করিয়া ধনসংগ্রহ করিবেন। করভার-প্রপীড়িত প্রজাগণ অবশেষে করদানে অসমর্থ হইয়া

গ্রাম নগরাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে আশ্রয় লইবে। এইরূপে রাজ্যের মধ্যম জনপদসমূহ জনশূন্য এবং প্রত্যন্ত ভাগ বহুজন-সমৃদ্ধ হইবে, অর্থাৎ রাজ্যরূপ পুষ্করিণীর মধ্যভাগ আবিল এবং তীরসন্নিহিত ভাগ অনাবিল হইবে। তবে ইহাতেও আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। আপনার দশম স্বপ্ন কি বলুন।"

দশম স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম একটা পাত্রে তণ্ডুল পাক হইতেছে; কিন্তু তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না। সুসিদ্ধ হইতেছে না বলিবার তাৎপর্য্য এই যে তণ্ডুলগুলি যেন পরস্পর সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ থাকিয়া যাইতেছে—একই পাত্রে একসঙ্গে তিন প্রকার পাক হইতেছে—কতকগুলি তণ্ডুল গলিয়া গিয়াছে, কতকগুলি তণ্ডুলই রহিয়াছে, কতকগুলি সুপক্ব রহিয়াছে। এ স্বপ্নের ফল বলিতে আজ্ঞা হয়।"

"ইহারও ফল বহুকাল পরে ভবিতব্য। তখন রাজারা অধার্ম্মিক হইবেন, তাঁহাদের পারিপার্শ্বিকগণ, এবং ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, পৌর ও জানপদবর্গও অধার্ম্মিক হইবে। ফলতঃ তখন সকল মনুষ্যই অধর্ম্মাচারী হইবে। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপথে চলিবে না। তদনন্তর তাহাদের বলিপ্রতিগ্রাহী বৃক্ষদেবতা, আকাশ-দেবতা প্রভৃতি উপাস্য দেবদেবীগণ পর্য্যন্ত অধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিবেন। অধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে বায়ু খর ও বিষম বেগে প্রবাহিত হইবে এবং আকাশস্থ বিমানকে কম্পিত করিবে, বিমান-প্রকম্পন হেতু দেবতারা কুপিত হইয়া বারিবর্ষণে বাধা দিবেন, বর্ষণ হইলেও সমস্ত রাজ্যে এক সময়ে হইবে না, তদ্দ্বারা ক্ষেত্র-কর্ষণ ও বীজবপনেরও সুবিধা ঘটিবে না। রাজ্যের ন্যায় নগরের ও জনপদেরও সর্ব্বত্র এক সময়ে বৃষ্টিপাত হইবে না; তড়াগাদির উপরিভাগে বৃষ্টি হইবে ত নিম্নভাগে হইবে না, নিম্নভাগে বৃষ্টি হইবে ত উপরিভাগে হইবে না। রাজ্যের এক অংশে অতিবৃষ্টি-নিবন্ধন শস্যহানি হইবে, অংশান্তরে অনাবৃষ্টিতে শস্য শুকাইয়া যাইবে; ক্বচিৎ ক্বচিৎ বা সুবৃষ্টি বশতঃ শস্যোৎপত্তি হইবে। এইরূপ একই রাজ্যের উপ্ত শস্য একপাত্রে পচ্যমান স্বপ্নদৃষ্ট তণ্ডুলের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দশা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন শঙ্কার কারণ নাই। আপনার একাদশ স্বপ্ন কি বলুন।"

একাদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম পূতি-তক্রের * বিনিময়ে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের চন্দন বিক্রীত হইতেছে। ইহার কি ফল বলুন।"

"যখন মৎপ্রতিষ্ঠিত শাসনের অবনতি ঘটিবে, সেই সুদূর ভবিষ্যতে ইহার ফল পরিদৃষ্ট হইবে। তখন ভিক্ষুগণ নির্লজ্জ ও লোভপরায়ণ হইবে; আমি লোভের নিন্দা করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহারা চীবরাদি পাইবার লোভে লোকের নিকট সেই সকল কথাই বলিবে; তাহারা লোভবশে বুদ্ধশাসন পরিহারপূর্ব্বক বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের সম্প্রদায়-ভুক্ত হইবে, কাজেই মনুষ্যদিগকে নির্ব্বাণাভিমুখে লইতে পারিবে না। কিরূপে মধুরস্বরে ও মিষ্টবাক্যে লোকের নিকট হইতে চীবরাদি লাভ করা যাইতে পারে, এবং ঐ সকল দান করিবার জন্য লোকের মতি উৎপাদন করিতে পারা যায়, ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময় তাহারা কেবল ইহাই চিন্তা করিবে। অনেকে হাটে, বাজারে ও রাজদ্বারে বসিয়া কার্ষাপণ, অর্দ্ধকার্ষাপণ প্রভৃতি মুদ্রাপ্রাপ্তির আশাতেও ধর্ম্মকথা শুনাইতে কুণ্ঠিত হইবে না। ফলতঃ যে ধর্ম্মের মূল্য নির্ব্বাণরূপ মহারত্ন, এই সকল ব্যক্তি তাহা চীবরাদি উপকরণ, কিংবা কার্ষাপণাদি মুদ্রারূপ অকিঞ্চিৎকর পদার্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবে—পূতিতক্রের বিনিময়ে লক্ষমুদ্রা মূল্যের চন্দন দান করিবে। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই। আপনার দ্বাদশ স্বপ্ন কি বলুন।"

দ্বাদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম যেন একটী শূন্যগর্ভ অলাবুপাত্র জলে ডুবিয়া গেল। ইহার ফল কি হইবে, প্রভো?"

"ইহারও ফল বহুকাল পরে দেখা দিবে। তখন রাজারা অধার্ম্মিক হইবেন, পৃথিবী বিপথে চলিবে। তখন রাজারা সদ্বংশজাত কুলপুত্রদিগের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইবেন এবং অকুলীনদিগের সম্মান করিবেন। অকুলীনেরা প্রভুত্ব লাভ করিবে; কুলীনেরা দরিদ্র হইবেন। রাজসম্মুখে, রাজদ্বারে, মন্ত্রভবনে ও বিচারস্থানে সর্ব্বত্রই অলাবু-পাত্র-সদৃশ অকুলীনদিগের কথা প্রবল হইবে—যেন তাহারাই কেবল সর্ব্ববিষয়ে তলস্পর্শী হইয়া সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে! ভিক্ষুসঙ্ঘেও পাত্র, চীবর, বাসস্থানাদির সম্বন্ধে কোন মীমাংসার প্রয়োজন হইলে দুঃশীল ও পাপিষ্ঠ ভিক্ষুদিগের বাক্যই বলবৎ বলিয়া পরিগণিত হইবে, সুশীল ও বিনয়ী ভিক্ষুদিগের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না। ফলতঃ সমস্ত বিষয়েই অলাবুপাত্রসদৃশ অন্তঃসারহীন ব্যক্তিদিগের সারবত্তা প্রতিপন্ন হইবে। তবে ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই। আপনি ত্রয়োদশ স্বপ্ন কি বলুন।"

---

* পচা ঘোল।

ত্রয়োদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম, গৃহপ্রমাণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডসমূহ নৌকার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। ইহার ফল কি বলুন।"

"ইহারও ফল পূর্ব্বোক্ত সময়ে দেখা যাইবে। তখন অধার্ম্মিক নৃপতিগণ অকুলীনদিগের সম্মান করিবেন, অকুলীনেরা প্রভুত্ব লাভ করিবে, কুলীনদিগের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা থাকিবে না। তখন লোকে কুলীনদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে, অকুলীনদিগের সম্মান করিবে। রাজসম্মুখে, মন্ত্রভবনে, বিচারস্থানে, কুত্রাপি শিলাখণ্ডসদৃশ-সারবান্, বিচারকুশল কুলপুত্রদিগের কথা লোকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না; তাহা বৃথা ভাসিয়া যাইবে; তাঁহারা কোন কথা বলিতে চাহিলে অকুলীনেরা পরিহাস সহকারে বলিবে, "এরা আবার কি বলে?" ভিক্ষু-সঙ্ঘেও এইরূপে শ্রদ্ধার্হ ভিক্ষুর কথার আদর থাকিবে না; উহা কাহারও হৃদয়ের তলদেশ স্পর্শ করিবে না; আবর্জ্জনার ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন ভয় নাই। এখন আপনার চতুর্দ্দশ স্বপ্ন বলুন।"

চতুর্দ্দশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

দেখিলাম মধুকপুষ্প-প্রমাণ * ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডূকেরা মহাবেগে একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণ সর্পের অনুধাবন করিয়া তাহাকে উৎপলনালের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া ফেলিল। এ স্বপ্নের কি ফল হইবে বলুন।"

"ইহার ফল বহুকাল পরে ঘটিবে। তখন লোকক্ষয় আরব্ধ হইবে; লোকে প্রবল রিপুর তাড়নায় তরুণী-ভার্য্যাদিগের বশীভূত হইয়া পড়িবে, গৃহের ভৃত্য ও দাসদাসী, গোমহিষাদি প্রাণী এবং সুবর্ণরজতাদি ধন, সমস্তই এই সকল রমণীদিগের আয়ত্ত হইবে, স্বামীরা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, 'অমুক পরিচ্ছদ বা অমুক স্বর্ণ রৌপ্য কোথায় আছে', তখন তাহারা উত্তর দিবে 'যেখানে খুসি সেখানে থাকুক্, তোমরা তোমাদের আপন কাজ কর; আমাদের ঘরে কি আছে না আছে, তাহা তোমরা জানিতে চাও কেন?" ফলতঃ রমণীগণ নানাপ্রকারে ভর্ত্তাদিগকে ভর্ৎসনা করিবে, বাক্যবাণে জর্জরিত করিবে এবং ক্রীতদাসের ন্যায় আয়ত্ত করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিবে। এরূপ হওয়াও যে কথা, মধুকপুষ্পপ্রমাণ-মণ্ডূককর্তৃক কৃষ্ণসর্পভক্ষণও সেই কথা। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আপনার পঞ্চদশ স্বপ্ন কি বলুন।"

পঞ্চদশ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"দেখিলাম দশবিধ অসদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট † এক গ্রাম্য কাক কাঞ্চনবর্ণপক্ষযুক্ত-সুবর্ণরাজহংসপরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতেছে। ইহার কি ফল হইবে?

"ইহারও ফল বহুদিন পরে হইবে। তখন রাজারা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন, এবং গজশাস্ত্রাদিতে ও যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইবেন। তাঁহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় স্বজাতীয় কুলপুত্রদিগের হস্তে কোনরূপ প্রভুত্ব রাখিবেন না; পরন্ত নীচ জাতীয় দাস, নাপিত প্রভৃতিকে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে জাতিগোত্রসম্পন্ন কুলপুত্রগণ রাজপ্রসাদে বঞ্চিত হইয়া জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত কাক-পরিচর্য্যা নিরত সুবর্ণ রাজহংসদিগের ন্যায় জাতিগোত্রহীন অকুলীনদিগের উপাসনা করিবেন। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন আশঙ্কা নাই। আপনার ষোড়শ স্বপ্ন কি বলুন।"

ষোড়শ স্বপ্ন ও তাহার ফল—

"এতকাল দেখিয়াছি বৃকেরাই ছাগ বধ করিয়া আহার করিয়াছে; কিন্তু স্বপ্নে দেখিলাম ছাগে বৃকদিগের অনুধাবন করিতেছে এবং তাহাদিগকে ধরিয়া মুর্মুর্ করিয়া খাইতেছে। বৃকগণ দূর হইতে ছাগ দেখিবামাত্র নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে এবং গুল্মগহনে আশ্রয় লইতেছে। এ স্বপ্নের ফল কি বলুন।"

"ইহারও ফল সুদূর ভবিষ্যতে অধার্ম্মিক রাজাদিগের সময়ে দেখা যাইবে। তখন অকুলীনগণ রাজানুগ্রহে প্রভুত্বভোগ করিবে এবং কুলীনেরা অবজ্ঞাত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবেন। রাজার প্রিয়পাত্রগণ ধর্ম্মাধিকরণেও ক্ষমতাশালী হইবে, এবং প্রাচীন কুলীনদিগের ভূমি ও পরিচ্ছদাদি সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে। কুলীনেরা ইহার প্রতিবাদ করিলে তাহারা তাঁহাদিগকে বেত্রদ্বারা প্রহার করিবে এবং গ্রীবা ধরিয়া বহিষ্কৃত করিয়া বলিবে, "তোমরা নিজেদের পরিমাণ বুঝনা যে আমাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। রাজাকে বলিয়া তোমাদের হস্তপদাদি ছেদন করাইয়া দুর্দ্দশার চূড়ান্ত ঘটাইব।" ইহাতে ভয় পাইয়া কুলীনগণ বলিবেন, 'এ সকল দ্রব্য আমাদের নহে, আপনাদের; আপনারাই এ সমস্ত গ্রহণ করুন'। অনন্তর তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া

* মহুয়ার ফুল। 'মধুক' শব্দে অশোকও বুঝায়। কিন্তু এখানে সে অর্থ ধরা যাইবে না।

† নির্লজ্জতা প্রভৃতি দোষ। সচরাচর সাতটী অসদ্ধর্ম্মের উল্লেখ দেখা যায়। অথবা ইহাতে দশ অকুশল কর্ম্মও বুঝাইতে পারে (১০৮ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রাণভয়ে লুকাইয়া থাকিবেন। ভিক্ষুসমাজেও এইরূপ বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে, ক্রুরমতি ভিক্ষুগণ ধার্ম্মিক ভিক্ষুদিগকে যথারুচি উপদ্রুত করিবে, ধার্ম্মিক ভিক্ষুগণ অশরণ হইয়া বনে পলায়ন করিবেন। ফলতঃ স্বপ্নদৃষ্ট ছাগভয়ে বৃকগণ যেমন পলায়ন করিয়াছে, সেইরূপ অভিজাতগণ নীচবংশীয় লোকের ভয়ে এবং ধার্ম্মিক ভিক্ষুগণ অধার্ম্মিক ভিক্ষুদিগের ভয়ে পলায়নপর হইবেন। কিন্তু ইহাতেও আপনার কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই, কারণ এ স্বপ্নের লক্ষ্য ভবিষ্যৎ। ব্রাহ্মণেরা যে বহু বিপত্তি ঘটিবে বলিয়া আপনাকে ভয় দেখাইয়াছেন তাহা শাস্ত্রসঙ্গত নহে, আপনার প্রতি স্নেহসম্ভূতও নহে; অত্যন্ত অর্থলালসাবশতঃই তাঁহারা এইরূপ বলিয়াছেন।"

শাস্তা উক্তরূপে ষোড়শ মহাস্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনিই যে প্রথম এই সকল স্বপ্ন দেখিলেন তাহা নহে, অতীত কালের রাজারাও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং তখনও ব্রাহ্মণেরা তদুপলক্ষে যজ্ঞানুষ্ঠানের ছল পাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের পরামর্শে রাজারা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন এবং আমি যেমন ব্যাখ্যা করিলাম, বোধিসত্ত্বও তখন সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা রাজার অনুরোধে সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

অতীতকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করিলেন এবং হিমালয়ে অবস্থান করিয়া ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

আপনি যেমন স্বপ্ন দেখিয়াছেন, রাজা ব্রহ্মদত্তও একদিন সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট তাহার ফল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়নার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক জন তরুণবয়স্ক মেধাবী অন্তেবাসিক ছিলেন। তিনি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমাকে বেদত্রয় শিক্ষা দিয়াছেন। একের প্রাণসংহার-দ্বারা অপরের মঙ্গল সম্পাদন অসম্ভব, বেদে এই মর্ম্মের একটী বচন আছে বলিয়া মনে হয় না কি?" আচার্য্য বলিলেন, "বৎস, এই উপায়ে আমাদের বহুধনপ্রাপ্তি ঘটিবে। তুমি দেখিতেছি রাজার ধন রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ।" অন্তেবাসিক বলিলেন, "আচার্য্য, আপনাদের যেরূপ অভিপ্রায় হয় করুন, আমার এখানে থাকিয়া ফল কি?" এই বলিয়া তিনি সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজার উদ্যানে চলিয়া গেলেন।

সেই দিন বোধিসত্ত্ব ধ্যানযোগে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'আমি অদ্য লোকালয়ে গেলে অনেককে বন্ধনমুক্ত করিতে পারিব।" অনন্তর তিনি আকাশপথে বিচরণ করিয়া রাজোদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং মঙ্গলশিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন— সেখানে তাহার দেহ হিরণ্ময়ী প্রতিমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অন্তেবাসিক বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে বিশ্রব্ধভাবে উপবেশন করিলেন। অনন্তর উভয়ে মধুরালাপ আরম্ভ করিলেন। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করিতেছেন কি?" অন্তেবাসিক উত্তর দিলেন, "রাজা নিজে ধার্ম্মিক, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন। তিনি ষোলটী স্বপ্ন দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা এই সুযোগে যজ্ঞের ঘটা আরম্ভ করিয়াছেন। আপনি যদি দয়া করিয়া রাজাকে প্রকৃত স্বপ্নফল বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে বহু প্রাণীর ভয় বিমোচন হইতে পারে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন "তাহা সত্য বটে; কিন্তু আমি রাজাকে চিনি না, রাজাও আমাকে চিনেন না। তবে রাজা যদি এখানে আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে স্বপ্নফল ব্যাখ্যা করিতে পারি।" অন্তেবাসিক বলিলেন, "আমি এখনই গিয়া রাজাকে আনয়ন করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন।" বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে অন্তেবাসিক রাজসমীপে গিয়া বলিলেন. "মহারাজ, এক ব্যোমচারী তপস্বী আসিয়া উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আপনার স্বপ্নফল ব্যাখ্যা করিতে সম্মত হইয়া আপনাকে সেখানে যাইতে বলিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ বহু অনুচরের সহিত সেই উদ্যানে গিয়া তপস্বীর চরণ বন্দনা করিলেন এবং একান্তে উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আপনি আমার স্বপ্নফল বলিতে পারিবেন একথা সত্য কি ?" "পারিব বৈ কি, মহারাজ। আপনি কি কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন বলুন।" রাজা "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বপ্ন বর্ণন আরম্ভ করিলেন :—

বৃষ, বৃক্ষ, ধেনু, বৎস...ইত্যাদি।

ফলতঃ আপনি এখন যে পর্য্যায়ে স্বপ্নগুলি বলিলেন, ব্রহ্মদত্তও ঠিক সেই পর্য্যায়ে বলিয়াছিলেন।"

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আর বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার কোন স্বপ্ন হইতেই আপনার কোন আশঙ্কার কারণ নাই।" এইরূপে রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া এবং বহুপ্রাণীর বন্ধন মোচন করিয়া সেই মহাপুরুষ পুনর্ব্বার আকাশে উত্থিত হইলেন এবং সেখানে আসীন হইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে দিতে রাজাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। তিনি উপসংহার কালে বলিলেন, "মহারাজ, অতঃপর ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিয়া কখনও পশুঘাতকর্ম্মে লিপ্ত হইবেন না।" ইহার পর বোধিসত্ত্ব আকাশপথেই নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া গেলেন। ব্রহ্মদত্ত তদীয় উপদেশানুসারে চলিলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ যথাকালে দেহত্যাগ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "কোশলরাজ, আপনার কোন ভয় নাই।" অনন্তর শাস্তার আদেশে যজ্ঞ বন্ধ এবং পশুপক্ষিগণ বন্ধনবিমুক্ত হইল।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল রাজা ব্রহ্মদত্ত, সারীপুত্র ছিল সেই অন্তেবাসিক এবং আমি ছিলাম সেই তপস্বী।]

৭৮—ইল্লীস-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক কৃপণ শ্রেষ্ঠীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় রাজগৃহের নিকট শর্করানিগম নামে একটী নগর ছিল। সেখানে অশীতিকোটিস্বর্ণের অধিপতি মৎসরী কৌশিক নামে এক অতি কৃপণ শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। তিনি কাহাকে তৃণাগ্রে করিয়াও তৈলবিন্দু দান করিতেন না; নিজেও কিছু ভোগ করিতেন না। কাজেই বিপুল ঐশ্বর্য্য দ্বারা তাঁহার নিজের পুত্রকন্যা কিংবা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ কাহারও কোন উপকার হইত না; উহা রাক্ষসপরিগৃহীত পুষ্করিণীবৎ সকলেরই অস্পৃশ্য ছিল।

একদিন প্রত্যূষে শাস্তা শয্যাত্যাগপূর্ব্বক, ত্রিভুবনে কে কোথায় বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে মহাকরুণাপরবশ হইয়া তাহা অবলোকন করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, পঞ্চচত্বারিংশদ্ যোজন দূরস্থ সস্ত্রীক মৎসরী কৌশিকের স্রোতাপত্তি-ফল-প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বদিন ঐ শ্রেষ্ঠী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত রাজগৃহে গমন করিয়াছিলেন। গৃহে প্রতিগমন করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন এক ক্ষুধার্ত্ত জনপদবাসী কাঞ্জিকসিক্ত পিষ্টক ভক্ষণ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার হৃদয়েও ঐরূপ পিষ্টক খাইবার বাসনা জন্মিল। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, "আমি যদি পিষ্টক খাইব বলি, তাহা হইলে বাড়ীসুদ্ধ সকলেই খাইতে চাহিবে এবং অনেক তণ্ডুল, ঘৃত ও গুড় নষ্ট করিতে হইবে। অতএব মনের ইচ্ছা মনেই লয় করিতে হইল, কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।" ইহা স্থির করিয়া তিনি ইচ্ছা নিরুদ্ধ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রমে যতই সময় যাইতে লাগিল, তাঁহার শরীর ততই পাণ্ডুবর্ণ হইতে আরম্ভ করিল, এবং শীর্ণদেহের উপর ধমনিগুলি রজ্জুর ন্যায় ভাসিয়া উঠিল। মনের ভাব গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি শয়নকক্ষে গিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু তখনও ভাণ্ডারের অপচয়ভয়ে তিনি কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। শেষে তাঁহার ভার্য্যা আসিয়া তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যপুত্র, আপনার কোন অসুখ করিয়াছে কি ?"

শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "না, আমার কোন অসুখ করে নাই।" "তবে রাজা কুপিত হইয়াছেন কি ?" "না, রাজা কুপিত হইবেন কেন ?" "ছেলেরা বা চাকর চাকরাণীরা কি আপনার কোন অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়াছে ?"

"তাহাও কেহ করে নাই।" "তবে আপনার কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে কি?" এ প্রশ্নে কিন্তু শ্রেষ্ঠী নিরুত্তর রহিলেন, কারণ মনের কথা প্রকাশ করিলেই ধনহানি হইবার সম্ভাবনা। গৃহিণী বুঝিলেন "মৌনং সম্মতিলক্ষণম্," কাজেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন না, আর্য্যপুত্র, আপনার কি খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে।" শ্রেষ্ঠী গিলিতে গিলিতে উত্তর দিলেন, "একটা জিনিষ খাইতে ইচ্ছা হয় বটে।" "কোন্ জিনিষ, আর্য্যপুত্র? "ইচ্ছা হয় আমানিতে ভিজান পিঠে খাই।"

"এতক্ষণ একথা বলেন নাই কেন? আপনার অভাব কি? আমি আমানিতে ভিজান এত পিঠা তৈয়ার করিয়া দিতেছি যাহা ঐ শর্করানিগমের সমস্ত লোকেও খাইয়া শেষ করিতে পারিবে না।"

"নগরের লোককে দিয়া কি হইবে? তাহারা যে যাহা পাবে নিজেরা খাটিয়া খাইবে।" "তাহা না হয়, আমাদের এই গলিতে যে সকল লোক আছে তাহাদের জন্যই তৈয়ার করিব।" "তোমার ভাণ্ডারে ধন রাখিবার স্থান নাই?" "আচ্ছা, আমাদের বাড়ীর লোকজনদিগের জন্যই আয়োজন করিব।" "তুমিত দেখিতেছি কল্পতরু হইয়া বসিয়াছ।" "তবে কেবল ছেলেদের জন্য তৈয়ার করি।" "ছেলেদিগকে এর মধ্যে টানিয়া আন কেন?" "তাহাতেও যদি আপত্তি হয় তবে, কেবল আমাদের স্বামিস্ত্রীর পরিমাণে প্রস্তুত করা যাউক।" "তুমি বুঝি ভাগ না লইয়া ছাড়িবে না?" "বেশ, আমিও চাই না। কেবল আপনার জন্যই আয়োজন করিতেছি।" "এখানে পিঠা তৈয়ার করিলে বহুলোকে দেখিতে পাইবে। তুমি কিছু খুদ চাহিয়া লও, তাহার সঙ্গে যেন একটীও গোটা চাউল না থাকে, তাহার পর উনন, কড়া ও একটু একটু দুধ, ঘি, মধু ও গুড় লইয়া সাততালায় গিয়া পিঠা রান্ধ; আমি সেখানে বিরলে বসিয়া আহার করিব।"

শ্রেষ্ঠিগৃহিণী "তাহাই করিতেছি" বলিয়া নিজেই সমস্ত উপকরণ বহন করিয়া সপ্তমতলে আরোহণ করিলেন এবং দাসদাসীদিগকে বিদায় দিয়া স্বামীকে ডাকিতে গেলেন। শ্রেষ্ঠী সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় প্রত্যেক তলের দ্বারগুলি অর্গলরুদ্ধ করিয়া গেলেন এবং সপ্তমতলে উঠিয়া সেখানকারও দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি উপবেশন করিলেন, গৃহিণী উনন জ্বালিলেন, কড়া চাপাইয়া দিলেন এবং পিষ্টক পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে প্রত্যূষে শাস্তা স্থবির মৌদ্‌গল্যায়নকে বলিলেন "রাজগৃহের অনতিদূরবর্ত্তী শর্করা-নিগমবাসী মৎসরী শ্রেষ্ঠী একাকী পিষ্টক ভক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে, পাছে অন্য কেহ জানিতে পারে এই আশঙ্কায়, সপ্তমতলে রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছে। তুমি সেখানে গিয়া ঐ ব্যক্তিকে আত্মসংযম শিক্ষা দাও এবং স্বীয় বিভূতিবলে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গুড়, পিষ্টক প্রভৃতি সহ স্ত্রীপুরুষ উভয়কে জেতবনে আনয়ন কর। আমি আজ পঞ্চশত ভিক্ষুসহ বিহারেই অবস্থিতি করিব এবং ঐ পিষ্টক দ্বারা সকলকেই ভোজন করাইব।

স্থবির মৌদ্‌গল্যায়ন আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র শর্করানিগমে শ্রেষ্ঠিভবনে উপনীত হইলেন এবং সুবিন্যস্ত অন্তর্ব্বাস ও বহির্ব্বাসে পরিশোভিত হইয়া সপ্তমতলের বাতায়নসমীপে মণিময় মূর্ত্তির ন্যায় আকাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে অকস্মাৎ এই ভাবে আবির্ভূত দেখিয়া মহাশ্রেষ্ঠীর হৃৎকম্প হইল। তিনি ভাবিলেন "লোকের ভয়ে সাততালায় উঠিয়া আসিলাম; কিন্তু এখানেও নিস্তার নাই, শ্রমণটা আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।" শ্রেষ্ঠীকে সেই দিনই যাহা বুঝিতে হইবে, তিনি তখন পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কাজেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া * বলিলেন, "কিহে শ্রমণ, আকাশে দাঁড়াইয়া থাকিলে কি লাভ হইবে বল। দাঁড়ান দূরে থাকুক বার বার পাচারি করিয়া পথহীন আকাশে পথ প্রস্তুত করিলেও এখানে ভিক্ষা মিলিবে না।"

এই কথা শুনিবামাত্র স্থবির আকাশেই ইতস্ততঃ পাদচারণ আরম্ভ করিলেন। শ্রেষ্ঠী কহিলেন, "পাদচারণ করিয়া কি লাভ, পদ্মাসনে বসিয়া থাকিলেও কিছু পাইবে না।" স্থবির তৎক্ষণাৎ আকাশে পদ্মাসনেই সমাসীন হইলেন। শ্রেষ্ঠী কহিলেন, "ওখানে বসিয়া থাকিলে কি হইবে? বাতায়নের দেহলীতে আসিয়া দাঁড়াইলেও কোন ফল নাই।" স্থবির তখন দেহলীর উপরেই আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রেষ্ঠী আবার কহিলেন, "দেহলীতে দাঁড়াইলে কি হবে বল? মুখ হইতে ধূম উদ্‌গিরণ করিলেও ভিক্ষা পাইতেছ না।" স্থবির ধূমই উদ্‌গিরণ আরম্ভ করিলেন, সমস্ত প্রাসাদ ধূমপূর্ণ হইল, শ্রেষ্ঠীর চক্ষুর্দ্বয়ে যেন সূচী বিদ্ধ হইতে লাগিল। পাছে বাড়ী পুড়িয়া যায় এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় তিনি বলিলেন না যে মুখ দিয়া আগুন বাহির করিলেও ভিক্ষা পাইবে না। তিনি দেখিলেন স্থবির নিতান্ত নাছোড়, কিছু না কিছু আদায় না করিয়া ছাড়িবেন না। অতএব একখান পিষ্টক দিতে হইবে। তিনি পত্নীকে বলিলেন, "ভদ্রে, একখানা ক্ষুদ্র পিষ্টক পাক কর এবং তাহা দিয়া

* মূলে আছে 'লবণ কিংবা শর্করা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যেমন চিট্‌পিট্ করিয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে সেই ভাবে।"

উহাকে বিদায় হইতে বল।" শ্রেষ্ঠিপত্নী অমনাত্র পিঠালি লইয়া কড়াতে দিলেন, কিন্তু উহা ফুলিয়া বড় হইতে হইতে সমস্ত কড়া পূরিয়া উঠিল। এত প্রকাণ্ড পিষ্টক দেখিয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন "করিয়াছ কি? কত পিঠালি দিয়াছ?" অনন্তর তিনি হাতার ডগায় বিন্দুমাত্র পিঠালি লইয়া কড়ায় দিলেন, কিন্তু ইহাও ফুলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও বড় একখানা পিঠা হইল। ইহার পর শ্রেষ্ঠী আরও অনেকবার ক্ষুদ্র পিষ্টক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ছোট হওয়া দূরে থাকুক সেগুলি উত্তরোত্তর বড়ই হইতে লাগিল। ইহাতে শ্রেষ্ঠী নিতান্ত বিরক্ত হইয়া * পত্নীকে বলিলেন, "ভদ্রে, যাহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা হইতেই উহাকে একখানা পিষ্টক দাও।" কিন্তু শ্রেষ্ঠিপত্নী যেমন চুপড়ি হইতে একখানা পিষ্টক তুলিতে গেলেন অমনি অন্য পিষ্টকগুলি তাহার সঙ্গে লাগিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! সমস্ত পিষ্টক এক সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে; ছাড়াইতে পারিতেছি না।" শ্রেষ্ঠী বলিলেন' "আমি ছাড়াইয়া দিতেছি"; কিন্তু তিনিও ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন স্বামী স্ত্রী দুইজনে পিষ্টকপুঞ্জের দুই পাশ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। পিষ্টকের সঙ্গে এইরূপ ব্যায়াম করিতে করিতে শেষে শ্রেষ্ঠীর শরীর দিয়া ঘাম ছুটিল এবং তাঁহার ভয়ঙ্কর পিপাসা পাইল। তিনি পত্নীকে বলিলেন, "ভদ্রে, আমার পিষ্টকে প্রয়োজন নাই; চুপড়িশুদ্ধ সমস্তই এই ভিক্ষুকে দান কর।"

শ্রেষ্ঠীপত্নী চুপড়ি লইয়া স্থবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন স্থবির উভয়কে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য শুনাইলেন। 'দানই প্রকৃত যজ্ঞ' এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া তিনি দানফলকে গগনতলস্থ চন্দ্রমার ন্যায় প্রকটিত করিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রসন্নচিত্ত হইয়া শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "ভগবন্, আপনি ভিতরে আসুন এবং পর্য্যঙ্কে বসিয়া পিষ্টক ভক্ষণ করুন।"

স্থবির বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্! সম্যক্‌সম্বুদ্ধ পঞ্চশত ভিক্ষুসহ বিহারে অবস্থিতি করিতেছেন, যদি অভিরুচি হয় চল, এই সকল পিষ্টক ও ক্ষীরাদিসহ তোমাকে সস্ত্রীক তাঁহার নিকট লইয়া যাই।" "শাস্তা এখন কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন?" "এখান হইতে পঞ্চচত্বারিংশদ্‌যোজন-দূরস্থ জেতবন-বিহারে।" "এত পথ অতিক্রম করিতে যে বহু সময় লাগিবে।" "তোমার যদি ইচ্ছা হয়, মহাশ্রেষ্ঠিন্, তাহা হইলে আমি ঋদ্ধিবলে তোমাদিগকে এখনই সেখানে লইয়া যাইতেছি। তোমার প্রাসাদের সোপানাবলীর শীর্ষভাগ যেখানে আছে সেখানেই রহিবে, কিন্তু ইহার অপরপ্রান্ত জেতবনদ্বারে স্থাপিত হইবে। কাজেই প্রাসাদের উপরিভাগ হইতে নিম্নতম তলে অবতরণ করিতে যতটুকু সময় আবশ্যক তাহার মধ্যেই আমি তোমাকে জেতবনে লইয়া যাইব।" শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "বেশ, তাহাই করুন।"

তথন স্থবির সোপানাবলীর অগ্রভাগ সেখানেই রাখিয়া আদেশ দিলেন, "ইহার পাদমূল জেতবনের দ্বারদেশ স্পর্শ করুক।" তন্মুহূর্ত্তে তাহাই ঘটিল। এইরূপে স্থবির শ্রেষ্ঠিদম্পতীকে, যতক্ষণে তাঁহারা প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিতে পারিতেন, তদপেক্ষাও অল্প সময়ে জেতবনে লইয়া গেলেন।

শ্রেষ্ঠিদম্পতী শাস্তার সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিলেন, "ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।' শাস্তা ভোজনাগারে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হইয়া বুদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন; মহাশ্রেষ্ঠী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুদিগের হস্তে দক্ষিণার্থ জল ঢালিয়া দিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী তথাগতের ভিক্ষাপাত্রে একখানি পিষ্টক রাখিলেন। তথাগত তাহা হইতে প্রাণধারণমাত্রোপযোগী কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন; পঞ্চশত ভিক্ষুও তন্মাত্র আহার করিলেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠী ঘৃত-মধু-শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ পরিবেষণ করিলেন। পঞ্চশত শিষ্যসহ শাস্তার ভোজন শেষ হইল। মহাশ্রেষ্ঠীও সস্ত্রীক পরিতোষসহকারে আহার করিলেন, তথাপি পিষ্টক নিঃশেষ হইল না। বিহারবাসী অন্য সমস্ত ভিক্ষু এবং উচ্ছিষ্টভোজীরা † পর্য্যন্ত উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিল। তখন সকলে শাস্তাকে বলিলেন, "ভগবন্, পিষ্টকের ত হ্রাসের কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।" শাস্তা বলিলেন, "এখন তবে যাহা আছে, বিহারদ্বারে ফেলিয়া দাও।" তখন তাহারা বিহারদ্বারের অনতিদূরবর্ত্তী একটী গহ্বরের ভিতর উহা ফেলিয়া দিল। অদ্যাপি লোকে সেই গহ্বরের এক প্রান্তকে "কপল্লপূব" নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ‡

অতঃপর মহাশ্রেষ্ঠী ও তাঁহার পত্নী শাস্তার সমীপে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শাস্তা তাঁহাদিগের দানের অনুমোদন করিলেন; তচ্ছ্রবণে সেই দম্পতী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং শাস্তার চরণ বন্দনা করিয়া

---

* মূলে 'নিব্বিণ্ণো" আছে। সংস্কৃত 'নির্ব্বিণ্ণ'।

† মূলে "বিঘাসাদো" এই পদ আছে। সংস্কৃত 'বিঘসাদ' বা 'বিঘসাশ'।

‡ কপল্ল=খাপড়া; পূব (পূপ)=পিষ্টক।

বিহারদ্বারে সোপানারোহণপূর্ব্বক স্বভবনে উপনীত হইলেন। অতঃপর মহাশ্রেষ্ঠী বুদ্ধশাসনের উন্নতিকল্পে নিজের অশীতিকোটি স্বর্ণের সমস্তই মুক্তহস্তে ব্যয় করিলেন।

পরদিন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ভিক্ষাচর্য্যান্তে জেতবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভিক্ষুদিগকে বুদ্ধোচিত উপদেশ দিয়া গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। সায়ংকালে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "স্থবির মৌদ্‌গল্যায়ন কি মহানুভব! তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে মৎসরী শ্রেষ্ঠীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে পরহিতব্রত শিক্ষা দিলেন, পিষ্টকাদিসহ সস্ত্রীক জেতবনে আনয়ন করিয়া শাস্তার সমীপে উপস্থাপিত করিলেন, এবং স্রোতাপত্তি ফল লাভ করাইলেন।" তাঁহারা এইরূপে মৌদ্‌গল্যায়নের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় শাস্তা সেখানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের আলোচ্যমানবিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, মধুকর যেমন পুষ্পের কোন পীড়ন না করিয়া তাহা হইতে মধু আহরণ করে, সেইরূপ যে ভিক্ষু কোন গৃহস্থকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ঐ গৃহস্থের কোনরূপ পীড়া বা ক্লেশ না জন্মাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। বুদ্ধগুণ প্রচার করিতে হইলে গৃহীদিগের নিকট এই ভাবেই অগ্রসর হওয়া উচিত।

না করি পুষ্পের বর্ণের ব্যত্যয়,
না করি তাহার গন্ধ অপচয়,
অলি যথা করে মধু আহরণ,
তুমিও তেমতি গ্রামবাসিজনে
শিখাইবে ধর্ম্ম অতি সন্তর্পণে
হ'য়ো না তাদের বিরাগ ভাজন। *]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় অশীতিকোটী স্বর্ণের অধিপতি ইল্লীস নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। মনুষ্যের যত কিছু দোষ হইতে পারে, ইল্লীসের দেহে ও চরিত্রে তাহাদের প্রায় কোনটীরই অভাব ছিল না। তিনি খঞ্জ, কুব্জ ও তির্য্যগ্‌দৃষ্টি ছিলেন, তিনি ধর্ম্মে শ্রদ্ধা করিতেন না, কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি এতদূর কৃপণ ছিলেন যে, অপরকে দান করা দূরে থাকুক, নিজেও কপর্দ্দকপ্রমাণ ভোগ করিতেন না। এই নিমিত্ত লোকে তাঁহার গৃহকে রাক্ষসপরিগৃহীত-পুষ্করিণীবৎ মনে করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহার পিতৃপিতামহগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত অকাতরে দান করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি শ্রেষ্ঠিপদ লাভ করিয়াই কুলাচার পরিহার করিয়াছিলেন। ইঁহার আদেশে দানশালা ভস্মীভূত এবং যাচকগণ প্রহৃত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। ইনি নিয়ত ধনই সঞ্চয় করিতেন।

একদিন ইল্লীস রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন পরিশ্রমক্লান্ত এক জনপদবাসী সুরাভাণ্ড হস্তে লইয়া টুলের উপর বসিয়া আছে, পাত্র পূরিয়া অম্লসুরা পান করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক এক কবল দুর্গন্ধ শুষ্ক মৎস্য অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিতেছে। এই জুগুপ্সিত দৃশ্য দেখিয়াও কিন্তু ইল্লীসের মনে সুরাপানের বাসনা জন্মিল। কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আমি সুরা পান করিলে দেখাদেখি বাড়ীর অন্য সকলেও সুরাপান করিতে চাহিবে, তাহা হইলেই ধনক্ষয় হইবে।" কাজেই তিনি তখনকার মত তৃষ্ণা চাপা দিয়া চলিয়া গেলেন।

---

* এই গাথা ধর্ম্মপদ হইতে গৃহীত। দীক্ষা উপদেশবলে সাধিত হইবে, পীড়ন দ্বারা নহে, গৌতমের এই মহামন্ত্র তাঁহার শিষ্যগণ কখনও ভুলেন নাই। ইহার প্রভাবেই অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধভূপালগণ বিপুলপ্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ধর্ম্মসম্বন্ধে অসাধারণ ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিবৃত্তে আর কুত্রাপি এরূপ সাম্যনীতির উদাহরণ নিতান্ত বিরল।

এক চুপড়ি পিষ্টক দ্বারা শতশত লোকের ভূরিভোজনসম্পাদন গৌতমের লোকাতীত শক্তির পরিচায়ক। মথিলিখিত সুসমাচারে, যীশুখ্রীষ্টও দুইবার অতি অল্পমাত্র খাদ্য লইয়া বহুলোককে ভোজন করাইয়াছিলেন এরূপ দেখা যায়। আর্থার লীলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রচুরপ্রমাণপ্রয়োগদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয় সুসমাচারগুলির অনেক কথা গৌতমের জীবনবৃত্তান্তের পুনরুক্তি মাত্র। সুতরাং উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মথি যে বৌদ্ধ কিংবদন্তীর নিকট ঋণ গ্রহণ করেন নাই তাহা কে বলিতে পারে?

কিন্তু ইল্লীসের সুরাপানেচ্ছা অধিকক্ষণ নিরুদ্ধ থাকিল না। তাঁহার শরীর পুরাতন কার্পাসের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল, শীর্ণ দেহের উপর ধমনিগুলি দেখা দিল; তিনি শয়নকক্ষে গিয়া মঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অসুখ করিয়াছে কি?" অনন্তর (প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ অনেক সাধ্যসাধনার পর) স্বামীর প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি একা যতটুকু সুরাপান করিতে পারিবেন, আমি তাহাই প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" ইল্লীস বলিলেন, "গৃহে সুরা প্রস্তুত করিলে অনেকেই তাহা দেখিতে পাইবে; অন্য স্থান হইতে আনিয়া এখানে পান করাও অসম্ভব।" শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি একটী মুদ্রা বাহির করিয়া শৌণ্ডিকালয় হইতে একভাণ্ড সুরা ক্রয় করাইয়া আনাইলেন এবং উহা একজন দাসের স্কন্ধে দিয়া নগরের বাহিরে রাজপথের অনতিদূরে নদীতীরবর্ত্তী একটী গুল্মের মধ্যে লইয়া গেলেন। অনন্তর তিনি দাসকে বিদায় দিয়া পাত্র পূরিয়া সুরাপান আরম্ভ করিলেন।

ইল্লীসের পিতা দানাদিপুণ্যফলে দেবলোকে শক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইল্লীস যখন সুরাপানে নিরত, তখন শক্রের মনে হইল, "আমি নরলোকে যে দানব্রত পালন করিতাম তাহা এখনও অনুষ্ঠিত হইতেছে কি না দেখি।" তিনি প্রভাববলে জানিতে পারিলেন তাঁহার কুলাঙ্গার পুত্র কুলধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক দানশালা ভস্মীভূত করিয়াছে, যাচকদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়াছে এবং এতই কৃপণ হইয়াছে যে পাছে কাহাকেও অংশ দিতে হয়, এই আশঙ্কায় একাকী এক গুল্মের ভিতর বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। ইহাতে শক্র বড় দুঃখিত হইলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন 'আমি এখনই ভূতলে যাইব এবং উপদেশবলে যাহাতে আমার পুত্রের মতিপরিবর্ত্তন ঘটে, সে কর্ম্মফল বুঝিতে পারে এবং পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা দেবত্ব লাভে সমর্থ হয় তাহার উপায় করিব।'

শক্র তখনই ভূতলে অবতরণ করিয়া মানবস্বভাব পরিগ্রহণ পূর্ব্বক ইল্লীসের বিগ্রহ ধারণ করিলেন। সেইরূপ খঞ্জ, সেইরূপ কুব্জ, সেইরূপ তির্য্যগ্‌দৃষ্টি—উভয়ের আকারে কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ রহিল না। তিনি এই বেশে বারাণসী নগরে প্রবেশ করিলেন, রাজদ্বারে উপনীত হইয়া রাজাকে নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন, অনন্তর রাজার অনুমতি পাইয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন "শ্রেষ্ঠিন্, তুমি এখন অসময়ে আসিলে কেন?" শ্রেষ্ঠিরূপী শক্র বলিলেন, "মহারাজ আমার চুরাশি কোটি সুবর্ণ আছে। আপনি দয়া করিয়া তাহা নিজের ভাণ্ডারে লইয়া আসুন।" "তাহা আনিব কেন? আমার ভাণ্ডারে যে ইহা অপেক্ষাও অনেক অধিক ধন আছে।" "আপনার যদি এই ধনে প্রয়োজন না থাকে, তবে অনুমতি দিন আমি ইহা যথারুচি দান করিব।" "নিশ্চয় করিবে, মহাশ্রেষ্ঠিন্!" তখন শক্র "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ইল্লীসের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চারিদিক্ হইতে ভৃত্যেরা ছুটিয়া আসিল; তিনিই যে ইল্লীস এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। তিনি দেহলীর নিকট দাঁড়াইয়া দ্বারবান্‌কে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, আমারই মত দেখ্‌তে, এমন যদি কেহ 'এ বাড়ী আমার' বলিয়া ঢুকিতে যায় তাহা হইলে তাহাকে উত্তম মধ্যম দিয়া দূর করিয়া দিবে। ইহার পর শক্র প্রাসাদে আরোহণ করিয়া শয়নকক্ষের অভ্যন্তরে মহার্ঘ আসনে উপবেশন করিলেন এবং ইল্লীসের পত্নীকে ডাকাইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন "ভদ্রে, এস আমরা এখন হইতে দানশীল হই।"

এই কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠিপত্নী এবং তাঁহার পুত্র-কন্যা-ভৃত্য-দাস সকলেই ভাবিল, 'এতকাল ত ইঁহার দান করিতে ইচ্ছা হয় নাই; আজ বুঝি মদ খাইয়া মন খুলিয়া গিয়াছে এবং সেই

জন্য দান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।' শ্রেষ্ঠিপত্নী উত্তর দিলেন "স্বামিন্, আপনার ধন আপনি যথেচ্ছ দান করুন।" শক্র বলিলেন, "তবে এখনই একজন ভেরীবাদক ডাকাইয়া সমস্ত নগরে প্রচার করিতে বল, যে কেহ স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি-মুক্তাদি পাইতে অভিলাষী, সে যেন এখনই ইল্লীস শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হয়। শ্রেষ্ঠিপত্নী তাহাই করিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক ঝুড়ি, চুপড়ি, বস্তা প্রভৃতি হাতে লইয়া ইল্লীসের দ্বারে সমবেত হইল। তখন শক্র সপ্তরত্নপূর্ণ ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন এবং উপস্থিত লোকদিগকে বলিলেন, "এই ধন তোমাদিগকে দান করিলাম, যাহার যত ইচ্ছা লইয়া যাও।" এই কথা শুনিবামাত্র উহারা প্রথমে যে যত পারিল ধন বাহির করিয়া সুবিস্তীর্ণ কক্ষতলে রাশি রাশি করিয়া সাজাইয়া রাখিল; পরে স্ব স্ব ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া চলিয়া গেল।

সমবেত লোকদিগের মধ্যে এক জনপদবাসী ইল্লীসের একখানি রথ বাহির করিয়া উহা সপ্তরত্নে পূর্ণ করিয়াছিল। গোশালা হইতে গরু আনিয়া সে ঐ রথে যুতিল এবং হাঁকাইতে হাঁকাইতে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথ অবলম্বনে চলিল। ইল্লীস যে গুল্মের ভিতর সুরাপান করিতেছিল জনপদবাসী তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া এইরূপে তাঁহার গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিল: "আমার প্রভু ইল্লীস শ্রেষ্ঠীর একশত বৎসর পরমায়ুঃ হউক। তিনি যাহা দান করিলেন তাহা পাইয়া আমি পায়ের উপর পা রাখিয়া যাবজ্জীবন সুখে কাটাইতে পারিব। এ গরু তাঁহার, এ রথ তাঁহার, এ রত্নরাশিও তাঁহার। এ সকল আমার মাও আমায় দেন নাই, আমার বাবাও আমায় দেন নাই।"

জনপদবাসীর কথা কর্ণগোচর করিয়া ইল্লীস ভীত ও ত্রস্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "ব্যাপারটা কি? এ লোকটা দেখিতেছি আমারই নাম করিয়া এই সকল কথা বলিতেছে। রাজা কি আমার সমস্ত বিভব প্রজাদিগের মধ্যে লুঠাইয়া দিলেন?" তিনি নিমিষের মধ্যে গুল্মের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই গরু ও রথ তাঁহার। তখন "অরে ধূর্ত্ত! আমার গরু, আমার রথ লইয়া কোথায় যাচ্ছিস্?" বলিয়া তিনি গরুর নাসারজ্জু ধরিয়া ফেলিলেন। জনপদবাসীও রথ হইতে লাফাইয়া পড়িল। সে বলিল, "কি বল্লিরে জুয়াচোর, ইল্লীস শ্রেষ্ঠী সমস্ত নগরবাসীকে ধন দান করিতেছেন, তুই কথা বলিবার কে রে?" তাহার পর সে ইল্লীসকে আক্রমণ করিয়া তাহার মস্তকে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিল এবং রথ হাঁকাইয়া চলিল; ইল্লীস কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আবার রথ ধরিলেন। জনপদবাসীও রথ হইতে নামিল, ইল্লীসের চুল ধরিয়া মাথাটা মাটিতে টানিয়া বেশ করিয়া ঠুকিল, গলাধাক্কা দিয়া তিনি যে দিক্ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই দিকে তাঁহাকে ঠেলিয়া দিল এবং পুনর্ব্বার রথে চড়িয়া প্রস্থান করিল।

প্রহারের চোটে ইল্লীসের নেশা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহাভিমুখে ছুটিলেন এবং লোকে তাঁহার ধন লইয়া যাইতেছে দেখিয়া একে তাকে ধরিয়া "ব্যাপার কি? রাজা কি আমার ভাণ্ডার লুঠ করিতে আদেশ দিয়াছেন?" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি যাহাকে ধরিলেন সেই তাঁহাকে প্রহার করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল। তিনি ক্ষত বিক্ষত দেহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলেন, কিন্তু দ্বাররক্ষেরা তাঁহাকে "কোথায় যাস্, ধূর্ত্ত?" বলিয়া বংশযষ্টি দ্বারা প্রহার করিল এবং গলাধাক্কা দিয়া দরজার বাহির করিয়া দিল। ইল্লীস দেখিলেন গতিক বড় খারাপ। এখন রাজার শরণ লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অনন্তর তিনি রাজদ্বারে গিয়া "দোহাই মহারাজ, আপনি কি অপরাধে আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের আদেশ দিয়াছেন?" বলিয়া আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিলেন।

রাজা বলিলেন, "সে কি মহাশ্রেষ্ঠিন্। আমি তোমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের আদেশ দিব কেন? এই মাত্র তুমিই না বলিয়া গেলে আমি তোমার ধন গ্রহণ না করিলে তুমি উহা যথাভিরুচি

দান করিবে। তাহার পর তুমিই নাকি ভেরী পিটাইয়া নগরবাসীদিগকে সংবাদ দিয়া কথাগত কাজ করিয়াছ!" ইল্লীস কহিলেন, "মহারাজ, আমি কখনও আপনার নিকট এমন কথা বলিতে আসি নাই। আমি যে কেমন কৃপণ তাহা আপনার অবিদিত নাই। আমি ত কাহাকে তৃণাগ্রে করিয়াও কিছু দান করি না। যে আমার ধন দান করিতেছে, আপনি দয়া করিয়া তাহাকে এখন আনাইয়া বিচার করুন।"

রাজা শ্রেষ্ঠিরূপী শক্রকে ডাকাইলেন। তিনি আগমন করিলে সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে ইল্লীসের সহিত তাঁহার আকারে কোন প্রভেদ নাই। কাজেই রাজা ও তাঁহার অমাত্যগণ কেহই স্থির করিতে পারিলেন না যে প্রকৃত ইল্লীস কে। ইল্লীস বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ আমিই ইল্লীস"। রাজা বলিলেন, "আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই দুই জনের মধ্যে প্রকৃত ইল্লীস কে, তাহা আর কেহ নিশ্চিত বলিতে পারে কি ? ইল্লীস বলিলেন, "আমার ভার্য্যাই নির্দেশ করিতে পারিবেন।" কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা শক্রকেই নিজপতি স্থির করিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অতঃপর ইল্লীসের পুত্র, কন্যা, ভৃত্য ও দাসদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল এবং তাহারা সকলেই একবাক্যে শক্রকে মহাশ্রেষ্ঠী বলিয়া স্বীকার করিল। তখন ইল্লীস ভাবিলেন, 'আমার মাথার চুলের মধ্যে একটী চর্ম্মকীল * আছে; নাপিত ভিন্ন অন্য কেহ তাহা জানে না। অতএব নাপিতকে ডাকাইয়া আমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে বলি।'

এই সময় বোধিসত্ত্ব ইল্লীসের নাপিত ছিলেন। রাজার আদেশে তাঁহাকে আনয়ন করা হইল এবং রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "এই দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত ইল্লীস কে বলিতে পার কি ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ ইঁহাদের মাথা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বলিতে পারিব।" রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, দুই জনেরই মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখ।" কিন্তু শক্র তন্মুহূর্ত্তেই নিজের মস্তকে একটী চর্ম্মকীল উৎপাদন করিলেন। বোধিসত্ত্ব দুইজনের মাথা দেখিয়া বলিলেন "না মহারাজ, ইহাদের দুইজনের মাথাতেই দেখিতেছি এক রকম আঁচিল; কাজেই কে প্রকৃত শ্রেষ্ঠী, কে ছদ্মবেশী, তাহা আমার বলিবার সাধ্য নাই।

দুই'ই টেরা, দুই'ই কুঁজো, দুয়েরই খোঁড়া পা;
দুয়ের মাথায় সমান আঁচিল, কিছু বুঝতে পারি না।"

বোধিসত্ত্বের কথায় ইল্লীস ধনশোকে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শক্র মহাপ্রভাববলে আকাশে উত্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি ইল্লীস নহি"। এদিকে লোকে ইল্লীসের মুখে ও শরীরে জলসেচন করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেবরাজ শক্রকে প্রণাম করিলেন। তখন শক্র তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "শুন ইল্লীস, এই প্রচুর বিভব আমার ছিল, তোমার নহে; আমি তোমার পিতা, তুমি আমার পুত্র। আমি জীবিতকালে দানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া শক্রত্ব লাভ করিয়াছি; তুমি কিন্তু পিতৃপন্থা পরিহার করিয়াছ, দান কাহাকে বলে জান না, কেবল কার্পণ্য শিখিয়াছ, দানশালা বন্ধ করিয়াছ, যাচকদিগকে নিরাশ করিয়া তাড়াইয়া দিতেছ এবং একমনে কেবল ধনসঞ্চয় করিতেছ। এ ধনে তোমার ভোগ নাই, অন্যেরও নাই। এ ধন রাক্ষস-পরিগৃহীত পুষ্করিণীর ন্যায়; কেহই ইহার কণামাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। যদি প্রতিজ্ঞা কর যে দানশালা পুনর্নির্ম্মাণ করিবে, এবং দীন দুঃখীর পোষণ করিবে, তাহা হইলে এ সমস্ত তোমার সৎকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে; নচেৎ তোমার সমস্ত ধন অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এবং অশনিপাতে মস্তক চূর্ণ হইয়া তোমার প্রাণান্ত ঘটিবে।"

* চর্ম্মকীল—আঁচিল।

ইল্লীস প্রাণভয়ে বলিয়া উঠিলেন "আমি এখন হইতে দানশীল হইব।" শক্র তাঁহার প্রতিজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আকাশে আসীন থাকিয়াই তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং তাঁহাকে শীলাদি শিক্ষা দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর ইল্লীস দানাদি পুণ্যকর্ম্মে রত হইয়া মৃত্যুর পর দেবলোক লাভ করিলেন।

[সমবধান :—তখন এই কৃপণ শ্রেষ্ঠী ছিল ইল্লীস, মৌদ্‌গল্যায়ন ছিল দেবরাজ শক্র, আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই নাপিত।]

৭৯—খরস্বর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কোন অমাত্যকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় এই ব্যক্তি কোশলরাজের মনোরঞ্জন করিয়া কোন প্রত্যন্ত গ্রামের অধ্যক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজকরসংগ্রহান্তে দস্যুদিগের সহিত এই নিয়ম করিলেন যে একদিন তিনি গ্রামবাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিবেন; দস্যুরা সেই সুযোগে গ্রামলুণ্ঠন করিবে এবং লুণ্ঠনলব্ধ ধনের অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে দিবে।

অনন্তর একদিন প্রাতঃকালে গ্রামখানি যখন এই কৌশলে অরক্ষিত অবস্থায় রহিল, তখন দস্যুরা আসিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল; তাহারা গবাদি পশু বধ করিয়া মাংস খাইল এবং গ্রামবাসীদিগের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া চলিয়া গেল। ইহার পর সেই অমাত্য সায়ংকালে বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু অচিরে তাঁহার দুষ্কার্য্যের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন রাজা তাঁহাকে রাজধানীতে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না; কাজেই রাজা তাঁহাকে কোন নিম্নপদে অবনমিত করিয়া অপর এক ব্যক্তিকে সেই প্রত্যন্ত গ্রামের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

একদিন রাজা জেতবনে গিয়া শাস্তার নিকট অমাত্যের এই কুকীর্ত্তির কথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া ভগবান্ কহিলেন, "মহারাজ, এই ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মেও এবংবিধ প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত এক অমাত্যকে কোন প্রত্যন্ত গ্রামের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আপনি যেরূপ বলিলেন, এই ব্যক্তিও সেখানে গিয়া অবিকল সেইরূপই করিয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব বাণিজ্যার্থ প্রত্যন্তগ্রামসমূহে ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং ঘটনাক্রমে উক্ত দিবসে সেই গ্রামেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যখন গ্রামাধ্যক্ষ সন্ধ্যাকালে বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া ভেরী বাজাইতে বাজাইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "এই দুষ্ট অধ্যক্ষ দস্যুদিগের সহিত মিলিয়া গ্রাম লুণ্ঠন করাইয়াছে; এখন দস্যুরা পলাইয়া বনে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ফিরিয়া আসিতেছে—যেন কি ঘটিয়াছে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানে না।" অনন্তর তিনি এই কথা আবৃত্তি করিলেন :—

হরিতে গোধন, করিতে দহন লোকের আলয় যত,
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া লইতে গ্রামবাসী শত শত,
দস্যুগণে হের, দিল অবসর; কিন্তু তাহে লজ্জা নাই,
ঢক্কার নিনাদে প্রকম্পিত করে দশদিক্ এবে তাই।
এমন নির্লজ্জ তনয় যাহার অপুত্রক বলি তারে,
এমন পুত্রের পিতা যেন কেহ নাহি হয় এ সংসারে।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা দ্বারা অধ্যক্ষের দোষ কীর্ত্তন করিলেন। অচিরাৎ তাহার কুকীর্ত্তি রাষ্ট্র হইল এবং রাজা তাহার দোষানুরূপ দণ্ডবিধান করিলেন।

[সমবধান—তখন এই গ্রামাধ্যক্ষ ছিল সেই গ্রামাধ্যক্ষ এবং আমি ছিলাম সেই গাথাপাঠক পণ্ডিত পুরুষ।]

৮০—ভীমসেন-জাতক।

[ভিক্ষুদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি বড় আত্মশ্লাঘা করিত। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন।

প্রবাদ আছে এই ব্যক্তি প্রাচীন, প্রৌঢ়, নব্য, সমস্ত ভিক্ষুকে নিজের বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে নানারূপ বিকত্থন দ্বারা প্রতারিত করিত। সে বলিত, "দেখ ভাই, জাতি ও গোত্রে কেহই আমার সমকক্ষ নহে; আমার জন্ম মহাক্ষত্রিয় কুলে। বংশমর্য্যাদাতেই বল, আর কুলসম্পত্তিতেই বল, আমার সমান কে আছে? আমাদের সুবর্ণ রজতের অন্ত নাই, আমাদের দাস দাসীরা পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট অন্ন ও মাংস আহার করে, বারাণসীর বস্ত্র পরিধান করে এবং বারাণসীর গন্ধবিলেপন ব্যবহার করে। কিন্তু আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এই কদর্য্য অন্ন আহার ও এই কদর্য্য চীবর পরিধান করিতেছি।"

অনন্তর এক ভিক্ষু অনুসন্ধান দ্বারা এই ব্যক্তির কুলসম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়া অন্য ভিক্ষুদিগের নিকট ইহার মিথ্যা গৌরবের কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। তখন সকলে ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ অমুক ভিক্ষু এরূপ নিষ্কাম শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও আমাদিগকে বিকত্থন দ্বারা প্রতারিত করিতেছিলেন।" ভিক্ষুরা এইরূপে উক্ত ব্যক্তির দোষ প্রদর্শন করিতেছিলেন এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "এ ব্যক্তি পূর্ব্বেও এইরূপ বিকত্থন করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:-]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন নিগম গ্রামে * উদীচ্য ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলা নগরে এক সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যাস্থানে ব্যুৎপন্ন হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে "চুল্ল ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত" এই নাম দিয়াছিল।

বোধিসত্ত্ব অধীত বিদ্যাসমূহ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায়ে তক্ষশিলা ত্যাগ করিয়া অন্ধ্রুরাজ্যে † গমন করিলেন। বোধিসত্ত্বের যে জন্মের বৃত্তান্ত বলা হইতেছে, তখন তিনি ঈষৎ কুব্জ ও খর্ব্বাকার ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, "আমি কোন রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবেন, "তোমার মত বামন দ্বারা কি কাজ হইতে পারে?" অতএব লম্বা চওড়া কোন একটা লোক খুঁজিয়া তাঁহাকে মুখপাত্র ‡ করিতে হইবে। সেরূপ করিলে তাহারই ছায়ায় আমার জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধা হইবে।" ইহা স্থির করিয়া তিনি ঐরূপ পুরুষের অনুসন্ধান করিতে করিতে তন্তুবায়-পল্লীতে গমন করিলেন এবং ভীমসেন নামক এক মহাকায় তন্তুবায়কে দেখিতে পাইয়া তাহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "সৌম্য, তোমার নাম কি?" সে বলিল, "আমার নাম ভীমসেন।" "তোমার দেহ এমন সুন্দর ও বিশাল, তুমি কেন তন্তুবায়ের ব্যবসায় করিতেছ?" "না করিলে চলে না।" "আর তোমায় এ কাজ করিতে হইবে না। আমি সমস্ত জম্বুদ্বীপে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর; অথচ রাজার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমার ক্ষুদ্রকায় দেখিয়া মনে করিবেন আমি কোন কাজের লোক নহি। তুমি আমার সঙ্গে চল; রাজার নিকট উপস্থিত হইলে আস্ফালন করিবে যে তুমিই মহাধনুর্দ্ধর। তাহা হইলে রাজা একটা বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া তোমায়

---

* নিগমগ্রাম—যেখানে হাটবাজার আছে এমন গণ্ডগ্রাম।

† মূলে "মহীংসকরট্‌ঠ" আছে; ইহা প্রাচীন অন্ধ্রুরাজ্যের নামান্তর।

‡ মূলে 'ফলক' এই শব্দ আছে।

নিযুক্ত করিবেন এবং তোমায় কি করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিবেন। আমি তোমার পশ্চাতে থাকিব এবং যখন যে কাজ উপস্থিত হইবে সম্পাদিত করিয়া দিব। এইরূপে তোমার আড়ালে থাকিয়া আমারও জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধা হইবে। আমি যাহা বলিলাম তাহা কর; তাহা হইলে আমরা উভয়েই সুখে থাকিতে পারিব।" ভীমসেন বলিল, "উত্তম কথা! তাহাই করা যাইবে।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব ভীমসেনকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে উপনীত হইলেন। তখন ভীমসেন থাকিল সম্মুখে, বোধিসত্ত্ব রহিলেন তাহার পশ্চাতে এবং তাহারই বাল-ভৃত্য-ভাবে। রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্ব ভীমসেনের দ্বারা রাজাকে আপনাদের আগমন বার্ত্তা জানাইলেন।

রাজার অনুমতি পাইয়া বোধিসত্ত্ব ও ভীমসেন উভয়েই সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি জন্য আসিয়াছ?" ভীমসেন বলিল, "মহারাজ, আমি ধনুর্দ্ধর; সমস্ত জম্বুদ্বীপে ধনুর্বিদ্যায় কেহই আমার তুল্যকক্ষ নহে।" "আমার কর্ম্মচারী হইলে কি বেতন চাও বল?" "প্রতি পক্ষে সহস্র মুদ্রা।" "তোমার সঙ্গে এ লোকটী কে?" "এ আমার বালক ভৃত্য।" "বেশ, তোমাকে নিযুক্ত করা গেল।

এই রূপে ভীমসেন রাজকর্ম্মচারী হইল; কিন্তু বোধিসত্ত্বই তাহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে কাশীরাজ্যের কোন বনে একটা ব্যাঘ্র বড় উপদ্রব করিতেছিল; তজ্জন্য একটী বহুজনসঞ্চরণ পথ একেবারে নিরুদ্ধ হইয়াছিল, বহু মনুষ্যও প্রাণ হারাইয়াছিল। এই ব্যাপার রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি ভীমসেনকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বাঘটা ধরিতে পারিবে কি?" ভীমসেন বলিল, "মহারাজ, যদি বাঘই ধরিতে না পারিব, তবে ধনুর্দ্ধর নাম ধারণে কি ফল?" রাজা তাহাকে পাথেয় দিয়া বাঘ ধরিতে পাঠাইলেন।

ভীমসেন গৃহে গিয়া বোধিসত্ত্বকে এই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ কথা, বাঘ ধরিতে যাও।" "তুমি যাইবে না কি?" "আমি যাইব না, কিন্তু তোমাকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি।" "কি উপায় বল।" "তুমি সহসা একাকী ব্যাঘ্রের গহন-স্থানে প্রবেশ করিও না, তুমি জনপদ হইতে সেখানে দুই হাজার তীরন্দাজ সমবেত কর; অনন্তর যখন বুঝিবে বাঘটা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে, তখন পলাইয়া ঝোপের মধ্যে যাইবে এবং উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িবে। এ দিকে জনপদবাসীরা প্রহার দ্বারা বাঘটা মারিয়া ফেলিবে। যখন বুঝিবে বাঘটা মরিয়াছে তখন ঝোপের মধ্য হইতে দাঁত দিয়া একটা লতা কাটিয়া লইবে এবং উহার একদিক্ ধরিয়া টানিতে টানিতে মড়া বাঘের কাছে গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিবে 'কে বাঘ মারিল? আমি ভাবিয়াছিলাম বাঘটাকে ধরিয়া, এই লতা দিয়া বান্ধিয়া গরুর মত টানিতে টানিতে রাজার কাছে লইয়া যাইব; সেই জন্য লতা আনিতে ঝোপের মধ্যে গিয়াছিলাম; কিন্তু লতা আনিবার আগেই বাঘটাকে মারিয়া ফেলিল! কে এমন কাজ করিল বল।' তোমার কথা শুনিয়া জনপদবাসীরা ভীত হইবে এবং 'প্রভু, একথা রাজাকে জানাইবেন না' বলিয়া তোমায় প্রচুর ধন দিবে। রাজা জানিবেন তুমিই বাঘ মারিয়াছ; কাজেই তিনিও তোমায় বহু ধন পুরস্কার দিবেন।"

ভীমসেন বলিল, "বা, এ অতি উত্তম পরামর্শ!" অনন্তর সে বোধিসত্ত্ব যেরূপ বলিলেন, সেই উপায়ে ব্যাঘ্রবিনাশপূর্ব্বক পথ নিরাপৎ করিল, বহুজনপরিবেষ্টিত হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিল এবং রাজার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ ব্যাঘ্র নিহত হইয়াছে; সেই বনে পথিকদিগের আর উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই।" রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বহুধন দান করিলেন।

আর একদিন সংবাদ আসিল একটা মহিষ কোন রাজপথে বড় উপদ্রব করিতেছে। রাজা ভীমসেনকে ডাকাইয়া মহিষ মারিতে পাঠাইলেন। এবারও সে বোধিসত্ত্বের উপদেশমত চলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কৌশলপ্রয়োগে মহিষবধ করিল এবং রাজার নিকট আসিয়া পুনর্ব্বার প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইল।

ভীমসেন এইরূপে প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী হইল। সে ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া বোধিসত্ত্বকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল, তাঁহার পরামর্শগ্রহণে বিরত হইল, "তুমি না হইলে আমার চলিবে, তুমি কি ভাব, তোমা ভিন্ন আর লোক নাই?" এইরূপ কটু কথাও বলিতে লাগিল।

ইহার কিছুকাল পরে এক শত্রুরাজ বারাণসী অবরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মদত্তকে বলিয়া পাঠাইলেন, "হয় রাজ্য ছাড়, নয় যুদ্ধ কর।" ব্রহ্মদত্ত ভীমসেনকে এই রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। ভীমসেন আপাদ মস্তক সৈনিকবেশে সুসজ্জিত হইয়া সুসন্নদ্ধ গজপৃষ্ঠে আসীন হইল। বোধিসত্ত্ব আশঙ্কা করিলেন ভীমসেন পাছে নিহত হয়। এই জন্য তিনিও সর্ব্বসন্নদ্ধসম্পন্ন হইয়া তাহার পশ্চাতে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই হস্তী সৈন্যপরিবৃত হইয়া নগর দ্বার দিয়া বহির্গমনপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের পুরোভাগে উপস্থিত হইল। কিন্তু রণভেরীর শব্দ শুনিবামাত্র ভীমসেন কাঁপিতে আরম্ভ করিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি এখন হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলে নিশ্চিত মারা যাইবে," এবং যাহাতে সে পড়িয়া না যায় সেই জন্য তাহাকে রজ্জুদ্বারা বান্ধিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কিন্তু ভীমসেন রণভূমির দৃশ্যে মরণভয়ে এমন ভীত হইল যে মলত্যাগপূর্ব্বক হস্তিপৃষ্ঠ দূষিত করিয়া ফেলিল। তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বা, পশ্চাতের সহিত অগ্রের ঐক্য রহিল কোথা? পূর্ব্বে তুমি মহাবীর বলিয়া আস্ফালন করিতে, এখন কি না হস্তীর পৃষ্ঠে মলত্যাগ করিলে!" অতঃপর বোধিসত্ত্ব এই গাথা আবৃত্তি করিলেন :—

> করিলে কতই গর্ব্ব, এবে লাগে চমৎকার,
> রণক্ষেত্রে বীর্য্য তব মলত্যাগমাত্র সার।
> পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ, পরে যা করিলে ভাই,
> সামঞ্জস্য তার মধ্যে কিছু না দেখিতে পাই।

বোধিসত্ত্ব ভীমসেনকে এইরূপে ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "ভয় নাই, আমি থাকিতে কাহার সাধ্য তোমার প্রাণনাশ করে?" তিনি ভীমসেনকে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তুমি স্নান করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া যাও।"

অনন্তর "আমি অদ্য যশস্বী হইব" এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব রণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক শত্রুরাজকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিয়া বারাণসীরাজের নিকট লইয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে প্রচুর পুরস্কার দান করিলেন। তদবধি সমস্ত জম্বুদ্বীপে চুল্লধনুর্গ্রহ পণ্ডিতের যশোগাথা গীত হইতে লাগিল। তিনি ভীমসেনকে প্রচুর অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন এবং যাবজ্জীবন দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক কর্ম্মফললাভার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন এই বিকত্থনকারী ভিক্ষু ছিল ভীমসেন এবং আমি ছিলাম চুল্ল ধনুর্গ্রহ পণ্ডিত।]

৮১—সুরাপান-জাতক।

[শাস্তা কৌশাম্বী নগরের নিকটবর্ত্তী ঘোষিতারামে অবস্থিতিকালে স্থবির স্বাগতকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শাস্তা শ্রাবস্তী নগরে বর্ষাকাল যাপন করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে ভদ্রবাটিকা নামক নগরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য গোপাল, অজপাল, কৃষক ও পথিকেরা তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিল, "প্রভু, আপনি আম্রতীর্থে যাইবেন না, কারণ সেখানে জটাধারী তপস্বীদিগের আশ্রমসন্নিধানে আম্রতীর্থক নামধারী এক অতি উগ্রবিষ

নাগ বাস করে; সে আপনার অনিষ্ট করিতে পারে।" তাহারা এইরূপে তিন বার নিষেধ করিল, কিন্তু ভগবান্ যেন সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না; তিনি অভীষ্ট স্থানাভিমুখে চলিয়া গেলেন। অনন্তর ভগবান্ যখন ভদ্রবাটিকার নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তখন পৃথগ্জনলভ্য ঋদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধোপস্থাপক স্থবির স্বাগত জটাধারীদিগের সেই আশ্রমে গিয়া নাগরাজের বাসস্থানে তৃণাসন বিস্তার পূর্ব্বক তদুপরি পর্য্যঙ্ক বন্ধনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। নাগরাজ নিজের দুঃস্বভাব গোপন রাখিতে অসমর্থ হইয়া ধূম উদ্গিরণ করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া স্থবির ও ধূম উদ্গিরণ করিলেন। তখন নাগ অগ্নিশিখা বাহির করিল, স্থবিরও তাহাই করিলেন। নাগের তেজে স্থবিরের কোন যন্ত্রণা হইল না; কিন্তু স্থবিরের তেজে নাগের বড় যন্ত্রণা হইল। তিনি এইরূপে ক্ষণকাল মধ্যে নাগকে দমন করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে ত্রিশরণে ও শীলব্রতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাস্তার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

শাস্তা যতদিন ইচ্ছা ভদ্রবাটিকায় অবস্থান করিয়া কৌশাম্বীতে চলিয়া গেলেন। স্থবির স্বাগতকর্ত্তৃক নাগদমন বার্ত্তা সমস্ত জনপদে প্রচারিত হইয়াছিল। কৌশাম্বীবাসীরা প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক শাস্তার চরণ বন্দনা করিল। তাহার পর তাহারা স্থবির স্বাগতের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং একান্তে উপবেশন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার কি প্রয়োজন বলুন, আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।" স্থবির তূষ্ণীভাবে রহিলেন; কিন্তু ষড়্বর্গীয়েরা উত্তর দিল, "মহাশয়গণ, প্রব্রাজকদিগের পক্ষে কাপোতিকা সুরা দুর্লভও বটে, মনোজ্ঞও বটে; * যদি পারেন তবে স্থবিরের জন্য কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট কাপোতিকা সুরা সংগ্রহ করিয়া দিন।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া শাস্তাকে পর দিনের জন্য নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল।

নগরবাসীরা স্থির করিল প্রতি গৃহেই স্থবিরের নিমিত্ত কাপোতিকা সুরা রাখিতে হইবে। অনন্তর তাহারা সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া স্থবিরকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক গৃহে গৃহে সুরাপান করাইতে লাগিল। ইহাতে স্থবির সুরামদে মত্ত হইলেন এবং বহির্গমন-কালে নগরদ্বারে নিপতিত হইয়া প্রলাপ বলিতে লাগিলেন। আহারান্তে নগর হইতে প্রতিগমন সময়ে শাস্তা তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং "ভিক্ষুগণ, তোমরা স্বাগতকে তুলিয়া লইয়া যাও" এই বলিয়া আবাসে ফিরিয়া গেলেন। ভিক্ষুরা স্থবিরের মস্তক বুদ্ধের পাদমূলে রাখিয়া তাঁহাকে শোওয়াইলেন; কিন্তু স্থবির ঘুরিয়া তথাগতের দিকেই পা রাখিয়া শুইয়া রহিলেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ, স্বাগত পূর্ব্বে আমার প্রতি যেরূপ সম্মান দেখাইত, এখন সেরূপ দেখাইতেছে কি?" তাঁহারা বলিলেন, "না প্রভু।" "ভিক্ষুগণ, আম্রতীর্থক নাগকে কে দমন করিয়াছিল?" "স্বাগত দমন করিয়াছিলেন, প্রভু।" "স্বাগত বর্ত্তমান অবস্থায় একটা উদক ডুণ্ডুভও † দমন করিতে পারে কি?" "সাধ্য কি, প্রভু।" "তবে দেখ দেখি, যাহা পান করিলে বিসংজ্ঞ হইতে হয়, তাহা কি পান করা উচিত।" "তাহা পান করা নিতান্ত অনুচিত।" এই রূপে স্থবিরের দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, সুরাপানরূপ অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।" এই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়া তিনি গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ভিক্ষুগণ ধর্ম্ম সভায় সমবেত হইয়া সুরাপানের দোষ সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "আহা! সুরাপান কি দোষাবহ! দেখ ইহার প্রভাবে স্বাগতের ন্যায় প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং ঋদ্ধিমান্ স্থবির পর্য্যন্ত শাস্তার মর্য্যাদারক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা আলোচ্যমান বিষয়ের উল্লেখ করিলেন। তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "প্রব্রাজকেরা এ জন্মে যেমন সুরাপানে বিসংজ্ঞ হয়, পূর্ব্ব জন্মেও সেইরূপ হইত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করিয়া হিমালয়ে ধ্যানসুখে নিমগ্ন থাকিতেন। পঞ্চ শত শিষ্য তাঁহার নিকট তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

একদা বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যেরা বলিলেন, "গুরুদেব, যদি অনুমতি পাই, তাহা হইলে লোকালয়ে গিয়া লবণ ও অম্ল সংগ্রহ করিয়া আনি।" আচার্য্য বলিলেন, "বৎসগণ, আমি এখানেই থাকিব; তোমরা শরীররক্ষার্থ লোকালয়ে যাইতে পার; বর্ষাশেষ হইলে ফিরিয়া আসিবে।"

---

* মদ্যবিশেষ। সম্ভবতঃ ইহা কপোতের ন্যায় ধূসরবর্ণবিশিষ্ট ছিল; কিংবা কপোত নামক উদ্ভিদ্ ইহার একটী উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইত।

† ঢোঁড়া সাপ।

তাঁহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন এবং বারাণসীতে গিয়া রাজোদ্যানে অবস্থিতি করিলেন। পরদিন তাঁহারা ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া নগর-দ্বারের বহিঃস্থ এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে প্রচুর খাদ্য পাইলেন। তাহার পরদিন তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিলেন, সেখানেও লোকে সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিতে লাগিল এবং কিয়দ্দিন পরে রাজাকে জানাইল, "হিমালয় হইতে পঞ্চশত ঋষি আগমন করিয়া উদ্যানে বাস করিতেছেন। তাঁহারা মহাতপা, জিতেন্দ্রিয় এবং শীলবান্।" রাজা তাঁহাদের গুণের কথা শুনিয়া উদ্যানে গমন করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "আপনারা দয়া করিয়া এই চারি মাস এখানেই অবস্থিতি করুন।" তপস্বীরা ইহাতে সম্মত হইলে রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। তদবধি তাঁহারা রাজভবনে আহার এবং রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন নগরে পানোৎসব হইল; রাজা বিবেচনা করিলেন, প্রব্রাজকদিগের ভাগ্যে সুরা দুর্লভ। অতএব তিনি তপস্বীদিগের পানার্থ প্রচুর সুপেয় মদ্য দান করিলেন। তাঁহারা সুরাপান করিয়া উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন এবং উন্মত্ত হইয়া কেহ নাচিতে লাগিলেন, কেহ গাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে চাউলের ঝুড়ি প্রভৃতি উল্টাইয়া ফেলিলেন। ইহার পর অবসন্ন হইয়া সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। শেষে যখন নেশা ভাঙ্গিল তখন তাঁহারা জাগিয়া শুনিতে পাইলেন, রাত্রিকালে কি দুষ্কার্য্য করিয়াছেন; তাহার নিদর্শনও চারিদিকে দেখা গেল। ইহাতে অনুতপ্ত হইয়া তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা যে কাজ করিয়াছি তাহা পরিব্রাজকের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত। আচার্য্যের নিকট না থাকাতেই আমরা এইরূপ পাপকার্য্য করিয়াছি।" তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া হিমাচলে ফিরিয়া গেলেন এবং ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া আচার্য্যকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসগণ, লোকালয়ে গিয়া তোমাদের ত কোন কষ্ট হয় নাই? ভিক্ষাচর্য্যার সময় ত কোন অসুবিধা ভোগ কর নাই? তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ত বেশ সম্প্রীতি ছিল?'

তাঁহারা বলিলেন, "হাঁ গুরুদেব, আমরা বেশ সুখে ছিলাম। কিন্তু আমরা অপেয় পান করিয়া বিসংজ্ঞ হইয়াছিলাম; আমাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল; আমরা সুরামদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য ও গান করিয়াছিলাম।'' অনন্তর তাঁহারা মনোভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত গাথা রচনা করিয়া পাঠ করিলেন :

করিলাম সুরাপান, গাইলাম কত গান,
কতবার নাচিলাম, কাঁদিলাম আর;
পরম সৌভাগ্য এই, হেন সংজ্ঞাহর যেই,
পান করি সেই বিষ, হইনি বানর!

বোধিসত্ত্ব তপস্বীদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "যাহারা গুরুর শাসনে বাস না করে, তাহাদের এইরূপই দুর্দ্দশা হয়! সাবধান, আর কখনও এমন দুষ্কার্য্য করিও না।" অতঃপর বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ ধ্যানসুখভোগ করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সকল তপস্বী এবং আমি ছিলাম তাঁহাদের গুরু]

৮২—মিত্রবিন্দক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই জাতকের ঘটনা সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময় হইয়াছিল। তাহার বিবরণ মহামিত্রবিন্দক জাতকে (৪৩৯) প্রদত্ত হইবে। তখন বোধিসত্ত্ব এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন :

স্ফটিক-রজত-মণিনির্ম্মিত সুন্দর
কোথা তব সেই সব প্রাসাদ নিকর ?
উরশ্চক্র * পবি এবে যাবৎ জীবন
নরকেতে প্রায়শ্চিত্ত কর সম্পাদন।

এই গাথা পাঠ করিয়া বোধিসত্ত্ব দেবলোকস্থ নিজ বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। মিত্রবিন্দক উরশ্চক্র পরিধানপূর্ব্বক পাপক্ষয় পর্য্যন্ত মহাদুঃখ ভোগ করিতে লাগিল এবং কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষুক ছিল মিত্রবিন্দক এবং আমি ছিলাম দেবরাজ।]

৮৩—কালকর্ণী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের কোন মিত্রকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নাম ছিল কালকর্ণী। সে অনাথপিণ্ডদের সহিত শৈশবে ধূলাখেলা করিয়াছিল এবং এক গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে সে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় এবং জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া অনাথপিণ্ডদের শরণ লয়। শ্রেষ্ঠী তাহাকে আশ্বাস দিয়া বেতন নির্দ্দেশপূর্ব্বক নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি সে তাঁহার কর্ম্মচারী হইয়া সমস্ত কাজ করিতে লাগিল।

কালকর্ণী শ্রেষ্ঠীর গৃহে আসিবার পর সেখানে 'দাঁড়াও, কালকর্ণী,' 'বসো কালকর্ণী', 'খাও, কালকর্ণী' সর্ব্বদা প্রায় এইরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। ইহাতে শ্রেষ্ঠীর বন্ধুবান্ধবগণ একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, আপনার গৃহে এরূপ হইতে দেওয়া ভাল দেখায় না। 'দাঁড়াও কালকর্ণী', 'বসো, কালকর্ণী', 'খাও কালকর্ণী' এই সকল শব্দ শুনিলে যক্ষ পর্য্যন্ত পলাইয়া যায়। এ লোকটা কিছু আপনার সমশ্রেণীর নয়; এ নিতান্ত দুর্গত; অলক্ষ্মী ইহার সর্ব্বদা অনুসরণ করিতেছে। আপনি ইহার সহিত সংস্রব রাখেন কেন?" কিন্তু অনাথপিণ্ডদ এ সকল কথায় কাণ দিলেন না; তিনি উত্তর করিলেন, 'দেখ, নাম কেবল বস্তুনির্দ্দেশের জন্য; পণ্ডিতেরা কখনও নামদ্বারা কাহারও গুণাগুণ নির্ণয় করেন না। অতএব কেবল নাম শুনিয়াই অমঙ্গলাশঙ্কা করা যুক্তিযুক্ত নহে। আমি নামের উপর নির্ভর করিয়া ধূলাখেলার সাথী এই বাল্যবন্ধুকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইব না।"

অনাথপিণ্ডদের একখানি ভোগগ্রাম † ছিল। একদা তিনি কালকর্ণীর হস্তে গৃহরক্ষার ভার দিয়া সেখানে গমন করিলেন। তস্করেরা ভাবিল, 'শ্রেষ্ঠী গ্রামে গিয়াছেন; এই সুযোগে তাঁহার গৃহে গিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিব।' অনন্তর তাহারা নানা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রাত্রিকালে অনাথপিণ্ডদের গৃহ বেষ্টন করিল। কালকর্ণী সন্দেহ করিয়াছিল যে তস্করেরা আসিতে পারে। সুতরাং সে নিদ্রা না গিয়া বসিয়া রহিল। অনন্তর দস্যুরা সমাগত হইয়াছে বুঝিয়া সে লোকজন জাগাইবার জন্য "তোমরা শাঁখ বাজাও, দামামা বাজাও" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে সমস্ত বাড়ী তোলপাড় করিয়া তুলিল—তস্করদিগের ধারণা হইল, সে যেন কত লোকই সমবেত করিতেছে। তাহারা মনে করিল, 'তাই ত, বাড়ীতে যে কোন লোক নাই শুনিয়াছিলাম, তাহা ত ঠিক নহে। বোধ হয় শ্রেষ্ঠী ফিরিয়া আসিয়াছেন।' তখন তাহারা পাষাণ, মুদ্গর প্রভৃতি সমস্ত প্রহরণ রাখিয়া পলায়ন করিল।

পরদিন লোকে ঐ সমস্ত প্রহরণ দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং শতমুখে কালকর্ণীর প্রশংসা আরম্ভ করিল। তাহারা বলিল, "এরূপ বুদ্ধিমান্ লোকে যদি গৃহরক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে তস্করেরা অনায়াসে যথারুচি প্রবেশলাভ করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। শ্রেষ্ঠীর পরম সৌভাগ্য যে এমন বিশ্বাসী বন্ধু পাইয়াছেন।" এই সময়ে শ্রেষ্ঠী গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং উহারা তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইল। তাহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠী কহিলেন, "কেমন, তোমরা না এইরূপ গৃহরক্ষক বন্ধুকে তাড়াইবার পরামর্শ দিয়াছিলে? যদি তোমাদের কথামত ইহাকে দূর করিয়া দিতাম তাহা হইলে আজ পথের ভিখারী হইতাম। নামের গুণে মনুষ্যত্ব জন্মে না; মনুষ্যত্বের মূল হৃদয়।" অনন্তর তিনি কালকর্ণীর বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, এবং শাস্তাকে এই কথা জানাইতে হইবে, ইহা স্থির করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত

---

* পাপীর দণ্ডবিধানার্থ ব্যবহৃত পাষাণময় চক্রবিশেষ। ইহা দেখিতে মনোজ্ঞ হারের ন্যায়, কিন্তু পাপীর গলে পরাইয়া দিলে ইহা ঘুরিতে থাকে এবং ইহার তীক্ষ্ণ ধারে তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়।

† ভোগগ্রাম—কাহারও ভোগের জন্য রাজদত্ত গ্রাম, যেমন দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদি।

নিবেদন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, কালকর্ণী নামক মিত্র যে কেবল এই জন্মে তস্কর হইতে মিত্রের সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্ব জন্মেও সে এইরূপ করিয়াছিল। অনন্তর তিনি অনাথ পিণ্ডদের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন দেশবিখ্যাত শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার কালকর্ণী নামে এক মিত্র ছিল। [উপরে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধেও ঠিক সেই সেই রূপ ঘটিয়াছিল।] বোধিসত্ত্ব ভোগগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি যদি তোমাদের কথা শুনিয়া এইরূপ বন্ধুকে দূর করিয়া দিতাম তাহা হইলে অদ্য আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইত।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন :—

"সপ্ত পদ যার সঙ্গে হয় বিচরণ,
মিত্র বলি সেই জনে করি সম্ভাষণ।
থাকিব দ্বাদশ দিন এক সঙ্গে যার।
সহায় বলিয়া তারে জানিব আমার।
এক পক্ষ কিংবা মাস কাটে যার সাথে,
জ্ঞাতিসম সেই, নাহি সন্দেহ ইহাতে।
ততোধিক কাল যারে রাখি নিজ ঠাঁই,
আত্মসমভাবি তারে, যেন মোর ভাই।
কালকর্ণী বন্ধু মম শৈশব হইতে;
আত্মসুখহেতু তারে পারি কি বর্জ্জিতে?

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিলেন।
সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই কালকর্ণী এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসী-শ্রেষ্ঠী।]

৮৪—অর্থস্যদ্বার-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক অর্থকুশল† বালককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীনগরবাসী কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠীর পুত্র ষষ্ঠ বর্ষ বয়সেই প্রজ্ঞাবান্ ও অর্থকুশল হইয়াছিল। সে একদিন পিতার নিকট গিয়া অর্থের দ্বার কি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। পিতা কিন্তু ইহা জানিতেন না। তিনি পুত্রকে বলিলেন, "এ অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন। সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ ব্যতীত ঊর্দ্ধে ভবাগ্র হইতে নিম্নে অবীচি পর্য্যন্ত কোথাও এমন কেহ নাই যে এই প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ।" অনন্তর তিনি বহুমাল্যগন্ধবিলেপন লইয়া পুত্রসহ জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তার অর্চ্চনা ও বন্দনা করিলেন এবং একান্তে উপবেশন করিয়া নিবেদন করিলেন, "ভগবন্, আমার এই পুত্রটী প্রজ্ঞাবান্ ও অর্থকুশল; এ, অর্থের দ্বার কি, আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আমি ইহার অর্থ জানি না বলিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। দয়া করিয়া ইহার সদুত্তর দিন।" শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, এই বালক পূর্ব্বেও আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং আমি তাহার উত্তর দিয়াছিলাম। তখন এ উহা শিক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু জন্মান্তর-পরিগ্রহনিবন্ধন এখন তাহা স্মৃতিগোচর করিতে পারিতেছে না।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র ষড়্‌বর্ষ বয়সেই বিলক্ষণ প্রজ্ঞাবান্ ও অর্থকুশল হইয়াছিল। সে একদিন বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, অর্থের দ্বার কি বলুন।" তিনি অর্থদ্বার-প্রশ্নের উত্তরে এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন :—

* অর্থের দ্বার অর্থাৎ পরমার্থ লাভের উপায়।
† 'অর্থ' শব্দ এখানে পরমার্থবাচক।

"আরোগ্য—যাহার তুল্য নিধি নাই আর।
লভিতে তাহারে সদা হইবে তৎপর,
সদাচার, বৃদ্ধবাক্যে শ্রদ্ধাপরায়ণ,
শাস্ত্রানুশীলনে রত হও অনুক্ষণ,
চল ধর্ম্মপথে, ত্যজ বিষয়-বাসনা,
তা হলে তোমার আর কিসের ভাবনা?
পরমার্থ লভিবারে, জে'ন তুমি সার,
রহিয়াছে সদা মুক্ত এই ছয় দ্বার।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপে পুত্রের অর্থদ্বার-প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। সেই বালক তদবধি উক্ত ষড়্‌বিধ ধর্ম্মের আচরণ করিত। বোধিসত্ত্ব দানাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন এই বালক ছিল সেই বালক এবং আমি ছিলাম সেই শ্রেষ্ঠী।]

৮৫ কিংপক্ক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।]

কোন কুলপুত্র বৌদ্ধশাসনে নিহিতশ্রদ্ধ হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একদিন শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যা করিবার সময় এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আচার্য্য ও উপাধ্যায়গণ ঐ ভিক্ষুকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে উত্তর দিল, "হাঁ প্রভু"। তখন শাস্তা বলিলেন, "দেখ, রূপরসাদি পঞ্চ কামগুণ পরিভোগকালে রমণীয় বটে; কিন্তু ইহাদের পরিভোগ নিরয়গমন প্রভৃতি অগতির হেতু বলিয়া কিংপক্ক ফলের পরিভোগসদৃশ। কিংপক্কফল শুনিয়াছি বর্ণগন্ধরসসম্পন্ন; কিন্তু উদরস্থ হইলেই অন্ত্রসমূহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবননাশ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে অনেক লোকে এই ফলের দোষ জানিত না; তাহারা ইহার বর্ণগন্ধরসে মুগ্ধ হইয়াছিল এবং ইহা আহার করিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন সার্থবাহ ছিলেন। তিনি একদা পঞ্চশত শকটসহ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে যাইবার সময় এক বনপ্রান্তে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি অনুচরদিগকে সমবেত করিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি এই বনে বিষবৃক্ষ আছে। সাবধান, আমায় না জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ কোন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ফল আহার করিও না।" অতঃপর বনভূমি অতিক্রম করিয়া সকলে অপরপ্রান্তে ফলভারনমিতশাখ এক কিংপক্ক বৃক্ষ দেখিতে পাইল। স্কন্ধ, শাখা, পত্র, ফল, আকার, বর্ণ, গন্ধ, রস সর্ব্ববিষয়েই এই বৃক্ষ অবিকল আম্রবৃক্ষের ন্যায় দেখাইত। সার্থবাহদলের কেহ কেহ বর্ণরসগন্ধে ভ্রান্ত হইয়া উহাকে আম্র বৃক্ষ বলিয়াই মনে করিল এবং উহার ফল খাইল। কিন্তু অপর সকলে বলিল, "সার্থবাহকে জিজ্ঞাসা করিয়া খাইব।" সুতরাং তাহারা ফল পাড়িয়া বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ফলগুলি ফেলিয়া দিতে বলিলেন এবং যাহারা খাইয়াছিল তাহাদিগকে বমন করাইলেন ও ঔষধ দিলেন। ইহাদের কেহ কেহ আরোগ্যলাভ করিল; কিন্তু যাহারা প্রথমে খাইয়াছিল তাহারা রক্ষা পাইল না। অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলেন, পণ্যবিক্রয় দ্বারা বহু লাভ করিলেন, গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা অতিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

কামপরিণাম অতি দুঃখ কর ;
জানে না ক তাই কাম সেবে নর।
কিংপক্ব খাইয়া শমনসদন
গিয়াছিল, হায়! শত শত জন।

কামাদি রিপু যে পরিভোগকালে মনোজ্ঞ হইলেও পরিণতির সময় সর্ব্বনাশ সাধন করে, এইরূপে তাহা প্রদর্শন করিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। অপর সকলের কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ সকৃদাগামী, কেহ অনাগামী, কেহ বা অর্হন্‌ হইলেন।

সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সেই সার্থবাহের অনুচরগণ এবং আমি ছিলাম সেই সার্থবাহ।]

৮৬—শীলমীমাংসা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক শীলমীমাংসক * ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই ব্রাহ্মণ কোশলরাজের অন্নে প্রতিপালিত হইতেন। তিনি ত্রিশরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন, পঞ্চশীল পালন করিতেন এবং বেদত্রয়ে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। রাজাও তাঁহাকে শীলবান্‌ বলিয়া জানিতেন এবং যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এক দিন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজা অন্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করেন ; তিনি আমাকে এত শ্রদ্ধা করেন যে আমাকে নিজের গুরুর পদে বরণ করিয়াছেন। এখন আমার মীমাংসা করিতে হইবে যে এত অনুগ্রহ আমার জাতি, গোত্র, কুল, দেশ ও বিদ্যার জন্য, কিংবা আমার চরিত্রের জন্য।' অনন্তর তিনি একদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৃহে ফিরিবার সময় ধনপালের † ফলক হইতে না বলিয়া একটী কার্ষাপণ লইয়া গেলেন। ঐ ধনপাল তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করিতেন যে ইহা দেখিতে পাইয়াও তিনি নীরব রহিলেন।

ইহার পরদিন ব্রাহ্মণ উক্তরূপে দুই কার্ষাপণ অপহরণ করিলেন। কিন্তু তাহা দেখিয়াও ধনপাল কিছু বলিলেন না। অতঃপর তৃতীয়দিন ব্রাহ্মণ এক মুষ্টি কার্ষাপণ তুলিয়া লইলেন। তখন ধনপাল বলিলেন, "আর্য্য, অদ্য পর্য্যন্ত আপনি তিন দিন উপর্য্যুপরি রাজার ধন অপহরণ করিলেন।" ইহা বলিয়া তিনি, "রাজ ধনাপহারককে ধরিয়াছি" এইরূপ তিনবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তচ্ছ্রবণে চতুর্দ্দিক্‌ হইতে লোক ছুটিয়া আসিল এবং বলিতে লাগিল, "কেমন ঠাকুর, তুমি না এতকাল নিজেকে শীলবান্‌ বলিয়া পরিচয় দিতে! চল তোমার রাজার নিকট লইয়া যাই।" অনন্তর তাহারা ব্রাহ্মণকে বন্ধন করিল এবং অল্প স্বল্প প্রহার করিতে করিতে রাজার হস্তে সমর্পণ করিল। রাজা ইহাতে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি এমন দুঃশীলকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কেন?" ইহার পর তিনি ব্রাহ্মণকে উপযুক্ত দণ্ড দিবার আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ, আমি চোর নহি।" "যদি চোর না হইবে তবে ফলকস্থ রাজধনে হাত দিলে কেন?" "আপনি আমায় বড় সম্মান করেন ; ভাবিলাম একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি এই রাজদত্ত সম্মান আমার জাতি গোত্রাদির ফল, কিংবা আমার চরিত্রের ফল। এই প্রশ্নেরই মীমাংসার জন্য আমি ফলক হইতে স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া লইয়াছি। এখন বুঝিতে পারিলাম চরিত্রগুণেই আমার এরূপ সম্মান হইয়াছে, জাতিগোত্রাদির জন্য নহে, বুঝিলাম যে চরিত্রই ইহলোকে সর্ব্বোত্তম। কিন্তু গৃহে থাকিয়া বিষয় ভোগ করিলে জীবনে কখনও চরিত্রবান্‌ হইতে পারিব না ; অতএব অদ্যই জেতবনে গিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" অনন্তর রাজার অনুমতিক্রমে সেই ব্রাহ্মণ জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুরা তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণ শাস্তার নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রব্রজ্যালাভ করিলেন। অতঃপর তিনি যথাকালে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেন এবং ধ্যানবলে ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। তখন তিনি শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভগবন্‌, আমি প্রব্রজ্যার সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।"

ব্রাহ্মণের অর্হত্ত্বলাভের কথা অচিরে সঙ্ঘমধ্যে রাষ্ট্র হইল। তখন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে

* যিনি শীল অর্থাৎ চরিত্রের কি বল তাহার মীমাংসা করিয়াছিলেন।

† ধনপাল—যিনি রাজার ভাণ্ডার হইতে লোকের প্রাপ্য দিয়া থাকেন। মূলে 'হিরণ্যক' এই শব্দ আছে। ইনি বেষ্টনীর ভিতর থাকিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য সম্মুখস্থ কাষ্ঠফলকের উপর গণিয়া রাখেন, লোকে সেখান হইতে তুলিয়া লইয়া যান।

লাগিলেন, "দেখ অমুক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে রাজার উপস্থাপক ছিলেন; তিনি নিজের চরিত্রবল মীমাংসা করিতে গিয়া শেষে রাজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্হত্বে উপনীত হইয়াছেন।" তাঁহারা এইরূপে উক্ত ব্রাহ্মণের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহা শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "কেবল এই ব্রাহ্মণই যে নিজের চরিত্রবল মীমাংসাপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাগ্রহণ দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেন তাহা নহে, পণ্ডিতেরাও পুরাকালে এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি দানাদি সৎকার্য্য করিতেন এবং যথানিয়মে পঞ্চশীল পালন করিয়া চলিতেন। এই জন্য রাজা অন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন। [এই ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছে শুনিয়াছ, বোধিসত্ত্ব সম্বন্ধেও ঠিক সেই সেই রূপ ঘটিয়াছিল।]

রাজপুরুষেরা যখন বোধিসত্ত্বকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া যাইতেছিল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন পথে একস্থানে অহিতুণ্ডিকেরা সর্প লইয়া ক্রীড়া করিতেছে এবং তাহারা একটা সর্পের লাঙ্গুল ও গ্রীবা ধরিয়া নিজেদের গ্রীবাদেশে জড়াইতেছে। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বাপু সকল, সাপটাকে এমন করিয়া ধরিও না, নিজেদের গলাতেও জড়াইও না; কি জানি কখন হঠাৎ তোমাদিগকে দংশন করিবে; তাহা হইলে তোমরা মারা যাইবে।" অহিতুণ্ডিকেরা বলিল, "ঠাকুর, আমাদের সর্প শীলবান্ ও আচারসম্পন্ন, তোমার ন্যায় দুঃশীল নহে। তুমি দুঃশীলতাবশতঃ রাজার ধন অপহরণ করিয়াছ এবং সেই জন্য ইহারা তোমাকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া যাইতেছে।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "সর্পেও যদি দংশন বা আঘাত না করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে শীলবান্ বলে; মানুষের ত কথাই নাই। ইহলোকে শীলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না।"

বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট নীত হইলে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রগণ, এ কি ব্যাপার?" রাজপুরুষেরা বলিল, "মহারাজ, এই ব্রাহ্মণ রাজভাণ্ডার হইতে ধন অপহরণ করিয়াছে।" রাজা বলিলেন, "যাও, ইহাকে লইয়া উপযুক্ত শাস্তি দাও।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি চোর নহি।" "তবে কার্ষাপণ গ্রহণ করিয়াছিলে কেন?" বোধিসত্ত্বও এই ব্রাহ্মণের ন্যায় উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, "অতএব বুঝিলাম জগতে শীলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; শীলের তুল্য আর কিছুই নাই। যাহাই হউক, যখন সর্পেও দংশন না করিলে "শীলবান্" এই বিশেষণে ভূষিত হয়, তখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে শীলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ। "অনন্তর তিনি শীলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

> কায়মনোবাক্যে শীল-অনুষ্ঠান অশেষ কল্যাণকর;
> শীলসম গুণ নাহি ত্রিভুবনে; হও সদা শীলপর।
> এই বিষধর, মৃত্যুর কিঙ্কর, দেখিলে তরাস পাই;
> তথাপি ইহারে শীলবান্ দেখি নাহি বধে কেহ তাই।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা দ্বারা রাজাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া সর্ব্ববিধ বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, হিমালয়ে গিয়া পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তির অধিকারী হইলেন এবং তাহার বলে ব্রহ্মলোকবাসের সামর্থ্য লাভ করিলেন।

[সমবধান—তখন আমার শিষ্যেরা ছিল সেই রাজপুরুষগণ এবং আমি ছিলাম সেই রাজপুরোহিত।]

৮৭—মঙ্গল-জাতক।

[রাজগৃহবাসী একজন ব্রাহ্মণ কোন বস্ত্র পরিধান করিলে মঙ্গল হয়, কোন বস্ত্র পরিধান করিলে অমঙ্গল হয় এইরূপ বিশ্বাস করিতেন।* তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলেন।

প্রবাদ আছে যে এই ব্রাহ্মণ প্রচুর বিভবসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তিনি রত্নত্রয়ে শ্রদ্ধাস্থাপন করেন নাই। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে মিথ্যামত পোষণ করিতেন এবং নিমিত্তসম্বন্ধে সাতিশয় কৌতূহলপরায়ণ ছিলেন। একবার একটা ইন্দুর তাঁহার পেটিকাভ্যন্তরস্থ বস্ত্রযুগল কাটিয়াছিল। একদিন তিনি স্নানান্তে ঐ বস্ত্রযুগল আনয়ন করিতে বলিলে ভৃত্যেরা তাঁহাকে সেই কথা জানাইল। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, মূষিকদষ্ট বস্ত্র গৃহে থাকিলে মহা অনিষ্ট ঘটিবে। অমঙ্গল দ্রব্য কালকর্ণীসদৃশ; ইহা নিজের পুত্র, কন্যা কিংবা দাসদাসীদিগকেও দিতে পারি না, কারণ যে ইহা পরিধান করিবে, সে নিজেও মারা যাইবে, অন্যেরও মৃত্যু ঘটাইবে। অতএব ইহা আমকশ্মশানে নিক্ষেপ করা যাউক। কিন্তু নিক্ষেপই বা করা যায় কিরূপে? দাসদাসীদিগের হাতে দিতে পারি না, কারণ তাহারা হয়ত লোভবশে নিজেরাই রাখিয়া দিবে এবং নিজেদের ও আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইবে। অতএব পুত্রের হাত দিয়াই নিক্ষেপ করাই।" ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন এবং সাবধান করিয়া দিলেন, "তুমি ইহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিও না, যষ্টির অগ্রে করিয়া লইয়া যাও এবং শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া স্নান করিয়া ফিরিয়া আইস।"

সেই দিন শাস্তা সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক ত্রিভুবনে কে কোথায় সত্যপথে চলিবার উপযুক্ত হইয়াছে ইহা অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন ঐ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্রের ভাগ্যে স্রোতাপত্তিফল-লাভের সময় সমুপাগত। তখন তিনি মৃগয়াগমনোদ্যত ব্যাধবেশধারণপূর্ব্বক আমকশ্মশানে গমন করিলেন এবং উহার দ্বারদেশে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দেহ হইতে বুদ্ধত্বব্যঞ্জক ষড়্‌বিধ রশ্মি বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

এ দিকে ব্রাহ্মণপুত্র তাহার পিতা যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন ঠিক সেই ভাবে উক্ত বস্ত্রযুগল যষ্টির অগ্রে বহন করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইল—তাহার সতর্কতা দেখিয়া মনে হইল যেন সে দুর্লক্ষণ বস্ত্র আনে নাই, গৃহবাসী কালসর্প লইয়া আসিয়াছে।

শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে মাণবক! কি করিতেছ?" ব্রাহ্মণপুত্র বলিল, "ওহে গৌতম," † এই বস্ত্রযুগল মূষিকদষ্ট হওয়াতে কালকর্ণী-সদৃশ হইয়াছে, ইহা হলাহলের ন্যায় পরিত্যাজ্য। ভৃত্যদিগকে বলিলে পাছে তাহারা লোভপরবশ হইয়া আত্মসাৎ করে, কাজেই ইহা ফেলিয়া দিবার জন্য পিতা আমাকেই পাঠাইয়াছেন। আমি বলিয়া আসিয়াছি বস্ত্র ফেলিয়া দিবার পর অবগাহন করিয়া গৃহে ফিরিব। সেইজন্যই এখানে আসিয়াছি।" শাস্তা বলিলেন, "বেশ, এখন তবে ফেলিয়া দাও।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণপুত্র সেই বস্ত্রযুগল ফেলিয়া দিল। "ইহা তবে এখন আমার হইল" এই বলিয়া শাস্তা ব্রাহ্মণপুত্রের সাক্ষাতেই সেই অমঙ্গলকর বস্ত্রযুগল গ্রহণ করিলেন। "উহা কালকর্ণী সদৃশ, উহা স্পর্শ করিও না" বলিয়া ব্রাহ্মণকুমার কত নিষেধ করিল; কিন্তু শাস্তা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বেণুবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

তখন ব্রাহ্মণকুমার ছুটিয়া পিতার নিকট গিয়া বলিল, "বাবা, আমি আমকশ্মশানে বস্ত্রযুগল নিক্ষেপ করিলে শ্রমণ গৌতম, 'বা, এ বস্ত্র এখন আমার হইল' বলিয়া উহা তুলিয়া লইয়া বেণুবনে চলিয়া গেলেন, আমি বারণ করিলাম, কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, "এই বস্ত্রযুগল অমঙ্গলজনক এবং কালকর্ণীসদৃশ; উহা পরিধান করিলে শ্রমণ গৌতমেরও বিনাশ ঘটিবে। তাহা হইলে আমার অযশ হইবে। আমি তাঁহাকে অন্য বহু বস্ত্র দান করিয়া এই বস্ত্র পরিত্যাগ করাইব।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বহু বস্ত্র সঙ্গে লইয়া সপুত্র বেণুবনে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে অবলোকন করিয়া একান্তে অবস্থান-পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ গৌতম, তুমি আমকশ্মশান হইতে বস্ত্রযুগল গ্রহণ করিয়াছ এ কথা সত্য কি?" "হাঁ, এ কথা সত্য।" "শুন, গৌতম, এ বস্ত্রযুগল অমঙ্গলজনক। ইহা ব্যবহার করিলে তুমি নিজেও মারা যাইবে; বিহারবাসী অপর সকলেরও মৃত্যু ঘটিবে। যদি তোমার অন্তর্ব্বাস বা বহির্ব্বাসের অভাব হইয়া

---

* মূলে 'সাটকলক্ষণ' এই পদ আছে।

† বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে "ভগবন্" এই সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন না করিয়া, "ভো গোতম" এই সাধারণ সম্বোধন-পদে অভিভাষণ করিতেন।

থাকে, তাহা হইলে এই বস্ত্রগুলি গ্রহণ করিয়া ঐ দুর্লক্ষণ বস্ত্র ত্যাগ কর।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আমি প্রব্রাজক ; আমকশ্মশানে, হাটে বাজারে, আবর্জ্জনা-স্তূপে, স্নানতীর্থে, রাজপথে বা তস্করগহ্বানে পরিত্যক্ত চীবরখণ্ডই আমার উপযুক্ত পরিচ্ছদ। তুমি দেখিতেছি পূর্ব্বজন্মের ন্যায় এ জন্মেও কুসংস্কারজালে আবদ্ধ রহিয়াছ।" অনন্তর ব্রাহ্মণের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে মগধের অন্তঃপাতী রাজগৃহ নগরে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব এক উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানলাভের পর ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করেন এবং হিমালয়ে আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। তিনি একদা হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া রাজগৃহের পুরোবর্ত্তী রাজোদ্যানে উপনীত হইলেন এবং দ্বিতীয় দিবসে ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আসন ও ভোজ্য দিয়া তাঁহাদ্বারা অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন যে অতঃপর তিনি ঐ উদ্যানেই অবস্থিতি করিবেন। তদবধি বোধিসত্ত্ব রাজভবনে আহার এবং রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন।

তখন রাজগৃহে দুস্সলক্ষণ * নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তোমার বস্ত্রযুগল-সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণের পেটিকাস্থিত বস্ত্রযুগলেরও তাহাই হইয়াছিল। ব্রাহ্মণপুত্র যখন শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বেই বোধিসত্ত্ব শ্মশানদ্বারে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণপুত্র গিয়া বস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তিনি উহা গ্রহণপূর্ব্বক উদ্যানে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র পিতাকে এই কথা জানাইলে বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, "রাজার প্রিয়পাত্র এই তপস্বী এবার বিনষ্ট হইবে।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া অনুরোধ করিলেন, 'তপস্বিন্, যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে এখনই ঐ বস্ত্র পরিত্যাগ করুন।" তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, শ্মশানচীবরই আমাদের পরিধেয়। আমরা নিমিত্তে বিশ্বাস করি না ; নিমিত্তে আস্থা স্থাপন করা বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণের অনুমোদিত নহে। এই নিমিত্ত সুধীগণও নিমিত্তে বিশ্বাস করেন না।" বোধিসত্ত্ব এইরূপে ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়াছিলেন ; তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিজের ভ্রম-পূর্ণ সংস্কার ছিন্ন করিয়া বোধিসত্ত্বের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

মঙ্গলামঙ্গল লক্ষণ বিচারি ভীত নয় যাঁর মন,
উল্কাপাত আদি উৎপাত নেহারি অক্ষুব্ধচিত্ত যে জন,
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁপে না কহিয়া, পণ্ডিত তাঁহারে বলি ;
কুসংস্কার জালে ভেদি জ্ঞানবলে মুক্তিমার্গে যান চলি।
না পারে তাঁহারে স্পর্শিতে কখন যমজ যে সব পাপ, †
পুনর্জ্জন্ম তাঁর কভু নাহি হয় ভুঞ্জিতে ত্রিবিধ তাপ।

শাস্তা উক্ত গাথাদ্বারা ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সপুত্র ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই পিতাপুত্র ছিল সেই পিতাপুত্র এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।

---

* পালিভাষায় দুস্স শব্দের অর্থ বস্ত্র।

† যমজ পাপ, যথা, ক্রোধ ও হিংসা, ম্রক্ষ (আত্মদোষগোপন) ও প্রলাপ। ইহাদের একটীর উৎপত্তি হইলেই অপরটী আসিয়া দেখা দেয়।

৮৮—সারম্ভ-জাতক।

[শাস্তা শ্রাবস্তী নগরে রূঢ়বাক্যপ্রয়োগের অনৌচিত্য-শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও অতীত বস্তু নন্দিবিশাল জাতকের (২৮) বস্তুসদৃশ; প্রভেদের মধ্যে এই যে এই জাতকে বোধিসত্ত্ব গান্ধার রাজ্যের অন্তঃপাতী তক্ষশিলা নগরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে সারম্ভ নামক বলীবর্দ্দরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতীত বস্তু বলিবার পর শাস্তা এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন :—

মিষ্টবাক্যে তুষ্ট কর সকলের মন,
ভ্রমেও ব'লোনা কভু অপ্রিয় বচন।
মিষ্ট ভাষে অনায়াসে পরচিত্ত হরে,
পরুষে অশেষ ক্লেশ আনয়ন করে।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই ব্রাহ্মণ, উৎপলবর্ণা ছিল তাহার পত্নী এবং আমি ছিলাম সারম্ভ।]

৮৯—কুহক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ধূর্ত্তসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার ধূর্ত্ততাসম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ উদ্দাল-জাতকে (৪৮৭) প্রদত্ত হইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন গ্রামে এক জটাধারী ধূর্ত্ত তপস্বী বাস করিত। ঐ গ্রামের এক ভূম্যধিকারী তাহার বাসের জন্য বনমধ্যে এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার আহারের জন্য নিজের গৃহ হইতে উৎকৃষ্ট খাদ্য যোগাইতেন। ভূস্বামীর প্রতীতি হইয়াছিল ঐ ভণ্ড তপস্বী পরম শীলবান্; সেই নিমিত্ত তিনি দস্যুভয়ে একশত সুবর্ণমুদ্রা উক্ত পর্ণশালার ভূগর্ভে প্রোথিত করিলেন এবং তপস্বীকে বলিলেন, "প্রভু, আপনি এদিকে একটু দৃষ্টি রাখিবেন।" তপস্বী বলিল, "বৎস, আমরা প্রব্রাজক, আমাদিগকে আবার একথা বলিতে হইবে কেন? পরের দ্রব্যে আমাদের কখনও লোভ জন্মে না।" ভূস্বামী তপস্বীর কথা বিশ্বাস করিয়া এবং তাহাকে সাধুবাদ দিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

তখন ধূর্ত্ত তপস্বী ভাবিতে লাগিল, 'এই সুবর্ণে এক জনের সমস্ত জীবনের জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা হইতে পারে।' অনন্তর কয়েক দিন পরে সে উহা তুলিয়া লইয়া পথপার্শ্বে এক স্থানে পুতিয়া রাখিল এবং পর্ণশালায় গিয়া পূর্ব্ববৎ বাস করিতে লাগিল। পরদিন ভূস্বামীর গৃহে অন্নাহার করিয়া তপস্বী বলিল, "বৎস, আমি দীর্ঘকাল তোমার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি। বহুদিন একস্থানে অবস্থিতি করিলেই মনুষ্যের সংসর্গে আসিতে হয়, কিন্তু মনুষ্যসংসর্গ প্রব্রাজকদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। অতএব আমি অন্যত্র গমন করিব।" ভূস্বামী তাহাকে থাকিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বলিলেন, "প্রভু, যদি নিতান্তই থাকিতে না চান, তবে অভীষ্ট স্থানে গমন করুন"। অনন্তর তিনি গ্রামদ্বার পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া তপস্বী ভাবিল, "এই ভূস্বামীকে প্রবঞ্চিত করা যাউক।" তখন সে জটার মধ্যে এক গাছি তৃণ রাখিয়া ভূস্বামীর গৃহে ফিরিয়া গেল। ভূস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ফিরিলেন কেন?" "বৎস, তোমার চালের একগাছা খড় আমার জটায় লাগিয়া রহিয়াছে। প্রব্রাজকদিগের পক্ষে অদত্তাদান নিষিদ্ধ; সেইজন্য তোমাকে সেই খড়গাছটী দিতে আসিলাম।" ভূস্বামী বলিলেন "খড় গাছটা ফেলিয়া দিয়া যান।" তাহার পর তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "অহো! আর্য্যের কি সূক্ষ্ম ধর্ম্মজ্ঞান! পরের দ্রব্য বলিয়া ইনি কুটা গাছটী পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না!" তিনি তপস্বীর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

এই সময়ে ঘটনাক্রমে বোধিসত্ত্ব প্রত্যন্ত প্রদেশে পণ্য বিক্রয় করিতে গিয়া সেই গ্রামেই বাসা লইয়াছিলেন। তপস্বীর কথা শুনিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল যে ধূর্ত্ত নিশ্চিত ভূস্বামীর কিছু অপহরণ করিয়াছে। তিনি ভূস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, তুমি এই তপস্বীর নিকট কখনও কিছু গচ্ছিত রাখিয়াছিলে কি? "হাঁ মহাশয়, ইঁহার নিকট আমার একশত সুবর্ণ মুদ্রা ছিল।" "তবে এখনই গিয়া তাহা লইয়া আইস।" ভূস্বামী পর্ণশালায় গিয়া দেখেন সেখানে সুবর্ণ নাই। তিনি দ্রুতবেগে বোধিসত্ত্বের নিকট ফিরিয়া বলিলেন, "না মহাশয়, সেখানে সুবর্ণ পাইলাম না।" "তোমার সুবর্ণ অন্যে লয় নাই, সেই ধূর্ত্ত তপস্বীই লইয়াছে। চল, তাহাকে অনুধাবন করিয়া ধরি।" অনন্তর তাঁহারা বেগে ছুটিয়া গেলেন এবং ভণ্ডকে ধরিয়া লাথি ও কিলের চোটে সুবর্ণ আদায় করিলেন। সুবর্ণ দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তাইত, একশত সুবর্ণ মুদ্রা হরণ করিতে পারিলে, অথচ তৃণমাত্র লইলে পাপ হইবে ভাবিলে।" অনন্তর তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন:—

অতীব বিশ্বাসযোগ্য বলেছিলে কথা,
অদত্ত-গ্রহণ নহে প্রব্রাজক-প্রথা।
পাপভয়ে তৃণমাত্র পরশ না কর;
তবে কোন্ যুক্তিবলে শতমুদ্রা হর?

এইরূপে ভর্ৎসনা করিয়া বোধিসত্ত্ব সেই কূটতপস্বীকে বলিলেন, "সাবধান, আর কখনও এমন ধূর্ত্ততা করিও না।" ইহার পর বোধিসত্ত্ব যথাকালে কর্ম্মফলভোগার্থ ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এখন দেখিতে পাইতেছ এই ভিক্ষু এখনও যেমন ধূর্ত্ত, পূর্ব্বজন্মেও সেইরূপ ছিল।

সমবধান—তখন এই ধূর্ত্ত ভিক্ষু ছিল সেই ভণ্ডতপস্বী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

৯০—অকৃতজ্ঞ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদকে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় প্রত্যন্তবাসী এক শ্রেষ্ঠীর সহিত অনাথপিণ্ডদের বন্ধুত্ব ছিল; কিন্তু উভয়ের মধ্যে পরস্পর কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠী একদা স্থানীয় পণ্যে পঞ্চশত শকট বোঝাই করিয়া কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন; "তোমরা এই পণ্য লইয়া শ্রাবস্তী নগরে যাও। সেখানে মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ড আমার পরম বন্ধু। তাঁহার সাক্ষাতে ইহা বিক্রয় করিয়া বিনিময়ে অন্য পণ্য লইয়া আসিবে।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার আদেশানুসারে শ্রাবস্তীতে গিয়া অনাথপিণ্ডদের সহিত দেখা করিল এবং যথারীতি উপঢৌকন দিয়া আপনাদের উদ্দেশ্য জানাইল। মহাশ্রেষ্ঠী বলিলেন, "এস, এস, পথে ত কোন কষ্ট হয় নাই? আমার বন্ধু ত ভাল আছেন?" অনন্তর তিনি তাহাদিগের বাসের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন, আহারাদির ব্যয় দিলেন এবং তাহাদিগের পণ্য বিক্রয় করিয়া বিনিময়ে অন্য পণ্য দেওয়াইলেন। তাহারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফিরিয়া গেল এবং নিজেদের প্রভুকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

ইহার কিয়দ্দিন পরে অনাথপিণ্ডদও সেই প্রত্যন্ত প্রদেশে পণ্যপূর্ণ পঞ্চশত শকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা সেখানে গিয়া উপঢৌকন লইয়া সেই প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথা হইতে আসিলে?" তাহারা বলিল; "আমরা শ্রাবস্তী হইতে আসিতেছি। আপনার বন্ধু অনাথপিণ্ডদ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া তিনি পরিহাস-সহকারে বলিলেন, "অনাথপিণ্ডদ নাম ত যার ইচ্ছা সেই গ্রহণ করিতে পারে।" তিনি উপঢৌকন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু তাহাদিগের বাসস্থান বা আহারাদির ব্যয়ের কোন ব্যবস্থা করিলেন না। কাজেই তাহারা আপনারা যেরূপ পারিল সেই রূপে পণ্য বিক্রয় করিল এবং অন্য পণ্য ক্রয়পূর্ব্বক শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া মহাশ্রেষ্ঠীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল।

অতঃপর প্রত্যন্তবাসী সেই শ্রেষ্ঠী পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পঞ্চশত পণ্যপূর্ণ শকট শ্রাবস্তীনগরে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা উপঢৌকন লইয়া অনাথপিণ্ডদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। কিন্তু অনাথপিণ্ডদের

কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, "দেখিব, আমাদের প্রভু কেমন করিয়া ইহাদিগকে বাসস্থান ও ভোজনাদির ব্যয় দেন।" তাহারা আগন্তুকদিগকে নগরের বহির্ভাগে লইয়া গেল এবং মনোমত একটী স্থান দেখিয়া বলিল, 'তোমরা এখানে গাড়ী খুলিয়া দাও; আমাদের প্রভুর গৃহ হইতে তোমাদের আহারের জন্য অন্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের জন্য অর্থ আসিবে।" অনন্তর মধ্যরাত্রিকালে তাহারা অনেক দাস ও ভৃত্য সঙ্গে লইয়া ঐ পঞ্চশত শকট লুণ্ঠন করিল, আগন্তুকদিগের বস্ত্রাবরণ পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইল, বলদগুলি তাড়াইয়া দিল। শকট-চক্রগুলি খুলিয়া ফেলিল এবং শকটগুলি ভূমিতে ফেলিয়া চলিয়া গেল। প্রত্যন্তবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় দ্রুতবেগে স্বদেশে পলায়ন করিল। তখন অনাথপিণ্ডদের কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইল। অনাথপিণ্ডদ ভাবিলেন, 'এই অপূর্ব্ব কথা শাস্তাকে উপহার দিতে হইবে।' তিনি শাস্তার নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা আমূল নিবেদন করিলেন।

তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, সেই প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠী যে এখনই এরূপ প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন এমন নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ নীচ ব্যবহার করিয়াছিলেন।" অনন্তর মহাশ্রেষ্ঠীর অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ঐ নগরে একজন মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহারও প্রত্যন্ত প্রদেশে একজন শ্রেষ্ঠিবন্ধু ছিলেন; কিন্তু উক্ত বন্ধুর সহিত কখনও তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। [প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যেরূপ ঘটিয়াছিল বলা হইল, এক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছিল]।

বোধিসত্ত্বের লোকেরা, যখন তাঁহাকে আপনারা যাহা যাহা করিয়াছিল তাহা জানাইল, তখন তিনি বলিলেন, "ইহারা পূর্ব্বকৃত উপকার ভুলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই এরূপ প্রতিফল পাইয়াছে।" অনন্তর তিনি সমবেত জনসমূহকে এই গাথা পাঠ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন :—

অন্যকৃত উপকার করিয়া স্মরণ
কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করে যেজন,
পুনর্ব্বার অকুশল দেখা দেয় যবে
পায় না সে সহায়ক কুত্রাপি এ ভবে।

[সমবধান —বর্ত্তমান সময়ের এই প্রত্যন্তশ্রেষ্ঠী ছিল অতীতকালের সেই প্রত্যন্তশ্রেষ্ঠী এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই বিভবশালী শ্রেষ্ঠী।]

৯১—লিপ্ত-জাতক।

[সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কোন দ্রব্যভোগ-সম্বন্ধে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

সে সময়ে নাকি ভিক্ষুগণ উপাসকপ্রদত্ত বহু চীবরাদি পাইয়া তৎসমস্ত যদৃচ্ছ ব্যবহার করিতেন। নিরঙ্কুশভাবে উপকরণচতুষ্টয় সম্ভোগ করায় তাঁহারা নিরয়গমন বা তির্য্যগ্‌যোনি-প্রাপ্তিরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতেন না। তাহা দেখিয়া শাস্তা ভিক্ষুদিগকে নানা পর্য্যায়ে ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং অসংযতভাবে দ্রব্যসম্ভোগের দোষ বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুরা চতুর্ব্বিধ উপকরণ পাইয়া তাহা যদি নিতান্ত অবিবেচনার সহিত পরিভোগ করে, তবে বড় অন্যায় হয়। অতএব এখন হইতে সম্যক্‌-বিবেচনাসহকারে ঐ সমস্ত পরিভোগ করিবে।" অনন্তর তিনি পরিভোগ-সম্বন্ধে এই নিয়ম নির্দ্দেশ করিলেন :— সুবিবেচক ভিক্ষু যখন চীবর ব্যবহার করিবেন, তখন তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিবে—ঐ উদ্দেশ্য শীত নিবারণ। এইরূপ অন্যান্য উপকরণ সম্বন্ধেও নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপকরণ চারিটীর পরিভোগ সম্বন্ধে কিরূপ বিবেচনা করা আবশ্যক তাহা বলিলাম, তাহাদিগকে সম্যগবিবেচনা না করিয়া পরিভোগ করাও যে কথা, হলাহল সেবন করাও সেই কথা। পুরাকালে অসমীক্ষ্যকারীরা না জানিয়া বিষ গ্রহণ করিয়া পরিণামে মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন সঙ্গতিপন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সাতিশয় দ্যূতপরায়ণ হইয়াছিলেন। একজন অক্ষধূর্ত্ত বোধিসত্ত্বের সহিত খেলা করিত। সে যতক্ষণ জয়লাভ করিত ততক্ষণ ক্রীড়া ভঙ্গ করিত না, কিন্তু পরাজয় আরম্ভ হইলেই একখানি অক্ষ মুখের ভিতর ফেলিয়া দিয়া বলিত, "একখানা পাশ্‌টী যে পাওয়া যাইতেছে না।" ইহা বলিয়া সে খেলা ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইত। বোধিসত্ত্ব তাহার ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, "আচ্ছা দেখিতেছি, তোমায় ধূর্ত্ততা ঘুচাইতে পারি কি না।" তিনি পাশ্‌টি গুলি নিজের গৃহে লইয়া গেলেন এবং হলাহল দ্বারা লিপ্ত করিলেন। অনন্তর সেগুলি বার বার শুকাইয়া ঐ ধূর্ত্তের নিকট গিয়া বলিলেন, "এস ভাই, পাশা খেলি।" সে বলিল, "আচ্ছা ভাই" এবং তখনই দ্যূতফলক সাজাইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিল; কিন্তু যেমন তাহার পরাজয় আরম্ভ হইল এমনি একখানি পাশ্‌টি মুখের ভিতর ফেলিয়া দিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "গিলিয়া ফেল; শীঘ্রই টের পাইবে এ কি জিনিস্।" অনন্তর তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন:—

হলাহল লিপ্ত এই অক্ষ তুই মুখে দিলি,
গিলিলে যে ফল হবে কিন্তু তাহা না বুঝিলি।
এখনি গিলিয়া ফেল্, বুঝিবিরে ক্ষণপরে
কত উগ্র হলাহল পশিয়াছে ধূর্ত্তোদরে।

বোধিসত্ত্বের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই ধূর্ত্ত বিষবেগে মূর্চ্ছিত হইল, তাহার চক্ষু দুইটী ঘূরিতে লাগিল, ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সে ভূতলে পড়িয়া গেল। বোধিসত্ত্ব দেখিলেন লোকটার প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে। তিনি তাহাকে বমনকারক ঔষধ সেবন করাইলেন এবং বমন করাইয়া ঘৃত, মধু, শর্করা প্রভৃতি একত্র মিশাইয়া খাইতে দিলেন। এই উপায়ে সে আরোগ্য লাভ করিলে বোধিসত্ত্ব তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন যেন আর কখনও এরূপ ধূর্ত্ততা না করে। অতঃপর বোধিসত্ত্ব দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক যথাকালে কর্ম্মানুরূপ ফল-ভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলেন।

[শাস্তা এই ধর্ম্মোদেশনের পর বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া উপকরণ পরিভোগ এবং না বুঝিয়া বিষ-সেবন একইরূপ।"

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বুদ্ধিমান্ অক্ষক্রীড়ক।

☞ সমবধানে ধূর্ত্ত অক্ষক্রীড়কের উল্লেখ নাই, কারণ তৎসময়ে তাহার স্থানীয় কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কথা হইতেছিল না।]

৯২—মহাসার-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে আয়ুষ্মান্ আনন্দের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা কোশলরাজের অন্তঃপুরচারিণীগণ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "আহা! আমাদের কি দুরদৃষ্ট। জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব সুদুর্লভ, পূর্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন † মানবজন্মও দুর্লভ। এখন বুদ্ধ দেখা দিয়াছেন, আমরাও মানবশরীর প্রাপ্ত হইয়াছি, অথচ ইচ্ছামত বিহারে যাইতে পারি না, ধর্ম্মকথা শুনিতে পাই না, ভগবান্‌কে বন্দনা করিতে পারি না, দানাদি ব্রতানুষ্ঠানেরও অবসর পাই না। আমরা যেন মঞ্জুষায় প্রক্ষিপ্ত হইয়া আছি। চল আমরা রাজার নিকট বলি, তিনি আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার নিমিত্ত একজন উপযুক্ত ভিক্ষু আনয়ন করুন। আমরা

---

* মহাসার—মহামূল্য।

† মূলে 'পরিপুণ্ণায়তনা' এই শব্দ আছে। বৌদ্ধ দর্শনে আয়তন বারটী—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন এই ছয়টী আধ্যাত্মিক আয়তন এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম্ম এই ছয়টী বহিরায়তন। মনুষ্যজন্মেই এই দ্বাদশ আয়তনের পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়।

তাঁহার নিকট ধর্ম্মকথা শুনিয়া ও তদীয় উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিব; তাহা হইলে আমাদের এই শুভযোগে জন্মগ্রহণ সফল হইবে।" অনন্তর তাঁহারা সকলে রাজার নিকট গিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন, রাজাও "উত্তম কথা" বলিয়া এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

এই সময়ে একদিন রাজা উদ্যানে গিয়া আমোদপ্রমোদ করিবার অভিলাষ করিলেন। তিনি উদ্যানপালকে ডাকাইয়া বলিলেন, উদ্যান পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন কর।

উদ্যানপালক উদ্যান পরিষ্কৃত করিবার সময় দেখিতে পাইল, শাস্তা একটী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া আছেন। সে তখনই রাজার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, উদ্যান পরিষ্কৃত করা হইয়াছে; কিন্তু সেখানে ভগবান্ একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন।" রাজা বলিলেন "সে ত আরও উত্তম হইয়াছে; শাস্তার নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে পাইব।" তিনি অলঙ্কৃত রথারোহণে উদ্যানে গমন করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ছত্রপাণি নামক এক অনাগামী উপাসক শাস্তার মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছিলেন। উপাসককে দেখিয়া রাজা ক্ষণকাল অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু শেষে ভাবিলেন, 'এ ব্যক্তি পাপকর্ম্মা নহে, কারণ পাপ-কর্ম্মা হইলে কখনও শাস্তার নিকট বসিয়া ধর্ম্মকথা শুনিত না।' অতএব দ্বিধাবোধ না করিয়া তিনি শাস্তার নিকট গিয়া তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধের সম্মুখে অন্য কাহারও প্রতি সম্মানপ্রদর্শন অসঙ্গত মনে করিয়া উপাসক রাজাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন না, তাঁহাকে অভিবাদনও করিলেন না। ইহাতে রাজা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া শাস্তা উপাসকের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, এই উপাসক সুপণ্ডিত, আগমবিশারদ * এবং বিষয়বিরক্ত।" ইহা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 'শাস্তা যখন ইঁহার এত প্রশংসা করিতেছেন, তখন ইনি নিশ্চিত একজন অসাধারণ ব্যক্তি।' তিনি বলিলেন, উপাসক, আপনার যদি কোন অভাব থাকে ত আমায় বলুন।" উপাসক রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "না মহারাজ, আমার কোন অভাব নাই।" ইহার পর রাজা ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেন এবং শাস্তাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে রাজা দেখিতে পাইলেন, সেই উপাসক প্রাতরাশান্তে ছত্রহস্তে জেতবনাভিমুখে যাইতেছেন। তখন তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, শুনিয়াছি আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ। আমার অন্তঃপুরবাসিনীরা ধর্ম্মকথা শুনিবার ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আপনি যদি তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাহা হইলে আমি বড় প্রীত হই।" উপাসক কহিলেন, "গৃহিগণ রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মদেশন করিবেন ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবেন ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। এরূপ কার্য্যে আর্য্যদিগেরই † অধিকার।"

রাজা দেখিলেন উপাসক সত্য কথাই বলিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে বিদায় দিয়া রাণীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দেখ তোমাদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইবার এবং ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য শাস্তার নিকট গিয়া একজন ভিক্ষু প্রার্থনা করিব। সেখানে অশীতিজন মহাশ্রাবক আছেন; তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে প্রার্থনা করিব বল।" রাণীরা সকলে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "আপনি ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির আনন্দকে ‡ আনয়ন করুন।

রাজা শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমার অন্তঃপুরবাসিনীগণ স্থবির আনন্দের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। তিনি যদি আমার গৃহে ধর্ম্মোপদেশন করেন, তাহা হইলে বড় উত্তম হয়।" শাস্তা ইহাতে সম্মত হইয়া আনন্দকে অনুমতি দিলেন। তদবধি রাজমহিলারা স্থবির আনন্দের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে, ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন রাজার চূড়ামণি হারাইয়া গেল। মণিহরণ-বার্ত্তা শুনিয়া রাজা অমাত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "যাহারা অন্তঃপুরে যায় তাহাদের সকলকে অবরুদ্ধ করিয়া মণি উদ্ধার কর।" এই আদেশ পাইয়া অমাত্যগণ স্ত্রীপুরুষ যাহাকে পাইলেন ধরিয়া মণির অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সকলে জ্বালাতন হইল, কিন্তু মণি পাওয়া গেল না। সেই দিন আনন্দ রাজভবনে গিয়া দেখিলেন রমণীদিগের বিষণ্ণ ভাব। অন্যদিন স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহারা কত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিতেন ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতেন; কিন্তু

* আগম—বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র।

† আর্য্য—ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাহারা সাধুতার উচ্চসোপানে অধিরোহণ করিয়াছেন।

‡ বৌদ্ধশাসনে নারীজাতির অধিকার প্রধানতঃ আনন্দের চেষ্টাসম্ভূত। তাঁহারই অনুরোধে গৌতম ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

আর কেহই সেরূপ করিতেছেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্য আপনাদিগকে এরূপ দেখিতেছি কেন?" তাঁহারা বলিলেন, 'মহাশয়, মহারাজের চূড়ামণি অপহৃত হইয়াছে, অমাত্যগণ সে জন্য স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত ধরিয়া পীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন, সমস্ত অন্তঃপুর মথিত করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের ভাগ্যেই বা কি ঘটে ইহা ভাবিয়া আমরা বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছি।" আনন্দ তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না।"

অনন্তর তিনি রাজার নিকট গিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার মণি নাকি অপহৃত হইয়াছে?" রাজা বলিলেন, "হাঁ, মহাশয়।" "উহা কি পাওয়া যাইবে না বোধ হয়?" "মহাশয়, অন্তঃপুরের সমস্ত লোক আবদ্ধ করিয়া পীড়ন করা হইতেছে, তথাপি পাওয়া যায় নাই।" "মহারাজ, কাহারও পীড়ন না করিয়াও ইহার পুনঃপ্রাপ্তির একটী উপায় আছে।" 'কি উপায়, মহাশয়?" "মহারাজ, যে যে ব্যক্তির প্রতি আপনার সন্দেহ হয়, তাহাদিগকে একত্র সমবেত করিয়া প্রত্যেকের হস্তে এক একটী পলালপিণ্ড * বা মৃৎপিণ্ড দিন, এবং বলুন যে তাহারা যেন প্রত্যূষে সে সমস্ত অমুক স্থানে রাখিয়া দেয়। যে মণি চুরি করিয়াছে সে উহা ঐ পিণ্ডের মধ্যে রাখিয়া আনয়ন করিবে। সে যদি প্রথম দিবসেই মণি আনিয়া দেয় ভাল; নচেৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসেও এই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে অনেক লোক উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইবে, আপনিও মণি পাইবেন।" রাজাকে এই পরামর্শ দিয়া স্থবির প্রস্থান করিলেন।

আনন্দের উপদেশানুসারে রাজা উপর্য্যুপরি তিন দিন পিণ্ড বিতরণ করিলেন; কিন্তু মণি পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিবসে আনন্দ আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন মহারাজ, মণি পাইয়াছেন কি?" "না মহাশয়, এখনও পাওয়া যায় নাই।" "তবে মহাপ্রাঙ্গণের এক নিভৃত অংশে জলপূর্ণ এক বৃহৎ ভাণ্ড রাখিয়া উহার সম্মুখে পর্দ্দা খাটাইয়া দিন, এবং আদেশ করুন যে অন্তঃপুরচর স্ত্রী-পুরুষ সকলে উত্তরীয় বস্ত্র ত্যাগপূর্ব্বক একে একে পর্দ্দার ভিতর যাইয়া হাত ধুইয়া আসুক।" এই পরামর্শ দিয়া স্থবির সেদিনকার মত চলিয়া গেলেন। রাজাও তাহাই করিলেন।

তখন মণিচোর ভাবিতে লাগিল:—'ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক এই ব্যাপার লইয়া যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে মণি না পাওয়া পর্য্যন্ত কখনই নিরস্ত হইবেন না; অতএব আর গোল না বাড়াইয়া মণি ফিরাইয়া দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।' ইহা স্থির করিয়া সে বস্ত্রের অভ্যন্তরে মণি লুকায়িত রাখিয়া পর্দ্দার ভিতর প্রবেশ করিল এবং উহা জলভাণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বাহিরে আসিল। অনন্তর সকলে চলিয়া যাইবার পর ভাণ্ডস্থ জল ঢালিয়া ফেলিয়া মণি পাওয়া গেল। স্থবিরের পরামর্শে কাহারও পীড়ন না করিয়া মণির উদ্ধার হইল দেখিয়া রাজা পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অন্তঃপুরের লোকেও আহ্লাদে বলিতে লাগিল, "স্থবিরের কৃপাতেই আমরা মহাদুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইলাম।"

আনন্দের অলৌকিক ক্ষমতাবলে রাজা অপহৃত মণি ফিরিয়া পাইয়াছেন, অচিরে এই কথা নগরে ও ভিক্ষু-সঙ্ঘে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় আসীন হইয়া তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "স্থবির আনন্দ বহুশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত ও উপায়কুশল; সেই জন্যই বহুলোকে পীড়ন হইতে অব্যাহতি পাই-য়াছে, রাজাও তাঁহার নষ্টমণি ফিরিয়া পাইয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভিক্ষুগণ, আজ তোমরা কি আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা বলিলেন, "স্থবির আনন্দের বিষয়।" তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, পরহস্তগত ধন যে এই প্রথম পাওয়া গেল এবং আনন্দই যে একা ইহার উপায় উদ্ভাবন করিলেন তাহা নহে; অতীত কালেও পণ্ডিতেরা বহুলোককে পীড়ন হইতে অব্যাহতি দিয়া ইতরপ্রাণীর হস্তগত ধন বাহির করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা সেই প্রাচীন কথা বলিতে লাগিলেন:—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ হইয়া তাঁহার অমাত্য-পদ লাভ করিয়াছিলেন। একদা রাজা বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া উদ্যান-বিহারে গিয়াছিলেন। সেখানে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার জলকেলি করিবার বাসনা হইল এবং তিনি মঙ্গল-পুষ্করিণীতে অবতরণপূর্ব্বক রাণীদিগকে আনাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। রাণীরা আসিয়া স্ব স্ব মস্তক ও গ্রীবা হইতে আভরণ উন্মোচন এবং উত্তরীয় বসন পরিত্যাগপূর্ব্বক পেটিকার

---

* পলালপিণ্ড অর্থাৎ খড়ের গুলি।

ভিতর রাখিলেন এবং সেই সমস্ত দাসীদিগের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পুষ্করিণীতে অবতরণ করিলেন।

এই সময়ে উদ্যানবাসিনী এক মর্কটী একটা বৃক্ষের শাখায় বসিয়াছিল। যখন অগ্রমহিষী আভরণ উন্মোচন করিয়া উত্তরীয় বস্ত্রের সহিত পেটিকায় রাখিয়াছিলেন, তখন সে তাহা দেখিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা হইল মহিষীর মুক্তাহারটী নিজের গলায় পরে। এই নিমিত্ত সে, দাসী কখন অন্যমনস্কা হইবে, তাহা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দাসী প্রথমে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া আভরণগুলি রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু শেষে তন্দ্রাভিভূত হইয়া ঢুলিতে লাগিল। মর্কটী যেমন তাহার অনবধানভাব বুঝিতে পারিল, অমনি বায়ুবেগে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ঐ গজমুক্তাহার গলায় পরিল, এবং বায়ুবেগে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শাখার অন্তরালে বসিয়া রহিল। অনন্তর পাছে অন্য কোন মর্কট দেখিতে পায় এই আশঙ্কায়, সে হারগাছটী তরুকোটরে লুকাইয়া রাখিল, এবং মুখখানি এমন করিয়া সেখানে বসিয়া পাহারা দিতে লাগিল যে কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে সে এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানে?

এদিকে দাসীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিল হার নাই। সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ? চোরে মহিষীর মুক্তামালা লইয়া পলাইয়া গেল।" এই কথা শুনিয়া চারিদিক্ হইতে প্রহরিগণ ছুটিয়া আসিল এবং দাসীর কথামত রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা বলিলেন, "চোর ধর।" তদনুসারে প্রহরীরা উদ্যান হইতে বাহির হইল এবং "চোর ধর" "চোর ধর" বলিয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিল। এই সময় এক জনপদবাসী কর দিতে আসিয়াছিল; সে গণ্ডগোল শুনিয়া ভয় পাইয়া পলাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রহরীরা মনে করিল, এই লোকটাই চোর। তখন তাহারা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং প্রহার করিতে করিতে বিদ্রূপসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে ধূর্ত্ত চোর, তুই এমন মূল্যবান্ হার চুরি করিলি কেন?"

জনপদবাসী ভাবিল, "আমি যদি বলি হার চুরি করি নাই, তাহা হইলে আজ আমার প্রাণ বাঁচিবে না; ইহারা প্রহার করিতে করিতেই আমায় মারিয়া ফেলিবে। অতএব চুরি করিয়াছি বলিয়া অপরাধ স্বীকার করাই ভাল।" ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, "আমিই হার চুরি করিয়াছি বটে।" তখন প্রহরীরা তাহাকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ঐ মহামূল্য হার অপহরণ করিয়াছ?" "হাঁ, মহারাজ।" "হার কোথায়?" "দোহাই মহারাজ! আমি বড় গরীব, হারই বলুন, আর খাটপালঙ্কই বলুন, আমার বাবার বয়সেও কখনও এ সব জিনিষ দেখি নাই। শ্রেষ্ঠী মহাশয় বলিলেন, হারগাছটা আনিয়া দে; তাই আমি উহা লইয়া তাঁহাকে দিয়াছি। উহা এখন কোথায় আছে তিনিই বলিতে পারেন, আমি জানি না।" তখন রাজা শ্রেষ্ঠীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এই ব্যক্তির হস্ত হইতে হার গ্রহণ করিয়াছ কি?" "হাঁ, মহারাজ!" "হার কোথায়?" "পুরোহিত মহাশয়কে দিয়াছি।" অনন্তর পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "গন্ধর্ব্বকে দিয়াছি" এবং গন্ধর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "পুরোহিত মহাশয় হার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি উহা প্রণয়োপহার স্বরূপ অমুক বারবিলাসিনীকে দান করিয়াছি।" তখন সেই বারবিলাসিনীকে আনয়ন করা হইল। সে কিন্তু বলিল, "আমি কোন হার পাই নাই।"

এই পাঁচটী লোককে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্য্যাস্ত হইল। তখন রাজা বলিলেন, "অদ্য আর সময় নাই; কল্য দেখা যাইবে।" অনন্তর তিনি বন্দীদিগকে জনৈক অমাত্যের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক নগরে প্রতিগমন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'হার হারাইল উদ্যানের অভ্যন্তরে, জনপদবাসী ছিল উদ্যানের বাহিরে। উদ্যানদ্বারে বহু প্রহরী আছে। কাজেই ভিতর হইতে কেহ যে হার লইয়া বাহিরে পলায়ন করিয়াছে তাহা অসম্ভব। ফলতঃ ভিতর হইতেই হউক কিংবা বাহির হইতেই হউক, হার চুরি যাইবার উপায় দেখা যায় না। তবে যে এই হতভাগ্য জনপদবাসী বলিতেছে যে হার চুরি করিয়া শ্রেষ্ঠীকে দিয়াছি, তাহা কেবল নিজেকে বাঁচাইবার জন্য; শ্রেষ্ঠী ভাবিয়াছেন পুরোহিতকে জড়াইতে পারিলে সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন; তাই তিনি পুরোহিতের নাম করিয়াছেন। কারাগৃহে গন্ধর্ব্বকে লইতে পারিলে আমোদ-প্রমোদের সুবিধা হইবে, সেইজন্য পুরোহিত মহাশয় গন্ধর্ব্বকেও ইহার মধ্যে ফেলিয়াছেন; আর বারবনিতা সঙ্গে থাকিলে কারাযন্ত্রণার উপশম হইবে আশা করিয়া গন্ধর্ব্বও এই রমণীকে দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে। আমার অনুমান হয় এই পাঁচ জনের একজনও চোর নহে, উদ্যানে বহু মর্কট বাস করে; তাহাদের মধ্যে কোন মর্কটই এ কাজ করিয়াছে।'

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, চোর-দিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে আজ্ঞা হউক। আমি নিজে তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিব।" রাজা বলিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব, পণ্ডিতবর! আপনি তাহাদিগের পরীক্ষা করুন।" তখন বোধিসত্ত্ব ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "বন্দী পাঁচজনকে একই স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখ এবং চারিদিকে পাহারা দাও। তাহারা পরস্পর কে কি বলে কাণ পাতিয়া শুনিবে এবং আমায় জানাইবে।" ভৃত্যেরা আজ্ঞামত কার্য্য করিল।

বন্দীরা একত্র উপবেশন করিবার পর কথোপকথন আরম্ভ করিল। শ্রেষ্ঠী জনপদ-বাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অরে জনপদবাসী ধূর্ত্ত, তুই কি পূর্ব্বে কখনও আমায় দেখিয়াছিলি, না আমি তোকে দেখিয়াছিলাম? তুই কখন্ হার দিলি বল্?" সে কহিল, "শেঠজি, মহামূল্য হার ত দূরের কথা, আমি ভাঙ্গা খাটিয়াখানা পর্য্যন্ত চক্ষে দেখি নাই। আপনার দোহাই দিয়া যদি বাঁচিতে পারি এই আশাতেই ও কথা বলিয়াছি।" তখন পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, যে দ্রব্য তুমি নিজেই ইহার নিকট পাও নাই, তাহা আমায় দিয়াছ কি প্রকারে বলিলে?" শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "ভাবিলাম আমরা দুই জনেই যখন উচ্চপদস্থ লোক, তখন একসঙ্গে মিলিলে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধারের একটা পথ হইতে পারে।" গন্ধর্ব্ব বলিল, "ঠাকুর, তুমি তবে আমায় কখন হার দিয়াছিলে?" "ওহে ভায়া, তোমায় এখানে আনিতে পারিলে সময়টা সুখে অতিবাহিত হইবে, তাই তোমায় জড়াইয়াছি।" সর্ব্বশেষে বারাঙ্গনা বলিল, "তবে রে গন্ধর্ব্ব! তুই বা কখন্ আমার কাছে আসিয়াছিলি, আর আমিই বা কখন তোর কাছে গিয়াছিলাম, যে তুই বলিলি আমায় হার দিয়াছিস্?" গন্ধর্ব্ব বলিলেন, "এত রাগ কেন, ভাই? তুমি কাছে থাকিলে বেশ ঘরকন্না চলিবে, মনে কোন উদ্বেগ থাকিবে না, সময়টা সুখে কাটিবে, বোধ হইবে যেন বাড়ীতেই আছি; সেই জন্য তোমার নাম করিয়াছি।"

নিয়োজিত মনুষ্যদিগের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিশ্চিত বুঝিলেন ইহারা চোর নহে, কোন মর্কটই হার লইয়াছে। তিনি স্থির করিলেন এমন কোন উপায় করিতে হইবে যে মর্কট ঐ হার ফিরাইয়া দেয়। তিনি পদ্মবীজ দ্বারা অনেকগুলি হার প্রস্তুত করাইলেন এবং কয়েকটা মর্কটী ধরাইয়া তাহাদের কাহারও হাতে, কাহারও গলে সেইগুলি পরাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। যে মর্কটী মুক্তাহার অপহরণ করিয়াছিল, সে বৃক্ষে বসিয়া তাহাই পাহারা দিতেছিল। বোধিসত্ত্ব উদ্যানস্থ লোকদিগকে বলিলেন, "তোমরা গিয়া বাগানের সমস্ত মর্কটীর উপর দৃষ্টি রাখিবে এবং যাহার গলে মুক্তার হার দেখিতে পাইবে তাহাকে ভয় দেখাইয়া উহা লইয়া আসিবে।"

এদিকে, যে মর্কটীরা পদ্মবীজহার পাইয়াছিল তাহারা প্রহৃষ্টচিত্তে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বিচরণ করিতে করিতে সেই মুক্তাহারাপহারিণী মর্কটীর নিকট গিয়া বলিল, "দেখত, আমরা কেমন অলঙ্কার পাইয়াছি।" ইঁহাদের আস্ফালন তাহার অসহ্য হইল; সে বলিল, "ভারী ত হার! পদ্মবীজের হার পরিয়াই এত অহঙ্কার।" ইহা বলিয়া সে মুক্তার হার বাহির করিল। নিয়োজিত পুরুষেরা তাহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাড়া করিল; মর্কটী ভয়ে হার ফেলিয়া পলাইয়া গেল; তাহারা উহা বোধিসত্ত্বকে আনিয়া দিল। বোধিসত্ত্ব হার লইয়া রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই আপনার হার আনিয়াছি; এই পাঁচ জন নিরপরাধ; উদ্যানের একটা মর্কটী ইহা চুরি করিয়াছিল।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "পণ্ডিতবর, মর্কটী যে হার লইয়াছিল তাহা আপনি কি প্রকারে জানিলেন এবং কি উপায়েই বা ইহা প্রাপ্ত হইলেন?" তখন বোধিসত্ত্ব সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা অতীব প্রীত হইয়া বলিলেন, "সংগ্রামের পুরোভাগেই বীরের প্রয়োজন।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের স্তুতিবাদ করিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

সংগ্রামের পুরোভাগে চাই মহাবীর;
মন্ত্রণায় যেই জন মন্ত্রণায় ধীর;
পানাশনোৎসবকালে তুষিবারে মন
নর্ম্মসচিবের শুধু হয় প্রয়োজন;
কিন্তু লভিবারে সূক্ষ্মবিচারের ফল
পণ্ডিতের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কেবল সফল।

রাজা এইরূপে বোধিসত্ত্বের প্রশংসা ও স্তুতি করিয়া, মহামেঘে যেমন বারিবর্ষণ করে সেইরূপ, তাঁহার উপর সপ্তরত্ন বর্ষণপূর্ব্বক পূজা করিলেন এবং যাবজ্জীবন তদীয় উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানপুরঃসর কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ দেহত্যাগ করিলেন।

[শাস্তা উক্ত ধর্ম্মোপদেশনের পর স্থবিরের গুণকীর্ত্তন করিয়া এইরূপে জাতকের সমবধান করিলেন :—তখন আনন্দ ছিল রাজা এবং আমি ছিলাম তাঁহার পণ্ডিতামাত্য।]

৯৩—বিশ্বাসভোজন-জাতক।

[শুদ্ধ বিশ্বাসবলে অন্যপ্রদত্ত ভোজ্যাদি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, এই সম্বন্ধে শাস্তা জেতবনে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে যে তৎকালে প্রায় সমস্ত ভিক্ষুই জ্ঞাতিবন্ধুপ্রদত্ত বস্ত্রভোজ্যাদি চতুর্ব্বিধ উপকরণ * গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "ইহা আমার মাতা দিয়াছেন, ইহা ভ্রাতা দিয়াছেন, ইহা ভগিনী দিয়াছেন, ইহা খুড়া দিয়াছেন, ইহা খুড়ী দিয়াছেন, ইহা মামা দিয়াছেন, ইহা মামী দিয়াছেন। আমরা যখন গৃহী ছিলাম তখনও ইঁহারা এই সকল দ্রব্য দিতেন, এখনও দিতেছেন; অতএব এ সমুদয় গ্রহণ করিতে বাধা কি?" ভিক্ষুদিগের এই আচরণ লক্ষ্য করিয়া শাস্তা দেখিলেন ইঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর তিনি সকলকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, জ্ঞাতি বন্ধুই হউক বা অপরেই হউক, কেহ উপহার দিলে তাহা গ্রহণযোগ্য কিনা বিবেচনা করিতে হইবে; যদি তাহা গ্রহণযোগ্য হয় তাহা হইলে ভোগ করা যায়; কিন্তু যে বিবেচনা না করিয়া গ্রহণাযোগ্য দ্রব্য ভোগ করে সে মৃত্যুর পর যক্ষ-প্রেতাদিরূপে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করে। সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কোন বস্তু ভোগ এবং বিষপান উভয়ই একরূপ। বিশ্বাসী (পরিচিত) লোকেই দিউক, কিংবা অবিশ্বাসী (অপরিচিত) লোকেই দিউক, বিষ সকল অবস্থাতেই প্রাণহানিকর। পুরাকালেও কেহ কেহ আত্মীয়প্রদত্ত বিষপান করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

---

* মূলে 'পচ্চয়ো' (প্রত্যয়) এই শব্দ আছে। ইহার অর্থ উপকরণ। ভিক্ষুর পক্ষে ইহা চতুর্ব্বিধ—চীবর, পিণ্ডপাত (খাদ্য), শয্যা ও ভৈষজ্য।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। যখন মাঠে শস্য জন্মিত, তখন তাঁহার গোপালক সমস্ত গোপাল সঙ্গে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিত, সেখানে গোপল্লী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাদিগকে চরাইত, এবং মধ্যে মধ্যে দুগ্ধ প্রভৃতি আনিয়া বোধিসত্ত্বকে দিয়া যাইত। অরণ্যমধ্যস্থ ঐ গোপল্লীর অনতিদূরে এক সিংহ বাস করিত। গবীগণ সিংহের ভয়ে এত ভীত হইত যে তাহাদের দুধ কমিয়া যাইত। একদিন গোপালক ঘৃত লইয়া উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্র, ঘৃত এত কম কেন?" গোপালক তাঁহাকে ইহার কারণ জানাইল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এই সিংহ অন্য কোন প্রাণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে কি না বলিতে পার?" "হাঁ, ধর্ম্মাবতার, এই সিংহ একটা মৃগীর প্রণয়াসক্ত।" "তুমি ঐ মৃগীকে ধরিতে পারিবে কি?" "হাঁ মহাশয়, ধরিতে পারিব।" "তবে তাহাকে ধর, তাহার ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশরীরের লোমে বিষ মাখ এবং দুই দিন আবদ্ধ রাখিবার পর, বিষ যখন বেশ শুকাইয়া যাইবে, তখন ছাড়িয়া দাও। সিংহ স্নেহবশতঃ তাহার শরীর লেহন করিবে এবং তাহা হইলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। তখন তুমি উহার চর্ম্ম, নখ, দন্ত ও বসা লইয়া আমার নিকট আসিবে।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব গোপালককে হলাহল দিয়া বনে পাঠাইলেন।

গোপালক বনে গিয়া জাল পাতিয়া মৃগীকে ধরিল এবং বোধিসত্ত্ব যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই করিল। সিংহ মৃগীকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইয়া প্রগাঢ় স্নেহের প্রভাবে তাহার শরীর লেহন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল; গোপালকও তাহার চর্ম্মাদি গ্রহণ করিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট উপনীত হইল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "স্নেহপরবশ হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেখ, এবংবিধ বলসম্পন্ন মৃগরাজও মৃগীর প্রেমে আসক্ত হইয়া তাহার দেহ লেহন করিতে করিতে বিষপান করিল এবং তাহাতেই ইহার মৃত্যু ঘটিল।" অনন্তর তিনি সমবেত লোকদিগের উপদেশার্থ এই গাথা পাঠ করিলেন:—

> এজন বিশ্বাসী, এই অবিশ্বাসী জন,
> ভাবি ইহা করো' নাক বিশ্বাস স্থাপন।
> বিশ্বাসে বিপদ্ ঘটে, তার সাক্ষী হের,
> বিশ্বাসে বিনষ্ট প্রাণ হইল সিংহের।

বোধিসত্ত্ব সমবেত মনুষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। অনন্তর চিরজীবন দানাদি সৎকার্য্যে ব্রতী থাকিয়া তিনি কর্ম্মানুরূপফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বিভবশালী শ্রেষ্ঠী।]

৯৪—লোমহর্ষ-জাতক।

[শাস্তা বৈশালীর অবিদূরস্থ পাটিকারামে সুনক্ষত্র নামক একব্যক্তি-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই সুনক্ষত্র বুদ্ধশাসনে প্রবেশপূর্ব্বক পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যাকালে ক্ষত্রিয়কুলজাত কোর * নামক তীর্থিকের ধর্ম্মমতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছিল। এই কোরক্ষত্রিয় তখন দেহত্যাগ করিয়া কালকঞ্জক অসুর রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সুনক্ষত্র তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দশবলকে পাত্র ও চীবর ফিরাইয়া দিয়া পুনর্ব্বার গৃহী হইল এবং বৈশালীর প্রাকারত্রয়ের অন্তরে বিচরণ করিতে করিতে এইরূপে শাস্তার প্রতি অবজ্ঞাসূচক কথা বলিতে লাগিল:—"শ্রমণ গৌতমের কোন লোকোত্তর গুণ নাই, তিনি যাহাতে অন্য মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন এমন কোন পরমা বিদ্যার অধিকারী নহেন; তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার নিজেরই চিন্তা ও তর্কপ্রসূত, যে উদ্দেশ্যে তিনি ইহা শিক্ষা দেন তাহা কখনও এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ ইহা কখনও দুঃখক্ষয়ের সম্যক্ উপযোগী নহে।"

আয়ুষ্মান্ সারীপুত্র ভিক্ষাচর্য্যায় বিচরণ করিবার সময় সুনক্ষত্রের এই সকল অবজ্ঞাসূচক বাক্য শ্রবণ

* সুনক্ষত্র বৈশালীর রাজকুলজাত। কালকঞ্জক এক প্রকার প্রেত বা অসুর। সংস্কৃত সাহিত্যেও ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রাণীকেই একবার না একবার এই [illegible] করিতে হয়। কোর ক্ষত্রিয়সম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

করিয়া আশ্রমে প্রতিগমনপূর্ব্বক শাস্তাকে জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "দেখ শারীপুত্র, সুনক্ষত্র ক্রোধপরায়ণ ও মন্দমতি। সে ক্রোধবশেই এরূপ বলিয়াছে এবং আমার ধর্ম্ম যে সম্যক্দুঃখক্ষয়কর ইহা অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে সে অজ্ঞানবশতঃ আমার গুণই কীর্ত্তন করিয়াছে। 'অজ্ঞানবশতঃ' বলিতেছি, কেন না সে মূঢ় নিশ্চিত আমার গুণ জানে না। আমি ষড়্‌বিধ অভিজ্ঞাসম্পন্ন*; অতএব আমি অতিমানুষধর্ম্মবান্। আমি দশবল এবং চতুর্বৈশারদ্য।† জীবের যে চতুর্যোনিতে জন্ম হইতে পারে এবং পঞ্চবিধ গতি ঘটে‡ তাহা আমার সুবিদিত। এ সমস্তও লোকাতীত জ্ঞান। তথাপি যে বলিবে শ্রমণ গৌতমের লোকাতীত জ্ঞান নাই, সে যদি তাহার কথার প্রত্যাহার করিবে, মতিপরিবর্ত্তন করিবে এবং ভ্রমদূষিত বিশ্বাস পরিহার করিবে, নচেৎ নিশ্চিত নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে।" এইরূপে নিজের অতিমানুষ গুণ ও বীর্য্যের ব্যাখ্যা করিয়া শাস্তা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, সারীপুত্র, সুনক্ষত্র কোরক্ষত্রিয়ের দুঃখজনক মিথ্যা তপস্যা দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছে, সেই জন্য সে আমার ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে। একনবতি কল্প অতীত হইল, আমিও তপস্যার কোন ফলোদয় হয় কি না দেখিবার জন্য বাহ্য মিথ্যাতপস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া চতুরঙ্গবিশিষ্ট§ ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমি তপস্বীদিগের মধ্যে পরম তপস্বী হইয়াছিলাম; তখন কেহই আমার ন্যায় অগ্নিচর্ম্মসার ছিল না, কেহই আমার ন্যায় জুগুপ্সিত ছিল না, কেহই আমার ন্যায় বিবিক্ত|| ছিল না।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন।]

একনবতি কল্প অতীত হইল বোধিসত্ত্ব বাহ্য তপস্যার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আজীবক-প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক নগ্ন থাকিতেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ধূলিধূসরিত হইয়াছিল। তিনি একাকী নির্জ্জনে বাস করিতেন, মনুষ্য দেখিলে হরিণের ন্যায় চকিত হইয়া পলায়ন করিতেন। তিনি ক্ষুদ্র মৎস্য, গোময়াদি অতি বিকট খাদ্যে দেহ ধারণ করিতেন; পাছে তপস্যার কোন ব্যাঘাত ঘটে এই আশঙ্কায় অরণ্যের এক ভীষণ অংশে থাকিতেন। যখন হিমবায়ু প্রবাহিত হইত, তখন তিনি রাত্রিকালে গহনস্থান হইতে বাহির হইয়া উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেন এবং সূর্য্যোদয় হইলে গহন স্থানে ফিরিয়া যাইতেন। কাজেই তিনি রাত্রিকালে যেমন হিমোদকে সিক্ত হইতেন, দিবাভাগেও সেইরূপ বৃক্ষশাখাচ্যুত বারিবিন্দু দ্বারা সিক্ত হইতেন, এবং অহোরাত্র শীতদুঃখ ভোগ করিতেন। আবার যখন গ্রীষ্মকাল আসিত, তখন তিনি দিবাভাগে উন্মুক্ত স্থানে বিচরণপূর্ব্বক রাত্রিকালে গহন স্থানে প্রবেশ করিতেন, কাজেই যেমন দিবাভাগে উন্মুক্ত স্থানে থাকিয়া আতপক্লিষ্ট হইতেন, সেইরূপ রাত্রিকালেও নির্বাত বনসন্ধিতে থাকিয়া দাহযন্ত্রণা ভোগ করিতেন; এবং তাঁহার দেহ হইতে নিয়ত স্বেদধারা নির্গত হইত। অনন্তর তাঁহার মনে এই অশ্রুতপূর্ব্ব গাথা উদিত হইল:—

মুক্তিলাভ তরে ভীষণ কাননে একাকী বসতি করি,
দুঃসহ উত্তাপে কভু ক্লেশ পাই, কিন্তু তাহে নাহি ডরি।
কখনও বা পুনঃ শীতের প্রকোপে কাঁপে অঙ্গ থরথরি,
নগ্নদেহ তবু ভ্রমেও কখন অগ্নিসেবা নাহি করি।
মৌন ব্রত সদা, বাক্যালাপ কভু না করি কাহার সনে,
হেন তপস্যায় মুক্তি যদি পাই এই আশা সদা মনে।

কিন্তু সমস্ত জীবন এইরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যায় অতিবাহিত করিয়াও বোধিসত্ত্ব মরণসময়ে

---

* সচরাচর পঞ্চ অভিজ্ঞার উল্লেখ দেখা যায় (৯০ পৃষ্ঠের টীকা)। কিন্তু কেহ কেহ 'আস্রবক্ষয়করণ' অর্থাৎ অর্হত্ত্ব নামে ষষ্ঠ অভিজ্ঞারও উল্লেখ করেন।

† বুদ্ধের চারি প্রকার বৈশারদ্য (আত্মপ্রত্যয়) ছিল, অর্থাৎ তিনি জানিতেন যে আমি সর্ব্বজ্ঞ, আমি রাগমোহাদিমুক্ত, আমি সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়াছি এবং আমি নির্ব্বাণপথ প্রদর্শন করিয়াছি।

‡ চতুর্যোনি—অণ্ডজযোনি, জরায়ুজযোনি, স্বেদজযোনি এবং ঔপপাতিক যোনি। ঔপপাতিক যোনিতে জাত জীব প্রেত, পিশাচ, দেবতা প্রভৃতি হয়। এরূপ জন্মের জন্য স্ত্রীপুরুষসংসর্গের প্রয়োজন নাই। পঞ্চগতি যথা—নরক, তির্য্যগ্‌যোনি, প্রেত, মনুষ্য ও দেব।

§ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-ভৈক্ষ্যাত্মক।

|| নির্জ্জনবাসী।

নবকেব দৃশ্য দেখিয়া বুঝিলেন তপস্যা নিবর্থক। সেই অন্তিম মুহূর্তেও তাঁহার ভ্রম দূর হইল বলিয়া তিনি প্রকৃত তথ্য জানিতে পাবিলেন এবং তন্নিমিত্ত দেবলোকে জন্মগ্রহণ কবিলেন।

[সমবধান—আমি তখন ছিলাম সেই আজীবক।]

৯৫—মহাসুদর্শন-জাতক।

[শাস্তা পরিনির্ব্বাণমঞ্চে শয়ান হইলে স্থবির আনন্দ বলিয়াছিলেন, "ভগবন্, আপনি এরূপ নগণ্য নগরে দেহত্যাগ করিবেন না।" তাহা শুনিয়া শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

তথাগত যখন জেতবনে ছিলেন তখন নালগ্রাম-জাত স্থবির সারীপুত্র কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন বরক নামক নামক স্থানে পবিনির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহার অর্দ্ধমাসান্তে ঐ মাসেরই কৃষ্ণপক্ষে মহামৌদ্গল্যায়নের পরিনির্ব্বাণ হয। উপর্য্যুপরি দুই জন অগ্রশ্রাবক ইহলোগ ত্যাগ করিলেন দেখিয়া শাস্তা স্থির করিলেন, 'আমিও কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ লাভ কবিব।' অনন্তব তিনি ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কুশীনগরে উপনীত হইলেন এবং শালবৃক্ষদ্বযের অন্তর্ব্বর্ত্তী উত্তবশীর্ষ মঞ্চকে 'আব এখান হইতে উঠিব না' এই সঙ্কল্প করিযা শয়ন করিলেন। তখন স্থবিব আনন্দ বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্, এ নগব অতি ক্ষুদ্র, অতি বন্ধুর; ইহা বনমধ্যে অবস্থিত, ইহা বৃহৎ নগবেব একটী শাখা বলিয়াও পবিগণিত হইবাব উপযুক্ত নহে, আপনি এখানে পবিনির্ব্বাণ গ্রহণ কবিবেন না। বাজগৃহ প্রভৃতি কোন বৃহৎ নগবেই ভগবানের পবিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হওযা উচিত।"

তাহা শুনিযা শাস্তা বলিলেন, "আনন্দ, তুমি ইহাকে ক্ষুদ্র নগর, বন্য নগর বা শাখানগব বলিও না, অতীত যুগে আমি যখন সুদর্শন নামে রাজচক্রবর্ত্তী হইযাছিলাম, তখন আমি এই নগবেই বাস কবিতাম। তখন ইহা দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বপ্রপ্রাকাব-পবিবেষ্টিত মহানগব ছিল।" অনন্তর স্থবিবেব অনুবোধে শাস্তা সেই অতীত কথা প্রকট করিবার জন্য মহাসুদর্শনসূত্র বলিতে আবম্ভ করিলেন:—]

যখন মহাসুদর্শন* ধর্ম্মপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া তালবনে, তাঁহাব জন্য যে সপ্তবত্নময় মঞ্চক প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে অন্তিম শয্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে ভব দিয়া শয়ন কবিয়াছিলেন, তখন তাঁহাব মহিষী সুভদ্রা বলিয়াছিলেন, "স্বামিন্, আপনি রাজধানী কুশাবতী-প্রমুখ চতুবশিতি সহস্র নগরের অধিপতি; তাহাদেব কোন একটীতে চলুন।" ইহা শুনিয়া সুদর্শন বলিয়াছিলেন, "প্রিয়ে, এমন কথা বলিও না; ববং বল যে এই নগরের প্রতি যেন আমাব চিত্ত প্রসন্ন থাকে এবং অন্য নগরের জন্য উৎকণ্ঠা না জন্মে।" "ইহার কারণ কি দেব?" "কাবণ আমি অদ্যই দেহত্যাগ করিব।" তখন গদগদশ্রুলোচনা মহিষী নয়নযুগল অবমার্জন করিতে করিতে, রাজা যাহা বলিতে বলিলেন, অতিকষ্টে সেই কথাগুলি বলিলেন। তাহাব পব তিনি বিলাপ ও ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন; অন্তঃপুরের চতুবশিতি সহস্র মহিলা বোদন ও পরিতাপ কবিতে লাগিলেন; অমাত্যেবাও শোকসংবরণ করিতে পাবিলেন না, সকলেই কান্দিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তোমবা কেহই গোল কবিও না।" তাঁহার কথায় সকলে ক্রন্দন বন্ধ কবিল, অনন্তব তিনি মহিষীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "দেবি, আপনি ক্রন্দন বা পবিদেবন কবিবেন না; জগতে অতিবৃহৎ পদার্থ হইতে তিলবীজাদি অতি ক্ষুদ্র পদার্থ পর্য্যন্ত চবাচব সমস্তই অনিত্য, সমস্তই ভঙ্গুব।" অতঃপব মহিষীর সান্ত্বনাব জন্য তিনি এই গাথা পাঠ কবিলেন:—

> অনিত্য নিশ্চয় সংস্কার-নিচয়; †
> প্রকৃতি এদের উৎপত্তি-বিলয়।
> এই দেখা দেয় জনম লভিয়া,
> এই লীন হয় বিনাশ পাইয়া।

---

* বোধিসত্ত্বই মহাসুদর্শন হইয়াছিলেন।

† সংস্কাব বলিলে চবাচব, স্থাবব, জঙ্গম সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই বুঝায়। বৌদ্ধমতে কেবল আকাশ ও নির্ব্বাণ এই দুইটী নিত্য পদার্থ, আব সমস্তই অনিত্য।

মরণ(ই) পরম সুখের আকর,
না ভুঞ্জিলে আর ভব-কারাগার।

এইরূপে মহাসুদর্শন ধর্ম্মোপদেশ দিয়া অমৃতোপম নির্ব্বাণ লাভের উপায় পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিলেন। সমবেত অন্য সমস্ত ব্যক্তিকেও তিনি দানপরায়ণ, শীলচার ও উপোসথসম্পন্ন হইতে উপদেশ দিয়া দেবলোকগমনার্হ হইলেন।

[সমবধান—তখন রাহুলজননী ছিল সুভদ্রা দেবী, রাহুল ছিল পরিনায়ক *, বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সুদর্শনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে সমবেত জনসঙ্ঘ এবং আমি ছিলাম মহাসুদর্শন।]

৯৬—তৈলপাত্র-জাতক।

[শাস্তা যখন শুম্ভরাজ্যের † অন্তঃপাতী দেশক নামক নগরের অনতিদূরে একটী বনে বাস করিতেছিলেন, তখন জনপদকল্যাণী ‡ সূত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, মনে কর কোথাও বহুলোক সমবেত হইয়া 'জনপদকল্যাণী', 'জনপদকল্যাণী' বলিয়া চীৎকার করিতেছে এবং তাহার পর জনতা আরও বৃদ্ধি হইয়া, 'জনপদকল্যাণী গান করিতেছে', 'জনপদকল্যাণী নৃত্য করিতেছে' এইরূপে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময়ে প্রাণের মায়া রাখে, মরণে ভয় করে, সুখের অন্বেষণ করে, দুঃখ এড়াইতে চায় এমন কোন পুরুষ যদি সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাহাকে বলা যায়, 'তুমি এই তৈলপূর্ণ পাত্র লইয়া জনপদকল্যাণী এবং জনসঙ্ঘের অন্তর দিয়া চলিয়া যাও; একজন লোক নিষ্কোষিত অসি উত্তোলন করিয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিবে এবং তুমি যদি বিন্দুমাত্র তৈল ফেলিয়া দাও, তবে তৎক্ষণাৎ তোমার মুণ্ডপাত করিবে', তাহা হইলে সেই হতভাগ্য কি তৈলপাত্র বহন করিবার সময় অসাবধান ও অন্যমনস্ক হইবে?" ভিক্ষুরা বলিলেন "কখনই নহে, কখনই নহে।" শাস্তা বলিলেন, "আমি নিজের মনোভাব বুঝাইবার ও জানাইবার জন্য এই উপমা প্রয়োগ করিতেছি। আমার মনোভাব এই:—লোকের কায়গতা স্মৃতি § তৈলপূর্ণপাত্রস্থানীয়, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে কায়গতা-স্মৃতি যত্নসহকারে অভ্যাস ও আয়ত্ত করা আবশ্যক। তোমরা ইহাতে অবহেলা করিও না।" অতঃপর শাস্তা জনপদকল্যাণীসূত্র ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

সূত্র ও তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভগবন্, জনপদকল্যাণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তৈলপূর্ণ পাত্র বহন করা সেই ব্যক্তির পক্ষে অতীব দুষ্কর হইয়াছিল।" শাস্তা বলিলেন, 'ইহা তাহার পক্ষে দুষ্কর হয় নাই, বরং সুকরই হইয়াছিল, কারণ অন্য একব্যক্তি অসি উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া তর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু অতীত যুগে পণ্ডিতেরা যখন অপ্রমত্ত ভাবে স্মৃতিরক্ষাপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অকলঙ্ক দিব্যরূপের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা প্রকৃতই দুষ্কর করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কালসহকারে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত ও হিতাহিতজ্ঞান সম্পন্ন হইলেন। এই সময়ে প্রত্যেকবুদ্ধগণ রাজভবনে ভোজন করিতে যাইতেন এবং বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার বহু ভ্রাতা বিদ্যমান, এই নগরে আমার পক্ষে পিতৃপৈতামহিক রাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে কি? দেখি, প্রত্যেকবুদ্ধদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানিতে পারি কি না।" পরদিন প্রত্যেকবুদ্ধগণ যথাসময়ে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন, পবিত্র জলভাণ্ড গ্রহণ করিলেন, জল ছাঁকিয়া পা ধুইলেন, পা পুঁছিয়া আহার করিলেন এবং আহারান্তে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিয়া সেই কথা

* Crown prince, ইনি রাজার অন্যতম বন্ধু বলিয়া গণ্য হইতেন।

† শুম্ভ বা শুম্ভপুর, নামান্তর একচক্র। কেহ কেহ বলেন ইহা বর্ত্তমান মন্তলপুর।

‡ জনপদকল্যাণী যশোধারার নামান্তর। কিন্তু এখানে ইহার অর্থ "অনবদ্যাঙ্গী রমণী।" জনপদ-কল্যাণীসূত্র কোথায় আছে তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই।

§ কায়গতা স্মৃতি অর্থাৎ দেহ অনিত্য ইত্যাদি চিন্তা।

জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধগণ উত্তর দিলেন, "রাজকুমার, তুমি এ নগরে রাজত্ব লাভ করিতে পারিবে না। এখান হইতে দ্বিসহস্র যোজন দূরে গান্ধার দেশে তক্ষশিলা নামে এক নগর আছে। যদি সেখানে যাইতে সমর্থ হও, তবে অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে রাজ্যলাভ করিবে। পথে কিন্তু একটা মহাবনের ভিতর দিয়া যাইবার সময় বড় ভয়ের কারণ আছে। সেই বন পরিহার করিয়া অন্যপথে গেলে যদি একশত যোজন চলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহার ভিতর দিয়া ঋজুভাবে গেলে পঞ্চাশ যোজন মাত্র চলিতে হয়। কিন্তু উহা যক্ষদিগের বাসস্থান। যক্ষিণীরা মায়াবলে পথপার্শ্বে গ্রাম ও পান্থশালা সৃষ্টি করে, তাঁহারা সুবর্ণতারকা-খচিত চন্দ্রাতপের নিম্নে বিচিত্রবর্ণ-রঞ্জিত পট্টশ্রাণ-পরিবৃত মহার্হ শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখে এবং স্ব স্ব দেহ দিব্যালঙ্কারে সুশোভিত করিয়া গৃহদ্বার হইতে পথিকদিগকে মধুর বচনে প্রলোভন দেখাইতে থাকে। তাহারা বলে, 'পান্থ, তুমি বোধ হয় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছ, এস, এখানে উপবেশন কর, সুশীতল জল পান করিয়া পুনর্ব্বার পথ চলিবে।' তাহারা পথিকদিগকে এইরূপে ভুলাইয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যায়, বসিবার আসন দেয়; এবং আপনাদের অলৌকিকরূপ ও হাবভাব দ্বারা মুগ্ধ করিয়া ফেলে। অনন্তর হতভাগ্যেরা ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া যেমন পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়, অমনি যক্ষিণীগণ তাহাদিগকে নিহত করিয়া, তাহাদের দেহ হইতে নিঃশেষে রক্ত নিঃসৃত হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই, উদরস্থ করিয়া ফেলে। যক্ষিণীরা লোকের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মুগ্ধ করিতে পারে। তাহারা যে রূপপ্রিয়, তাহাকে রূপের ছটায়, যে শব্দমাধুর্য্যপ্রিয় তাহাকে গীতবাদ্যে, যে সৌরভপ্রিয় তাহাকে দিব্যগন্ধে, যে রসপ্রিয় তাহাকে অমৃতোপম ভোজ্যে, যে স্পর্শসুখপ্রিয় তাহাকে দুগ্ধফেননিভ দেবদুর্লভ রক্তাস্তরণযুক্ত উপধান দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। তবে যদি তুমি ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ হও এবং কিছুতেই ইহাদের মুখাবলোকন করিব না, এই সঙ্কল্পপূর্ব্বক মনকে সংযত রাখিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে সপ্তম দিবসে নিশ্চিত রাজ্য লাভ করিবে।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যাহাই হউক না কেন, আপনাদের এই উপদেশ শুনিবার পর কি তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারি?" অনন্তর তিনি প্রত্যেকবুদ্ধদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "আপনারা আমায় এমন কোন মন্ত্রপূত দ্রব্য দিন, যাহার প্রভাবে পথে আমার কোন বিপদ্ ঘটিবে না।" প্রত্যেক বুদ্ধগণ তাঁহাকে মন্ত্রপূত সূত্র ও বালুকা দিলেন, তিনি উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে এবং জনকজননীকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিজের বাসভবনে গেলেন। সেখানে তিনি অনুচরদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, আমি রাজ্যলাভার্থ তক্ষশিলায় যাইতেছি, তোমরা এখানেই অবস্থিতি কর।" কিন্তু তাহাদের মধ্যে পাঁচজন বলিল, "আমরাও যাইব।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না, পথে নাকি অনেক যক্ষিণী আছে, তাহারা রূপাদি প্রলোভন দ্বারা মনুষ্যদিগের ইন্দ্রিয়সমূহ মুগ্ধ করিয়া ফেলে এবং যাহারা প্রলুব্ধ হয় তাহাদিগকে নিহত করে। এ বড় ভয়ের কথা। আমি আত্মনির্ভর করিয়াই যাইব স্থির করিয়াছি।" "যদি আপনার সঙ্গে যাই, তাহা হইলে আমরাই কি আত্মপ্রীতির জন্য তাহাদের রূপাদি অবলোকন করিব? আপনি যাহাই বলুন, আমরাও তক্ষশিলায় যাইব।" "চল, তবে সাবধান যেন কোনরূপ প্রমাদ না ঘটে।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব সেই পঞ্চ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।

যক্ষিণীরা পথে গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। বোধিসত্ত্বের অনুচরদিগের মধ্যে একজন রূপপ্রিয় ছিল, সে যক্ষিণীদিগকে অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইল এবং সঙ্গীদিগের একটু পশ্চাতে পড়িল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, তুমি পিছনে পড়িলে কেন?" সে বলিল, "দেব, পায়ে বড় ব্যথা হইয়াছে; এই পান্থশালায় একটু বিশ্রাম করিয়া, আসিতেছি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখ বাপু, উহারা যক্ষিণী; উহাদের ফাঁদে পা দিও না।"

"যাহাই হউক না কেন, কুমার, আমি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।" "আচ্ছা, এখনই দেখা যাইবে তুমি কেমন লোক।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব অন্য চারিজন অনুচরের সহিত চলিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই রূপপ্রিয় ব্যক্তি যক্ষিণীদিগের নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু সে যেমন তাহাদের সহিত পাপাচারে প্রবৃত্ত হইল, অমনি তাহারা হতভাগ্যের প্রাণসংহার করিয়া বোধিসত্ত্বের পুরোভাগে অপর এক পান্থশালা নির্ম্মাণ করিল এবং সেখানে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসংযোগে গান আরম্ভ করিল। সেখানে শব্দমাধুর্য্যপ্রিয় ব্যক্তি পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া পড়িল নিহত ও খাদিত হইল। ইহার পর যক্ষিণীরা আবার পুরোভাগে গিয়া নানাবিধগন্ধকরণ্ডপূর্ণ দোকান সাজাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং সেখানে সৌরভপ্রিয় ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া গেল। যক্ষিণীরা তাহাকেও খাইয়া পুনর্ব্বার পুরোভাগে গিয়া দিব্যরসযুক্তভোজ্যপরিপূর্ণ বহুপাত্র দ্বারা দোকান সাজাইল। সেখানে সুরসপ্রিয় ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল এবং যক্ষিণীদিগের উদরস্থ হইল। সর্ব্বশেষে যক্ষিণীরা আবার পুরোভাগে গিয়া দিব্য শয্যা রচনা করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেখানে স্পর্শসুখপ্রিয় ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া গেল এবং যক্ষিণীরা তাহাকেও ভোজন করিল।

তখন একা বোধিসত্ত্ব জীবিত রহিলেন এবং একজন যক্ষিণী তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, 'এ ব্যক্তি যতই দৃঢ়চেতা হউক না কেন, আমি ইহাকে না খাইয়া ফিরিতেছি না।' বনের এক অংশে বনচরেরা কাজ করিতেছিল। তাহারা যক্ষিণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, ঐ যে তোমার আগে আগে পুরুষটী যাইতেছে, ও তোমার কে?" যক্ষিণী কহিল, "মহাশয়গণ, উনি আমার স্বামী।" ইহা শুনিয়া বনচরেরা বোধিসত্ত্বকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "ওগো মহাশয়, এমন পুষ্পদামসদৃশী তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সুকুমারী তোমার জন্য পিতৃকুল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, আর তোমার এমনই কঠিন হৃদয় যে যাহাতে এ বেচারি সুখ স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে যাইতে পারে তাহা করিতেছ না। (তুমি ইহাকে পশ্চাতে ফেলিযাই ছুটিয়াছ!)" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এ রমণী আমার ভার্য্যা নহে; এ যক্ষিণী; এ আমার পাঁচজন সঙ্গীকে খাইয়া ফেলিয়াছে।" তখন যক্ষিণী বলিল, "হায়, হায়! পুরুষে ক্রোধকালে নিজের সহধর্ম্মিণীকেও যক্ষিণী বলিতে কুণ্ঠিত হয় না।"

কিয়ৎক্ষণ যাইবার পর যক্ষিণী প্রথমে গর্ভিণীর বেশে এবং পরে একটী মাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে এইরূপ রমণীর বেশে, পুত্র কোলে লইয়া বোধিসত্ত্বের অনুগমন করিতে লাগিল। পথে যে এই দুই জনকে দেখিতে পাইল, সেই বনচরদিগের ন্যায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল এবং বোধিসত্ত্ব পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। অবশেষে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় উপনীত হইলেন। তখন যক্ষিণী মায়াবলে পুত্রের অন্তর্দ্ধান ঘটাইয়া একাকিনী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। বোধিসত্ত্ব নগরদ্বারে গিয়া একটা পান্থশালায় আশ্রয় লইলেন; তাঁহার তেজোবলে যক্ষিণী ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না; সে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া দ্বারদেশে বসিয়া রহিল।

সেই সময়ে তক্ষশিলার রাজা উদ্যানাভিমুখে যাইতেছিলেন, তিনি যক্ষিণীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং একজন অনুচরকে বলিলেন, "গিয়া জানত, ঐ রমণীর স্বামী আছে, কি না।" সে ব্যক্তি যক্ষিণীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে, আপনার স্বামী আছেন কি?" যক্ষিণী বোধিসত্ত্বকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে আমার স্বামী গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া রহিয়াছেন।" তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ঐ রমণী আমার স্ত্রী নহে, ও যক্ষিণী; ও আমার পাঁচজন অনুচরকে খাইয়া ফেলিয়াছে।" যক্ষিণী পূর্ব্ববৎ বলিল, "হায় হায়! পুরুষে রাগের বশে যাহা মুখে আসে তাহাই বলে।"

রাজপুরুষ রাজার নিকট গিয়া দুই জনের মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, নিবেদন করিল।

রাজা বলিলেন, "অস্বামিক ধন রাজার প্রাপ্য।" তিনি যক্ষিণীকে আনাইয়া নিজের হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন, নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রাসাদে প্রতিগমন করিলেন, এবং তাহাকে অগ্রমহিষীর পদে স্থাপিত করিলেন। অনন্তর রাজা স্নাত ও গন্ধানুলিপ্ত হইলেন এবং সায়মাশ সম্পাদনপূর্ব্বক রাজশয্যায় শয়ন করিলেন। যক্ষিণীও নিজের আহার প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিল এবং মনোহর বেশ ধারণ করিয়া রাজার পার্শ্বে শয়ন করিল; কিন্তু রাজা যখন অনুরাগের আধিক্যনিবন্ধন তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেন, তখন সে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল। রাজা অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রে, তুমি রোদন করিতেছ কেন?" "মহারাজ, আপনি আমায় রাস্তায় দেখিতে পাইয়া লইয়া আসিয়াছেন। আপনার অন্তঃপুরে বহু রমণী আছেন। সপত্নীদিগের সহিত বাস করিবার সময় যদি কেহ বলে, 'তোকে ত রাজা পথে কুড়াইয়া পাইয়াছেন; তোর মা বাপ, জাতি গোত্র কেহই জানে না', তাহা হইলে লজ্জায় ও ক্ষোভে আমার মাথা কাটা যাইবে। কিন্তু আপনি আমায় সমস্ত রাজ্যের উপর প্রভুত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করিলে কেহই আমার চিত্তের অসন্তোষকর কোন কথা বলিতে সাহস করিবে না।"

রাজা বলিলেন, "ভদ্রে, সমস্ত রাজ্যের উপর আমার নিজেরই কোন প্রভুত্ব নাই; * আমি সমস্ত প্রজার প্রভু নহি; যাহারা রাজদ্রোহী কিংবা দুরাচার, কেবল তাহাদিগেরই দণ্ডবিধান করিতে পারি। আমি যখন সমস্ত প্রজার প্রভু নহি, তখন তোমাকে তাহাদের উপর আধিপত্য কিরূপে দিব?"

"আচ্ছা, যদি আমাকে সমস্ত রাজ্যবাসীর বা নগরবাসীর উপর প্রভুত্ব না দিতে পারেন, তবে অন্ততঃ আপনার অন্তঃপুরের উপর প্রভুত্ব প্রদান করুন; তাহা হইলেও আমি অন্তঃপুরবাসীদিগকে শাসনে রাখিতে পারিব।"

রাজা যক্ষিণীর রূপে এমনই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে কিছুতেই তাহার প্রার্থনা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, তোমাকে অন্তঃপুরের উপর আধিপত্য দিলাম; তুমি অন্তঃপুরবাসীদিগকে পালন কর।" যক্ষিণী "যে আজ্ঞা" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল এবং রাজা নিদ্রিত হইলে যক্ষনগরে গিয়া সেখান হইতে সমস্ত যক্ষসহ রাজভবনে ফিরিয়া আসিল। অনন্তর সে নিজে রাজাকে নিহত করিয়া কেবল অস্থিগুলি ব্যতীত তাঁহার দেহের স্নায়ু, চর্ম্ম, মাংস, রক্ত সমস্ত উদরসাৎ করিল; অন্যান্য যক্ষেরাও সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক রাজভবনে যাহাকে দেখিতে পাইল, শুদ্ধ অস্থিমাত্র ত্যাগ করিয়া সমস্ত গ্রাস করিল— কুক্কুর কুক্কুট পর্য্যন্ত নিস্তার পাইল না।

পরদিন পুরবাসীরা রাজভবনের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া পরশুদ্বারা কবাটে আঘাত করিতে লাগিল এবং ভিতরে গিয়া দেখিল সর্ব্বত্র অস্থি বিকীর্ণ রহিয়াছে। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, "সে লোকটা ত সত্যই বলিয়াছিল যে ঐ রমণী তাহার স্ত্রী নহে, যক্ষিণী। রাজা কিন্তু না জানিয়া তাহাকে নিজের গৃহে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই নিশ্চয় অন্যান্য যক্ষ আনিয়া অন্তঃপুরবাসীদিগকে আহার করিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

বোধিসত্ত্ব এই মন্ত্রপূত বালুকা মস্তকে রাখিয়া, মন্ত্রপূত সূত্র কপালে জড়াইয়া এবং খড়্গ হস্তে লইয়া অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় পান্থশালায় বসিয়া ছিলেন। পুরবাসীরা রাজভবন ধুইয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিল, মেঝেগুলি নূতন করিয়া সাজাইল, তাহাদের উপর গন্ধদ্রব্যের বিলেপ দিল, চতুর্দ্দিকে পুষ্প ছড়াইল, স্থানে স্থানে পুষ্পমালা ঝুলাইয়া দিল, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ধুনা গুগ্গুল পোড়াইতে লাগিল এবং তোরণাদি পুষ্পদামে সুসজ্জিত করিল। অনন্তর তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল:—

* রাজার সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্বন্ধে মলিন্দ প্রশ্ন (৩৫৭) দ্রষ্টব্য।

"যে পুরুষ এরূপ জিতেন্দ্রিয় যে তাদৃশ দিব্যলাবণ্যবতী রমণী পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে জানিয়াও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করেন নাই, তিনি নিশ্চিত অতি উদারসত্ত্ব, ধীমান্ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তাদৃশ ব্যক্তি রাজপদ গ্রহণ করিলে সমস্ত রাজ্যের পরম সুখ হইবে। অতএব আমরা তাঁহাকেই রাজা করিব।"

এই প্রস্তাবে সমস্ত অমাত্য ও নগরবাসী একমত হইল এবং তাহারা বোধিসত্ত্বের নিকট বলিল, "দেব, আপনি আমাদের রাজপদ গ্রহণ করুন।" অনন্তর তাহারা বোধিসত্ত্বকে নগরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া নানা রত্নে অলঙ্কৃত করিল এবং তক্ষশিলার রাজপদে অভিষিক্ত করিল। তিনিও চতুর্ব্বিধ অগতি পরিহারপূর্ব্বক দশরাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন করিয়া ও দানাদি পুণ্যব্রত সম্পাদন করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফললাভার্থ যথাকালে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[তখন শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

তৈলপূর্ণ পাত্র করিতে বহন অতি সতর্কতা চাই ;
নচেৎ উছলি পড়িবে ভূমিতে তৈল তব, শুন ভাই।
ঠিক সেইমত বিদেশে যদ্যপি প্রবাস করিতে হয়,
চিত্তের রক্ষণে অপ্রমত্ত ভাব আবশ্যক সাতিশয়।

শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশনদ্বারা নির্ব্বাণরূপ চরমফল প্রদর্শনপূর্ব্বক জাতকের সমবধান করিলেন :—তখন বুদ্ধের শিষ্যগণ ছিল তক্ষশিলাবাসের অমাত্য প্রভৃতি এবং আমি ছিলাম সেই রাজ্যপ্রাপ্ত কুমার।]

৯৭—নামসিদ্ধিক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক নামসিদ্ধিক * ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, পাপক নামে এক কুলপুত্র বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা তাঁহাকে 'এস পাপক' 'বসো পাপক' সর্ব্বদা এইরূপ বলিতেন। ইহাতে তিনি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যখন 'পাপক' এই নাম লোকে নীচ ও দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে করে, তখন আমায় কোন মঙ্গলশংসী নাম গ্রহণ করিতে হইবে।" অনন্তর তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমার নামটী অমঙ্গলসূচক, আপনারা আমার অন্য কোন নাম রাখুন।" তাঁহারা বলিলেন, "বৎস, নাম কেবল কোন্ ব্যক্তি কে, তাহা চিনিবার জন্য ; ইহাতে অন্য কোন ইষ্টাপত্তি নাই। অতএব তোমার যে নাম আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।" কিন্তু ভিক্ষু ইহাতে ক্ষান্ত হইলেন না ; তিনি পুনঃ পুনঃ নামপরিবর্ত্তনের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি নামপরিবর্ত্তনের জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছেন, একথা শেষে ভিক্ষুসঙ্ঘে রাষ্ট্র হইল। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমাসীন হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষু নাকি, নামের উপর লোকের ভাগ্য নির্ভর করে, এই বিশ্বাসে নিজে একটী শুভশংসী নামগ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।" শাস্তা সেই সময়ে ধর্ম্মসভায় আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বলিতেছিলে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "এই কথা দেব।" শাস্তা বলিলেন, "এখন যেমন দেখিবে, এই লোকটী পূর্ব্বেও সেইরূপ নামসিদ্ধিক ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা নগরে একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন ; পঞ্চশত ব্রাহ্মণবালক তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই সকল ছাত্রের মধ্যে এক জনের নাম ছিল পাপক। অন্যান্য ছাত্রেরা নিয়ত তাহাকে 'এস, পাপক', 'যাও, পাপক' এইরূপ বলিত। তাহাতে পাপক চিন্তা করিতে লাগিল, "আমার নামটা অমঙ্গলশংসী ; অতএব আমি অন্য একটী নাম গ্রহণ করিব।" সে আচার্য্যের নিকট গিয়া বলিল, "গুরুদেব, আমার বর্ত্তমান

* যে মনে করে যে নাম ভাল হইলেই অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়।

নামটী অমঙ্গলসূচক, আমায় অন্য একটী নাম রাখুন।” আচার্য্য বলিলেন, “যাও, তুমি জনপদে বিচরণপূর্ব্বক নিজের অভিরুচিমত মঙ্গলশংসী নাম নির্ব্বাচন করিয়া আইস। তুমি ফিরিয়া আসিলে বর্ত্তমান নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য নাম রাখিব।”

সে “যে আজ্ঞা” বলিয়া পাথেয়সহ যাত্রা করিল এবং গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এক নগরে উপস্থিত হইল। সেখানে সে দিন জীবক নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল। জ্ঞাতি-বন্ধুগণে তাহাকে সৎকারের জন্য লইয়া যাইতেছে দেখিয়া পাপক জিজ্ঞাসিল, “এই ব্যক্তির নাম কি ছিল?” তাহারা বলিল, “ইহার নাম ছিল জীবক।” “কি! জীবকের মরণ হইল?” “জীবকও মরে, অজীবকও মরে। মরা বাঁচা কি নামের উপর নির্ভর করে? নাম কেবল কোন্ পদার্থকে কি বলিতে হইবে, তাহা জানিবার উপায়। তুমি ত দেখিতেছি বড় স্থূলবুদ্ধি।”

এই কথা শুনিয়া পাপক তখন নিজের নামসম্বন্ধে মধ্যমভাব অবলম্বন করিল (অর্থাৎ তাহার বিরক্তিও রহিল না, অনুরক্তিও জন্মিল না)। সে নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক দাসী উপার্জ্জন দ্বারা বেতন আনিতে পারে নাই‡ বলিয়া তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী তাহাকে দ্বারদেশে ফেলিয়া রজ্জু দ্বারা প্রহার করিতেছে। এই দাসীর নাম ছিল ধনপালী। পাপক পথ দিয়া যাইবার সময়, তাহাকে মারিতেছে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, “আপনারা ইহাকে প্রহার করিতেছেন কেন?” “এ আজ কিছুই উপার্জ্জন করিয়া আনিতে পারে নাই।” “ইহার নাম কি?” “ধনপালী।” “সে কি! ইহার নাম হইল ধনপালী, অথচ ইহার এক দিনেরও বেতন দিবার সাধ্য নাই!” “নাম ধনপালীই হউক, আর অধন-পালীই হউক, দুরদৃষ্টকে কে এড়াইতে পারে? নামে কি আসে যায়? নামে শুধু কোন্ ব্যক্তি কে, এই পরিচয় পাওয়া যায়। তুমি দেখিতেছি অতি স্থূলবুদ্ধি।”

এই কথা শুনিয়া পাপক নিজ নামের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ করিল এবং নগর হইতে বাহির হইয়া পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া সে দেখে এক ব্যক্তি পথ হারাইয়াছে। পাপক জিজ্ঞাসা করিল, “আর্য্য, আপনি কি করিতেছেন?” “আমি পথ হারাইয়াছি, তাই কোন্ পথে যাইব, খুঁজিতেছি।” আপনার নাম কি?” “আমার নাম পন্থক।” “সে কি। যে পন্থক, সে আবার পথ হারায় কি রূপে?” “পন্থকই হউক, আর অপন্থকই হউক, সকলেই পথ হারাইয়া থাকে। নামে কি করিবে বাপু? নাম কেবল, কোন্ ব্যক্তি কে, তাহা জানিবার উপায়। তুমি ত দেখিতেছি বড় স্থূলবুদ্ধি।”

এবার পাপক নিজ নামের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিদ্বেষহীন হইল এবং আচার্য্যের নিকট ফিরিয়া গেল। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বৎস, নাম নির্ব্বাচন করিয়া আসিলে কি?” পাপক উত্তর দিল, “গুরুদেব, যাহার নাম জীবক, সেও মরে, যাহার নাম অজীবক, সেও মরে, ধনপালীও দরিদ্রা হয়, অধনপালীও দরিদ্রা হয়; যে পন্থক সেও পথ হারায়, যে অপন্থক সেও পথ হারায়; ফলতঃ নামের কোনই সারবত্তা নাই; নাম দ্বারা কেবল পদার্থ-নির্দ্দেশ চলে, সিদ্ধিলাভ হয় না, সিদ্ধির নিদান কর্ম্ম। অতএব আমার নামান্তরে প্রয়োজন নাই; আমার যে নাম আছে, তাহাই থাকুক।”

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব, শিষ্য যাহা বলিল এবং যাহা দেখিয়াছে, একত্র সন্নিবেশিত করিয়া নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

> জীবকের জীবনান্ত, এ বড় অদ্ভুত কথা,
> ধনপালী নাহি পায় ধন;

‡ পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষেও ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা ছিল। ইহারা যাহা উপার্জ্জন করিত, দাসস্বামীরা তাহা পাইত।

পন্থক যাহার নাম, হারাইয়া পথ সেই
বনে বনে করিছে ভ্রমণ,
হেরি এই সব কাণ্ড পাপক ফিরিল ঘরে,
নিজ নামে ঘৃণা নাহি তার ;
নামে কি করিতে পারে ? একমাত্র সিদ্ধিদাতা
কর্ম্ম, এই জেন সত্য সার।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "তবেই দেখিতেছ এই ভিক্ষু বর্ত্তমান জন্মের ন্যায় অতীত জন্মেও ভাবিয়াছিল যে, নামের উপর ভাগ্য নির্ভর করে।"

সমবধান—তখন এই নামসিদ্ধিক ভিক্ষু ছিল সেই নামসিদ্ধিক ভিক্ষু ; বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সেই আচার্য্যের শিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

৯৮-কূট-বাণিজ (বণিক্)-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক কূট বণিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায়, শ্রাবস্তীবাসী এক সাধু ও এক অসাধু বণিক্ একযোগে মিলিয়া বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে পণ্যদ্রব্য ও শকটাদি সংগ্রহপূর্ব্বক জনপদে গিয়াছিল এবং সেখানে বহু লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর কূট বণিক্ ভাবিল, 'আমার অংশী বহুদিন কদন্ন ভোজন করিয়াছে, অন্যত্র স্থানে বাস করিয়া কষ্ট পাইয়াছে, এখন গৃহে আসিয়া যত ইচ্ছা সুমধুর খাদ্য উদরস্থ করিবে ; তাহাতেই অজীর্ণ রোগে মারা যাইবে। তখন আমি লভ্যদ্রব্য তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ তাহার পুত্রদিগকে দিব এবং দুই ভাগ নিজে লইব।' ইহা স্থির করিয়া সে 'আজ ভাগ করিব', 'কাল ভাগ করিব' বলিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল।

সাধু বণিক্ দেখিল, লাভ বিভাগের জন্য ইহাকে পীড়াপীড়ি করিলে কোন ফল হইবে না। সে একদিন বিহারে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাত করিল। শাস্তা তাহাকে সস্নেহে সম্ভাষণ করিলেন এবং বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমায় ত অনেক দিন দেখি নাই ; এত দিন বুদ্ধের অর্চ্চনা করিতে আস নাই কেন?" সে শাস্তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "এই গৃহপতি যে কেবল এ জন্মেই প্রবঞ্চক হইয়াছে, তাহা নহে ; এ পূর্ব্বেও প্রবঞ্চনাপরায়ণ ছিল। এ এখন তোমায় বঞ্চনা করিতে চাহিতেছে, পূর্ব্বে পণ্ডিতদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিল।" অনন্তর সাধু বণিকের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ দিবসে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল "পণ্ডিত।" তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর অপর এক বণিকের সহিত মিলিত হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এই ব্যক্তির নাম ছিল "অতিপণ্ডিত।" ইঁহারা দুই জনে পঞ্চশত পণ্যপূর্ণ শকটসহ জনপদে গিয়া ক্রয় বিক্রয় দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর লাভ-বিভাগকালে অতিপণ্ডিত বলিলেন, 'আমি দুই অংশ লইব (তুমি এক অংশ লইবে)।" পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দুই অংশ পাইবে কেন?" অতি পণ্ডিত বলিলেন, "তুমি পণ্ডিত, আমি অতিপণ্ডিত। যে পণ্ডিত, সে এক ভাগ এবং যে অতিপণ্ডিত সে দুই ভাগ পাইবার উপযুক্ত।" "সে কি কথা? পণ্যের মূল্যই বল, আর গাড়ী বলদই বল, আমরা দুই জনেই ত সমান সমান দিয়াছি, তবে তুমি কিরূপে দুই ভাগ পাইবে?" "অতিপণ্ডিত বলিয়া।" এই রূপে কথা বাড়াইয়া শেষে তাঁহার কলহ আরম্ভ করিল। অনন্তর অতিপণ্ডিত ভাবিলেন, "আচ্ছা ইহার মীমাংসার এক উপায় করিতেছি।" তিনি তাঁহার পিতাকে এক তরুকোটরে লুকাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "আমরা আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিব, তখন আপনি বলিবেন, অতিপণ্ডিত দুই ভাগ পাইবে।" তাহার পর তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিলেন, "ভাই, আমাদের কাহার কি ভাগ প্রাপ্য, তাহা বৃক্ষদেবতার জানা আছে, চল তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।"

তদনুসারে তাঁহারা দুই জনে সেই তরুতলে উপস্থিত হইলেন এবং অতিপণ্ডিত প্রার্থনা করিলেন, "ভগবতি বৃক্ষদেবতে! আমাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিন।" তখন অতিপণ্ডিতের পিতা স্বর-পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের বিবাদ কি বল।" অতিপণ্ডিত বলিলেন, "ভগবতি, এ ব্যক্তি পণ্ডিত; আর আমি অতিপণ্ডিত; আমরা একসঙ্গে ব্যবসায় করিয়াছিলাম; তাহার লাভের অংশ কে কত পাইব।" তরুকোটর হইতে উত্তর হইল, "পণ্ডিত এক ভাগ এবং অতিপণ্ডিত দুই ভাগ পাইবেন।" বোধিসত্ত্ব এই বিচার শুনিয়া ভাবিলেন, "এখানে দেবতা আছে কি না আছে, তাহা জানিতে হইতেছে।" তিনি পলাল সংগ্রহ করিয়া কোটরে পূরিলেন এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; অতিপণ্ডিতের পিতা অর্দ্ধদগ্ধশরীরে তাহা হইতে বাহির হইলেন এবং শাখাবলম্বনে ঝুলিতে ঝুলিতে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেন :—

সার্থক পণ্ডিত নাম ধর তুমি, সাধুবর,
নাহি ইথে সন্দেহের লেশ;
অতিপণ্ডিতের নাম নিরর্থক, হায় হায়।
তারি দোষে এত মোর ক্লেশ।

ইহার পর তাঁহারা সমান অংশে লাভ ভাগ করিয়া লইলেন এবং যথাকালে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে গমন করিলেন।

[অতএব তোমার অংশী পূর্ব্বেও কূট বণিক্ ছিল।
সমবধান—তখন এই অসাধু বণিক ছিল সেই অসাধু বণিক্ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত বণিক্ ।]
☞ এই জাতকের সহিত পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত ধর্ম্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধির কথার সৌসাদৃশ্য বিবেচনীয়।

৯৯—পরসহস্র-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পৃথগ্‌জনপৃষ্ট প্রশ্ন উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎ-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শরভঙ্গ জাতকে (৫২২) বলা যাইবে।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, ভগবান্ দশবল যাহা সংক্ষেপে বলেন, ধর্ম্মসেনাপতি সারীপুত্র তাহা সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।" তাঁহারা বসিয়া এইরূপে সারীপুত্রের গুণ-কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "সারীপুত্র কেবল এ জন্মেই যে আমার সংক্ষিপ্তোক্তির সবিস্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক তক্ষশিলা নগরে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি বিষয়বাসনা পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভপূর্ব্বক হিমালয়ে অবস্থিতি করিতেন। সেখানে পঞ্চশত তপস্বী তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল।

একবার বর্ষাকালে তাঁহার প্রধান শিষ্য সার্দ্ধদ্বিশত তপস্বিসহ লবণ ও অম্ল সংগ্রহার্থ লোকালয়ে অবতরণ করিয়াছেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্বের দেহত্যাগকাল সমাগত হইল। তখন উপস্থিত শিষ্যগণ, তিনি কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান† লাভ করিয়াছেন তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি গুণ লাভ করিয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "নাস্তি কিঞ্চিৎ"

---

* পরসহস্র—সহস্রেরও অধিক।
† মূলে 'অধিগম' এই শব্দ আছে।

এবং ক্ষণকাল পরেই তনুত্যাগ করিয়া আভাস্বর ব্রহ্মলোকে * জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার উত্তর শুনিয়া তপস্বিগণ স্থির করিলেন, 'আচার্য্য কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই।' অতএব তাঁহারা তাঁহার শ্মশান-সৎকার করিলেন না।

কিয়দ্দিন পরে প্রধান শিষ্য আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য কোথায়?" তাঁহারা বলিলেন, "আচার্য্য উপরত হইয়াছেন।" "তোমরা আচার্য্যকে অধিগমসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?" "জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।" তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন?" 'তিনি বলিয়াছিলেন, 'নাস্তি কিঞ্চিৎ।' এইজন্যই আমরা তাঁহার শ্মশান সৎকার করি নাই।" "তোমরা আচার্য্যের কথার অর্থ বুঝিতে পার নাই। 'নাস্তি কিঞ্চিৎ' বলায় তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি অকিঞ্চন্যায়তন-সমাপত্তি† লাভ করিয়াছেন।" প্রধান শিষ্য সতীর্থদিগকে এই কথা বুঝাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিলেন না।

তপস্বীদিগকে সংশয়মান দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'ইহারা কি মূর্খ; আমার প্রধান শিষ্যের কথাতেও শ্রদ্ধা স্থাপন করিতেছে না! আমাকেই দেখিতেছি, প্রকৃত ব্যাপার প্রকট করিতে হইল।' অনন্তর তিনি ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিয়া মহানুভব-বলে আশ্রমপাদের উপরিভাগে আকাশে অধিষ্ঠান করিয়া প্রধান শিষ্যের প্রজ্ঞাবল প্রশংসা করিতে করিতে এই গাথা পাঠ করিলেন,—

> মূর্খ শিষ্য আচার্য্যের ক্লেশমাত্র হয় সার,
> শ্রুতিমাত্র অর্থগ্রহ না হয় কখন তার।
> হউক সহস্রাধিক হেন শিষ্য সমাগম,
> কাঁদুক শতেক বর্ষ সেই সব শিষ্যাধম;
> তার চেয়ে প্রজ্ঞাবান্ এক শিষ্য প্রিয়তর,
> বুঝিতে শ্রবণমাত্র হয় যদি শক্তিধর।

এইরূপে মহাসত্ত্ব মধ্যাকাশে থাকিয়া সত্য ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ব্রহ্মলোকে প্রতিগমন করিলেন এবং ঐ সকল তপস্বীও ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির উপযোগী উৎকর্ষ লাভ করিলেন।

[সমবধান—তখন সারীপুত্র ছিল সেই প্রধান শিষ্য এবং আমি হইয়াছিলাম মহাব্রহ্ম।]

১০০—অশাতরূপ-জাতক।

[শাস্তা কুণ্ডিয় নগরের নিকটবর্ত্তী কুণ্ডধানবনে অবস্থিতি করিবার সময় কোলিয় রাজদুহিতা সুপ্রবাসা নাম্নী উপাসিকার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই রমণী সপ্তবর্ষকাল গর্ভধারণ করিয়া এক সপ্তাহ প্রসববেদনা ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল, কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও তিনি ভাবিতে লাগিলেন—'সেই ভগবান্ সম্যক্সম্বুদ্ধ, কারণ

---

* ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মদেবসমূহের নিকেতন। ইহা প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত:—নিম্নে রূপব্রহ্মলোক; তদূর্দ্ধে অরূপব্রহ্মলোক। রূপ-ব্রহ্মলোকের দেবতাগণ শরীরী; অরূপ-ব্রহ্মলোকের দেবতাগণ অশরীরী—শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়। রূপ ব্রহ্মলোক আবার ষোলটী অংশে বিভক্ত; তন্মধ্যে একটীর নাম আভাস্বর ব্রহ্মলোক। অরূপ-ব্রহ্মলোকের চারি অংশ। বোধিসত্ত্বগণ সমাপত্তি-সম্পন্ন হইলেও অরূপব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না। এই জাতকে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি অকিঞ্চন্যায়তন-সমাপত্তিশালী ছিলেন বলিয়া তৃতীয় অরূপ-ব্রহ্মলোকের অধিকারী; কিন্তু বোধিসত্ত্ব বলিয়া তাঁহাকে রূপব্রহ্মলোকেই জন্মিতে হইয়াছিল। (৮ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

† ধ্যানফলবিশেষ—ইহা সপ্তম সমাপত্তি। এ অবস্থায় কিছুই সত্য নহে, সমস্ত মায়াময়, এই জ্ঞান জন্মে (৩০ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এবংবিধ দুঃখ হইতে পরিত্রাণপ্রদানার্থই তিনি ধর্ম্মদেশন করিয়া থাকেন; তাঁহার শ্রাবকসঙ্ঘই সুপ্রতিপন্ন, কারণ তাঁহারাই এবংবিধ দুঃখনিবৃত্তির জন্য সন্মার্গে বিচরণ করেন; আর নির্ব্বাণই পরমসুখকর, কারণ তাহা লাভ করিলে আর এবংবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।' এইরূপ চিন্তা দ্বারা সুপ্রবাসা প্রসবযন্ত্রণার মধ্যেও উপশম অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শাস্তার নিকট নিজের প্রণাম জানাইবার ও অবস্থা বিজ্ঞাপন করাইবার জন্য স্বামীকে ডাকাইয়া বিহারে পাঠাইলেন।

সুপ্রবাসার ভক্তিপূর্ণ বার্ত্তা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "কোলীয় দুহিতা সুপ্রবাসা সুখী ও নিরাময় হউন এবং সুস্থকায় পুত্র প্রসব করুন।" ভগবান্ এই কথা বলিবামাত্র সুপ্রবাসা সুখী ও নিরাময় হইলেন এবং এক সুস্থকায় পুত্র প্রসব করিলেন। তাঁহার স্বামী গৃহে ফিরিয়া যখন পত্নীকে সুপ্রসবা দেখিতে পাইলেন, তখন তথাগতের অলৌকিক প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার চিত্ত বিস্ময়াভিভূত হইল।

পুত্রপ্রসবের পর সুপ্রবাসা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুদিগকে ভক্ষ্যভোজ্যাদি উপহার দিবার অভিলাষ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ভর্ত্তাকে পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময়ে মহামৌদ্গল্যায়নের উপস্থাপক এক উপাসকও বুদ্ধপ্রমুখসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শাস্তা বিবেচনা করিলেন সুপ্রবাসাকেই অগ্রে দানানুষ্ঠানের অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য; সুতরাং তিনি লোক পাঠাইয়া স্থবির মহামৌদ্গল্যায়নকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘসহ সপ্তাহকাল সুপ্রবাসার গৃহে দানগ্রহণ করিলেন। সপ্তম দিবসে সুপ্রবাসা পুত্রকে (ইহার শীবলি এই নাম রাখা হইয়াছিল) সুসজ্জিত করিয়া শাস্তা ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রণাম করাইলেন। প্রণামকালে শিশুটী যখন স্থবির সারীপুত্রের সম্মুখে আনীত হইল, তখন তিনি মধুরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "শিবলী, তুমি সুখে আছত?" শিশু উত্তর করিল, "সুখ কিরূপে হইবে, মহাশয়? আমাকে যে সপ্তবর্ষ রক্তপূর্ণ কুম্ভে বাস করিতে হইয়াছে?" সপ্তাহমাত্রবয়স্ক শিশু এইরূপে স্থবিরের সহিত কথা বলিতে লাগিল।

ইহাতে সুপ্রবাসার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন, "আমার এই পুত্রের বয়স সপ্তাহমাত্র; অথচ এ ধর্ম্মসেনাপতির সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেছে!" তাহা শুনিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন সুপ্রবাসা, তুমি এইরূপ আর একটী পুত্র চাও কি?" সুপ্রবাসা বলিলেন, "ভগবন্, যদি সকলেই এইরূপ হয়, তবে আর একটী কেন, সাতটী চাই।" অনন্তর তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে আয়োজন হইয়াছিল, তাহা প্রশংসা করিয়া শাস্তা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এই শীবলি সপ্তমবর্ষবয়সে বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পরিপূর্ণ বয়সে * উপসম্পদা প্রাপ্ত হন। তিনি সর্ব্বদা পুণ্যপথে চলিতেন এবং কালে পুণ্যশীলজনলভ্য অর্হত্বরূপ অগ্রস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। তখন সমস্ত পৃথিবী পুলকিত হইয়া আনন্দধ্বনি করিয়াছিল।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতেছিলেন, "দেখ আয়ুষ্মান্ স্থবির শীবলি এখন অনাগামি-মার্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কিন্তু ইনি সপ্তবর্ষ শোণিতকুণ্ডে বাস করিয়াছিলেন এবং প্রসূত হইবার সময় সপ্তাহকাল যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। অহো! তখন প্রসূতি ও পুত্রের কতই না ক্লেশ হইয়াছিল! না জানি কি কর্ম্মের ফলে ইঁহারা এরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন; "ভিক্ষুগণ, মহাপুণ্যবান্ শীবলি নিজ কর্ম্মফলেই সপ্তবর্ষ মাতৃকুক্ষিতে বাস করিয়াছিলেন এবং প্রসূত হইবার সময় সপ্তাহ যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন; সুপ্রবাসাও নিজ কর্ম্মফলে সপ্তবর্ষব্যাপী গর্ভধারণক্লেশ ও সপ্তাহব্যাপিনী প্রসববেদনা ভোগ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী হইয়াছিলেন। অনন্তর পিতার মৃত্যুর পর তিনি যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় কোশলরাজ বিপুল সেনা লইয়া বারাণসী নগর অধিকার করিলেন, তত্রত্য রাজাকে নিহত করিলেন এবং তাঁহার অগ্রমহিষীকে নিজের অগ্রমহিষী করিয়া লইলেন। বারাণসীরাজের পুত্র পিতার নিধনকালে একটী নর্দ্দামা দিয়া পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল পরে সেনাসংগ্রহপূর্ব্বক বারাণসীর

* অর্থাৎ ২০ বৎসর বয়সে।

পুরোভাগে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন এবং রাজাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "হয় রাজ্য ছাড়িয়া দাও, নয় যুদ্ধ কর।" রাজা উত্তর দিলেন, "যুদ্ধই করিব।" রাজকুমারের গর্ভধারিণী এই কথা শুনিতে পাইয়া পুত্রকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "যুদ্ধে প্রয়োজন নাই; বারাণসী বেষ্টনপূর্ব্বক সর্ব্বদিকে সঞ্চরণ-পথ রুদ্ধ কর, তাহা হইলে ইন্ধন, খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে নগরবাসীরা ক্লিষ্ট হইবে, তুমি বিনাযুদ্ধেই নগর অধিকার করিতে পারিবে।" জননীর পরামর্শমত রাজকুমার সপ্তাহকাল বারাণসীর সমস্ত আগম-নিগম-পথ অবরুদ্ধ করিলেন; নগরবাসীরা গত্যন্তর না দেখিয়া রাজার মাথা কাটিয়া তাহা কুমারের নিকট পাঠাইয়া দিল। তখন কুমার নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণ করিলেন এবং জীবনান্তে যথাকর্ম্ম গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[সপ্তাহকাল নগর অবরোধ করিবার ফলে শীবলি সপ্তবর্ষ মাতৃকুক্ষিতে ছিলেন এবং প্রসূত হইবার সময় সপ্তাহকাল যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পদ্মোত্তর বুদ্ধের পাদমূলে পতিত হইয়া, "আমি যেন অর্হত্ত্ব লাভ করি" এই বরপ্রার্থনাপূর্ব্বক মহাদান করিয়াছিলেন এবং বিপস্সী বুদ্ধের সময়েও নগরবাসীদিগের সহিত সহস্র সহস্র মুদ্রা মূল্যের গুড় ও দধি বিতরণ করিয়া ঐ বরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যবলে তিনি এখন অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপিচ, সুপ্রবাসাও পত্রদ্বারা পুত্রকে নগর অবরোধ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন বলিয়া সপ্তবর্ষ গর্ভধারণ এবং সপ্তাহ প্রসববেদনা ভোগ করিয়াছিলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ ভাব ধারণপূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেন :—

অমধুর আসি মধুরের বেশে,
প্রিয়মূর্ত্তি ধরি অপ্রিয় গ্রহণ;
অগ্রে সুখ, হায়, দুঃখ হ'য়ে শেষে,
অভিভূত করে প্রমত্ত যে জন।*

সমবধান—তখন শীবলি ছিল সেই নগরাবরোধক, যে পরে রাজা হইয়াছিল; সুপ্রবাসা ছিল তাহার জননী এবং আমি ছিলাম তাহার জনক।]

☞ সুপ্রবাসার আখ্যান হইতে পুরাকালে ভদ্রসমাজেও বিধবাবিবাহের আভাস পাওয়া যায়।

১০১—পরশত-জাতক।

মূর্খ শিষ্য আচার্য্যের ক্লেশমাত্র হয় সার,
শ্রুতিমাত্র অর্থগ্রহ না হয় কখন তার।
থাকুক এ হেন শিষ্য শত কিংবা ততোধিক,
করুক তাহারা ধ্যান শতবর্ষ, তবু ধিক্।
তার চেয়ে প্রজ্ঞাবান্ এক শিষ্য প্রিয়তর,
বুঝিতে শ্রবণমাত্র হয় যদি শক্তিধর।

এই জাতক এবং পরসহস্র জাতক (৯৯) প্রায় সর্ব্বাংশে একরূপ; পার্থক্যের মধ্যে কেবল গাথায় 'কাঁচুক' এই পদের পরিবর্ত্তে 'ধ্যান করুক' এই পদ দেখা যায়।

১০২—পর্ণিক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক পর্ণিক জাতীয় উপাসক-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নানাবিধ শাক, মূল, অলাবু, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহার একটী রূপবতী, সুশীলা সদাচারপরায়ণা এবং পাপপরাঙ্মুখী কন্যা ছিল; কিন্তু সেই কন্যা সর্ব্বদাই হাস্য করিত। একদিন পর্ণিকের

---

* যাহারা প্রমত্ত (অনবধানচিত্ত), দুঃখকর অমধুর ও অপ্রিয় বিষয় মনোহর মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করে। পূর্ব্বে নগরের অবরোধ ইত্যাদি মধুর, প্রিয় ও সুখকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদেরই ফলে শেষে গর্ভযন্ত্রণাদি দুঃখ দেখা দিয়াছিল।

সমানকুলজাত কোন পাত্রের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে সে ভাবিল, 'এখন ইহার বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য; কিন্তু এ যে সর্ব্বদাই হাসে ইহার কারণ কি? কুমারীরা যদি অসতী হয় তাহা হইলে স্বামিগৃহে গিয়া মাতাপিতার লজ্জার কারণ হইয়া থাকে। অতএব দেখিতে হইতেছে এ কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে কি না।'

ইহা স্থির করিয়া সে একদিন কন্যার হাতে একটা চুবড়ি দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া শাকাহরণার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং যেন কাম মোহিত হইয়াছে এই ভাণ করিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া হাত চাপিয়া ধরিল। এই অসম্ভাবিত ব্যাপারে কন্যাটী তখনই ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সে বলিল, "পিতঃ, করেন কি? এ যে জল হইতে অগ্নির উৎপত্তির ন্যায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাণ্ড! ছি। এরূপ করিবেন না।" তখন পর্ণিক বলিল, "আমি তোমার চরিত্র পরীক্ষার জন্যই হাত ধরিয়াছি। বলত; তুমি কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ কি?" সে উত্তর দিল, "আমি কুমারীভাবেই আছি; কখনও কোন পুরুষের দিকে লোভবশে দৃষ্টিপাত করি নাই।" তখন পর্ণিক দুহিতাকে আশ্বাস দিয়া গৃহে লইয়া গেল এবং মহাসমারোহে তাহাকে গোত্রান্তরিত করিল। অতঃপর "শাস্তাকে প্রণাম করিয়া আসি" এই সঙ্কল্পে সে গন্ধমাল্যাদি সহ জেতবনে গমন করিল এবং শাস্তাকে প্রণাম ও অর্চ্চনা করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইল। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি এতদিন আস নাই কেন?" সে তখন তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "দেখ উপাসক, এই কন্যাটী চিরকালই আচারশীলসম্পন্না; তুমিও যে কেবল এই একবার ইহার চরিত্র পরীক্ষা করিলে তাহা নহে; পূর্ব্বেও এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলে।" অনন্তর পর্ণিকের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অরণ্যমধ্যে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বারাণসীবাসী এক পর্ণিক তাহার কন্যার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিল। অতঃপর তুমি যেরূপ করিয়াছিলে, সেও তাহার কন্যাসম্বন্ধে ঠিক সেই মত করিয়াছিল। পিতা যখন তাহার হাত ধরিয়াছিল, তখন রোরুদ্যমানা বালিকা এই গাথাটী পাঠ করিয়াছিল :—

যেজন রক্ষার কর্ত্তা সেই পিতা মম
বনমাঝে দুঃখ দেন অতীব বিষম।
বনমধ্যে কেবা মোর পরিত্রাতা হবে?
রক্ষক ভক্ষক হয়, কে শুনেছে কবে?

তখন পিতা তাহাকে আশ্বাস দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ কি?" সে উত্তর দিল, "আমি কুমারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া সে কন্যাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল এবং যথারীতি উৎসব করিয়া তাহার বিবাহ দিল।

[কথান্তে শাস্তা ধর্ম্মদেশন ও সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই পিতা ছিল সেই পিতা: এই কন্যা ছিল সেই কন্যা, এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষ-দেবতা, যিনি সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন।]

☞ প্রাচীনকালে কন্যারা যে যৌবনোদয়ের পূর্ব্বে পাত্রস্থা হইত না, এই জাতক তাহার অন্যতম প্রমাণ।

১০৩—বৈরি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। অনাথপিণ্ডদ ভোগগ্রাম হইতে প্রতিগমন করিবার সময় পথে দস্যুদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'পথে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, ত্বরায় শ্রাবস্তীতে যাইতে হইবে।' তিনি বলদগুলিকে যথাসাধ্য তাড়াইয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং পরদিন বিহারে গিয়া শাস্তাকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা পথে দস্যু দেখিয়া সেখানে আর বিলম্ব করেন নাই, যতশীঘ্র পারিয়াছিলেন, নিজেদের বাসস্থানে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পূর্ব্বকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একজন সমৃদ্ধিশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তিনি একদিন কোন গ্রামে নিমন্ত্রণ-ভোজনে গিয়াছিলেন এবং প্রত্যাগমনকালে পথে দস্যু দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি বলদগুলি হাঁকাইতে লাগিলেন এবং নিরাপদে গৃহে ফিরিলেন। অনন্তর সুরস খাদ্য আহারপূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি দস্যুহস্ত এড়াইয়া নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :—

চৌদিকে বেষ্টিয়া আছে শত্রু অগণন,
পণ্ডিতেরা হেন স্থান করুন বর্জ্জন।
এক রাত্রি, দুই রাত্রি, শত্রুমধ্যে বাস,
জানিবে তাহার পর ধ্রুব সর্ব্বনাশ।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে উদান পাঠ করিলেন। ইহার পর তিনি দানাদি পুণ্যকার্য্যে জীবন-যাপনপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতিলাভার্থ দেহত্যাগ করিলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী।]

১০৪—মিত্রবিন্দক-জাতক (২)।

[শাস্তা জেতবনে কোন অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু লোশক জাতকে (৪১) সবিস্তর বলা হইয়াছে। এই জাতকে লিখিত বৃত্তান্ত কাশ্যপবুদ্ধের সময় সংঘটিত হইয়াছিল।]

তখন এক ব্যক্তি উরশ্চক্র* ধারণ করিয়া নরকে পচিতেছিল। সে বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভগবন্, আমি কি পাপ করিয়াছি?" বোধিসত্ত্ব তৎকৃত পাপসমূহ শুনাইয়া এই গাথা বলিয়াছিলেন :

চারি, আট, ষোল, শেষে বত্রিশ রমণী
লভিলে, তথাপি তব প্রলোভ এমনি,
ছুটিলে আরও সুখ পাইবার তরে;
সেই হেতু বহ চক্র মস্তক-উপরে।
পৃথিবীতে আছে যত দুরাকাঙ্ক্ষজন,
ক্ষুরধার চক্র করে মস্তকে বহন।

এই কথা বলিয়া বোধিসত্ত্ব দেবলোকে চলিয়া গেলেন, সেই নরকবাসী ব্যক্তিও পাপ-ক্ষয়ান্তে কর্ম্মানুরূপফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিল।

১০৫—দুর্ব্বলকাষ্ঠ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক অতিভীরু ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু শ্রাবস্তী নগরে এক সদ্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মোপদেশশ্রবণে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, কিন্তু দিবারাত্র মরণভয়ে শশব্যস্ত থাকিতেন। তরুপল্লবে বায়ুর শব্দ, তালবৃন্তের ব্যজনশব্দ, কাষ্ঠখণ্ডাদির পতনশব্দ, পশু-পক্ষীর রব—এইরূপ যে কোন শব্দ হঠাৎ কর্ণগোচর হইলেই ঐ ভিক্ষু মরণভয়ে বিকট চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়া যাইতেন। একদিন যে মরিতেই হইবে, তিনি কখনও এ চিন্তা করিতেন না। যাহারা এরূপ চিন্তা করে, তাহারা কখনও মৃত্যুকে ভয় করে না। যাহারা মরণস্মৃতিরূপ কর্ম্মস্থানের অনুধ্যান করে না, তাহারাই মরণের নামে কাঁপিয়া উঠে।

এই ভিক্ষুর মরণসম্বন্ধে অস্বাভাবিক ভয়ের কথা ক্রমে সঙ্ঘমধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া সেই কথা উত্থাপনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ, অমুক ভিক্ষু একান্ত মরণভীত। মরণস্মৃতির অনুধ্যান করা, অর্থাৎ আমাকে একদিন না একদিন মরিতেই হইবে এই চিন্তা করা, সকল

---

* ১৭৮ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভিক্ষুরই কর্তব্য।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা শাস্তাকে সেই ভিক্ষুর কথা বলিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, তুমি কি প্রকৃতই মরণকে এত ভয় কর?" ভিক্ষু বলিলেন, "হাঁ প্রভু।" "ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ভিক্ষুর উপর রাগ করিও না। এ যে কেবল এই জন্মেই মরণভয়ে ভীত তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক হিমালয়ে বাস করিতেন। ঐ সময়ে রাজা তাঁহার মঙ্গলহস্তীকে নিশ্চল ও নির্ভয় থাকিতে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গজাচার্য্যদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উহাকে আলানের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতেন, এবং তোমর-হস্তে উহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক নিশ্চল থাকা শিখাইতেন। এই শিক্ষাপ্রাপ্তির সময় যে দারুণ যন্ত্রণা হইত তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া গজবর একদিন আলান ভাঙ্গিয়া গজাচার্য্যদিগকে দূর করিয়া দিল এবং হিমালয়ে চলিয়া গেল। গজাচার্য্যেরা তাহাকে ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মঙ্গলহস্তী হিমালয়ে গিয়াও সর্ব্বদা মরণভয়ে কম্পিত হইত। সামান্য বায়ুর শব্দেও তাহার ত্রাস জন্মিত এবং সে উহা শুনিবামাত্র ইতস্ততঃ শুণ্ড সঞ্চালন করিতে করিতে মহাবেগে পলায়ন করিত। সে ভাবিত বুঝি আলানেই নিবদ্ধ আছি এবং নিশ্চলতা শিক্ষা করিতেছি। এইরূপ উদ্বেগে তাহার শরীরের বল গেল, চিত্তের স্ফূর্ত্তি গেল, সে নিয়ত কম্পমান দেহে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া একদিন বৃক্ষদেবতা বিটপস্কন্ধে সমাসীন হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন:—

শুষ্ক শাখা শত শত ভাঙ্গিতেছে অবিরত
বায়ুবেগে এই বনমাঝে;
তাতে যদি পাও ভয়, হবে রক্তমাংস-ক্ষয়;
এ ভীরুতা তোমায় না সাজে।

বৃক্ষদেবতা হস্তীকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। তদবধি সে নির্ভয়ে বিচরণ করিত।

[কথান্তে এই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই গজ এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

১০৬—উদঞ্চনি-জাতক।*

[এক ভিক্ষু কোন স্থূলাঙ্গী কুমারীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। [তদ্বৃত্তান্ত চুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে (৪৭৭) বর্ণিত হইবে]। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন। শাস্তা ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, তুমি প্রণয়াসক্ত হইয়াছ একথা সত্য কি?" ভিক্ষু বলিলেন, "হাঁ ভগবন্।" "কোন্ রমণী তোমার প্রণয়পাত্রী?" "অমুক স্থূলাঙ্গী কুমারী।" "সে তোমার অনিষ্টকারিণী; তাহারই জন্য পূর্ব্বে তোমার চরিত্রস্খলন হইয়াছিল এবং তুমি কামাতুর হইয়া বিচরণ করিয়াছিলে। কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের কৃপায় তুমি পুনর্ব্বার শান্তিলাভ করিয়াছিলে।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

চুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে অতীত বস্তু যেরূপ বিবৃত হইবে, পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব সায়ংকালে ফলসহ তপোবনে প্রত্যাগমন করিয়া কুটীরের দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক পুত্রকে বলিলেন "বৎস, তুমি অন্যদিন কাষ্ঠ আহরণ কর, খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া থাক, অগ্নি জ্বালিয়া রাখ; অদ্য কিন্তু ইহার কিছুই কর নাই; বিষণ্নবদনে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছ। ইহার কারণ কি?"

* উদঞ্চনি=ঘটিকা বা ছোট বালতি (সংস্কৃত 'উদঞ্চন')।

তাপসবালক বলিল, "পিতঃ, আপনি যখন বন্যফল সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলেন, তখন এক রমণী আসিয়া আমাকে প্রলোভন দ্বারা তাহার সঙ্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আপনার অনুমতি বিনা যাইতে পারি না বলিয়া তাহাকে অমুক স্থানে বসাইয়া রাখিয়াছি। এখন অনুমতি দেন ত তাহার সঙ্গে যাই।" বোধিসত্ত্ব দেখিলেন পুত্রের প্রেমরোগ সহজে প্রশমিত হইবার নহে। তিনি বলিলেন, "বেশ, যাইতে পার; কিন্তু ঐ রমণীর যখন মৎস, মাংস খাইবার অভিলাষ জন্মিবে, কিংবা ঘৃত, লবণ, তণ্ডুল প্রভৃতির প্রয়োজন হইবে, এবং 'ইহা আন', 'উহা আন' বলিয়া সে তোমায় বিব্রত করিয়া তুলিবে, তখন এই শান্তিময় তপোবনের কথা স্মরণ করিবে এবং এখানে ফিরিয়া আসিবে।"

পিতার অনুমতি পাইয়া তাপসকুমার সেই রমণীসহ লোকালয়ে গমন করিল। তাহাকে আপন বশে পাইয়া রমণী আজ "মাংস আন", কাল "মৎস্য আন" বলিয়া যখন যাহা আবশ্যক হইত আনয়নের জন্য আদেশ করিতে লাগিল। তখন তাপসকুমার ভাবিল, 'এই রমণী আমাকে নিজের ভৃত্য বা ক্রীতদাসের ন্যায় পীড়ন করিতেছে।' সে একদিন পলায়ন করিয়া তপোবনে ফিরিয়া গেল এবং পিতাকে বন্দনা করিয়া এই গাথা পাঠ করিল :—

> যে সুখে ছিলাম পূর্ব্বে তোমার চরণতলে
> হরিল সে সব মম, মায়াবিনী মায়াবলে।
> নামে সে বনিতা মোর, কাজে কিন্তু প্রভু হয়,
> দাসবৎ পালি আজ্ঞা হয়েছে শরীরক্ষয়।
> রমণী ঘটিকাসমা, তুলি জল বারবার,
> ঘটিকা নিঃশেষ করে কূপ আদি জলাধার,
> সেইরূপ বামাগণ ক্রমে কুহকের বলে
> পুরুষের পুরুষত্ব হরি লয় অবহেলে।

তখন বোধিসত্ত্ব পুত্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বৎস যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন এস, মৈত্রী ও কারুণ্য ভাবনা কর।" অনন্তর তিনি পুত্রকে চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মবিহার এবং কৃৎস্ন-পরিকর্ম্ম শিক্ষা দিলেন; তাহার বলে সে অচিরে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিল এবং দেহান্তে পিতার সহিত ব্রহ্মলোকে বাস করিতে লাগিল।

[শাস্তা এই ধর্ম্মদেশনা শেষ করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন এই স্থূলাঙ্গী কুমারী ছিল সেই কুহকিনী এবং এই প্রেমাসক্ত ভিক্ষু ছিল সেই তাপস-কুমার।]

১০৭—সালিত্তক-জাতক।*

[এক ভিক্ষু লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া একটা হংস নিহত করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

ঐ ভিক্ষু শ্রাবস্তীর এক সম্ভ্রান্তকুলজাত। তিনি অব্যর্থ সন্ধানে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। একদিন তিনি ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক যথাকালে উপসম্পদা লাভ করেন। কিন্তু শিক্ষা কিংবা আচার অনুষ্ঠান কিছুতেই তাঁহার উন্নতি ঘটে নাই। একদা তিনি এক দহর ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া অচিরবতী নদীতে † গিয়াছিলেন। অবগাহনান্তে তাঁহারা নদীপুলিনে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে দুইটী শ্বেত হংস উড়িয়া যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া উপসম্পন্ন ভিক্ষু দহর ভিক্ষুকে বলিলেন, "আমি পশ্চাতের হংসটীকে লোষ্ট্র দ্বারা চক্ষুতে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিতেছি।" দহর ভিক্ষু বলিলেন, "পাতিত করিলে আর কি। তুমি উহাকে আহত করিতেও পারিবে না।" "আচ্ছা দেখ, আমি উহার এক পার্শ্বের চক্ষুতে

---

* পালিটীকাকার ইহার এই অর্থ করেন :—সালিত্ত=শর্করাক্ষেপণ। শর্করা=উপলখণ্ড, লোষ্ট্র। পাঠান্তর 'সালিত্তক'।

† অযোধ্যা দেশস্থ নদী—বর্ত্তমান নাম রাপ্তী বা ঐরাবতী।

লোষ্ট্র বিদ্ধ করিয়া অপর পার্শ্বের চক্ষুর ভিতর দিয়া বাহির করিতেছি।" "মিছামিছি প্রলাপ বলিতেছ কেন?" "তুমি দাঁড়াইয়া দেখনা আমি কি করি।" অনন্তর তিনি অঙ্গুলি দ্বারা একটী ত্রিকোণ প্রস্তরখণ্ড লইয়া সেই হংসটীকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। প্রস্তরখণ্ড বন্ করিয়া ছুটিল; হংসটা বিপত্তির আশঙ্কা করিয়া থামিল। অনন্তর উড্ডনবিরত হংস কিসের শব্দ জানিবার নিমিত্ত যেমন অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিল, অমনি সেই ভিক্ষু একটা মসৃণ লোষ্ট্র লইয়া উহার চক্ষু লক্ষ্য করিয়া এমন বেগে নিক্ষেপ করিলেন যে তাহা ঐ চক্ষু ভেদ করিয়া অপর চক্ষু দিয়া বাহির হইয়া গেল। হংসটী তখন আর্তনাদ করিতে করিতে তাঁহার পাদমূলে পতিত হইল। দহর ভিক্ষু তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় অন্যায় কাজ করিলে। চল তোমাকে শাস্তার নিকটে লইয়া যাই।" অনন্তর দহর ভিক্ষু শাস্তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শাস্তা প্রবীণ ভিক্ষুকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "তুমি অতীত কালেও এইরূপ লোষ্ট্রনিক্ষেপে নিপুণ ছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার একজন অমাত্য ছিলেন। তখন রাজপুরোহিত এমন মুখর ও বহুভাষী ছিলেন, যে তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করিলে অন্য কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তির অবসর জুটিত না। ইহাতে রাজা বিরক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই ব্রাহ্মণের মুখ বন্ধ করিতে পারে এমন একটী লোক পাইলে ভাল হয়।" তদবধি তিনি সেইরূপ একটী লোক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে বারাণসীতে লোষ্ট্রনিক্ষেপনিপুণ এক খঞ্জ বাস করিত। ছেলেরা তাহাকে এক ক্ষুদ্র রথে চড়াইয়া নগরদ্বারে টানিয়া লইয়া যাইত। সেখানে শাখাপল্লবযুক্ত এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল। ছেলেরা তাহার তলে খঞ্জকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত, এবং তাহার হস্তে কাকিণী * প্রভৃতি দিয়া বলিত, "একটা হাতী কর," "একটা ঘোড়া কর" ইত্যাদি। খঞ্জ ক্রমান্বয়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া যে, যেরূপ বলিত, বটপত্রগুলি সেই আকারে কাটিয়া দেখাইত। এই কারণে উক্ত বৃক্ষটীর প্রায় সমস্ত পত্রই ছিদ্রবিচ্ছিদ্রযুক্ত হইয়াছিল।

একদিন রাজা উদ্যানগমনকালে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রাজার রথ আসিতেছে দেখিয়া ছেলেরা পলাইয়া গেল। খঞ্জ বেচারি একাকী সেখানে পড়িয়া রহিল। রাজা যখন বৃক্ষমূলে উপনীত হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন পত্রসমূহের সচ্ছিদ্রতাবশতঃ বটচ্ছায়া শবলীকৃত হইয়াছে। অনন্তর তিনি ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, প্রায় সমস্ত পত্রই সচ্ছিদ্র। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন এক খঞ্জ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া পাতাগুলির উক্তরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে। তখন তিনি ভাবিলেন, 'সম্ভবতঃ এই লোকটীর দ্বারা ব্রাহ্মণের মুখ বন্ধ করা যাইতে পারে।' রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "সে খঞ্জ কোথায়?" রাজপুরুষেরা চারিদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাহাকে বৃক্ষমূলে দেখিতে পাইল এবং রাজার নিকট বলিল, মহারাজ, "এই সেই খঞ্জ।" রাজা তাহাকে নিজের নিকট আনাইয়া সহচরদিগকে সরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "আমার সভায় একজন অতিমুখর ব্রাহ্মণ আছেন। তুমি তাঁহার মুখ বন্ধ করিতে পার কি?"

খঞ্জ উত্তর দিল, "মহারাজ, যদি শুষ্ক অজবিষ্ঠাপূর্ণ একটা নালী পাই তাহা হইলে তাঁহার মুখ বন্ধ করিতে পারি।" ইহা শুনিয়া রাজা সেই খঞ্জকে প্রাসাদে লইয়া গিয়া তাহাকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া দিলেন। ঐ যবনিকায় একটী ছিদ্র রহিল, রাজা তদভিমুখে ব্রাহ্মণের আসন স্থাপন করাইলেন।

ব্রাহ্মণ যথাসময়ে রাজদর্শনে আগমন করিয়া উক্ত আসনে উপবেশন করিয়া আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এমন অনর্গল ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন, যে অন্য কাহার একটী মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিবার অবসর রহিল না। এই সময়ে খঞ্জ যবনিকার ছিদ্রপথে এক

---

* একপ্রকার ক্ষুদ্র তাম্রমুদ্রা (১৮শ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

একটী অজবিষ্ঠাপিণ্ড নিক্ষেপ কবিতে লাগিল। সেগুলি ব্রাহ্মণেব তালুব ভিতব গিয়া মক্ষিকার
একটী অজবিষ্ঠাপিণ্ড নিক্ষেপ কবিতে লাগিল। সেগুলি ব্রাহ্মণেব তালুব ভিতব গিয়া মক্ষিকাব
মত পড়িতে লাগিল, এবং যেমন পড়িতে লাগিল, ব্রাহ্মণ সেগুলি এক একটী কবিয়া তৈলবিন্দুব ন্যায় উদরসাৎ করিলেন। এইরূপ নালীস্থ সমস্ত অজবিষ্ঠাই ব্রাহ্মণেব কুক্ষিগত হইল।

এক নালী অজবিষ্ঠা ব্রাহ্মণেব উদবস্থ হইয়া ক্রমে ফুলিয়া অর্দ্ধ আঢকপ্রমাণ হইল।* রাজা সমস্ত দেখিতেছিলেন। তিনি অজবিষ্ঠাব পবিমাণ ভাবিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি এমনই মুখর যে কথা বলিতে বলিতে একনালী অজবিষ্ঠা গিলিয়া ফেলিলেন, অথচ ইহাব কিছুই জানিতে পাবিলেন না! একবাবে বোধ হয় ইহাব অধিক জীর্ণ কবিতে পাবিবেন না। এখন গৃহে যাউন, প্রিয়ঙ্গু-জল† খাইয়া বমন করুন, তাহা হইলে সুস্থ হইতে পারিবেন।"

তদবধি সেই ব্রাহ্মণেব মুখ যেন একেবাবে বন্ধ হইয়া গেল। কেহ তাঁহাব সহিত কথা বলিতে চাহিলেও তিনি কথা বলিতেন না। বাজা ভাবিলেন, 'এই খঞ্জের কৌশলবলেই আমার কাণ জুড়াইয়াছে।' অতএব তিনি ঐ ব্যক্তিকে লক্ষমুদ্রা আয়েব চারিখানি গ্রাম দান কবিলেন। ঐ গ্রামগুলির এক এক খানি বাবাণসী বাজ্যের এক এক দিকে অবস্থিত ছিল।

বোধিসত্ত্ব একদিন বাজাব নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, পৃথিবীতে কোন না কোন কাজে নৈপুণ্যলাভ কবা পণ্ডিতদিগেব কর্ত্তব্য। দেখুন, কেবল লোষ্ট্রনিক্ষেপ নৈপুণ্যেব বলেই এই খঞ্জ বিপুল সম্পত্তি লাভ কবিয়াছে।" অনন্তব তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> যাহাব যে কাজ, তাহাতেই তার নৈপুণ্য কল্যাণ-কর;
> লোষ্ট্রনিক্ষেপণে নিপুণ বলিয়া খঞ্জ চতুর্গ্রামেশ্বর।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই খঞ্জ, আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তাহার পণ্ডিত অমাত্য।]

১০৮—বাহ্য-জাতক।

[শাস্তা বৈশালীব নিকটবর্ত্তী মহাবনস্থ কূটাগাবশালায় অবস্থিতিকালে জনৈক লিচ্ছবিরাজ‡ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইযা বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ কবিয়াছিলেন। তিনি একদা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিযা নিজেব গৃহে লইয়া গিযাছিলেন এবং তাঁহাদিগকে ভক্ষ্যভোজ্যাদি বহু উপহার দান কবিয়াছিলেন। ইঁহার ভার্য্যা এত স্থূলাঙ্গী ছিলেন যে তাঁহাকে দেখিলে স্ফীতশব বলিযা মনে হইত, তাহার বেশবিন্যাসও অতি কদর্য্য ছিল।

ভোজনাবসানে শাস্তা লিচ্ছবিবাজকে ধন্যবাদ দিযা বিহাবে ফিবিযা গেলেন এবং ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দান করিবার পর গন্ধকুটীবে প্রবেশ কবিলেন। তখন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায সমবেত হইয়া কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ বলিলেন, "দেখ, লিচ্ছবিবাজ কেমন সুপুরুষ; তিনি কিরূপে এই স্থূলাঙ্গী ও হীনবেশা ভার্য্যার সংসর্গে সুখী হইতে পারেন?" এই সময়ে শাস্তা সেখানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদেব আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, লিচ্ছবিবাজ পূর্ব্বেও এইরূপ এক স্থূলাঙ্গীব প্রণযাসক্ত ছিলেন।" অনন্তর ভিক্ষুদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পূর্ব্বকালে বাবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহাব একজন অমাত্য ছিলেন। তখন জনপদবাসিনী হীনবেশা এক স্থূলাঙ্গী বমণী গৃহস্থদিগের বাটীতে কাজকর্ম্ম কবিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ কবিত। সে একদিন রাজভবনেব প্রাঙ্গণেব নিকট দিয়া যাইবার সময় মলবেগে

---

* আঢক—৪০৯৬ মাষা অর্থাৎ প্রাব ৪ সের।

† প্রিযঙ্গু—কাঙনি, পিপ্পলি। এখানে বোধ হয় 'পিপ্পলি' অর্থেই ব্যবহৃত হইযাছে।

‡ বৈশালীতে কুলতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত ছিল। যে সকল ক্ষত্রিয় সমবেত হইযা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা সকলেই 'রাজা' উপাধি ভোগ করিতেন।

পীড়িত হইল এবং অবনতদেহে নিজের পরিচ্ছদটী চারি পাশে বিস্তার পূর্ব্বক নিমেষের মধ্যে মলত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে রাজা একটা বাতায়নের ভিতর দিয়া প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তিনি জনপদবাসিনীর এই সুকৌশলসম্পন্ন কার্য্য দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যে রমণী রাজপ্রাঙ্গণসমীপে মলত্যাগ করিবার সময় এইরূপে লজ্জাশীলতা রক্ষাপূর্ব্বক নিজের পরিচ্ছদে প্রতিচ্ছন্ন হইয়া পলকের মধ্যে বেগপীড়া হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, সে নিশ্চিত নীরোগ; তাহার বাসস্থানও পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন। যে পুত্রের জন্ম পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন গৃহে, সে নিজেও পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন এবং পুণ্যবান্ হইয়া থাকে। অতএব ইহাকে আমার অগ্রমহিষী করিতে হইবে।" অনন্তর রাজা যখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে ঐ রমণীর বিবাহ হয় নাই, তখন তিনি তাহাকে রাজভবনে আনাইয়া অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। রমণী অচিরে রাজার অতিপ্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন এবং এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র উত্তরকালে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব জনপদবাসিনীর সৌভাগ্য দেখিয়া এক দিন রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, যখন এই পুণ্যবতী রমণী লজ্জাশীলতা রক্ষাপূর্ব্বক প্রতিচ্ছন্নভাবে মলত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার প্রণয়ভাগিনী হইয়াছেন এবং ঈদৃশ সৌভাগ্য ভোগ করিতেছেন, তখন লোকে শিক্ষিতব্য বিষয় কেন শিক্ষা করিবে না?" অনন্তর বোধিসত্ত্ব শিক্ষিতব্য বিষয়ের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> নিজে যাহা জানে তাহা ভাল ভাবি মনে
> শিখিতে বিরত আছে কত শত জনে।
> না চলি তাদের পথে বুদ্ধিমান্ জন
> শিক্ষিতব্য শিখি লয় করি প্রাণপণ।
> বাহ্য-জনপদজাতা রমণীরতন,
> লজ্জাশীলতায় তোষে নৃমণির মন।

যাহারা শিক্ষিতব্য বিষয় শিক্ষা করে, মহাসত্ত্ব এইরূপে তাহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

১০৯—কুণ্ডক-পূপ-জাতক।*

[শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থিতিকালে জনৈক নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের খাদ্যাদির জন্য শ্রাবস্তীনগরে এক এক সময়ে এক এক ব্যবস্থা হইত। কখনও এক এক গৃহস্থ একাকীই ঐ ভার লইতেন; কখনও তিন চারি জন গৃহস্থ, কখনও এক একটী সম্প্রদায়, কখনও কোন রাজপথপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত অধিবাসী, কখনও বা সমস্ত নগরবাসী চাঁদা তুলিয়া ভিক্ষুদিগকে ভক্ষ্যভোজ্যাদিদানে পরিতুষ্ট করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন কোন রাজপথপার্শ্ববর্ত্তী লোকে সম্মিলিত হইয়া ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। তত্রত্য অধিবাসীরা সঙ্কল্প করিল, বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে প্রথমে যাগু পান করাইয়া পরে পিষ্টক দিতে হইবে।

ঐ পথের পার্শ্বে এক অতি নিঃস্ব ব্যক্তির বাস ছিল। সে মজুরি করিয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিত। সে ভাবিল, 'আমার যাগু দিবার সাধ্য নাই; অতএব আমি পিষ্টক দিব।" সে তুষ হইতে কিছু মিহি কুঁড়া যোগাড় করিল, উহা জলে ভিজাইল, আকন্দের পাতা দিয়া জড়াইল এবং উত্তপ্ত ভস্মের মধ্যে রাখিয়া পাক করিল। এইরূপে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সে স্থির করিল এই পিষ্টক স্বয়ং বুদ্ধকে দান করিতে হইবে। সে উহা হাতে লইয়া বুদ্ধের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

অনন্তর যেমন পিষ্টক পরিবেষণের কথা হইল, অমনি সে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধের পাত্রে নিজের পিষ্টক দান

---

* কুণ্ডক=কুঁড়া।

করিল। অপর সকলেও বুদ্ধকে পিষ্টক দিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া সেই কুণ্ডক-পিষ্টকই আহার করিলেন।

সম্যকসম্বুদ্ধ প্রসন্নচিত্তে এক অতিদরিদ্রপ্রদত্ত কুণ্ডক-পিষ্টক আহার করিয়াছেন, অচিরে এই কথা মহা কোলাহলে সমস্ত নগরে রাষ্ট্র হইল। দৌবারিক হইতে মহামাত্য ও রাজা পর্য্যন্ত সকলে সেখানে সমবেত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিলেন এবং সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "ওহে, এই খাদ্য লও", "এই দুই শত মুদ্রা লও", "এই পঞ্চশত মুদ্রা লও" এবং ইহার বিনিময়ে আমাদিগকে তোমার সুকৃতির অংশ দান কর।* সে ভাবিল, "শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি কি কর্ত্তব্য।" সে তাঁহার নিকটে গিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। শাস্তা বলিলেন, "ধন গ্রহণ কর এবং সর্ব্বপ্রাণীকে তোমার সুকৃতির ফল দাও।" এই আদেশ পাইয়া সে ধন গ্রহণ আরম্ভ করিল। তখন উপস্থিত জনসঙ্ঘ মুক্তহস্তে ধনবর্ষণ করিতে লাগিল। এক জনে এক মুদ্রা দিল ত আর একজনে দুই মুদ্রা, আর একজনে চার মুদ্রা, আর একজনে অষ্টমুদ্রা এই ভাবে—উত্তরোত্তর একে অপরকে অতিক্রমপূর্ব্বক অর্থদান করিল এবং ক্ষণকালমধ্যে সেই দুর্গত ব্যক্তি নবকোটি সুবর্ণের অধিপতি হইল।

এদিকে শাস্তা নগরবাসীদিগকে ভোজনের ব্যবস্থা অতি উত্তম হইয়াছে ইহা জানাইয়া বিহারে ফিরিয়া গেলেন এবং ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শন করিয়া ও বুদ্ধোচিত উপদেশ দিয়া, গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। রাজা সায়ংকালে ঐ দুঃখী ব্যক্তিকে ডাকাইয়া শ্রেষ্ঠীর পদে নিয়োজিত করিলেন।

অনন্তর ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মহাদুর্গতপ্রদত্ত কুণ্ডক-পিষ্টক ঘৃণা করা দূরে থাকুক, শাস্তা উহা অমৃতজ্ঞানে ভোজন করিলেন, মহাদুর্গত প্রচুর বিভব লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইল।" এই সময় শাস্তা সেখানে উপনীত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও আমি যখন বৃক্ষদেবতা ছিলাম তখন এই ব্যক্তির কুণ্ডকপিষ্টক প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমার প্রসাদে এ শ্রেষ্ঠিপদ লাভ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক এরণ্ড বৃক্ষে বৃক্ষদেবতারূপে বাস করিতেছিলেন। তখন গ্রামবাসীরা ইষ্টসিদ্ধি-কামনায় দেবদেবীর পূজা করিত। একদিন কোন পর্ব্বাহে তাহারা উপাস্য বৃক্ষদেবতাদিগকে পূজা দিতে আরম্ভ করিল। এক দুর্গত ব্যক্তি অন্য সকলকে স্ব স্ব বৃক্ষদেবতাকে পূজা করিতে দেখিয়া নিজে এক এরণ্ড বৃক্ষকে পূজা করিবার সঙ্কল্প করিল। অন্য সকলে দেবতাদিগের জন্য মাল্য, গন্ধ, বিলেপন ও নানাবিধ মিষ্টান্নাদি লইয়া আসিয়াছিল; দুর্গত ব্যক্তি কেবল একখানি কুণ্ডকপিষ্টক ও এক ওড়ং জল আনয়ন করিল এবং এরণ্ড তরুর অদূরে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'দেবতারা নাকি উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করেন? আমার দেবতা কখনও এই কুণ্ডকপিষ্টক আহার করিবেন না। অতএব বৃক্ষমূলে সমর্পণ করিলে ইহা কেবল নষ্ট করা হইবে। তাহা না করিয়া বরং আমি নিজেই ইহা খাইয়া ফেলি।' এই স্থির করিয়া সে গৃহাভিমুখে যাইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন বোধিসত্ত্ব তরুস্কন্ধ হইতে বলিলেন, 'ভদ্র, ঐশ্বর্য্য থাকিলে তুমি আমাকে নিশ্চিত মধুর খাদ্য দান করিতে। কিন্তু তুমি দরিদ্র। আমি যদি তোমার পিষ্টক না খাই, তবে আর কি খাইব! আমাকে আমার প্রাপ্য বলি হইতে বঞ্চিত করিও না।' অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন:—

> ভক্তের জুটিবে যাহা, দেবতারা লন তাহা,
> তার চেয়ে ভাল আর পাইবেন কেমনে?
> কুণ্ডক-পিষ্টক তব, পাইলে প্রসন্ন হব,
> ওই মোর প্রাপ্য বলি, এনেছ যা যতনে।

---

* পুণ্যবিক্রয়ের কথা খ্রীষ্টীয় সাহিত্যেও দেখা যায়। রোমের পোপ সেন্টপিটারের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া অর্থের বিনিময়ে Indulgence নামক যে পুণ্যবিক্রয়ের পত্রী দান করিতেন তাহা ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

ইহা শুনিয়া দুর্গত ব্যক্তি ফিরিল এবং বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইয়া পূজা দিল। বোধিসত্ত্ব সেই সুখাদ্য পিষ্টক আহার করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি কি মানসে আমায় পূজা দিলে বল।" সে বলিল, "প্রভু, আমি অতি দরিদ্র; যাহাতে দুঃখ ঘুচে, সেই নিমিত্ত পূজা দিয়াছি।" "তোমার চিন্তা নাই; তুমি যাঁহাকে পূজা করিলে তিনি কৃতজ্ঞ। এই এরণ্ড বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে নিধিপূর্ণ অনেকগুলি কলস নিহিত আছে। তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে একটার গলার সহিত আর একটা গলা ঠেকিয়াছে। তুমি গিয়া রাজাকে এই কথা জানাও এবং সমস্ত ধন শকট বহন করিয়া রাজভবনের অঙ্গনে পুঞ্জ করিয়া রাখ। তাহাতে রাজা অতিমাত্র প্রীত হইয়া তোমাকে শ্রেষ্ঠীর পদে নিয়োজিত করিবেন।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দুর্গত ব্যক্তি তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিল এবং রাজা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠিপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্বের প্রসাদে সেই দুর্গত ব্যক্তি মহাসম্পত্তির অধিপতি হইল এবং জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল।

[সমবধান—তখন এই দুর্গত ব্যক্তি ছিল সেই দুর্গত ব্যক্তি এবং আমি ছিলাম সেই এরণ্ডবৃক্ষদেবতা।]

১১০—সর্ব্বসংহারক-প্রশ্ন।

এই প্রশ্নবৃত্তান্ত উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) সবিস্তর বর্ণিত হইবে।

১১১—গর্দ্দভ-প্রশ্ন।

এই প্রশ্নবৃত্তান্ত উন্মার্গজাতকে বর্ণিত হইবে।

১১২—অমরাদেবী-প্রশ্ন। *

এই প্রশ্নবৃত্তান্ত উন্মার্গ-জাতকে বর্ণিত হইবে।

১১৩—শৃগাল-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতেছিলেন, "দেখ, দেবদত্ত পঞ্চশত ভিক্ষু লইয়া গয়শিরে চলিয়া গিয়াছেন; 'শ্রমণ গৌতম যাহা করেন তাহা ধর্ম্ম নহে, আমি যাহা করি তাহাই ধর্ম্ম, এইরূপ মিথ্যা বাক্যে তাহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন। তিনি সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, সপ্তাহে দুই দিন উপোসথের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" তাঁহারা এইরূপে দেবদত্তের দোষ কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই কথা শুনিতে পাইলেন। তখন শাস্তা কহিলেন, "দেবদত্ত কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও মিথ্যাবাদী ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন শ্মশানবনে বৃক্ষদেবতা হইয়া বাস করিতেন। একদা বারাণসী নগরে কোন পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল এবং নগরবাসীরা যক্ষদিগকে পূজা দিবার সঙ্কল্প করিল। তাহারা চত্বরে ও রাজপথে মৎস্য মাংস ছড়াইয়া ও সুরাপূর্ণ ভাণ্ড রাখিয়া দিল।†

নিশীথ সময়ে এক শৃগাল নর্দ্দামা দিয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ মৎস্য মাংস খাইল, সুরাপান করিল এবং এক গুল্মের ভিতর প্রবেশ করিয়া অরুণোদয় পর্য্যন্ত নিদ্রিত হইয়া রহিল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে শৃগাল দেখিল রৌদ্র উঠিয়াছে, আর বাহির হইয়া যাইবার সময় নাই।

* অমরাদেবী রাজা মহৌষধের মহিষী। বোধিসত্ত্ব একবার মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া মহারাজ মহৌষধ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

† এখনও চড়কপূজা উপলক্ষে পিশাচাদিকে এইরূপে বলি দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

কাজেই সে পথের ধারে লুকাইয়া রহিল। সে অনেক লোককে ঐ পথ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখিল, কিন্তু কাহারও সঙ্গে কোন কথা বলিল না। অনন্তর এক ব্রাহ্মণ মুখ ধুইতে যাইতেছেন দেখিয়া শৃগাল চিন্তা করিল, 'ব্রাহ্মণেরা ধনলোভী; ইহাকে ধনের লোভ দেখাইয়া যাহাতে আমাকে কোছড়ে করিয়া ও উড়ানী ঢাকা দিয়া নগরের বাহিরে লইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।' ইহা স্থির করিয়া সে মনুষ্যভাষায় "ওহে ব্রাহ্মণ", এইরূপ সম্বোধন করিল।

ব্রাহ্মণ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কে আমায় ডাকে?" শৃগাল বলিল, "আমি ডাকিয়াছি।" "কেন?" "দেখুন, আমার দুইশত কাহণ ধন আছে। আপনি যদি আমায় কোছড়ে করিয়া ও উড়ানী ঢাকা দিয়া এমন ভাবে নগরের বাহিরে লইয়া যান যে কেহ দেখিতে না পায়, তাহা হইলে ঐ ধন আপনাকে দিব।" ব্রাহ্মণ ধনলোভে বলিলেন, "উত্তম কথা।" তিনি শৃগালকে সেইভাবে বহন করিয়া নগরের বাহির হইলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে শৃগাল জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, এ কোন যায়গা?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "অমুক যায়গা।" "আরও একটু যাইতে হইবে।" এইরূপে পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হইতে হইতে শৃগাল শেষে মহাশ্মশানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "এইখানে আমায় নামাইয়া দিন।" ব্রাহ্মণ তাহাকে সেখানে নামাইয়া দিলেন। তখন শৃগাল কহিল, "ব্রাহ্মণ, এখন ভূমির উপর আপনার উত্তরীয় খানি বিস্তৃত করুন।" ব্রাহ্মণ ধনলোভে উত্তরীয় বিস্তৃত করিলে শৃগাল আবার কহিল "এই বৃক্ষমূল খনন করুন।" ব্রাহ্মণ তদনুসারে ভূমিখননে প্রবৃত্ত হইলেন; ইত্যবসরে শৃগাল উত্তরীয় বস্ত্রের উপর উঠিয়া উহার চতুষ্কোণে ও মধ্যভাগে মলমূত্রত্যাগপূর্ব্বক উহা মলাক্ত ও মূত্রসিক্ত করিয়া শ্মশানে চলিয়া গেল। তদ্দর্শনে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষশাখা হইতে এই গাথা বলিলেন:—

> একে শিবা, তাহে মত্ত সুরাপান করি;
> বিশ্বাস করিলে তারে, বুদ্ধি বলিহারি।
> দুই শত কার্ষাপণ, সেত বড় কথা;
> কপর্দ্দক শতমাত্র পাবে না ক হেথা।

এই গাথা পাঠ করিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, এখন যাও, উত্তরীয় ধুইয়া ও স্নান করিয়া গৃহে গমন কর এবং নিজের কাজকর্ম্ম দেখ।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব অন্তর্হিত হইলেন; ব্রাহ্মণও 'কি ঠকাই ঠকিলাম' ভাবিতে ভাবিতে বিমর্ষভাবে স্নানাদি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই শ্মশানবাসী বৃক্ষ-দেবতা।]

১১৪—মিতচিন্তি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে দুইজন বৃদ্ধ 'স্থবির'-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন জনপদের নিকটস্থ অরণ্যে বর্ষাবাস করিয়া শাস্তার দর্শনলাভার্থ যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং পাথেয় সংগ্রহপূর্ব্বক 'আজ যাইব', 'কাল যাইব' করিতে করিতে এক মাস কাটাইলেন। তাহার পর আবার পাথেয় সংগ্রহ হইল, পূর্ব্ববৎ আরও একমাস কাটিয়া গেল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিন মাস অতিবাহিত হইল।

অলসতাবশতঃ নিবাসন-স্থানে একাদিক্রমে তিনমাস কাটাইয়া অবশেষে তাঁহারা সেখানে হইতে সত্য সত্যই যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিহারস্থ ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসিলেন, "আজ অনেক দিন হইল আপনারা বুদ্ধোপাসনা করিয়া গিয়াছিলেন। এবার এত বিলম্ব হইল কেন?" স্থবিরদ্বয় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল খুলিয়া বলিলেন। তচ্ছ্রবণে সঙ্ঘস্থ সকলে তাঁহাদের অলসতার কথা জানিতে পারিল; ধর্ম্মসভাতেও এ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া এই কথা শুনিলেন এবং স্থবিরদ্বয়কে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সত্যই কি আলস্য-পরতন্ত্র হইয়াছিলে?" স্থবিরদ্বয় বলিলেন, "হাঁ ভগবন্, আমরা প্রকৃতই

নিতান্ত অলস হইয়া পড়িয়াছিলাম।" শাস্তা বলিলেন, "তোমরা পূর্ব্বেও এইরূপ আলস্যবশতঃ বাসস্থান-পরিহারে বিরত হইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—)

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বারাণসীর নিকটস্থ নদীতে বহুচিন্তী, অল্পচিন্তী ও মিতচিন্তী নামে তিনটী মৎস্য উপনীত হইয়াছিল। তাহারা পূর্ব্বে বন্য অঞ্চলে বাস করিত, পরে নদীর স্রোতোবেগে লোকালয়-সমীপস্থ এই প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে ভীত হইয়া মিতচিন্তী অপর মৎস্যদ্বয়কে বলিল, "দেখ, লোকালয়সমীপস্থ স্থান বিপজ্জনক ও ভয়োৎপাদক। এখানে কৈবর্ত্তেরা নানারূপ জাল ও ঘোনা প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে মাছ ধরিয়া থাকে। চল, আমরা আরণ্যপ্রদেশে ফিরিয়া যাই।" কিন্তু অপর দুইটী মৎস্য আলস্যের ও খাদ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া আজ না কাল করিতে করিতে তিন মাস কাটাইল। অতঃপর একদিন কৈবর্ত্তেরা আসিয়া নদীতে জাল ফেলিল। বহুচিন্তী ও অল্পচিন্তী খাদ্যানুসন্ধানে অগ্রে অগ্রে বিচরণ করিতেছিল। তাহারা নিতান্ত মূর্খ ও অন্ধের ন্যায় জাল দেখিতে না পাইয়া উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মিতচিন্তী পশ্চাতে আসিতেছিল; সে জালগ্রন্থি দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে তাহার সঙ্গিদ্বয় জালকুক্ষিগত হইয়াছে। তখন সে এই আলস্যান্ধ মৎস্যদ্বয়ের জীবন-রক্ষার সঙ্কল্প করিল। অনন্তর সে জালের এক পাশ দিয়া সম্মুখ ভাগে উপস্থিত হইয়া জল আলোড়ন করিল, তাহাতে বোধ হইল যে সে যেন জাল ভেদ করিয়া সেখানে গিয়াছে। তাহার পরে সে জালের পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়াও জল আলোড়ন করিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে জাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া কৈবর্ত্তেরা সিদ্ধান্ত করিল, মাছগুলা জাল ছিঁড়িয়া পলাইতেছে। তাহারা জালরক্ষা করিবার জন্য উহার দুই প্রান্ত ধরিয়া তুলিতে লাগিল এবং সেই অবসরে বহুচিন্তী ও অল্পচিন্তী মুক্তিলাভ করিয়া জলে পতিত হইল। মিতচিন্তীর কৌশলবলে এইরূপে তাহাদের জীবনরক্ষা হইল।

[শাস্তা অতীত কথা শেষ করিয়া অভিসম্বুদ্ধভাবে নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

বহুচিন্তী, অল্পচিন্তী পড়ি কৈবর্ত্তের জালে
লভিল জীবন শেষে মিতচিন্তি-বুদ্ধিবলে।

অতঃপর শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া স্থবিরদ্বয় স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমবধান—তখন এই স্থবিরদ্বয় ছিল বহুচিন্তী ও অল্পচিন্তী; এবং আমি ছিলাম মিতচিন্তী।]

☞ এই জাতকের সহিত পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং যদ্‌ভবিষ্য নামধেয় মৎস্যত্রয়ের আখ্যায়িকার তুলনা আবশ্যক।]

১১৫—অনুশাসক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে এক অনুশাসিকা * ভিক্ষুণীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই রমণী শ্রাবস্তী নগরের এক সম্ভ্রান্ত কুলজাতা। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর যথাসময়ে উপসম্পদা লাভ করেন; কিন্তু তদবধি তিনি শ্রমণধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন না, কেবল খাদ্যলালসায় ব্যস্ত থাকিতেন। নগরের যে অংশে অন্য ভিক্ষুণীরা যাইতেন না, তিনি সেই অংশে ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইতেন। সেখানে লোকে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দান করিত। উদরসর্ব্বস্বা ভিক্ষুণী মনে করিতেন, 'যদি অন্য ভিক্ষুণীরা এখানে আগমন করে তাহা হইলে আমার প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিবে। অতএব এমন কোন কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহাতে অন্য কেহ নগরের এ অংশে ভিক্ষাচর্য্যায় না আসিতে পারে।' এই উদ্দেশ্যে তিনি ভিক্ষুণীদিগের উপাশ্রয়ে গিয়া বলিতেন, "অমুক স্থানে একটা পাগলা হাতী, অমুক স্থানে একটা ক্ষেপা ঘোড়া, অমুক স্থানে একটা খেঁকী কুকুর আছে; এ সকল অতি ভয়ানক স্থান। সাবধান, তোমরা কেহ এরূপ স্থানে ভিক্ষা করিতে যাইও না।" এ কথা শুনিয়া কোন ভিক্ষুণী সে অঞ্চলের দিকে মুখ ফিরাইয়াও তাকাইতেন না।

* যে সর্ব্বদা অপরকে সতর্ক হইয়া চলিতে উপদেশ দেয়।

উদরসেবারতা ভিক্ষুণী একদিন নগরের এই অংশে ভিক্ষা করিতে গিয়া যেমন তাড়াতাড়ি এক বাটীতে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি একটা প্রকাণ্ড ভেড়া ঢু মারিয়া তাহার উরুদেশের অস্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন লোকজন জুটিয়া তাঁহার ভাঙ্গা হাড় যোড়া দিয়া বাঁধিল এবং তাঁহাকে মাচায় তুলিয়া উপাশ্রয়ে লইয়া গেল। ভিক্ষুণীরা তখন পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইনি আমাদিগকে এত সাবধান করিতেন; অথচ নিজে নিষিদ্ধস্থানে ভিক্ষা করিতে গিয়া পা ভাঙ্গিয়া আসিলেন।"

অচিরে এই কথা ভিক্ষুসমাজে রাষ্ট্র হইল এবং ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া সেই ভিক্ষুণীর নিন্দা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "এই ভিক্ষুণী অন্য ভিক্ষুণীদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন, অথচ নিজেই সেই নিষিদ্ধ স্থানে ভিক্ষা করিতে গিয়া মেষশৃঙ্গ-প্রহারে ভগ্নপদা হইলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই ভিক্ষুণী পূর্ব্বেও অপরকে সাবধান করিয়া দিত, কিন্তু নিজে তদনুসারে চলিত না এবং সেইজন্য দুঃখ ভোগ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর পক্ষীদিগের রাজা হইয়াছিলেন এবং সহস্র সহস্র পক্ষিপরিবৃত হইয়া হিমালয়ে বিচরণ করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে এক প্রচণ্ডা পক্ষিণী খাদ্যান্বেষণে এক রাজপথে চরিতে আরম্ভ করিল। সেখানে শকট হইতে ধান, মুগ প্রভৃতি শস্য পড়িয়া যাইত। সেই সমস্ত পাইয়া সে ভাবিল, 'এমন কোন উপায় করিতে হইবে যে এখানে অন্য কোন পক্ষী চরিতে না আইসে।'

ইহা স্থির করিয়া সে অন্যান্য পক্ষীদিগকে সাবধান করিয়া দিল, "দেখ, রাজপথে নানা আশঙ্কা। সেখান দিয়া হাতী ঘোড়া যাইতেছে, ভয়ানক ষাঁড়গুলা গাড়ী টানিতেছে। হঠাৎ উড়িয়া যাওয়াও সহজ নহে। অতএব সাবধান, তোমরা সেখানে চরিতে যাইও না।" সে প্রতিদিন পক্ষীদিগকে এইরূপ সতর্ক করিত বলিয়া তাহারা তাহার "অনুশাসিকা" এই নাম রাখিয়াছিল।

একদিন অনুশাসিকা রাজপথে চরিবার সময় শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিল অতিবেগে একখানি শকট আসিতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া সেদিকে তাকাইল এবং ভাবিল, 'এখনও অনেক দূরে আছে; আরও কিছুক্ষণ চরা যাউক।' সে পুনর্ব্বার চরিতে আরম্ভ করিল, এদিকে শকটখানি বায়ুবেগে আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। অনুশাসিকা উড়িয়া যাইবার অবসর পাইল না; শকটচক্র তাহার দেহ দ্বিধা ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল।

বোধিসত্ত্ব যখন সমাগত পক্ষীদিগকে গণিতে লাগিলেন, তখন অনুশাসিকাকে না দেখিতে পাইয়া তাহার অনুসন্ধানার্থ আদেশ দিলেন। পক্ষীরা অনুসন্ধান করিতে করিতে রাজপথে তাহার দ্বিখণ্ডীকৃত দেহ দেখিতে পাইল এবং বোধিসত্ত্বকে জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তাই ত! সে অন্য পক্ষীদিগকে বারণ করিত; আর নিজেই নিষিদ্ধ স্থানে চরিতে গিয়া প্রাণ হারাইল!" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন:—

অন্যেরে সতর্ক করে, নিজে কিন্তু লোভবশে
নানা বিঘ্নসমাকুল নিষিদ্ধ স্থানেতে পশে।
অনুশাসিকার প্রাণ চক্রাঘাতে গেল, হায়,
ছিন্ন দেহ রাজপথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।

[সমবধান—তখন এই অনুশাসিকা ভিক্ষুণী ছিল সেই অনুশাসিকা পক্ষিণী এবং আমি ছিলাম পক্ষীদিগের রাজা।]

১১৬—দুর্ব্বচ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক অবাধ্য ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু গৃধ্রজাতকে (৪২৭) বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি যে কেবল এ জন্মেই অবাধ্য হইয়াছ তাহা নহে; পূর্ব্বেও অবাধ্যতাবশতঃ পণ্ডিতদিগের কথায় কর্ণপাত কর নাই এবং তন্নিবন্ধন শক্তির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :-

---

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব লঙ্ঘন-নর্ত্তককুলে * জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি অতি প্রজ্ঞাবান্ ও উপায়কুশল হইয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব এক আচার্য্যের নিকট শক্তিলঙ্ঘন-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত শক্তিলঙ্ঘনক্রীড়াদি প্রদর্শন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। ঐ আচার্য্য নৃত্যকালে চারিটী শক্তি লঙ্ঘন করিতে পারিতেন; কিন্তু কিরূপে পাঁচটী শক্তি লঙ্ঘন করিতে হয় তাহা জানিতেন না। একদিন কোন গ্রামে ক্রীড়া প্রদর্শন করিবার সময় তিনি কিন্তু নেশার ঝোঁকে পাঁচটা শক্তি লঙ্ঘন করিবেন বলিয়া পাঁচটা শক্তিই যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি ত পাঁচটা শক্তি লঙ্ঘন করার কৌশল জানেন না। অতএব একটা তুলিয়া লউন। পাঁচটাই লঙ্ঘন করিতে গেলে আপনি পঞ্চম শক্তি দ্বারা বিদ্ধ হইবেন; তাহাতে আপনার অপমৃত্যু ঘটিবে।"

আচার্য্য তখন প্রমত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের কথা না শুনিয়া বলিলেন, "তুমি আমার ক্ষমতা জান না।" অনন্তর তিনি চারিটী শক্তি লঙ্ঘন করিয়া যেমন পঞ্চমটী লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি উহার অগ্রভাগে বিদ্ধ হইয়া, মধুকপুষ্প যেমন বৃন্ত হইতে ঝুলিতে থাকে সেই ভাবে, ঝুলিতে ঝুলিতে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "পণ্ডিতদিগের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াই আপনি প্রাণ হারাইলেন।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথা বলিলেন :—

> করিনু নিষেধ তবু দিলেনা ক কাণ,
> অসাধ্য সাধিতে গিয়া হারাইলে প্রাণ।
> লঙ্ঘিলে চারিটী শক্তি,—সাধ্য ছিল এই,
> পঞ্চত্ব, পঞ্চম চেষ্টা লঙ্ঘিবারে যেই।

বোধিসত্ত্ব ইহা বলিয়া আচার্য্যকে শক্তি হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

[সমবধান—তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল সেই আচার্য্য এবং আমি ছিলাম তাঁহার অন্তেবাসিক।

১১৭—তিত্তির-জাতক। (২)

[শাস্তা জেতবনে কোকালিকের † সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। যাহারা দেবদত্তের কুপরামর্শে বুদ্ধশাসন পরিত্যাগ করিয়াছিল, কোকালিক তাহাদের অন্যতম। এই জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তু তর্কারিয়-জাতকে (৪৮১) বলা হইবে। শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কোকালিক কেবল এজন্মেই যে নিজের মুখের দোষে বিনষ্ট হইয়াছে, এমন নহে, পূর্ব্বেও সে এই কারণে বিনষ্ট হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

---

* লঙ্ঘননর্ত্তক, যাহারা রজ্জু প্রভৃতির উপর শারীরকৌশলসাধ্য নৃত্যাদি দেখায়, বাজিকর (acrobat)।

† কোকালিক দেবদত্তের সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক পাষণ্ড। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্যব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তক্ষশিলানগরে সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্টসমাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশে যত ঋষি ছিলেন, তাঁহারা সমবেত হইয়া বোধিসত্ত্বকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব পঞ্চশত ঋষির গুরু হইয়া হিমালয়ে অবস্থিতিপূর্ব্বক ধ্যানসুখ ভোগ করিতেন।

একদা পাণ্ডুরোগগ্রস্ত এক তপস্বী কুঠার দ্বারা কাঠ চিরিতেছিলেন। এক বাচাল তপস্বী তাহার নিকটে বসিয়াছিলেন। তিনি 'এখানে এক কোপ মার,' 'ওখানে এক কোপ মার' এইরূপ অযাচিত পরামর্শ দিয়া রুগ্‌ণ তপস্বীর ক্রোধোদ্রেক করিলেন। রুগ্‌ণ তপস্বী ক্রোধ-ভরে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এখন কাঠচেরা কাজে আমার আচার্য্য হইলে নাকি?" ইহা বলিয়াই তিনি সেই তীক্ষ্ণকুঠার উত্তোলনপূর্ব্বক এক আঘাতে মুখর তপস্বীকে নিহত ও ধরাশায়ী করিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব তাহার শারীরকৃত্য সম্পন্ন করিলেন।

এই সময়ে আশ্রমের অবিদূরে কোন বল্মীকপাদে একটা তিত্তির থাকিত। সে সকালে ও সন্ধ্যায় বল্মীকাগ্রে বসিয়া নিয়ত টী, টী শব্দ করিত। তাহা শুনিয়া এক ব্যাধ বুঝিল এখানে তিত্তির আছে। সে শব্দানুসরণে অগ্রসর হইয়া তিত্তিরটাকে মারিয়া লইয়া গেল। বোধিসত্ত্ব আর তিত্তিরের ডাক শুনিতে না পাইয়া তপস্বীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমুক স্থানে যে একটী তিত্তির ছিল, তাহার আর ডাক শুনা যায় না কেন?" তপস্বীরা তাঁহাকে তিত্তিরবধবৃত্তান্ত জানাইলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব উল্লিখিত ঘটনাদ্বয় একত্র করিয়া ঋষিদিগের নিকট এই গাথা পাঠ করিলেন:—

> অসময়ে উচ্চরবে বাচাল হইয়া
> পরশু-প্রহারে প্রাণ গেল দুর্মেধের;
> সারাদিন উচ্চরবে ডাকিয়া ডাকিয়া
> আনিল শমনে ডাকি তিত্তির নিজের।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন কাকোলিক ছিল সেই অনধিকারচর্চ্চী তাপস, আমার শিষ্যগণ ছিল অপর সকল তাপস এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

১১৮—বর্ত্তক-জাতক। (২)

[শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে উত্তর-শ্রেষ্ঠিপুত্রকে * লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। উত্তরশ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তীনগরের এক মহাবিভবশালী ব্যক্তি। এক পুণ্যবান্ পুরুষ ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি ব্রহ্মার ন্যায় মনোহর বপু ধারণ করিয়াছিলেন।

একদা শ্রাবস্তী নগরে কার্ত্তিকোৎসব † ঘোষিত হইল এবং সমস্ত নগরবাসী উৎসবে মাতিল। উত্তর-শ্রেষ্ঠীপুত্রের সহচর অন্যান্য শ্রেষ্ঠিপুত্রগণ বিবাহ করিয়াছিল; কিন্তু তিনি এতকাল ব্রহ্মলোকে বাস করিয়াছিলেন যে কামাদি কোন রিপুই তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারিত না। তাঁহার সহচরগণ স্থির করিল, এই উৎসবের জন্য তাঁহাকেও একটী রমণী আনিয়া দিতে হইবে। তাহারা তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, "বন্ধু, কার্ত্তিকমহোৎসব আরব্ধ হইয়াছে; আমাদের একান্ত ইচ্ছা তোমার জন্য এক জন রমণী আনয়ন করি। তাহা হইলে সকলেই একসঙ্গে বেশ আমোদ প্রমোদ করিতে পারিব।" তিনি বলিলেন, "রমণীতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।" কিন্তু বন্ধুগণ নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে অবশেষে তাঁহাকে এই প্রস্তাবে সম্মত করাইলেন, এক

---

* উত্তরশ্রেষ্ঠি=প্রধানশ্রেষ্ঠী।

† ১৫০ সংখ্যক জাতকেও এই উৎসবের উল্লেখ দেখা যায়। এই উৎসব কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে অনুষ্ঠিত হইত।

বর্ণদাসীকে * সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া তাহার গৃহে লইয়া গেলেন। এবং শ্রেষ্ঠিপুত্রের নিকট যাও বলিয়া তাহাকে শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দিয়া স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গেলেন।

রমণী শ্রেষ্ঠিপুত্রের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; কিন্তু তিনি একবারও তাহার দিকে দৃকপাত করিলেন না তাহার সহিত একটী কথা পর্য্যন্ত বলিলেন না। তখন সে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই ব্যক্তি আমার ন্যায় পরম রূপবতী ও রসবতী রমণীকে পাইয়াও একবার মাত্র এদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। দেখা যাউক নারীসুলভ বিলাস-বিভ্রম দ্বারা ইঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি কি না। অনন্তর সে মুনি-মনোহর হাবভাব প্রকটিত করিয়া এবং মুক্তাপঙ্‌ক্তিনিভ দন্তরাজি বিকশিত করিয়া স্মিতমুখে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইল। কিন্তু তাহার দন্ত দেখিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্রের মনে অস্থি-ভাবনার উদয় হইল। তিনি অস্থিসম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সেই রমণীর লাবণ্যময় দেহ তাঁহার নিকট কেবল অস্থিবিনির্ম্মিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া বলিলেন, "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" রমণী তাঁহার গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেছে এমন সময় এক ধনশালী ব্যক্তি রাজপথে তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে অর্থ দিয়া নিজ ভবনে লইয়া গেলেন।

সপ্তাহান্তে কার্ত্তিকোৎসব শেষ হইল। কন্যা তখনও ফিরিল না দেখিয়া সেই বর্ণদাসীর মাতা শ্রেষ্ঠিপুত্রদিগের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মেয়ে কোথায়?" তাহার উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্রের গৃহে গিয়া ঐ রমণীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্র বলিলেন, "আমি তাহাকে তখনই বিদায় দিয়াছি।"

বর্ণদাসীর মাতা বলিল, "আমার মেয়েকে দেখিতে পাইতেছি না। তাহাকে শীঘ্র আনিয়া দাও।" ইহা বলিতে বলিতে সে উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্রকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শ্রেষ্ঠিপুত্রগণ সেই রমণীকে লইয়া তোমার গৃহে দিয়াছিল কি না?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "তবে এখন সে কোথায়?" "তাহা আমি জানি না। আমি সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে বিদায় দিয়াছিলাম।" "তুমি এখন তাহাকে আনয়ন করিতে পার কি?" "না মহারাজ আমার সে সাধ্য নাই।" তখন রাজা কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিলেন, "এ যদি সেই কন্যাকে আনিয়া দিতে না পারে তাহা হইলে ইহার প্রাণদণ্ড কর।"

তখন রাজপুরুষেরা "ইহার প্রাণদণ্ড করিব" বলিয়া শ্রেষ্ঠিপুত্রের হস্তদ্বয় পৃষ্ঠের দিকে বন্ধন করিল এবং তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া চলিল। শ্রেষ্ঠিপুত্র এক বর্ণদাসীকে উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই বলিয়া রাজাজ্ঞায় তাহার প্রাণদণ্ড হইবে এই সংবাদে অচিরে সমস্ত নগরে তুমুল কোলাহল হইল। সমবেত জনসঙ্ঘ বক্ষঃস্থলে হস্ত স্থাপিত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল "প্রভু, এ কি হইল? আপনি বিনা অপরাধে দণ্ডভোগ করিলেন।"

শ্রেষ্ঠিপুত্র ভাবিলেন "গৃহস্থাশ্রমে ছিলাম বলিয়াই এই কষ্ট পাইলাম। যদি ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করি তাহা হইলে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ মহাগৌতমের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।"

এদিকে সেই বর্ণদাসীও কোলাহল শুনিতে পাইল এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইল। তখন সে, "সরে যাও, সরে যাও, রাজপুরুষদিগকে আমায় দেখিতে দাও" ইহা বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে শ্মশানের দিকে ছুটিল এবং রাজপুরুষদিগের নিকট উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা তাহাকে তাহার মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং শ্রেষ্ঠিপুত্রকে বন্ধনমুক্ত করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন।

উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্র বন্ধুজন-পরিবৃত হইয়া নদীতে গিয়া স্নান করিলেন এবং গৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক প্রাতরাশান্তে জনকজননীকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের বাসনা জানাইলেন। অনন্তর তাঁহাদের অনুমতি লইয়া তিনি ভিক্ষুজনোচিত চীবরাদি গ্রহণপূর্ব্বক বহু অনুচরের সহিত শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি যথাকালে উপসম্পন্ন হইয়া একাগ্রচিত্তে বন্ধনরূপ কর্ম্মস্থান ধ্যান করিতে করিতে অচিরে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ও অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত ভিক্ষুগণ উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্রের গুণাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "ইনি আপৎকালে ত্রিরত্নশাসনের উৎকর্ষ উপলব্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে মুক্তি লাভ করিলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। সেই সুচিন্তার ফলেই ইনি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, এবং প্রব্রাজক হইয়া এখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, উত্তরশ্রেষ্ঠিপুত্র আপৎকালে 'মুক্তিলাভ করিলে প্রব্রাজক হইব' এই চিন্তা দ্বারা মরণভয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল। অতীতকালেও পণ্ডিতেরা আপৎকালে এই উপায়েই দুঃখ-সাগর অতিক্রম করিয়াছিলেন।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

* বর্ণদাসী=গণিকা।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব জন্মান্তরগ্রহণরূপ নিয়মবশাৎ বর্ত্তক যোনিতে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সময় এক বর্ত্তক ব্যাধ বনে গিয়া বর্ত্তক ধরিত, তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইত এবং যখন তাহারা বেশ মোটা সোটা হইত তখন বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে একদিন বহুবর্ত্তকের সহিত বোধিসত্ত্বকে ধরিয়া গৃহে লইয়া গিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই ব্যক্তি আমায় যে খাদ্য ও পানীয় দিবে, আমি যদি তাহা গ্রহণ করি তাহা হইলে এ আমায় বিক্রয় করিবে। কিন্তু আমি যদি সে সব স্পর্শ না করি, তাহা হইলে এত কৃশ হইব যে কেহই আমায় ক্রয় করিবে না; তখন বোধ হয় আমার উদ্ধারের পথ হইবে। অতএব আমার পক্ষে এই উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব পানাহার হইতে বিরত হইলেন এবং অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িলেন। কেহই তাঁহাকে ক্রয় করিতে চাহিল না। ব্যাধ অন্য সমস্ত বর্ত্তক বিক্রয় করিয়া খাঁচা খালি আনিয়া দ্বারদেশে রাখিল এবং বোধিসত্ত্বকে হস্তে লইয়া তাঁহার কি অসুখ করিয়াছে দেখিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব যখন দেখিলেন ব্যাধ একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে, তখন পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক উড্ডয়ন করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া অন্য সকল বর্ত্তক জিজ্ঞাসা করিল, "এত দিন তোমায় দেখিতে পাই নাই কেন? কোথা গিয়াছিলে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এক ব্যাধ আমায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।" "কিরূপে মুক্তিলাভ করিলে?" "সে আমায় যে খাদ্য দিয়াছিল তাহার কণামাত্র স্পর্শ করি নাই; যে পানীয় দিয়াছিল তাহার বিন্দুমাত্র পান করি নাই। এই উপায়েই আমি মুক্তি লাভ করিয়াছি।" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন:—

> পরিণামচিন্তা বিনা সুফল না ঘটে;
> পরিণামচিন্তা বলে উত্তরি সঙ্কটে।
> পরিণাম ভাবি আমি অন্নজল ত্যজি
> ব্যাধবন্ধমুক্ত হয়ে ফিরিয়াছি আজি।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে নিজের কৃতকার্য্যের ব্যাখ্যা করিলেন।

[সমাধান—তখন আমি ছিলাম সেই মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত বর্ত্তক।]

১১৯—অকালরাবি-জাতক।

[এক ভিক্ষু অসময়ে চীৎকার করিতেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন। এই ভিক্ষু শ্রাবস্তীনগরে এক সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য অবহেলা করিতেন, উপদেশও গ্রহণ করিতেন না। কখন কোন্ কৃত্য সম্পাদন করিতে হইবে, কখন তথাগতের অর্চ্চনা করিতে হইবে, কখন শাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তিনি এসব কিছুই জানিতেন না। প্রথম যামে, মধ্যম যামে, শেষ যামে, সমস্ত রাত্রি, এমন কি যখন লোকে জাগিয়া থাকিত তখনও, তিনি কেবল বিকট চীৎকার করিতেন; তজ্জন্য অন্য ভিক্ষুরা নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। এই নিমিত্ত ভিক্ষুগণ একদিন ধর্ম্মসভায় তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অমুক ভিক্ষু এবংবিধ রত্নশাসনে প্রবেশ করিয়াও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও কালাকাল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না।" শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, এইব্যক্তি পূর্ব্বকালেও অকালরাবী ছিল এবং কালাকাল না জানিয়া চীৎকার করিত বলিয়া গ্রীবাদেশে দৃঢ়রূপে ধৃত হইয়া শ্বাসরোধবশতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া একজন সুবিখ্যাত অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই শিষ্যদিগের এক কুক্কুট ছিল; সে যথাকালে ডাকিত। তাহা শুনিয়া শিষ্যগণ নিদ্রাত্যাগ পূর্ব্বক পাঠ অভ্যাস করিত।

কিয়ৎকাল পরে ঐ কুক্কুট মরিয়া গেল। তখন শিষ্যেরা আর একটা কুক্কুটের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর এক শিষ্য শ্মশানবনে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়া একটা কুক্কুট দেখিতে পাইল এবং তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। ঐ কুক্কুট শ্মশানে বর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া কোন্ সময়ে ডাকা উচিত তাহা জানিত না; কাজেই কখনও নিশীথকালে, কখনও বা অরুণোদয় সময়ে ডাকিয়া উঠিত। তাহার ডাক শুনিয়া নিশীথ সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শিষ্যেরা পাঠ আরম্ভ করিত; কিন্তু প্রভাত হইতে না হইতেই তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িত এবং নিদ্রালস্যহেতু পাঠেও মনঃসংযোগ করিতে পারিত না। আবার কুক্কুট যখন প্রভাত হইবার পর ডাকিত তখন তাহারা পাঠের জন্য আদৌ অবসর পাইত না। এইরূপে কুক্কুটের অকালরব-নিবন্ধন তাহাদের পাঠের মহা বিঘ্ন ঘটিল দেখিয়া শিষ্যেরা একদিন তাহাকে ধরিয়া গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিল এবং আচার্য্যকে সেই কথা জানাইল।

আচার্য্য তাহাদের উপদেশার্থ বলিলেন এই কুক্কুট প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হয় নাই বলিয়াই বিনষ্ট হইল। অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন:—

> মাতাপিতা কিংবা আচার্য্যোপাধ্যায়
> করে নাই এর শিক্ষার বিধান;
> সেই হেতু এই কুক্কুটের, হায়,
> জন্মে নাই কভু কালাকালজ্ঞান।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিলেন এবং পৃথ্বীতলে আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করিয়া কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই অকালরাবী কুক্কুট; বুদ্ধশিষ্যগণ ছিল সেই আচার্য্যের শিষ্যবৃন্দ এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।

১২০—বন্ধনমোক্ষ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে ব্রাহ্মণকুমারী চিঞ্চা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। চিঞ্চার বৃত্তান্ত মহাপদ্ম-জাতকে (৪৭২) সবিস্তর বলা হইবে।

শাস্তা বলিলেন,—"ভিক্ষুগণ চিঞ্চা যে এ জন্মেই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছে, তাহা নহে; অতীতকালেও সে আমার উপর অমূলক দোষারোপ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজপুরোহিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের বয়ঃপ্রাপ্তির পর যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি নিজেই রাজপুরোহিত হইলেন।

একদা বারাণসীরাজ অগ্রমহিষীকে একটী বর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ভদ্রে! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর।" মহিষী বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! আমি কোন দুর্লভ বর চাহি না; আপনি এখন হইতে অনুরাগভরে অন্য কোন রমণীকে অবলোকন করিবেন না এইমাত্র প্রার্থনা করি।" রাজা প্রথমে এই অঙ্গীকার করিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু মহিষী এরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখাইয়াছিলেন যে শেষে তাঁহাকে অগত্যা ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অন্তঃপুরে ষোড়শ সহস্র নর্ত্তকী ছিল; কিন্তু তদবধি তিনি তাহাদের কাহারও দিকে সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিতেন না।

ইহার কিছুদিন পরে বারাণসীরাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে অশান্তি উপস্থিত হইল। প্রত্যন্ত-স্থিত সৈনিকেরা দস্যুদিগের সহিত দুই তিনবার যুদ্ধ করিয়া রাজাকে লিখিয়া পাঠাইল, "আমরা দুর্বৃত্তদিগকে দমন করিতে পারিতেছি না।" তখন রাজা স্বয়ং সেখানে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া এক বৃহৎ বাহিনী সুসজ্জিত করিলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি মহিষীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি প্রত্যন্ত প্রদেশে যাইতেছি; সেখানে যুদ্ধ হইবে, তাহাতে কাহারও জয়, কাহারও বা পরাজয় ঘটিবে। তাদৃশ স্থান রমণীদিগের বাসের অনুপযুক্ত। অতএব তুমি রাজধানীতেই অবস্থিতি কর।"

মহিষী পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ আপনাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না;" কিন্তু রাজার নিতান্ত অমত দেখিয়া শেষে বলিলেন, "তবে অঙ্গীকার করুন যে এক এক যোজন গিয়া আমার কুশলাকুশল জিজ্ঞাসার্থ এক এক জন লোক পাঠাইবেন?" রাজা বলিলেন, "বেশ, তাহাই করিব।" অতঃপর তিনি বোধিসত্ত্বের উপর রাজধানী রক্ষার ভার দিয়া সেই মহতী সেনার সহিত যাত্রা করিলেন, এবং এক এক যোজন যাইবার পর মহিষীর নিকট এক একজন লোক পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিতেন, "যাও, আমার কুশল বিজ্ঞাপন করিয়া মহিষী কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।" এই সকল লোকের প্রত্যেকে যখন রাজধানীতে উপস্থিত হইত তখন মহিষী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি হে, রাজা তোমায় কি নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন?" সে বলিত, "আপনি কেমন আছেন জানিবার নিমিত্ত।" মহিষী বলিতেন "তবে এস," এবং তাহাকে লইয়া পাপাচরণ করিতেন। রাজা বত্রিশ যোজন গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং মহিষীর সকাশে একে একে বত্রিশ জন লোক পাঠাইয়াছিলেন। মহিষী তাহাদের সকলের সঙ্গেই ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন।

রাজা প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়া দস্যুদমনপূর্ব্বক তত্রত্য অধিবাসীদিগের ভয়াপনোদন করিলেন এবং রাজধানীতে প্রতিগমন করিবার সময়েও মহিষীর নিকট পূর্ব্ববৎ বত্রিশ জন লোক পাঠাইলেন। মহিষী ইহাদেরও সহিত পাপাচরণ করিলেন। এদিকে রাজা নগরের পুরোভাগে উপনীত হইয়া জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"নগরবাসীদিগকে আমার অভিনন্দনার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ দিন।" বোধিসত্ত্বের চেষ্টায় সমস্ত নগরে রাজার অভিনন্দনার্থ উদ্যোগ হইল; অতঃপর তিনি রাজভবনেও যথোচিত আয়োজন করিবার অভিপ্রায়ে সেখানে গমন করিয়া মহিষীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহ অবলোকন করিয়া মহিষী নিতান্ত অধীর হইলেন এবং বলিলেন, "এস, ব্রাহ্মণ! আমরা আমোদপ্রমোদ করি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেবি, এমন কথা মুখে আনিবেন না। রাজা পিতৃস্থানীয়; আমিও পাপকে ভয় করি, অতএব আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অক্ষম।" মহিষী বলিলেন, "চৌষট্টি জন বার্ত্তাবহ ত রাজাকে গুরু বলিয়া মনে করে নাই, পাপের ভয়েও ভীত হয় নাই। তবে তুমিই বা কেন রাজাকে পিতৃস্থানীয় মনে করিয়া পাপের ভয় করিতেছ?"

"আমি যেরূপ ভাবিতেছি, তাহারাও যদি সেইরূপ ভাবিত, তবে কখনও পাপে প্রবৃত্ত হইত না। আমি জানিয়া শুনিয়া এরূপ দুষ্কার্য্য করিতে পারিব না।"

"কেন এত প্রলাপ বকিতেছ? যদি আমার কথামত কাজ না কর, তাহা হইলে তোমার ঘাড়ে মাথা থাকিবে না।"

"মাথাই কাটুন। এ জন্মে মাথা কাটা যাউক, আর শতসহস্র জন্মেই মাথা কাটা যাউক, আমি কিছুতেই এরূপ পাপে লিপ্ত হইব না।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে।"

বোধিসত্ত্বকে এইরূপে ভয় দেখাইয়া মহিষী শয়নকক্ষে গিয়া নখদ্বারা নিজের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিলেন, সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিলেন এবং মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিলেন। তিনি দাসীদিগকে বলিয়া দিলেন, "রাজা আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিস্ যে আমার অসুখ করিয়াছে।"

ইতিমধ্যে বোধিসত্ত্ব রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অনন্তর রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন, এবং মহিষীকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবী কোথায়?" পরিচারিকা উত্তর দিল, "তাঁহার অসুখ করিয়াছে।" তখন রাজা শয়নাগারে গিয়া মহিষীর পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ভদ্রে! তোমার নাকি অসুখ করিয়াছে?" মহিষী প্রথমে নীরব রহিলেন; কিন্তু রাজা একবার, দুইবার, তিনবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে শেষে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! আপনি জীবিত থাকিতেই কি আমার ন্যায় হতভাগিনীকে পরপুরুষের মন যোগাইয়া চলিতে হইবে?" "প্রিয়ে! তুমি কি বলিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না।" "আপনি যে পুরোহিতের উপর নগররক্ষার ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তিনি প্রাসাদপর্য্যবেক্ষণের ছলে এখানে আসিয়া আমার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা মুখে আনা যায় না। আমি তাহাতে সম্মত হই নাই বলিয়া তিনি আমায় মনের সাধে প্রহার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

অগ্নির মধ্যে লবণ বা শর্করা ফেলিয়া দিলে তাহা যেমন চিট্‌মিট্ করিয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে, মহিষীর কথা শুনিয়া রাজাও ক্রোধবশে সেইরূপ করিতে লাগিলেন। তিনি শয়নাগার হইতে বাহির হইয়া দ্বারবান্ ও অন্যান্য ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিলেন এবং আদেশ দিলেন, "এখনই পুরোহিতকে পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে যেরূপ করা হয় সেইভাবে, নগরের বাহিরের মশানে লইয়া যাও এবং সেখানে তাহার শিরশ্ছেদ কর।" ভৃত্যগণ তখনই ছুটিয়া গেল এবং বোধিসত্ত্বকে পিঠমোড়া দিয়া বান্ধিয়া বধ্যভেরী বাজাইতে আরম্ভ করিল।

বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, "দুষ্টা মহিষী পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিত আমার সম্বন্ধে রাজার মন ভাঙ্গাইয়াছেন। এখন আমাকে নিজের বলেই নিজের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে।" অতঃপর তিনি রাজভৃত্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা আমাকে প্রথমে রাজার নিকট লইয়া চল, পরে আমায় বধ করিবে।" তাহারা বলিল, "কেন, এরূপ করিতে যাইব কেন?" "আমি রাজার কর্ম্মচারী; রাজার কার্য্যে বহু পরিশ্রম করিয়াছি; এক স্থানে প্রচুর গুপ্তধন আছে; তাহা কেবল আমিই জানি; ঐ ধন রাজার প্রাপ্য; কিন্তু তোমরা আমায় রাজার নিকট না লইয়া গেলে উহা তাঁহার হস্তগত হইবে না। অগ্রে রাজাকে ঐ ধনের কথা বলিতে দাও, তাহার পর তোমরা তোমাদের কাজ করিও।"

ইহা শুনিয়া তাহারা বোধিসত্ত্বকে রাজার সমীপে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি হে ব্রাহ্মণ! তোমার কি লজ্জা হইল না? তুমি এমন দুষ্কার্য্য করিলে কেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ! আমি শ্রোত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি কখনও পিপীলিকাটীর পর্য্যন্ত প্রাণহানি করি নাই, কেহ দান না করিলে পরের তৃণশলাকাটী পর্য্যন্ত গ্রহণ করি নাই, লোভবশে চক্ষু মেলিয়া পরস্ত্রীর দিকেও দৃষ্টিপাত করি নাই। আমি কখনও মিথ্যাকথা বলি নাই; কুশাগ্রেও মদ্য স্পর্শ করি নাই। মহারাজ! আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সেই চপলা রমণীই লোভবশে আমার হস্তধারণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমাকে শাসাইয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আমাকে নিজের পূর্ব্বকৃত পাপের কথাও বলিয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ! আবার বলিতেছি আমি নিরপরাধ। আপনার পত্র লইয়া যে চৌষট্টি জন লোক আসিয়াছিল, তাহারাই

অপরাধী। আপনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা মহিষীর আদেশমত কার্য্য করিয়াছিল কি না।"

রাজা তখন সেই চৌষট্টি জন পত্রবাহককে বন্ধন করাইয়া মহিষীকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইহাদের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়াছিলে কি না সত্য বল।" মহিষী দোষ স্বীকার করিলেন। তখন রাজা আজ্ঞা দিলেন, "পিঠমোড়া দিয়া বান্ধিয়া এই চৌষট্টি জনের মুণ্ডপাত কর।"

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ইহাদেরই বা দোষ কি? ইহারা দেবীর আদেশমত তাঁহারই অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছে। অতএব ইহারা নিরপরাধ ও ক্ষমার যোগ্য। আবার ভাবিয়া দেখিলে দেবীরও দোষ দেখা যায় না, কারণ স্ত্রীজাতির দুষ্প্রবৃত্তি দুর্দ্দমনীয়া, যাহা জাতিস্বভাব তাহা দুরতিক্রম, অতএব মহারাজ, তাঁহাকেও ক্ষমা করুন।" এইরূপে রাজাকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া বোধিসত্ত্ব সেই চৌষট্টি জন পুরুষ ও মহিষীকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং তাহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ! পণ্ডিতেরা বন্ধনের অযোগ্য হইলেও মূর্খদিগের অসার অভিযোগে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু পণ্ডিতদিগের যুক্তিগর্ভ বাক্যে মূর্খেরা বন্ধনমুক্ত হইল। অতএব মূর্খের কাজ হইতেছে বন্ধনের অযোগ্য ব্যক্তিকে বন্ধন করা, পণ্ডিতের কাজ হইতেছে মূর্খকে বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া।

মূর্খ বক্তা যথা, পণ্ডিতের তথা সদা বন্ধনের ভয়;
পণ্ডিত-বচনে কিন্তু মূর্খ জনে বন্ধনবিমুক্ত হয়।

মহাসত্ত্ব এই গাথা দ্বারা রাজাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া বলিলেন, "আমি সংসারে রহিয়াছি বলিয়াই এই দুঃখ পাইলাম। আমার আর সংসারে কাজ নাই; এখন আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অনুমতি দিন।" অনন্তর রাজার অনুমতি লইয়া তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক হিমালয়ে চলিয়া গেলেন, জ্ঞাতিজনের সাশ্রুনয়ন, নিজের বিপুল বৈভব, কিছুরই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না।

হিমালয়ে অবস্থিতি করিয়া বোধিসত্ত্ব ক্রমে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন চিঞ্চা মাণবিকা ছিল সেই দুষ্টা মহিষী, আনন্দ ছিল রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই রাজপুরোহিত।]

১২১—কুশনালী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অনাথপিণ্ডদের এক বন্ধুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। অনাথপিণ্ডদের বন্ধুবান্ধব ও জ্ঞাতিগণ পুনঃপুনঃ বলিতেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, এই ব্যক্তি জাতিগোত্রধনধান্যাদি কোন বিষয়েই আপনার তুল্যকক্ষ নহে; উচ্চকক্ষ হওয়া ত দূরের কথা। ইহার সঙ্গে মিত্রতা করিবার হেতু কি? আপনি ইহার সংস্রব ত্যাগ করুন।" অনাথপিণ্ডদ এই সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না, তিনি বলিতেন, "নীচকক্ষ, তুল্যকক্ষ, উচ্চকক্ষ, সকলের সঙ্গেই মিত্রতা করা যাইতে পারে।" তিনি একবার সেই বন্ধুর উপর গৃহরক্ষার ভার দিয়া ভূসম্পত্তি পরিদর্শনার্থ শ্রাবস্তী হইতে চলিয়া গেলেন। অনন্তর, কালকর্ণী-জাতকে (৮৩) যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ সমস্ত ঘটিল। অনাথপিণ্ডদ গৃহে ফিরিয়া শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, যে প্রকৃত মিত্র, সে কখনও নীচকক্ষ হইতে পারে না। মিত্রধর্ম্মপ্রতিপালন করিবার ক্ষমতাই মিত্রতার প্রমাণ। যে প্রকৃত মিত্র, সে জাতিগোত্রাদি সম্বন্ধে নীচকক্ষ হউক বা তুল্যকক্ষ হউক, সর্ব্বাবস্থাতেই সবিশেষ সম্মানের পাত্র, কারণ তাহার উপর যে ভারই সমর্পণ করা যাউক না কেন, সে তাহা সযত্নে বহন করিয়া থাকে। এই ব্যক্তি তোমার প্রকৃত মিত্র বলিয়াই তোমার সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছে। পুরাকালেও এক প্রকৃত মিত্র দেববিমান রক্ষা করিয়াছিলেন।" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজোদ্যানে এক কুশগুচ্ছের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া বাস করিতেছিলেন। সেই উদ্যানেই মঙ্গলশিলার * নিকটে একটী সরল কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা-পরিশোভিত অতিসুন্দর রুচিবৃক্ষ † ছিল। (ঐ বৃক্ষের নামান্তর মুখ্যক)। রাজা এই বৃক্ষের বড় আদর করিতেন। এই বৃক্ষেও এক দেবতা বাস করিতেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে প্রভূত ক্ষমতাশালী কোন দেবরাজ ছিলেন। ‡ বোধিসত্ত্বের সহিত এই দেবতার মিত্রতা জন্মিয়াছিল।

বারাণসীরাজ এক একস্তম্ভ প্রাসাদে বাস করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন স্তম্ভটী বড় জীর্ণ হইয়াছিল। রাজভৃত্যগণ যখন দেখিল স্তম্ভটী নড়িতেছে চড়িতেছে, তখন তাহারা রাজাকে জানাইল। রাজা সূত্রধরদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপ সকল, আমার মঙ্গলপ্রাসাদের স্তম্ভটী নড়িতেছে। একটী সারবান্ স্তম্ভ আনিয়া প্রাসাদ নিশ্চল কর। তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজার আদেশ গ্রহণ করিল এবং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু কোথাও তদনুরূপ বৃক্ষ না পাইয়া শেষে উদ্যানে প্রবেশ করিল এবং সেই মুখ্যক বৃক্ষ দেখিয়া রাজার নিকট ফিরিয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, স্তম্ভের উপযুক্ত বৃক্ষ পাইলে কি?" "তাহারা বলিল, হাঁ মহারাজ, একটা পাইয়াছি বটে, কিন্তু উহা আমরা কাটিতে চাই না।" "কাটিতে চাও না কেন?" "আমরা-অন্য কোথাও উপযুক্ত বৃক্ষ না পাইয়া উদ্যানে গিয়াছিলাম; সেখানেও মঙ্গলবৃক্ষ ভিন্ন অন্য এমন কোন বৃক্ষ পাইলাম না যাহাতে আমাদের কাজ হইতে পারে। কিন্তু সেটা যখন মঙ্গলবৃক্ষ, তখন কাটি কি প্রকারে?" "যাও, সেই বৃক্ষই কাট এবং প্রাসাদ স্থির কর। আমি অন্য মঙ্গল বৃক্ষের ব্যবস্থা করিব।" তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পূজোপহার লইয়া পুনর্ব্বার উদ্যানে গেল এবং বৃক্ষের অর্চ্চনা করিয়া, "কাল আসিয়া কাটিব" এই বলিয়া চলিয়া গেল।

বৃক্ষদেবতা এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "হায়, কালই আমার বিমান নষ্ট হইবে। আমি পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া কোথায় যাইব?" তিনি যাইবার কোন স্থান না পাইয়া সন্তানদিগের গলা ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ আসিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বৃক্ষদেবতার বিপদের কথা শুনিলেন, কিন্তু সেই সূত্রধরদিগকে নিরস্ত করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিজেরাও কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় বোধিসত্ত্ব ঐ বৃক্ষদেবতার সহিত দেখা করিবার মানসে সেখানে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই; আমি এই বৃক্ষ ছেদন করিতে দিব না। কাল যখন সূত্রধরেরা আসিবে তখন দেখিবে আমি কি করি।"

এইরূপে বৃক্ষদেবতাকে আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব পরদিন সূত্রধরদিগের আগমনসময়ে বহুরূপের § বেশ ধারণ করিলেন, তাহারা আসিবার পূর্ব্বেই মঙ্গলবৃক্ষের নিকট গমন করিলেন এবং উহার মূলের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রমে উপরে উঠিয়া শাখার মধ্যে উপনীত হইলেন। তখন বৃক্ষের কাণ্ডটা বহু ছিদ্রযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর বোধিসত্ত্ব শাখার মধ্যে সমাসীন হইয়া ইতঃস্ততঃ শিরঃসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এদিকে সূত্রধরেরা সেখানে গমন করিয়া শাখার মধ্যে বহুরূপ দেখিতে পাইল এবং তাহাদের দলপতি

---

* মঙ্গলশিলা—রাজার বসিবার শিলা অর্থাৎ রাজা যে শিলায় উপবেশন করেন।

† 'রুচিবৃক্ষ' কি বুঝা কঠিন। ইংরাজী অনুবাদক ইহাকে wishing tree করিয়াছেন। বোধ হয় এই শব্দটী রাজার প্রিয় কোন বৃক্ষের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পাঠান্তরেও 'মঙ্গলরুক্খো' দেখা যায়।

‡ মূলে 'মহেসক্খদেবরাজা' এই পদ আছে। মহেশাখ্য = মহা + ঈশ + আখ্য' (প্রভূত-ক্ষমতাশালী)।

§ মূলে 'ককণ্টক' এই পদ আছে। ইহা সংস্কৃত 'কৃকণ্ঠক' শব্দের অপভ্রংশ।

হস্তদ্বারা আঘাত করিয়া ও আঘাতজনিত শব্দ শুনিয়া বলিল, "এ বৃক্ষ যে বহুছিদ্রযুক্ত ও সারহীন! কাল ভালরূপ না দেখিয়াই আমরা ইহার পূজা দিয়াছি।" এই বলিয়া তাহারা সেই সারবান্ ও একঘন * মহাবৃক্ষের নিন্দা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বোধিসত্ত্বের কৃপায় এইরূপে বৃক্ষদেবতার বিমান অক্ষুণ্ণ রহিল। অতঃপর তাঁহার বন্ধু-দেবগণ † বৃক্ষদেবতার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বিমান রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া বৃক্ষদেবতা সানন্দচিত্তে তাঁহাদের সমক্ষে বোধিসত্ত্বের গুণগান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা মহেশাখ্য দেবতা বটে, কিন্তু বুদ্ধির জড়তাবশতঃ বিমানরক্ষার কোন উপায় করিতে পারি নাই, অথচ এই কুশগুচ্ছ দেবতা অদ্ভুত বুদ্ধিবলে আমার বিমান রক্ষা করিয়া দিলেন। উচ্চপদস্থ, তুল্যপদস্থ বা নিম্নপদস্থ সকলের সঙ্গেই মিত্রতা স্থাপন করা যাইতে পারে, কারণ সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে সাহায্য করিয়া আমাদের দুঃখমোচন ও সুখবিধান করিতে সমর্থ।" অনন্তর তিনি মিত্রধর্ম্ম বর্ণন করিয়া এই গাথা বলিলেন:—

জাতিগোত্রকুলে শ্রেষ্ঠ কিংবা সম,
অথবা হউক সর্ব্বাংশে অধম,
প্রকৃত বান্ধব বলি সেই জনে,
বিপদে যে রক্ষা করে প্রাণপণে।
বৃক্ষের দেবতা আমি শক্তিমান্,
নাই সাধ্য কিন্তু রক্ষিতে বিমান।
কুশের দেবতা, ক্ষুদ্র বল যারে,
বিপদে উদ্ধার করিল আমারে।

এইরূপে সমাগত দেবতাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া বৃক্ষদেবতা আবার বলিতে লাগিলেন, "অতএব যাহারা দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে চায় তাহারা, অমুক আমার তুল্যকক্ষ বা উচ্চকক্ষ এরূপ বিচার না করিয়া, বুদ্ধিমান্ নীচকক্ষস্থ ব্যক্তিদিগেরও সহিত মিত্রতা করিবে।" অতঃপর বৃক্ষদেবতা সেখানে বাস করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ কুশগুচ্ছ দেবতার সহিত লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিল সেই বৃক্ষের দেবতা এবং আমি ছিলাম সেই কুশগুচ্ছের দেবতা।]

১২২—দুর্ম্মেধা-জাতক। (২)

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্ত-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে-ছিলেন, "দেখ, দেবদত্ত তথাগতের পূর্ণচন্দ্রনিভ মুখমণ্ডল এবং ব্যামপ্রমপ্রভাবলয় পরিলক্ষিত ও সর্ব্ববিধ-মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত ‡ দিব্য দেহ দেখিয়া ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছে। বুদ্ধের এমন রূপ, এমন শীল, এমন সমাধি, এমন প্রজ্ঞা, এমন বিমুক্তি, এমন মুক্তিজ্ঞান-সামর্থ্য—এ সকল কথা তাহার কর্ণে বিষ বর্ষণ করে; সে সর্ব্বদাই অসূয়া প্রদর্শন করিতেছে।" ভিক্ষুরা এইরূপে দেবদত্তের নিন্দা করিতেছেন এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার গুণকীর্ত্তন শুনিয়া অসূয়া প্রদর্শন করিতেছে তাহা নহে; পূর্ব্বজন্মেও সে এইরূপ করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

---

* একঘন = আগাগোড়া নিরেট।

† মূলে 'সন্দিট্‌ঠসম্ভট্‌টা' এই পদ আছে। সন্দৃষ্ট = দর্শন মাত্রেই যাহার সহিত বন্ধুত্ব জন্মে। সম্ভক্ত = একান্ত হিতকামী।

‡ এই রূপের সহিত প্রথম জাতকে বর্ণিত রূপের তুলনা করিতে হইবে। উভয়ত্রই প্রায় একই ভাবায় বুদ্ধের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে (১ম পৃষ্ঠ)।

পুরাকালে মগধরাজ্যের রাজগৃহ নগরে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন হস্তিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ হইয়াছিল। ফলতঃ শীলাবন্নাগ জাতকে (৭২) যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এ জন্মেও তিনি সেইরূপ রূপসম্পত্তি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত দেখিয়া রাজা তাঁহাকে মঙ্গলহস্তীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন।

একদা কোন পর্ব্বোপলক্ষে রাজগৃহ নগর দেবনগরের ন্যায় অলঙ্কৃত হইল; রাজা সর্ব্বালঙ্কার-পরিশোভিত মঙ্গলহস্তীতে আরোহণ করিয়া রাজোচিত আড়ম্বরসহ নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। পথপার্শ্বস্থ সমস্ত জনসঙ্ঘ মঙ্গলহস্তীর অদ্ভুত রূপ দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইল যে তাহারা একবাক্যে বলিতে লাগিল, "অহো, কি সুন্দর রূপ। কি সুন্দর গতি, কি সুন্দর অঙ্গভঙ্গী! কি সুন্দর সুলক্ষণাবলী! এমন সর্বশ্বেত বারণ রাজচক্রবর্ত্তীদিগেরই উপযুক্ত বাহন।" ফলতঃ তাহারা কেবল মঙ্গল হস্তীরই গুণগান করিতে লাগিল, রাজার নামটী পর্য্যন্ত মুখে আনিল না। ইহা কিন্তু রাজার পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি অসূয়াপরবশ হইয়া ভাবিলেন, 'এই হস্তীটাকে পর্ব্বতপ্রপাত * হইতে পাতিত করিয়া নিহত করাইতে হইবে।' অনন্তর তিনি গজাচার্য্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই হস্তীকে সুশিক্ষিত বলিয়া মনে কর কি?" তিনি বলিলেন, "হাঁ মহারাজ, এই হস্তী অতি সুশিক্ষিত।" "না, এ সুশিক্ষিত নহে, বরং দুঃশিক্ষিত।" "না মহারাজ, এ সুশিক্ষিত।" "এ যদি সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তুমি ইহাকে বৈপুল্য পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করাইতে পার কি?" "হাঁ মহারাজ, নিশ্চয় পারি।" "আচ্ছা, তবে এস দেখি।" ইহা বলিয়া রাজা নিজে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং গজাচার্য্যকে আরোহণ করাইয়া পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত গেলেন। গজাচার্য্যও গজপৃষ্ঠে বৈপুল্য পর্ব্বতের শিখরে উঠিলেন। অতঃপর রাজা পাত্রমিত্রসহ শিখরোপরি আরোহণ করিয়া মঙ্গলহস্তীকে প্রপাতাভিমুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "তুমি বলিতেছ এই হস্তী সুশিক্ষিত, অতএব ইহাকে তিন পায়ে ভর দিয়া দাঁড় করাও। গজাচার্য্য গজস্কন্ধে বসিয়াই অঙ্কুশদ্বারা সঙ্কেত করিলেন, "গজবর, তুমি তিন পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও।" বোধিসত্ত্ব তাহাই করিলেন। তখন রাজা বলিলেন, "সম্মুখের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড় করাও।" মহাসত্ত্ব পশ্চাতের দুই পা তুলিয়া সম্মুখের দুই পায়ের উপর দাঁড়াইলেন। তাহার পর রাজা বলিলেন, "পশ্চাতের দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড় করাও।" গজবরও সম্মুখের দুই পা তুলিয়া পশ্চাতের দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর আদেশ হইল এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড় করাইতে হইবে, গজরাজও তিন পা তুলিয়া এক পায়েই দাঁড়াইলেন।

রাজা যখন দেখিলেন মঙ্গলহস্তী কিছুতেই পড়িয়া যাইতেছে না, তখন তিনি গজাচার্য্যকে বলিলেন, "যদি সাধ্য থাকে তবে আকাশে দাঁড়াইতে বল।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য চিন্তা করিলেন, "সমস্ত জম্বুদ্বীপে ইহার ন্যায় সুশিক্ষিত হস্তী আর নাই। রাজা নিশ্চিত ইহাকে প্রপাত হইতে পাতিত করিয়া বিনষ্ট করিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন।" অনন্তর তিনি হস্তীর কর্ণমূলে বলিলেন, "বৎস, এই রাজা তোমাকে পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দিয়া বিনষ্ট করিতে কৃত সঙ্কল্প। এমন পামরও কখনও তোমার ন্যায় হস্তীর উপযুক্ত প্রভু নহে। যদি তোমার আকাশ-গমনশক্তি থাকে, তবে আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া ব্যোমপথে বারাণসীতে চল।" পূর্ণর্দ্ধিসম্পন্ন মহাসত্ত্ব সেই মুহূর্ত্তেই আকাশে উত্থিত হইলেন। তখন গজাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, এই হস্তী পূর্ণমাত্রায় ঋদ্ধিমান্, তোমার ন্যায় নির্ব্বোধ ও পাপাচার রাজা ইহার অধিপতি হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পুণ্যবান্ পণ্ডিত রাজারাই এরূপ হস্তিরাজের যোগ্য। তোমার ন্যায় ক্রূর-কর্ম্মা ব্যক্তিরা এবংবিধ বাহন পাইলে ইহার মর্য্যাদা বুঝে না। তাহারা বাহন হইতে বঞ্চিত

* প্রপাত = ভৃগু (precipice)

হয় এবং তাহাদের যে কিছু যশ ও মর্য্যাদা থাকে তাহাও বিনষ্ট হয়।" অনন্তর গজস্কন্ধারূঢ় আচার্য্য এই গাথা পাঠ করিলেন :—

যশঃপ্রাপ্তি মূর্খদের অনর্থের হেতু হয় ;
আত্মদ্রোহী, পরদ্রোহী হেন জন নিঃসংশয়।

এই গাথা দ্বারা রাজাকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া, "তবে মহারাজ, আপনি এখানে থাকুন" বলিয়া গজাচার্য্য মঙ্গলহস্তিস্কন্ধে আকাশপথে উত্থিত হইয়া বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক রাজাঙ্গণের উপরিভাগে উপনীত হইলেন এবং আকাশেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া সমস্ত নগরবাসী সংক্ষুব্ধ হইয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল, যে বারাণসীরাজের জন্য এক উৎকৃষ্ট বাহন আসিয়া রাজাঙ্গণের ঊর্দ্ধস্থ আকাশে অবস্থিতি করিতেছে। অনেকে ছুটিয়া গিয়া রাজাকেও এই সংবাদ দিল। রাজা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "যদি তুমি আমার উপভোগের জন্য আসিয়া থাক, তবে ভূতলে অবতরণ কর।" তখন বোধিসত্ত্ব ভূতলে অবতরণ করিলেন, গজাচার্য্যও অবরোহণপূর্ব্বক রাজাকে প্রণিপাত করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "বাপ আমার, তোমরা কোথা হইতে আসিলে?" গজাচার্য্য উত্তর দিলেন, "রাজগৃহ হইতে।" অনন্তর তিনি রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা কহিলেন, "তুমি এখানে আসিয়া বড় ভাল করিয়াছ।" তিনি মনের আহ্লাদে নগর সুসজ্জিত করাইলেন এবং বোধিসত্ত্বকে মঙ্গলহস্তীর পদ দিলেন। অতঃপর তিনি রাজ্য তিন ভাগ করিয়া একভাগ বোধিসত্ত্বকে দান করিলেন, একভাগ গজাচার্য্যকে দান করিলেন এবং একভাগ নিজের জন্য রাখিলেন। বোধিসত্ত্বের আগমনের পর তাঁহার রাজশ্রী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি ক্রমে সমস্ত জম্বুদ্বীপের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া দানাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই মগধরাজ; সারীপুত্র ছিল সেই বারাণসীরাজ; আনন্দ ছিল সেই গজাচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই মঙ্গলহস্তী।

১২৩—লাঙ্গলেষা-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে স্থবির লালুদায়ীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই স্থবির ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার সময় কখন্ কি বক্তব্য, কখন্ কি অবক্তব্য ইহা জানিতেন না। তিনি মাঙ্গল্যকার্য্যে অমঙ্গলসূচক বচন আবৃত্তি করিতেন, হয়ত বলিয়া ফেলিতেন, "প্রাচীরের বহির্ভাগে, প্রতি চৌমাথায় তারা, লুকাইয়া আছে অনুক্ষণ" † ; আবার কোন অমঙ্গল কার্য্যে তিনি মাঙ্গল্য গাথা পাঠ করিতেন, হয়ত বলিয়া ফেলিতেন, "দেবতা, মানব সর্ব্বে পুলকিত-মন" কিংবা "হেন শুভসংঘটন, হয় যেন পুনঃ পুনঃ ভাগ্যে তব, করি আশীর্ব্বাদ।"

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "স্থবির লালুদায়ীর ঔচিত্যানৌচিত্য জ্ঞান নাই, তিনি সর্ব্বদাই যাহা বলা উচিত নয় তাহা বলিয়া থাকেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, লালুদায়ী যে কেবল এ জন্মেই তত্প্রাপ্তে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বোধহীন হইয়া অযুক্তবাক্য বলিতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এইরূপ করিয়াছিল। সে চিরকালই হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞানহীন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক মহৈশ্বর্য্যশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলানগরে সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা করেন, এবং সুবিখ্যাত অধ্যাপক হইয়া বারাণসী নগরে পঞ্চশত ব্রাহ্মণকুমারের শিক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হন। এই সকল

---

* লাঙ্গল+ঈষা।

† খুদ্দকপাঠ, ১১।

শিষ্যের মধ্যে একজন অতি জড়মতি ছিল। সে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিত; কিন্তু বুদ্ধির জড়তা বশতঃ কিছুমাত্র শিখিতে পারিত না। তথাপি তাহাদ্বারা বোধিসত্ত্বের বড় উপকার হইত, কারণ সে নিয়ত দাসবৎ তাঁহার পরিচর্য্যা করিত।

একদিন বোধিসত্ত্ব সায়মাশ নির্ব্বাহ করিয়া শয়ন করিলেন। ঐ শিষ্য তাঁহার হস্তপাদ পৃষ্ঠাদি টিপিয়া বাহিরে যাইতেছে এমন সময় বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, আমার খাটের পায়াগুলি ঠিক করিয়া দিয়া যাও।" শিষ্য একদিকের পায়া ঠিক করিয়া দেখে, অন্যদিকের পায়া নাই; তখন সে নিজের উরুর উপর সেই দিক্ স্থাপিত করিয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইল। বোধিসত্ত্ব প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ করিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি এভাবে বসিয়া আছ কেন?" শিষ্য বলিল, "গুরুদেব, খাটের এদিকে পায়া নাই বলিয়া উরুতে রাখিয়া বসিয়া আছি।" এই কথায় বোধিসত্ত্বের অন্তঃকরণ বিচলিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এই শিষ্য আমার অতীব উপকারী, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত শিষ্যের মধ্যে ইহারই বুদ্ধি জড়; সেই কারণে এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেছে না। ইহাকে পণ্ডিত করিবার কি কোন উপায় নাই?" অনন্তর তাঁহার মনে হইল, "এক উপায় আছে। এ যখন কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহ করিয়া ফিরিবে, তখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি কি দেখিয়াছ ও কি করিয়াছ। এ উত্তর দিবে, এই দেখিয়াছি এবং এই করিয়াছি; তাহা হইলে আমি আবার জিজ্ঞাসা করিব, যাহা দেখিলে বা যাহা করিলে তাহা কিসের মত। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলেই ইহাকে উপমা প্রয়োগ করিতে হইবে, কার্য্য কারণসম্বন্ধও ভাবিতে হইবে। এইরূপে নূতন নূতন উপমা প্রয়োগ ও কার্য্যকারণনির্ণয় করাইয়া ইহার পাণ্ডিত্য জন্মাইতে পারিব।"

মনে মনে এই যুক্তি করিয়া বোধিসত্ত্ব সেই শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, এখন হইতে তুমি যখন কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহের জন্য বনে যাইবে, তখন যাহা দেখিবে, খাইবে বা পান করিবে, আমায় আসিয়া জানাইবে।" সে "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিল। অনন্তর একদিন সে সতীর্থগণের সহিত কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য বনে গিয়া একটা সর্প দেখিতে পাইল এবং চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "আর্য্য, আমি একটা সাপ দেখিয়াছি।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন "সর্প কীদৃশ?" শিষ্য উত্তর দিল "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'উপমাটী সুন্দর হইয়াছে, সর্প দেখিতে অনেক অংশে লাঙ্গলের ঈষার ন্যায়ই বটে। বোধ হইতেছে ইহাকে ক্রমে পণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিব।'

অপর একদিন ঐ শিষ্য বনমধ্যে হস্তী দেখিতে পাইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট সেই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "হস্তী কীদৃশ?" শিষ্য উত্তর দিল "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, হস্তীর শুণ্ড লাঙ্গলেষার ন্যায় বটে; দন্ত দুইটীও তৎসদৃশ; এ বুদ্ধির জড়তাবশতঃ হস্তীর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করিতে পারিতেছে না, কেবল শুণ্ডটাকেই লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিতেছে।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া বোধিসত্ত্ব ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না।

আর একদিন ঐ শিষ্য নিমন্ত্রণে ইক্ষু খাইতে পাইয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "আচার্য্য, আমি আজ আখ খাইয়াছি" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইক্ষু কীদৃশ?" শিষ্য উত্তর দিল "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।" বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, উপমাটীতে সাদৃশ্যের বড় অভাব, তথাপি তিনি সেদিন কোন কথা বলিলেন না।

পরিশেষে একদিন শিষ্যেরা নিমন্ত্রণে গিয়া দধি ও দুগ্ধের সহিত গুড় খাইল। জড়মতি শিষ্য আসিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "গুরুদেব, আজ আমি দধি ও দুগ্ধের সহিত গুড় খাইয়াছি।" আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দধি, দুগ্ধ কীদৃশ বলত।' শিষ্য উত্তর দিল, "ঠিক যেন লাঙ্গলের ঈষ্।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, "তাই ত; এ যখন সর্প লাঙ্গলের সদৃশ

বলিয়াছিল, তখন উপমাটী সুন্দর হইয়াছিল; হস্তী লাঙ্গলেষাসদৃশ, একথা বলাতেও শুণ্ড সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ছিল। তাহার পর বলিল ইক্ষু লাঙ্গলেষাসদৃশ; ইহাতেও যে সাদৃশ্যের লেশমাত্র ছিল না একথা বলা যায় না। কিন্তু দধি, দুগ্ধ শুক্লবর্ণ; এই দুই দ্রব্য যে পাত্রে থাকে তাহারই আকার প্রাপ্ত হয়; এখানে ত উপমাটী সর্ব্বাংশেই অপ্রযোজ্য। এ স্থূলবুদ্ধির শিক্ষাবিধান অসম্ভব। অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন:—

অতি জড় বুদ্ধি এর; অসর্ব্বতোগামিবাক্য
সর্ব্বত্র প্রয়োগ করে তাই;
দধি বল, দুগ্ধ বল, কিংবা লাঙ্গলের ঈষা,
কিছুর(ই) সম্বন্ধে জ্ঞান নাই।
সেই হেতু বলে মূর্খ, দধি যেন লাঙ্গলেষা,
শুনি আমি হইনু হতাশ;
হেন জনে শিক্ষা দিতে নাহি কেহ পৃথিবীতে,
গুরুগৃহে বৃথা এর বাস।

[সমবধান—তখন লালুদায়ী ছিল সেই জড়বুদ্ধি শিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

১২৪—আম্র-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক সদ্বংশীয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যথানিয়মে ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট সমস্ত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতেন।* কি আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের শুশ্রূষায়, কি পান ভোজনে, কি উপোসথাগারে, কি স্নানাগারে সমস্ত কার্য্যে এবং সর্ব্বত্র তিনি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের তিলমাত্র ব্যতিক্রম করিতেন না। ফলতঃ তিনি ভিক্ষুদিগের প্রতিপাল্য চতুর্দ্দশ প্রধান নিয়ম এবং অশীতি খণ্ড নিয়ম অবহিতচিত্তে প্রতিপালন করিয়া চলিতেন। তিনি বিহার, ভিক্ষুদিগের প্রকোষ্ঠসমূহ, চঙ্ক্রমণ স্থান এবং বিহারমার্গ সম্মার্জ্জন করিতেন, পিপাসার্ত্তদিগকে পানীয় দিতেন। তাঁহার নিষ্ঠাপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া লোকে প্রতিদিন যথানিয়মে পঞ্চশত ভিক্ষুর ভোজ্য দান করিত। এইরূপে একের গুণে বহুজনের উপকার হইত, বিহারের আয় বৃদ্ধি হইল মর্য্যাদাও বৃদ্ধি হইত।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই ভিক্ষুর কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অমুক ভিক্ষুর নিষ্ঠাবলে আমাদের কত লাভ ও সুনাম হইয়াছে; তাঁহার একার গুণে আমরা বহুজনে পরমসুখে আছি।" এই সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "এই ভিক্ষু কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। ইঁহারই গুণে তখন পঞ্চশত ঋষিকে বন্যফলমূলসংগ্রহার্থ বাহিরে যাইতে হইত না, তাঁহারা আশ্রমে বসিয়াই আহারার্থ ফলমূল প্রাপ্ত হইতেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি পঞ্চশত ঋষিপরিবৃত হইয়া হিমালয়ের পাদদেশে বাস করিতেন

একবার হিমালয়ে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইল; সমস্ত জলাশয় শুকাইয়া গেল; পানীয়ের অভাবে পশুপক্ষীরা যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে লাগিল। ইহাদের পিপাসাযন্ত্রণা দেখিয়া একজন তাপসের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি একটা বৃক্ষ ছেদন করিয়া দ্রোণী প্রস্তুত করিলেন এবং উহা জলপূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে পান করিতে দিলেন। ক্রমে এত প্রাণী জলপান করিতে আসিতে লাগিল যে তাপসের নিজের আহারার্থ ফলমূলাদি সংগ্রহ করিবার অবকাশ রহিল না; কিন্তু তিনি অনাহারে থাকিয়াও তাহাদিগকে জল যোগাইতে লাগিলেন।

* মূলে 'বত্তসম্পন্নো' এই পদ আছে। 'বত্ত' (বর্ত্ত) বলিলে ভিক্ষুদিগের কর্ত্তব্য বুঝায়। চতুর্দ্দশ মহাবত্ত যথা, আগন্তুক বত্ত (অতিথিসৎকার), আবাসিক বত্ত (বিহারবাসী ভিক্ষুদিগের কর্ত্তব্য), পিণ্ডচারিক বত্ত (ভিক্ষাচর্য্যাসংক্রান্ত কর্ত্তব্য), আরণ্যবত্ত, ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন বহুবিধ খণ্ডবত্ত আছে, যথা ভিক্খাচারিয়বত্ত, ভোজনসালাবত্ত ইত্যাদি।

তাহা দেখিয়া পশুগণ চিন্তা করিতে লাগিল, "এই মহাত্মা আমাদিগকে জল দিবার জন্য নিজের খাদ্যসংগ্রহের অবসর পাইতেছেন না, অনাহারে অতীব কষ্ট পাইতেছেন। এস, আমরা এক ব্যবস্থা করি, আজ হইতে আমরা যখন জলপান করিতে আসিব, তখন ইঁহার জন্য স্ব স্ব বলানুসারে ফল আনয়ন করিব।" ইহার পর প্রত্যেক পশুই নিজের সাধ্যমত মধুর, অমধুর, আম্র, জম্বু, পনস প্রভৃতি ফল লইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে প্রতিদিন একজন তপস্বীর জন্য এত ফল আসিতে লাগিল যে তাহাতে সার্দ্ধদ্বিশত শকট পূর্ণ হইতে পারিত। আশ্রমস্থ পঞ্চশত তপস্বীও উহা ভোজন করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিতেন না; যাহা উদ্‌বৃত্ত থাকিত, তাহা ফেলিয়া দিতেন। ইহা দেখিয়া একদিন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সৎকার্য্যের কি অদ্ভুত ফল। এই একব্যক্তির ব্রতের বলে এতগুলি তপস্বীকে আর ফলমূল সংগ্রহ করিতে যাইতে হয় না, তাঁহারা আশ্রমে থাকিয়াই পর্য্যাপ্ত আহার পাইতেছেন। অতএব সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সকলেরই উদ্যমশীল হওয়া কর্ত্তব্য।" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :—

ছাড়িও না আশা কভু, কর চেষ্টা প্রাণপণে;
নিরুৎসাহ কোন কালে হব না পণ্ডিত জনে।
নিজে থাকি অনাহারে এই ঋষি নিষ্ঠাবান্
জল দিয়া রক্ষিলেন অসংখ্য জীবের প্রাণ;
সেই পুণ্যে হেথা এবে পুঞ্জীকৃত এত ফল;
ভুঞ্জি সুখে নাশে ক্ষুধা এই তাপসের দল।*

মহাসত্ত্ব শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দান করিলেন।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষু ছিল সেই নিষ্ঠাবান্ তপস্বী এবং আমি ছিলাম তাহাদের গুরু।]

১২৫—কটাহক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক বিকত্থী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে তৎসদৃশ। †]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যার গর্ভে এক পুত্র জন্মে; ঠিক সেই দিন তাঁহার এক দাসীর গর্ভেও এক পুত্র জন্মিয়াছিল। শিশু দুইটী এক সঙ্গে লালিত-পালিত হইতে লাগিল। শ্রেষ্ঠীর পুত্র যখন পাঠশালায় লিখিতে যাইত, দাসীর পুত্র তখন ফলক ‡ বহন করিয়া তাহার অনুগমন করিত এবং এইরূপে নিজেও লিখিতে শিখিত। অতঃপর দাসীর পুত্র দুই তিনটী শিল্পও শিক্ষা করিল এবং কালক্রমে এক জন বচনকুশল ও প্রিয়দর্শন যুবক হইয়া উঠিল। তাহার নাম হইল কটাহক। সে শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভাণ্ডারীর পদে নিযুক্ত হইল।

এক দিন কটাহক চিন্তা করিতে লাগিল, "চিরকাল ভাণ্ডারী হইয়া থাকিলে চলিবে না, সামান্য একটু দোষ দেখিলেই প্রভু আমায় হয় মারিবেন, নয় কারাগারে পাঠাইবেন, নয় দাগা দিবেন এবং আমাকে সারাজীবন ক্রীতদাসের ন্যায় কদন্নে প্রাণধারণ করিতে হইবে। প্রত্যন্ত-প্রদেশে নাকি আমার প্রভুর বন্ধু এক শ্রেষ্ঠী বাস করেন। একবার তাঁহার কাছেই গিয়া দেখি না কেন? এখান হইতে প্রভুর কৃত্রিম স্বাক্ষরযুক্ত এক পত্র লইয়া যাই, পরিচয় দিব যে আমি প্রভুর পুত্র; তাহা হইলে সেই শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুখে কাল কাটাইতে পারিব।"

* মহাশীলবজ্-জাতকে (৫১) এবং শরভঙ্গমৃগ-জাতকেও (৪৮৩) ও এই মর্ম্মের গাথা আছে।

† সম্ভবতঃ ভীমসেন-জাতকে (৮০)।

‡ কাষ্ঠফলক বা তক্তি, ইহা শ্লেটের কাজ করিত।

এইরূপ স্থির করিয়া কটাহক নিজেই এক পত্র লিখিল—"আমার পুত্র অমুক আপনার নিকট যাইতেছে। আপনার ও আমার পরিবারের মধ্যে আদান প্রদান সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, আমার এই পুত্রকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করিয়া নবদম্পতীকে আপাততঃ আপনার নিকট রাখুন। আমি অবকাশ পাইলেই নিজে আপনার আলয়ে উপস্থিত হইব।" অনন্তর এই পত্র শ্রেষ্ঠীর মুদ্রাঙ্কিত করিয়া, সে, যত ইচ্ছা পাথেয় এবং গন্ধবস্ত্রাদিসহ প্রত্যন্ত-প্রদেশে উপস্থিত হইল এবং তত্রত্য শ্রেষ্ঠীর নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" কটাহক বলিল, "বারাণসী হইতে।" "তুমি কাহার পুত্র?" "আমি বারাণসী-শ্রেষ্ঠীর পুত্র।" "কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ?" "এই পত্র পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।" ইহা বলিয়া কটাহক শ্রেষ্ঠীর হস্তে সেই পত্র দিল। শ্রেষ্ঠী পত্র পড়িয়া বলিলেন, "আঃ, এখন আমি বাঁচলাম।" তিনি মনের উল্লাসে কটাহকের হস্তে কন্যাসম্প্রদান করিলেন। তাঁহার ব্যবস্থার গুণে নবদম্পতী বিস্তর দাস-দাসী লইয়া বাস করিতে লাগিল।

কিন্তু ঐশ্বর্য্যমদে শীঘ্রই কটাহকের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে ভক্ষ্যভোজ্য, বস্ত্র, গন্ধ সমস্ত দ্রব্যেরই দোষ ধরিতে লাগিল। "এই অন্ন প্রত্যন্তবাসীদিগের মুখেই ভাল লাগে, এ মিষ্টান্নে কেবল প্রত্যন্তবাসীদিগেরই রুচি হইতে পারে" ইহা বলিয়া সে ভক্ষ্যভোজ্যের নিন্দা করিত। "মূর্খ প্রত্যন্তবাসীরা কি বস্ত্রের ভাল মন্দ বুঝিতে পারে? প্রত্যন্তবাসীরা কি গন্ধ পিষিতে জানে বা ফুলের মালা গাঁথিতে পারে?" এইরূপ বলিয়া সে বস্ত্রগন্ধাদিরও দোষ ধরিত।

এদিকে বোধিসত্ত্ব দাসকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন, "কটাহককে ত দেখিতেছি না, সে কোথায় গেল?" অনন্তর তিনি তাহার অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। তাহাদের মধ্যে এক জন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়া কটাহককে চিনিতে পারিল এবং বোধিসত্ত্বকে আসিয়া জানাইল। কটাহক কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে চিনিতে পারিল না।

কটাহকের কীর্ত্তি শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "কটাহক বড় অন্যায় কাজ করিয়াছে; আমি গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতেছি।" অনন্তর তিনি রাজার অনুমতি লইয়া বিস্তর অনুচরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। বারাণসী-শ্রেষ্ঠী প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাইতেছেন, এই সংবাদ অচিরে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তচ্ছ্রবণে কটাহক কি করিবে চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিল, 'তাঁহার আসিবার অন্য কোন কারণ হইতে পারে না; তিনি নিশ্চয় আমারই জন্য আসিতেছেন। আমি যদি এখন পলায়ন করি, তাহা হইলে আর কখনও এখানে ফিরিতে পারিব না। এ সঙ্কটে একমাত্র উপায় এই যে, আমি প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার শরণ লই এবং পূর্ব্ববৎ দাসরূপে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করি।' তদবধি সে সভাসমিতিতে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিল, "আজকালকার ছেলেছোক্‌রারা পিতামাতার মর্য্যাদা রক্ষা করে না; তাহারা ভোজনকালে তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধা দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাও তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিতে বসে। যখন আমার মাতাপিতা আহারে বসেন, তখন আমি তাঁহাদিগকে থালা, বাটী, গেলাশ, ডাবর, জল ও পান আনিয়া দিই। কদাচ ইহার ব্যতিক্রম করি না।"

প্রভুর সম্বন্ধে দাসের যাহা কর্ত্তব্য, এমন কি, প্রভু শৌচের জন্য প্রতিচ্ছন্ন স্থানে গেলে দাস কিরূপে জলের কলস লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, কটাহক এ সমস্তও সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। জনসাধারণকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া কটাহক যখন বুঝিল বোধিসত্ত্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন সে শ্বশুরকে বলিল, "পিতঃ! শুনিতেছি, আমার জনক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। আপনি তাঁহার ভোজনাদির উদ্যোগ আরম্ভ করুন;

আমি কিছু উপঢৌকন লইয়া পথেই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।" শ্বশুর বলিলেন, "অতি উত্তম কথা বলিয়াছ।" তখন কটাহক বহুবিধ উপঢৌকন ও বিস্তর অনুচরসহ অগ্রসর হইল এবং বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তৎসমস্ত তাঁহাকে দান করিল। বোধিসত্ত্ব ঐ সমস্ত গ্রহণ করিলেন, মিষ্টবাক্যে তাহার অভিভাষণ করিলেন এবং প্রাতরাশকালে স্কন্ধাবার স্থাপিত করিয়া মলত্যাগার্থ কোন নিভৃত স্থানে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া কটাহক নিজের অনুচরদিগকে আর অগ্রসর হইতে বারণ করিল, নিজে জলের কলস লইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গেল এবং তাঁহার উদককৃত্য শেষ হইলে তদীয় পাদমূলে পতিত হইয়া বলিল, "প্রভু, আপনি যত ইচ্ছা ধন গ্রহণ করুন, কিন্তু এখানে আমার যে প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে, তাহার বিলোপ করিবেন না।"

বোধিসত্ত্ব তাহার কর্ত্তব্যপরায়ণতায় প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমার ভয় নাই, আমা হইতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না।" অনন্তর তিনি প্রত্যন্ত নগরে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য শ্রেষ্ঠী মহা আড়ম্বরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। কটাহক তখনও দাসবৎ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

এক দিন বোধিসত্ত্ব সুখাসীন হইলে প্রত্যন্তবাসী শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, আমি আপনার পত্র পাইয়াই আমার কন্যাকে আপনার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।" কটাহক যেন প্রকৃতই তাঁহার পুত্র, এই ভাবে বোধিসত্ত্ব যথোচিত প্রিয়বচন দ্বারা প্রত্যন্তশ্রেষ্ঠীর মনস্তুষ্টি করিলেন। কিন্তু তদবধি তিনি কটাহকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেম।

এক দিন বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকন্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এস মা, আমার মাথার উকুন মার।" শ্রেষ্ঠিকন্যা উকুন মারিলে বোধিসত্ত্ব মধুরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার পুত্রটী সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই অপ্রমত্ত থাকে ত? তুমি তাহার সহিত সুখে সম্প্রীতিতে সংসার নির্ব্বাহ করিতেছ ত?

শ্রেষ্ঠিদুহিতা বলিল, "আর্য্য, আমার স্বামীর অন্য কোন দোষ নাই, কিন্তু তিনি ভোজ্যদ্রব্যমাত্রেরই নিন্দা করেন।"

"মা, তাহার এই দোষ চিরকালই আছে। কিন্তু আমি তোমাকে তাহার মুখবন্ধন করিবার মন্ত্র দিতেছি। তুমি এই মন্ত্র অবধান সহকারে অভ্যাস কর; আমার পুত্র ভোজনকালে যখন খাদ্যদ্রব্যের নিন্দা করিবে, তখন তুমি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমি যে ভাবে বলিতেছি, ঠিক সেই ভাবে ইহা পাঠ করিবে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিদুহিতাকে সেই মন্ত্র শিক্ষা দিয়া কয়েক দিন পরে বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন। কটাহক বহু উপহার লইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে সে সমস্ত দান করিয়া ও প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

বোধিসত্ত্ব প্রস্থান করিলে কটাহকের দম্ভ আরও বাড়িয়া উঠিল। একদিন শ্রেষ্ঠিদুহিতা স্বামীর জন্য উৎকৃষ্ট ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া স্বহস্তে চমস দ্বারা পরিবেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু কটাহক সেই ভোজ্যেরও নিন্দা আরম্ভ করিল। তখন শ্রেষ্ঠীকন্যা বোধিসত্ত্বের উপদেশ স্মরণ করিয়া এই গাথা পাঠ করিলেন:—

পরবাসীর বড়াই বেশী, যা খুসী তাই কয়,
আসুবে আবার মনিব যখন, দেখ্‌ব কিবা হয়।
জারিজুরি কটাহক তোমার নাহি সাজে,
চুপ্‌টি ক'রে খাবার খেয়ে যাওগো নিজ কাজে।*

* বোধিসত্ত্ব সম্ভবতঃ এই গাথা সংস্কৃতভাষায় বলিয়াছিলেন এবং শ্রেষ্ঠিকন্যা অর্থ না বুঝিয়া উহা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, অথচ কটাহক বুঝিয়াছিল, এরূপ না হইলে আখ্যায়িকাটী নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

কটাহক ভাবিল, "সর্ব্বনাশ। শ্রেষ্ঠী, দেখিতেছি, ইহাকে আমার নাম ও কুলের কথা বলিয়া গিয়াছেন।" তদবধি তাহার দর্প চূর্ণ হইল। সে কখনও ভোজ্যদ্রব্যের নিন্দা করিত না, যাহা পাইত, নীরবে আহার করিত। অনন্তর জীবনাবসানে সে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিল।

সমবধান—তখন এই বিকত্থী ভিক্ষু ছিল কটাহক এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী।

১২৬—অসিলক্ষণ-জাতক।

[কোশলরাজের সভায় এক ব্রাহ্মণ ছিল; সে বলিত যে কোন্ তরবারি সুলক্ষণ, কোন্ তরবারি দুর্লক্ষণ, তাহা সে জানিতে পারে। এই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন।

কর্ম্মকারেরা যখন রাজার জন্য কোন তরবারি প্রস্তুত করিত, তখন ঐ ব্রাহ্মণ নাকি কেবল আঘ্রাণ লইয়াই উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারিত। বস্তুতঃ কিন্তু সে যাহাদের নিকট উৎকোচ পাইত, তাহাদেরই তরবারি সুলক্ষণ ও মঙ্গলজনক বলিয়া প্রশংসা করিত; যাহাদের নিকট উৎকোচ পাইত না, তাহাদের তরবারি অমঙ্গলের নিদান বলিয়া রাজাকে ভয় দেখাইত।

একদিন কোন কর্ম্মকার একখানি তরবারি প্রস্তুত করিয়া উহার কোষের ভিতর কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম মরিচ-চূর্ণ প্রক্ষেপ করিল এবং রাজাকে উহা আনিয়া দিল। রাজা ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এই তরবারি পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" ব্রাহ্মণ তরবারি খুলিয়া যেমন আঘ্রাণ লইল, অমনি মরিচচূর্ণ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া হাঁচির বেগ জন্মাইল এবং ব্রাহ্মণ এমন জোরে হাঁচি দিল যে তরবারির ধারে প্রতিহত হইয়া তাহার নাক দুই খান হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণের নাসাচ্ছেদবৃত্তান্ত ভিক্ষুসঙ্ঘে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাঁহারা একদা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "শুনিলাম রাজার অসিলক্ষণ-পাঠক নাকি অসিলক্ষণ পাঠ করিতে গিয়া নিজের নাক কাটিয়া ফেলিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ব্রাহ্মণ ঘ্রাণ লইতে গিয়া নিজের নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় তাঁহার একজন অসিলক্ষণ-পাঠক ব্রাহ্মণ ছিল। উপরে প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যাহা বলা হইল, এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। রাজা বৈদ্য দ্বারা ব্রাহ্মণের জন্য একটী কৃত্রিম নাসাগ্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং উহা লাক্ষাদ্বারা এমন রঞ্জিত করাইয়াছিলেন যে কেহই উহাকে কৃত্রিম বলিয়া মনে করিত না। এই কৃত্রিম নাসাগ্রসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ আবার রাজসভায় পূর্ব্ববৎ কাজ করিতে লাগিল।

রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্র ছিল না; এক কন্যা ও এক ভাগিনেয় ছিল। তিনি এই দুই জনকেই নিজের কাছে রাখিয়া লালনপালন করিতেন। নিয়ত একসঙ্গে থাকায় কুমার ও কুমারী পরস্পরের প্রতি নিরতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। একদিন রাজা অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আমার ভাগিনেয়ই এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী; আমি ইহাকে কন্যাদান করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিব।"*

কিন্তু ইহার পর রাজা আবার ভাবিতে লাগিলেন, "ভাগিনেয় ত একপ্রকার আত্মজস্থানীয়। অন্য কোন রাজকুমারী আনিয়া ইহার সহিত বিবাহ দেওয়া যাউক; তাহার পর ইহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিব; এবং অন্য কোন রাজার সহিত কন্যার বিবাহ দিব। তাহা হইলে আমার অনেক নাতিপুতি হইবার সম্ভাবনা; তাহারা দুইটী রাজ্যে আধিপত্য করিবে।" অতঃপর অমাত্যদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা স্থির করিলেন, এখন হইতে এই দুইজনকে

---

* ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যে অসঙ্গত ছিলনা। মৃদুপাণি-জাতক (২৬২), বর্দ্ধকিশূকর-জাতক (২৮৩) প্রভৃতি আরও কয়েকটী আখ্যায়িকায় এই প্রথার উল্লেখ দেখা যায়।

পৃথক্ রাখিতে হইবে। তিনি ভাগিনেয়ের জন্য একটী এবং কন্যার জন্য একটী স্বতন্ত্র বাসভবন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কুমার ও কুমারী উভয়েরই বয়স তখন ষোল বৎসর; এবং উভয়েরই মধ্যে গাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল।* পৃথক্ হইবার পর, কি উপায়ে মাতুলকন্যাকে তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবেন, কুমার একমনে কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি এক উপায় স্থির করিলেন; তিনি এক দৈবজ্ঞাকে† ডাকাইয়া তাহাকে সহস্র মুদ্রা উপহার দিলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কি করিতে হইবে, বাবা?" "মা, আপনি না করিতে পারেন এমন কাজ নাই। এমন একটী উপায় বলিয়া দিন যাহা অবলম্বন করিলে মাতুলরাজকন্যাকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া আনা যাইতে পারে।" দৈবজ্ঞা বলিল, "উপায় করিয়া দিতেছি, বাবা; আমি রাজার নিকট গিয়া বলিব, 'আপনার কন্যার উপর কালকর্ণীর দৃষ্টি পড়িয়াছে; ঐ কালকর্ণী এত দিন ধরিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিয়া আছে যে আপনি তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না; আমি অমুক দিন রাজকন্যাকে রথে তুলিয়া শ্মশানে লইয়া যাইব। বহুসংখ্যক লোক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহার রক্ষাবিধানে নিযুক্ত থাকিবে, বিস্তর দাস দাসীও সঙ্গে যাইবে। সেখানে মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া একটা শবের উপর শয্যা প্রস্তুত করিব এবং রাজকন্যাকে ঐ শয্যায় শোওয়াইয়া অষ্টোত্তর-শতঘট গন্ধজলে স্নান করাইব; তাহা হইলেই কালকর্ণী বিদূরিত হইবে।' এই বলিয়া আমি একদিন রাজকন্যাকে শ্মশানে লইয়া যাইব। আপনিও সেই দিন কিঞ্চিৎ মরিচচূর্ণ লইয়া এবং সায়ুধ অনুচরগণ সঙ্গে করিয়া রথারোহণে, আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, শ্মশানে উপস্থিত হইবেন, রথখানি শ্মশানদ্বারের একপার্শ্বে রাখিয়া দিবেন, অনুচরদিগকে শ্মশানবনে লুক্কায়িত থাকিতে বলিবেন এবং নিজে শ্মশানে গিয়া মণ্ডলোপরি মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবেন। আমি সেখানে গিয়া আপনার দেহোপরি শয্যা রাখিয়া রাজকন্যাকে শোওয়াইব, আপনি তখন নাসিকায় মরিচচূর্ণ দিয়া দুই তিন বার হাঁচিবেন। আপনি হাঁচিবামাত্র আমরা সকলে রাজকন্যাকে ফেলিয়া রাখিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিব। সেই অবসরে আপনি উঠিয়া রাজকন্যাকে গ্রহণ করিবেন, এবং তাঁহাকে অবগাহন করাইয়া ও নিজে অবগাহন করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবেন।" ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, "চমৎকার! এ অতি সুন্দর উপায়।"

দৈবজ্ঞা রাজার নিকট গিয়া ঐরূপ বলিল; রাজাও তাহার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। অনন্তর নিষ্ক্রমণ-দিবসে দৈবজ্ঞা রাজকুমারীকে সমস্ত চক্রান্ত খুলিয়া বলিল এবং তাঁহার রক্ষণ-বিধানার্থ যে বহুসংখ্যক যোদ্ধা যাইতেছিল তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কহিল, "আমি যখন রাজকন্যাকে মঞ্চের উপর তুলিব তখন মঞ্চের নিম্নে যে শব আছে সে হাঁচিবে এবং হাঁচিবার পর মঞ্চতল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাহাকে প্রথমে দেখিতে পাইবে, তাহাকেই ধরিবে। অতএব তোমরা সকলে সাবধান থাকিবে।

কুমার ইহার পূর্ব্বেই শ্মশানে গিয়া দৈবজ্ঞার উপদেশমত মঞ্চতলে মৃতবৎ পড়িয়া ছিলেন। দৈবজ্ঞা রাজকুমারীকে লইয়া মণ্ডলপৃষ্ঠে উঠিল এবং তাঁহাকে "ভয় নাই" এই আশ্বাস দিয়া মঞ্চোপরি তুলিয়া দিল। কুমারও সেই সময়ে নাসিকায় মরিচচূর্ণ দিয়া হাঁচিলেন। ঐ হাঁচি শুনিবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে দৈবজ্ঞা বিকট চীৎকার করিতে করিতে রাজকুমারীকে ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিল। তাহাকে পলাইতে দেখিয়া এক প্রাণীরও সেখানে থাকিতে সাহস হইল না, তাহারা অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া যে, যে দিকে পারিল, ছুটিয়া গেল। তখন কুমার পূর্ব্বে যেরূপ মন্ত্রণা হইয়াছিল সেই মত সমস্ত করিয়া রাজকন্যাকে লইয়া গৃহে গেলেন। দৈবজ্ঞাও রাজভবনে গিয়া ব্রহ্মদত্তকে সংবাদ দিল।

* ইহাতে এবং অন্যান্য আখ্যায়িকা হইতে দেখা যায় তৎকালে যৌবনোদয়ের পূর্ব্বে বিবাহ হইত না।

† মূলে 'ইক্ষণিকা' এই পদ আছে। ঈক্ষণিক = দৈবজ্ঞ—ইংরাজী seer শব্দের স্থানীয়।

রাজা ভাবিলেন, "আমি বাস্তবিকই ভাগিনেয়কে কন্যা সম্প্রদান করিব স্থির করিয়াছিলাম। একত্র লালিত পালিত হইয়া ইহারা দুই জনে পায়সে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতের ন্যায় যেন এক হইয়া গিয়াছে।" সুতরাং তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি যথাকালে ভাগিনেয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া কন্যাকে তাঁহার মহিষী করিয়া দিলেন। কুমার রাজপদ লাভ করিয়া মহিষীর সহিত পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং যথাধর্ম্ম প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই অসিলক্ষণপাঠক ব্রাহ্মণ নবীন ভূপতিরও সভাসদ্ হইল। সে একদিন রাজদর্শনে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া তাহার কৃত্রিম নাসাগ্রের লাক্ষা দ্রবীভূত হইল এবং উহা ভূমিতে পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া রাজা পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন, "আচার্য্য, কোন চিন্তা করিবেন না, হাঁচি দ্বারা কাহারও কল্যাণ, কাহারও বা অকল্যাণ ঘটিয়া থাকে। আপনি হাঁচিয়া নিজের নাসিকা ছেদন করিয়াছেন, আমি হাঁচিয়া রাজকন্যা ও রাজত্ব পাইয়াছি।" অনন্তর রাজা এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> একের যাহাতে হয় কল্যাণসাধন,
> তাহাতেই অপরের অনিষ্টঘটন।
> "ইহাতে নিয়ত শুভ", "ইহাতে শুধু অশুভ",
> মূঢ় জনে এই রূপ বিশ্বাসকারণ
> হ'য়ে থাকে বহুবিধ অশান্তি-ভাজন।

রাজা এই গাথা দ্বারা শুভাশুভ লক্ষণ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য বলিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[শাস্তা এই দেশনাদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, কোন লক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন শুভসূচক বা অশুভসূচক, লোকের এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমমূলক।

সমবধান—তখন এই অসিলক্ষণ পাঠক ছিল সেই অসিলক্ষণ পাঠক এবং আমি ছিলাম ব্রহ্মদত্তের ভাগিনেয়।]

১২৭—কলন্দুক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক বিকথী ভিক্ষু সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও অতীত বস্তু কটাহক-জাতকের (১২৫) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ও অতীত বস্তুর ন্যায়।]

এই জাতকে বারাণসীশ্রেষ্ঠীর এক দাসের নাম কলন্দুক। সে পলায়নপূর্ব্বক প্রত্যন্ত-শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া যখন বহু দাসদাসী লইয়া মহাসুখে বাস করিতেছিল, এবং বারাণসী শ্রেষ্ঠী বিস্তর চেষ্টা করিয়াও যখন তাহার সন্ধান পান নাই, তখন তিনি তাহার অনুসন্ধানার্থ নিজের একটা পোষা শুক পাখী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। শুক নানা দিকে বিচরণ করিয়া অবশেষে কলন্দুক যে নগরে বাস করিতেছিল সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়ে কলন্দুক পত্নীর সহিত নদীতে জলকেলি করিতেছিল। সে প্রচুর মাল্যগন্ধবিলেপন ও ভক্ষ্যভোজ্য লইয়া নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক নদীবক্ষে আমোদ প্রমোদে মগ্ন ছিল। সে দেশে ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা নদীকেলি করিবার সময় কটুভৈষজ্যমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতেন, ইহার গুণে সমস্ত দিন জলক্রীড়া করিলেও তাঁহাদের সর্দ্দি হইত না। কলন্দুক এই ভৈষজ্য-মিশ্রিত ক্ষীরের এক গণ্ডূষ গ্রহণ করিয়াই মুখ ধুইয়া থু থু করিয়া ফেলিল এবং ঐ থুৎকার শ্রেষ্ঠিদুহিতার মস্তকোপরি পতিত হইল। শুকপক্ষী সেই নদীতীরে গিয়া এক উড়ুম্বর বৃক্ষের শাখায় বসিয়াছিল। সে কলন্দুককে চিনিতে পারিয়া এবং শ্রেষ্ঠিকন্যার মস্তকে নিষ্ঠীবন দেখিয়া বলিল, "অরে কলন্দুক দাস, নিজের জাতি ও অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখ্, ক্ষীর-গণ্ডূষ গ্রহণ করিয়া মুখ ধুইয়া সদ্বংশীয়া সুখবর্দ্ধিতা শ্রেষ্ঠিদুহিতার মস্তকে নিষ্ঠীবন ফেলিস্ না, নিজের ওজন বুঝিয়া চলিস্।" অনন্তর শুক এই গাথা পাঠ করিল :—

> আমি বনের পাখী, তবু জানি কুলের কথা তোর,
> এখন বলুব দিয়া, শীঘ্র ধরা পড়বি, ওরে চোর।

তাই বল্‌ছি ভাল, কলন্দুক, কথা আমার রাখ্ ;
খেয়ে দুধ একটু, মুখ বাকিয়ে' দেখাস্ নাক জাঁক।

[সমবধান—তখন এই বিকত্থী ভিক্ষু ছিল কলন্দুক এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী।]

১২৮—বিড়াল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভণ্ড ভিক্ষুর * সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা যখন তাহার ভণ্ডামির কথা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "এ ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও ভণ্ড ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব মূষিকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ও শূকরশাবকের ন্যায় বৃহদাকার ছিলেন এবং বহুশত মূষিকপরিবৃত হইয়া অরণ্যে বিচরণ করিতেন।

একদিন এক শৃগাল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ঐ মূষিকযূথ দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, 'ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়া খাইতে হইবে।' সে মূষিকদিগের বিবরের অবিদূরে একপায়ে ভর দিয়া ও সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া বায়ু পান করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব আহারান্বেষণে বিচরণ করিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইয়া মনে করিলেন, "এই শৃগাল বোধ হইতেছে সদাচারসম্পন্ন।" অতএব তিনি তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনার নাম কি ?" শৃগাল উত্তর দিল "আমার নাম ধার্ম্মিক।" "ভূমিতে চারি পা না রাখিয়া কেবল এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কেন ?" "আমি ভূমিতে চারি পা দিলে পৃথিবী সে ভার বহন করিতে পারিবে না ; সেই জন্য এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া আছি।" "আপনি মুখ ব্যাদান করিয়া আছেন কেন ?" আমি অন্ন ভক্ষণ করি না, বায়ু মাত্র সেবন করি, সেই জন্য।" "সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া আছেন কেন ?" "সূর্য্যকে নমস্কার করিবার জন্য।" শৃগালের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন, 'অহো! এই শৃগালের কি অপূর্ব্ব সাধুতা!' তিনি তদবধি নিজের সমস্ত অনুচরসহ সায়ংপ্রাতঃ এই শৃগাল-সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিবার জন্য যাইতে লাগিলেন। কিন্তু মূষিকেরা প্রণিপাতান্তে ফিরিয়া যাইবার সময় শৃগাল তাহাদের সর্ব্ব-পশ্চাদ্বর্তীকে ধরিয়া তাহার মাংস কতক চর্ব্বণ করিয়া, কতক গিলিয়া খাইয়া মুখ পুছিয়া দেখাইত যেন সে কিছুই জানে না। এইরূপে ক্রমে মূষিকদিগের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া মূষিকেরা ভাবিতে লাগিল, 'পূর্ব্বে আমাদিগের এই বিবরে স্থান-সঙ্কুলন হইত না; আমাদিগকে ঠেসাঠেসি করিয়া থাকিতে হইত; কিন্তু এখন এত ফাঁক হইল কেন? বিবর ত এখন পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণ হয় না। ইহার কারণ কি ?' অনন্তর তাহারা বোধিসত্ত্বকে এই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্বও চিন্তা করিতে লাগিলেন কি হেতু মূষিকদিগের দলক্ষয় হইতেছে। শৃগালের উপর তাহার সন্দেহ জন্মিল। তখন, 'ইহার মীমাংসা করা আবশ্যক' ইহা স্থির করিয়া তিনি শৃগালকে প্রণাম করিয়া ফিরিবার সময় অন্যান্য মূষিককে অগ্রে রাখিয়া স্বয়ং সকলের পশ্চাতে রহিলেন। শৃগাল বোধিসত্ত্বের উপর লাফাইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব তাহার চেষ্টিত লক্ষ্য করিতেছিলেন; তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "অরে শৃগাল, তোর ব্রতানুষ্ঠান দেখিতেছি ধর্ম্মের জন্য নহে; তুই প্রাণিহিংসার জন্য ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া বিচরণ করিতেছিস্।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

তুলিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা বঞ্চে সর্ব্বজনে,
পাপাচারে রত কিন্তু গোপনে গোপনে ;

* মূলে 'কুহকভিক্খু' এই পদ আছে।

মনে বিষ মুখে কিন্তু মধুর বচন,
জানিবে বিড়াল-ব্রত-লক্ষণ * এমন।

মূষিকরাজ ইহা বলিতে বলিতে লম্ফ দিয়া শৃগালের গ্রীবার উপরি পতিত হইলেন এবং তাহার হনুর নিম্নে গলনালীতে দংশন করিয়া উহা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে শৃগাল তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন অন্য সকল মূষিক ফিরিয়া মুর্ মুর্ করিয়া শৃগালের মাংস খাইয়া চলিয়া গেল। বলা আবশ্যক যে, যাহারা প্রথমে ফিরিয়াছিল তাহারাই মাংস খাইতে পাইয়াছিল, যাহারা পশ্চাতে ফিরিয়াছিল তাহারা কিছুমাত্র পায় নাই।

ইহার পর মূষিকেরা নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল।

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড তপস্বী ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই মূষিকরাজ।]

১২৯—অগ্নিক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অন্য একজন ভণ্ডের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব মূষিকরাজ হইয়া অরণ্যে বাস করিতেন। একদা দাবানল উপস্থিত হইলে এক শৃগাল পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়া কোন বৃক্ষকাণ্ডে মস্তক সংলগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাতে তাহার সমস্ত শরীরের লোম দগ্ধ হইয়া গেল; কেবল মস্তকের যে অংশ বৃক্ষের সহিত সংলগ্ন ছিল সেখানে শিখার ন্যায় এক গুচ্ছ লোম রহিল। সে একদিন এক পার্ব্বত্য হ্রদে জলপান করিবার সময় নিজের প্রতিবিম্বে লোমগুচ্ছ দেখিয়া ভাবিল, 'এতদিনে আমার জীবিকানির্ব্বাহের উপায় হইল।' অনন্তর বিচরণ করিতে করিতে সে মূষিকদিগের গুহা দেখিয়া স্থির করিল, 'ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়া মারিব ও খাইব।' এই সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বের জাতকে যেরূপ বলা হইয়াছে সে সেইভাবে মূষিক-গুহার অবিদূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব আহারান্বেষণে বিচরণ করিতে গিয়া শৃগালকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'এই শৃগাল সম্ভবতঃ সাধুস্বভাব।' তিনি তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম কি?" শৃগাল বলিল, "আমার নাম অগ্নি ভরদ্বাজ।" † "এখানে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন?" "তোমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত।" "আমাদিগকে কি উপায়ে রক্ষা করিবেন?" "আমি অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করিতে পারি। তোমরা যখন প্রাতঃকালে ‡ গুহা হইতে বাহির হইয়া চরায় যাইবে, তখন একবার তোমাদের সংখ্যা গণিব; আবার সন্ধ্যাকালে যখন ফিরিবে তখনও গণিব। এই উপায়ে তোমাদিগকে রক্ষা করিব।" "আপনি উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছেন, মামা! এখন হইতে আপনি আমাদের রক্ষক হইলেন।" "বেশ তাহাই হইব।"

অনন্তর যখন মূষিকগণ প্রাতঃকালে গুহা হইতে বাহির হইত তখন শৃগাল তাহাদিগকে গণিত—এক, দুই, তিন ইত্যাদি। সন্ধ্যার সময় তাহারা ফিরিয়া আসিলেও সে এইরূপ গণিত। ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা পূর্ব্ববর্তী জাতকে বলা হইয়াছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে মূষিকরাজ শৃগালের অভিমুখে ফিরিয়া বলিলেন, "অহে অগ্নি ভরদ্বাজ, তুমি শিখা রাখিয়াছ ধর্ম্মের জন্য নহে, উদরপূর্ত্তির জন্য।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন:—

---

* এই জাতকের প্রথমাংশে শৃগালের কথা থাকিলেও গাথার বিড়ালের উল্লেখ আছে এবং সেই জন্যই ইহার বিড়ালজাতক নাম হইয়াছে। মহাভারতেও এই গল্প দেখা যায়।

† ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের সূক্তগুলির দেবতা অগ্নি এবং ঋষিগণ ভরদ্বাজগোত্রীয়।

‡ ইন্দুর কিন্তু রাত্রিকালেই খাদ্যান্বেষণ করিয়া থাকে।

শিখা তোমার পেটের তরে, পুণ্যহেতু নয় ;
আঙ্গুল গণি দলের হানি করছ মহাশয় ।
পরিচয়টা ভালমতে পেয়েছি তোমার ;
ভণ্ডামিতে আমরা কভু ভুলব নাক আর ।

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই মুষিক-রাজ ।]

১৩০—কৌশিকী-জাতক ।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় শ্রাবস্তীবাসিনী এক রমণীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন । এই রমণীর স্বামী একজন সাধু ও শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্মণ জাতীয় উপাসক, কিন্তু সে নিজে অতি দুঃশীলা ও পাপরতা ছিল । সে সমস্ত রাত্রি অভিসারে অতিবাহিত করিত এবং দিনমানে পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া থাকিত ; সংসারের কোন কাজকর্ম্ম করিত না । ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিতেন, "ভদ্রে, তোমার কি অসুখ করিয়াছে ?" সে বলিত, "পেটে বায়ু হইয়া কষ্ট দিতেছে ।" "কি খাইলে ভাল হইবে বল ।" "স্নিগ্ধ, মধুর, সুস্বাদু খাদ্য, অন্ন, তৈল ইত্যাদি ।" রমণী যখন যে দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করিত, ব্রাহ্মণ তাহাই আনিয়া দিতেন । সে কিন্তু, ব্রাহ্মণ যতক্ষণ গৃহে থাকিতেন ততক্ষণ, শয্যায় পড়িয়া থাকিত ; আবার তিনি গৃহের বাহিরে গেলেই জারদিগের সহিত সময় অতিবাহিত করিত । ব্রাহ্মণ দেখিলেন কিছুতেই গৃহিণীর উদরবায়ুর উপশম হইতেছে না । তখন তিনি শাস্তার শরণ লইলেন । তিনি একদিন গন্ধমাল্য প্রভৃতি উপহারসহ জেতবনে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপুরঃসর একান্তে উপবেশন করিলেন । শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ, তোমায় এতদিন দেখিতে পাই নাই কেন ?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "আমার ব্রাহ্মণী বলেন যে তিনি বাতশূলে বড় কষ্ট পাইতেছেন । তাঁহার জন্য আমাকে ঘৃত, তৈল এবং উৎকৃষ্ট ভোজ্য সংগ্রহ করিতে হয় । তাঁহার শরীর এখন বেশ স্থূল হইয়াছে ; বর্ণও উজ্জ্বল ; অথচ বাতশূলের কোন উপশম দেখা যায় না । ভার্য্যার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকায় এখানে আসিবার অবসর পাই নাই ।"

শাস্তা এই ব্রাহ্মণীর পাপভাব জানিতেন । তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, রমণীদিগের এইরূপ রোগ উপশম না হইলে কি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, পুরাকালে পণ্ডিতেরা তাহা তোমায় বলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু জন্মান্তর পরিগ্রহবশতঃ তাহা তোমার বেশ স্মরণ হইতেছে না ।" অনন্তর ব্রাহ্মণের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি তক্ষশিলায় সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বারাণসীতে অধ্যাপকতা করিতেন । তাঁহার যশ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল । রাজধানীর সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কুমার তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিত ।

এক জনপদবাসী ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের নিকট তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান † শিক্ষা করিয়া নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানার্থ বারাণসীতেই অবস্থিতি করিতেন এবং প্রতিদিন দুই তিন বার বোধিসত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন । ইঁহার ব্রাহ্মণী নিতান্ত দুঃশীলা ও পাপরতা ছিল । ফলতঃ প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যাহা বলা হইল, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল । যখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এই কারণে অবকাশাভাবে আপনার নিকট উপদেশলাভার্থ আসিতে পারি না ।" তখন বোধিসত্ত্ব বুঝিলেন রমণী পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া থাকে । তিনি শিষ্যকে রোগের অনুরূপ ঔষধ বলিয়া দিবার সংকল্প করিলেন । তিনি বলিলেন, "বৎস, এখন হইতে তুমি তাহাকে ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি দিওনা । গোমূত্রে পাঁচ প্রকার ফল প্রভৃতি ভিজাইয়া তাহা একটা নূতন তামার পাত্রে এতক্ষণ রাখিয়া দিবে যে সমস্ত দ্রব্য তাম্রগন্ধবিশিষ্ট হয় । তাহার

* ২২৬ সংখ্যক জাতকের সহিত ইহার সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য । "কৌশিকী গোত্রনাম ।

† চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং উপবেদচতুষ্টয় অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান বলিয়া গণ্য । উপবেদ চতুষ্টয় যথা, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ এবং শস্ত্রশাস্ত্র বা স্থাপত্যবেদ বা শিল্পশাস্ত্র ।

পর, দড়ি, যোত বা লাঠি, যাহা পাব হাতে লইয়া গৃহিণীকে গিয়া বল, 'এই তোমার রোগের অমোঘ ঔষধ ; হয় ইহা পান কর, নয় উঠিয়া তুমি প্রতিদিন যে অন্নধ্বংস কর, তাহার অনুরূপ কাজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।' এই কথা বলিয়া, আমি তোমাকে যে গাথা শিখাইতেছি তাহাও পাঠ করিবে। যদি সে ঔষধ সেবনে আপত্তি করে, তাহা হইলে দড়ি, যোত বা লাঠি দিয়া দুই চারিবার প্রহার করিবে, চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে, কনুই দিয়া মধ্যে মধ্যে দুই একবার প্রহারও দিবে। তুমি দেখিবে সে তখনই উঠিয়া গৃহকর্ম্মে মন দিবে।" ব্রাহ্মণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন, উক্ত নিয়মে ঔষধ প্রস্তুত করিলেন, এবং ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, 'ভদ্রে, এই ঔষধ পান পান কর।" সে জিজ্ঞাসিল, "কে এই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আচার্য্য।" "ইহা লইয়া যাও, আমি পান করিব না।" "ইচ্ছা পূর্ব্বক খাইবেনা বটে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দড়ি হাতে লইলেন এবং আবার বলিলেন, "হয় রোগের অনুরূপ ঔষধ পান কর, নয় প্রতিদিন যে অন্নধ্বংস কর তদনুরূপ কাজ কর্ম্ম কর।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> যাহা তুমি বল মুখে সত্য যদি হয়,
> করিতে হইবে পান ঔষধ নিশ্চয়।
> সুমধুর ভক্ষ্য কিন্তু করিলে ভোজন,
> কর্ম্মশীলা তুমি নাহি হবে কি কারণ?
> বল দেখি, হে কৌশিকী বলগো আমায়,
> বাক্যে ও ভোজনে তব সমতা কোথায়?

ইহাতে ব্রাহ্মণী ভীতা হইল। সে দেখিল আচার্য্য যখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আর তাঁহাকে প্রতারিত করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং সে উঠিয়া গৃহকার্য্যে মন দিল। "আচার্য্য আমার দুঃশীলতা জানিতে পারিয়াছেন ; এখন হইতে আর এরূপ পাপাচার করিতে পারিব না" ইহা ভাবিয়া আচার্য্যের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবশতঃ সে পাপকর্ম্ম হইতেও বিরতা এবং ক্রমশঃ শুদ্ধচারিণী হইল।

[শ্রাবস্তীবাসিনী সেই ব্রাহ্মণীও "সম্বুদ্ধ আমায় জানিতে পারিয়াছেন" এই জ্ঞানে শাস্তার প্রতি শ্রদ্ধানিবন্ধন অনাচার ত্যাগ করিল।

সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

১৩১—অসম্পদান-জাতক।*

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্ম সভায় বসিয়া বলিতেছিলেন, "দেখ, দেবদত্ত কি অকৃতজ্ঞ! সে তথাগতের গুণ বুঝে না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত পূর্ব্ব জন্মেও অকৃতজ্ঞ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে মগধরাজ্যে রাজগৃহ নগরে বোধিসত্ত্ব এক মগধরাজের শ্রেষ্ঠী ছিলেন। অশীতিকোটি ধনের অধিপতি বলিয়া তাঁহার নাম ছিল 'শঙ্খশ্রেষ্ঠী'। তখন বারাণসী নগরেও অশীতিকোটি ধনের অধিপতি পিলিয় নামে আর এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। ইঁহার সহিত শঙ্খশ্রেষ্ঠীর বিশিষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। কালক্রমে কোন কারণবশতঃ পিলিয় শ্রেষ্ঠীর মহা বিপত্তি ঘটিল ; তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হইল ; তিনি দারিদ্র্যগ্রস্ত ও অসহায় হইয়া, শঙ্খশ্রেষ্ঠীর নিকট সাহায্য পাইবেন এই আশায়, ভার্য্যাসহ বারাণসী হইতে পদব্রজে চলিয়া রাজগৃহনগরে বন্ধুর

---

* অসম্পদান—অগ্রহণ।

আলয়ে উপস্থিত হইলেন। শঙ্খশ্রেষ্ঠী তাঁহাকে দেখিবামাত্র "এসহে বন্ধু" বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং যথারীতি তাঁহার সৎকার ও সম্মান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে একদিন শঙ্খশ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসিলেন, "বন্ধু, তুমি কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ বল।" পিলিয় শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "আমার বড় বিপদ্; আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি; এখন তুমি সাহায্য না করিলে আমার দাঁড়াইবার উপায় নাই।"

"সাহায্য করিব বৈকি। তুমি নিশ্চিন্ত হও।" এই বলিয়া শঙ্খশ্রেষ্ঠী ভাণ্ডাগার খুলিয়া তাহা হইতে পিলিয় শ্রেষ্ঠীকে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ দিলেন। অতঃপর তাঁহার স্থাবর, অস্থাবর, দাসদাসী প্রভৃতি সমস্ত অবশিষ্ট সম্পত্তিও দুই সমান ভাগ করিয়া এক ভাগ বন্ধুকে দান করিলেন। পিলিয় শ্রেষ্ঠী এই বিপুল বিভব লাভ করিয়া, বারাণসীতে প্রতিগমন করিলেন এবং সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার পর শঙ্খশ্রেষ্ঠীরও সেইরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইল। এই সঙ্কট হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইব চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, "আমিত একবার বন্ধুর মহা উপকার করিয়াছিলাম; তাঁহাকে আমার সমস্ত বিভবের অর্দ্ধাংশ দিয়াছিলাম, তিনি কখনও আমায় প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না; অতএব তাঁহারই নিকটে যাই।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ভার্য্যাসহ পদব্রজে বারাণসী যাত্রা করিলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া ভার্য্যাকে বলিলেন,—"ভদ্রে, তুমি আমার সঙ্গে রাজপথে হাঁটিয়া গেলে ভাল দেখাইবে না। আমি গিয়া তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য যানাদি পাঠাইতেছি। তুমি তাহাতে আরোহণ করিয়া বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া নগরে প্রবেশ করিবে। যতক্ষণ যান না পাঠাই ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর।" ইহা বলিয়া তিনি ভার্য্যাকে একটী ধর্ম্মশালায় রাখিয়া দিলেন, একাকী নগরে প্রবেশ করিয়া পিলিয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রেষ্ঠীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, "রাজগৃহ নগর হইতে আপনার বন্ধু শঙ্খশ্রেষ্ঠী আগমন করিয়াছেন।"

পিলিয় বলিলেন, তাঁহাকে আসিতে বল; কিন্তু আগন্তুকের অবস্থা দেখিয়া তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন না, অভ্যর্থনাও করিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মনে করিয়া আসিয়াছেন?" শঙ্খশ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "আপনার দর্শনলাভার্থ।" "বাসা কোথায় লইয়াছেন?" "এখন পর্য্যন্ত বাসা ঠিক হয় নাই; আমার পত্নীকে ধর্ম্মশালায় রাখিয়া বরাবর এখানে আসিয়াছি।" "এখানে ত আপনাদের থাকার সুবিধা হইবে না। কোথাও বাসা ঠিক করুন গিয়া। সেখানে পাক করিয়া আহার করিবেন এবং যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। কিন্তু আমার সঙ্গে আর কখনও দেখা করিবেন না।" ইহা বলিয়া তিনি এক ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন, "আমার বন্ধুর কাপড়ের খোঁটে এক আঢ়া মোটা ভুসি দাও।" সেই দিনই নাকি পিলিয় সহস্রশকট-প্রমাণ উৎকৃষ্ট ধান্য ঝাড়াইয়া গোলায় পূরিয়াছিলেন। অথচ সেই মহাচোর এমনই অকৃতজ্ঞ যে যাঁহার নিকট হইতে চল্লিশকোটি সুবর্ণ পাইয়াছিলেন সেই বন্ধুকে এখন এক আঢ়া মাত্র ভুসি দিলেন।

পিলিয়ের ভৃত্য এক আঢ়া ভুসি মাপিয়া উহা একটা ধামায় ফেলিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই পাপাত্মা আমার নিকট চল্লিশ কোটি সুবর্ণ পাইয়া এখন আমায় কেবল এক আঢ়া ভুসি দিতেছে! ইহা আমি গ্রহণ করিব বা গ্রহণ করিব না?' অনন্তর তিনি ভাবিলেন, এই অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি আমার বিনষ্টসর্ব্বস্ব জানিয়া বন্ধুত্ববন্ধন উচ্ছিন্ন করিল; কিন্তু আমি যদি এই এক আঢ়া ভুসি অতি তুচ্ছ বলিয়া গ্রহণ না করি, তাহা হইলে আমারও বন্ধুত্ববন্ধচ্ছেদনের অপরাধ হইবে। যাহারা মূঢ় ও নীচমনা তাহারাই লব্ধবস্তু অল্প বলিয়া গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় এবং ইরূপে বন্ধুত্ব বিনাশ করে। অতএব এ যে এক আঢ়া ভুসি দিল তাহাই গ্রহণ-

পূর্ব্বক আমার যতটুকু সাধ্য মিত্রধর্ম্ম রক্ষা করি।' ইহা স্থির করিয়া তিনি কাপড়ের খোঁটে সেই ভুসি বান্ধিয়া পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ভার্য্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যপুত্র, বন্ধুর নিকট কি পাইলেন বলুন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন "ভদ্রে, আমার বন্ধু পিলিয় শ্রেষ্ঠী এক আঢা ভুসি দিয়া আজই আমাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন।" "আপনি ইহা গ্রহণ করিলেন কেন? ইহাই কি চল্লিশ কোটি ধনের অনুরূপ প্রতিদান?" এই বলিয়া বোধিসত্ত্বের ভার্য্যা রোদন করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি ক্রন্দন করিও না। পাছে তাঁহার সহিত মিত্রভাবের ভেদ হয় এই আশঙ্কাতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে তুমি দুঃখ করিতেছ কেন?" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

মিত্রদত্ত বস্তু যদি তুচ্ছ হয়,
তথাপি গ্রহণ করিবে তাহায়।
যে মূর্খ সে দান না করে গ্রহণ,
ছিন্ন করে সেই মিত্রতা বন্ধন।
দিল মোরে বন্ধু ভুসি অর্দ্ধমান *,
তথাপি তাহার রাখিতে সম্মান
লইলাম উহা সানন্দঅন্তরে,
মিত্রতা কি কেহ বিনষ্ট করে?
অবস্থা বৈগুণ্য চিরস্থায়ী নয়,
মিত্রতা শাশ্বতী সর্ব্বজনে কয়।

কিন্তু ইহা শুনিয়াও তাঁহার ভার্য্যার ক্রন্দননিবৃত্তি হইল না।

শঙ্খশ্রেষ্ঠী পিলিয়কে যে সমস্ত দাস দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এক কৃষাণ ছিল। সে ধর্ম্মশালার নিকট দিয়া যাইবার সময় শ্রেষ্ঠিপত্নীর ক্রন্দন শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং ভূতপূর্ব্ব প্রভু ও প্রভুপত্নীকে দেখিতে পাইয়া এবং তাঁহাদের পাদমূলে পতিত হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা এখানে কেন?" বোধিসত্ত্ব তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া দাস বলিল, "কোন চিন্তা নাই, প্রভু; যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে।" ইহা বলিয়া সে তাঁহাদিগকে নিজের আলয়ে লইয়া গেল, গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইল, এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করাইল। অনন্তর সে অন্যান্য দাসদিগকেও জানাইল, "আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রভু এখানে আসিয়াছেন।" এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে সে একদিন সমস্ত দাস সঙ্গে লইয়া রাজাঙ্গণে গেল এবং "দোহাই মহারাজ" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রাজা তাহাদিগকে ডাকাইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা রাজার নিকট সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। তাহাদিগের কথা শুনিয়া রাজা উভয় শ্রেষ্ঠীকেই আহ্বান করাইলেন এবং শঙ্খশ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি সত্য সত্যই পিলিয়কে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ দিয়াছিলে?' তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমার বন্ধু যখন অভাবগ্রস্ত হইয়া রাজগৃহ নগরে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে যে কেবল চল্লিশ কোটি ধন দিয়াছিলাম তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমার স্থাবর, অস্থাবর, দাস, দাসী প্রভৃতি অপর সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধ পরিমাণও দান করিয়াছিলাম।"

"কেমন হে, পিলিয়, একথা সত্য কি?"

"হাঁ মহারাজ, একথা সত্য।"

"আচ্ছা, এই ব্যক্তি যখন অভাবে পড়িয়া তোমার নিকট সাহায্যের আশায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তুমি ইহার উপযুক্ত সৎকার ও সম্মান করিয়াছিলে কি?"

* আট নালিকায় এক মান; চারি নালিকায় এক আঢা বা তুম্ব।

এই প্রশ্ন শুনিয়া পিলিয় নিরুত্তর রহিলেন। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি না ইহার খোঁটে এক আঢা ভুসি বাঁধিয়া দিয়া বিদায় করিয়াছিলে?" পিলিয় এখনও নিরুত্তর। অতঃপর রাজা কর্ত্তব্যনির্ণয়ার্থ অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিলেন এবং পিলিয়ের দণ্ডস্বরূপ এই আদেশ দিলেন:—"তোমরা পিলিয়ের গৃহে গিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি শঙ্খশ্রেষ্ঠীকে দাও।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি পরের ধন চাই না; আমি যাহা দিয়াছিলাম তাহাই প্রতিদান করাইতে আজ্ঞা হউক।" তখন রাজা আদেশ দিলেন, বোধিসত্ত্বকে তাঁহার পূর্ব্বদত্ত অর্থ ফিরাইয়া দিতে হইবে। বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বপ্রদত্ত সমস্ত বিভব পাইয়া দাসদাসীগণে পরিবৃত হইয়া স্বগৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক বিষয়-সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর দানাদি সৎকর্ম্ম করিয়া তিনি জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল পিলিয় শ্রেষ্ঠী এবং আমি ছিলাম শঙ্খশ্রেষ্ঠী।]

১৩২—পঞ্চগুরু-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে প্রলোভনসূত্র অবলম্বন করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। অজপাল-ন্যগ্রোধ তরুমূলে † মারদুহিতারা তাঁহাকে যে প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, ঐ সূত্র তদবলম্বনে রচিত। ভগবান্ প্রথমে সূত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন; উহার প্রথমাংশ এই:—

ধরি মনোহর বেশ, ভুলাইতে মন,
আসিল অরতি, রতি, তৃষ্ণা, তিন জন।‡
শাস্তার প্রভাবে কিন্তু পলাইয়া গেল;
তুলা যেন বায়ুবেগে বিদূরিত হ'ল।

শাস্তা আদ্যোপান্ত সমস্ত সূত্র পাঠ করিলে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অহো, বুদ্ধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! মারকন্যাগণ তাঁহার প্রলোভনার্থ শতসহস্র দিব্যরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করেন নাই।" অতঃপর শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি এজন্মে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছি; সুতরাং মারকন্যাদিগের দিকে যে দৃকপাত করি নাই তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; যখন আমি কেবল জ্ঞানপথের পথিক ছিলাম, যখন পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই, সেই অতীত জন্মেও আমি ইন্দ্রিয়সংযম করিতাম এবং সম্মুখে দিব্যলাবণ্যবতী রমণী উপস্থিত হইলেও কোনরূপ অসদভিপ্রায়ে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। সেই জিতেন্দ্রিয়তার বলেই আমি তখন মহারাজ্য লাভ করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজার শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমস্ত ইতিপূর্ব্বে

---

* এই জাতকের 'পঞ্চগুরু' নাম কি জন্য হইল বুঝা যায় না। হস্তলিখিত একখানি পালিগ্রন্থে ইহার নাম "ভিরুক জাতক" বলিয়া লিখিত আছে।

† ইহা বুদ্ধগয়ার নিকটবর্ত্তী একটী বটবৃক্ষ। অজপালকেরা এখানে বসিয়া বিশ্রাম করিত বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছিল। বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে গৌতম এখানে যান। এই সময়ে মারকন্যারা তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে। মার বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, শয়তানও খ্রীষ্টকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বুদ্ধচরিত ও খ্রীষ্টচরিত উভয়ের মধ্যে এইরূপ আরও কতকগুলি সাদৃশ্য দেখা যায়।

‡ অরতি=হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ ইত্যাদি। রতি=অনুরাগ, আসক্তি; ইহার নামান্তর রগা। তৃষ্ণা=বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, ভোগেচ্ছা।

তক্ষশিলা-জাতকে * বলা হইয়াছে। তখন তক্ষশিলাবাসীরা নগরের বহির্ভাগস্থ ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল এবং তিনি সম্মতি প্রকাশ করিলে তাঁহার অভিষেক-সম্পাদনপূর্ব্বক নগর সুসজ্জিত করিল। তক্ষশিলা নগর অমরাবতীর ন্যায় এবং রাজভবন ইন্দ্রভবনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব নগরে প্রবেশ করিয়া রাজভবনস্থ বৃহৎ কক্ষে নানারত্নখচিত পালঙ্কে উপবেশন করিলেন; তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ করিতে লাগিল। তখন তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন দেবরাজ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি প্রজাবৃন্দ এবং ক্ষত্রিয় কুমারগণ সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইলেন, বিদ্যাধরী-সদৃশী ও নৃত্যগীতবাদ্য-কুশলা ষোডশসহস্র নর্ত্তকী নৃত্য, গান ও বাদ্য করিতে লাগিল; তাহার শব্দে রাজভবন মেঘগর্জ্জননিনাদিত অর্ণবকুক্ষিবৎ এক-নিনাদ হইয়া উঠিল। বোধিসত্ত্ব নিজের শ্রী ও সৌভাগ্য অবলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি যদি যক্ষিণীদিগের দিব্যরূপে প্রমুগ্ধ হইতাম তাহা হইলে আমার নিশ্চিত বিনাশ ঘটিত, আমি এ শ্রী ও সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারিতাম না। প্রত্যেকবুদ্ধদিগের উপদেশানুসারে চলিয়াছিলাম বলিয়াই আমার এই অভ্যুদয় হইয়াছে।" পুনঃ পুনঃ এইরূপ চিন্তা করিয়া শেষে তিনি মনের আবেগে নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন:—

> প্রাণ-পণে পালিয়াছি প্রত্যেকবুদ্ধের
> কুশল বচন আমি; হই নাই ভীত
> ভয়হেতু শত শত করি নিরীক্ষণ;
> পশি নাই মায়াবিনী যক্ষিণী-আগারে।
> তাই আজি মহাভয়ে লভি পরিত্রাণ
> আনন্দ সাগরে মম ভাসিতেছে প্রাণ।

মহাসত্ত্ব এইরূপে উক্ত গাথা দ্বারা ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন এবং যথাশাস্ত্র রাজ্যশাসন ও দানাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মানুরূপ ফল লাভার্থ লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—আমিই তখন তক্ষশিলায় গিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলাম।]

১৩৩—ঘৃতাশন-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু শাস্তার নিকট হইতে কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে গিয়াছিলেন এবং বর্ষা যাপন করিবার অভিপ্রায়ে কোন গ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম মাসেই তিনি একদিন ভিক্ষায় বাহির হইলে পর্ণশালাখানি পুড়িয়া গেল। তিনি উপাসকদিগকে জানাইলেন যে বাসস্থানাভাবে তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে। তাহারা বলিল, "সেজন্য চিন্তা কি? আমরা আর একখানি পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" কিন্তু মুখে এরূপ বলিলেও তাহারা তিনমাসের মধ্যে কিছুই করিল না। শয়ন, আসনের স্থানাভাবে এই ভিক্ষু কর্ম্মস্থান-ধ্যানে কিছুমাত্র ফল লাভ করিতে পারিলেন না,—সিদ্ধিপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর বর্ষাশেষে তিনি জেতবনে প্রতিগমনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণিপাত করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "কেমন, তুমি কর্ম্মস্থানধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছ ত?" তখন ভিক্ষু ঐ কয়েকমাস যে যে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন সমস্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "পূর্ব্বকালে ইতর প্রাণীরা পর্য্যন্ত তাহাদের পক্ষে কি সুবিধাজনক এবং কি অসুবিধাজনক তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং যত দিন সুবিধা ছিল ততদিন নিজেদের বাসস্থানে থাকিয়া, অসুবিধা উপস্থিত হইবামাত্র অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। যাহা ইতর প্রাণীরা করিয়াছিল, তুমি মানুষ হইয়া তাহা করিতে পারিলে না কেন? নিজের সুবিধা বা অসুবিধা বুঝিতে পারিলেনা কেন?" অনন্তর উক্ত ভিক্ষুর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

* ৯৬ সংখ্যক। ইহার নাম সেখানে "তৈলপাত্র-জাতক" বলা হইয়াছে।

পূর্বাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধিসঞ্চারের পর তাঁহার সৌভাগ্যোদয় হয় এবং তিনি পক্ষীদিগের রাজপদ লাভ করেন। তিনি বনমধ্যস্থ কোন হ্রদের তীরবর্ত্তী শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন নিবিড়পত্র এক মহাবৃক্ষে সানুচর বাস করিতেন। উদকোপরিস্থিত শাখাবাসী বহুপক্ষী যে মলত্যাগ করিত তাহা ঐ হ্রদের জলে নিপতিত হইত। সেই হ্রদে চণ্ড নামে এক নাগরাজ বাস করিত। জল নষ্ট হইতেছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সে এক দিন ভাবিতে লাগিল, 'পক্ষীরা আমার বাসস্থানে মলত্যাগ করিতেছে; জল হইতে অগ্নি উত্থাপিত করিয়া এই বৃক্ষ দগ্ধ করিতে হইবে; তাহা হইলেই ইহারা পলাইয়া যাইবে।' অনন্তর যখন রাত্রি হইল এবং সমস্ত পক্ষী আসিয়া স্ব স্ব শাখায় বসিল, তখন সে প্রথমে হ্রদের জল আলোড়িত করিল, তাহার পর ধূম উদ্গিরণ করিল এবং পরিশেষে তালস্কন্ধ প্রমাণ অগ্নিশিখা উত্থাপিত করিল।

জল হইতে অগ্নিশিখা উঠিতে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব পক্ষীদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে জলদ্বারা নির্ব্বাপিত হয়; কিন্তু এখন দেখিতেছি, জলই প্রজ্বলিত হইতেছে; এখানে আর থাকা যাইতে পারে না, চল আমরা অন্যত্র যাই।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

> নিরাপদ্ ভাবিয়াছ যেই বাসস্থান,
> সেখানে প্রবল শত্রু হেরি বিদ্যমান।
> উদকের মধ্যে দেখ জ্বলে হুতাশন;
> এই বৃক্ষ ছাড়ি কর অন্যত্র গমন।
> নির্ভয় ভাবিয়া যাব লইলে আশ্রয়,
> অদৃষ্টের দোষে সেই ভয়হেতু হয়।

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিজের আজ্ঞানুবর্ত্তী পক্ষীদিগকে লইয়া অন্যত্র উড়িয়া গেলেন। যাহারা তাহার কথা না শুনিয়া সেখানে রহিল, তাহারা বিনষ্ট হইল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া ঐ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই আজ্ঞাবহ পক্ষিগণ এবং আমি ছিলাম পক্ষীদিগের রাজা।]

১৩৪—ধ্যানশোধন-জাতক।

[সাঙ্কাশ্যা নগরের দ্বারে শাস্তা সংক্ষেপে যে প্রশ্নের মর্ম্ম বলেন, ধর্ম্ম সেনাপতি সারীপুত্র তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীতবস্তু এই :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব যখন অরণ্যমধ্যস্থ আশ্রমে দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি "নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের প্রধান শিষ্য এই বাক্যের যে ব্যাখ্যা করিলেন, অন্যান্য তপস্বীরা তাহা গ্রহণ করিলেন না। তখন বোধিসত্ত্ব আভাস্বর স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আকাশে আসীন হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> সংজ্ঞা দুঃখময়, দুঃখ অসংজ্ঞায়।
> ছাড় এই দুয়ে ভাই;
> কলুষবিহীন ধ্যানসুখ যাহা,
> সুখের আগার তাই।

এই উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব প্রধান শিষ্যের প্রশংসা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অতঃপর অন্য তাপসগণ প্রধান শিষ্যের বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করিল।

[সমবধান—তখন সারীপুত্র ছিল সেই প্রধান শিষ্য; এবং আমি ছিলাম মহাব্রহ্ম।]

১৩৫—চন্দ্রাভা-জাতক।

[শাস্তা সাঙ্কাশ্য নগরের দ্বারে সংক্ষেপে যে প্রশ্নের মর্ম্ম বলেন, স্থবির সারীপুত্র তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেনঃ—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব যখন তপোবনে দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি শিষ্যদিগের প্রশ্নের উত্তরদানকালে 'চন্দ্রাভা সূর্য্যাভা' এই বাক্য বলিয়া আভাস্বর লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য এই বাক্যের যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা অন্য শিষ্যদিগের মনঃপূত হইল না। তখন বোধিসত্ত্ব প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আকাশে আসীন হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> জ্যোৎস্না, রৌদ্র * এই কৃৎস্নদ্বয় সদা একমনে চিন্তা করি
> অবিতর্ক ধ্যানে যায় ব্রহ্মলোকে নরলোক পরিহরি।

বোধিসত্ত্ব তাপসদিগকে এই উপদেশ দিয়া এবং প্রধান শিষ্যকে প্রশংসা করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রতিগমন করিলেন।

সমবধান—তখন সারীপুত্র ছিল সেই প্রধান শিষ্য, এবং আমি ছিলাম মহাব্রহ্ম।

১৩৬—সুবর্ণহংস-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে স্থূলনন্দা নাম্নী ভিক্ষুণীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসী জনৈক উপাসক ভিক্ষুণীদিগকে রসুন দান করিবার সংকল্প করিয়া ক্ষেত্রপালকে বলিয়াছিলেন, "যদি ভিক্ষুণীরা রসুন চাহিতে আসেন তাহা হইলে প্রত্যেককে দুই তিন গণ্ডা † দিবে।" তদবধি ভিক্ষুণীরা রসুনের জন্য কখনও তাঁহার গৃহে, কখনও তাঁহার ক্ষেত্রে যাইতেন।

একবার কোন পর্ব্বাহে এই উপাসকের গৃহে রসুন ফুরাইয়া গিয়াছিল। ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা দলবল লইয়া রসুনের জন্য উপস্থিত হইয়া শুনিল, গৃহে আর রসুন নাই, সমস্ত নিঃশেষ হইয়াছে, কাজেই তাহাদিগকে ক্ষেত্রে যাইতে হইবে। তদনুসারে স্থূলনন্দা ক্ষেত্রে গিয়া প্রচুর পরিমাণে রসুন তুলিয়া লইল। তাহা দেখিয়া ক্ষেত্রপাল বিরক্ত হইয়া বলিল, "ভিক্ষুণীরা কিরূপ প্রকৃতির লোক? পরিমাণ বিবেচনা না করিয়া যত পারিল রসুন লইয়া গেল।" ইহাতে, যে সকল ভিক্ষুণী অল্পেই সন্তুষ্ট, তাঁহারা বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া ভিক্ষুরাও বিরক্ত হইলেন। অনন্তর ভিক্ষুরা ভগবান্‌কে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। ভগবান্ স্থূলনন্দাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণ, যে ঢবাকাঙ্ক্ষ সে নিজের গর্ভধারিণীর প্রতিও রূঢ় ও অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকে। এরূপ লোকে অদীক্ষিতদিগকে দীক্ষা দিতে পারে না, দীক্ষিতদিগকেও বীর্য্যসম্পন্ন করিতে পারে না; ইহাদের বুদ্ধির দোষে ভিক্ষা দুর্লভ হয়, লব্ধভিক্ষাও স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে যাহারা অল্পেই সন্তুষ্ট, তাহারা অদীক্ষিতদিগকে দীক্ষিত এবং দীক্ষিতদিগকে বীর্য্যসম্পন্ন করিতে পারে। যেখানে ভিক্ষা দুর্লভ সেখানেও তাহারা ভিক্ষা পায়, এবং লব্ধভিক্ষাদ্বারা তাহারা অনেক দিন চালায়।" এইরূপে ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া শাস্তা বলিলেন, "স্থূলনন্দা যে এবারই অতিলোভ দেখাইয়াছে, এমন নহে; পূর্ব্বেও সে এই প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর সমকুলজাত এক ব্রাহ্মণকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এই রমণীর গর্ভে নন্দা, নন্দবতী ও সুন্দরীনন্দা নামে তাঁহার তিনটী কন্যা জন্মে। অতঃপর

* জ্যোৎস্না অবদাত কৃৎস্ন এবং রৌদ্র প্রীতি কৃৎস্ন (৯৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। ধ্যানের যে অবস্থায় বিতর্ক অর্থাৎ যুক্তিপ্রয়োগ থাকেনা তাহার নাম অবিতর্কধ্যান।

† 'গণ্ডিকা' ('গণ্ডক') শব্দজাত।

বোধিসত্ত্বের মৃত্যু হয়; কাজেই তাঁহার পত্নী ও কন্যাত্রয় প্রতিবেশীদিগের গৃহে কাজকর্ম্ম করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

মানবদেহ ত্যাগ করিয়া বোধিসত্ত্ব সুবর্ণহংসরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং জাতিস্মর হইলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর একদিন তিনি নিজের সুবর্ণপক্ষাবৃত পরম রমণীয় বিশালদেহ দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম?' অমনি তাঁহার স্মরণ হইল তিনি পূর্ব্বজন্মে মনুষ্য ছিলেন। তখন, তাঁহার ব্রাহ্মণী ও কন্যারা কি উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে ইহা চিন্তা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন তাঁহারা পরগৃহে দাসীবৃত্তি দ্বারা অতিকষ্টে কাল কাটাইতেছেন। তিনি ভাবিলেন, 'আমার পালকগুলি কুট্টিত সুবর্ণের* ন্যায়; আমি স্ত্রী ও কন্যাদিগকে এক একটী পালক দিব; তাহারা ইহা বিক্রয় করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব উড়িয়া গিয়া তাহাদের কুড়ে ঘরের মাঝের আড়ার এক পাশে গিয়া বসিলেন।† তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনি কোথা হইতে আসিলেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তোমাদের পিতা; মৃত্যুর পর সুবর্ণহংস হইয়া জন্মলাভ করিয়াছি। আমি তোমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছি; এখন হইতে তোমাদিগকে আর পরগৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া দিনপাত করিতে হইবে না; আমি এক একটী পালক দিব, তাহা বিক্রয় করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।" ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে একটী পালক দিয়া চলিয়া গেলেন।

তদবধি বোধিসত্ত্ব মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া আসিতেন এবং তাঁহাদিগকে এক একটী পালক দিয়া যাইতেন। তাহাতে ব্রাহ্মণীর প্রচুর অর্থলাভ হইত এবং তিনি পরমসুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু একদিন ব্রাহ্মণী কন্যাদিগকে বলিলেন, "ইতর প্রাণীদিগের চরিত্র বুঝা ভার; তোদের পিতা যে কখনও আসা বন্ধ করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? তাই বলি, সে এবার যখন আসিবে, তখন আমরা তাহার সবগুলি পালক ছিঁড়িয়া লইব।" কিন্তু পিতার যন্ত্রণা হইবে ভাবিয়া কন্যারা এ জঘন্য প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। ব্রাহ্মণী কিন্তু কিছুতেই নিজের দুরাকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিল না। অতঃপর একদিন বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের কুটীরে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, একবার আমার কাছে আসুন।" বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে গেলেন; তিনি তাঁহাকে দুই হাতে ধরিয়া সমস্ত পালক উপাড়িয়া লইলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইল বলিয়া কোন পালকই হিরণ্ময় রহিল না, তৎক্ষণাৎ বকের পালকের ন্যায় হইয়া গেল।

ইহার পর বোধিসত্ত্ব চলিয়া যাইবার জন্য পক্ষ বিস্তার করিলেন, কিন্তু উড়িতে পারিলেন না। তখন ব্রাহ্মণী তাঁহাকে একটা বড় জালার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া খাবার দিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে বোধিসত্ত্বের নূতন পালক উঠিল, কিন্তু সেগুলি সমস্ত শাদা হইল। অনন্তর তিনি উড়িয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, আর কখনও পত্নী ও কন্যাদিগকে দেখিতে আসিলেন না।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা দেখিতে পাইলে যে স্থূলনন্দা এজন্মের ন্যায় পূর্ব্বেও দুরাকাঙ্ক্ষা-পরায়ণা ছিল। সেই দুরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ পূর্ব্বজন্মে সে সুবর্ণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, এজন্মেও রশুন হইতে বঞ্চিত হইবে। কেবল তাহাই নহে, তাহার লোভাতিশয্যে সমস্ত ভিক্ষুণী-সম্প্রদায়ের ভাগ্যেই আর রশুনপ্রাপ্তি ঘটিবে না। ইহা দেখিয়া তোমরা লোভ সংযত করিতে শিখ, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য যতই অল্প হউক না কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে অভ্যাস কর।" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন:—

যাহা পাও তাহাতেই তুষ্ট রাখ মন,
পাপাচারে রত সদা অতিলোভী জন।

---

* পেটা সোণা।

† মূলে 'পিট্ঠিবংসকোটি' এই পদ আছে।

সোণার পালক পেয়ে প্রয়োজন মত
হয়েছিল ব্রাহ্মণীর স্বচ্ছলতা কত ;
সমস্ত পালক কিন্তু যুগপৎ হরি,
পুনঃ কষ্ট পেল সেই দাসীবৃত্তি করি।

শাস্তা স্থুলনন্দাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া এই ব্যবস্থা করিলেন যে রসুন খাইলে ভিক্ষুণীদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

[সমবধান—তখন স্থুলনন্দা ছিল সেই ব্রাহ্মণী, তাহার ভগ্নীরা ছিল ব্রাহ্মণীর কন্যা এবং আমি ছিলাম সেই সুবর্ণরাজহংস।]

[ঈষপের গ্রন্থে সুবর্ণডিম্বপ্রসূতি হংসীর কথা আছে; লা ফন্টেনের গ্রন্থেও সুবর্ণপর্ণবিশিষ্ট হংসের কথা আছে। সুবর্ণহংস-জাতকই বোধ হয় এই কথাদ্বয়ের বীজ।]

১৩৭—বব্ভ্রু-জাতক।*

[কাণা নাম্নী এক রমণীর মাতার সম্বন্ধে ভিক্ষুদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই রমণী একজন শ্রাবস্তীবাসিনী স্রোতাপন্না আর্য্যশ্রাবিকা; কন্যার নামানুসারে লোকে ইঁহাকে কাণার মাতা বলিয়া ডাকিত। তিনি গ্রামান্তরবাসী সজাতীয় এক পুরুষকে কন্যা দান করিয়াছিলেন। একদা কাণা কোন কার্য্যোপলক্ষে তাহার মাতার নিকট আসিয়াছিল, কয়েক দিন পরে তাহার স্বামী লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিল, "আমার ইচ্ছা কাণা এখন ফিরিয়া আইসে।" দূতমুখে এই কথা শুনিয়া কাণা তাহার মাতার অনুমতি চাহিল। মাতা বলিলেন, "এতদিন এখানে থাকিয়া এখন কিরূপে খালি হাতে যাইবি? একটু অপেক্ষা কর, কিছু পিঠা তৈয়ার করিয়া দিতেছি।" কাণার মাতা পিষ্টক প্রস্তুত করিতেছেন এমন সময়ে এক ভিক্ষু ভিক্ষাচর্য্যায় গিয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। উপাসিকা তাঁহাকে বসাইয়া পাত্রপূর্ণ করিয়া পিষ্টক দান করিলেন; তিনি বাহিরে গিয়া অন্য একজন ভিক্ষুকে এই সংবাদ দিলেন। তখন দ্বিতীয় ভিক্ষুও উপাসিকার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং একপাত্র পিষ্টক পাইলেন। আবার দ্বিতীয় ভিক্ষুও সে স্থান হইতে গিয়া তৃতীয় এক ভিক্ষুকে এই কথা জানাইলেন, এবং তিনিও আসিয়া পূর্ব্ববৎ পিষ্টক পাইলেন। এইরূপে উপাসিকা একে একে চারিজন ভিক্ষুকে দান করিলেন বলিয়া তাঁহার সমস্ত পিষ্টক নিঃশেষ হইল; কাজেই সে দিন কাণার পতিগৃহে গমন হইল না। তাহার পর কাণার স্বামী একে একে আরও দুই দূত পাঠাইল, শেষের দূতকে বলিয়া দিল, "কাণা যদি না আইসে তাহা হইলে আমি অন্য স্ত্রী বিবাহ করিব।" কিন্তু এবারও ঠিক উক্তরূপে কাণার গমনে বাধা পড়িল। তখন কাণার স্বামী ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিল এবং তাহা শুনিয়া কাণা রোদন করিতে লাগিল। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শাস্তা পূর্ব্বাহ্নে পাত্রচীবর গ্রহণ পূর্ব্বক কাণার মাতার গৃহে গমন করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "কাণা কাঁদিতেছে কেন?" কাণার মাতা তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা সেই উপাসিকাকে আশ্বাস দিয়া ধর্ম্মকথা শুনাইলেন এবং আসন ত্যাগ করিয়া বিহারে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে ভিক্ষুসঙ্ঘে রাষ্ট্র হইল যে সেই চারিজন ভিক্ষু প্রস্তুত পিষ্টক গ্রহণ করিয়া তিন তিনবার কাণার পতিগৃহগমন বন্ধ করিয়াছেন। একদিন সমস্ত ভিক্ষু ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "শুনিতেছি, চারিজন ভিক্ষু, কাণার মাতা যে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা খাইয়া, তিন তিনবার কাণার পতিগৃহগমনের অন্তরায় হইয়াছেন এবং তন্নিবন্ধন কাণার স্বামী কাণাকে পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সেই মহোপাসিকা অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়াছেন।" এই সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং কহিলেন, "এই ভিক্ষুচতুষ্টয় যে কেবল এজন্মে কাণার মাতার পিষ্টক খাইয়া তাহার কষ্টের কারণ হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইহারা এইরূপ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পাষাণকুট্টককুলে† জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর সেই ব্যবসায়ে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন।

---

* বব্ভ্রু=বিড়াল।

† পাষাণ কুট্টক=যে পাথর কাটিয়া নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত করে।

কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে এক মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার ভাণ্ডারে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ সঞ্চিত হইয়াছিল। তাঁহার ভার্য্যা মৃত্যুর পর ধনস্নেহবশতঃ মূষিকরূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া ঐ ধনের উপর বাস করিত। কালক্রমে একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সেই শ্রেষ্ঠিকুল লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল ; শ্রেষ্ঠী নিজে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সে গ্রামও উজাড় হইয়াছিল। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন বোধিসত্ত্ব এই পুরাতন গ্রামস্থানে প্রস্তর তুলিয়া কাটিতেছিলেন। ধনরক্ষিণী সেই মূষিকা আহারার্থ ইতস্ততঃ বিচরণকালে বোধিসত্ত্বকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইল এবং চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমার বহু ধন অকারণ নষ্ট হইতেছে, এই ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া উহা ভোগ করা যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে এক দিন একটী কাহণ * মুখে লইয়া বোধিসত্ত্বের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়া মধুরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা,-তুমি কাহণ মুখে লইয়া আসিয়াছ কেন?" সে বলিল, "সৌম্য, ইহা লইয়া তোমার নিজের ভোজ্য সংগ্রহ কর; আমার জন্যও মাংস ক্রয় করিয়া আন।" "বেশ, তাহাই করিব" বলিয়া বোধিসত্ত্ব কাহণটী লইয়া গৃহে গেলেন এবং এক মাষার মাংস আনিয়া মূষিকাকে দিলেন। মূষিকা উহা লইয়া নিজের বিবরে গেল এবং যথারুচি ভোজন করিল। তদবধি মূষিকা প্রতিদিন বোধিসত্ত্বকে এক একটী কাহণ দিতে লাগিল; তিনিও তাহার জন্য মাংস আনিতে লাগিলেন।

অতঃপর একদিন এক বিড়াল ঐ মূষিকাকে ধরিল। মূষিকা বলিল, "সৌম্য, আমায় মারিও না।" বিড়াল জিজ্ঞাসিল, "কেন মারিব না? আমি যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি এবং মাংস খাইতে ইচ্ছা করিয়াছি।" "এক দিনই মাংস খাইতে ইচ্ছা হয়, না নিত্য খাইতে ইচ্ছা হয়?" "পাইলে ত নিত্যই খাইতে ইচ্ছা হয়।" "যদি তাহাই হয় তবে তোমাকে প্রত্যহ মাংস দিব, আমাকে ছাড়িয়া দাও"। "আচ্ছা, ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু সাবধান, মাংস দিতে যেন ত্রুটি না হয়।" ইহা বলিয়া বিড়াল মূষিকাকে ছাড়িয়া দিল। মূষিকা তদবধি নিজের জন্য আনীত মাংস দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ বিড়ালকে দিত এবং এক ভাগ নিজে খাইত।

ইহার পর একদিন অন্য এক বিড়ালে সেই মূষিকাকে ধরিল এবং সে তাহাকেও ঐরূপ বুঝাইয়া মুক্তি লাভ করিল। তখন হইতে মাংস তিন ভাগ করিয়া মূষিকা তাহার এক ভাগ খাইত। অনন্তর আর এক বিড়ালে তাহাকে ধরিল, এবং সে তাহারও সহিত উক্তরূপ নিয়ম করিয়া মুক্তিলাভ করিল। তখন মাংস চারি ভাগ হইতে লাগিল। তাহার পর আবার আর এক বিড়ালে তাহাকে ধরিল এবং তাহারও সহিত ঐ নিয়ম করিয়া সে মুক্তি লাভ করিল। তখন হইতে মাংস পাঁচ ভাগ হইতে লাগিল। পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র মাংস খাইয়া অল্পাহার-বশতঃ মূষিকার রক্তমাংস শুষ্ক হইল, সে নিতান্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি এত কৃশ হইতেছ কেন?" মূষিকা তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তুমি এতদিন আমায় এ কথা বল নাই কেন? ইহার যে প্রতীকার আছে তাহা আমি জানি।" ইহা বলিয়া মূষিকাকে আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব সুধাস্ফটিক পাষাণ দ্বারা † এক গুহা প্রস্তুত করিলেন এবং উহা আনিয়া মূষিকাকে বলিলেন, "মা, তুমি এই গুহায় প্রবেশ করিয়া যে আসিবে তাহাকেই পরুষবচন দ্বারা উত্তেজিত করিবে।" ইহা শুনিয়া মূষিকা সেই গুহার ভিতর গিয়া রহিল। অনন্তর এক বিড়াল আসিয়া বলিল, "আমায় মাংস দাও।" মূষিকা বলিল, "অরে ধূর্ত্ত বিড়াল, আমি কি তোর মাংস যোগাইবার চাকর? মাংস খাবি ত নিজের পুতের মাংস খা।" বিড়াল জানিত না যে মূষিকা স্ফটিক-

* কাহণ—কহাপণ (কার্ষাপণ) ইহা তৎকালপ্রচলিত এক প্রকার মুদ্রা; স্বর্ণ-রৌপ্যাদি উপাদানের তারতম্য বশতঃ ইহার মূল্যেরও তারতম্য ছিল (১৩শ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)।

† অর্থাৎ অতি নির্ম্মল স্ফটিক।

গুহার ভিতর আছে; সে কোপবশে, 'মূষিকাকে এখনই খাইয়া ফেলিব' মনে করিয়া সহসা এমন লম্ফ দিল যে স্ফটিক গুহায় লাগিয়া বক্ষঃস্থলে দারুণ আঘাত পাইল; তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গেল, চক্ষু দুইটা কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িল, সে তৎক্ষণাৎ মার্জারলীলা সংবরণ করিয়া এক প্রতিচ্ছন্ন স্থানে পড়িয়া গেল। এই উপায়ে একে একে চারিটা বিড়ালই বিনষ্ট হইল এবং তদবধি মূষিকা নির্ভয় হইয়া বোধিসত্ত্বকে প্রতিদিন দুই তিন কাহণ দিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে সে সমস্ত ধনই বোধিসত্ত্বকে দান করিল। বোধিসত্ত্ব ও মূষিকা যাবজ্জীবন মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন :—

লোভ পাইলে প্রথম আসে একটা বিড়াল,
দুই, তিন, চার তাহার পরে ক্রমে পালে পাল—
আসলো যেমন বিড়ালের দল মাংস খাবার তরে,
স্ফটিকগুহায় চোটে কিন্তু সবাই শেষে মরে।

সমবধান—তখন এই চারি ভিক্ষু ছিল সেই চারি বিড়াল, মূষিকা ছিল কাণার মাতা এবং আমি ছিলাম সেই পাষাণকুট্টক মণিকার।]

১৩৮—গোধা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে এক ভণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু, পূর্ব্বে বিড়াল-জাতকে (১২৮) যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহার সদৃশ।*]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গোধাযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পঞ্চবিধ অভিজ্ঞাসম্পন্ন এক তাপস কোন প্রত্যন্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। বোধিসত্ত্ব ঐ তাপসের চঙ্ক্রমণ স্থানের এক প্রান্তে এক বল্মীকে বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিন দুই তিন বার ধর্ম্মশাস্ত্রের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতেন।

কিয়ৎকাল পরে এই তাপস গ্রামবাসীদিগের নিকট বিদায় লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই শীলবান্ তাপস চলিয়া গেলে এক কপট তাপস আসিয়া সেই আশ্রমপদে বাস করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব ইহাকেও শীলসম্পন্ন মনে করিয়া পূর্ব্ববৎ যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

নিদাঘকালে একদিন অকস্মাৎ দুর্য্যোগ হওয়ায় ঐ বল্মীক হইতে পুত্তিকাসমূহ বাহির হইয়া পড়িল এবং তাঁহাদিগকে খাইবার জন্য চারিদিক্ হইতে বিস্তর গোধা আসিয়া জুটিল। এই সময়ে গ্রামবাসীরাও বাহির হইয়া অনেক গোধা ধরিল এবং অম্লপক্ব স্নিগ্ধসম্ভারযুক্ত গোধামাংস আনিয়া তাপসকে আহার করিতে দিল। গোধামাংসের আস্বাদ পাইয়া তাপসের লালসা জন্মিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এই মাংস অতি মধুর; এ কিসের মাংস?" তাহারা বলিল "এ গোধার মাংস।" ইহা শুনিয়া তাপস ভাবিল, 'আমার কাছে ত একটা বড় গোধা আসিয়া থাকে। তাহাকে মারিয়া মাংস খাইতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে পাকপাত্র, ঘৃত, লবণাদি সংগ্রহ করিয়া একস্থানে রাখিয়া দিল এবং নিজের কাষায় বস্ত্রের মধ্যে মুদ্গর লুকাইয়া রাখিয়া বোধিসত্ত্বের আগমন প্রতীক্ষায় অতি প্রশান্তভাবে বসিয়া রহিল। সেদিন বোধিসত্ত্ব সায়াহ্নকালে তাপসের নিকট আসিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তিনি সায়াহ্নে

* ৩২৫ সংখ্যক জাতকও দ্রষ্টব্য।

আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাপসের নিকটবর্ত্তী হইবাই তাহার ইন্দ্রিয়বিকার লক্ষ্য করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই তাপস অন্যদিন যে ভাবে বসিয়া থাকে, আজ ত সেভাবে নাই। আজ আমাকে দেখিয়াই যেন মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে এই ভাবে তাকাইতেছে। দেখিতে হইবে ব্যাপার কি?' তখন আশ্রমপাদ হইতে বায়ু বহিতেছিল, বোধিসত্ত্ব তাহা পরীক্ষা করিয়া গোধামাংসের গন্ধ পাইলেন। ইহাতে তিনি বুঝিলেন, 'এই ভণ্ড তপস্বী বুঝি আজ গোধামাংস খাইয়াছে এবং তাহার রস পাইয়া আজ আমি নিকটে গেলেই আমাকে মুদ্গরের আঘাতে নিহত করিয়া মাংস পাক করিয়া খাইবে মনে করিয়াছে।' তখন তিনি আর তাপসের নিকট গেলেন না, ফিরিয়া চলিলেন। বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলেন না দেখিয়া তাপস চিন্তা করিল, 'তবে কি এ টের পাইয়াছে যে আমি ইহাকে মারিবার জন্য বসিয়া আছি, সেই কারণে আসিতেছ না? কিন্তু না আসিলেই কি অব্যাহতি পাইবে?' এই ভাবিয়া সে মুদ্গর বাহির করিয়া নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা বোধিসত্ত্বের লাঙ্গুলের অগ্রভাগ মাত্র স্পর্শ করিল। বোধিসত্ত্ব অতিবেগে বল্মীকে প্রবেশ করিলেন এবং অন্য স্থান দিয়া মস্তক বাহির করিয়া বলিলেন, "ভো ভণ্ড তপস্বিন্, তোমাকে শীলবান্ মনে করিয়াই আমি এতদিন তোমার নিকট যাইতাম, এখন তোমার কপটতা বুঝিতে পারিলাম। তোমার ন্যায় মহাচোরের পক্ষে কি জটাজূটাদি প্রব্রাজকচিহ্ন সাজে?" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন :—

> শিরে জটাজূট ধরি অজিন বসন পরি
> সন্ন্যাসীর বেশ তুমি ধরিয়াছ বেশ;
> কিন্তু এই সাধু ভাব কেবল বাহিরে তব,
> অন্তরে খলতা সদা পুষিছ অশেষ।

এইরূপে কূটতাপসকে ভর্ৎসনা করিয়া বোধিসত্ত্ব বল্মীকের ভিতর চলিয়া গেলেন। অতঃপর কূটতাপসও সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল সেই কূট তাপস; সারীপুত্র ছিল সেই শীলবান্ তাপস এবং আমি ছিলাম সেই গোধা।]

১৩৯—উভতোভ্রষ্ট-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, দুই প্রান্তে দগ্ধ, মধ্যভাগে বিষ্ঠালিপ্ত শ্মশান-কাষ্ঠ খণ্ডের যে দশা, দেবদত্তেরও ঠিক সেই দশা। ঈদৃশ কাষ্ঠখণ্ড আরণ্য কাষ্ঠরূপেও জ্বলে না, গ্রাম্য কাষ্ঠরূপেও জ্বলে না। দেবদত্তও এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবেশ করিয়া উভয়তঃ ভ্রষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাহার ভাগ্যে না হইল গার্হস্থ্যসুখভোগ, না হইল শ্রমণধর্ম্ম পালন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বেও দেবদত্ত "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" হইয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বৃক্ষদেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন কোন গ্রামে কতকগুলি বড়িশজীবী কৈবর্ত্ত বাস করিত। ইহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি একদিন বড়িশ লইয়া এবং একটী ছোট ছেলে সঙ্গে করিয়া মাছ ধরিতে গেল। অন্যান্য বড়িশজীবীরা যে যে জলাশয়ে বড়িশ ফেলিয়া মাছ ধরিত, সেও সেই সেই খানে বড়িশ ফেলিল। জলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা গাছের গুঁড়ি ছিল। তাহার বড়িশ সেই গুঁড়িতে আবদ্ধ হইল। বড়িশজীবী বড়িশ টানিয়া তুলিতে না পারিয়া ভাবিল, 'খুব বড় একটা মাছে আমার বড়িশ গিলিয়াছে। ছেলেটাকে এখন বাটীতে পাঠাইয়া বলিয়া দিই, উহার মাতা যেন

প্রতিবেশীদিগের সহিত ঝগড়া বাধায়, তাহা হইলে কেহই এখানে আসিয়া ভাগ চাহিবে না।' এই বুদ্ধি আঁটিয়া সে ছেলেকে বলিল, "বাবা, ছুটিয়া বাড়ীতে যা। তোর মাকে গিয়া বল, ছিপে খুব বড় একটা মাছ পড়িয়াছে, সে প্রতিবেশীদিগের সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিউক।" এই বলিয়া পুত্রকে পাঠাইয়া বড়িশজীবী পুনর্ব্বার বড়িশ তুলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। পাছে সুতা ছিঁড়িয়া যায় এই ভয়ে সে জামা খুলিয়া স্থলে রাখিয়া জলে নামিল এবং মৎস্যলোভে গাছের গুঁড়ি ধরিতে গিয়া দুইটা চক্ষুতেই দারুণ আঘাত পাইল। এদিকে স্থলে সে যে জামা রাখিয়াছিল তাহাও চোরে লইয়া গেল। সে নিরতিশয় যাতনায় কাতর হইয়া আহত চক্ষু দুইটী ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জল হইতে উঠিল এবং জামা খুঁজিতে লাগিল।

এদিকে তাহার ভার্য্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক কলহ ঘটাইয়া প্রতিবেশীদিগকে ব্যাপৃত রাখিব মনে করিয়া এক কাণে তালপাতা গুঁজিয়া দিল, একটা চক্ষুতে হাঁড়ির কালী মাখিল এবং একটা কুকুর কোলে লইয়া এক প্রতিবেশীর গৃহে গেল। ইহা দেখিয়া তাহার একজন সখী বলিল, "মরণ আর কি! এক কাণে তালপাতা গুঁজিয়াছিস্, এক চোকে জল দিয়াছিস্, একটা কুকুর কোলে লইয়াছিস্—ওটা যেন তোর কত আদরের ছেলে! তুই পাগল হইলি না কি?" "আ মর্! আমি পাগল হইব কেন? তুই আমার বিনা কারণে গালি দিলি; চল্ আমার সঙ্গে; মণ্ডলের কাছে গিয়া অকারণে গালি দিবার জন্য তোর আট কাহণ* জরিমানা করাইব।"

এইরূপে কলহ করিতে করিতে উভয়েই মণ্ডলের গৃহে উপস্থিত হইল। কিন্তু বিচারকালে বড়িশজীবীর পত্নীই দণ্ডভোগ করিল। মণ্ডলের ভৃত্যগণ তাহাকে বন্ধন করিল এবং 'দে, জরিমানার টাকা ফেল' বলিয়া প্রহার করিতে লাগিল। গ্রামে পত্নীর এবং অরণ্যে পতির দুর্দ্দশা দেখিয়া বৃক্ষদেবতা তরুস্কন্ধে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "অহে বড়িশজীবী, জলে স্থলে উভয়ত্রই তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইল।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন:—

পতির গেল চক্ষু দুটী পত্নী খায় মার;
জলে স্থলে দুই দিকেতে বিপত্তি এবার।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বড়িশজীবী এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

১৪০—কাক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক সুবিজ্ঞ পরামর্শদাতার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ভদ্রশাল-জাতকে (৪৬৫) বলা হইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন রাজপুরোহিত নগরের বাহিরে নদীতে গমন করিলেন, সেখানে স্নান করিয়া গাত্রে গন্ধ বিলেপন করিলেন ও মালা ধারণ করিলেন এবং উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন নগরদ্বার তোরণে দুইটী কাক বসিয়াছিল। তাহাদের একটা অপরটাকে বলিল, "আমি এই ব্রাহ্মণের মস্তকে বিষ্ঠা ত্যাগ করিব।" দ্বিতীয় কাক বলিল, "তোমার এ বুদ্ধি ভাল নয়; কারণ এই ব্রাহ্মণ ক্ষমতাবান্ লোক, ক্ষমতাবানের সহিত শত্রুতা করা অশুভকর। এ ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কাক মারিয়া ফেলিবে।" প্রথম কাক বলিল, "আমি যাহা বলিয়াছি তাহা না করিয়া পারিব না।" "কর, কিন্তু ধরা পড়িবে", ইহা বলিয়া দ্বিতীয় কাক সেখান হইতে উড়িয়া গেল। এদিকে ব্রাহ্মণ যেমন তোরণের নিম্নে উপস্থিত হইয়াছেন,

* এই কাহণ বোধ হয় তৎকালপ্রচলিত তাম্রমুদ্রা হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সোণার কাহণেরও উল্লেখ পাইয়াছি (বব্রুজাতক, ১৩৭-সংখ্যক), কিন্তু বড়িশজীবীরা দরিদ্র; তাহাদের পক্ষে আটটা সোণার কাহণ দণ্ড দেওয়া অসম্ভব।

অমনি, ঊর্দ্ধ হইতে যেমন ফুলের মালা পড়ে, সেই ভাবে তাঁহার মস্তকে কাকবিষ্ঠা পতিত হইল। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কাকজাতির উপর জাতক্রোধ হইলেন।

এই সময়ে এক দাসী গোলার ধান বাহির করিয়া রৌদ্রে দিয়াছিল, কিন্তু উহা রক্ষা করিতে বসিয়া মাঝে মাঝে ঘুমাইতেছিল। তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া এক দীর্ঘলোম ছাগ আসিয়া ধান খাইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সে জাগিয়াছে দেখিলেই পলাইতে লাগিল। এইরূপে ছাগটা তিনবার আসিয়া দাসীকে নিদ্রিত পাইয়া ধান খাইল। দাসী তিনবার ছাগ তাড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, "ছাগটা যদি বার বার আসিয়া খাইতে থাকে, তাহা হইলে অর্দ্ধেক ধান নিকাশ করিবে। তাহাতে আমার বড় ক্ষতি হইবে। অতএব এমন একটা উপায় করিতে হইবে যে এ আর এখানে আসিতে না পারে।" অনন্তর সে একটা প্রজ্বলিত উল্কা হাতে লইয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া বসিয়া রহিল এবং ছাগ যখন আবার ধান খাইতে আরম্ভ করিল, তখন হঠাৎ উঠিয়া ঐ উল্কাদ্বারা উহার পৃষ্ঠে আঘাত করিল। তাহাতে উহার লোম জ্বলিয়া উঠিল। ছাগ অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার আশায় হস্তিশালার নিকটস্থ এক তৃণকুটীরের মধ্যে ছুটিয়া গেল। তখন তৃণকুটীরেও আগুন ধরিল এবং ঐ অগ্নির শিখা হস্তিশালায় গিয়া লাগিল। হস্তিশালা জ্বলিতে আরম্ভ করিলে হস্তীরা পুড়িতে লাগিল এবং বহু হস্তীর শরীর এমন দগ্ধ হইল যে বৈদ্যেরা তাহাদের আরোগ্যসাধন না করিতে পারিয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা পুরোহিতকে বলিলেন. "আচার্য্য, হস্তিবৈদ্যেরা হস্তীদিগের চিকিৎসা করিতে পারিতেছেন না, আপনি কোন ঔষধ জানেন কি?" পুরোহিত বলিলেন, "হাঁ মহারাজ, আমি এক ঔষধ জানি।". "কি আয়োজন করিতে হইবে. বলুন।" "কাকবসা।" রাজা অমনি আজ্ঞা দিলেন, "কাক মারিয়া বসা সংগ্রহ কর।" তদবধি কাক মারা আরম্ভ হইল, কিন্তু বসা পাওয়া গেল না; যেখানে সেখানে রাশি রাশি মৃত কাক পড়িয়া রহিল। ইহাতে কাককুলে মহা ভয় উপস্থিত হইল।

তখন বোধিসত্ত্ব অশীতিসহস্র-কাকপরিবৃত হইয়া মহাশ্মশানবনে বাস করিতেন। এক কাক সেখানে গিয়া তাঁহার নিকট কাকদিগের বিপত্তির বার্ত্তা জানাইল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'আমি ছাড়া আর কেহই আমার জ্ঞাতিগণের উপস্থিত ভয় নিবারণ করিতে পারিবে না; অতএব আমাকেই এভার গ্রহণ করিতে হইল।' তখন তিনি দশ পারমিতা স্মরণ করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে মৈত্রীপারমিতা সহায় করিয়া একবেগে উড়িয়া গিয়া উন্মুক্তবাতায়ন পথে রাজার আসনের নিম্নে প্রবেশ করিলেন। একজন রাজভৃত্য তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু রাজা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন।

মহাসত্ত্ব ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া মৈত্রীপারমিতা স্মরণপূর্ব্বক আসনতল হইতে বাহিরে আসিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, স্বেচ্ছাচারপ্রভৃতি* পরিহার করিয়া প্রজাপালন করাই রাজধর্ম্ম। কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া শুনা ও দেখা উচিত। এইরূপে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নিণীত হইবে রাজারা তাহাই করিবেন, অকর্ত্তব্য করিবেন না। রাজা যদি অকর্ত্তব্য করেন তাহা হইলে শত সহস্র প্রাণীর মহাভয়, এমন কি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত সমুপস্থিত হয়। আপনার পুরোহিত শত্রুতাবশতঃ মিথ্যাকথা বলিয়াছেন; কাকের কখনও বসা থাকে না।" বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা প্রসন্ন হইলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে কাঞ্চনভদ্রপীঠে বসাইলেন, তাঁহার পক্ষান্তরে শতপাক, সহস্রপাক তৈল মাখাইয়া দিলেন, কাঞ্চনপাত্রে রাজভোগ আনাইয়া আহার করাইলেন এবং পানীয় পান করাইলেন। অনন্তর মহাসত্ত্ব যখন পর্য্যাপ্ত আহার করিয়া বিগতক্লম হইলেন, তখন রাজা বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি বলিলেন যে কাকের বসা নাই। কেন ইহাদের বসা নাই বলুন।" বোধিসত্ত্ব

* ছন্দাদি অগতি অর্থাৎ ছন্দ, দোষ, মোহ ও ভয়ের বশবর্ত্তী হওয়া।

উত্তর দিলেন, "বলিতেছি, শুনুন।" অনন্তর সমস্ত রাজভবন একরবে নিনাদিত করিয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

উদ্‌বিগ্ন হৃদয়ে থাকে নিরন্তর,
সর্ব্বজনে তারে শত্রু মনে করে ;
এ দুই কারণে, শুন নরেশ্বর,
বসা নাহি জন্মে কাক-কলেবরে।

এইরূপে কারণ ব্যাখ্যা করিয়া মহাসত্ত্ব রাজাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন :—"মহারাজ, সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা না করিয়া রাজাদিগের পক্ষে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।" রাজা মহাসন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত রাজ্য দান করিয়া বোধিসত্ত্বের পূজা করিলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে তাঁহার রাজ্য প্রতিদানপূর্ব্বক তাঁহাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিলেন এবং সমস্ত প্রাণীর জন্য অভয় প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে রাজার মন পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দিলেন, বিশেষতঃ কাকদিগের আহারার্থ প্রচুর দানের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি প্রতিদিন কাকভোজনের জন্য এক মান তণ্ডুলের অন্ন নানাবিধ মধুর রসে মিশ্রিত করাইতেন এবং মহাসত্ত্বের জন্য রাজভোগের অংশ দিতেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিল বারাণসীর সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই কাকরাজ।

১৪১—গোধা-জাতক। (২)

[শাস্তা বেণুবনে এক বিপক্ষসেবী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু মহিলামুখ-জাতকের (২৬) প্রত্যুৎপন্নবস্তুসদৃশ।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গোধাযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি নদীতীরস্থ এক বৃহৎ বিবরে বহুসহস্রগোধা-পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। বোধিসত্ত্বের এক পুত্র ছিল; সে এক বহুরূপের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ করিত এবং "তোমাকে আলিঙ্গন করি" বলিয়া তাহার উপর পতিত হইত। বোধিসত্ত্ব উভয়ের মধ্যে এই প্রণয়ের কথা জানিতে পারিয়া একদিন পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি অস্থানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ, বহুরূপেরা নীচজাতীয়; তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই; যদি তুমি ঐ বহুরূপের সহিত বন্ধুত্বরক্ষা কর তাহা হইলে তাহারই জন্য এই গোধাকুল বিনষ্ট হইবে। সাবধান, তুমি অদ্যাবধি তাহার সংসর্গ ত্যাগ কর।" কিন্তু তাঁহার পুত্র সে কথা শুনিল না। বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ বলিয়াও তাহার মতি ফিরাইতে পারিলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন, "এই বহুরূপ হইতে, দেখিতেছি, আমাদের বিপত্তি ঘটিবে; অতএব ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে যাহাতে পলায়ন করিতে পারি তাহার উপায় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।" ইহা স্থির করিয়া তিনি বহির্নির্গমনের জন্য একপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বিবর প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্বের পুত্র ক্রমে ক্রমে বৃহৎকায় হইয়া উঠিল। বহুরূপ কিন্তু পূর্ব্ববৎ ক্ষুদ্রকায়ই রহিল। বোধিসত্ত্বের পুত্র যখন 'বহুরূপকে আলিঙ্গন করি' বলিয়া তাহার উপর নিপতিত হইত তখন বহুরূপের মনে হইত যেন তাহার উপর একটা পর্ব্বত আসিয়া পড়িল। সে এইরূপে উৎপীড়িত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "এ যদি আমাকে আরও কয়েকদিন এই ভাবে আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে প্রাণ ত থাকিবে না, অতএব কোন ব্যাধের সহিত যোগ দিয়া গোধাকুল নাশ করিতে হইবে।"

গ্রীষ্মকালে একদিন খুব ঝড় জল হইল এবং পুত্তিকারা বল্মীকের উপর উঠিল।

গোধারাও বিবর হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া তাহাদিগকে খাইতে লাগিল। এই সময়ে এক ব্যাধ গোধাবিবর খনন করিবার জন্য কোদালি হাতে ও কুকুর সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া বহুরূপ ভাবিল, "আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইল।" সে অগ্রসর হইয়া ব্যাধের অদূরে দাঁড়াইল এবং "ওগো মহাশয়, কি জন্য এই বনে আসিয়াছেন?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। ব্যাধ উত্তর দিল, "গোধা ধরিবার জন্য।" "আমি এমন একটা স্থান জানি যেখানে বহুশত গোধা আছে। আপনি অগ্নি ও পলাল লইয়া আসুন।" অনন্তর সে ব্যাধকে গোধাবিবরের নিকট লইয়া বলিল, "এই খানে পলাল রাখুন, তাহাতে অগ্নি দিয়া ধূম উৎপাদন করুন, আপনার কুকুরগুলি চারিদিকে রাখিয়া দিন এবং নিজে একটা বৃহৎ মুদ্গর হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকুন। যখন গোধারা ধূমের জ্বালায় বাহির হইয়া পড়িবে তখন মুদ্গরের আঘাতে তাহাদিগকে বধ করিবেন এবং মৃত গোধাদিগকে রাশীকৃত করিয়া রাখিবেন।" ইহা বলিয়া বহুরূপ অদূরে একান্তে মস্তক উত্তোলন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল; সে ভাবিল, আজ আমি শত্রুকুলের বিনাশ দেখিতে পাইব।*

ব্যাধ বহুরূপের পরামর্শ মত গোধাবিবরে ধূম প্রবেশ করাইল, গোধারা ধূমে অন্ধ হইয়া এবং মরণভয়ে ব্যাকুল হইয়া বিবর হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করিল কিন্তু তাহারা যেমন বাহিরে আসিতে লাগিল, অমনই ব্যাধ মুদ্গরাঘাতে তাহাদের প্রাণ নাশ করিতে লাগিল, যাহারা ব্যাধের হাত এড়াইল, তাহারাও কুকুরদিগের দংশনে প্রাণ হারাইল। এইরূপে বহু গোধা বিনষ্ট হইল। বোধিসত্ত্ব বুঝিলেন ইহা বহুরূপেরই কর্ম্ম। তিনি বলিলেন, "দুষ্টদিগের সহিত বন্ধুত্ব করা অতি গর্হিত; কারণ এরূপ বন্ধুত্ব কেবল দুঃখেরই নিদান। একটা দুষ্ট বহুরূপের জন্য আজ এত গুলি গোধার প্রাণনাশ হইল।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিতে করিতে পূর্ব্বকথিত ক্ষুদ্র বিবরদ্বারা পলায়ন করিলেন:—

কুসংসর্গে কভু কারো হয়না ক শুভোদয়
বহুরূপে বন্ধুকরি গোধাবংশ ধ্বংস হয়।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই বহুরূপ; এই বিপক্ষসেবী ভিক্ষু ছিল সেই অনববাদক† গোধারাজ কুমার এবং আমি ছিলাম সেই গোধারাজ।]

১৪২—শৃগাল-জাতক। (২)

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষে শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ধর্ম্মসভায় যখন ভিক্ষুগণ দেবদত্তের এই জঘন্য আচরণসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, বরং নিজেই মনস্তাপ ভোগ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শৃগালরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শৃগালদিগের রাজা হইয়াছিলেন এবং বহুশৃগাল-পরিবৃত হইয়া এক শ্মশানবনে বাস করিতেন। এই সময়ে একদা রাজগৃহ নগরে এক মহোৎসব হইয়াছিল; তাহাকে পানোৎসব বলিলেও চলে, কারণ তদুপলক্ষে অনেক লোকেই অত্যধিক পরিমাণে সুরাপান করিয়াছিল। একদল ধূর্ত্ত প্রচুর মদ্য ও মাংস সংগ্রহ করিয়া এবং উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া উৎসবে মত্ত হইয়াছিল, তাহারা কখনও গান করিতেছিল, কখনও সুরাপান করিতেছিল, কখনও মাংস ভক্ষণ করিতে

* মূলে 'পৃষ্ঠ দেখিতে পাইব' এইরূপ আছে। ইহার অর্থ 'তাহারা পলায়ন করিবে।' কিন্তু এস্থলে 'পলায়ন করিবে' অপেক্ষা 'বিনষ্ট হইবে' অর্থই সঙ্গত।

† যে অববাদ অর্থাৎ উপদেশ অগ্রাহ্য করে।

ছিল। এইরূপে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে প্রথম যামাবসানে তাহাদের মাংস ফুরাইয়া গেল, কিন্তু তখনও প্রচুর মদ্য অবশিষ্ট রহিল। এই সময়ে একজন বলিল, "আমায় মাংস দাও।" অন্য সকলে বলিল, "মাংস নাই, সব ফুরাইয়াছে।" "আমি থাকিতে কি মাংস ফুরাইতে পারে? আমক শ্মশানে শব ভক্ষণ করিবার জন্য শৃগাল আসিয়া থাকে; তাহাদেরই একটা মারিয়া মাংসের যোগাড় করিতেছি।" এই বলিয়া সে একটা মুদ্গর লইয়া নর্দ্দামা দিয়া নগর হইতে বাহির হইল এবং আমক শ্মশানে গিয়া মুদ্গর হস্তে মৃতবৎ উত্তান হইয়া শয়ন করিল। ঠিক এই সময়ে বোধিসত্ত্ব অন্য অনেক শৃগালসহ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সন্দেহ করিলেন, 'এ লোকটা বোধ হয় মৃত নহে। একবার ভালরূপ পরীক্ষা করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি তাহার অধোবাত স্থানে গিয়া ঘ্রাণদ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে লোকটা প্রকৃতই মৃত নহে। তখন বোধিসত্ত্ব স্থির করিলেন, 'লোকটাকে একটু জব্দ করিয়া যাইতে হইবে।' তিনি উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দন্তদ্বারা মুদ্গরের একপ্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। লোকটা মুদ্গর ছাড়িল না, কিন্তু বোধিসত্ত্ব যে তাহার নিকটেই উপস্থিত হইয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিল না; সে মুদ্গরটাকে পূর্ব্বাপেক্ষাও দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব একটু পশ্চাতে সরিয়া গেলেন এবং ধূর্ত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওগো ধূর্ত্তরাজ, তুমি যদি সত্য সত্যই মৃত হইতে, তাহা হইলে, আমি যখন মুদ্গর টানিয়াছিলাম, তখন তুমি উহা আরও জোরে ধরিয়া রাখিতে না। এই এক পরীক্ষা দ্বারাই তুমি মৃত কি জীবিত টের পাওয়া গিয়াছে।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> বুঝ্‌ব কিসে মড়া কি না তুমি, মহাশয়?
> মড়ার মত আছ পড়ি, কেনই বা সংশয়?
> কিন্তু যখন ছাড়্‌লে নাক হাতের মুগুরটা,
> তখন তুমি মড়া কিনা বুঝ্‌তে পেরেছি।

ধূর্ত্ত দেখিল তাহার বিদ্যা ধরা পড়িয়াছে। সে তখনই উঠিয়া বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া মুদ্গর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা বোধিসত্ত্বের দেহে লাগিল না। ধূর্ত্ত বলিল, "যা ব্যাটা শেয়াল, এবার তোকে মারিতে পারিলাম না।" বোধিসত্ত্ব মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আমায় পাইলে না বটে, কিন্তু অষ্ট মহানরকে এবং ষোড়শ উৎসাদ নরকে যন্ত্রণা পাইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ধূর্ত্ত কিছুই না পাইয়া শ্মশান হইতে বাহির হইল এবং একটা পরিখায় স্নান করিয়া, যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই নগরে ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ধূর্ত্ত এবং আমি ছিলাম সেই শৃগালরাজ।]

১৪৩—বিরোচন-জাতক।*

[দেবদত্ত গয়শিরে গিয়া দ্বিতীয় সুগত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্তের যখন ধ্যান-বল অন্ত হত এবং লাভ ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়, তখন তিনি ইহার প্রতিকারার্থ শাস্তার নিকট পাঁচটী নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাঁহার সে প্রার্থনা ব্যর্থ হয়। অতঃপর তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘ উচ্ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হন। অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের ¹ পঞ্চশত সার্দ্ধবিহারিক ছিল; তাহারা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তখনও ধর্ম্ম ও বিনয়ে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে নাই। দেবদত্ত তাহাদিগকে ভুলাইয়া গয়শিরে লইয়া যান এবং একই সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র এক সঙ্ঘ গঠন করেন। অনন্তর শাস্তা যখন দেখিলেন সেই পঞ্চশত ভিক্ষুর জ্ঞানপরিপাক-কাল উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে গয়শিরে পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া দেবদত্ত সন্তুষ্ট হইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মদেশন করিলেন;

---

* এই জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুর সহিত লক্ষণ-জাতকের (১১) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুর সাদৃশ্য দ্রষ্টব্য।

¹ অগ্রশ্রাবকদ্বয়, সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন।

তিনি ভাবিলেন, 'আমি বুদ্ধের মতই উপদেশ দিতেছি।' অনন্তর নিজেই যেন বুদ্ধ এই ভাব দেখাইয়া দেবদত্ত বলিলেন, "মহাত্মন্ সারীপুত্র। এই ভিক্ষুসঙ্ঘ এখনও অলস বা নিদ্রালু হয় নাই; ইহাদিগকে বলিবার জন্য আপনি কোন ধর্ম্মকথা ভাবিয়া দেখুন; আমার পিঠ ব্যথা করিতেছে। আমি একটু শয়ন করিব।" ইহা বলিয়া দেবদত্ত নিদ্রিত হইলেন। তখন অগ্রশ্রাবকদ্বয় সেই পঞ্চশত ভিক্ষুকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদিগকে মার্গফলসমূহ বুঝাইয়া দিলেন এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া বেণুবনে প্রতিগমন করিলেন। বিহার শূন্য দেখিয়া কোকালিক দেবদত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিল, "ওগো দেবদত্ত, অগ্রশ্রাবক দুই জন তোমার দল ভাঙ্গিয়া বিহার শূন্য করিয়া গিয়াছে, আর তুমি নিদ্রা যাইতেছ!" ইহা বলিয়া সে তাঁহার উত্তরাসঙ্গ খুলিয়া লইয়া, লোকে যেমন ভিত্তির মধ্যে কীলক প্রোথিত করে সেইরূপ বলে, পার্ষ্ণি দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। তাহাতে দেবদত্তের মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইল এবং তদবধি তিনি এই আঘাতজনিত পীড়ায় কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

শাস্তা স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সারীপুত্র, তোমরা যখন দেবদত্তের বিহারে গিয়াছিলে তখন সে কি করিতেছিল?" সারীপুত্র বলিলেন, "ভগবন্, দেবদত্ত আমাদিগকে দেখিয়া বুদ্ধলীলা করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু বুদ্ধের মত আচরণ করিতে গিয়া তিনি ভীষণ দণ্ড পাইয়াছেন।" শাস্তা বলিলেন, "সারীপুত্র, দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার অনুকরণ করিতে গিয়া ভীষণ দণ্ড ভোগ করিল তাহা নহে; পুরাকালেও সে এইরূপ করিতে গিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সিংহজন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে কাঞ্চনগুহায় বাস করিতেন। তিনি একদিন কাঞ্চনগুহা হইতে বিজৃম্ভণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলেন এবং সিংহনাদ করিয়া মৃগয়ায় বাহির হইলেন। অনন্তর তিনি এক প্রকাণ্ড মহিষ মারিয়া তাহার সমস্ত উৎকৃষ্ট মাংস আহার করিলেন এবং এক সরোবরে অবতরণপূর্ব্বক মণিসদৃশস্বচ্ছ জলপান দ্বারা কুক্ষি পূর্ণ করিয়া গুহাভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে এক শৃগাল আহার অন্বেষণ করিতেছিল, সে সহসা সিংহ দেখিয়া এবং পলায়নের পথ না পাইয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া পায়ে লুঠাইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, শৃগাল, তুমি কি চাও?" শৃগাল বলিল, "আমি ভৃত্য হইয়া প্রভুর পদসেবা করিতে যাই।" "বেশ, আমার সঙ্গে এস, আমার সেবা শুশ্রূষা কর, আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট মাংসাদি খাওয়াইব।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব শৃগালকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চনগুহায় ফিরিয়া গেলেন। শৃগাল তদবধি সিংহের প্রসাদ পাইতে লাগিল এবং কয়েকদিনের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল।

একদিন গুহায় অবস্থানকালে বোধিসত্ত্ব শৃগালকে বলিলেন, "তুমি গিয়া পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াও। পর্ব্বতপাদে হস্তী, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি প্রাণী বিচরণ করে। ইহাদের মধ্যে তুমি যে প্রাণীর মাংস খাইতে ইচ্ছা কর তাহাকে দেখিলেই আমায় আসিয়া জানাইবে অমুককে খাইতে চাই এবং আমাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিবে, 'প্রভু, আপনার তেজ প্রদর্শন করুন।' * আমি তাহাকে বধ করিয়া মাংস খাইব, তোমাকেও খাওয়াইব।" শৃগাল তদনুসারে পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া নানা প্রকার পশু অবলোকন করিত, যখন যাহার মাংস খাইতে ইচ্ছা হইত, কাঞ্চনগুহায় গিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইত এবং তাঁহার পায়ে পড়িয়া "বিরোচ সামি" এই বাক্য বলিত, তিনিও মহাবেগে লম্ফ দিয়া, মহিষই হউক, আর মত্তহস্তীই হউক, ঐ প্রাণীকে তৎক্ষণাৎ সংহার করিয়া তাহার মাংসের উৎকৃষ্ট অংশ স্বয়ং খাইতেন এবং অবশিষ্ট শৃগালকে খাইতে দিতেন। শৃগাল উদর পূর্ণ করিয়া মাংস খাইত এবং ঐ গুহার ভিতর নিদ্রা যাইত। এইরূপে অনেক দিন অতিবাহিত হইলে শৃগালের দর্প বাড়িয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'আমিও ত চতুষ্পদ, তবে কেন প্রতিদিন পরপ্রদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করিব? এখন হইতে আমিও হস্তী প্রভৃতি মারিয়া মাংস খাইব। সিংহ যে হস্তী বধ করে তাহা কেবল "বিরোচ সামি"

---

* "বিরোচ সামি" মূলে এইরূপ আছে। ইহা হইতেই এই জাতকের "বিরোচন জাতক" নাম হইয়াছে। বিরোচন = উজ্জ্বল, দীপ্তিশীল।

এই মন্ত্রের গুণে। আমিও এই সিংহ দ্বারা "বিরোচ জম্বুক" এই মন্ত্র বলাইব। তাহার পর একটা প্রকাণ্ড হস্তী মারিয়া মাংস খাইব। অনন্তর সে সিংহের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু, আপনি যে বরাহবারণাদি বধ করিয়াছেন, তাহাদের মাংস আমি বহুকাল আহার করিয়া আসিতেছি। আমিও একটা হস্তী মারিয়া মাংস খাইতে মানস করিয়াছি। আপনি কাঞ্চনগুহায় যেখানে অবস্থিতি করেন, আমিও সেই খানে থাকিব; আপনি গিয়া পর্ব্বতপাদে বিচরণকারী বরাহবারণাদি অবলোকন পূর্ব্বক আমার নিকট আসিয়া 'বিরোচ জম্বুক' এই কথা বলিবেন। দয়া করিয়া এই অনুগ্রহটুকু দেখাইতে কৃপণতা করিবেন না।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব কহিলেন, "শৃগাল, হস্তিবধ করা কেবল সিংহদিগেরই সাধ্য; জম্বুকে হস্তী মারিয়া তাহার মাংস খাইবে একথা কেহ কখনও শুনে নাই। তুমি এরূপ অসঙ্গত ইচ্ছা করিও না। আমি যে বরাহ-বারণাদি সংহার করিব তুমি তাহাদেরই মাংস খাইয়া এখানে অবস্থিতি কর।" কিন্তু বোধিসত্ত্বের একথা শুনিয়াও শৃগাল তাহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করিল না; সে তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ সেই প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার প্রার্থনাপূরণে সম্মত হইলেন এবং তাহাকে কাঞ্চনগুহায় রাখিয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণপূর্ব্বক এক মত্ত মাতঙ্গ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি গুহাদ্বারে গিয়া "বিরোচ জম্বুক" এই কথা বলিলেন। অমনি শৃগাল কাঞ্চনগুহা হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইল এবং বিজৃম্ভণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া ও তিনবার উচ্চরব করিয়া, 'মত্ত মাতঙ্গের কুম্ভের উপরে গিয়া পড়িব' এই সঙ্কল্পে লম্ফ দিল, কিন্তু কুম্ভের উপর না পড়িয়া সে তাহার পাদমূলে পতিত হইল। হস্তী তখন দক্ষিণ পাদ তুলিয়া তাহার মাথা চাপিয়া ধরিল; তাহাতে তাহার মস্তকের অস্থিগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর হস্তী শৃগালের ধড়টা পা দিয়া মর্দ্দিত করিয়া পিণ্ডাকারে পরিণত করিল এবং তদুপরি মলত্যাগ করিয়া বৃংহণ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিল। বোধিসত্ত্ব ইহা দেখিয়া, 'বিরোচ জম্বুক' এই কথা বলিয়া, নিম্ন- লিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

করিপদাঘাতে করোটীর অস্থি চূর্ণীকৃত সব হ'ল;
মস্তিষ্ক তোমার বাহিরে আসিয়া কাদায় মিশিয়ে গেল।
সাবাস তোমায়, শৃগালপুঙ্গব,
সাবাস তোমার বীরত্ব গৌরব
ভাল তেজ আজি দেখাইলে তুমি, বাখানি সৌভাগ্য তব।

বোধিসত্ত্ব এই গাথা পাঠ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি, যত দিন আয়ুঃ ছিল তত দিন ইহলোকে থাকিয়া জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

১৪৪—লাঙ্গুষ্ঠ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে আজীবকদিগের মিথ্যা তপস্যার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই সময়ে নাকি আজীবকেরা জেতবনের পশ্চাদ্বর্ত্তী ভূভাগে নানাবিধ মিথ্যা তপশ্চর্য্যা করিত।† তাহারা জঙ্ঘার উপর ভর দিয়া বসিয়া থাকিত, বাদুড়ের ন্যায় অধোমুখে ঝুলিত, কণ্টকের উপর শুইত এবং পঞ্চাগ্নি সেবন করিত। তাহাদিগের এইরূপ মিথ্যা তপস্যা দেখিয়া ভিক্ষুরা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! এইরূপ মিথ্যা তপস্যায় কি কোন লাভ আছে?" শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! এবংবিধ মিথ্যা তপস্যায় কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তি নাই। পুরাকালে পণ্ডিতেরা এইরূপ মিথ্যা তপস্যায় কল্যাণ হইবে মনে করিয়া জাতাগ্নি ‡ লইয়া বনে গিয়াছিলেন;

---

* লাঙ্গুষ্ঠ=লাঙ্গুল, এইরূপ 'অঙ্গুল' হইতে 'অঙ্গুষ্ঠ' পদ নিষ্পন্ন।

† মধ্যম নিকায়ে (৭৭—৭৮ পৃষ্ঠ) এই মিথ্যা তপশ্চর্য্যার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বৌদ্ধেরা ইহার নিতান্ত বিরোধী ছিলেন।

‡ শিশুর জাতকর্ম্মের সময় যে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়। ইহার অপর নাম প্রগল্‌ভাগ্নি।' [অশাত-মন্ত্র জাতক (৬১) দেখ]।

কিন্তু হোমাদি ক্রিয়ার কোন ইষ্টাপত্তি ঘটে নাই বলিয়া শেষে জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন এবং পরিণামে কৃৎস্ন-পরিকর্ম্মের বলে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যেদিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন সেই দিনই তাঁহার মাতাপিতা জাতাগ্নি গ্রহণ করিয়া অগ্নিশালায় স্থাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্বের বয়স যখন ষোল বৎসর হইল তখন তাঁহারা বলিলেন, "আমরা তোমার জাতাগ্নি রক্ষা করিতেছি। যদি তুমি গৃহধর্ম্ম করিতে চাও, তাহা হইলে বেদত্রয় অধ্যয়ন কর, আর যদি ব্রহ্মলোকে গমন করিবার অভিলাষী হও, তাহা হইলে এই অগ্নিসহ অরণ্যে গমনপূর্ব্বক অগ্নির পরিচর্যা দ্বারা মহাব্রহ্মের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হও।" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন "গৃহধর্ম্মে আমার প্রয়োজন নাই।" ইহা বলিয়া তিনি ঐ অগ্নি লইয়া বনে গেলেন এবং সেখানে আশ্রমপদ প্রস্তুত করিয়া অগ্নির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব কোন একদিন এক প্রত্যন্তগ্রামে দক্ষিণাস্বরূপ একটী গো লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ গরুটীকে আশ্রমে আনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'ভগবান্ অগ্নিকে গোমাংস খাওয়াইব।' কিন্তু ইহার পরেই তাঁহার মনে হইল, 'আশ্রমে ত লবণ নাই, ভগবান্ বিনা লবণে আহার করিতে পারিবেন না। অতএব গ্রাম হইতে লবণ আনিয়া ভগবান্ অগ্নিকে সলবণ খাদ্য দিতে হইবে।' তখন তিনি গরুটীকে একস্থানে বান্ধিয়া রাখিয়া লবণ আনিবার জন্য কোন গ্রামে গমন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব চলিয়া যাইবার পর কতিপয় ব্যাধ সেখানে উপস্থিত হইয়া গরুটীকে দেখিতে পাইল এবং উহাকে বধ করিয়া মাংস রান্ধিয়া খাইল। তাহারা যে মাংস খাইতে পারিল না, তাহাও লইয়া গেল, সেখানে কেবল গরুটার লাঙ্গুল, জঙ্ঘা ও চর্ম্ম পড়িয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব আশ্রমে আসিয়া এই তিন দ্রব্য দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'তাই ত, ভগবান্ অগ্নি, দেখিতেছি, নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিতেও অসমর্থ। তিনি তবে আমায় কিরূপে রক্ষা করিবেন? এরূপ অগ্নির পূজা করা নিরর্থক। ইহাতে কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তি নাই।' এইরূপে অগ্নি-পরিচর্য্যা সম্বন্ধে হতশ্রদ্ধ হইয়া বোধিসত্ত্ব অগ্নিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—"ভো ভগবন্ অগ্নে! আপনি যখন নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিতে অসমর্থ, তখন আমায় কিরূপে রক্ষা করিবেন? মাংস ত নাই; এখন ইহা খাইয়াই পরিতোষ লাভ করুন।" ইহা বলিয়া তিনি লাঙ্গুলাদি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক এই গাথা বলিলেন :—

"ছি ছি অগ্নি! হেয় তুমি বুঝিলাম আজ,
নিত্য নিত্য পুজি তোমা কিবা হয় কাজ?
দিতেছি লাঙ্গুল এই, খাও যদি পার;
ইহাই তোমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত আহার।
জানি আমি মাংসপ্রিয় তুমি সাতিশয়,
তবে না রক্ষিলে কেন মাংস, মহাশয়?
মাংস নাই আছে মাত্র লেজ, হাড়, চাম,
ইহাই খাইয়া কর ক্ষুধার বিরাম।"

[ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপণ করিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভানন্তর ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই তাপস, যিনি জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন।]

১৪৫—রাধা-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার স্ত্রীর সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ইন্দ্রিয়জাতকে (৪২৩) বলা হইবে।

শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে বলিলেন, "স্ত্রীজাতি অরক্ষণীয়া; ইহাদিগকে রীতিমত প্রহরীর ব্যবস্থা করিয়া রক্ষার চেষ্টা পাইলেও রক্ষা করিতে পারা যায় না। তুমিও পূর্ব্বে প্রহরী রাখিয়া এই স্ত্রীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে; কিন্তু রক্ষা করিতে পার নাই। এ জন্মেও যে কৃতকার্য্য হইবে তাহা কিরূপে বুঝিলে?" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শুকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশীরাজ্যের এক ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্ব এবং তাহার কনিষ্ঠভ্রাতাকে পুত্ররূপে পালন করিতেন। বোধিসত্ত্বের নাম ছিল প্রোষ্ঠপাদ এবং তাঁহার ভ্রাতার নাম ছিল রাধা। সেই ব্রাহ্মণের ভার্য্যা অতি দুঃশীলা ও অনাচারিণী ছিল। একদা ব্রাহ্মণ কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে যাইবার সময় শুক দুইটীকে বলিলেন, "বৎসদ্বয়, যদি তোমাদের মাতা কোনরূপ অনাচার করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিষেধ করিও।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যে আজ্ঞা পিতঃ; যদি বারণ করিবার সাধ্য থাকে তবে নিশ্চিত করিব। কিন্তু যদি সাধ্য না থাকে, তাহা হইলে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিব।"

এইরূপে ব্রাহ্মণীকে শুকদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গেলেন। কিন্তু তিনি যে দিন গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন, সেই দিন হইতে সে অত্যাচার আরম্ভ করিল। কত জার যে আসিতে যাইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা ছিল না। তাহার কার্য্য দেখিয়া রাধা বোধিসত্ত্বকে বলিল, "দাদা, বাবা বলিয়া গিয়াছেন মা যদি কোন অনাচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিষেধ করিতে হইবে। এখন দেখিতেছি ইনি ঘোর অনাচার করিতেছেন; এস্ আমরা তাঁহাকে বারণ করি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই, তুমি বালক, কিছু বুঝনা, তাই এরূপ বলিতেছ। রমণীদিগকে সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া লইয়া বেড়াইলেও রক্ষা করিতে পারা যায় না। যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার সাধ্য নাই, তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া অকর্ত্তব্য।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন:—

> রাধা তুমি নাহি জান আর(ও) কত জন
> না হইতে অর্দ্ধ রাত্রি দিবে দরশন।
> নিতান্ত অবোধ তুমি, তাহার(ই) কারণ
> বলিলে করিতে মোরে অসাধ্যসাধন।
> কামিনীর কুপ্রবৃত্তি, পতিভক্তি বিনা
> দমিতে যে পারে কেহ, আমিত দেখিনা।
> কিন্তু সেই পতিভক্তি, হায়, হায়, হায়,
> মাতার হৃদয়ে কিছু নাহি দেখা যায়।

এই কারণ বুঝাইয়া তিনি রাধাকে কোন কথা বলিতে দিলেন না। যতদিন ব্রাহ্মণ না ফিরিলেন, ব্রাহ্মণী মনের সুখে অনাচার করিতে লাগিল। অতঃপর ব্রাহ্মণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রোষ্ঠপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমাদের মাতা কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন?" বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ শুনাইলেন এবং বলিলেন, "পিতঃ, এমন দুঃশীলা ভার্য্যায় আপনার কি প্রয়োজন?" অতঃপর তিনি আবার বলিলেন, "পিতঃ, আমরা যখন

মাতার দোষের কথা বলিলাম, তখন অদ্যাবধি আর এখানে থাকিতে পারিব না।" ইহা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের চরণবন্দন পূর্ব্বক বাধার সহিত উড়িতে উড়িতে অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

[এই ধর্ম্মদেশনের পর শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন ; তাহা শুনিয়া পত্নীর সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত চিত্ত সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

সমবধান—তখন এই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ছিলে সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী। আনন্দ ছিল রাধা এবং আমি ছিলাম প্রোষ্ঠপাদ।]

১৪৬—কাক-জাতক। (২)

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনেকগুলি বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই শ্রাবস্তী নগরের সম্ভ্রান্তকুলজ। ইঁহারা যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, তখন ইঁহাদের প্রচুর বিভব ছিল। ইঁহারা পরস্পর বন্ধুভাবে বাস করিয়া এক যোগে পুণ্যাদির অনুষ্ঠান করিতেন। ইঁহারা শাস্তার ধর্ম্মদেশন শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা এখন বৃদ্ধ হইয়াছি ; এখন আর গৃহবাসে ফল কি? চল, আমরা শাস্তার নিকট গিয়া রমণীয় বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করি।" এই সঙ্কল্প করিয়া ইঁহারা সমস্ত সম্পত্তি পুত্রকন্যাদিগকে দান করিয়া এবং সাশ্রুমুখ জ্ঞাতিজনকে পরিত্যাগ করিয়া শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং শাস্তা ইঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন।

বৃদ্ধেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রব্রজ্যানুরূপ শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতেন না, বার্দ্ধক্যবশতঃ ধর্ম্মও আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিহারের এক প্রান্তে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক একত্র বাস করিতে লাগিলেন, ভিক্ষাচর্য্যায় গিয়া অন্যত্র যাইতেন না, স্ব স্ব স্ত্রীপুত্রদিগের গৃহে গিয়া ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন করিতেন। এই সকল বৃদ্ধ ভিক্ষুর মধ্যে এক জনের ভার্য্যা বিশিষ্টভাবে তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। তিনি এই ভিক্ষুদিগকে সূপব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা অন্যত্র ভিক্ষাদ্বারা যে যাহা পাইতেন, তাহাও ঐ বৃদ্ধার গৃহে আনিয়া আহার করিতেন।

কিয়ৎকাল পরে এই বৃদ্ধা রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহাতে ঐ বৃদ্ধ ভিক্ষুগণ বিহারে গিয়া পরস্পরের গলা ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হায়, মধুরহস্তরসা উপাসিকা আর ইহলোকে নাই।" বিহারপ্রান্তে তাঁহাদের এই আক্ষেপোক্তি শুনিয়া নানা দিক্ হইতে অন্যান্য ভিক্ষু সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আমাদের বন্ধু অমুকের পূর্ব্বতন ভার্য্যা মধুরহস্তরসার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি আমাদের অতীব উপকারিণী ছিলেন ; এখন কে আমাদিগের সেরূপ যত্ন করিবে ইহা ভাবিয়া আমরা রোদন করিতেছি।'

বৃদ্ধ ভিক্ষুদিগের এই শ্রমণবিগর্হিত কার্য্য দেখিয়া ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "ছি, এই কারণে বৃদ্ধ স্থবিরেরা বিহারপ্রান্তে পরস্পরের গলা ধরিয়া কান্দিতেছেন!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপনীত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই স্থবিরেরা যে কেবল ইহ জন্মেই ঐ রমণীর মৃত্যুনিবন্ধন রোদন করিয়া বেড়াইতেছে তাহা নহে ; পূর্ব্বেও যখন ইহারা সকলে কাকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন এই রমণী সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইলে ইহারা তাহার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রের জলসেচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে পণ্ডিতদিগের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিল।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সমুদ্র-দেবতা হইয়াছিলেন। একদা এক কাক নিজের ভার্য্যাসহ আহারান্বেষণে সমুদ্রতীরে গমন করিয়াছিল। সেই সময়ে কতকগুলি লোকে ক্ষীর, পায়স, মৎস্য, মাংস ও সুরা প্রভৃতি দ্বারা সমুদ্র তীরে নাগপূজা করিতেছিল। কাকদ্বয় সেই পূজা স্থানে গিয়া ক্ষীরপায়সমাংসাদি ভোজন ও প্রচুর সুরা পান করিল এবং উভয়েই সুরামদে মত্ত হইয়া সমুদ্রজলে ক্রীড়া করিবার উদ্দেশ্যে বেলান্তে উপবেশনপূর্ব্বক স্নান করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে একটা তরঙ্গ আসিয়া কাকীকে সমুদ্রগর্ভে লইয়া গেল, এবং একটা মৎস্য ঐ কাকীর মাংস খাইয়া ফেলিল। কাক স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল ; তাহার বিলাপ শুনিয়া সেখানে বহু কাক

সমবেত হইল এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, "আমার ভার্য্যা বেলান্তে বসিয়া স্নান করিবার সময় নিহত হইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া সমস্ত কাকই একরবে রোদন আরম্ভ করিল। অনন্তর তাহারা স্থির করিল, সমুদ্র তাহাদের নিকট অতি তুচ্ছ; তাহারা জল সেচন করিয়া সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া ফেলিবে এবং এইরূপে সেই কাকীর উদ্ধার সাধন করিবে। তদনুসারে তাহারা মুখ পূরিয়া জল তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। লবণোদকে যখন তাহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইত তখন তাহারা স্থলে বিশ্রাম করিত। এইরূপ বহুদিন লবণজল মুখে বহন করিয়া তাহাদের কণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণা হইল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তাহারা তন্দ্রাবেশে পড়ে ত মরে এই দশা প্রাপ্ত হইল। তখন তাহারা হতাশ হইয়া পরস্পরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "দেখ, আমরা সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া বাহিরে ফেলিতেছি বটে, কিন্তু এক জল তুলিতে না তুলিতেই অন্য জল আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিতেছে। অতএব আমরা সমুদ্র জলহীন করিতে পারিব না।" অনন্তর তাহারা নিম্নলিখিত গাথা বলিল:—

লোণাজলে মুখ পুড়িল, কণ্ঠ শুকাইল,
সাগর কিন্তু যাহা ছিল তাহাই রহিল।

তখন সমস্ত কাক মৃত কাকীর রূপ বর্ণনা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "তাঁহার পুচ্ছ কি সুন্দর ছিল। তাঁহার চক্ষু, তাঁহার দেহ, তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর, সমস্তই মনোহর ছিল! এই সমস্ত গুণ দেখিয়াই চোর সমুদ্র তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে।" কাকেরা এইরূপে বিলাপ প্রলাপ করিতেছে শুনিয়া সমুদ্র-দেবতা ভৈরবরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তদ্দর্শনে তাহারা পলাইয়া গেল এবং তাহাতেই তাহাদের জীবনরক্ষা হইল (নচেৎ তাহারাও তরঙ্গাঘাতে জলমগ্ন হইত)।

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধ ভিক্ষুর স্ত্রী ছিল সেই কাকী; এই বৃদ্ধ ভিক্ষু ছিল সেই কাক; অপর বৃদ্ধ ভিক্ষুগণ ছিল অপর সমস্ত কাক এবং আমি ছিলাম সমুদ্রদেবতা।]

১৪৭—পুষ্পরক্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি নাকি বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবন্"। "কে তোমার উৎকণ্ঠার কারণ?" "পূর্ব্বে যিনি আমার ভার্য্যা ছিলেন তিনি এমনই মধুরহস্তরসিকা যে আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না।" "এই রমণী তোমার অনর্থকারিণী; পূর্ব্বেও তুমি ইহারই জন্য শূলে চড়িয়াছিলে এবং মৃত্যু-কালে ইহার জন্য পরিদেবনা করিয়া নিরয়গামী হইয়াছিলে। এখন আবার ইহাকে পাইবার জন্য এত উৎকণ্ঠিত হইলে কেন?" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব আকাশদেবতা হইয়াছিলেন। একবার বারাণসীতে কার্ত্তিকরাত্রির উৎসবোপলক্ষে সমস্ত নগরী সুসজ্জিত হইয়া দেবনগরীর ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছিল এবং সমগ্র অধিবাসী আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে এক দুঃস্থ ব্যক্তির দুইখানি মাত্র মোটা কাপড় ছিল। সে বস্ত্র দুইখানি সুন্দররূপে ধোওয়াইয়া শত সহস্র ভাঁজে চোনাট করাইয়া আনিল।

অনন্তর তাহার ভার্য্যা বলিল, "স্বামিন্, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে কুসুম্ভরঞ্জিত * একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং অন্য একখানি গায়ে দিয়া, তোমার গলা ধরিয়া, কার্ত্তিকোৎসব দেখিতে যাই।" সে বলিল, "ভদ্রে, আমাদের ন্যায় দরিদ্রলোকে কুসুম্ভফুল কোথায় পাইবে?

* কুসুম্ভ—'কুসুম' ফুল (Safflower)।

এই শাদা ধোওয়া কাপড় পরিয়াই উৎসব দেখিতে চল।" "আমি কুসুম্ভে রঞ্জিত বস্ত্র না পাইলে উৎসবে যাইব না, তুমি অন্য স্ত্রী লইয়া আমোদ কর গিয়া।" "ভদ্রে, বৃথা কেন জ্বালাতন করিতেছ? আমরা কুসুম্ভ পাইব কোথায়?" "স্বামিন্, পুরুষের যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কিসের অভাব থাকে? রাজার কুসুম্ভবাস্তুতে নাকি বহু কুসুম্ভফুল আছে?" "আছে বটে, কিন্তু তাহা যে রাক্ষস-পরিগৃহীত সরোবরসদৃশ; শত শত বলবান্ প্রহরী তাহার রক্ষাবিধানে নিযুক্ত রহিয়াছে। সেখানে আমার যাইবার সাধ্য নাই। তুমি এ অসঙ্গত ইচ্ছা ত্যাগ কর; নিজের যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।" "স্বামিন্, রাত্রিকালে যখন অন্ধকার হয়, তখন কোন স্থান কি পুরুষের অগম্য থাকে?"

ভার্য্যাকর্ত্তৃক এইরূপে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া এবং তাহার প্রতি অত্যধিক প্রণয়বশতঃ সেই দুর্গত ব্যক্তি শেষে, "আচ্ছা, তাহাই করা যাইবে, তুমি কোন চিন্তা করিও না" বলিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া রাত্রিকালে প্রাণের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক নগর হইতে বহির্গত হইল এবং রাজার কুসুম্ভবাস্তুর নিকট গিয়া বৃতি ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। রক্ষিগণ বৃতিভঙ্গের শব্দ শুনিয়া "চোর, চোর" বলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, গালি দিতে দিতে ও মারিতে মারিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল, এবং রাত্রি প্রভাত হইলে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা আদেশ দিলেন, "যাও, ইহাকে নিয়া শূলে চড়াও।" তখন তাহারা সেই হতভাগ্যের হাত দুইখানি পিঠের দিকে টানিয়া বান্ধিল, এবং ভেরী বাজাইতে বাজাইতে তাহাকে নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া শূলে চাপাইল। একে শূলের অসহ্য যন্ত্রণা, তাহাতে আবার কাক আসিয়া তাহার মস্তকোপরি বসিয়া শল্যসদৃশ সুতীক্ষ্ণ তুণ্ডদ্বারা চক্ষু ঠোকরাইতে লাগিল। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও সে নিজের কষ্ট ভুলিয়া গিয়া ভার্য্যার কথাই স্মরণ করিল এবং ভাবিতে লাগিল, 'হায় প্রিয়ে! তুমি কুসুম্ভরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া, বাহুযুগলদ্বারা আমার কণ্ঠবেষ্টনপূর্ব্বক কার্ত্তিকোৎসব দেখিতে যাইবে ইচ্ছা করিয়াছিলে, কিন্তু দগ্ধবিধি আমাদিগকে এ সুখ হইতে বঞ্চিত করিল।' ইহা চিন্তা করিয়া সে নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিল:—

> পুষ্পরাগ-সুরঞ্জিত বসনযুগল পরি,
> বাহুলতা দিয়া বেষ্টি কণ্ঠ মোর প্রাণেশ্বরী
> উৎসব দেখিতে যাবে, ছিল বড় সাধ মনে;
> সে আশা পূরণ কিন্তু হইল না এ জীবনে।
> এই দুঃখ বড় মোর, এর সঙ্গে তুলনায়,
> শূল, কাকতুণ্ডাঘাত তুচ্ছ বলি মনে হয়।

স্ত্রীর জন্য এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল এবং নরকে গমন করিল।

[সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী, এবং আমি ছিলাম সেই আকাশদেবতা যিনি উক্ত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

১৪৮—শৃগাল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কামাদিরিপুদমন সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, শ্রাবস্তীবাসী পঞ্চশত বিভবশালী শ্রেষ্ঠীপুত্র শাস্তার ধর্ম্মদেশন শুনিয়া বৌদ্ধশাসনে নিহিতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন এবং জেতবনের যে অংশ অনাথপিণ্ডদ কোটি সুবর্ণদ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেই অংশে বাস করিতেছিলেন।

একদা নিশীথকালে তাঁহাদের অন্তঃকরণে কামাদি রিপু প্রবল হইয়া উঠিল; তাঁহারা যে রিপু পরিহার করিয়াছিলেন, এখন উৎকণ্ঠিতচিত্তে পুনর্ব্বার তাহারই বশীভূত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। ঠিক এই সময়ে জেতবনস্থ ভিক্ষুদিগের মধ্যে কাহার হৃদয়ে কিরূপ প্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়াছে, ইহা জানিবার নিমিত্ত শাস্তা

সর্ব্বজ্ঞতারূপ দণ্ডদীপিকা * উত্তোলিত করিলেন এবং ঐ পঞ্চশত ভিক্ষুর মনে যে কামভাবের উদ্রেক হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন। একপুত্রিকা জননী যেমন পুত্রের, কিংবা একচক্ষু ব্যক্তি যেমন চক্ষুর রক্ষাবিধানে যত্নপর, শাস্তাও সেইরূপ শ্রাবকদিগের রক্ষাবিধানে যত্নশীল ছিলেন। পূর্ব্বাহ্ণে হউক, অপরাহ্ণে হউক, যখনই শ্রাবকদিগের মনে কুপ্রবৃত্তির উদয় হইত, তখনই তিনি সেই প্রবৃত্তিকে আর বৃদ্ধি পাইতে দিতেন না, উপদেশবলে দমন করিতেন। এই শিষ্যহিতৈষণাবশতঃই তিনি এখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'চক্রবর্ত্তী রাজার নগরে চোর প্রবেশ করিলে যেমন হয়, এও সেইরূপ। আমি এখনই উপদেশ বলে এই ভিক্ষুদিগকে কুপ্রবৃত্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিব এবং ইঁহাদিগকে অর্হত্ত্ব প্রদান করিব।'

এই সংকল্প করিয়া তিনি সুরভি গন্ধকুটীর হইতে নিক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির আনন্দকে অতি মধুর-স্বরে "আনন্দ" বলিয়া ডাকিলেন। আনন্দ আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শাস্তা বলিলেন, "অনাথপিণ্ডদকর্ত্তৃক সুবর্ণমণ্ডিত অংশে যত ভিক্ষু আছে সকলকে আহ্বান করিয়া গন্ধকুটীরে সমবেত হইতে বল।" শাস্তা ভাবিয়াছিলেন, 'শুদ্ধ ঐ পঞ্চশত ভিক্ষুকে আহ্বান করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, আমি তাঁহাদের মনোভাব জানিতে পারিয়াছি। এরূপ বিশ্বাস জন্মিলে তাঁহাদের মন উদ্বিগ্ন হইবে; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মদেশনের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন না।' এই কারণেই তিনি সমস্ত ভিক্ষু আহ্বান করিবার আদেশ দিলেন। আনন্দ "যে আজ্ঞা" বলিয়া চাবি † লইয়া প্রতি পরিবেণে গমনপূর্ব্বক ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন। এইরূপে সমস্ত ভিক্ষু গন্ধকুটীরে সমবেত হইলে আনন্দ সেখানে বুদ্ধাসন স্থাপিত করিলেন। তখন শাস্তা আসিয়া সেই আসনে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবেশন করিলেন; তাঁহার দেহ ঠিক ঋজুভাবে অবস্থিত রহিল, বোধ হইল যেন শিলাময়ী ধরিত্রীর উপর সুমেরু পর্ব্বত বিরাজ করিতেছে। তিনি দেহ হইতে ষড়্‌বর্ণের রশ্মি বিকিরণ করিলেন; মনে হইল যেন তাঁহার মস্তকোপরি স্তরে স্তরে কুসুমদাম সজ্জিত রহিয়াছে। সেই রশ্মিমালা বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র পাত্রের আকারে, ছত্রের আকারে, কূটাগার-কুক্ষির আকারে গগনতলে বিদ্যুল্লতার ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল। অর্ণবকুক্ষি বিক্ষুব্ধ করিয়া যেমন অরুণের উদয় হয়, ভগবানের আবির্ভাবও সেইরূপ প্রতীয়মান হইল। ভিক্ষুসঙ্ঘ শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে তাঁহাকে রক্তকম্বলবৎ পরিবেষ্টন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তখন শাস্তা ব্রহ্মস্বরে ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভিক্ষুরা কাম, ব্যাপাদ ‡ ও বিহিংসা এই ত্রিবিধ চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিও না; কারণ এগুলি অকুশলজনক বিতর্ক বলিয়া পরিগণিত। যখন এই সকল কুপ্রবৃত্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে, তখন তাহাদিগকে তুচ্ছ মনে করিও না, কারণ কুপ্রবৃত্তি মাত্রেই শত্রু এবং শত্রু কখনও তুচ্ছ পাত্র নহে, সে অবকাশ পাইলেই বিনাশসাধন করে। অল্পমাত্র কুপ্রবৃত্তিও আবির্ভাবের পর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিয়া বিনাশের হেতু হইয়া থাকে। কুপ্রবৃত্তি হলাহলোপম, কিংবা চর্ম্মকণ্ডূনিভ, কিংবা আশীবিষসদৃশ, কিংবা বিদ্যুদগ্নিকল্প, অতএব সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ও শঙ্কনীয়। যখনই কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার হইবে, তখনই উহা জ্ঞানবলে, যুক্তিবলে হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে হইবে। যেমন পদ্মপত্রে বারিবিন্দু পড়িলে উহা তাহাতে সংলগ্ন থাকিতে পারে না, তৎক্ষণাৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, উক্তরূপ যত্ন করিলে কুপ্রবৃত্তিও সেইরূপ অচিরাৎ মন হইতে অপসারিত হইতে পারে। পুরাকালে পণ্ডিতেরা অল্পমাত্র চিত্তবিকারকেও এরূপ ঘৃণা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা উহাকে বৃদ্ধি পাইবার অবসর না দিয়া অঙ্কুরেই উন্মূলিত করিয়াছিলেন। ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এক নদীতীরস্থ অরণ্যে বাস করিতেন। একদা এক বৃদ্ধ হস্তী গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব খাদ্যান্বেষণে বাহির হইয়া ঐ মৃতহস্তী দেখিয়া ভাবিলেন, 'অদ্য আমার প্রচুর খাদ্যের উপায় হইল।' তিনি প্রথমে হস্তীর শুণ্ডে দংশন করিলেন; কিন্তু দেখিলেন উহা লাঙ্গলের ঈষার ন্যায় কঠিন। অতএব সেখানে আহারের কোন সুবিধা না দেখিয়া তিনি উহার দন্তে দংশন করিলেন, কিন্তু দেখিলেন, উহা কেবল হাড়; অতএব এখানে দংশন করিয়াও কোন

* মশাল (torch)।

† মূলে "অবাপুরণ" এই শব্দ আছে। ইহা সংস্কৃত 'অবাবরণ' এইরূপ হইবে। আবরণ=তালা, তালা। অবাবরণ=কুঞ্চিকা, চাবি। 'চাবি' শব্দটী পর্টুগীজ ভাষা হইতে গৃহীত। তালার আর একটী সংস্কৃত নাম 'কুড়ুপ'; ইহা হইতে বাঙ্গালা 'কুলুপ' হইয়াছে।

‡ পরের অনিষ্টচিন্তা।

ফল পাওয়া যাইবে না। অতঃপর তিনি কর্ণে দংশন করিলেন, কিন্তু দেখিলেন উহা শূর্পের ন্যায় নীরস; উদরে দংশন করিলেন, উহা যেন একটা ধানের গোলা; পায়ে দংশন করিলেন, উহা যেন উদূখল; লাঙ্গুলে দংশন করিলেন, উহা যেন মুষল। এইরূপে কোথাও কিছু খাইবার সুবিধা না পাইয়া অবশেষে তিনি মলদ্বারে দংশন করিলেন; এবার তাঁহার বোধ হইল যেন সুমিষ্ট পিষ্টক আহার করিতেছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এতক্ষণ পরে আমি ইহার শরীরে সুমধুর খাদ্য পাইবার স্থান লাভ করিলাম।' তদবধি তিনি খাইতে খাইতে হস্তীর কুক্ষির ভিতর প্রবেশ করিলেন; সেখানে বৃক্ক খাইলেন, হৃৎপিণ্ড খাইলেন, পিপাসা পাইলে রক্তপান করিলেন এবং শয়নকালে উদর বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, "এই হস্তীর দেহের অভ্যন্তরে বাস করা কি সুখকর! অতএব ইহাই আমার গৃহ; আহারের ইচ্ছা হইলেও এখানে বসিয়াই প্রভূত মাংস পাইব। অতএব ইহা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন কি?" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি হস্তিকুক্ষিতেই বাস করিতে ও মাংস খাইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে গ্রীষ্ম দেখা দিল; নিদাঘবাতে ও সূর্য্যরশ্মিতে মৃত হস্তীর চর্ম্ম শুষ্ক ও আকুঞ্চিত হইল, বোধিসত্ত্বের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল; কুক্ষিবিবর অন্ধকারপূর্ণ হইল, বোধিসত্ত্ব যেন ইহলোকের ও পরলোকের সন্ধিস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে চর্ম্মের পর মাংসও শুষ্ক হইল, রক্ত নিঃশেষ হইল; বাহির হইবার পথ না পাইয়া বোধিসত্ত্ব অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি পথ পাইবার আশায় এদিকে ওদিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীরই আহত হইতে লাগিল, নির্গমের পথ পাওয়া গেল না। হণ্ডীতে যেমন পিষ্টকপিণ্ড সিদ্ধ হইতে থাকে, বোধিসত্ত্বও সেইরূপ হস্তিকুক্ষিতে সিদ্ধ হইতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে কয়েক দিন পরে মহামেঘ দেখা দিল ও প্রচুর বর্ষণ হইল। তাহাতে হস্তীর মৃতদেহ ভিজিয়া পূর্ব্ববৎ ফুলিয়া উঠিল, হস্তীর মলদ্বারও খুলিয়া গেল এবং তাহার ভিতর দিয়া নক্ষত্রের ন্যায় আলোক দেখা দিল। বোধিসত্ত্ব সেই ছিদ্র দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'এতদিনে আমার প্রাণরক্ষা হইল।' তিনি হস্তীর মস্তকের দিকে হটিয়া গিয়া এক লম্ফে নিজের মস্তক-দ্বারা মলদ্বার ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন; কিন্তু আসিবার সময় রন্ধ্রপথে তাঁহার শরীরের লোম উৎপাটিত হইয়া গেল।

বোধিসত্ত্ব হস্তিকুক্ষি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রথমে মুহূর্ত্তকাল ছুটিলেন, পরে থামিলেন, এবং শেষে উপবেশন করিয়া নিজের তালস্কন্ধতুল্য মসৃণ শরীর অবলোকনপূর্ব্বক ভাবিলেন, "হায়, আমার এই দুর্দ্দশা অন্যকৃত নহে; লোভের জন্যই আমি এত কষ্ট পাইলাম। এখন হইতে আর লোভের বশবর্ত্তী হইব না; হস্তিশরীরেও প্রবেশ করিব না।" অনন্তর তিনি উদ্‌বিগ্নচিত্তে এই গাথা পাঠ করিলেন :—

> হস্তীর কুক্ষিতে পশি পাইয়াছি শিক্ষা বেশ;
> লোভবশে আর কভু পাব না ক হেন ক্লেশ।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বোধিসত্ত্ব সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন; অতঃপর তিনি আর কখনও সেই মৃতহস্তীর বা অন্য কোন মৃত হস্তীর দিকে দৃক্‌পাতও করিতেন না, লোভেরও বশবর্ত্তী হইতেন না।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, হৃদয়ে কখনও কুপ্রবৃত্তি পোষণ করিও না; যখনই চিত্তবিকার হইবে তখনই উহা দমন করিবে।" অনন্তর তিনি সত্য চতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই পঞ্চশত ভিক্ষু অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন এবং অবশিষ্ট ভিক্ষুরাও কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ সকৃদাগামী এবং কেহ অনাগামী হইলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই শৃগাল।]

১৪৯—একপর্ণ জাতক।

[শাস্তা বৈশালীর নিকটবর্ত্তী মহাবনস্থ কূটাগারশালায় অবস্থিতিকালে বৈশালীর কোন দুষ্ট লিচ্ছবিকুমারকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎকালে বৈশালী নগরীর সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। ইহা এক এক গব্যূতি * অন্তরে তিনটী প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং ইহার দ্বারত্রয় অট্টালক † দ্বারা রক্ষিত হইত। সাত হাজার সাত শত সাত জন রাজা ‡ নিয়ত ইহার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। উপরাজ, সেনাপতি এবং ভাণ্ডাগারিকের সংখ্যাও এই পরিমাণ ছিল।

বৈশালীর রাজকুমারদিগের মধ্যে একজনকে লোকে 'দুষ্ট লিচ্ছবিকুমার' এই নাম দিয়াছিল। তিনি ক্রোধন, উগ্র ও নিষ্ঠুর ছিলেন এবং দণ্ডাহত আশীবিষের ন্যায় সর্ব্বদা পরের অনিষ্ট করিতেন। তাঁহার প্রবৃত্তি এতই কোপন ছিল যে, কেহই তাঁহার সমক্ষে দুই তিনটীর অধিক বাক্য বলিতে পারিত না। মাতা, পিতা, জ্ঞাতি বন্ধু কেহই তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। একদিন তাঁহার মাতাপিতা ভাবিলেন, এই কুমার অতি নিষ্ঠুর ও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য; সম্যক্-সম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্য কেহই ইহাকে বিনয় শিখাইতে সমর্থ হইবে না; একমাত্র বুদ্ধই বোধ হয় ইহার প্রকৃতির কোমলতা সাধন করিতে পারিবেন।' ইহা ভাবিয়া তাঁহারা ঐ কুমারকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমাদের এই পুত্রটী ক্রোধন, উগ্র ও নিষ্ঠুর; সর্ব্বদাই যেন অগ্নির মত প্রজ্বলিত থাকে। আপনি দয়া করিয়া ইহাকে কিছু উপদেশ দিন।"

শাস্তা কুমারকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, কাহারও ক্রোধন নিষ্ঠুর, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য ও পরপীড়ক হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ক্রোধন ব্যক্তি নিজের গর্ভধারিণী, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী ভার্য্যা, মিত্র, বন্ধু—সকলেরই অপ্রিয় হয়; সে দংশনোদ্যত সর্পের ন্যায়, আক্রমণোদ্যত বনদস্যুর ন্যায়, গ্রাসোদ্যত রাক্ষসের ন্যায় সকলেরই ভয়াবহ। এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকাদি যন্ত্রণাগারে বাস করে, ইহ জীবনেও, বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইলেও সে অতি ভীষণাকাররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তাহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রনিভ হইলেও উত্তাপম্লান পদ্মের ন্যায়, কিংবা মলাচ্ছন্ন কাঞ্চনমুকুরমণ্ডলের ন্যায় বিশ্রী ও বিরূপ। ক্রোধের বশেই লোকে কখনও ভৃগুস্থান হইতে পতনে, কখনও শস্ত্রাঘাতে, কখনও বিষপানে, কখনও উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে এবং ক্রোধবশতঃ নিজের জীবনান্ত করিয়া নরকাদিতে গমন করে। যাহারা পরপীড়ক, তাহারাও ইহলোকে ঘৃণিত এবং দেহত্যাগের পর নিরয়গামী ও দণ্ডভোগী হইয়া থাকে। অতঃপর যখন তাহারা পুনর্ব্বার মানবশরীর লাভ করে, তখনও জন্মরোগী হয়, জন্মাবধি চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ ও অন্যান্য রোগে কষ্ট পায়; নিয়ত রোগভোগ করায় তাহাদের দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকে না। এজন্য সকলেরই মৈত্রীভাবাপন্ন ও পরহিতপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ লোক নরকাদির ভয় হইতে বিমুক্ত।"

এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া কুমারের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার দম্ভ, ক্রোধ ও স্বার্থপরতার দমন হইল, তিনি মৈত্রীভাবাপন্ন ও মৃদুচিত্ত হইলেন। অতঃপর তিনি কাহাকেও গালাগালি দিতেন না, বা প্রহার করিতেন না। তিনি ভগ্নদন্ত বিষধরের, কিংবা ভগ্নশৃঙ্গ কর্কটের, কিংবা ভগ্নবিষাণ বৃষের ন্যায় নিরীহ হইলেন।

লিচ্ছবিকুমারের প্রকৃতিসম্বন্ধে এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া এক দিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, দুষ্ট লিচ্ছবিকুমারের চরিত্র তাহার মাতা, পিতা এবং জ্ঞাতিবন্ধুগণ দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও সংশোধন করিতে পারেন নাই; কিন্তু সম্যকসম্বুদ্ধ একবার মাত্র উপদেশ দিয়াই তাহাকে বিনীত ও স্বার্থপরতাশূন্য করিলেন। এরূপ লোকের দুষ্প্রবৃত্তি-দমন এবং যুগপৎ ছয়টী মত্তহস্তীর দমন, উভয় কার্য্যই একবিধ অসাধ্যসাধন। শাস্ত্রকারেরা সত্যই বলিয়াছেন, 'হস্তিদমকেরা দম্য হস্তীকে ইচ্ছামত একই দিকে পরিচালিত করে—হয় পূর্ব্বভাগে, নয় পশ্চাতে, হয় উত্তরে, নয় দক্ষিণে, যখন যে দিকে ইচ্ছা, তাহাকে সেইদিকে চালায়। অশ্বদমক এবং গোদমকদিগের সম্বন্ধেও এই কথা। সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগতও যাহাকে বিনয়ী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অষ্টদিকের যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে পরিচালিত করিতে পারেন, তাঁহার অনুগ্রহে শিষ্যগণ বাহ্যবস্তুর প্রকৃতি জানিতে পারে। বুদ্ধ এবংবিধ গুণসম্পন্ন, তিনি ব্যতীত অন্য

* গব্যূতি = এক ক্রোশ।

† অট্টালক = প্রহরীদিগের জন্য দুর্গ-প্রাকারোপরিস্থ কূটাগার বিশেষ (watch tower)

‡ বৈশালীতে কুলতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়েরা সমবেত হইয়া ইহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের সকলেরই উপাধি ছিল 'রাজা'।]

কাহারও এ ক্ষমতা নাই...যিনি বিনেতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষদম্যদিগের সারথি * বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।' বস্তুতঃ সম্যক্সম্বুদ্ধের ন্যায় পুরুষদম্য-সারথি দ্বিতীয় দেখা যায় না।"

ভিক্ষুগণ এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপনীত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি যে কেবল এই প্রথম একবারমাত্র উপদেশ দিয়া কুমারের চরিত্র-সংশোধন করিলাম, তাহা নহে; পূর্ব্বেও এরূপ করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরীতে তিন বেদ এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক কিয়ৎকাল গৃহবাস করেন, পরে মাতাপিতার মৃত্যু হইলে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে চলিয়া যান। এখানে ধ্যানাদি দ্বারা তিনি অভিজ্ঞতা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন।

হিমালয়ে দীর্ঘকাল বাস করিবার পর লবণ, অম্ল প্রভৃতি কতিপয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব বশতঃ বোধিসত্ত্বকে জনপদে আগমন করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া রাজার উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। বারাণসীতে আসিবার পরদিন তিনি যত্নসহকারে তাপসজনোচিত বেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ-পূর্ব্বক রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা বাতায়ন হইতে তাঁহাকে নয়নগোচর করিলেন এবং তদীয় গমনভঙ্গী দেখিয়া প্রীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই তাপসের ইন্দ্রিয়সমূহ কেমন শান্ত! ইঁহার মনেও কি অপূর্ব্ব শান্তি! সম্মুখভাগে ইঁহার দৃষ্টি শুদ্ধ যুগপ্রমাণ † স্থানে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইনি যেরূপ সিংহবিক্রমে ও সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে মনে হয় যেন, প্রতিপাদবিক্ষেপে ইনি সহস্র মুদ্রার এক একটী স্থবিকা ‡ রাখিয়া আসিতেছেন। যদি কোথাও সদ্ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে তাহা ইঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা পার্শ্বস্থ এক অমাত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আজ্ঞা করিতেছেন?" রাজা বলিলেন, "ঐ তাপসকে এখানে আনয়ন করুন।" অমাত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তদীয় হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "ধার্ম্মিকবর, আপনি কি চান?" অমাত্য উত্তর করিলেন, "রাজা আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।" "আমি হিমালয়ে বাস করি; আমার ত কখনও রাজভবনে গতিবিধি নাই।"

অমাত্য রাজাকে গিয়া এই কথা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "আমার কোন কুলোপগ তাপস নাই §। ঐ তাপসকে আনয়ন কর; উনি আমার কুলোপগ হইবেন।" তদনুসারে অমাত্য পুনর্ব্বার গমন করিয়া বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজার প্রার্থনা জানাইলেন এবং তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গেলেন।

রাজা সসম্মানে বোধিসত্ত্বকে অভিবাদন করিলেন। তিনি তাঁহাকে শ্বেতচ্ছত্রযুক্ত স্বুবর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন এবং নিজের জন্য যে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা ভোজন করাইলেন। বোধিসত্ত্ব বিশ্রাম করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আশ্রম কোথায়?"

---

* পুরুষরূপ দম্য অর্থাৎ দামড়া; তাহাদিগের সারথি অর্থাৎ বিনেতা। অজ্ঞ লোক দামড়ার মত স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল; তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া সংযত করিতে হয়। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রাকৃত জন flock এবং যাজক pastor নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। খ্রীষ্ট নিজেও Good Shepherd নামে বর্ণিত।

† যুগ—পরিমাণ-বিশেষ, লাঙ্গলের যুগ যত দীর্ঘ, তত। তপস্বী ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল সম্মুখের দুই চারি পা পথ দেখিয়া অগ্রসর হইতেছেন এই অর্থ।

‡ স্থবিকা = থলি।

§ যিনি গৃহে নিয়ত ভিক্ষা করিতে আসেন এবং সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি হিমালয়ে থাকি।" "এখন কোথায় যাইবেন?" "আমি এখন বর্ষাবাসের উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতেছি।" "তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার উদ্যানেই অবস্থিতি করুন।" বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, রাজা নিজেও আহার করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া উদ্যানে গেলেন। অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের জন্য পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং তাহার এক অংশ দিবাভাগের ও এক অংশ রাত্রিকালের বাসোপযোগী করাইলেন। প্রব্রাজকদিগের যে অষ্টবিধ পরিষ্কার * আবশ্যক, রাজা সে গুলিরও ব্যবস্থা করিলেন এবং উদ্যানপালকের উপর বোধিসত্ত্বের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্ব তদবধি রাজোদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতিদিন দুই তিনবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন।

এই রাজার অতীব দুষ্টস্বভাব, ক্রোধন, উগ্র ও নিষ্ঠুর এক পুত্র ছিল; রাজা নিজে এবং তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ কেহই উহাকে দমন করিতে পারিতেন না। অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ সমবেত হইয়া রাজকুমারকে ক্রোধভরে বলিয়াছিলেন, 'আপনি এরূপ কুব্যবহার করিবেন না, এরূপ আচরণ নিতান্ত গর্হিত।" কিন্তু ইহাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। বোধিসত্ত্বকে পাইয়া রাজা ভাবিলেন, 'এই শীলসম্পন্ন পরমপূজ্য তপস্বী ভিন্ন অন্য কেহই আমার পুত্রের মতিপরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না, অতএব ইহাঁরই উপর পুত্রের উদ্ধারের ভার দিই।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি একদিন কুমারকে সঙ্গে লইয়া বোধিসত্ত্বের নিকটে গেলেন, এবং বলিলেন, "মহাশয়, আমার এই পুত্রটী অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও উগ্রস্বভাব। আমি কিছুতেই ইহাকে দমন করিতে পারিলাম না। আপনি ইহার শিক্ষাবিধানের কোন উপায় করুন।' এই প্রার্থনা করিয়া তিনি কুমারকে বোধিসত্ত্বের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, এক স্থানে একটা নিমের চারা বাহির হইয়াছে; তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী মাত্র পাতা দেখা দিয়াছে।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'কুমার, এই চারার একটা পাতা খাইয়া দেখ ত ইহার আস্বাদ কিরূপ।" কুমার উহা মুখে দিয়াই "ছ্যা ছ্যা" করিয়া ভূমিতে থুথু ফেলিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে কুমার?" কুমার বলিল, "মহাশয়, এখনি এই বৃক্ষ হলাহল বিষের মত; বড় হইলে না জানি ইহার দ্বারা কত লোকের প্রাণনাশ ঘটিবে।" ইহা বলিয়া সে নিমের চারাটা উপড়াইয়া হস্তের দ্বারা মর্দ্দন করিতে করিতে নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিল:—

> অঙ্কুরে যে বৃক্ষ হেন বিষোপম, বর্দ্ধিত হইবে যবে,
> ফল খেয়ে তার শত শত জীব, নিশ্চিত বিনষ্ট হবে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "কুমার এই নিম্ববৃক্ষ এখনই এমন তিক্ত, বড় হইলে না জানি আরও কি হইবে, ইহা ভাবিয়া তুমি ইহাকে উৎপাটিত ও মর্দ্দিত করিলে। তুমি এই চারাটার সম্বন্ধে যাহা করিলে, এই রাজ্যের অধিবাসীরাও তোমার সম্বন্ধে তাহাই করিবে। তাহারা ভাবিবে, 'এই কুমার বাল্যকালেই যখন এমন উগ্রস্বভাব ও নিষ্ঠুর হইল, তখন বড় হইয়া রাজপদ পাইলে ইহার প্রকৃতি আরও ভীষণ হইবে। ইহা দ্বারা আমাদের কোনও উন্নতি হইবে না' অতএব তাহারা তোমাকে রাজ্য দিবে না, এই নিম্ববৃক্ষের মত উৎপাটিত করিয়া রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবে। সেই নিমিত্ত বলিতেছি এই নিম্ববৃক্ষের দৃষ্টান্ত দ্বারা সাবধান হইতে শিক্ষা কর, অতঃপর ক্ষান্তিমান্ ও মৈত্রীসম্পন্ন হও।"

বোধিসত্ত্বের এই উপদেশ শুনিয়া কুমারের মতি ফিরিয়া গেল। তিনি তদবধি ক্ষান্তিমান

* পাত্র, ত্রিচীবর, কায়বন্ধন, বাসি, সূচি ও পরিস্রাবণ।

'ও মৈত্রীসম্পন্ন হইলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদ লাভ করিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, ভিক্ষুগণ, আমি যে কেবল এ জন্মেই দুষ্ট লিচ্ছবিকুমারের চরিত্র সংশোধন করিলাম, তাহা নহে; পূর্ব্বেও এরূপ করিয়াছিলাম।

সমবধান—তখন এই লিচ্ছবিকুমার ছিল সেই দুষ্ট কুমার, আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই উপদেষ্টা।]

১৫০—সঞ্জীব-জাতক

মহারাজ অজাতশত্রু অসৎসংসর্গে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

অজাতশত্রু বৌদ্ধবিদ্বেষী, দুঃশীল ও পাপ-কর্ম্মা দেবদত্তকে শ্রদ্ধা করিতেন, সেই ক্রূরমতি নরাধমকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বহুঅর্থব্যয়ে গয়শিরে এক বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহারই কুমন্ত্রণায় নিজের জনক ধার্ম্মিকবর স্রোতাপন্ন বিম্বিসারের প্রাণবধ করিয়াছিলেন। এবংবিধ দুষ্কার্য্য-পরম্পরায় সেই নৃপ-কুলাঙ্গারের স্রোতাপত্তি-মার্গ রুদ্ধ ও সদ্গতির আশা বিনিষ্ট হইয়াছিল।

অজাতশত্রু যখন শুনিলেন যে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া দেবদত্তকে গ্রাস করিয়াছে, তখন তাঁহারও আশঙ্কা হইল পাছে নিজেও ঐ পথের পথিক হন। এই দুশ্চিন্তায় রাজত্বে তিনি আর সুখ পাইতেন না, শয়নে শান্তিলাভ করিতেন না; তীব্রযন্ত্রণাভিভূত হস্তিশাবকের ন্যায় নিয়ত কম্পমানদেহে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন। তাঁহার মনে হইত যেন পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়াছে, অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইতেছে, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে; যেন তিনি আদীপ্ত লৌহশয্যায় উত্তানভাবে শয়ন করিয়া আছেন এবং লৌহশূল-সমূহে তাঁহার শরীর বিদ্ধ হইতেছে। ফলতঃ এই ভয়বিহ্বল হতভাগ্য নৃপতি আহত কুক্কুটবৎ ক্ষণমাত্রও শান্তিভোগ করিতে পারিতেন না। অবশেষে তাঁহার ইচ্ছা হইল, 'সম্যক্সম্বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব এবং তাঁহারই উপদেশ মত অবশিষ্ট জীবন যাপন করিব।' কিন্তু কৃত অপরাধের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া তিনি বুদ্ধ-সমীপে উপস্থিত হইতে সাহস করিলেন না।

এই সময়ে রাজগৃহ নগরে কার্ত্তিকোৎসব আরম্ভ হইল; পৌরজন রাত্রিকালে সমস্ত নগর এমন সুসজ্জিত করিল যে, উহা ইন্দ্রালয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অজাতশত্রু অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া সভাগৃহে কাঞ্চনাসনে সমাসীন ছিলেন। তিনি অদূরে জীবক কুমারভৃত্যকে উপবিষ্ট দেখিয়া ভাবিলেন, "ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া সম্যক্সম্বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইবে। কিন্তু হঠাৎ কি করিয়া বলি যে 'আমি একাকী তাঁহার নিকটে যাইতে পারিব না, এস আমাকে সঙ্গে লইয়া চল?' তাহা না করিয়া বরং রাত্রির শোভা বর্ণনপূর্ব্বক বলা যাউক 'আমি অদ্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের পর্য্যুপাসনা করিব।' অতঃপর অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, কাহার পর্য্যুপাসনা করিলে শান্তি লাভ করা যাইতে পারে। অমাত্যেরা ইহার উত্তরে নিশ্চিত স্ব স্ব গুরুর নাম করিবেন, জীবকও সম্যক্সম্বুদ্ধের গুণ-কীর্ত্তন করিবেন। তখন আমি ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া শাস্তার নিকট যাইব।" এই সঙ্কল্প করিয়া অজাতশত্রু নিম্নলিখিত পঞ্চপদী গাথা দ্বারা রাত্রির বর্ণনা করিলেন:—

"দেখ কি অপূর্ব্ব বেশ পরিধান করি,
পাইতেছে শোভা এই চারু বিভাবরী।
নির্ম্মল নভস্তল, বহে বায়ু সুশীতল,
রমণীর দৃশ্য হেরি জুড়ায় নয়ন;
উত্তপ্ত হৃদয়ে হয় শান্তির সিঞ্চন।

আপনারা বলুন দেখি অদ্য কোন্ শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট গেলে তাঁহার উপদেশসুধা পান করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিব?"

ইহা শুনিয়া কোন অমাত্য পূরণ কাশ্যপের, কোন অমাত্য মস্করী গোশালীপুত্রের, কেহ কেহ বা অজিত কেশ কম্বল, ককুদ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বৈরট্টীপুত্র বা নির্গ্রন্থ জ্ঞাতি পুত্রের নাম করিলেন।* কিন্তু রাজা তাঁহাদের কথার কোন উত্তর দিলেন না, মহামাত্য জীবক কি বলেন শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। জীবক

---

* ইঁহারা বৌদ্ধশাসন বিদ্বেষী এবং তীর্থক বা তৈর্থিক নামে পরিচিত। পালি ভাষায় ইঁহাদের নাম যথাক্রমে, পূরণ কস্সপ, মক্খলি গোসাল অজিত কেসকম্বলী, পকুধ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠ নাতপুত্ত এবং সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত (১ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।)

অবিদূরে নীরব হইয়া বসিয়াছিলেন; কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'রাজা আমাদ্বারা কিছু বলাইতে চান কিনা তাহা নিশ্চিত জানা আবশ্যক।' রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য জীবক, আপনি নীরব রহিলেন যে?" এই কথা শুনিয়া জীবক মণ্ডলমাল † হইতে যে দিকে ভগবান্ বুদ্ধ অবস্থিতি করিতেছিলেন তদভিমুখে কৃতাঞ্জলি-পুটে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, পরমপূজ্য সম্যক্‌সম্বুদ্ধ সার্দ্ধত্রিশতাধিকসহস্র ভিক্ষুসহ ঐ স্থানে মদীয় আম্রকাননে বাস করিতেছেন। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহার সুযশঃ কতদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে। তিনি অর্হত্বাদি নবগুণসম্পন্ন।*" অতঃপর জীবক ভগবানের নবগুণ কীর্ত্তন করিলেন; তিনি রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন, যে পূর্ব্বে নিমিত্তাদি দ্বারা যে সকল মহাপুরুষলক্ষণ সূচিত হইয়াছিল, বুদ্ধ জন্মাবধি অনুভাববলে তদপেক্ষাও অধিকতর উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন। উপসংহার-কালে জীবক বলিলেন, "মহারাজ, আপনি সেই ভগবানের শরণ লউন, তাঁহারই নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করুন, তাঁহাকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সংশয়াপনোদন করুন।"

এতক্ষণে মনোরথ পূর্ণ হইল দেখিয়া অজাতশত্রু জীবককে বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাউক; আপনি হস্তিযান সুসজ্জিত করিবার আদেশ দিন।" মুহূর্ত্তের মধ্যে যান প্রস্তুত হইল; অজাতশত্রু রাজোচিত আড়ম্বরের সহিত জীবকের আম্রকাননে উপনীত হইলেন, এবং দেখিলেন তথাগত ভিক্ষুসঙ্ঘে পরিবৃত হইয়া গন্ধমণ্ডলমালে বীচিবিক্ষোভবিহীন মহার্ণবের ন্যায় নিশ্চলভাবে বিরাজ করিতেছেন। রাজা যেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই দিকেই শত শত ভিক্ষু দেখিতে পাইলেন। তাহাতে অতীব বিস্মিত হইয়া তিনি ভাবিলেন, 'আমি ইতঃ-পূর্ব্বে আর কোথাও এত সাধুপুরুষের একত্র সমাগম দেখি নাই।' তিনি ভিক্ষুদিগের বিনীত, প্রশান্ত ও পবিত্র ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সঙ্ঘের স্তুতি করিলেন। অতঃপর তিনি ভগবান্‌কে প্রণিপাত করিয়া একান্তে আসন গ্রহণপূর্ব্বক শ্রামণ্যফল-প্রশ্ন ‡ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার উত্তরে ভগবান্ তাঁহার নিকট অংশদ্বয়বিশিষ্ট শ্রামণ্যফল সূত্র § ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া অজাতশত্রু পরম প্রীত হইলেন এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা লাভ করিয়া ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

রাজা প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, এই রাজা নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। ইনি যদি রাজ্যলোভে ধর্ম্মরাজ-কল্প পরম ধার্ম্মিক পিতার প্রাণবধ না করিতেন, তাহা হইলে অদ্য ঐ আসনে বসিয়াই অনাবিল ও বীতমল ধর্ম্মচক্ষু লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু কুমতি দেবদত্তের অসাধু সংশ্রবে থাকিয়া অর্হত্ত্ব দূরে থাকুক, ইনি স্রোতাপত্তি-ফলও প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না।"

পরদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এই কথার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, দুঃশীল ও দুরাচার দেবদত্তকে অনুগ্রহ দেখাইতে গিয়া অজাতশত্রু পিতৃহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন; সেই নিমিত্ত তিনি স্রোতাপত্তি ফল পর্য্যন্ত লাভ করিতে অসমর্থ হইলেন। অহো, রাজার কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! অজাতশত্রু যে কেবল এ জন্মেই পাপের সহায়তা করিতে গিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

---

* নবগুণসম্পন্ন=ভগবান্, অর্হন্, বুদ্ধ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তরপুরুষদম্য-সারথী ও দেবনরগণের শাস্তা।

† মণ্ডলমাল=গোলাকার একচূড়াবিশিষ্ট মণ্ডপ।

‡ বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহা একটী প্রসিদ্ধ প্রশ্ন এবং গৌতম উহার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা সংশয়-নিরাকারক বলিয়া পরিগণিত। প্রশ্নটীর তাৎপর্য্য এই:—লোকে যে সমস্ত শিল্প কর্ম্ম করে, তাহার এক একটী প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়। কুম্ভকার ঘট গড়ে; ঘট মনুষ্যের কাজে লাগে; ইহা বিক্রয় করিয়া কুম্ভকারের অর্থপ্রাপ্তি হয়। অতএব কুম্ভকারের কার্য্যের উপযোগিতা সুস্পষ্ট ও অচিরলক্ষিত। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রমণ হন, তাঁহাদের ভাগ্যে একরূপ কোন ধ্রুব, অচিরলভ্য ও প্রত্যক্ষ ফল আছে কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে গৌতম বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, মনে করুন এক ব্যক্তি আপনার দাসত্ব করিয়াছে। সে ভাবিল, 'আমি পূর্ব্বকৃত পাপের ফলে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। এখন যদি সংসার ত্যাগপূর্ব্বক সৎপথে চলিয়া পুণ্য সঞ্চয় করি, তাহা হইলে পরকালে আমার সদ্‌গতি হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে আপনার গৃহ হইতে পলাইয়া গেল এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক হিংসাচৌর্য্যাদি পরিহার করিয়া সাধুভাবে চলিতে লাগিল। এখন বলুন ত, এই ব্যক্তিকে আবার দেখিতে পাইলে আপনি তাহাকে দণ্ড দিয়া পুনর্ব্বার দাসত্বে নিয়োজিত করিবেন কি?" অজাতশত্রু বলিলেন, "কখনই না, আমি বরং তাহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিব এবং তাহার ভরণ-পোষণের ভার লইব।" "তবেই দেখা যাইতেছে, মহারাজ শ্রমণ্যধর্ম্মের প্রত্যক্ষফলও আছে।" অজাতশত্রু এই যুক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিলেন এবং তদবধি বৌদ্ধশাসনে নিহিতশ্রদ্ধ হইলেন।

§ দীঘনিকায় দ্রষ্টব্য।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক মহাবিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিয়া এক সুবিখ্যাত অধ্যাপক হন। পঞ্চশত ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই সকল শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম ছিল সঞ্জীব। বোধিসত্ত্ব তাহাকে মৃতকোত্থাপন মন্ত্র * দান করিয়াছিলেন। সে উত্থাপনমন্ত্র শিখিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রতিবাহন মন্ত্র গ্রহণ করে নাই।

একদিন সঞ্জীব সতীর্থদিগের সঙ্গে কাষ্ঠাহরণার্থ অরণ্যে গমন করিয়া এক মৃত ব্যাঘ্র দেখিয়া বলিল, "আমি এই মৃত ব্যাঘ্রে জীবন সঞ্চার করিতেছি।" তাহার সঙ্গিগণ বলিল, "করিলে আর কি? মৃতদেহে কি জীবনসঞ্চার হইতে পারে?" "তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ না, আমি এই ব্যাঘ্রকে এখনই বাঁচাইব।" "পার ত বাঁচাও।" ইহা বলিয়া তাহারা একটা বৃক্ষে আরোহণ করিল।

অনন্তর সঞ্জীব মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক একখণ্ড খর্পর দ্বারা মৃত ব্যাঘ্রকে আঘাত করিল। ব্যাঘ্র তখনই জীবিত হইয়া ভীমবিক্রমে সঞ্জীবের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং তাহার গলনালীতে দংশন করিল। তাহাতে সঞ্জীবের প্রাণবিয়োগ ঘটিল; ব্যাঘ্রও পুনর্ব্বার গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল; উভয়ের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিল।

শিষ্যগণ কাষ্ঠসংহরণপূর্ব্বক আচার্য্যগৃহে ফিরিয়া গেল এবং তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। আচার্য্য তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎসগণ! সঞ্জীব খলের উপকার করিতে গিয়া, অযুক্ত স্থানে সম্মান দেখাইয়া, নিজের প্রাণ হারাইল। সাবধান, তোমরা কেহ যেন এরূপ ভ্রমে পতিত না হও।" অনন্তর তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

"খলের যদ্যপি তুমি কর উপকার,
প্রতিদানে পাবে তার শুধু অপকার।
অসতের সেবা যদি করে কোন জন,
নিশ্চিত তাহার হয় অনিষ্ট-ঘটন।
মৃত ব্যাঘ্র পড়ি' ছিল বনের মাঝারে,
সঞ্জীব মন্ত্রের বলে বাঁচাইল তারে;
কিন্তু খল নিজ প্রাণ লভিল যখনি,
সঞ্জীবের জীবনান্ত করিল তখনি।"

[বোধিসত্ত্ব শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক যথাকর্ম্ম গতি লাভ করিয়াছিলেন।

সমবধান—তখন অজাতশত্রু ছিলেন সেই মৃতব্যাঘ্র-পুনরুজ্জীবক শিষ্য এবং আমি ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য]।

☞ পঞ্চতন্ত্রেও এইরূপ একটা গল্প আছে। এক ব্রাহ্মণের চারি পুত্র—তিন জন শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু নির্ব্বোধ একজন শাস্ত্রপরাঙ্মুখ কিন্তু সুবোধ। বনপথে যাইবার সময় ইহাদের একজন একটা মৃতসিংহের অস্থি সংগ্রহ করিল, একজন তাহাতে চর্ম্মমাংসরুধির সংযোজন করিল এবং এক জন প্রাণ সঞ্চার করিল। সিংহ তাহাদের তিন জনেরই প্রাণসংহার করিল, কিন্তু সুবুদ্ধি পূর্ব্বেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল বলিয়া রক্ষা পাইল।

---

* মৃতক+উত্থাপন অর্থাৎ যাহার বলে মৃতদেহে জীবনসঞ্চার হয়। প্রতিবাহন মন্ত্র—যে মন্ত্রের বলে উজ্জীবিত প্রাণীকে পুনর্ব্বার নির্জ্জীব করিতে পারা যায়।

পরিশিষ্ট।

জাতকোক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

অঙ্গুলিমাল—ইনি প্রথমে নরহত্যা ও দস্যুবৃত্তি করিতেন; পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা ভার্গব কোশলরাজের পুরোহিত ছিলেন। যে মুহূর্ত্তে ইনি ভূমিষ্ঠ হন, তখন নাকি রাজধানীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়া দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছিলেন যে ইনি কালে এক জন ভয়ানক দস্যু হইবেন। ভার্গবের ইচ্ছা ছিল এরূপ পুত্রের প্রাণনাশ করিবেন; কিন্তু কোশলরাজের আদেশে তিনি এই নৃশংস সংকল্প হইতে বিরত হইয়াছিলেন। অঙ্গুলিমালের প্রকৃত নাম 'অহিংসক'।

অহিংসক বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলা নগরে গমন করেন। তাঁহার এমনই বুদ্ধি ও অধ্যবসায় ছিল যে সহাধ্যায়ীদিগের কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ইহাতে তাহারা ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হয় এবং তাহাদের চক্রান্তে অধ্যাপকের মনে অযথা ধারণা জন্মে যে অহিংসক তাঁহার পত্নীর সহিত গুপ্তপ্রেমে আবদ্ধ। একদিন অধ্যাপক বলিলেন, "বৎস অহিংসক, অতঃপর যদি তুমি এক সহস্র লোকের প্রাণবধ করিয়া নিদর্শনস্বরূপ তাহাদের প্রত্যেকের এক একটী অঙ্গুলি আনিয়া আমায় দেখাইতে পার, তাহা হইলেই তোমাকে বিদ্যাদান করিব, নচেৎ তোমাকে এই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইবে।" বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত হইবে এই আশঙ্কায় অহিংসক একটা বনে গিয়া নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বনের ভিতর আটটী ভিন্ন ভিন্ন রাজপথ আসিয়া মিলিত হইয়াছিল, অতএব বধের জন্য প্রথম প্রথম লোকাভাব ঘটিত না। নিহত ব্যক্তিদিগের অঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইতেন বলিয়া লোকে অহিংসককে 'অঙ্গুলিমাল (ক)' বলিত।

অঙ্গুলিমালের অত্যাচারে অচিরে সমস্ত কোশলরাজ্য সন্ত্রস্ত হইল; প্রসেনজিৎ স্বয়ং সসৈন্যে গিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পুরোহিত বুঝিতে পারিলেন এ দস্যু আর কেহ নহে, তাঁহারই পুত্র। কিন্তু তিনি পুত্রের উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না, ভাবিলেন, 'আমি গেলে হয়ত আমাকেও মারিয়া ফেলিবে।' তাঁহার পত্নী কিন্তু পুত্রের বিপদে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; তিনি পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য নিজেই যাইবেন স্থির করিলেন।

বুদ্ধ এই সময়ে জেতবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, 'এজন্মে যাহাই হউক, অঙ্গুলিমালের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত এমন সুকৃতি আছে যে তাহার বলে একবার মাত্র ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেই তিনি অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবেন। অথচ বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি সুবিধা পাইলে নিজের গর্ভধারিণীকেও বধ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।' এই রমণীর প্রাণরক্ষা এবং পাতকীর উদ্ধার এই উভয় উদ্দেশ্যে করুণাবতারের করুণাসিন্ধু উদ্বেলিত হইল; তিনি সামান্য ভিক্ষুর বেশে অঙ্গুলিমালের বনে গমন করিলেন। পথে গোপালেরা তাঁহাকে কত নিষেধ করিল, বলিল, "ঠাকুর এপথে যাইবেন না; অঙ্গুলিমাল ভয়ঙ্কর দস্যু; লোকে ৪০।৫০ জন একত্র না হইয়া কখনও এ পথে যাতায়াত করিতে পারে না।" কিন্তু বুদ্ধ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

সেই দিন পর্য্যন্ত অঙ্গুলিমাল ৯৯৯ জন লোকের প্রাণসংহার করিয়াছেন। আর একটী লোক মারিলেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইবে এই বিবেচনায় তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজই নরহত্যাব্রতের উদ্‌যাপন করিব। কিন্তু বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াও তিনি সফলকাম হইলেন না, কারণ পথিকেরা সচরাচর তাঁহার ভয়ে হয় অন্য পথে যাতায়াত করিত, নয় অনেকে এক সঙ্গে যাইত। অবশেষে ভিক্ষুবেশধারী বুদ্ধকে একাকী আসিতে দেখিয়া তিনি তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু ক্রমাগত ৩ ক্রোশ দৌড়াইয়াও বুদ্ধকে ধরিতে পারিলেন না। অঙ্গুলিমাল ইতিপূর্ব্বে অশ্ব, হরিণ প্রভৃতি কত দ্রুতগামী প্রাণীকে বেগে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু আজ একজন ভিক্ষুকে ধরিতে পারিলেন না ইহা ভাবিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে

ভিক্ষুকে থামিতে বলিলেন। বুদ্ধ থামিলেন, কিন্তু অঙ্গুলিমালকে বলিলেন, "তুমিও যেখানে আছ সেই খানেই থাক, আমার দিকে অগ্রসর হইওনা।" অঙ্গুলিমাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তখনই থামিলেন; তখন বুদ্ধ তাঁহাকে সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া পাষাণ গলিয়া গেল; বুদ্ধও দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক 'এহি ভিক্ষো' বলিয়া বলিয়া তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। অতঃপর অঙ্গুলিমাল জেতবনের বিহারে গমন করিলেন। তাঁহার জনক জননীও তদীয় অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন; তাঁহারা এসকল বৃত্তান্ত জানিতেন না, কাজেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে কোশলরাজ দেখিলেন অঙ্গুলিমালকে দমন না করিতে পারিলে বড় লজ্জার কারণ হইবে; অথচ লোকটার যেরূপ বলবীর্য্য তাহাতে তাহাকে দমন করিতে যাওয়া নিতান্ত নিরাপদও নহে। তিনি বুদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে জেতবনে গমন করিলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, মহারাজ? বিম্বিসার কি আপনার সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিয়াছেন, অথবা আপনি বৈশালীর লিচ্ছবিরাজ-গণ হইতে ভয় পাইয়াছেন?" প্রসেনজিৎ বলিলেন, না প্রভু, সেরূপ কিছু ঘটে নাই; তবে অঙ্গুলিমাল নামক এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যুকে দমন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।" "মনে করুন, অঙ্গুলিমাল ভিক্ষু হইয়াছে; বলুন ত আপনি তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন?" "সে যদি ভিক্ষু হইয়া থাকে, তবে আমি তাহাকে সমুচিত ভক্তিশ্রদ্ধা করিব।"

প্রসেনজিৎ স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে বুদ্ধ অঙ্গুলিমালের ন্যায় পাষণ্ডকে নিজের শিষ্য করিতে পারিবেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, সেই ভীষণ দস্যু বিহারেই অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তাঁহার মহা আতঙ্ক হইল। বুদ্ধ তাঁহাকে অভয় দিয়া অঙ্গুলিমালের নিকট লইয়া গেলেন। প্রসেনজিৎ নিজের মণিখচিত কটিবন্ধ খুলিয়া উহা অঙ্গুলিমালকে উপহার দিলেন। কিন্তু অঙ্গুলিমাল এখন বিষয়বাসনাহীন; তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। তদ্দর্শনে কোশলরাজ অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "অহো, কি অদ্ভুত ব্যাপার! আজ পাষাণে কর্দ্দম দেখা দিয়াছে, লোভী দানশীল হইয়াছে, পাপী পুণ্যবান্ হইয়াছে, প্রভো, এ তোমারই মহিমা! আমি রাজদণ্ডদ্বারা লোকের দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারি; কিন্তু তাহাতে তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয় না।"

ইহার কয়েকদিন পরে অঙ্গুলিমাল পাত্রহস্তে নিজের পল্লীতে ভিক্ষা করিতে গেলেন। কিন্তু লোকে তাঁহার নাম শুনিয়াই ভয়ে পলায়ন করিল। তিনি ভিক্ষা না পাইয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন; ফিরিবার সময় দেখিলেন, এক রমণী প্রসব-যন্ত্রণায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইল। যিনি ৯৯৯ জন মনুষ্যের জীবনান্ত করিয়াছেন, ত্রিরত্নের মাহাত্ম্যে আজ তাঁহারই হৃদয় এক রমণীর কষ্টে বিগলিত হইল। তিনি বিহারে গিয়া বুদ্ধকে এই কথা জানাইলেন। বুদ্ধ বলিলেন "তুমি ফিরিয়া যাও; বল গিয়া, 'আমি জন্মাবধি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন প্রাণিহিংসা করি নাই। আমার সেই পুণ্যবলে এই রমণীর প্রসবযন্ত্রণার উপশম হউক'।" ইহা শুনিয়া অঙ্গুলিমাল বলিলেন, "সে কি কথা, প্রভো। আমি যে শত শত লোকের প্রাণবধ করিয়াছি।" বুদ্ধ বলিলেন, "করিয়াছ বটে, কিন্তু তখন তুমি পৃথগ্জন ছিলে; ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়া এখন তুমি নবজীবন লাভ করিয়াছ।" অঙ্গুলিমাল তখন সেই রমণীর গৃহে গমন করিলেন এবং যবনিকার অন্তরালে বসিয়া বুদ্ধ যেরূপ বলিয়াছিলেন সেইরূপ সত্যক্রিয়া করিলেন। অমনি সেই রমণী বিনাক্লেশে এক পুত্র প্রসব করিয়া যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল।

অঙ্গুলিমালের নাম শুনিলেই লোকে ভয় পাইত; এইজন্য তাঁহার ভিক্ষাপ্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিত। অতীত পাপ স্মরণ করিয়াও তাঁহার বড় অনুতাপ হইত। কিন্তু বুদ্ধ তাঁহাকে সস্নেহে সান্ত্বনা দিতেন, বলিতেন, 'ও সব তোমার পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত। এখন তুমি আর সে অঙ্গুলিমাল নও; এখন তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে।" নিজের সাধনা এবং বুদ্ধের কৃপাবলে অঙ্গুলিমাল অচিরে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অচিরবতী—জম্বুদ্বীপের নদীবিশেষ, পঞ্চমহানদীর অন্যতম। ইহার বর্ত্তমান নাম রাপ্তী বা ঐরাবতী। ইহা ঘর্ঘরার একটী উপনদী। শ্রাবস্তী নগর এই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

অজপালন্যগ্রোধতরু—বুদ্ধগয়ার একটী বিখ্যাত বটবৃক্ষ। বুদ্ধত্ব লাভের পঞ্চম সপ্তাহে বুদ্ধদেব এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে মারের কন্যাত্রয়—তৃষ্ণা, অরতি ও রগা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিল। এখানে এক সপ্তাহ যাপন করিবার পর বুদ্ধ এক মুচিলিন্দ বৃক্ষমূলে গমন করেন।

অজাতশত্রু—মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র। ইনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভাগিনেয়; কিন্তু ইঁহার 'বৈদেহীপুত্র' এই উপাধি দেখিলে মনে হয় সম্ভবতঃ ইঁহার গর্ভধারিণী বিদেহরাজের কন্যা ছিলেন। পক্ষান্তরে

জাতকের কোন কোন প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পাঠ করিলে মনে হয় কোশলরাজকন্যাই ইঁহার জননী। প্রবাদ আছে ইনি যখন গর্ভে ছিলেন তখন মহিষীর সাধ হইয়াছিল যে রাজার স্কন্ধনিঃসৃত রক্ত পান করেন। তিনি এই অস্বাভাবিক অভিলাষ অনেক দিন গোপন রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। অবশেষে রাজার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি মনের কথা খুলিয়া বলিলেন; রাজাও প্রফুল্ল-চিত্তে তাঁহার সাধ পূর্ণ করিলেন। দৈবজ্ঞেরা কিন্তু এই ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন যে মহিষীর গর্ভজাত সন্তান পিতৃদ্রোহী ও পিতৃহন্তা হইবে। এই কথা শুনিয়া মহিষী পুনঃ পুনঃ গর্ভনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজার সতর্কতানিবন্ধন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

অজাতশত্রু ষোড়শবর্ষ বয়সে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। দেবদত্ত যখন বুদ্ধের বিরোধী হইয়াছিলেন, তখন অজাতশত্রু তাঁহার কুহকে পড়িয়া পিতার প্রাণবধের সঙ্কল্প করেন। একদিন বিম্বিসার সভায় বসিয়া আছেন এমন সময় অজাতশত্রু শস্ত্রহস্তে সেখানে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু পিতাকে দেখিবামাত্র তাঁহার মহা আতঙ্ক জন্মিল এবং সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। বিম্বিসার তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি আমার প্রাণবধের ইচ্ছা করিয়াছ কেন?" অজাতশত্রু বলিলেন, "আমি রাজপদ চাই, আপনি আরও কত কাল বাঁচিবেন জানিনা, আমি তত দিন বাঁচিব কিনা সন্দেহ।" ইহা শুনিয়া বিম্বিসার বলিলেন, "বেশ, তুমি এখনই রাজপদ গ্রহণ কর।" অনন্তর তিনি নিজে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণের আয়োজন করিলেন। কিন্তু দেবদত্ত ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি অজাতশত্রুকে বুঝাইলেন, 'বিম্বিসার জীবিত থাকিলে তিনি পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকার পাইবার চেষ্টা না করিয়া নিরস্ত থাকিবেন না। অতএব অচিরে তাঁহাকে নিহত করাই যুক্তিযুক্ত।' অজাতশত্রু অস্ত্রাঘাতে পিতার প্রাণবিনাশ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে দেবদত্ত পরামর্শ দিলেন, 'তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া অনশনে বিনষ্ট করা হউক।'

অজাতশত্রু এই পথই অবলম্বন করিলেন। কারাগৃহে রাজমহিষী ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশ করিবার অনুমতি ছিল না। মহিষী গোপনে কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া যাইতেন; বিম্বিসার তাহা ভক্ষণ করিতেন। অজাতশত্রু ইহা বুঝিতে পারিয়া মহিষী যাহাতে কোনরূপ খাদ্য লইয়া যাইতে না পারেন এইরূপ আদেশ দিলেন। তখন মহিষী নিজের কেশদামের মধ্যে খাদ্য লুক্কায়িত রাখিয়া যাইতে লাগিলেন। অজাতশত্রু ক্রমে ইহাও জানিতে পারিলেন এবং মহিষীকে বেণী বান্ধিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর মহিষী নিজের সুবর্ণনির্ম্মিত পাদুকার অভ্যন্তরে খাদ্য লুকায়িত রাখিতেন; কিন্তু তাহা ধরা পড়িল। তখন তিনি নিজের শরীরে মধু ও অন্যান্য পুষ্টিকর দ্রব্য মাখিয়া যাইতেন, বিম্বিসার তাঁহার দেহ লেহন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। পরিশেষে ইহাও প্রকাশ পাইল এবং অজাতশত্রু মহিষীর কারাগৃহে গমন বন্ধ করিলেন। যিনি মগধ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, যিনি অঙ্গদেশ জয় করিয়া ঐ রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এই রূপে খাদ্যাভাবে তাঁহার জীবনান্ত ঘটিল।

যেদিন বিম্বিসারের প্রাণবিয়োগ হইল, সেই দিনই অজাতশত্রুর এক পুত্র জন্মিল। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া অজাতশত্রু অপত্য-স্নেহের আস্বাদ পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'আমি যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন আমার জনকেরও এইরূপ হর্ষ হইয়াছিল।' তিনি পিতাকে কারামুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই সংবাদ পাইলেন বিম্বিসারের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। তখন অজাতশত্রুর মনে অনুতাপ জন্মিল; কিন্তু দেবদত্তের চক্রান্তে সে অনুতাপ প্রথমে স্থায়ী হইল না।

দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণনাশার্থ নানারূপ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন; অজাতশত্রু তাঁহার সহায় হইলেন। কিন্তু দেবদত্তের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল; পৃথিবী আর তাঁহার পাপভার বহন করিতে পারিলেন না। তিনি বিদীর্ণ হইয়া দেবদত্তকে অবীচিতে লইয়া গেলেন।

বিম্বিসারের সহিত যখন কন্যার বিবাহ দেন তখন কোশলরাজ কাশী প্রদেশ যৌতুক দিয়াছিলেন। বিম্বিসারের নিধনের পর প্রসেনজিৎ ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। তদুপলক্ষ্যে অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটে। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর শেষে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপন করেন। বর্দ্ধকি-শূকর জাতকের (২৮৩) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে এই বৃত্তান্ত দেখা যায়।

দেবদত্তের বিনাশের পর অজাতশত্রুর মনে পিতৃবধজনিত অনুতাপানল শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তীর্থিকেরা তাঁহাকে শান্তি দিতে পারেন নাই। অবশেষে জীবকের পরামর্শে তিনি বুদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন, বুদ্ধও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া উপাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত সঞ্জীব-জাতকের (১৫০) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পাঠ করিলে জানা যায়।

বুদ্ধের বয়স যখন ৭৯ বৎসর, তখন অজাতশত্রুর সহিত বৈশালীর বৃজি (লিচ্ছবি) দিগের বিবাদ

ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া অজাতশত্রু বুদ্ধের উপদেশগ্রহণার্থ তাঁহার নিকট বর্ষকার নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। বুদ্ধ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে বৃজিগণ যতদিন একতাবদ্ধ ও ধর্ম্মপরায়ণ থাকিবে, ততদিন তাহাদের পরাভব ঘটিতে পারে না। শুনা যায় অতঃপর অজাতশত্রু বৃজিদিগের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া তাহাদের পরাভব সাধন করিয়াছিলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই বুদ্ধ নালন্দা হইতে বৈশালীতে যাইবার সময় পাটলি নামক স্থানে কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রাম করিয়াছিলেন। পাটলি তখন একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র ছিল; বৃজিদিগের আক্রমণ-নিরোধার্থ সুনীথ ও বর্ষকার নামক অজাত শত্রুর দুইজন কর্ম্মচারী এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। বুদ্ধ প্রস্থান করিবার সময় বলিয়া যান যে এই গ্রাম কালে একটী মহানগরে পরিণত হইবে; কিন্তু ত্রিবিধ উপদ্রবে পরিণামে ইহার বিনাশ ঘটিবে।' এই পাটলি উত্তরকালীন মগধসাম্রাজ্যের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ পাটলিপুত্র। জলপ্লাবন, অগ্নিদাহ এবং শকদিগের আক্রমণে ইহার যে ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের সুবিদিত। পাঠানরাজ সের সাহের সময় পাটলিপুত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়।

পর বৎসর কুশিনগরে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ হইলে অজাতশত্রু শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। অবিলম্বে তদীয় শারীরিক ধাতু সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি দূত প্রেরণ করিলেন এবং পাছে কুশিনগরবাসীরা উহা না দেয় এই আশঙ্কায় নিজেও সসৈন্যে দূতদিগের অনুগমন করিলেন। অনন্তর তিনি যে অংশ পাইলেন তাহা সসম্মানে রাজগৃহে আনয়ন করিয়া তদুপরি এক বিশাল স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন।

অজিতকেশকম্বল—(পালি 'অজিত কেসকম্বলী'); ইনি একজন তীর্থিক অর্থাৎ বৌদ্ধশাসনবিরোধী সন্ন্যাসী। ইনি পূর্ব্বে ক্রীতদাস ছিলেন; প্রভুর নিকট হইতে পলায়নপূর্ব্বক গত্যন্তরাভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি উর্ণানির্ম্মিত মলিনবস্ত্র পরিধান করিতেন, মস্তক মুণ্ডিত রাখিতেন এবং শিক্ষা দিতেন যে জীব ও উদ্ভিদ্ উভয়ের জীবন নাশ করাই তুল্য পাপ।

অনাথপিণ্ডদ—(পালি 'অনাথপিণ্ডিক'); শ্রাবস্তীবাসী শ্রেষ্ঠিকুলজাত অনাথপিণ্ডদ একজন উপাসক (বা মহোপাসক); ইঁহার প্রকৃত নাম সুদত্ত। ইনি যেমন বিভবশালী, তেমনই দানশীল ছিলেন এবং দানশীলতার জন্যই "অনাথপিণ্ডদ" আখ্যা পাইয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। রাহুল প্রভৃতিকে প্রব্রজ্যা দিবার পর বুদ্ধ যখন রাজগৃহে ফিরিয়া শীতবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সময়ে অনাথপিণ্ডদের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। অনাথপিণ্ডদ তখন বাণিজ্যার্থ পণ্যপূর্ণ পঞ্চশত শকট লইয়া রাজগৃহে গমন করিয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার অমৃতায়মান উপদেশবলে শতসহস্র নরনারী মুক্ত হইতেছে শুনিয়া অনাথপিণ্ডদ তাঁহার সহিত দেখা করিলেন এবং ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া উপাসক-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। বুদ্ধও অনাথপিণ্ডদের সৌজন্যে এমন প্রীত হইলেন যে তাঁহার অনুরোধে শ্রাবস্তীতে গিয়া কিয়দ্দিন বাস করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

অনাথপিণ্ডদ শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া বুদ্ধের বাসোপযোগী মহাবিহার নির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন শ্রাবস্তীবাসী জেতকুমার নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজকুলজ ব্যক্তির সহস্র হস্ত দীর্ঘ ও সহস্র হস্ত বিস্তৃত একটী উদ্যান ছিল। অনাথপিণ্ডদ বিহার-নির্ম্মাণার্থ উহা ক্রয় করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, যদি সমস্ত ভূমি সুবর্ণমুদ্রামণ্ডিত করিয়া সেই মুদ্রাগুলি মূল্যস্বরূপ দিতে পার, তাহা হইলেই বিক্রয় করিব। অনাথপিণ্ডদ তাহাতেই সম্মত হইয়া অষ্টাদশকোটি সুবর্ণে ভূমি ক্রয় করিলেন। বিহারনির্ম্মাণেও অষ্টাদশ কোটি ব্যয় হইল। উহার মধ্যভাগে বুদ্ধের গন্ধকুটীর, তাহার চতুর্দ্দিকে অশীতি মহাস্থবিরের বাসভবন, ধর্ম্মশালা, আসনশালা, ভিক্ষুদিগের আশ্রম, চঙ্ক্রমণ-স্থান, পুষ্করিণী প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক সমস্তই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠিপুঙ্গব অসামান্য মুক্তহস্ততার পরিচয় দিলেন। রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তী পঞ্চতাল্লিশ যোজন। এই সুদীর্ঘপথে যাতায়াত করিবার সময় বুদ্ধের কোন কষ্ট না হয় এ উদ্দেশ্যে তিনি উহারও প্রতি-যোজনে লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এক একটী বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

সমস্ত সম্পন্ন হইলে অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধকে আনয়ন করিবার জন্য রাজগৃহে দূত পাঠাইলেন; বুদ্ধও শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া যথাসময়ে শ্রাবস্তীতে পদার্পণ করিলেন। অনন্তর বিহারোৎসর্গের আয়োজন হইতে লাগিল। উৎসর্গের দিন যে শোভাযাত্রা বাহির হইল তাহার আড়ম্বর বর্ণনাতীত। সমস্ত মহাবিহার পতাকাপুষ্পমালায় সুসজ্জিত হইল; শ্রেষ্ঠিপুত্র বিচিত্র বেশভূষণ ধারণ করিয়া পঞ্চশত শ্রেষ্ঠিকুমার সহ পতাকাহস্তে প্রত্যুদ্গমন করিলেন; শ্রেষ্ঠিকন্যা মহাসুভদ্রা ও চুল্লসুভদ্রা পঞ্চশত কুমারীসহ পূর্ণকুম্ভ মস্তকে লইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা শ্রেষ্ঠিগৃহিণী পঞ্চশত পুরস্ত্রীসহ পূর্ণপাত্র বহন করিয়া কুমারীদিগের অনুগমন করিলেন; সর্ব্বপশ্চাতে স্বয়ং মহাশ্রেষ্ঠী

পঞ্চশত শ্রেষ্ঠিসহ নববস্ত্র পরিধান করিয়া বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করিতে চলিলেন। এদিকে বুদ্ধও জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন; তাঁহার পুরোভাগে সহস্র সহস্র উপাসক, চতুষ্পার্শ্বে সহস্র সহস্র শ্রাবক। পথিমধ্যে দুই দলে দেখা হইল; সকলে একসঙ্গে জেতবনে প্রবেশ করিলেন, বুদ্ধের অলৌকিক দেহপ্রভায় সমগ্র জেতবন স্বর্ণ-রেণুসমাকীর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অতঃপর মহাশ্রেষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! এই মহাবিহার সম্বন্ধে কি করিব, অনুমতি দিন।" বুদ্ধ বলিলেন, "তুমি এই বিহার ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান কর।" তখন অনাথপিণ্ডদ "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বর্ণভৃঙ্গার গ্রহণপূর্ব্বক দশবলের হস্তে জল ঢালিয়া দিলেন এবং "সর্ব্বদেশীয় বুদ্ধপ্রমুখ আগত অনাগত সঙ্ঘকে এই বিহার দান করিলাম" বলিয়া উৎসর্গক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। খদিরাঙ্গার-জাতকে (৪০) দেখা যায় এই মহাবিহারের নির্ম্মাণে ও উৎসর্গক্রিয়ায় অনাথপিণ্ডদের চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণ ব্যয় হইয়াছিল।

বুদ্ধ হইবার পর গৌতম কিয়ৎকাল বারাণসীর নিকটবর্ত্তী ঋষিপত্তনে (বর্ত্তমান সারনাথে) অবস্থিতি করিয়াছিলেন; অনন্তর তিনি রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী লষ্টি উদ্যানে বাস করেন; কিন্তু শেষে বিম্বিসারের অনুরোধে বেণুবনস্থ বিহার গ্রহণ করিয়া সেখানে থাকিতেন। এখন অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে জেতবনও তাঁহার অন্যতম বাসস্থান হইল। অধিকাংশ জাতকই জেতবনে প্রোক্ত।

অনিরুদ্ধ—শুদ্ধোদনের সহোদর অমৃতোদনের পুত্র*; ইঁহার সহোদরের নাম মহানাম। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অনিরুদ্ধের কোনরূপ সাংসারিক অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। অনন্তর মহানামের চক্রান্তে ইনি বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত হন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করেন। অনিরুদ্ধের সঙ্গে আনন্দ, ভদ্রিক, ভৃগু, কিম্বিল এবং নাপিত উপালিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ অনিরুদ্ধকে অঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

অনুপিয়—মল্লদেশস্থ স্থানবিশেষ এখানেই অনিরুদ্ধ প্রভৃতি বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ করেন।

অমরাদেবী—মহারাজ মহৌষধের পত্নী। বোধিসত্ত্ব কোন অতীত জন্মে মহৌষধ নাম গ্রহণ করিয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। মহাউম্মার্গ জাতক (৫৪৬) দ্রষ্টব্য।

আনন্দ—বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র। ইনি ও বুদ্ধ একই দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ, আনন্দ প্রভৃতি একসঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বুদ্ধের যখন ৫ বৎসর বয়স, তখন আনন্দ তাঁহার উপস্থায়ক নিযুক্ত হন। শারীপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন প্রভৃতি আরও অনেকে এই পদের প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধ বলিয়াছিলেন যে যাঁহারা অর্হত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা অমর্য্যাদাকর হইবে। তদবধি পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত আনন্দ নিয়ত বুদ্ধের সঙ্গে থাকিতেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। তিনি একাগ্রচিত্তে বুদ্ধের উপদেশ শুনিতেন এবং অতি মধুরভাবে অপরকে সেই সকল তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তথাপি তিনি বুদ্ধের জীবদ্দশায় অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারেন নাই।

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধদিগের মতে পরিনির্ব্বাণের পর রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী সপ্তপর্ণী গুহায় যে প্রথম সঙ্গীতি হয়, তাহাতে বিনয়পিটকের সঙ্কলনসম্বন্ধে উপালি এবং সূত্রপিটকের সঙ্কলনসম্বন্ধে আনন্দ সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। আনন্দ বৌদ্ধ সাহিত্যে "ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক" উপাধিতে বিভূষিত।

বুদ্ধ প্রথমে নারীজাতিকে প্রব্রজ্যা দিতেন না। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর গৌতমী (মহাপ্রজাপতী) প্রব্রজ্যাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু বুদ্ধ প্রথমে ইহাতে সম্মতি দেন নাই। অনন্তর আনন্দের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় তিনি নারীদিগকেও সঙ্ঘে লইবার ব্যবস্থা করেন। ফলতঃ আনন্দের প্রযত্নেই ভিক্ষুণী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

আম্রপালী—(পালি 'অম্বপালী') বৈশালী নগরের প্রধান বারাঙ্গনা। কেহ কেহ বলেন বিম্বিসারের ঔরসে ইঁহার গর্ভে অভয়ের জন্ম হয় (জীবকের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)।

যে বৎসর বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ হয় সেই বৎসর তিনি রাজগৃহ হইতে কুশিনগরে যাইবার সময় বৈশালী নগরে আম্রপালীর আম্রবণে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া আম্রপালী সেখানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। ইহার ক্ষণকাল পরে লিচ্ছবিরাজেরাও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেলেন; কিন্তু তথাগত বলিলেন, "আমি

* আবার আনন্দও অমৃতোদনের পুত্র এরূপ দেখা যায়। শুদ্ধোদনের সহোদর—অমৃতোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন এবং ঘটোদন। Kern বলেন যে ধৌতোদন ও শুদ্ধোদন সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি; কিন্তু এরূপ অনুমানের কোন ভিত্তি দেখা যায় না।

আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না, কারণ কল্য আম্রপালীর গৃহে গিয়া ভোজন করিব এই অঙ্গীকার করিয়াছি।" অনন্তর তথাগত যথাসময়ে আম্রপালীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। আম্রপালী ভক্তিভরে তাঁহার সৎকার করিলেন এবং আহার শেষ হইলে আম্রবণটী বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিয়া চরিতার্থ হইলেন। থেরীগাথায় আম্রপালীরচিত কয়েকটী অতি সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ গাথা দেখা যায়।

আলবী—(সংস্কৃত 'আটবী') শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহের পথে এবং শ্রাবস্তী হইতে ৩৫ যোজন দূরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নগর। এখানে এক নরমাংসাদ যক্ষ বাস করিত। বুদ্ধ তাহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া সৎপথে আনয়ন করেন। পালি সাহিত্যে এই যক্ষ 'আলাবক' নামে অভিহিত।

উৎপলবর্ণা—শ্রাবস্তী নগরের কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী। ইনি এমন অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী ছিলেন যে অনেক রাজা ও ধনবান্ ব্যক্তি ইঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের সঙ্গে বিবাহ দিলে অপর সকলের কোপভাজন হইতে হইবে এই আশঙ্কায় উৎপলবর্ণার পিতা তাঁহাকে ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ে প্রবেশিত করেন। ভিক্ষুণী হইবার অল্পদিন পরেই উৎপলবর্ণা অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ে শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী অন্ধবনে একটী গুহার মধ্যে একাকিনী ধ্যানমগ্না থাকিতেন। এখানে ইঁহার মাতুলপুত্র নন্দ ইঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন অবীচিতে গিয়াছিল। উৎপলবর্ণা ও ক্ষেমা 'অগ্রশ্রাবিকা' নামে পরিকীর্ত্তিতা।

উপালি—কপিলবস্তুর রাজকুলের নাপিত। যখন অনিরুদ্ধ, আনন্দ দেবদত্ত প্রভৃতি রাজপুত্রগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার জন্য যাত্রা করেন তখন তাঁহারা উপালিকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। কপিলবস্তু হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা মূল্যবান্ বসন ভূষণ প্রভৃতি উন্মোচনপূর্ব্বক উপালির হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই সকল তোমায় দিলাম, তুমি ফিরিয়া যাও।" কিন্তু উপালি বিবেচনা করিলেন, আমি একাকী কপিলবস্তুতে ফিরিয়া গেলে শাক্যেরা আমার জীবনান্ত করিবেন। বিশেষতঃ আমি নাপিত; এ সমস্ত মহামূল্য দ্রব্যও আমার উপযুক্ত নহে। রাজপুত্রেরা যখন বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়া প্রব্রজ্যা লইতে যাইতেছেন, তখন আমার পক্ষে প্রব্রাজক হওয়া আরও সহজ। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ঐ বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি একটা বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া রাজপুত্রদিগের অনুগমন করিলেন। শাস্তা ইঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দিতে অগ্রসর হইলে রাজপুত্রেরা বলিলেন, "অগ্রে উপালিকে প্রব্রজ্যা দিন। তাহা হইলে আমরা ইঁহাকে প্রণাম করিব এবং নাপিতকে প্রণাম করিয়াছি বলিয়া পরে ইচ্ছা থাকিলেও আর কখনও সংসারাশ্রমে ফিরিতে পারিব না।" উপালি ক্রমে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। বিনয়ে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল এবং এই জন্য তিনি 'বিনয়ধর' উপাধি পাইয়াছিলেন। সপ্তপর্ণী সঙ্গীতিতে ইঁহারই সাহায্যে বিনয়পিটকের সঙ্কলন সুসম্পন্ন হয়।

ককুদকাত্যায়ন—(পালি, 'পকুধ কচ্চায়ন')—তীর্থিকদিগের অন্যতম, ইনি কোন ভদ্রবংশীয় বিধবার পুত্র। শৈশবে এক ব্রাহ্মণ ইঁহাকে পালন করেন। ইনি এবং ইঁহার শিষ্যগণ কখনও শীতল জল ব্যবহার করিতেন না, কারণ ইনি বলিতেন শীতল জলে অনেক প্রাণী থাকে।

কপিলবস্তু—বারাণসীর প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে নেপাল প্রদেশে রোহিণী নদীর তীরে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে বোধিসত্ত্ব কোন অতীত জন্মে 'কপিল' নাম গ্রহণ করিয়া এখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইহার 'কপিলবস্তু' এই নাম হয়। কপিলবস্তুর শাক্যেরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় অম্ব নামক এক রাজার চারি পুত্র এবং চারি কন্যা নির্ব্বাসিত হইয়া এখানে বাস করেন। এই রাজকুমারেরা সহোদরাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরাই 'শাক্য' বলিয়া পরিচিত। সহোদরের সহিত সহোদরার বিবাহ দশরথ জাতকেও (৪৬১) দেখা যায়। বুদ্ধের যখন ৭৯ বৎসর বয়স্ সেই সময়ে প্রসেনজিতের পুত্র বিরূঢক তত্রত্য শাক্যদিগের বিনাশ সাধন করেন।

কাপিলানী—১২৭ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

কালুদায়ী—(কৃষ্ণবর্ণ উদায়ী; অথবা কালোদায়ী অর্থাৎ যিনি যথাসময়ে প্রবুদ্ধ হন।); সিদ্ধার্থ ও ইনি একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইবার পর তাঁহাকে কপিলবস্তুতে লইয়া যাইবার জন্য শুদ্ধোদন উদায়ীকে রাজগৃহে প্রেরণ করেন। ইনি বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়া অচিরে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের শিষ্যদিগের মধ্যে উদায়ী নামে আর একজন ভিক্ষু ছিলেন। বুদ্ধির স্থূলতাবশতঃ তিনি 'লালুদায়ী' আখ্যা পাইয়াছিলেন (লালক=স্থূলবুদ্ধি, বোকা)।

কিম্বিল—যে সকল শাক্যরাজপুত্র অনুপিয় নামক স্থানে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাঁহাদের অন্যতম।

কুশাবতী—কুশিনগরের পূর্ব্বনাম। তখন বোধিসত্ত্ব "মহাসুদর্শন" নাম ধারণ করিয়া এখানে রাজত্ব করিতেন।

কুশিনগর—(পালি 'কুসিনারা'; নামান্তর 'কুশনগর'); মল্লদেশস্থ নগর (বর্ত্তমান নাম 'কাশিয়া'; গোরক্ষপুরের ৩৫ মাইল পূর্ব্বে)। এখানে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ হয়। আনন্দ বলিয়াছিলেন, চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী ও বারাণসী এই ছয়টী মহানগরের যে কোনটীতে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইলে ভাল হইত। কিন্তু তথাগত ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'এও অতি পবিত্র স্থান, আনন্দ; পূর্ব্বে ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং আমি এখানে মহাসুদর্শন নাম ধারণ করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলাম [মহাসুদর্শন জাতক (৯৫)]।

কূটদন্ত—মগধরাজ্যের একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ। ইঁহার পঞ্চশত শিষ্য ছিল। বিম্বিসার ইঁহাকে অতি সম্মান করিতেন। একদা ইনি যজ্ঞসম্পাদনের জন্য বহু শত গো, ছাগ, হরিণ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এমন সময় বুদ্ধ ইঁহার বাসস্থানের অবিদূরস্থ আম্রবণে উপস্থিত হন। কূটদন্ত এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান এবং জিজ্ঞাসা করেন, "যথাশাস্ত্র যজ্ঞসম্পাদন করিতে হইলে কি কি করিতে হয়?" বুদ্ধ উত্তর দেন, "প্রকৃত যজ্ঞ পশুবধ নহে; প্রকৃত যজ্ঞ বলিলে দান বুঝিতে হইবে। যিনি যথাশক্তি পরের অভাব মোচন করেন তিনিই প্রকৃত যজ্ঞ সম্পাদন করেন।" অতঃপর কূটদন্ত ত্রিরত্নের শরণ লইয়া স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কোকালিক—শাক্যবংশী বৌদ্ধ। দেবদত্তের প্রয়োচনায় ইনি এবং কটমোরক তিষ্য, খণ্ডদেবপুত্র ও সাগরদত্ত (সমুদ্রদত্ত) বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুদিগের চরিত্রসংশোধনার্থ কতিপয় উৎকট নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করেন। বুদ্ধ তাহাতে অসম্মত হইলে ইনি দেবদত্তের সহিত সঙ্ঘত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। যখন শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন দেবদত্তের দল ভাঙ্গিবার জন্য গয়াশিরে যান, তখন কোকালিক দেবদত্তকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দেবদত্ত তাঁহার পরামর্শ না শুনিয়া ঐ দুই মহাস্থবিরকে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে বলেন; তচ্ছ্রবণে কোকালিক প্রভৃতি দুই চারি জন ব্যতীত অপর সকলে বৌদ্ধশাসনে প্রত্যাবর্ত্তন করে। [বিরোচন জাতক (১৪৩) দ্রষ্টব্য]।

কোর ক্ষত্রিয়—ইনি একজন তীর্থিক। ইনি সর্ব্বদা ভস্মে আচ্ছাদিত থাকিতেন, ভোজ্য পানীয় হস্তদ্বারা গ্রহণ করিতেন না, গবাদি পশু যেরূপে খায় সেইরূপে খাইতেন। লিচ্ছবিবংশীয় সুনক্ষত্র নামক এক ভিক্ষু বুদ্ধের প্রতি বিরক্ত হইয়া এই ব্যক্তির শিষ্য হইতে ইচ্ছা করেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধ বলেন, "সপ্তাহ মধ্যে কোর ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হইবে এবং সে কালকঞ্জক প্রেতরূপে জন্মলাভ করিবে। তখন তাহার দেহ সার্দ্ধ যোজন দীর্ঘ হইবে; উহাতে রক্তমাংস থাকিবে না; তাহার চক্ষুর্দ্বয় কর্কটচক্ষুর ন্যায় মস্তকের উপরিভাগে থাকিবে, কাজেই তাহাকে দেহ অবনত করিয়া খাদ্য অন্বেষণ করিতে হইবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত সুনক্ষত্র কোর ক্ষত্রিয়কে গিয়া বলেন, "বুদ্ধ বলিয়াছেন, অদ্য হইতে সপ্তাহ মধ্যে আপনার মৃত্যু হইবে। অতএব আপনি খাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হইয়া চলিবেন।" কোর এই কথা শুনিয়া ৬ দিন অনাহারে থাকিলেন; কিন্তু সপ্তম দিবসে ক্ষুধার জ্বালায় বরাহমাংস খাইলেন এবং তাহা জীর্ণ করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

কোলি—রোহিণী নদীতীরস্থ নগর; ইহা কপিলবস্তুর অপর পারে অবস্থিত ছিল। ইহার অন্য নাম দেবহ্রদ, দেবদহ ও ব্যাঘ্রপুর। দেবদত্ত ও যশোধারা কোলির রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে ইক্ষ্বাকুবংশীয় যে রাজপুত্রচতুষ্টয় কপিলবস্তু স্থাপিত করেন তাঁহাদের এক জনের প্রিয়া নাম্নী পত্নী শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পতিকর্ত্তৃক বনে নির্ব্বাসিতা হন। ঐ সময়ে বারাণসীরাজ রামও শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগের অভিপ্রায়ে উক্ত বনে উপস্থিত হন এবং দৈবযোগে একটা বৃক্ষের পুষ্প ও ফল খাইয়া আরোগ্য লাভ করেন। অতঃপর প্রিয়াকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকেও ঐ ঔষধে ব্যাধিমুক্ত করেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিয়া একটা কোলিকদম্ব (কোলি) বৃক্ষের কোটরে বাস করিতে থাকেন। এখানে প্রিয়া প্রতিবারে দুইটী দুইটী করিয়া ৩২টী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত কপিলবস্তুর ৩২ জন রাজ-কুমারীর বিবাহ হইয়াছিল। রাম বারাণসীতে ফিরিয়া যান নাই; ঐ বনেই এক নগর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার আশ্রয়দাতা বৃক্ষের নামে ঐ নগরের নাম হয় কোলি।

কৌশাম্বী—(৩২ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)। কানিংহামের মতে ইহা বর্ত্তমান কোশম—এলাহাবাদের ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে যমুনাতীরে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে এই নগর কুশের পুত্র কুশাম্ব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহা বৎসরাজ উদয়নের রাজধানী। বাসবদত্তা, রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকের মহিমায় কৌশাম্বী সংস্কৃত সাহিত্যে চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উদয়নের মন্ত্রী ঘোষিত (ঘোষিল) বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে কৌশাম্বীর উপকণ্ঠবর্ত্তী

একটী উদ্যান দান করিয়াছিলেন। এই উদ্যান ঘোষিতারাম বা ঘোষাবতারাম নামে পরিচিত। উদয়ন বুদ্ধের জীবদ্দশায় রক্তচন্দন কাষ্ঠ দ্বারা তাঁহার এক মূর্ত্তি গঠন করাইয়াছিলেন। হাইয়ন্থ সাং বলেন তিনি ঐ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন।

ক্ষেমা—বিম্বিসারের অন্যতমা রাজ্ঞী। ইনি বড় রূপগর্ব্বিতা ছিলেন। এই দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত একদিন বুদ্ধ ইঁহার সমক্ষে এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত করাইয়া তাহাকে যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দশায় প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। এমন সুন্দরী মূর্ত্তির বিকট পরিণাম দেখিয়া ক্ষেমার গর্ব্ব মন্দীভূত হয়, এবং তিনি বৌদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাস্থাপন করেন। মার তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ক্ষেমা শেষে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যেমন শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন 'অগ্রশ্রাবক', সেইরূপ ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা 'অগ্রশ্রাবিকা' নামে পরিকীর্ত্তিতা।

গয়াশির—(গয়াশীর্ষ বা ব্রহ্মযোনি); গয়ার নিকটবর্ত্তী শৈল। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কিয়দ্দিন পরে বুদ্ধ এখানে "আদিত্ত-পরিয়ায়" (আদীপ্তপর্য্যায়) সূত্র বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত বৌদ্ধসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া এখানেই বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গান্ধার—বর্ত্তমান পেশাওর ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল পূর্ব্বে গান্ধার নামে প্রসিদ্ধ ছিল। গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলা নগর তখন নানাবিষয়িণী বিদ্যাশিক্ষার জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ এখানে সমবেত হইয়া উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করিত।

চিঞ্চা মাণবিকা—তীর্থিকদিগের একজন শিষ্যা। বুদ্ধ যখন জেতবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে তীর্থিকেরা তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপণ করিবার নিমিত্ত চিঞ্চাকে নিয়োজিত করেন। চিঞ্চা জনসাধারণের সন্দেহ জন্মাইবার নিমিত্ত, প্রতিদিন যেন বুদ্ধের সহিত রাত্রিযাপন করিতে যাইতেছে এইভাব দেখাইতে লাগিল [মণিশূকর জাতকে (২৮৫) সুন্দরী সম্বন্ধেও এইরূপ দেখা যায়]; এবং গর্ভবতী হইয়াছে এইরূপ ভাণ করিল। অনন্তর নবম মাসে, একদিন বুদ্ধ যখন ধর্ম্মশালায় বসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন চিঞ্চা সেখানে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিল, "আপনিই গর্ভস্থ সন্তানের জনক, আমার প্রসবকাল আগতপ্রায় তজ্জন্য যেরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা করুন।" এই কথা শুনিয়া বুদ্ধ সিংহস্বরে বলিলেন, "ভিক্ষুণি, তোমার কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা তুমি এবং আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না।" তন্মুহূর্ত্তেই শক্র মূষিকশাবকের বেশ ধারণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং যে সূত্র দ্বারা চিঞ্চা তাহার উদরে কাষ্ঠপিণ্ড বন্ধন করিয়াছিল তাহা ছেদন করিলেন। কাষ্ঠপিণ্ডটা পতিত হইয়া পাপিষ্ঠার পদাস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং অবীচি হইতে ভীষণ জ্বালা উত্থিত হইয়া তাহাকে গ্রাস করিল। বুদ্ধের নিন্দাবাদ করিয়া দেবদত্ত, নন্দ (উৎপলবর্ণার মাতুলপুত্র), নন্দক যক্ষ এবং সুপ্রবুদ্ধ (যশোধারার পিতা) এই চারিজনেও উক্তরূপে দণ্ডগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

জনপদকল্যাণী—পালি সাহিত্যে এই নামের অন্ততঃ চারিজন রমণীর উল্লেখ দেখা যায়:—(১) যশোধারার নামান্তর; (২) যাঁহার সহিত বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বিবাহ স্থির হইয়াছিল; (৩) আনন্দের মাতা; (৪) একজন বারবনিতা (তৈলপাত্র-জাতক (৯৬))। বোধ হয় 'জনপদকল্যাণী' নাম নহে, রূপবর্ণনাত্মক উপাধি মাত্র।

জম্বুদ্বীপ—চতুর্মহাদ্বীপের অন্যতম; ইহা সর্ব্বদক্ষিণে। ভারতবর্ষ এই মহাদ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী। হিন্দু শাস্ত্রে সপ্তদ্বীপের উল্লেখ দেখা যায় (জম্বু, প্লক্ষ বা গোমেদক, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর); আবার চতুর্দ্বীপেরও উল্লেখ আছে (ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বু, উত্তরকুরু)। চতুর্মহাদ্বীপের বৌদ্ধ নাম উত্তরকুরু পূর্ব্ব বিদেহ, অপর গোদান ও জম্বুদ্বীপ; ইহারা যথাক্রমে মহামেরুর উত্তরে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে অবস্থিত। জম্বুদ্বীপ ত্রিকোণ বলিয়া বর্ণিত। ফলতঃ বৌদ্ধ সাহিত্যে জম্বুদ্বীপ বলিলে ভারতবর্ষকেই বুঝায়।

জীবক—প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও শল্যকর্ত্তা এবং বুদ্ধের একজন প্রিয় উপাসক। কেহ কেহ বলেন তিনি বিম্বিসারের উপপত্নী-গর্ভজাত, কেহ কেহ বলেন তিনি বিম্বিসারের পুত্র অভয়ের ঔরসে এবং শালবতী নাম্নী এক বারবিলাসিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। অভয় নিজেও বিম্বিসারের এক উপপত্নী-গর্ভজাত পুত্র। বৈশালী নগরে আম্রপালী নাম্নী এক পরমসুন্দরী ও নানাগুণবতী বারবিলাসিনী ছিল।* ইহাতে বিম্বিসারের মনে ঈর্ষ্যা জন্মে এবং রাজগৃহ নগরেও যাহাতে ঐরূপ একজন বারাঙ্গনা থাকে তন্নিমিত্ত তিনি সাতিশয়

* প্রাচীন গ্রীসেও এইরূপ বারবিলাসিনীদিগের যথেষ্ট আদর ছিল। Periclesএর প্রিয়া Aspasia নাম্নী বারাঙ্গনার নাম পুরাবৃত্তপাঠকের সুপরিচিত।

যত্নবান্ হন। অনেক চেষ্টার পর তিনি শালবতী নাম্নী এক রমণীকে এই পদের উপযুক্ত স্থির করিয়া তাহার বাসের জন্য রাজগৃহ নগরে এক উৎকৃষ্ট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই শালবতী অভয়ের সহবাসে গর্ভবতী হইয়া এক পুত্র প্রসব করে এবং বারাঙ্গনাদিগের প্রথানুসারে তাহাকে বনমধ্যে ফেলিয়া দেয়। শালবতীর কৌশলে অভয় তাহার গর্ভধারণবৃত্তান্ত বা পুত্রপ্রসব ইত্যাদি কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি বনমধ্যে বিচরণ করিবার সময় দেখিলেন একস্থানে অনেকগুলি কাক বসিয়াছে এবং সেখানে গিয়া দেখেন একটী সদ্যোজাত শিশু পড়িয়া রহিয়াছে। শিশুটী তখনও জীবিত ছিল বলিয়া তিনি উহার 'জীবক' নাম রাখিলেন এবং দয়াপরবশ হইয়া উহাকে নিজগৃহে লইয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন।

জীবকের বাল্যসহচরেরা তাহাকে 'নির্ম্মাতৃক' বলিয়া উপহাস করিত। তিনি এক দিন মনের ক্ষোভে অভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, আমার মা কে?" অভয় বলিলেন, "বৎস, আমি তাহা জানি না; আমি তোমাকে বনমধ্যে পাইয়া পালন করিতেছি।" জীবক বুঝিলেন, তিনি অভয়ের পুত্র নহেন, অতএব তাঁহার সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না; তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় দেখিতে হইবে। তিনি মনে মনে অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান এবং চতুঃষষ্টি কলা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে পারিলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা হইতে পারে। অনন্তর তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থ তক্ষশিলা নগরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে এক আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "আমায় বিদ্যা দান করুন; আমি মগধরাজ বিম্বিসারের পৌত্র এবং রাজকুমার অভয়ের পুত্র।" আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি দক্ষিণা আনিয়াছ?' জীবক উত্তর দিলেন, "কপর্দ্দকও না। আমি আত্মীয়-স্বজনের অগোচরে আসিয়াছি। তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি বিদ্যাশিক্ষান্তে আজীবন আপনার দাস হইয়া থাকিব।" জীবকের আগ্রহ দেখিয়া আচার্য্যের মনে করুণার সঞ্চার হইল; তিনি তাঁহার শিক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। উত্তর কালে যাঁহার চিকিৎসাগুণে বুদ্ধদেব আরোগ্য লাভ করিবেন, দেবতারা তাঁহার সহায় হইলেন। অধ্যাপনকালে স্বয়ং শক্র আসিয়া আচার্য্যের জিহ্বাগ্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জীবকও অসাধারণ অভিনিবেশের সহিত শাস্ত্রাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অন্যে যাহা চৌদ্দ বৎসরে শিখিতে পারে, তিনি তাহা সাত বৎসরে আয়ত্ত করিলেন। অনন্তর তিনি এক দিন আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আমাকে আর কতকাল শিক্ষা করিতে হইবে, বলুন।" আচার্য্য বলিলেন, "তোমায় চারিদিন সময় দিতেছি। তুমি এই নগরের চতুর্দ্দিকে দুই যোজনের মধ্যে যত তরুলতা, ফল মূল ইত্যাদি দেখিতে পাও সমস্ত পরীক্ষা করিয়া আসিয়া আমায় বল, তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্টী ভৈষজ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।" জীবক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং চারিদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, ঔষধে না লাগে এমন কোন উদ্ভিদই দেখিতে পাইলাম না; জগতে কুত্রাপি এরূপ উদ্ভিদ পাওয়া যাইবে না।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, "বৎস, তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে; তোমাকে আর শিক্ষা দিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে নাই। আমি তোমার ব্যবহারে প্রীত হইয়াছি। তোমায় দক্ষিণা দিতে হইবে না; পাথেয় দিতেছি; লইয়া স্বদেশে প্রতিগমন কর।"

গুরুর নিকট বিদায় লইয়া জীবক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথে সাকেত নগরে কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম করিলেন। সেখানে এক সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা সাত বৎসর শিরঃপীড়ায় দারুণ যন্ত্রণা পাইতেছিলেন। কত দেশ হইতে কত বৈদ্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অর্থ লইয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন, রোগের কিছু মাত্র উপশম করিতে পারেন নাই। এই কথা শুনিয়া জীবক স্থির করিলেন, 'এই মহিলাকে নীরোগ করিয়া আমার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে হইবে।' কিন্তু মহিলা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি বালক, তুমি কি করিতে পারিবে বল?" ইহাতে জীবক উত্তর দিলেন, "মা, বিদ্যার নিকট বয়সের নবীনত্ব বা প্রাচীনত্ব নাই; বয়স্ বেশী হইলেই যে জ্ঞান বেশী হয় তাহা নহে। আপনি বয়স্ দিয়া কি করিবেন? আমার যে জ্ঞান আছে তাহাতেই আপনার উপকার হইবে। আপনার রোগের শান্তি না হইলে আমি কপর্দ্দকমাত্র গ্রহণ করিব না।" অনন্তর জীবক তাঁহাকে এক প্রকার নস্য টানিতে দিলেন এবং তাহার গুণে অল্প সময়ের মধ্যে রোগের সম্পূর্ণ উপশম হইল। মহিলা জীবককে প্রচুর পুরস্কার দিলেন। তিনি রাজগৃহে গিয়া তৎসমস্ত অভয়কে দিয়া বলিলেন, "পিতঃ, আপনি অতি যত্নে আমায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদানস্বরূপ এই উপহার গ্রহণ করুন।" কিন্তু অভয় ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন, জীবক তাঁহারই পুত্র। তিনি তাঁহাকে এই কথা জানাইয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি এখানেই থাক এবং আমার ঐশ্বর্য্য ভোগ কর।"

এই সময়ে বিম্বিসার ভগন্দর রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। জীবক একবার মাত্র বিন্দুপ্রমাণ প্রলেপ দিয়া তাঁহাকে ব্যাধিমুক্ত করিলেন। অতঃপর বিম্বিসার ভাবিলেন, 'জীবক যদি সদাশয় লোক হন, তাহা

হইলে ইঁহার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যদি ইঁহার কোন দুরভিসন্ধি থাকে, তবে এতাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে রাজধানীতে রাখা নিরাপদ নহে।' অতএব জীবকের অভিপ্রায়-পরীক্ষার্থ তিনি রাজ্ঞীদিগকে বলিবেন, "জীবক আমার রোগমুক্ত করিয়াছেন; তোমরা সকলে ইঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দান কর।" রাজ্ঞীরা তখন প্রত্যেকে জীবককে এক একটী মহামূল্য রাজপরিচ্ছেদ উপঢৌকন দিলেন। কিন্তু জীবক সেগুলি গ্রহণ করিলেন না; তিনি বলিলেন, "আমার ন্যায় অকিঞ্চিনের পক্ষে রাজপরিচ্ছদ ব্যবহার করা ধৃষ্টতামাত্র। মহারাজের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলেই আমি আপনাকে ধন্য মনে করিব। আমি অন্য পুরস্কার চাই না।" ইহাতে বিম্বিসার বুঝিতে পারিলেন, জীবকের কোন দুরভিসন্ধি নাই। তিনি জীবককে রাজবৈদ্য করিলেন এবং তাঁহার ভরণপোষণের জন্য অনেক গ্রাম ও উদ্যান নিয়োজিত করিয়া দিলেন।

ইহার পর রাজগৃহের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দারুণ শিরঃপীড়া জন্মিল। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন কেহ তীক্ষ্ণ ছুরিকাদ্বারা তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিতেছে। দুইজন প্রসিদ্ধ বৈদ্য রোগ নির্ণয় করিতে আসিয়া বলিলেন, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। ইহা শুনিয়া বিম্বিসার জীবককে ঐ ব্যক্তির নিকট পাঠাইলেন। জীবক তীক্ষ্ণধার শস্ত্রদ্বারা তাহার কপোটি ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক হইতে দুইটী কীট বাহির বাহির করিলেন এবং ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়া তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিলেন।

বারাণসীর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র একদিন লম্ফ দিবার সময় নিজের অন্ত্রের এক অংশ গ্রন্থিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি কোনরূপ কঠিন দ্রব্য উদরস্থ করিতে পারিতেন না; অল্পমাত্র তরল পথ্য খাইয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিতেন। তাহার শরীর অল্পদিনের মধ্যে অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল। রোগীর পিতা বিম্বিসারকে বলিয়া জীবককে বারাণসীতে লইয়া গেলেন। জীবক রোগ ও তাহার নিদান নির্ণয় পূর্ব্বক রোগীর বস্তিদেশ বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রটীকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

আর একবার উজ্জয়িনীরাজ চণ্ড প্রদ্যোত কামলরোগগ্রস্ত হইয়া জীবককে পাঠাইবার জন্য বিম্বিসারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রদ্যোতের এক অদ্ভুত দোষ ছিল:—তিনি তৈল, ঘৃত প্রভৃতি কোনরূপ স্নিগ্ধদ্রব্যের গন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন না। জীবক দেখিলেন ভৈষজ্য-মিশ্রিত ঘৃত না দিলে প্রদ্যোতের রোগোপশম হইবে না। অথচ তাহা দিতে গেলে হয়ত তাঁহার নিজেরই জীবনান্ত হইবে। পরে কৌশলে রাজাকে ভৈষজ্যমিশ্রিত ঘৃত সেবন করাইয়া তিনি উজ্জয়িনী হইতে পলায়ন করিলেন। রাজা যখন এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন তখন জীবকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য লোক পাঠাইলেন; কিন্তু শেষে যখন তাহার ব্যাধির উপশম হইল, তখন কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জীবকের জন্য দুইটী বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বুদ্ধ কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে আক্রান্ত হন। জীবক তিনটী পদ্মের মধ্যে অতি মৃদুবীর্য্য ঔষধ রাখিয়া বুদ্ধকে উহার ঘ্রাণ করিতে বলেন। তাহাতেই বুদ্ধের কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীভূত হয়। অতঃপর দেবদত্ত যখন বুদ্ধকে মারিবার জন্য পাষাণ নিক্ষেপ করেন এবং ঐ পাষাণের একখণ্ড লাগিয়া বুদ্ধের পায়ে ক্ষত জন্মে, তখনও জীবকের চিকিৎসায় ঐ ক্ষত ভাল হইয়াছিল।

বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া জীবক স্রোতাপত্তিমার্গে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি এমনই বুদ্ধভক্ত ছিলেন যে দিনের মধ্যে তিনবার তাঁহাকে না দেখিলে শান্তি পাইতেন না। বেণুবন তাহার গৃহ হইতে কিছুদূরে অবস্থিত ছিল, এই জন্য তিনি বুদ্ধের বাসের জন্য অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী নিজের আম্রবণে একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তদবধি বুদ্ধ সময়ে সময়ে এই আম্রকাননস্থ বিহারেও অবস্থিতি করিতেন।

জীবকের উপাধি কৌমারভৃত্য (পালি 'কোমারভচ্চ')।

জেতবন—(জেতৃবন) শ্রাবস্তীনগরের নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যান। ইহা পূর্ব্বে জেত (জেতৃ) কুমার নামক এক ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল; শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ তাঁহার নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি স্বর্ণে ইহা ক্রয় করিয়া এখানে বুদ্ধের বাসের নিমিত্ত এক মহাবিহার নির্ম্মাণ করেন (অনাথপিণ্ডদের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)। প্রবাদ আছে যে জেতকুমার অনাথপিণ্ডদের নিকট হইতে অন্যায় মূল্য গ্রহণ করিয়া শেষে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধসেবার পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে ঐ অর্থে উদ্যানের চারি পার্শ্বে চারিটী সপ্তভূমিক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

দক্ষিণগিরি— রাজগৃহের দক্ষিণস্থ পার্ব্বত্য জনপদ। এখানে একনালা গ্রামে বুদ্ধ কাশী-ভরদ্বাজ নামক এক ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দান করেন।

দেবদত্ত—গৌতম বুদ্ধের প্রধান বিরোধী ; কেবল তর্কে নহে, নানারূপ অসদুপায় প্রয়োগ করিয়াও তিনি বুদ্ধকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি দুই তিন বার তাঁহার প্রাণনাশের পর্য্যন্ত অভিসন্ধি করিয়াছিলেন। ফলতঃ যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে যেমন দুর্য্যোধন, বুদ্ধের সম্বন্ধেও সেইরূপ দেবদত্ত।

দেবদত্ত যে তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন তিনি শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র; মতান্তরে তিনি কোলিয়রাজ সুপ্রবুদ্ধের পুত্র, যশোধারার সহোদর এবং বুদ্ধের মাতুলপুত্র। তাহা হইলে, বুদ্ধ মাতুল কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিতে হয়। এরূপ বিবাহ করা তৎকালে রাজকুলে, বিশেষতঃ শাক্যবংশে দোষাবহ ছিল না।*

গৌতমের বুদ্ধত্বলাভের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বর্ষে দেবদত্ত, আনন্দ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি শাক্য রাজকুমারগণ এক সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। দেবদত্ত ধ্যানবলে ঋদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন ; তিনি কামরূপ হইলেন এবং আকাশমার্গে বিচরণের ক্ষমতা লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি নিরতিশয় ক্রূর ছিল বলিয়া তিনি এই ঋদ্ধিবল কেবল আত্মোদ্দেশ্য-সাধনেই নিয়োজিত করিতেন। তিনি পরিণামে বুদ্ধশাসনের বিরোধী হইয়া নিজেই একটী সম্প্রদায় গঠনের অভিপ্রায় করিলেন। তখন বুদ্ধের বয়স ৭২ বৎসর এবং মগধরাজ বিম্বিসার এবং কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উভয়েই তাঁহার শিষ্য। কাজেই তাঁহাদের নিকট কোন সাহায্য লাভের আশা না দেখিয়া দেবদত্ত বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুকে হাত করিলেন। অজাতশত্রু তখন যুবরাজ। তিনি দেবদত্তের বাসার্থ একটী বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং সেখানে পঞ্চশত শিষ্যের জন্য প্রতিদিন ভক্ষ্য ভোজ্য পাঠাইতে লাগিলেন। প্রবাদ আছে এই সময় হইতেই দেবদত্তের ঋদ্ধিবল বিনষ্ট হয়।

অতঃপর দেবদত্ত বুদ্ধের সহিত সদ্ভাবস্থাপনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু গৌতম তাঁহাকে শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন অপেক্ষা উচ্চমর্য্যাদা দিতে অসম্মত হইলেন বলিয়া ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হইল ; দেবদত্তের প্রবৃত্তিও ইহার পর ভীষণতর হইয়া উঠিল। তিনি কুপরামর্শ দিয়া অজাতশত্রুকে পিতৃহত্যায় প্রবর্ত্তিত করিলেন। অজাতশত্রু প্রথমে অস্ত্রাঘাতে পিতৃবধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতার নিকট গিয়া অস্ত্র চালাইতে পারেন নাই। শেষে দেবদত্তের বুদ্ধিতে তিনি পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া অনশনে মারিবার ব্যবস্থা করেন।

অজাতশত্রু রাজা হইলে দেবদত্ত তাঁহার সাহায্যে বুদ্ধের প্রাণনাশের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি রাজার নিকট হইতে কতিপয় সুনিপুণ ধানুষ্ক চাহিয়া আনিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'ইহাদের দ্বারা বুদ্ধের প্রাণবধ করাইয়া শেষে ইহাদিগকেও নিহত করাইব, তাহা হইলে কেহই আমার দুষ্কার্য্যের কথা জানিতে পারিবে না।' কিন্তু ধানুষ্কদিগের নেতা বুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া যে তীর নিক্ষেপ করিল, তাহা তদভিমুখে না গিয়া বিপরীত দিকে ছুটিল। এই অলৌকিক ব্যাপারে ধানুষ্কদিগের চৈতন্য হইল। তাহারা বুদ্ধের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তদীয় শাসনে প্রবেশ করিল।

ইহার পর দেবদত্ত স্থির করিলেন বুদ্ধ যখন গৃধ্রকূটের নিকট দিয়া গমন করিবেন, তখন পাহাড়ের উপর হইতে যন্ত্রবলে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ ঘটাইতে হইবে। সঙ্কল্পমত কার্য্যও হইল, কিন্তু শিলাখণ্ড পতিত হইবার কালে ভাঙ্গিয়া গেল ; উহার এক অংশমাত্র বুদ্ধের পায়ের উপর আসিয়া পড়িল। জীবকের চিকিৎসার গুণে বুদ্ধ এই ক্ষত হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন।

তখন দেবদত্ত আর এক বুদ্ধি বাহির করিলেন। অজাতশত্রুর "নালাগিরি" নামে এক প্রকাণ্ড হস্তী ছিল। একদিন দেবদত্ত স্থির করিলেন, 'কল্য বুদ্ধ যখন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইবেন, তখন এই হস্তীকে মদ খাওয়াইয়া রাজপথে ছাড়িয়া দিলে এ তাঁহাকে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবে।' এ কথা বুদ্ধের কর্ণগোচর হইল ; তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে সে দিন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইতে নিষেধ করিলেন ; কিন্তু তিনি কোন নিষেধ শুনিলেন না। তিনি অষ্টাদশ বিহারের ভিক্ষুগণসহ যথাসময়ে ভিক্ষায় বাহির হইলেন, নিজে সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। এদিকে নালাগিরি শুণ্ড আস্ফালন করিতে করিতে উভয় পার্শ্বস্থ গৃহাদি ভগ্ন করিয়া সচল গণ্ডশৈলের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এক দুঃখিনী রমণী তাহার শিশু সন্তান লইয়া উহার সম্মুখে পড়িল। মত্তহস্তী তাহাদিগকে শুণ্ড দ্বারা ধরিতে যাইতেছে দেখিয়া বুদ্ধ বলিলেন,
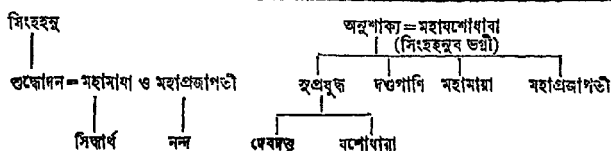
"আমাকে মারিবার জন্যই দেবদত্ত তোমায় মদ খাওয়াইয়াছে, আমি যখন উপস্থিত আছি, তখন এই অনাথার উপর আক্রোশ কেন?" এই কথা শুনিবামাত্র নালাগিরির মত্ততা বিদূরিত হইল; সে অতি শান্তভাবে অগ্রসর হইয়া শুণ্ডদ্বারা গৌতমের চরণ বন্দনা করিল। অমনি সমবেত জনসমুদ্র হইতে মহান্ জয়ধ্বনি উত্থিত হইল; যাহার অঙ্গে যে আভরণ ছিল, সে তাহা উন্মোচন করিয়া নালাগিরিকে উপহার দিল; তদবধি নালাগিরির নাম "ধনপালক" হইল।

ক্রমে দেবদত্তের প্রতিপত্তি গেল; রাজভবন হইতে প্রতিদিন পঞ্চ শত ভিক্ষুর ভক্ষ্য ভোজ্য আসা বন্ধ হইল; দেবদত্তের শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনি নিজে ভিক্ষায় বাহির হইলেন, কিন্তু নগরবাসীরা তাঁহার ভিক্ষাপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন দেবদত্ত বুদ্ধের নিকট গিয়া বিবাদ নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি ভিক্ষুদিগের জন্য ছয়টী নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করুন, তাহা হইলে আমি পুনর্ব্বার আপনার সম্প্রদায়ভুক্ত হইব।" এই ছয়টীর মধ্যে এখানে দুইটী নিয়ম সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। দেবদত্ত বলিলেন, "ভিক্ষুরা শ্মশানলব্ধ বস্ত্রখণ্ড ব্যতীত অন্য কোন বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং কদাচ মাংস আহার করিবেন না।" বস্ত্রসম্বন্ধে বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "আমার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই ভদ্রবংশীয়; শ্মশানে যাইতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইবে না; বিশেষতঃ তাহারা যদি বস্ত্রদান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে উপাসকদিগের মধ্যেও দানধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটিবে। অতএব এ নিয়ম চলিতে পারে না।" মাংসত্যাগের প্রস্তাব সম্বন্ধে বুদ্ধ দেখাইলেন যে ভিক্ষালব্ধ খাদ্যের কোন বিচার হইতে পারে না। উপাসকগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা দিবে, ভিক্ষুরা সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই আহার করিবে। যদি কেহ মাংস দেয়, তবে প্রাণিবধজনিত পাপ দাতার, ভোক্তার নহে। বিশেষতঃ দেশভেদে যখন খাদ্যভেদ দেখা যায়, তখন এ খাদ্য গ্রাহ্য, এ খাদ্য অগ্রাহ্য, এরূপ নিয়ম অসম্ভব।

অনন্তর দেবদত্ত বুদ্ধের দল ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্ররোচনায় পঞ্চশত ভিক্ষু কিয়ৎকালের জন্য বুদ্ধশাসন পরিহারপূর্ব্বক তদীয় সম্প্রদায় ভুক্ত হইল বটে, কিন্তু শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন আসিয়া তাহাদিগকে বুদ্ধশাসনে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। তখন দেবদত্ত নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন; দারুণ মনস্তাপে এবং সম্ভবতঃ কোকালিকের পদাঘাতে তাঁহার কঠিন পীড়া হইল, তিনি শয্যাগত হইলেন। এই সময়ে তিনি স্থির করিলেন, 'জেতবনে গিয়া বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁহারই শরণ লই।' তিনি শিবিকারোহণে জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বুদ্ধ লোকমুখে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেবদত্ত শত চেষ্টা করিলেও আমার দর্শন পাইবে না।" প্রকৃতপক্ষেও তাহাই ঘটিল; দেবদত্ত জেতবন-বিহারের নিকট শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে যাইবার সঙ্কল্পে যেমন ভূতলে পদার্পণ করিয়াছেন, অমনি পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং অবীচি হইতে ভীষণ বহ্নিশিখা উত্থিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর বেষ্টিত করিল। "আমি বুদ্ধের শ্যালক, আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাও; হে বুদ্ধ, আমায় রক্ষা কর", বলিয়া দেবদত্ত কত চীৎকার করিলেন; কিন্তু তিনি রক্ষা পাইলেন না, নরকেই গেলেন। বৌদ্ধেরা বলেন, দেবদত্ত মৃত্যুকালে বুদ্ধের শরণ কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া, পরিণামে যখন পাপক্ষয় হইবে, তখন তিনি পুনর্ব্বার কুশলভাজন হইতে পারিবেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

নন্দ—এই নামে তিন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়:—(১) বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সিদ্ধার্থ ও নন্দ প্রায় সমবয়স্ক এবং উভয়েই মহাপ্রজাপতী-কর্ত্তৃক পালিত। বুদ্ধত্বলাভের পর সিদ্ধার্থ যখন প্রথম কপিলবস্তুতে যান, সেই সময়ে জনপদকল্যাণীর সহিত নন্দের বিবাহের আয়োজন হইতেছিল। বুদ্ধ বিবাহের দিনই নন্দকে প্রব্রজ্যা দান করেন; কিন্তু প্রব্রজ্যাগ্রহণের পরও নন্দ কিছুদিন পর্য্যন্ত জনপদকল্যাণীর রূপ ভুলিতে পারেন নাই। অনন্তর একদিন বুদ্ধ ঋদ্ধিবলে তাঁহাকে ইন্দ্রালয়ে লইয়া যান। যাইবার সময় পথে তাঁহারা একটা দগ্ধমুখী প্রাচীনা মর্কটী দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইন্দ্রালয়ে দেবকন্যাগণ তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিলে তাঁহাদিগকে দেখাইয়া বুদ্ধ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল নন্দ, এই দেবকন্যারা সুন্দরী, না তোমার জনপদকল্যাণী সুন্দরী?" নন্দ বলিলেন, "জনপদকল্যাণীর সঙ্গে তুলনায় সেই মর্কটীটা যেরূপ, ইঁহাদের সঙ্গে তুলনায় জনপদকল্যাণীও সেইরূপ।" তখন বুদ্ধ বলিলেন, "যদি তুমি এইরূপ দেব-কন্যা পাইবার অভিলাষী হও তবে আমার উপদেশানুসারে চল।" তদবধি নন্দ একমনে বুদ্ধের নির্দেশানু-বর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দিনপরে অর্হত্ত্বলাভ করিলেন। (২) উৎপলবর্ণার মাতুলপুত্র (উৎপলবর্ণার বিবরণ দ্রষ্টব্য)। (৩) ষড়্‌বর্গীয়দিগের অন্যতম।

নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র—(পালি 'নিগণ্ঠ নাতপুত্ত') একজন তীর্থিক। বিশাখার শ্বশুর মৃগার প্রথমে ইঁহার শিষ্য ছিলেন।

ন্যগ্রোধারাম—কপিলবস্তুর উপকণ্ঠবর্তী উদ্যান। বুদ্ধ যখন কপিলবস্তুতে যাইতেন, তখন তিনি সচরাচর এই উদ্যানে অবস্থিতি করিতেন।

পটাচারা—(১২১ পৃষ্ঠ) শ্রাবস্তী নগরের শ্রেষ্ঠিবংশজাতা বিদুষী রমণী। পতি, পুত্র, পিতা, মাতা প্রভৃতির বিয়োগে সংসারে ইঁহার বৈরাগ্য জন্মে এবং ইনি ভগবান্ বুদ্ধের শিষ্যা হন। পঞ্চশত রমণী ইঁহার উপদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পটাচারা-কর্তৃক রচিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট গাথা আছে।

পূরণকাশ্যপ—একজন তীর্থিক। বৌদ্ধেরা বলেন ইনি কোন সম্রান্ত ব্যক্তির দাসীপুত্র; বাল্যে প্রভুর গৃহে ভারবহনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; সেখান হইতে পলায়ন করিয়া সন্ন্যাসী হন। ইনি বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না, বলিতেন, "বস্ত্র লজ্জা আবৃত রাখিবার উপায়, লজ্জা পাপজ; আমি অর্হৎ, আমার মনে পাপ নাই; অতএব আমার বস্ত্রেরও প্রয়োজন নাই।" অনেকে ইঁহাকেই 'বুদ্ধ' বলিয়া বিবেচনা করিত। ইঁহার অশীতি সহস্র শিষ্য ছিল। যখন তীর্থিকেরা বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া অলৌকিক ক্ষমতাপ্রদর্শনে অসমর্থ হন, তখন লোকে পূরণকাশ্যপ প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া পূরণকাশ্যপ জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

প্রসেনজিৎ—(পালি 'পসেনদি') কোশলের রাজা। কেহ কেহ বলেন, মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত, কৌশাম্বীরাজ উদয়ন এবং বুদ্ধদেব একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। বিম্বিসারের সহিত প্রসেনজিতের এক ভগিনীর বিবাহ হয়। বিম্বিসারের ন্যায় ইনিও বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। অজাতশত্রুর সহিত ইঁহার যে বিবাদ ঘটে তাহা 'অজাতশত্রু' বৃত্তান্তে বলা হইয়াছে।

কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে কোন মালাকারের এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। একদা প্রসেনজিৎ কোন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রবেশ করিবার সময় এই কন্যা দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হন এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া নিজের প্রধানা মহিষী করেন। এই রমণী বৌদ্ধ সাহিত্যে কোশল-মল্লিকা (মল্লিকা) দেবী নামে পরিচিতা [কুম্মাসপিণ্ড-জাতক (৪১৫)]। প্রসেনজিৎ কপিলবস্তুর শাক্য রাজবংশীয়া একটি কন্যা বিবাহ করিবার নিমিত্ত সেখানে দূত পাঠাইয়াছিলেন। শাক্যেরা নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত আদান প্রদান করিতেন না; অথচ প্রসেনজিতের ন্যায় পরাক্রমশালী রাজার প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিলে শাক্যকুলের বিপদ্ ঘটিতে পারে ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহারা প্রতারণাপূর্ব্বক দুই দিক্ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিলেন। তখন শুদ্ধোদনের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহানাম কপিলবস্তুর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। নাগমুণ্ডা নাম্নী এক দাসীর গর্ভে মহানামের বাসবক্ষত্রিয়া নাম্নী এক কন্যা জন্মিয়াছিল। তিনি প্রসেনজিৎকে এই কন্যা দিয়া ভুলাইলেন। বিবাহের পর বাসবক্ষত্রিয়া এক পুত্র প্রসব করিলেন। তাহার নাম হইল বিরূঢ়ক (বিড়ূড়ভ)। অতঃপর শাক্যদিগের চাতুরী প্রকাশ পাইল। তাঁহারা বিরূঢ়ককেও অপমানিত করিলেন। তখন বিরূঢ়ক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি দীর্ঘচারায়ণ (পালি 'দীঘকারায়ন') নামক সেনানীর সাহায্যে প্রসেনজিৎকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী হইতে পলাইয়া গেলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন অতঃপর বিরূঢ়ক কপিলবস্তু আক্রমণ করিয়া তত্রত্য শাক্যদিগকে নির্ম্মূল করিলেন; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তিনিও আকস্মিক জলপ্লাবনে সসৈন্যে নিহত হইলেন। এই ঘটনা বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের এক বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল।

বাসবক্ষত্রিয়া—'প্রসেনজিৎ' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

বিম্বিসার—(বা শ্রেণিক বিম্বিসার) মগধের রাজা; কেহ কেহ বলেন, যে বিম্বিসার ১৬ বৎসর বয়সে সিংহাসনারোহণ করেন, ২৯ বৎসর বয়সে উপাসক হন, ৩৬ বৎসর কাল নানা প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মের সহায়তা করেন এবং ৬৫ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ লাভ করেন। সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি ৩৫ বৎসর বয়সে ঘটে। সুতরাং এ হিসাবে তিনি বুদ্ধের ছয় বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন এইরূপ দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে অপর কেহ কেহ বলেন তিনি ও বুদ্ধ একই দিনে জন্মিয়াছিলেন। বুদ্ধের যখন ৭২ বৎসর বয়স্ তখন বিম্বিসারের সিংহাসনচ্যুতি ও মৃত্যু ঘটে। বিম্বিসার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ অজাতশত্রুপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তিনিই বুদ্ধকে বেণুবন দান করেন।

বিরূঢ়ক—প্রসেনজিৎ-প্রসঙ্গ এবং ভদ্রশাল-জাতক (৪৬৫) দ্রষ্টব্য।

বিশাখা—কোশলরাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরবাসী মৃগার নামক শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ। ইনি "মহোপাসিকা" নামে কীর্ত্তিকা।

বিশাখার পিতামহ মেণ্ডক এবং পিতা ধনঞ্জয় অঙ্গদেশস্থ ভদ্রস্বয় নামক স্থানের বিপুল ধনশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বুদ্ধ যখন অঙ্গদেশে প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করিতে যান তখন বিশাখার বয়স্ ৭ বৎসর; কিন্তু এই সময়েই তিনি বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া স্রোতাপত্তিমার্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তখন মগধে অনেক ধনী শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন; কিন্তু কোশলে এরূপ লোকের কিছু অভাব ছিল; এই জন্য প্রসেনজিৎ বিম্বিসারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, রাজগৃহ হইতে একজন ধনী শ্রেষ্ঠীকে যেন কোশলে বাস করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। মগধের প্রধান শ্রেণীর শ্রেষ্ঠীদিগের মধ্যে কেহই কোশলে যাইতে সম্মত হইলেন না; ধনঞ্জয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ধনী ছিলেন; বিম্বিসার তাঁহাকেই কোশলে পাঠাইলেন। ধনঞ্জয় কোশলরাজ্যে গিয়া সাকেত নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শ্রাবস্তীনগরে মৃগার নামক এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। ইঁহার পুত্র পূর্ণবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি পঞ্চকল্যাণী কন্যা না পাইলে বিবাহ করিবেন না। পঞ্চকল্যাণী যথা:—(১) কেশকল্যাণী অর্থাৎ যাহার কেশদাম ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়; (২) মাংসকল্যাণী অর্থাৎ যাহার অধরোষ্ঠ সর্ব্বদা পক্ব বিম্বফলের ন্যায়; (৩) অস্থিকল্যাণী অর্থাৎ যাহার দন্তসমূহ মুক্তাফলের ন্যায় শুভ্র, উজ্জ্বল, ঘনবিন্যস্ত ও সমদীর্ঘ। (৪) ছবিকল্যাণী অর্থাৎ যাহার দেহের বর্ণ সর্ব্বত্র একরূপ; কোথাও কোন কলঙ্ক নাই; (৫) বয়ঃকল্যাণী অর্থাৎ বিংশতি সন্তানের প্রসূতি হইলেও যে স্থিরযৌবনা থাকিবে, শতবর্ষ বয়সেও যে পলিতকেশা হইবে না। অনেক অনুসন্ধানের পর পূর্ণবর্দ্ধনের আত্মীয়েরা বিশাখাকে এইরূপ সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা পাত্রী বলিয়া স্থির করেন।

বিশাখার বয়স্ তখন ১৫ বৎসর। ধনঞ্জয়ের গৃহে মহাসমারোহে এই উদ্বাহ সম্পাদিত হয়। স্বয়ং কোশলরাজ পাত্রমিত্র-সৈন্যসামন্তসহ বরযাত্রিরূপে বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন। শুনা যায় তখন বর্ষাকাল বলিয়া শুষ্ককাষ্ঠের অভাব হওয়াতে ধনঞ্জয় শেষে চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা সমাগত ব্যক্তিদিগের খাদ্য রন্ধন করাইয়াছিলেন। বিবাহের সময় বিশাখার পিতা তাঁহাকে যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মস্তকের জন্য একটী কৃত্রিম ময়ূরের উল্লেখ দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মণিমুক্তাদ্বারা উহা এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে উহা প্রকৃত ময়ূর বলিয়া ভ্রম হইত; এবং বায়ু প্রবাহিত হইলে উহার মুখ হইতে কেকা রব নিঃসৃত হইত।

কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণের সময় ধনঞ্জয় তাঁহাকে প্রহেলিকার ভাষায় দশটী উপদেশ দিয়াছিলেন। মৃগার অন্তরালে থাকিয়া এই উপদেশগুলি শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের অর্থ কি বুঝিতে পারেন নাই।*

মৃগার নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র নামক তীর্থিকের শিষ্য ছিলেন। তিনি বিশাখাকে লইয়া গুরুপূজা করিতে গেলেন। বিশাখা দেখিলেন গুরুদেব সম্পূর্ণ নগ্ন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। নির্গ্রন্থ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মৃগারকে বলিলেন, "এই অলক্ষণা রমণী গৌতমের শিষ্যা; ইহাকে গৃহ হইতে দূর না করিলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।" মৃগার কাতরবচনে বলিলেন, "আমার পুত্রবধূ বালিকা, আপনি দয়া করিয়া উহার দোষ ক্ষমা করিবেন।"

একদিন এক অর্হন্ ভিক্ষাপাত্রহস্তে মৃগারের দ্বারে উপনীত হইলে বিশাখা তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি অন্যত্র যান; এ বাড়ীর কর্ত্তা "পুরাণ" ভক্ষণ করেন। "পুরাণ" শব্দের একটী অর্থ পর্য্যুষিত খাদ্য। সুতরাং মৃগার যখন এই কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি বিশাখাকে দূর করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া বিশাখা বলিলেন, "আমি ত ক্রীতদাসী নহি যে ইচ্ছা করিলেই আমায় দূর করিয়া দিতে

* (১) ঘরের আগুন বাহিরে দিওনা (অর্থাৎ গৃহের গুপ্ত কথা অপরের নিকট প্রকাশ করিও না); (২) বাহিরের আগুন ঘরে আনিও না (অর্থাৎ ভৃত্যগণ যে সমস্ত আলোচনা করে, সে সব কথা শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের কর্ণগোচর করিও না); (৩) যে দেয় তাহাকে দান করিবে; (৪) যে দেয় না তাহাকে দান করিবে (অর্থাৎ নিঃস্ব আত্মীয়স্বজনকে দান করিবে); (৫) যে দেয় বা দেয় না তাহাকেও দান করিবে (অর্থাৎ দরিদ্রদিগকে দান করিবে) (৬) সুখে উপবেশন করিবে (অর্থাৎ উচ্চাসনে বসিবে না, কারণ গুরুজন উপস্থিত হইলে উহা ত্যাগ করিতে হইবে; (৭) সুখে আহার করিবে (অর্থাৎ গুরুজন ও ভৃত্যাদির আহারান্তে নিজে নিশ্চিন্ত মনে ভোজনে বসিবে; (৮) সুখে শয়ন করিবে (অর্থাৎ গুরুজন নিদ্রিত হইলে নিজে শয়ন করিবে) (৯) অগ্নির (অর্থাৎ পতি, শ্বশুর প্রভৃতির) পূজা করিবে; (১০) গৃহাগত দেবতাদিগের (অর্থাৎ প্রব্রাজক, অতিথি প্রভৃতির) অর্চ্চনা করিবে।

পারিবেন। আমার রক্ষার্থ পিতা আট জন সম্ভ্রান্ত লোক দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আসিতে বলুন।" অনন্তর সেই আট জন লোক সমবেত হইলে বিশাখা বলিলেন, "আমার শ্বশুর 'পুরাণ' খাইতেছেন বলায় আমার অভিপ্রায় এই ছিল যে তিনি পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন।"

আর একদিন বিশাখা রাত্রিকালে একটা আলোক লইয়া গৃহের বাহিরে গিয়াছিলেন। মৃগার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "একটা উৎকৃষ্ট অশ্বী শাবক প্রসব করিয়াছে; তাহা দেখিবার জন্য অশ্বশালায় গিয়াছিলাম।" ইহাতে মৃগার বলিলেন, "তোমার পিতা না গৃহের অগ্নি বাহিরে লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।" "হাঁ, নিষেধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি নিন্দা, কুৎসা ইত্যাদিকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্নিশব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ মত আমি নিজগৃহের নিন্দা গ্লানি বাহিরে যাইতে দেই না।" অনন্তর বিশাখা তাহার পিতৃদত্ত অন্যান্য উপদেশগুলিরও ব্যাখ্যা করিলেন। তখন মৃগার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; বিশাখাও বলিলেন, "তবে আমি এখন পিতৃগৃহে যাইতে প্রস্তুত।" কিন্তু মৃগার নিজের দোষ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। বিশাখা বলিলেন, "আপনি তীর্থিকদিগের মতাবলম্বী; আমি ত্রিরত্নের উপাসিকা, যদি আমাকে ইচ্ছামত দান করিতে এবং ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে অনুমতি দেন তাহা হইলেই আমি এখানে থাকিতে পারি; নচেৎ পারি না।" মৃগার ইহাতেই সম্মত হইলেন।

ইহার অল্পদিন পরে বিশাখা বুদ্ধপ্রমুখ সমস্ত সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন; মৃগার বুদ্ধকে দেখিয়া ও তাঁহার উপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং বিশাখাকে বলিলেন, "মা, এতদিনে তুমি এই সন্তানের উদ্ধার করিলে।" তদবধি বিশাখা 'মৃগারমাতা' এই উপাধি পাইলেন। মৃগার বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে ৪০ কোটি ধন ব্যয় করিলেন।

বিশাখা প্রত্যহ তিন বার ভক্ষ্য ভোজ্য মাল্যগন্ধাদি লইয়া বিহারে যাইতেন। তিনি বুদ্ধের নিকট আটটী বর লইয়াছিলেন:—(১) বুদ্ধের নিকট কোন ভিক্ষু উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বিশাখার নিকট পাঠাইবেন; বিশাখা ঐ ভিক্ষুকে ভক্ষ্য দ্রব্য দিবেন; (২) বিশাখা আজীবন প্রতিদিন পঞ্চশত ভিক্ষুর আহার যোগাইবেন; (৩) কোন ভিক্ষুর পীড়া হইলে তাহার পথ্যাদির জন্য যাহা আবশ্যক বিশাখা তাহা সমস্ত নির্ব্বাহ করিবেন; (৪) যাঁহারা পীড়িতের শুশ্রূষা করেন বিশাখা তাঁহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবেন; (৫) বিশাখা পঞ্চশত ভিক্ষুর জন্য যে খাদ্য দিবেন, বুদ্ধ নিজে তাহার অংশ গ্রহণ করিবেন; (৬) প্রতি বৎসর বর্ষাকালে বিশাখা পঞ্চশত ভিক্ষুর প্রত্যেককে চীবরাদি অষ্ট পরিষ্কার দান করিবেন; (৭) বিহারের জন্য যত ঔষধের প্রয়োজন সমস্ত বিশাখার নিকট হইতে আনিতে হইবে; (৮) বিশাখা প্রতিবৎসর সমস্ত ভিক্ষুকে 'কণ্ডুপ্রতিচ্ছাদন' নামক পরিচ্ছদ দান করিবেন।

বিশাখার গর্ভে ১০টী পুত্র এবং ১০টী কন্যা জন্মে। ইহাদের প্রত্যেকের আবার ১০টী করিয়া সন্তান হয়। এই চারিশত পৌত্রদৌহিত্রাদির প্রত্যেকের আবার ২০টী করিয়া সন্তান হইয়াছিল। ইহারা সকলেই নীরোগ ও সুশীল ছিল। বিশাখার দেহে এত বল ছিল যে তিনি মত্তহস্তীকেও শুণ্ডে ধরিয়া নিশ্চল রাখিতে পারিতেন।

পরিণতবয়সে বিশাখা তাহার পিতৃদত্ত সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থে শ্রাবস্তীর পূর্ব্বপার্শ্বে একটী উদ্যান ক্রয়পূর্ব্বক সেখানে বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং উহা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। এই বিহারের নাম পূর্ব্বারাম।

বুদ্ধ (অতীত)—কল্পে কল্পে বহু বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছেন ও হইবেন, বৌদ্ধদিগের এই বিশ্বাস ৯২ পৃষ্ঠের টীকায় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বুদ্ধবংশ, জাতকের ভূমিকা, ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল বুদ্ধের অনেকের বিবরণ দেখা যায়। কোন কোন পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে ১৪৩ জন বুদ্ধের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন।

বুদ্ধত্বলাভের জন্য জীবকে কোটি কোটি কল্পে বুদ্ধাঙ্কুর (বোধিসত্ত্ব) রূপে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পারমিতাসমূহের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপে পূর্ণপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে বোধিসত্ত্ব অভিসম্বুদ্ধ হন এবং ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই ধর্ম্ম প্রচলিত থাকে; পরে ইহার বিলোপ হয়। তখন নষ্টসত্যের পুনরুদ্ধার দ্বারা জগতের পরিত্রাণহেতু নূতন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে।

বুদ্ধদিগের আবির্ভাবকাল বুঝিবার জন্য বৌদ্ধসাহিত্যের কালগণনা-প্রণালী জানা আবশ্যক। পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয় হইতেছে। কোন চক্রবালের প্রলয়ের সূত্রপাত হইতে পুনঃসৃষ্টি পর্য্যন্ত যে অত্যতি-দীর্ঘকাল, তাহার নাম কল্প বা মহাকল্প। মনুষ্যের পরমায়ুঃ দশবৎসর হইতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া এক

অসংখ্যেয় * বৎসর পর্য্যন্ত হইতে এবং তৎপরে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পুনর্ব্বার দশ বৎসরে পরিণত হইতে যত বৎসর লাগে তাহাকে এক অন্তরকল্প বলে। বিশ অন্তরকল্পে এক অসংখ্যেয় কল্প এবং চারি অসংখ্যেয় কল্পে এক মহাকল্প। মহাকল্পের এই চারি অংশের নাম যথাক্রমে সংবর্ত্ত, সংবর্ত্তস্থায়ী, বিবর্ত্ত, বিবর্ত্তস্থায়ী। ইহার প্রথম অংশে অগ্নি, জল ইত্যাদি দ্বারা প্রলয়ঘটন, দ্বিতীয়ে প্রলয়ের স্থিতি, তৃতীয়ে নূতন সৃষ্টি, চতুর্থে সৃষ্টির স্থিতি। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় অনাদি কাল হইতে চলিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে।

যে কল্পে কোন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় না তাহার নাম শূন্যকল্প; যে কল্পে বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে তাহার নাম অশূন্য কল্প। যে কল্পে একজন মাত্র বুদ্ধ দেখা দেন তাহাকে সারকল্প, যে যুগে দুই জন, তাহাকে মণ্ডকল্প, যে যুগে তিন জন, তাহাকে বরকল্প, যে যুগে চারিজন, তাহাকে সারমণ্ডকল্প এবং যে যুগে পাঁচজন তাহাকে ভদ্র (বা মহাভদ্র) কল্প বলে। বর্ত্তমান কল্প মহাভদ্র। ইহাতে চারি জন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে এবং একজনের হইবে। ইহার অতীত বুদ্ধদিগের নাম ককুসন্ধ (ক্রকুচ্ছন্দ), কোণাগমন (কনকমুনি), কস্সপ (কাশ্যপ) এবং গোতম (গৌতম)। ভবিষ্যদ্‌বুদ্ধের নাম হইবে মেত্তেয্য (মৈত্রেয়)।

সচরাচর গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ জন বুদ্ধের নাম দেখা যায়। ইহার প্রথম চারি জনের নাম তণ্‌হঙ্কর, মেধঙ্কর, শরণঙ্কর ও দীপঙ্কর। গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ জন বুদ্ধগণনা দীপঙ্কর হইতে আরম্ভ করা হয়, কারণ ইনিই সর্ব্বপ্রথম গৌতমবোধিসত্ত্বকে বলেন যে তিনি উত্তরকালে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইবেন।

এক বুদ্ধকল্প হইতে অন্য বুদ্ধকল্পের বহু ব্যবধান থাকে। তণ্‌হঙ্করাদি বুদ্ধচতুষ্টয়ের পর দশটী বুদ্ধ কল্প অতীত হইয়াছে এবং তত্তৎকল্পে নিম্নলিখিত বুদ্ধগণ দেখা দিয়াছেন:—

সারকল্পে	কৌণ্ডিন্য।
সারমণ্ডকল্পে	মঙ্গল, সুমনা, রেবত ও শোভিত।
বরকল্পে	অনবদর্শী (অনোমদস্‌সী), পদ্ম ও নারদ।
সারকল্পে	পদ্মোত্তর।
মণ্ডকল্পে	সুমেধা ও সুজাত।
বরকল্পে	প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী ও ধর্ম্মদর্শী।
সারকল্পে	সিদ্ধার্থ।
মণ্ডকল্পে	তিষ্য ও পুষ্য।
সারকল্পে	বিদর্শী (বিপস্‌সী)।
মণ্ডকল্পে	শিখী ও বিশ্বভূ।

অতঃপর ২৯ শূন্যকল্প অতীত হইলে বর্ত্তমান মহাভদ্র কল্পের আরম্ভ হইয়াছে।

বিপস্‌সী হইতে গোতম পর্য্যন্ত ৭ জন সপ্তসম্যক্‌সম্বুদ্ধ নামে বিশিষ্ট ভাবে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। উদীচ্য বৌদ্ধ গ্রন্থে ইঁহারা 'মানুষি বুদ্ধ' নামে অভিহিত।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষে নূতন নহে। প্রাচীন কালে যে সকল জ্ঞানী আবির্ভূত হইয়াছিলেন গৌতম বুদ্ধ তাঁহাদেরই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় অতীত যুগসমূহের বহুবুদ্ধের কল্পনা হইয়াছে। যাহা প্রকৃত জ্ঞান তাহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে একরূপ, কাজেই বৌদ্ধদিগের মতে এক বুদ্ধের ধর্ম্মের সহিত অন্য বুদ্ধের ধর্ম্মের কোন প্রভেদ হইতে পারে না। তবে যুগভেদে বুদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ বা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহাদের পরমায়ুঃ এবং দেহের আয়তনেরও তারতম্য ঘটে। কাশ্যপ বুদ্ধের দেহ বিংশতি হস্তপরিমিত এবং পরমায়ু বিংশতি সহস্রবর্ষ পরিমিত ছিল। বুদ্ধ মাত্রেই দশবল, তাঁহাদের দেহ ৩২টী মহাপুরুষলক্ষণ এবং ৮০টী অনুব্যঞ্জনে শোভিত।

বুদ্ধগণের সাধারণ উপাধি:—বুদ্ধ, জিন, সুগত, তথাগত, অর্হন্, ভগবান্, শাস্তা, দশবল, লোকবিদ্, পুরুষদম্যসারথি, সর্ব্বজ্ঞ, সদাভিজ্ঞ, অনুত্তর, নরোত্তম, দেবাতিদেব, ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিপ্রাতিহার্য্যসম্পন্ন, নির্ভয়, নিরবদ্য ইত্যাদি।

বৌদ্ধসাহিত্যে প্রত্যেকবুদ্ধ (পচ্চেকবুদ্ধ) নামে আর শ্রেণীর বুদ্ধ দেখা যায়। বুদ্ধের ন্যায় প্রত্যেকবুদ্ধও ধ্যানবলে নির্ব্বাণলাভোপযোগী জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন, ধর্ম্মদেশনও করেন না। বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় কোন প্রত্যেকবুদ্ধের অস্তিত্ব অসম্ভব। প্রত্যেকবুদ্ধগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—খড়্গবিষাণকল্প ও বর্গচারী। প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেকবুদ্ধ গণ্ডারের ন্যায় একচর অর্থাৎ নির্জ্জনে থাকেন; দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেকবুদ্ধ জনসমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া চলেন।

* এক কোটির বিংশতিঘাত অর্থাৎ একের পিঠে ১৪০টী শূন্য দিলে যাহা হয় সেই সংখ্যা।

বুদ্ধ (গৌতম)—জন্মজন্মান্তরে ত্রিংশৎ পারমিতার * অনুষ্ঠানদ্বারা সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইবার ক্ষমতালাভ—বিশ্বন্তর-লীলা সংবরণের পর ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর তুষিতস্বর্গে বাস—দেবতাদিগের অনুরোধে মানবগণের পরিত্রাণহেতু ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবার অঙ্গীকার—অতীতবুদ্ধগণ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত মধ্যদেশে † হয় ব্রাহ্মণ, নয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব এ জন্মেও সেইরূপ করিবার ইচ্ছা—তখন ক্ষত্রিয়েরাই প্রধান; অতএব কপিলবস্তুরাজ শাক্যবংশীয় শুদ্ধোদনের পুত্রত্ব স্বীকারপূর্ব্বক তদীয় মহিষী মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ—মহামায়ার স্বপ্নদর্শন:—যেন একটী শ্বেত হস্তী তাঁহার কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করিল—দৈবজ্ঞদিগের গণনা:—"মহিষী হয় রাজচক্রবর্ত্তী, নয় বুদ্ধ প্রসব করিবেন"—সশস্ত্র দেবপুত্রচতুষ্টয়কর্তৃক গর্ভরক্ষণ।

পূর্ণগর্ভাবস্থায় মহামায়ার দেবহ্রদ (ব্যাঘ্রপুর) নামক স্থানে গিয়া তাঁহার পিত্রালয়দর্শনেচ্ছা—পথে লুম্বিনী নামক উদ্যানে প্রবেশ—সেখানে এক শালবৃক্ষমূলে বৈশাখী পূর্ণিমায় বিনা যন্ত্রণায় পুত্রপ্রসব—ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই শিশুর সপ্তপদ ভ্রমণ এবং "আমি এ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" ‡ এই উক্তি:—ঐ দিন যশোধারা, সারথি ছন্দক, কালোদায়ী, আনন্দ এবং অশ্ববর কণ্ঠকেরও জন্মলাভ—সপুত্র মহামায়ার কপিলবস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন।

বোধিসত্ত্বের জন্মে দেবলোকে উল্লাস—তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ত্রিকালদর্শী অসিতদেবলের আগমন—শিশুকর্তৃক অসিতদেবলের জটায় পদার্পণ—অসিতদেবল এবং শুদ্ধোদন কর্তৃক শিশুকে প্রণিপাত—শিশু ৩৫ বৎসর বয়সে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন অসিতদেবলের এই প্রতীতি—তিনি নিজে তখন জীবিত থাকিবেন না বলিয়া ক্রন্দন—নিজের ভাগিনেয় নালককে বুদ্ধের শিষ্য হইবার জন্য উপদেশ।

পঞ্চমদিবসে শিশুর 'সিদ্ধার্থ' এই নামকরণ—নামকরণদিবসে মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তিসমূহ কর্তৃক সিদ্ধার্থকে প্রণিপাত—দৈবজ্ঞ কৌণ্ডিন্য কর্তৃক শিশুর বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিগণনা—প্রসবের সপ্তম দিবসে মহামায়ার প্রাণত্যাগ §—তাঁহার ভগিনী শুদ্ধোদনের অন্যতমা পত্নী মহাপ্রজাপতী (মহাগৌতমী) কর্তৃক সিদ্ধার্থের লালন পালন—হলকর্ষণোৎসব ‖ দেখিতে গিয়া জম্বুবৃক্ষমূলে সিদ্ধার্থের ধ্যাননিমজ্জন—পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেও ঐ বৃক্ষের ছায়ার নিশ্চলীভবন—তদ্দর্শনে শুদ্ধোদন কর্তৃক সিদ্ধার্থকে দ্বিতীয় বার প্রণিপাত।

বিশ্বামিত্র নামক আচার্য্যের নিকট সিদ্ধার্থের বিদ্যালাভ ও নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন—ষোড়শবর্ষ বয়সে সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধারার সহিত বিবাহ—ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতিতে অসামান্য নৈপুণ্য-প্রদর্শন—তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় দেবদত্ত প্রভৃতির পরাভব—দেবদত্তের মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার।

সারথি ছন্দকের সহিত নগরপরিভ্রমণ কালে জরা, মৃত্যু প্রভৃতি দর্শনে মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার—ভিক্ষু দর্শনে সংসারত্যাগের সঙ্কল্প-রাহুলের জন্ম উনত্রিশ বৎসর বয়সে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় নিশীথকালে কণ্ঠকা-রোহণে ছন্দকের সমভিব্যাহারে অভিনিষ্ক্রমণ—পথে বিবিধ প্রলোভন দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য মারের বৃথা চেষ্টা—ত্রিশ যোজন পরিভ্রমণ করিবার পর অনোমা নদীর তীরে কেশচ্ছেদন, আভরণত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ—ছন্দকের প্রত্যাবর্ত্তন—শোকাতুর কণ্ঠকের প্রাণত্যাগ।

মল্লদেশস্থ অনুপিয় নামক স্থানের আম্রবণে সপ্তাহ বাস—মগধের রাজধানী রাজগৃহে গমন—তাঁহাকে পুনর্ব্বার গৃহী করিবার জন্য শ্রেণিক বিম্বিসারের বিফল চেষ্টা— আরাড় কালাম ও রুদ্রক রামপুত্র নামক দুই জন আচার্য্যের নিকট যোগাভ্যাস—তাঁহাদের উপদেশে অনাস্থা—উরুবিল্বায় গমন- কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পঞ্চ-বর্গীয়দিগের (ভদ্রবর্গীয়দিগের) সহিত মিলন—ক্রমাগত ছয় বৎসর কঠিন তপশ্চর্য্যা—তপস্যায় অনাস্থা—তদ্দর্শনে পঞ্চবর্গীয়দিগের বারাণসীর নিকটবর্ত্তী ঋষিপতন ¶ নামক বনে প্রস্থান।

---

* প্রকৃতপক্ষে পারমিতার সংখ্যা দশ। কিন্তু প্রত্যেক পারমিতা ক্রমোন্নতির নিয়মে তিন অংশে বিভক্ত বলিয়া 'ত্রিংশৎপারমিতার' উল্লেখ দেখা যায়।

† প্রকৃতপক্ষে প্রাগ্দেশ। ইহা প্রকৃত 'মধ্যদেশের' পূর্ব্বে অবস্থিত।

‡ "অগ্‌গোহহম্‌ অস্মি লোকস্‌স"।

§ বৌদ্ধেরা বলেন বুদ্ধজননীর গর্ভ পবিত্র করণ্ডস্বরূপ; পাছে অন্য কেহ বাস করিয়া উহার পবিত্রতা নষ্ট করে এই নিমিত্ত তাঁহারা ভাবিবুদ্ধপ্রসবের সপ্তাহান্তে দেহত্যাগ করিয়া তুষিত স্বর্গে চলিয়া যান।

‖ ইহাকে 'বপ্‌প-মঙ্গল' বলিত। বপ্‌পো=বপ্র, বপন।

¶ বারাণসীর নিকটবর্ত্তী মৃগদাবের অংশবিশেষ। হিমালয় হইতে আকাশপথে বারাণসীতে আসিবার সময় ঋষিরা এই স্থানে অবতরণ করিতেন বলিয়া ইহার নাম ঋষিপতন হইয়াছিল। মৃগদাব বর্ত্তমান সারনাথ। এখানে মৃগগণ রক্ষিত হইত; কেহ তাহাদিগকে বধ করিতে পারিত না।

বৈশাখী পূর্ণিমা—নৈরঞ্জনায় অবগাহনান্তে পূর্ণা নাম্নী দাসীর হস্তে সুজাতা কর্ত্তৃক সুবর্ণপাত্রে প্রেরিত পায়সান্ন ভক্ষণ—বোধিদ্রুমমূলে আসন স্থাপন ও উপবেশন—মারের সহিত যুদ্ধ—সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই মারের পরাভব—পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান লাভ, * দিব্যচক্ষুঃ প্রাপ্তি, ও বুদ্ধত্ব লাভ" (বয়স্ ৩৫ বৎসর)। †

বুদ্ধত্বলাভের পর প্রথম সাত সপ্তাহ—বোধিদ্রুমমূলে ও তাহার নিকটে অবস্থিতি, চঙ্ক্রমণ; ধ্যান; মনে মনে অভিধর্ম্ম-পিটকের গঠন—পঞ্চম সপ্তাহে অজপাল ন্যগ্রোধ তরুমূলে গমন এবং তৃষ্ণা, অরতি ও রগা (রতি) নাম্নী মারকন্যাত্রয়ের প্রলোভনদমন—ষষ্ঠ সপ্তাহে মুচিলিন্দ (মুচুকুন্দ) বৃক্ষমূলে গমন—সপ্তম সপ্তাহে রাজায়তন (রাজাতন বা রাজাদন=পিয়াল) বৃক্ষমূলে গমন—উৎকল দেশীয় ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক দুইজন বণিকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ (ইঁহারা দ্বেবাচিক উপাসক হইলেন, কারণ তখনও সঙ্ঘ গঠিত হয় নাই)।

অজপাল ন্যগ্রোধ তরুমূলে পুনরাগমন—স্বীয়মত প্রচারের সঙ্কল্প—আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন পঞ্চবর্গীয়দিগকে স্বমতে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়. ঋষিপতনাভিমুখে প্রস্থান—মৃগদাবে গমন—পঞ্চবর্গীয়দিগের নিকট ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন—মধ্যমপথের (মধ্যমা প্রতিপদার) মাহাত্ম্য বর্ণন—আর্য্যসত্যচতুষ্টয়-ব্যাখ্যা—অষ্টাঙ্গিক-মার্গব্যাখ্যা ‡—কৌণ্ডিন্যের স্রোতাপত্তিমার্গলাভ—দ্বিতীয় দিনে বাপ্পকে, এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে যথাক্রমে ভদ্রিক, মহানাম ও অশ্বজিৎকে প্রব্রজ্যাদান—পঞ্চমদিনে পঞ্চবর্গীয়দিগের অর্হত্ব প্রাপ্তি।

বারাণসীবাসী যশ নামক শ্রেষ্ঠিপুত্রের সংসারে বিরাগ, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ ও অর্হত্বলাভ—(যশের পিতাও 'উপাসক' হইলেন। এই সময়ে সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল; অতএব যশের পিতা প্রথম 'তেবাচিক' হইলেন)। যশের মাতার ও পত্নীর দীক্ষা—যশের ৫৪ জন বন্ধুর দীক্ষাগ্রহণ ও অর্হত্বলাভ।

প্রবারণান্তে ধর্ম্মপ্রচারার্থ শিষ্যদিগকে নানা দেশে প্রেরণ:—"চরথ ভিক্খবে চারিকম্" অর্থাৎ "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হও।' উরুবিল্বায় প্রত্যাবর্ত্তন—পথে "ভদ্রবর্গীয"দিগকে দীক্ষাদান।

---

* অর্থাৎ কোন প্রাণী পূর্ব্ব জন্মে কি ছিল তাহা জানিবার ক্ষমতা।

† বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর তথাগতের মুখ হইতে নিম্নলিখিত উদান বিনিঃসৃত হইয়াছিল:—

অনেকজাতিসংসারম্ সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসম্
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনম্।

গহকারক। দিট্ঠোঽসি, পুন গেহং ন কাহসি,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা, গহকূটং বিসঙ্খিতম্,
বিসঙ্খারগতং চিত্তম্ তণ্হানং খযমজ্ঝগা।

গৃহনির্ম্মাতারে করি অন্বেষণ
করিলাম কত জনম গ্রহণ।
দেখা কিন্তু কভু পাই নাই তার।
পুনঃ পুনঃ জন্ম দুঃখের আগার।

পেয়েছি তোমার দেখা, গৃহকার;
পারিবে না গৃহ নির্ম্মিতে আবার।
ভগ্ন তব এবে পার্শুকা সকল
চূর্ণ গৃহকূট; কি করিবে বল?
নির্ব্বাণ-অমৃত পানে মম মন
সর্ব্ব তৃষ্ণা ক্ষয় করেছে এখন।

[জীবদেহ গৃহ, সংস্কারাদি তাহার নির্ম্মাতা; এবং তৃষ্ণা তাহার উপাদান। যেমন পার্শুকা প্রভৃতি কাষ্ঠখণ্ড ব্যতিরেকে গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না, সেইরূপ তৃষ্ণা না থাকিলেও জীবকে দেহ ধারণ করিতে হয় না। অতএব তৃষ্ণাক্ষয়ই নির্ব্বাণলাভের উপায়। (পার্শুকা, পঞ্জরাস্থি, গৃহের এড়ো কাঠ। গৃহকূট বলিলে মট্কার নিম্নস্থ অবলম্বন কাষ্ঠখণ্ড বুঝিতে হইবে; এড়ো কাঠগুলি উহার সঙ্গে যোড়া থাকে।)]

‡ অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্মা-দিট্‌ঠি (right view), সম্মা-সঙ্কপ্পো (right thoughts), সম্মা-বাচা (righ speech), সম্মা-কম্মন্তো (right actions), সম্মা-আজীবো (right living), সম্মা-বাযামো (right exertion), সম্মা সতি (right recollection), সম্মা-সমাধি (right meditation)। দিট্‌ঠি=দৃষ্টি; আজীবো=জীবিকা নির্ব্বাহ. বাযামো=চেষ্টা, উদ্যোগ, সতি=স্মৃতি। এই সকল মার্গের অনুসরণ তৃষ্ণাদমনের উপায়।

উরুবিল্ব কাশ্যপ, নদীকাশ্যপ এবং গয়াকাশ্যপনামক অগ্নিহোত্রী সহোদরত্রয়কে দীক্ষাদান—গয়াশীর্ষে গমন—তথায় 'আদিত্ত পরিয়ায়' ভণন—রাজগৃহের নিকটস্থ লট্‌ঠিবনে (যষ্টিবনে) গমন—তথায় বিম্বিসারের আগমন ও স্রোতাপত্তি ফললাভ—মহানারদকাশ্যপ জাতক কথন (৫৪৪)—বিম্বিসার কর্তৃক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে বেণুবন দান—শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের দীক্ষাগ্রহণ।

বুদ্ধকে কপিলবস্তুতে লইয়া যাইবার জন্য শুদ্ধোদনকর্তৃক প্রেরিত দূতদিগের পুনঃ পুনঃ আগমন—দূতদিগের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও অর্হত্বলাভ।

বারাণসীর নিকট বর্ষাবাস—উরুবিল্বে প্রত্যাবর্তন ও তিন মাস অবস্থিতি—পৌষী পূর্ণিমায় রাজগৃহে গমন এবং তথায় দুই মাস অবস্থিতি—ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরে উদায়ীর অনুরোধে কপিলবস্তু যাইবার জন্য যাত্রা (উদায়ী আকাশপথে গিয়া শুদ্ধোদনকে এই শুভ সংবাদ জানাইলেন)।

কপিলবস্তুর সন্নিহিত ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি—সেখানে বুদ্ধের সংবর্দ্ধনার জন্য শাক্যদিগের আগমন—(শুদ্ধোদন অন্যান্য শাক্যের সহিত বুদ্ধকে প্রণিপাত করিলেন)—বুদ্ধের অনুভাববলে সভাস্থলে বৃষ্টিপাত (যাহারা ইচ্ছা করিল তাহারা সিক্ত হইল; যাহারা ইচ্ছা করিল না, তাহাদের শরীরে কিছুমাত্র জল লাগিল না।)

ভিক্ষার্থ কপিলবস্তু নগরে প্রবেশ—বাতায়ন হইতে যশোধারার বুদ্ধদর্শন (রাজপুত্রের পক্ষে ভিক্ষা শোভা পায় না বলিয়া তিনি শুদ্ধোদনের নিকট নিজের আপত্তি জানাইলেন. কিন্তু বুদ্ধ তাহা শুনিলেন না, বলিলেন, ভিক্ষাই বুদ্ধের জীবনযাপনোপায়)—মহাধর্ম্মপাল-জাতক (৪৪৭) শ্রবণে শুদ্ধোদনের স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্তি (মৃত্যু সময়ে শুদ্ধোদন অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন)।

শুদ্ধোদনের সঙ্গে রাজভবনে গিয়া ভোজন—শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নকে সঙ্গে লইয়া যশোধারার প্রকোষ্ঠে গমন—শুদ্ধোদনের মুখে যশোধারার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের প্রশংসা*; চন্দ্র-কিন্নর জাতক (৪৮৫) কথন।

পরদিন নন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেকের এবং জনপদকল্যাণীর সহিত বিবাহের আয়োজন—নন্দকে লইয়া বুদ্ধের ন্যগ্রোধারামে গমন—তৃতীয় দিবসে নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

সপ্তম দিবসে যশোধারার শিক্ষায় রাহুল কর্তৃক পৈতৃক ধনপ্রার্থনা; বুদ্ধের আদেশে শারীপুত্রকর্তৃক রাহুলকে শ্রামণের-প্রব্রজ্যা দান—শুদ্ধোদনের আক্ষেপ—আর কখনও মাতা পিতার অনুমোদন ব্যতিরেকে সন্তানকে প্রব্রজ্যা দিবেন না বলিয়া বুদ্ধের অঙ্গীকার।

কপিলবস্তু হইতে রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন—পথে মল্লদেশস্থ অনুপিয় নামক স্থানে অনিরুদ্ধ, ভদ্রিক, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্যরাজপুত্র এবং উপালি নামক নাপিতকে প্রব্রজ্যা দান—রাজগৃহ নগরস্থ শীতবন নামক উদ্যানে বাস—এখানে শ্রাবস্তীবাসী সুদত্ত (অনাথপিণ্ডদ) নামক শ্রেষ্ঠীর সহিত পরিচয়—অনাথপিণ্ডদের স্রোতাপত্তিমার্গ-প্রাপ্তি—বুদ্ধকে শ্রাবস্তীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব—জেতবনে মহাবিহার নির্ম্মাণ—বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে গমন—অনাথপিণ্ডদকর্তৃক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে সেই বিহারদান (ইহার কয়েক বৎসর পর বিশাখা শ্রাবস্তীর নিকট পূর্ব্বারাম নামক আর একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহাও বৌদ্ধদিগকে দান করেন; তৎসম্বন্ধে বিশাখার বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বর্ষায় রাজগৃহের নিকটস্থ বেণুবনে "কলন্দক নিবাপে" বাস—জীবকের সহিত পরিচয়—জীবকের চিকিৎসাগুণে বুদ্ধের কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের উপশম।

বৈশালীতে মহামারী—উহার উপশম করিতে তীর্থিকদিগের অক্ষমতা—লিচ্ছবিগণ কর্তৃক বুদ্ধের শরণ গ্রহণ—বুদ্ধের বৈশালীতে গমন—মড়ক শান্তি—লিচ্ছবিগণের বৌদ্ধশাসন গ্রহণ।

রাজগৃহে প্রত্যাগমন—উপর্য্যুপরি তিন বৎসর বেণুবনে বাস—পঞ্চম বর্ষায় বৈশালীর নিকটস্থ মহাবনে কূটাগার শালায় বাস (মহাবন একটী প্রকাণ্ড শালবন; গোশৃঙ্গিনামক এক ব্যক্তি উহা বুদ্ধকে দান করেন)।

রোহিণী নদীর জল লইয়া শাক্য ও কোলীয়দিগের মধ্যে মনোমালিন্য—যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা—ইহা জানিতে পারিয়া বুদ্ধের আকাশপথে বিবাদের স্থানে গমন—সদুপদেশে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন [বৃক্ষধর্ম্ম জাতক (৭৪), স্পন্দনজাতক (৪৭৫) এবং কুণাল-জাতক (৫৩৬) দ্রষ্টব্য।]

---

* এই সময়ে শুদ্ধোদন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে অনেকে যশোধারার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু যশোধারা এমনই পতিব্রতা ছিলেন যে তিনি কাহারও প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে তৎকালে পরাশরসংহিতার "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাম্ পতিরন্যো বিধীয়তে" এই ব্যবস্থানুসারে কাজ হইত। প্রাচীন গ্রীসেও পতি দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশ থাকিলে পত্নীর পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ দোষাবহ ছিল না। পেনেলোপির উপাখ্যানই ইহার প্রমাণ।

ইহার অল্পদিন পরে শুদ্ধোদনের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া সানুচর বুদ্ধের আকাশপথে কপিলবস্তুতে গমন—মুমূর্ষু পিতার নিকট অনিত্যত্ব ব্যাখ্যা—তচ্ছ্রবণে শুদ্ধোদনের অর্হত্ত্ব লাভ এবং বুদ্ধকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নির্ব্বাণ প্রাপ্তি।

মহাগৌতমীর সংসারত্যাগের বাসনা—বুদ্ধের অনুমতিলাভার্থ তাঁহার ন্যগ্রোধারামে গমন—নারীজাতিকে সঙ্ঘে স্থান দিতে বুদ্ধের অনিচ্ছা—বৈশালীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

মহাগৌতমী ও তাঁহার সহচরীগণের প্রব্রজ্যাগ্রহণার্থ দৃঢ় সংকল্প (তাঁহারা কেশ ছেদন করিয়া হীনবেশে পদব্রজে বৈশালীতে উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইবার অনুমতি পাইলেন।)—বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে গমন এবং তথায় ষষ্ঠবর্ষা যাপন—প্রবারণান্তে রাজগৃহে গমন ও বেণুবনে অবস্থিতি—বিম্বিসারের অন্যতমা রাজ্ঞী ক্ষেমার বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ (ক্ষেমা উত্তরকালে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া অগ্রশ্রাবিকা হইয়াছিলেন।)

তীর্থিকদিগের প্রতিযোগিতা—শ্রাবস্তী নগরে কোশলরাজ প্রসেনজিতের সমক্ষে পরীক্ষা—তীর্থিকদিগের পরাভব—তীর্থিক পূরণকাশ্যপের জলনিমজ্জন দ্বারা আত্মহত্যা ও অবীচিতে গমন।

বুদ্ধের ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন এবং সেখানে মহামায়ার নিকট অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যা—স্বর্গে তিন মাস কাল অবস্থিতি—সাঙ্কাশ্য নগরের নিকট শক্রদত্ত সোপানের সাহায্যে অবরোহণ—জেতবনে প্রত্যাবর্ত্তন—তীর্থিকগণ কর্ত্তৃক চিঞ্চা মাণবিকার সাহায্যে বুদ্ধের চরিত্রে কলঙ্কারোপ চেষ্টা—চিঞ্চার অবীচিতে গমন [মহাপদ্ম-জাতক (৪৭২) দ্রষ্টব্য]।

অষ্টমবর্ষায় ভর্গদেশস্থ ভেসকলাবনে শিশুমার নামক স্থানে অবস্থিতি। অত্রত্য রাজা বোধির 'কোকনদ' নামক প্রাসাদে গিয়া ভোজন—শ্রাবস্তীতে গমন।

কৌশাম্বীর নিকটবর্ত্তী ঘোষিতারামে নবমবর্ষা বাস—শিষ্যদিগের মধ্যে বিনয়সম্বন্ধে মতভেদ—মীমাংসার জন্য বৃথা চেষ্টা—বিরক্ত হইয়া বালকলোণকার নামক গ্রামে গমন—স্থবির ভৃগুর সহিত প্রাচীন বংশদায়ে গমন—অনিরুদ্ধ, নন্দীয় ও কিম্বিলের সহিত মিলন—পারিলেয্যক নামে স্থানে গমন এবং তথায় রক্ষিতারামে ভদ্রশালবৃক্ষমূলে অবস্থিতি।

শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্ত্তন—কৌশাম্বীর বিবদমান ভিক্ষুদিগের অনুতাপ, শ্রাবস্তীতে গমন ও শাস্তার নিকট ক্ষমালাভ।

রাজগৃহের নিকট দশমবর্ষা বাস—দক্ষিণগিরিতে একনালা গ্রামে ভরদ্বাজ নামক কৃষিজীবী ব্রাহ্মণের সহিত পরিচয় (ভরদ্বাজ বলিলেন, "আমি ভূমিকর্ষণ করি, বীজ বপন করি এবং তলব্ধ শস্যে জীবন ধারণ করি; তুমিও সেইরূপ কর না কেন?" ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, "আমিও ভূমিকর্ষণ করি, বীজ বপন করি এবং তদ্দারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকি। আমি শ্রদ্ধারূপ বীজ বপন করি, ধ্যান আমার বৃষ্টি, বিনয় আমার লাঙ্গলেষা, মন আমার যুগ, ধারণা আমার ফলক; সত্যপরায়ণতা আমার ক্ষেত্র; বীর্য্য আমার বলীবর্দ্দ, নির্ব্বাণ আমার শস্য।" ইহা শুনিয়া ভরদ্বাজ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন)।

বৈরন্তী নগরের নিকট দ্বাদশ বর্ষা বাস—অনন্তর তক্ষশিলা পর্য্যন্ত পর্য্যটন—সেখান হইতে ফিরিবার কালে সাঙ্কাশ্য, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান দর্শন—প্রথমে বারাণসী, পরে বৈশালীতে পুনরাগমন এবং কূটাগার শালায় অবস্থিতি।

শ্রাবস্তী ও চালিকা নামক স্থানে ত্রয়োদশ বর্ষাবাস—চতুর্দ্দশ বর্ষায় জেতবনে অবস্থিতি এবং রাহুলকে উপসম্পদাদান—কপিলবস্তুতে পুনর্ব্বার গমন— সুপ্রবুদ্ধের দুর্ব্ব্যবহার ও দণ্ড (সুপ্রবুদ্ধ বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)।

জেতবনে প্রত্যাগমন—আলবীতে গমন ও তত্রত্য যক্ষকে দমন—রাজগৃহে গমন এবং বেণুবনে সপ্তদশ বর্ষা বাস—চালিয়ার নিকটস্থ পর্ব্বতে অষ্টাদশ বর্ষাবাস—বেণুবনে উনবিংশবর্ষা বাস—জেতবনে বিংশবর্ষা বাস (এই সময়ে আনন্দ বুদ্ধের 'উপস্থায়ক' নিযুক্ত হইলেন)—অঙ্গুলিমালকে দীক্ষাদান—তীর্থিকগণকর্ত্তৃক বুদ্ধচরিত্রে পুনর্ব্বার কলঙ্কারোপ চেষ্টা (তাঁহারা সুন্দরী নাম্নী বারাঙ্গনাকে নিহত করিয়া তাহার শব জেতবনস্থ বিহারের নিকট এক আবর্জ্জনাস্তূপের উপর ফেলিয়া দেন এবং প্রকাশ করেন, গৌতমই নিজের দুষ্কীর্ত্তি গোপন করিবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছেন)—তীর্থিকদিগের চাতুরীপ্রকাশ ও অপমান [মণিশূকর জাতক (২৮৫) দ্রষ্টব্য]।

অঙ্গদেশস্থ এক শ্রেষ্ঠীর সহিত অনাথপিণ্ডদের কন্যার বিবাহ (ঐ কন্যার পতিকুলস্থ সকলে আজীবকদিগের শিষ্য ছিলেন) নববধূর চেষ্টায় তাঁহার পতিকুলস্থ সকলের বৌদ্ধমতে শ্রদ্ধাস্থাপন—শাস্তার পঞ্চশত শিষ্যসহ আকাশপথে গমন এবং সেই সকল ব্যক্তিকে দীক্ষাদান—অনিরুদ্ধকে অঙ্গদেশে রাখিয়া শ্রাবস্তীতে পুনরাগমন)।

[অতঃপর ২৩ বৎসরের ঘটনার কোন উল্লেখ দেখা যায় না।]

বুদ্ধের বয়স্ ৭২ বৎসর—দেবদত্তের বিদ্রোহ—দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু কর্তৃক পিতৃহত্যা—বুদ্ধের প্রাণসংহার চেষ্টা—দেবদত্তের চক্রান্তে কোকালিক প্রভৃতির সঙ্ঘত্যাগ—শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের চেষ্টায় কোকালিক ব্যতীত অপর সকলের পুনর্ব্বার বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ—দেবদত্তের দণ্ড—অজাতশত্রুর অনুতাপ ও বুদ্ধের শরণগ্রহণ—বিরূঢক কর্তৃক প্রসেনজিতের সিংহাসনচ্যুতি এবং কপিলবস্তু-ধ্বংস।

বুদ্ধের বয়স্ ৭৯ বৎসর—রাজগৃহের নিকটস্থ গৃধ্রকূটে অবস্থিতি—রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্ত্তী আম্রলট্‌ঠিকায় গমন—নালন্দায় গমন—তত্রত্য পাবারিক আম্রবণে অবস্থিতি—পাটলিগ্রামে গমন—এই স্থানের ভাবী উন্নতি ও ধ্বংসের কথা—শিষ্যগণসহ আকাশমার্গে গঙ্গার অপরপারে গমন—কোটিগ্রামে গমন—নাড়িকায় গমন—বৈশালীতে গমন—আম্রপালী নাম্নী বারাঙ্গনার আম্রকাননে অবস্থিতি—আম্রপালীর গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ—আম্রপালীকর্তৃক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে ঐ উদ্যানদান—বৈশালীর নিকটবর্ত্তী বেলুব নামক স্থানে শেষ বর্ষা বাস—এখানে কঠিন পীড়া—বয়স্ ৮০ বৎসর—তিন মাস পরে পরিনির্ব্বাণলাভ করিবেন, চাপাল-তীর্থে মারের নিকট এই অভিপ্রায়প্রকাশ—মহাবনস্থ কূটাগারশালায় গমন—শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি— পাবা নামক স্থানে চুন্দ নামক কর্ম্মকারের আম্রবণে অবস্থিতি—চুন্দের গৃহে ভোজন—অতিসার—কুশিনগর যাইবার সময় সাতিশয় দুর্ব্বলতা—আরাড কালামের শিষ্য পুক্কুসকে দীক্ষা দান—ককুথা নদীতে অবগাহন—হিরণ্যবতীর অপর পারে কুশিনগরের উপবর্ত্তনস্থ শালবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে অন্তিমশয্যায় উত্তর শীর্ষে শয়ন—আনন্দকে বিবিধ উপদেশদান—চতুস্তীর্থের (কপিলবস্তু, বুদ্ধগয়া, বারাণসী ও কুশিনগরের) মাহাত্ম্যবর্ণন—সুভদ্র নামক তীর্থিককে দীক্ষাদান—সুভদ্রের নির্ব্বাণলাভ—অন্তিম উপদেশঃ "বয়ধম্মা, ভিক্‌খবে, সঙ্খারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথ"—ধ্যানবলে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তি—ভূকম্প ও অশনিপাত—মল্লদিগের প্রযত্নে সৎকারের আয়োজন (কিন্তু সপ্তাহকাল কিছুতেই চিতা প্রজ্বলিত হইল না; অনন্তর মহাকাশ্যপ সেখানে উপস্থিত হইলে চিতা আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিল)—ভক্তদিগের মধ্যে শারীরিক ধাতুবিভাগ—ভক্তগণকর্তৃক নানা স্থানে এই সকল ধাতুর উপর স্তূপনির্ম্মাণ।

গৌতম বুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন নাম যথাঃ—শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি, শাক্য, শৌদ্ধোদনি, আদিত্যবন্ধু (যাঁর কৃষ্ণবন্ধু নামে অভিহিত), সূর্য্যবংশ, সিদ্ধার্থ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, আঙ্গিরস, গৌতম। শুদ্ধ 'গৌতম' নাম কতকটা অবজ্ঞাসূচক। ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে শ্রমণ গৌতম এই নামে সম্বোধন করিতেন।

বেণুবন—রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যান। বুদ্ধ প্রথমে যষ্টিবনে থাকিতেন। ঐ স্থান রাজগৃহ হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে। বিম্বিসার যখন বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "আমি বুদ্ধকে অধিক ক্ষণ না দেখিয়া থাকিতে পারিব না। তিনি যষ্টিবনে (লট্‌ঠিবনে) থাকিলে সর্ব্বদা দেখা শুনার অসুবিধা; অতএব তিনি রাজধানীর নিকটে বেণুবন নামে আমার যে উদ্যান আছে সেখানেই অবস্থিতি করুন। ইহা আমি বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিলাম।" বুদ্ধ দান গ্রহণ করিলেন এবং এই সময় হইতে বেণুবনই মগধরাজ্যে তাঁহার প্রধান বাসস্থান হইল। বেণুবনের প্রাচীন নাম "কলণ্ডক নিবাপ।"

বৈশালী—(পালি 'বেসালী')—গঙ্গার উত্তরতীরস্থ নগর ও জনপদ। বৈশালী নগর বোধ হয় হিরণ্যবাহ-সঙ্গমের ঠিক অপর পারে অবস্থিত ছিল। কানিংহাম সাহেবের মতে হাজিপুরের দশক্রোশ উত্তরে বেশার নামে যে স্থান আছে তাহাই প্রাচীন বৈশালী। বৈশালী রাজ্য বলিলে মোটামুটি বর্ত্তমান মতিহারী, ত্রিহুত, দ্বারভাঙ্গা ও পূর্ণিয়া জেলাকে বুঝাইত। ইহার দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে গণ্ডক এবং পূর্ব্বে মহানন্দা। প্রাচীন কালে আর্য্যাবর্ত্তে বিশালা নামে যে আর একটী নগরের উল্লেখ দেখা যায় তাহা মালব দেশের অন্তঃপাতী এবং অবন্তীর (উজ্জয়িনীর) নামান্তর।

বৈশালীর উৎপত্তিসম্বন্ধে পালি সাহিত্যে এই আখ্যায়িকা দেখা যায়ঃ—প্রাচীনকালে কাশীর কোন রাজ্ঞী একটা মাংসপিণ্ড প্রসব করেন এবং উহা পাত্রের মধ্যে রাখিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেন। এক মুনি এই ভাণ্ড পাইয়া নিজের আশ্রমে লইয়া যান। সেখানে উহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটী পরমসুন্দর কুমার ও একটী পরমসুন্দরী কুমারীতে পরিণত হয়। ইহারা মাতৃস্তনের পরিবর্ত্তে মুনির অঙ্গুলি চুষিয়াছিল এবং তাহা হইতেই দুগ্ধ পাইয়াছিল। কুমার ও কুমারীর আকৃতি অবিকল একরূপ ছিল বলিয়া তাহারা 'লিচ্ছবি' নাম পাইয়াছিল। ইহাদের পিতামাতা কে তাহা অপরিজ্ঞাত থাকায় আশ্রম-সন্নিহিত জনপদবাসীরা ইহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছিল। এইজন্য ইহাদের নামান্তর 'বৃজি।' ইহারা বয়ঃপ্রাপ্তির পর স্বামি-স্ত্রী-ভাবে বাস করিত। ক্রমে ইহাদের ১৬টী পুত্র এবং ১৬টী কন্যাজন্মে। কালসহকারে এই সকল পুত্রকন্যার আবার বহু সন্তান সন্ততি হয় এবং তাহারা যে নগরে বাস করিত তাহা বিশাল আয়তন ধারণ করে। এই জন্য ইহার নাম 'বৈশালী' হয়।

গৌতম বুদ্ধের সময় বৈশালী অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল [একপর্ণ জাতক (১৪৯) দ্রষ্টব্য]। লিচ্ছবিগণ

সম্প্রীতভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং সকলেই 'রাজা' নামে অভিহিত হইতেন। ফলতঃ বৈশালীর শাসনপ্রণালী কুলতন্ত্র ছিল; রাজকীয় ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষের হস্তে থাকিত না।

বুদ্ধের পরেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত লিচ্ছবিগণের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায় অজাতশত্রু বৈশালী জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা বোধ হয় সত্য নহে (অজাতশত্রুর বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)। ইহার বহুকাল পরেও গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত আপনাকে লিচ্ছবিরাজকুমারীর গর্ভজাত বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। প্রবাদ আছে যে তিব্বতের প্রথম রাজাও লিচ্ছবিকুলজাত ছিলেন (২৫০ খ্রীঃ পূঃ)।

বুদ্ধের সময় একবার বৈশালীতে মহামারী উপস্থিত হয় এবং লিচ্ছবিরা অনন্যোপায় হইয়া বুদ্ধের শরণ লন। বুদ্ধ তাহাদের রাজ্যে পদার্পণ করিলেই মহামারী প্রশমিত হয়। এইজন্য লিচ্ছবিরা বৌদ্ধশাসনের পক্ষপাতী হন।

বৃজিগণ অষ্টকুলে বিভক্ত ছিল। ত্রিকাণ্ডশেষে লিচ্ছবি, বৈদেহ ও তীরভুক্তি এই শব্দত্রয় একার্থবাচক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহারা উক্ত অষ্টকুলের তিনটী।

ভদ্রিক—(১) একজন উপাসক; পঞ্চবর্গীয়দিগের অন্যতম; ইনি মৃগদাবে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। (২) শাক্যরাজপুত্র; আনন্দ প্রভৃতির সহিত এক দিনে অনুপিয় নামক স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। (৩) অঙ্গদেশস্থ একটী নগর; ইহার নামান্তর ভদ্রঙ্কর (বিশাখার পিতা ধনঞ্জয়ের আদি বাসস্থান)।

ভৃগু—(পালি 'ভগু'); শাক্যবংশীয় রাজকুমার। ইনিও অনিরুদ্ধ প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

মস্করিগোশালি-পুত্র—(পালি 'মক্খলি গোশাল') ইনি একজন তীর্থিক। বৌদ্ধেরা বলেন ইঁহারও জন্ম দাসীগর্ভে, গোশালায় প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া ইনি 'গোশালি-পুত্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। একদা ইনি নিজের প্রভুর জন্য এক ভাণ্ড ঘৃত মস্তকে লইয়া যাইবার সময় পিচ্ছিল পথে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া যান এবং ঐ ঘৃত নষ্ট হয়। ইহাতে ইনি ভয়ে পলাইয়া যান এবং সন্ন্যাসী সাজিয়া লোককে প্রতারিত করিতে আরম্ভ করেন।

মহানাম—অমৃতোদনের পুত্র এবং অনিরুদ্ধের সহোদর। শুদ্ধোধন নির্ব্বাণ লাভ করিলে ইনিই কপিলবস্তুর অধিপতি হইয়াছিলেন। ইহার উপপত্নী-গর্ভজাত কন্যা বাসবক্ষত্রিয়ার বৃত্তান্ত প্রসেনজিৎ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

মহামায়া—(মায়াদেবী) বুদ্ধের জননী। মহামায়া ও মহাপ্রজাপতী গৌতমী উভয়েই শুদ্ধোদনের পিতৃষ্বসৃসুতা ও ভার্য্যা। ইঁহার পিতা অনুশাক্য রোহিণী নদীর অপর পারবর্ত্তী দেবদহ (দেবহ্রদ, ব্যাঘ্রপুর, বা কোলি) নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন।

মহামায়া ও মহাপ্রজাপতী ইন্দ্রাণীর ন্যায় রূপবতী ছিলেন। তাঁহারা কখনও মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না, মিথ্যা বলিতেন না এবং পিপীলিকাটীর পর্য্যন্ত প্রাণনাশ করিতেন না।

সিদ্ধার্থ ভূমিষ্ঠ হইবার সপ্তাহ পরেই মহামায়া জীবলীলা সংবরণপূর্ব্বক তুষিতস্বর্গে পুংদেবতা হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধ জীবদ্দশায় সেখানে গিয়া তাঁহার নিকট অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

মহাপ্রজাপতী—মহামায়ার সপত্নী এবং সহোদরা। মহামায়ার মৃত্যুর পর ইনিই সিদ্ধার্থকে পালন করিয়াছিলেন। নন্দ ইঁহার গর্ভজাত সন্তান। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর ইনি বুদ্ধকে বলিলেন, "নন্দ ও রাহুল প্রব্রাজক হইয়াছে; আমি এখন বিধবা হইলাম। অতএব আমাকেও প্রব্রজ্যা প্রদান কর।" কিন্তু বুদ্ধ নারীজাতিকে সঙ্ঘে স্থান দিতে সম্মত হইলেন না; তিনি কপিলবস্তু ত্যাগ করিয়া বৈশালীনগরের নিকটস্থ কূটাগারশালায় অবস্থিত করিতে লাগিলেন। মহাপ্রজাপতী ইহাতে নিরস্ত হইলেন না, তিনি শাক্যবংশীয় আরও অনেক মহিলাকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে করিতে পদব্রজে বৈশালীর দিকে যাত্রা করিলেন। যে সকল অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী কখনও গৃহের বাহির হন নাই, ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা এই কষ্ট স্বীকার করিলেন। দীর্ঘ পথ—৫১ যোজন—চলিতে চলিতে তাহাদের পদে স্ফোটক জন্মিল, কিন্তু তাঁহারা সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। ইহা দেখিয়া আনন্দের হৃদয় গলিয়া গেল। অনেক তর্কবিতর্কের পর ভিক্ষুণীসঙ্ঘ গঠনের জন্য তিনি বুদ্ধের অনুমতি লাভ করিলেন। ভিক্ষুণীদিগের জন্য বুদ্ধ কয়েকটী কঠোর নিয়ম করিলেন; মহাপ্রজাপতী প্রভৃতি দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎসমস্ত প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। মহাপ্রজাপতী ধ্যানবলে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ১২০ বৎসর বয়সে বুদ্ধের সমক্ষেই নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন।

মহাবন—ইহা গোশৃঙ্গিনামক জনৈক উপাসককর্ত্তৃক প্রদত্ত বৈশালীর অবিদূরস্থ একটী শালবন। বুদ্ধ কখনও কখনও অত্রত্য 'কূটাগারশালায়' বাস করিতেন।

মার—(৮৮ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)। সংস্কৃত ভাষায় 'মার' মদনের নামান্তর; বৌদ্ধ 'মারের' সহিত হিন্দু 'মারের' (স্মরের) কতকটা সাধর্ম্ম্যও আছে। বৌদ্ধ মারের বাহন 'গিরিমেখল' নামক হস্তী।

মৃগার—(পালি 'মিগার') শ্রাবস্তীর একজন শ্রেষ্ঠী এবং বিশাখার শ্বশুর। সবিস্তর বিবরণ বিশাখার বৃত্তান্তে দ্রষ্টব্য। (ইনি কোন কোন গ্রন্থে 'মৃগধর' নামেও বর্ণিত হইয়াছেন।)

মৌদ্‌গল্যায়ন—(মহামৌদ্‌গল্যায়ন, পালি 'মোগ্‌গল্লান')। ইনি এবং শারীপুত্র বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ইঁহার নামান্তর কোলিত। ইনি এবং শারীপুত্র উভয়েই প্রথমে রাজগৃহ নগরে সন্ন্যাসী বৈরট্টীপুত্রের শিষ্য ছিলেন। কিরূপে ইঁহারা শেষে বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করেন তাহা শারীপুত্রের প্রসঙ্গে বলা হইবে।

মৌদ্‌গল্যায়ন ঋদ্ধিবলে আকাশমার্গে গমন এবং অন্যান্য অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছামত দেবলোকে ও নরকে যাইতে পারিতেন; কি কারণে দেবতারা সুখ এবং নরকবাসীরা দুঃখ ভোগ করেন তাহা জানিতেন এবং লোকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া বৌদ্ধশাসন গ্রহণ করিত। এই নিমিত্ত তীর্থিকেরা অনেক সময়ে বৌদ্ধদিগের নিকট অপদস্থ হইতেন।

শেষে তীর্থিকেরা মৌদ্‌গল্যায়নের প্রাণবধের সঙ্কল্প করিলেন, কারণ তাঁহারা ভাবিলেন মৌদ্‌গল্যায়ন নিহত হইলে বুদ্ধের প্রভাব কমিয়া যাইবে। তাঁহারা কতিপয় উপাংশুঘাতক নিযুক্ত করিয়া বলিলেন, "অমুক গুহায় মৌদ্‌গল্যায়ন থাকিবেন। তোমরা তাঁহার প্রাণবধ করিলে প্রচুর পুরস্কার পাইবে।" ঘাতকেরা গিয়া ঐ গুহা বেষ্টন করিল; কিন্তু মৌদ্‌গল্যায়ন সে দিন কুঞ্চিকার রন্ধ্রপথে পলায়ন করিলেন। পরদিনও এইরূপ হইল এবং মৌদ্‌গল্যায়ন আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু শেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপফল ভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতীত এক জন্মে তিনি অন্ধ মাতাপিতাকে বনমধ্যে সিংহশার্দ্দূলাদির মুখে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন; এখন তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে; স্বয়ং বুদ্ধও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না; ঘাতকেরা গুহায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার অস্থিগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং তিনি মরিয়াছেন স্থির করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু মৌদ্‌গল্যায়ন তখনও মরেন নাই। লোকে যেরূপ কর্দ্দমনির্ম্মিত ভগ্ন পাত্রের অংশগুলি যোড়ে, তিনিও ঋদ্ধিবলে সেইরূপ নিজের ভগ্নাস্থিগুলি যুড়িলেন এবং আকাশপথে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "প্রভো, আমার নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে।" বুদ্ধ বলিলেন, "বেশ, তুমি নির্ব্বাণ লাভ কর; তবে আমাকে একবার ভণন শুনাইয়া যাও, কারণ অতঃপর আর কাহারও মুখে এরূপ মধুর কথা শুনিতে পারিব না।" শারীপুত্রের পরিনির্ব্বাণ লাভের এক পক্ষ পরে কার্ত্তিকী অমাবস্যায় মৌদ্‌গল্যায়নের পরিনির্ব্বাণ ঘটে। [মহাসুদর্শন জাতক (৯৫) দ্রষ্টব্য।]

যশোধারা—কোলিরাজ সুপ্রবুদ্ধের কন্যা, দেবদত্তের অনুজা এবং গৌতমবুদ্ধের সহধর্ম্মিণী। সিদ্ধার্থ ও যশোধারা একই দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ প্রব্রাজক হইবেন এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল; এ জন্য যখন যশোধারার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তখন সুপ্রবুদ্ধ সম্মত হন নাই। কিন্তু যশোধারা বলিয়াছিলেন, "সিদ্ধার্থ প্রব্রাজক হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না।" কোলিরাজ শুদ্ধোদনের সামন্তশ্রেণীভুক্ত ছিলেন, কাজেই শুদ্ধোদন যখন নিজে কোলিতে গিয়া যশোধারাকে লইয়া আসিলেন তখন তিনি বাধা দিতে পারিলেন না। অতঃপর যখন যশোধারার অনুচরী হইবার জন্য পঞ্চশত রাজকন্যার প্রয়োজন হইল, তখন শাক্যরাজেরা বলিলেন, "সিদ্ধার্থ বালক ও দুর্ব্বল; এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন বিদ্যালাভ ঘটে নাই; তিনি কিরূপে নিজের পরিবার রক্ষা করিবেন?" এই কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থ নিজের বিদ্যার পরিচয় দিবার সঙ্কল্প করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে দেবদত্ত প্রভৃতি শত শত শাক্যরাজপুত্র তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বলবীর্য্য, অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য এবং সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শিতার নিকট সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হইল।

সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলে যশোধারা পতিব্রতা রমণীর ন্যায় প্রোষিতভর্ত্তৃকা-ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন তখন নিজেও মুণ্ডিতমস্তক হইলেন; যখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ চীর বসন পরিধান করিয়াছেন, তখন নিজেও উৎকৃষ্ট বসন পরিত্যাগ করিয়া চীরধারিণী হইলেন, যখন শুনিলেন সিদ্ধার্থ আর মাল্যগন্ধাদি ব্যবহার করেন না, তখন নিজেও ঐ সকল বিলাসের দ্রব্য ত্যাগ করিলেন। সিদ্ধার্থের ন্যায় তিনিও একাহারী হইলেন। তিনি ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন এবং মৃৎপাত্র ভিন্ন অন্য কোন ভোজনপাত্র ব্যবহার করিতেন না। এই সময়ে অনেক রাজকুমার তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সিদ্ধার্থ ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা হৃদয়ে স্থান দেন নাই।

বৌদ্ধেরা বলেন বিশ্বন্তর প্রভৃতি অতীত জন্মেও তিনি বোধিসত্ত্বের সহধর্ম্মিণী ছিলেন বলিয়া এ জন্মে পতির প্রতি এত আসক্ত হইয়াছিলেন।

কালক্রমে শুদ্ধোদন তনুত্যাগ করিলেন, নন্দ, রাহুল, দেবদত্ত ও মহাপ্রজাপতী সংসার ত্যাগ করিলেন। এ অবস্থায় পতিকুলের ও পিতৃকুলের প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই যশোধারার হইল; কিন্তু মহা-প্রজাপতী যে পথে গিয়াছেন তিনিও সেই পথে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং এক সহস্র শাক্যরাজকন্যা-পরিবৃত হইয়া কপিলবস্তু ত্যাগ করিলেন। কোলি ও কপিলবস্তুর লোকে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহারা তাঁহার বাহনের জন্য রথ ইত্যাদি দিতে চাহিল; তিনি তাহাও লইলেন না; ৪৫ যোজন পদব্রজে চলিয়া বৈশালীতে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রজাপতীর সঙ্গে দেখা করিলেন এবং তাঁহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রাবস্তীতে গিয়া বুদ্ধকে প্রণাম করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে উপসম্পদা দিলেন।

ইহার পর যশোধারা অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন এবং শ্রাবস্তীতেই অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু এখানে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে লোকে তাঁহাকে এত উপহার পাঠাইতে লাগিল যে তিনি পুনর্ব্বার বৈশালীতে চলিয়া গেলেন। সেখানেও এইরূপ ঘটিল; তখন তিনি রাজগৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

যশোধারা ৭৮ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণলাভ করেন।

রাজগৃহ—(বর্ত্তমান রাজগিরি; প্রাচীন নামান্তর গিরিব্রজ বা কুশাগারপুর; বুদ্ধগয়া হইতে বিহারে যাইবার পথে পাটনা জেলায় অবস্থিত)। মগধের প্রাচীন রাজধানী: বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এখানেই বাস করিতেন। রাজগৃহের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চশৈলের নাম বিপুলগিরি (বৈপুল্য পর্ব্বত), রত্নগিরি, উদয়গিরি, শোণগিরি ও বৈভারগিরি। বৈভারগিরিতে সুপ্রসিদ্ধ সপ্তপর্ণী গুহা। রাজগৃহের ২॥ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে গৃধ্রকূট, ইহার বর্ত্তমান নাম শৈলগিরি।

রাহুল—গৌতম বুদ্ধের পুত্র।* ইঁহার জন্মের অব্যবহিত পরেই সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করেন। রাহুলের যখন সাত বৎসর বয়স্ তখন গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া কপিলবস্তুতে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। যশোধারা পুত্রকে উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া বলিলেন, "বৎস, ঐ যে তেজঃপূর্ণ ভিক্ষু দেখিতে পাইতেছ, উনি তোমার জনক। যাও, উঁহার নিকট গিয়া বল, 'পিতঃ, পুত্রে পিতার নিকট যে ধন পায়, আমায় তাহা দিন।' রাহুল নির্ভয়ে পিতার নিকট গিয়া ধন প্রার্থনা করিলেন। তখন যশোধারার ভয় হইল পাছে তথাগত রাহুলকেও প্রব্রজ্যা দেন, কারণ ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি নন্দকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন।

যশোধারা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। বুদ্ধ শারীপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাহুল পৈতৃক ধন চাহিতেছে। যে ধন দুঃখের নিদান তাহা আমি ইহাকে দিতে পারিব না। অতএব ইহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান কর।" অনন্তর শারীপুত্র রাহুলকে প্রব্রজ্যা দিলেন। ২০ বৎসর বয়সে রাহুলের উপসম্পদা হয়। কালে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যশোধারা এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বেই রাহুলের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ঘটে।

রোহিণী—নেপালের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদী। ইহা প্রথমে মহানন্দার সহিত মিশিয়াছে; পরে এই সম্মিলিত প্রবাহ গোরক্ষপুরের নিকট রাপ্তীতে পড়িতেছে। রোহিণীর এক পারে কপিলবস্তু এবং অন্য পারে কোলি (দেবহ্রদ) নগর অবস্থিত ছিল।

শুদ্ধোদন—কপিলবস্তুর রাজা, সিংহহনুর পুত্র। সিদ্ধার্থ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এবং পরিণামে বুদ্ধ হইবেন জানিয়া শুদ্ধোদন তাঁহাকে চারিবার প্রণিপাত করিয়াছিলেন:— প্রথমবার যখন শিশু সিদ্ধার্থ অসিত দেবলের মস্তকে পদার্পণ করেন, দ্বিতীয়বার যখন সিদ্ধার্থ সমস্ত দিন জম্বুবৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার কষ্ট হইবে বলিয়া ঐ বৃক্ষের ছায়া নিশ্চল হইয়াছিল; তৃতীয়বার যখন বুদ্ধত্বলাভের পর সিদ্ধার্থ কপিলবস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; চতুর্থবার মৃত্যুকালে।

বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর তথাগত যখন বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন শুদ্ধোদন এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। তিনি তথাগতকে কপিলবস্তুতে লইবার জন্য নয় বার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দূতগণ তথাগতের উপদেশ শুনিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং কপিলবস্তুর কথা ভুলিয়া যান। অতঃপর

* পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া সিদ্ধার্থ নাকি বলিয়াছিলেন "রাহুল জন্মিয়াছে" অর্থাৎ "আমার একটী নূতন বন্ধন হইল।" বৌদ্ধেরা বলেন, এই জন্যই কুমারের নাম 'রাহুল' হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, সেই জন্যই কুমারের নাম রাহুল হইতে পারে। কোন কোন গ্রন্থে 'রাতুল' এই নামও দেখা যায়। রাতুল সংস্কৃত শব্দ; সম্ভবতঃ 'রাহুল' ইহারই অপভ্রংশ।

তিনি তথাগতের বাল্য সহচর কালোদায়ীকে প্রেরণ করেন। উদায়ীও প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অর্হত্ব লাভ করিলেন, কিন্তু তিনি নিজের দৌত্যের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন না। তিনি তথাগতকে কপিলবস্তুতে লইয়া গেলেন; শুদ্ধোদন ৭ বৎসর পরে পুনরায় সিদ্ধার্থকে দেখিতে পাইলেন। কপিলবস্তুতে গিয়া যখন তথাগত প্রথম ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়াছিলেন তখন শুদ্ধোদন তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাগত নিবৃত্ত হন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন, "পিতঃ আপনি রাজবংশে জন্মিয়াছেন, কিন্তু আমি বুদ্ধবংশে জন্মিয়াছি; অতীত বুদ্ধগণ সকলেই ভিক্ষা করিতেন।" অতঃপর শুদ্ধোদন তথাগতের উপদেশ এবং ধর্ম্মপালজাতক (৪৪৭) শুনিয়া অনাগামিমার্গ-ফল লাভ করেন।

যখন তথাগত নন্দ ও রাহুলকে প্রব্রজ্যা দেন তখন শুদ্ধোদন দেখিলেন রাজবংশ প্রায় নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইল। তিনি নিজের অসন্তোষ বিজ্ঞাপন করিলে তথাগত অঙ্গীকার করিলেন যে অতঃপর মাতাপিতার অনুমোদন বিনা কেহই প্রব্রাজক হইতে পারিবে না।

ইহার কয়েকবৎসর পরে শুদ্ধোদন মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন; তথাগত তখন বৈশালীর নিকটস্থ কূটাগারশালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আকাশ-মার্গে গমন করিয়া কপিলবস্তুতে উপনীত হইলেন এবং পিতাকে তত্ত্বকথা শুনাইয়া অর্হত্ব প্রদান করিলেন। তিনি শুদ্ধোদনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রাবস্তী—(বর্ত্তমান সেট মহেঠ; অযোধ্যা প্রদেশে গোণ্ডা জেলায়, বলরামপুর হইতে দশ মাইল দূরে)। উত্তরকোশলরাজ্যের রাজধানী। প্রবাদ আছে যে যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত এই নগর স্থাপন করেন। ইহা অচিরবতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অচিরবতীর বর্ত্তমান নাম রাপ্তী বা ইরাবতী।

সঞ্জয়ী বৈরট্টীপুত্র—(পালি 'সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত') একজন তীর্থিক। ইনিও দাসীগর্ভজাত বলিয়া বর্ণিত। ইঁহার মস্তকে একটা বড় আব ছিল। ইনি বলিতেন পুনর্জ্জন্মলাভ নীচ কিংবা উচ্চ যোনিতে হইবে না; এখন যে যে জীব, পরজন্মেও সে সেই জীব হইবে। শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন প্রথমে ইহার শিষ্য ছিলেন।

সাকেত—(নামান্তর অযোধ্যা বা বিশাখা)। ইহা বর্ত্তমান ফৈজাবাদ জেলার অন্তঃপাতী সরযূতীরস্থ সুপ্রসিদ্ধ নগর। বিশাখার পিতা ধনঞ্জয় অঙ্গদেশ হইতে গিয়া এখানেই বাস করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময় চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী এবং বারাণসী এই ছয়টী নগর আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিল।

সাঙ্কাশ্য—(পালি 'সঙ্কিস্স') ৬৩ পৃষ্ঠে মুদ্রিত টীকা দ্রষ্টব্য।

সারীপুত্র—(শারীপুত্র, শারীসুত, পালি 'সারিপুত্ত')—অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের অন্যতর এবং 'ধর্ম্মসেনাপতি' নামে অভিহিত। ইঁহার নামান্তর উপতিষ্য। যে গ্রামে ইঁহার জন্ম হয় তাহারও নাম উপতিষ্য (বা কলাপিণাক বা নাল *)। ইহা নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্ত্তী। শারীপুত্র জাতিতে ব্রাহ্মণ, মাতার নাম 'শারী' বা 'সারী' বলিয়া 'শারীপুত্র' (সারীপুত্র) আখ্যা পাইয়াছিলেন। সংসারে থাকিবার সময় ইঁহার প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু ইনি এবং ইঁহার বন্ধু মৌদ্‌গল্যায়ন নির্ব্বাণ প্রাপ্তির আশায় সংসার ত্যাগ-পূর্ব্বক রাজগৃহ নগরস্থ সঞ্জয়ী বৈরট্টীপুত্রের শিষ্য হন। সঞ্জয়ীর শিক্ষায় ইঁহারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই; কাজেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য পরিশেষে সমস্ত জম্বুদ্বীপে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও ইঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। অতঃপর একদিন প্রাতঃকালে শারীপুত্র দেখিতে পাইলেন স্থবির অশ্বজিৎ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া শারীপুত্রের মনে শ্রদ্ধা জন্মিল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহার শিষ্য?" অশ্বজিৎ উত্তর দিলেন, "আমি শাক্যবংশীয় মহাশ্রমণের শিষ্য। তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিবার সাধ্য আমার এখনও জন্মে নাই; তবে সংক্ষেপে এই বলিতে পারি যে—

যে ধম্মা হেতুপ্‌পভবা,
তেসং হেতুং তথাগতো আহ,
তেসঞ্চ যো নিরোধো
এবং বদী মহাসমণো।

কারণ হইতে এই বিশ্বমাঝে উৎপাদিত যাহা হয়,
কারণ তাহার প্রভু তথাগত করেছেন সুনির্ণয়।

* মহাসুদর্শন জাতকে (৯৫) নাল বা নালন্দা নামক স্থানই শারীপুত্রের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সে কারণ পুনঃ কিরূপে নিরুদ্ধ করিবে মানবগণ,
সে মহাশ্রমণ নিজ প্রজ্ঞাবলে করেছেন প্রদর্শন।"

উক্ত গাথা শুনিবামাত্র শারীপুত্র স্রোতাপত্তিফল লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি এই কথা জানাইলে মোদ্‌গল্যায়নও বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তখন উভয়েই সঞ্জয়ীর আশ্রম ছাড়িয়া দিলেন।

মৌদ্‌গল্যায়ন সপ্তাহমধ্যে এবং শারীপুত্র এক পক্ষে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। তখন বুদ্ধ ইঁহাদিগকে অগ্রশ্রাবকের পদ * প্রদান করেন। ইহাতে অন্যান্য ভিক্ষুদিগের মনে ঈর্ষ্যা জন্মে। কিন্তু তথাগত তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে অতীত বুদ্ধেরাও এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শারীপুত্র যেরূপ সুকৌশলে বিরুদ্ধবাদীদিগের কূটতর্ক খণ্ডন করিতে পারিতেন, অন্য কোন স্থবির সেরূপ পারিতেন না।

ইহার অল্পদিন পরেই তথাগত নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ গাথাটী বলিয়াছিলেন:—

সব্ব পাপস্‌স অকরণম্‌
কুসলস্‌স উপসম্পদা,
সচিত্ত পরিয়োদপনম্‌;
এতং বুদ্ধানসাসনম্‌।

সর্ব্ববিধ পাপ হতে সতত বিরতি,
পুণ্যের সঞ্চয়ে সদা মনের আসক্তি,
স্বচিত্তের সযতনে নির্ম্মলীকরণ,;
এই সারধর্ম্ম শিক্ষা দেন বুদ্ধগণ।

বুদ্ধের যখন ৭৯ বৎসর বয়স্‌ সেই সময়ে শারীপুত্র বরক নামক গ্রামে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় নির্ব্বাণলাভ করেন। ইহার এক পক্ষ পরে মৌদ্‌গল্যায়নেরও প্রাণবিয়োগ ঘটে।

সুপ্রবুদ্ধ—দেবদহরাজ অনুশাক্যের পুত্র, মহামায়ার ভ্রাতা এবং দেবদত্ত ও যশোধারার পিতা। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির বিংশতি বর্ষ পরে শাস্তা কপিলবস্তুর নিকটবর্ত্তী ন্যগ্রোধারামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময়ে একদিন তিনি ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলে সুপ্রবুদ্ধ প্রচুর মদ্যপান করিয়া তাঁহার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং মুখে যত আসিয়াছিল গালি দিয়াছিলেন। শাস্তা প্রশান্তভাবে আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "অহো! সুপ্রবুদ্ধ জানেন না যে, অদ্য হইতে সপ্তাহের মধ্যে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া ইঁহাকে গ্রাস করিবে।" সুপ্রবুদ্ধ তখন এ কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; তিনি সাত দিন গৃহ হইতে বাহির হন নাই। কিন্তু পাপী কি কখনও পাপের দণ্ড এড়াইতে পারে? নির্দ্দিষ্টদিনে তাঁহার পদতলে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং তিনি অবীচিতে গিয়া কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে লাগিলেন।

হিমবা—(সংস্কৃত 'হিমবান্‌')—হিমালয় পর্ব্বত। 'হিমবন্ত-প্রদেশ' বলিলে জম্বুদ্বীপের উত্তরস্থ পার্ব্বত্য অঞ্চল বুঝায়। বর্ত্তমান তিব্বত, কাশ্মীর, নেপাল, ভোটান প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভূত। এই অঞ্চল বৌদ্ধদিগের দেবভূমি—দেবতা, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতির বাসস্থান এবং অর্হন্‌, প্রত্যেকবুদ্ধ প্রভৃতির ধ্যানস্থান। কৈলাস, চিত্রকূট, গন্ধমাদন, সুদর্শন ও কালকূট এখানকার প্রধান পর্ব্বত এবং অনবতপ্ত, কর্ণমুণ্ড, রথকার, ষড়্‌দন্ত, কুণাল, সিংহপ্রতাপ ও মন্দাকিনী এখানকার প্রধান সরোবর। এই সকল পর্ব্বতে কোথাও কাঞ্চনগুহা, কোথাও রজতগুহা প্রভৃতি বিচিত্র গুহা আছে।

যে অতিবিশাল বৃক্ষের নামানুসারে আমাদের এই মহাদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে সেই জম্বুবৃক্ষও হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিত। এই বৃক্ষ শত যোজন উচ্চ; শাখা-প্রশাখাসহ ইহার পরিধি তিনশত যোজন। ইহার ফল সুবর্ণময়; নদীর জলে ঐ সকল ফল পড়ে এবং স্রোতোবেগে চূর্ণীকৃত হইয়া স্বর্ণরেণুতে পরিণত হয়।

হিমবন্ত সর্ব্ববিধ প্রাণীর আবাসভূমি। এখানে চারি প্রকার সিংহ আছে:— তৃণ, কাল, পাণ্ডু ও কেশরী। প্রথম দুই প্রকার সিংহ উদ্ভিজ্জাশী। কেশরী সিংহের দেহ শ্বেতবর্ণ। তিন যোজন দূর হইতে ইহার গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়।

* ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণা 'অগ্রশ্রাবিকা' নামে অভিহিত হইতেন।

নির্ঘণ্ট।